শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য

[illegible]কার্য্যটি এই ;—

"যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত [illegible]তে পারে।"

[illegible] "স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং দশম স্বতঃসিদ্ধকে একই [illegible] অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে। তবে প্রথম স্বীকার্য্য ও দশম স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ, [illegible]বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা অঙ্কনে আমাদের সামর্থ্য এবং দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া একাধিক [illegible] রেখা অঙ্কনে অসামর্থ্য, যেরূপ যথাক্রমে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বর্ত্তমান [illegible]ও সেরূপ দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে উক্ত সরল রেখার পরিবর্দ্ধনে সামর্থ্য আলোচিত হইবে।

এই স্বীকার্য্যটিতে সমতলের কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই স্বীকার্য্যের প্রয়োগকালে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরল রেখাটি যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সরল রেখার সহিত সমতলের কি সম্পর্ক, তাহা জানা আবশ্যক।

ইউক্লিড সমতলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সরল রেখা পরস্পরের সহিত সোজাভাবে অবস্থান করে, তাহাকে সমতল বলে।

এই সংজ্ঞা কোন স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ করে না। অপিচ অন্য প্রতিজ্ঞার প্রমাণ-কালেও এই সংজ্ঞাদ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই অধুনা সমতলের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সর্ব্বতোভাবে উক্ত তলে অবস্থিতি করে, তাহাকে সমতল বলে।

নিয়মিত তল, যাহারই অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সমরেখা সেই তলে অবস্থিত থাকে। সরল রেখা যাহাই ঋজুরেখা এবং তদনুযায়ী নিয়মিত তলই সমতল। অতএব

যে কোন সরল রেখা তদনুযায়ী সমতলে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করিবে। ... সংজ্ঞার স্থলে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

যে নিয়মিত তলের সমরেখা সরল রেখা, তাহাকে সমতল বলে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সরল রেখা মাত্র সমতলেরই সমরেখা। ... সরল রেখার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক।

সমরেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, নয় বৃহৎ বৃত্তের কোন অংশ। ... সহিত তৎসংলগ্ন সমরেখার যোগে,—অর্থাৎ উক্ত সরল রেখার সহিত ... যোগে অথবা বৃহৎ বৃত্তের সহিত তৎসংলগ্ন বৃহৎ বৃত্তের অপর অংশযোগে,—যে ... জন্মে, তাহাই প্রথমোক্ত সমরেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন সমরেখা। অতএব দ্বিতীয় স্বীক... নিম্নলিখিতরূপে আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে।

যে কোন সমরেখাকে, উহা যে নিয়মিত তলে অবস্থিত, তাহার মধ্য... উভয় মুখে নিয়মিত রেখার পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

একটি সমরেখা তাহার সংলগ্ন সমরেখা-যোগে পরিবর্দ্ধিত সমরেখায় পরিণত... এইরূপ পরিবর্দ্ধনে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামে অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা (অর্থাৎ সরল রেখা) বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ কোন বিশেষ সীমা (limit) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নিয়মিত রেখার অংশ মাত্রই সমরেখা নামের যোগ্য। অতএব, একটি সমরেখা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাহা উক্ত সীমা পর্য্যন্ত সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎপরেও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহার নিয়মিত রেখার দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। সরল রেখা যতই বর্দ্ধিত হউক, মানব-বুদ্ধিতে তাহা সরল রেখারূপেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত বর্ত্তুল রেখা যে উক্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর। ইহাই দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অর্থ প্রসারিত করিয়া আমি যে তথ্যে উপনীত হইয়াছি, ইহা সেই তথ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সরলরেখা ও বর্ত্তুলরেখা এই সম্বন্ধে উভয় কথাই সম্পূর্ণরূপে সমরেখার সংজ্ঞায় অন্তর্নিহিত। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না।

ইউক্লিডের সরল রেখা সীমাবদ্ধ। তজ্জন্যই তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে উহার পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করিয়া দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যখন পূর্ব্ব হইতেই সরল রেখার পরিমাণ অসীম ধরিয়া লইয়াছি এবং ইউক্লিডের মতানুযায়ী সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তখন সরল রেখার পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা আমাদের পক্ষে আদৌ থাকিতেছে না।

[illegible] বৰ্দ্ধিত হইলে তদনুযায়ী নিয়মিত তলের মধ্য দিয়াই বৰ্দ্ধিত হইবে এবং [illegible] তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই ঘটিবে। সরল রেখার পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে [illegible]ীমা ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। [illegible]নের পূর্ব্বে যে যে স্থলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই [illegible] প্রমাণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। অর্থাৎ ইউক্লিডের দ্বিতীয় [illegible]তলের উল্লেখ না থাকিলেও এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সরল [illegible] তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইউক্লিড সামতলিক [illegible]তির আলোচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই সমতলের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ [illegible]ই।

[illegible] সরল রেখার পরিবর্দ্ধনক্রিয়া সমতলের মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য একাদশ [illegible] প্রথম প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দেখা যাউক।

প্রতিজ্ঞাটি ও তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[illegible] একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ [illegible] সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।
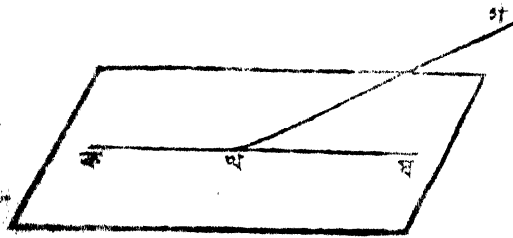
কারণ, যদি সম্ভব হয়, মনে কর, ক খ গ সরল রেখার খ গ অংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে।

তাহা হইলে ক খ সরল রেখার বৰ্দ্ধনে উৎপন্ন অপর একটি সরল রেখা উক্ত সমতলের অভ্যন্তরে থাকিবে।

মনে কর, ইহা খ ঘ।

অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুইটি সরল রেখার সাধারণ অংশ ক খ।

তাহা অসম্ভব। কারণ, যদি আমরা খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক খ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি, তাহা হইলে সেই বৃত্তের ব্যাসদ্বয় পরিধিকে অসমান ভাবে ছিন্ন করিবে।

অতএব একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।*

খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া আঁ[illegible]
যে ব্যাসদ্বয় দ্বারা অসমান ভাবে ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হইল, সেই ব্যাসদ্বয় [illegible]
ও ক খ ঘ সরল রেখার অংশ। তবেই স্বীকার করিতে হইবে, খ [illegible]
করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এরূপ একটি বৃত্ত আঁকিত [illegible]
তাহা ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুই সরল রেখার অংশকে ব্যাস করিতে পারে [illegible]
সামতলিক ক্ষেত্র। অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই সরল রেখাদ্বয় [illegible]
অবস্থান করিতেছে, ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

এই স্বীকৃত তথ্যটি সূত্রাকারে এই রূপ গ্রহণ করিবে ;—

দুইটি সরল রেখা সংলগ্ন থাকিলে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থা[illegible]

ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি এই ;—

"যদি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তাহারা একই [illegible]
অবস্থিত থাকিবে ; অপিচ তিন সরল রেখায় যে ত্রিভুজ জন্মে, সেই ত্রিভুজ [illegible]
সমতলে অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্বীকৃত তথ্যের বিশেষ [illegible] প্রভেদ নাই [illegible]
অথচ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি যে উক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রতিপাদিত প্রথম প্রতিজ্ঞার পরে
সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে। ইহার প্রতিপাদনেও উক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি প্রযুক্ত
হইয়াছে।

কোন দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু থাকলেই সেই রেখাদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন বলা
হয়। এই সাধারণ বিন্দু উক্ত রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটির আরম্ভ, সমাপ্ত, অথবা
অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে। আমরা সরল রেখাকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি আমাদের
মতে কোন সরল রেখারই আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই। অতএব দুইটি সরল রেখা পরস্পর
সংলগ্ন হইলে, সাধারণ বিন্দু, তাহাদের উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে। দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত
সাধারণ বিন্দু উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলে রেখাদ্বয় পরস্পরকে হয় স্পর্শ করিবে, নয় ছিন্ন
করিবে। আমরা জ্যামিতিক অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছি যে, সরল রেখাদ্বয় উভয়স্থলে
পরস্পরকে ছিন্ন করিয়াই থাকে। অতএব উক্ত স্বীকৃত তথ্যটিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম
ভাগের সহিত অভিন্নই ধরিতে হইবে।

কিন্তু ইউক্লিড সর্ব্বত্রই সরল রেখাকে সান্ত আকারে রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরল
রেখার পরিমাণ সান্ত রাখিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয়টিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র আকার
দেওয়া যায় কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা সরল রেখাদ্বয়কে অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়াছি, এজন্য ঐ তথ্যটি ইউক্লিডের
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিন্তু উহাদিগকে প্রান্ত বিন্দুতে সংলগ্ন
রাখিয়া সূত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

[illegible] স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, "কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে [illegible] একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অন্য [illegible] সেই পথের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুকে পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে।" অর্থাৎ যে কোন রেখার আরম্ভকে সমাপ্তি [illegible]রূপে ধরিতে পারা যায়। সাধারণতঃ রেখা মাত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দু [illegible]খার আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যে সকল রেখার দুইটি [illegible] আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে, তাহাদের উক্ত বিন্দুদ্বয়কে ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ [illegible]ক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ [illegible] প্রান্ত-বিন্দু বলা যাইবে।

তাহা হইলে, উক্ত তথ্যটি এই রূপ গ্রহণ করিবে।

[illegible]টি সরল রেখা কোন প্রান্ত-বিন্দুতে মিলিত হইলে একই সমতলে অবস্থিত [illegible]।

এই প্রতিজ্ঞাটি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার অনুরূপ বটে। অপিচ, ইহা উক্ত প্রথম ভাগ হইতে সহজে বোধগম্য নহে। এমন অবস্থায় ইহাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে না ধরিয়া উক্ত ভাগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার ইউক্লিডকৃত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আরও একটি গুরুতর আপত্তি আছে।

ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণটি এই ;—
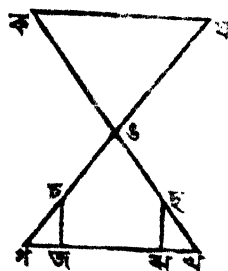
কারণ, "মনে কর, ক ঘ ও গ খ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে।

আমি বলি যে, ক ঘ ও গ খ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে; এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কারণ, ঙ গ ও ঙ খ এর অন্তর্ভুক্ত চ ও ছ যে কোন দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

এবং চ জ ও ছ ঝ দুইটি সরল রেখা টান।

আমি প্রথমে বলি যে, ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কারণ, যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের অংশ চ গ জ অথবা ছ খ ঝ এক সমতলে অবস্থিত

[illegible]কিয়া অপর অংশ অন্য সমতলে অবস্থিতি করে, তবে ঙ গ ও ঙ খ [illegible]
এক সমতলে অবস্থিত থাকিয়া অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের চ গ খ ছ অংশ এক সমতলে এবং অপর[illegible]
অবস্থিত হয়,

তাহা হইলে ঙ গ ও ঙ খ উভয় সরল রেখার একাংশ এক সমতলে[illegible]
অপর সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অতএব ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কিন্তু ঙ গ খ ত্রিভুজ যে সমতলে অবস্থিত, ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার প্রত্যেকে[illegible]
সমতলে অবস্থিত থাকিবে;

এবং ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, ক খ ও ঘ গ সরল রে[illegible]
সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

অতএব ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে, এবং প্রত্যে[illegible]
ত্রিভুজ এক সমতলেই অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রমাণে "ত্রিভুজ মাত্রই একসমতলে অবস্থিত থাকিবে" ইহা সুপ্রমাণ করিবার জন্য
চ গ জ অথবা ছ খ ঝ ত্রিভুজ সমতলে অবস্থিতি করে, ইহা [illegible] লওয়া হইয়াছে। কিন্তু
উক্ত রূপ প্রমাণের পূর্বে এরূপে মানিয়া লওয়ার ক্ষমতা কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আধুনিক জ্যামিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় প্রতিজ্ঞা স্বতন্ত্ররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রতিজ্ঞা[illegible] প্রমাণ অনেকটা ইউক্লিডের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে,—

সমতলটিকে ক[illegible] ঘ সরল রেখার চতুর্দিকে আবর্তন করিয়া গ বিন্দু দিয়া পরিচালিত
করা হইয়াছে[illegible] দেখান হইয়াছে যে, ক খ গ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি [illegible]
(প্রথম অধ্যায়ের একাদশ প্রতিজ্ঞার অনুমানের সাহায্যে দুই সরল রেখার সাধারণ অংশ
থাকা অসম্ভব হওয়ায়) ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখাদ্বয়ের ক খ সাধারণ অংশ থাকিতে
পারে না।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ এই;—
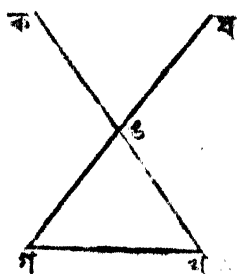
... দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে ছেদ করিতেছে এবং গ খ সরল রেখা ... রেখার সহিত যথাক্রমে খ ও গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা হইলে—

... গ ঘ এই দুই সরল রেখা এক সমতলে অবস্থিতি করিবে।

... ক খ, গ ঘ ও খ গ এই তিন সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(১) মনে কর, ক খ সরল রেখা দিয়া একটি সমতল চালিত হইয়াছে।

...ই সমতলকে ক খ-এর চতুর্দ্দিকে এরূপ ভাবে আবর্ত্তিত কর, যেন সমতলটি গ বিন্দু ...তে পারে।

...হা হইলে, যেহেতু গ ও ঙ বিন্দু উক্ত সমতলে অবস্থিত আছে।

...অতএব গ ঙ ঘ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

অর্থাৎ ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

... যেহেতু ক খ ও গ ঘ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, খ ও গ বিন্দু সেই সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব খ গ সরল রেখাও উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দুইটি ইউক্লিডের প্রমাণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট ;—

(১) প্রথম প্রতিজ্ঞায় এরূপ কোন তথ্যের সাহায্য লওয়া হয় নাই, যাহা পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞায় অন্তর্নিহিত।

(২) দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় যাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রমাণের অবলম্বনরূপে ধরিয়া লওয়া হয় নাই।

(৩) ব্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে "বৃত্তমাত্রই ব্যাসদ্বারা দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়" এই তথ্যটি নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবে ও বিনা উল্লেখে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ কালে আবশ্যক হয় নাই, তজ্জন্যই ইদানীং উহাকে উক্ত সংজ্ঞা হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রমাণদ্বয়ে নিম্নলিখিত তথ্য তিনটি বিনা প্রমাণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) যে কোন সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিতে পারিবে।

(২) উক্ত সরল রেখাকে স্থির রাখিয়া, উক্ত সমতলকে তাহার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করাইয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন দুই বিন্দু এক সমতলে অবস্থিতি করিলে তাহার যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে পারম্পর্য্য ঠিক রাখা হইল না।

(৩) এই সত্যটি [illegible] অনুমানরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আধুনিক সংজ্ঞা (১ পৃঃ) অনুসারে সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল

রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করে, অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে ... কোন যোজক সরল রেখা থাকা অসম্ভব।

সমতলের বাহিরে যে তদ্রূপ সরল রেখা থাকিতে পারে না, তাহাই ... হইতেছে। অতএব দশম স্বতঃসিদ্ধের এই প্রয়োগটি ঘন জ্যামিতির আলোচ্য বিষয় ... "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমতল ও নিয়মিত ... মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি। এ বিষয়ে ঘন-জ্যামিতিবিষয়ক আলোচনা আপাততঃ ... রাখিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আর একটি আলোচনাও আপাততঃ স্থগিত রাখা ... ইহা খ চিহ্নিত করি। ঘন-জ্যামিতির দশম স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক আলোচনার অবসর ... পর্যন্ত উপস্থিত হয় নাই; খ চিহ্নিত তত্ত্বটির আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধেই পুনঃ আরম্ভ ...

(২) এই তথ্যে উক্ত আবর্তন ব্যাপারটি উপরিপাতনের প্রকারান্তর মাত্র। ক... "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কোন স্থান অন্যত্র চালিত হইতে পারে না। কোন স্থানের প্রত্যেক অপর কোন স্থানের উপর পাতিত করার নাম প্রথমোক্ত স্থানকে শেষোক্ত স্থানের উপর পাতিত করা। সেইরূপ কোন স্থান আবর্তন করিতেও পারে না। সমতলের আবর্তনের অর্থ, কোন প্রকারে আবর্তন করিয়া এক সমতলে অবস্থিত ... সমতলটিকে অপর সমতলের উপর পাতিত করাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত আবর্তন ব্যাপারের পূর্ব্ব হইতেই সেখানে একটি সমতল অবস্থিতি করে। অতএব দ্বিতীয় তথ্যটিকে স্বীকার করার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত তথ্যটি স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কোন সরল রেখা ও যে কোন বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।

তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় সমতলের আবর্তনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞায় ক খ ঘ সরল রেখা ও গ বিন্দু এই উভয়ের এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় ক খ সরল রেখা ও গ বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিয়াছে; এই কথাটি সমতল আবর্তন না করিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রতিজ্ঞা দুইটিও আরও সহজে প্রতিপাদিত হয়।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে উক্ত প্রবন্ধে উক্ত খ চিহ্নিত তত্ত্বের প্রয়োজন। খ তত্ত্বটি এই ;—

এক সমতলের অভ্যন্তর একটি সরল রেখাকে অপর একটি সমতলের অভ্যন্তরস্থিত আর একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের পৃষ্ঠস্থিত যে কোন পার্শ্ব অপর সমতলের যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

য়ের অভ্যন্তরস্থিত কেবল সরল রেখা দুইটিকে মিলান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত কে মিলাইলেই সমতল দুইটি মিলিত হয় না। তজ্জন্য ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত লান দরকার। ২৩শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠার চিত্রে ক খ ও ল রেখাদ্বয় যথাক্রমে ঘ ঙ ও ঘ চ সরল রেখাদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ত্রিভুজ ট অর্থাৎ সমতল দুইটি মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঘ ঙ ও ঘ চ ল রেখা, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম তথ্যের যী যে যে সমতল ঘ ও চ বিন্দুর মধ্য দিয়া চলে, ঘ চ সরল রেখা তাহার যে টিতেই অবস্থিত থাকিবে। সুতরাং "ঘ ঙ ও ঘ চ সরল রেখা এই উভয়ের মধ্য কেবল একটি সমতল চলিতে পারিবে" ইহা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট , ঘ ঙ সরল রেখা ও চ বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

দ্বিতীয় তথ্যের পরিবর্তন করিয়া যে নূতন আকারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা উক্ত ঘ ঙ ও ঘ চ সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিবে। কিন্তু কয়টি সমতল চলিতে পারে, তাহার কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ উপরে বলিয়াছি, উক্ত সমতলের সংখ্যা একটি মাত্র হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, "দুই বিন্দু দিয়া একটি মাত্র সরল রেখা চলিতে পারে", সরল রেখা সম্বন্ধে ইহা ঠিক বলিয়াই যেরূপ ক চিহ্নিত তথ্যের অনুযায়ী একটি সরল রেখার সহিত সরল রেখাকে মিলান যাইতে পারে, তদ্রূপ সমতল সম্বন্ধেও এইরূপ আর একটি তথ্য আছে, যাহার নিমিত্ত খ চিহ্নিত তথ্য অনুসারে একটি সমতল আর একটি সমতলের সহিত মিলান যায় এবং এইরূপে পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় তথ্যে সমতলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই নিম্নোক্ত তথ্যটি উৎপন্ন হইবে। যথা ;—

একটি সরল রেখা ও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমান সমান বৃত্তের ধনু ও সমান সমান বর্ত্তুলের সমরেখা মিলিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বৃত্ত অথবা বর্ত্তুল সমান হইলেই তাহাদিগকে মিলান যায়। এই সমানতাই ধনু ও সমরেখাগুলি মিলাইবার হেতু। পুনশ্চ সরল রেখা মাত্রই এবং সমতল মাত্রই মিলিত হইতে পারে।

এক্ষণে "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে যেরূপ সমতলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত সমতলকে এক জাতির এবং সমান সমান যাবতীয় বর্ত্তুলাংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে খ চিহ্নিত তথ্যটি নিম্নলিখিতরূপে প্রসারিত হইবে।

এক জাতীয় দুইটি নিয়মিত তলের একটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখাকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখার উপরে স্থাপন করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মিত তলকে শেষোক্ত নিয়মিত তলের সহিত মিলান যাইতে পারে।

কোন বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখা তাহার সজাতীয় অপর বর্ত্তু[illegible] স্থিত সমরেখার স্থাপন মাত্র বর্ত্তুলাংশদ্বয় মিলিয়া যাইবে। কিন্তু দুইটি [illegible] হইলে উক্ত স্থাপিত সমরেখা ব্যতীত আর একটি বিন্দু মিলান আবশ্যক। [illegible] সমতলের এরূপ প্রভেদ কেন উপস্থিত হয়, জানা আবশ্যক। আমরা [illegible] উপরিপাতনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তদ্দ্বারা একটি নিয়[illegible] রেখা অপর নিয়মিত রেখার সহিত এবং একটি নিয়মিত তল অপর নিয়মিত তলের সা[illegible] কোন্ অবস্থায় মিলিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু [illegible] পর্য্যন্ত উপরিপাতন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল অবস্থা পাওয়া যায় নাই। উপরিপাতন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত বিরোধ খণ্ডন করা যাইতেছে।

গ ঘ
ক খ

ক খ একটি বৃহত্তর সরল যষ্টির উপরে গ ঘ একটি ক্ষুদ্রতর সরল যষ্টি মিলিতভাবে রাখা হইয়াছে। গ ঘ যষ্টি ক খ যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া ক খ যষ্টির দৈর্ঘ্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সরাইয়া আনা যায়। কিন্তু গ ঘ যষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি কণিকা ক খ যষ্টির একটি কণিকার সহিত ভ বিন্দুতে সংযুক্ত করা গেল। এক্ষণ আর গ ঘ যষ্টি ক খ যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া সরান যায় না।

এইরূপে যদি ক খ ও গ ঘ কাষ্ঠি দুইটি সরল যষ্টি না হইয়া সমান বৃত্তের খণ্ডর আকৃতি বিশিষ্ট হয়, তবে তদ্দ্বারাও পূর্ব্বমত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

আমরা ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য পাইতেছি,—

(ক) একটি স্থির নিয়মিত রেখার সহিত তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত রেখা মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে এই অবস্থা ঘটিলে শেষোক্ত নিয়মিত রেখাটিও স্থির থাকিবে।*

কোন স্থানে অবস্থিত কণিকা সমষ্টির চালনাকেই সেই স্থানের চালিত অবস্থা বলা যায়। যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিতে পারি।
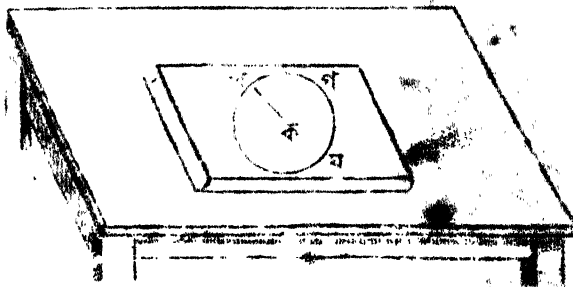
* একটি স্থানে অবস্থিত কণিকাসমষ্টির চালনাকেই উক্ত স্থানের চালিত অবস্থা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদবস্থায় যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি।

এই প্রকারে সমতল [illegible] পরীক্ষার নিমিত্ত একটি টেবিল ও একখানা পুস্তক গ্রহণ করা [illegible]ক। ইহাদের উভয়েরই পার্শ্বদেশ সমতল।

[illegible]বিলটি স্থিরভাবে আছে। ইহার উপরে একখানা পুস্তক রহিয়াছে। পুস্তকখানা [illegible]লের পিঠের সহিত মিলিত রাখিয়া সর্ব্বত্রই সরাইতে পারা যায়।

পুস্তকের পিঠের একটি কণিকা টেবিলের পিঠের একটি কণিকার সঙ্গে ক বিন্দুতে সংযুক্ত রাখ।

এক্ষণে আর পুস্তকখানা সর্ব্বত্র সরান যাইবে না।

পুস্তকের পৃষ্ঠস্থ একটি কণিকা গ্রহণ কর।

মনে কর, কণিকাটি খ বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

ক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক খ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া খ গ ঘ বৃত্ত অঙ্কিত কর।

পুস্তকখানা ক বিন্দুতে স্থির রাখিয়া নাড়িলে খ বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা সর্ব্বদা খ গ ঘ বৃত্তের উপরে থাকিবে।

উক্ত কণিকাটি খ বিন্দুতেই স্থিরভাবে রাখ।

এখন আর পুস্তকখানি নড়িবে না।

[illegible] উপরেও এইরূপ একটি প্রকারের ক্রিয়া দেখান যায়। তবে উক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পর বিপরীত (diametrically opposite) হইলে কেবল সেই অবস্থাতে এই নিয়ম টিকিবে না।

ইহা হইতে এই [illegible] পাওয়া যাইতেছে;—

(খ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত তলটির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন বিন্দু, স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং স্থির বিন্দু হইতে সেই দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল মাত্র সেই বৃত্তের যে কোন স্থানে চালিত হইতে পারিবে।

(গ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া, পরস্পর বিপরীত নয়, এরূপ কোন দুই বিন্দুতে যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত নিয়মিত তলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

এইরূপে একটি ইষ্টক অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই;—

(ঘ) ঘনক্ষেত্রের একটি বিন্দু স্থির থাকিলে, উক্ত ঘনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত স্থির বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া এবং স্থির

বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বর্ত্তুল আঁকা যায়, একমাত্র তাহার উপরেই অব[illegible]
করিবে।

(ঙ) ঘনক্ষেত্রের দুই বিন্দু স্থির থাকিলে, (১) স্থির বিন্দুদ্বয়ের ম[illegible]
অতিক্রান্ত সরলরেখা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, (২) অপর যে কোন বিন্দু
তাহা হইতে উক্ত সরলরেখার উপর পতিত লম্বকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এবং লম্বের
পতন-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল সেই বর্ত্তুলের উপরেই
অবস্থিতি করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিন্দু স্থির হয় নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত একটিকে স্থির
রাখিলেই ঘনক্ষেত্রটি স্থির হইয়া পড়িবে। অতএব—

(চ) এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দু স্থির
থাকিলেই ঘনক্ষেত্র স্থিরভাবে অবস্থিতি করে।

যে কোন তলকে ও [illegible] কোন না কোন ঘনক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া মনে করা
যাইতে পারে। অতএব চ সত্যটি তল ও রেখার সম্বন্ধেও চলিবে।

সমতলের সমরেখা সরল রেখা, অতএব সমতলের অভ্যন্তরস্থিত একটি মাত্র সমরেখা স্থির
থাকিলেই সমতলটি স্থির থাকিবে না। তজ্জন্য উক্ত সরল রেখার বহিঃস্থিত একটি বিন্দুকেও
স্থির রাখা দরকার। কিন্তু বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে সরল রেখার অবস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় উক্ত
বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা কেন, যে কোন তিন বিন্দু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই
বর্ত্তুলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

১০ পৃষ্ঠায় সমতল ও বর্ত্তুলের মিলন সম্বন্ধে যে বিরোধের বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়া-
ছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। কি সমতল, কি বর্ত্তুলাদি, ইহাদের সম্মিলন সময়ে
অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা মিলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়,
এরূপ তিন বিন্দু মিলাইলেই যথেষ্ট।

"রেখার স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধের ক তথ্য অনুযায়ী দুইটি রেখা দুই বিন্দুতে সংযুক্ত
রাখিয়া মিলান যায় কি না, তাহা পরীক্ষার প্রণালী উপরোক্ত গ তথ্য হইতেই পাওয়া
যাইতেছে। যেহেতু দুই বিন্দু দ্বারা যখন একটি নিয়মিত তল স্থির রাখা যায়, তখন তদন্তর্ভুক্ত
রেখাগুলিও স্থির রাখা যাইবে।

ক তথ্যটি যেরূপ সাধারণ রেখাসম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, খ তথ্যটিকেও সেইরূপ
সাধারণ তলের সম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত করা যায়। তাহাতে তথ্যটি এই দাঁড়াইবে;—

একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে
কোন বিন্দুতে স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত অথচ উক্ত বিন্দুর সঙ্গে

দুই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ অতি নিকটবর্ত্তী অপর দুইটি বিন্দুকে শেষোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুতে স্থাপিত করা যায়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সমান সমান বৃত্তের অংশ দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে ধনু দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে। সমান সমান বর্ত্তুলের অংশও তিন বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে তদ্রূপ মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থায়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি সরলরেখা যেরূপ দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, দুইটি সমতলও সেইরূপ এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দুতে মিলিত হইলেই পরস্পর মিলিয়া যাইবে।

ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি দাঁড়াইতেছে :—

এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র সমতল থাকিতে পারিবে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখিত "যে কোন সরলরেখা ও যে কোন বিন্দু এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।" এই তথ্যটিকে উপরোক্ত তথ্যের প্রকার ভেদরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব ঐ উপরোক্ত তথ্যটি দ্বিতীয় তথ্যের শেষ পরিণতি।

একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণটি এই তথ্যের অনুমান মাত্র।

যেহেতু পরস্পর ছেদকারী সমতলদ্বয়ের ছেদ রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা একাধিক সমতল চলিতে পারায় তাহারা একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেদ-রেখাটি সরলরেখা।

(১) এই তথ্য অনুসারে সরলরেখা মাত্রই কোন না কোন সমতলে অবস্থিতি করে। পুনশ্চ ১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, সমতলের পরিচয়ে সরল রেখার আবশ্যকতা। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমতল ও সরলরেখা যথাক্রমে নিয়মিত তল ও সমরেখার বিশেষ জাতি। এমন অবস্থায় এই সাধারণ জাতির সাহায্যে উক্ত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিয়মিত তল দুই জাতিতে বিভক্ত ;—সমতল ও বর্ত্তুল। সমতলের সহিত তাহার সমরেখা যে সরল রেখা,—তাহাদের কি সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু বর্ত্তুলের সঙ্গে তাহার সমরেখা যে বর্ত্তুল রেখা, তাহার সম্পর্ক আমরা অবগত আছি। ইহা বর্ত্তুলের সমদ্বিখণ্ডকারক বৃত্তের অংশ।

আমরা সমতল ও সরল রেখার ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কোন সম্পর্কই ধরিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রথম সত্যে দেখিতেছি, সরলরেখা মাত্রই সমতলে অবস্থিতি করে। সুতরাং সরল রেখার পূর্ব্বে সমতলের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কিন্তু যে নিয়মিত তলের সমরেখা

সরলরেখা নয়, তাহা সমতলই হইতে পারে না। সাধারণতঃ সমরেখা মাত্রই নিয়মিত ত অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব বিশেষ জাতি সমতল ও সরল রেখার এই সম্পর্ক সাধারণ জাতি অনুরূপ বটে। এক্ষণে সাধারণ জাতীয় নিয়মিত তলের সহিত সমতলের এই মাত্র যে, ইহার সমরেখা সরলরেখা। তাহা হইলে সমতল ও সরল রেখার প্রকৃতি নির্ অপরাপর সমরেখার সহিত সরলরেখার ভেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সমরেখা মাত্রই সরলরেখা অথবা বৃহৎ বৃত্তের অংশ। অতএব এই বিশেষত্ব বৃহৎ বৃত্ত ও সরল রেখার পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি,—"দেশ, সমতল ও বর্ত্তুলের সহিত যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।" উভবস্থায় এই সম্পর্কদ্বারা, বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তকে, সমতলের অভ্যন্তরস্থিত বৃত্ত হইতে সরলরেখাকে এবং দেশের অভ্যন্তরস্থিত বর্ত্তুল হইতে সমতলকে পৃথক্ করিতেছে। একই সম্পর্কদ্বারা সাধিত হওয়ায় পার্থক্যও একই প্রকারের হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার যে পার্থক্য, বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলেরও সেই পার্থক্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৃহৎ বৃত্ত ও সরলরেখার পার্থক্যের অভিজ্ঞতার উপরে, সমতল ও সরলরেখা এই উভয় পদার্থের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। সরলরেখা সমতলের এবং বৃহৎবৃত্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিয়মিত রেখা। অতএব উক্ত পার্থক্যের অভিজ্ঞতায় একাধারে সমতল ও বর্ত্তুলের পার্থক্য এবং বৃহৎ বৃত্তের সাধারণ জাতি বৃত্তের ও সরল রেখার পার্থক্য এই উভয়ই আছে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ উভয়বিধের আলোচনায় একই প্রকারের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। অতএব সমতল ও সরলরেখা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে যে, বর্ত্তুলের সহিত বৃহৎবৃত্তের যে সম্পর্ক থাকায় বৃহৎবৃত্তকে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে পৃথক্ করে, সমতলের সহিত সরলরেখার এবং দেশের সহিত সমতলের সেই সম্পর্ক থাকিয়া বৃত্তের সহিত সরলরেখার ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলের পার্থক্য সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু সমান সমান বর্ত্তুলের অবস্থিত সমরেখাগুলিকে যেরূপ এক এক জাতীয় সমরেখা ধরিয়াছি, সমতলে অবস্থিত সমরেখাকে ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি (২০শ ভাগ, ২৮১ পৃঃ)। পুনরায় সমান সমান বর্ত্তুলের অংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে যাবতীয় সমতলকেও অপর একটি জাতিতে পরিণত করা যায় (৯ পৃঃ)।

এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যাবতীয় নিয়মিত তলের বিভিন্ন পরিমাণ লইয়াই উক্ত বিভাগ পাইতেছি। তবে সমতলের সম্পূর্ণ আকৃতি অবগত না হওয়াতেই তাহাকে বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটি বর্ত্তুলের যে কোন পার্শ্ব তাহার সজাতীয় বর্ত্তুলের একটি মাত্র পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হয়; অপর পার্শ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সমতল সম্বন্ধে তদ্রূপ বাধা নাই। অর্থাৎ কোন সমতলের যে কোন পার্শ্ব অপর যে কোন সমতলের যে কোন পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

ইহাই বর্ত্তুল হইতে সমতলের প্রধান পার্থক্য। অথচ এই পার্থক্য, বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত রাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তের যে পার্থক্য, তাহা বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ দেশের র্গত বৃহৎ বর্ত্তুলই সমতল। পুনরায় তাহা হইলেই সমতলের বর্ত্তুল রেখা সরল রেখা।

“প্রথম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা এ বর্ত্তুলেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হয় না। সমতলকে বর্ত্তুল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইহা আর একটি বিশেষ অন্তরায়। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা এই আপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

প্রথম প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইবে।
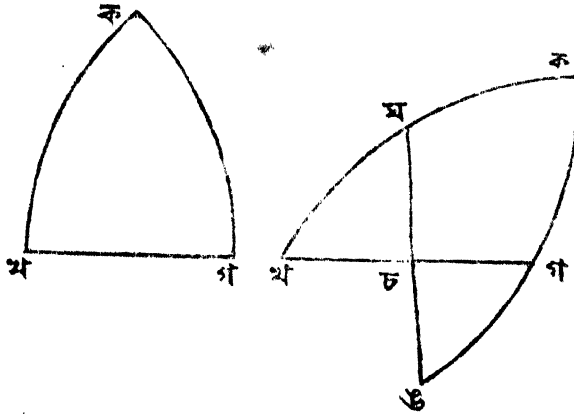
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান। **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণদ্বয় একত্র যোগে দুই সমকোণের সমান হইবে।

(১) যদি **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হয়, (প্রথম চিত্র)

তবে ইহাদের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ বৃত্তার্দ্ধের পাদরেখার সমান।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের প্রত্যেকে সমকোণ।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(২) যদি **ক খ** ও **ক গ** বাহুদ্বয় অসমান হয়, (দ্বিতীয় চিত্র)

তবে পাদরেখা অপেক্ষা ইহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

মনে কর, **ক খ** বাহু বৃহত্তর ও **ক গ** বাহু লঘুতর।

ক খ হইতে **ক ঘ** পাদরেখা ছিন্ন কর।

ক গ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া **ক ঙ** পাদরেখার পরিণত কর।

ঘ ঙ এই দুই বিন্দুকে বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।
খ গ ও ঘ ঙ এর ছেদ বিন্দু চ।
ক ঘ ও ক ঙ এর প্রত্যেকে পাদরেখা।
অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।
আবার, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।
অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি ক খ ও ক গ এর সমষ্টির সমান।
অতএব ঘ খ, গ ঙ এর সমান।
এক্ষণে ঘ খ চ ও গ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ;
ইহাদের ঘ খ বাহু গ ঙ বাহুর সমান;
অপিচ, খ ঘ চ কোণ গ ঙ চ কোণের সমান;—যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকে সমকোণ।
এবং ঘ চ খ কোণ বিপর্য্যস্ত গ চ ঙ কোণের সমান।
অতএব ঘ খ চ কোণ চ গ ঙ কোণের সমান।
কিন্তু চ গ ঙ ও চ গ ক কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান;
অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।
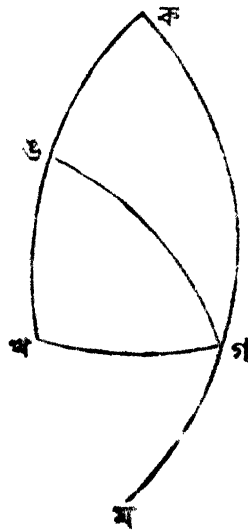
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক গ বর্দ্ধিত করিয়া ক ঘ এই বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধে পরিণত কর।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক খ, গ ঘ অপেক্ষা বৃহত্তর।

ক খ হইতে গ ঘ এর সমান ক ঙ অংশ ছিন্ন কর।

গ ঙ এই দুই বিন্দু বর্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

ক ঙ, গ ঘ এর সমান।

অতএব ক ঙ ও ক গ এর সমষ্টি ক ঘ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণ দ্বয়ের সমষ্টি দুই সম কোণের সমান।

খ গ ঙ ত্রিভুজের ঙ খ গ ও খ গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

উভয়ে ক গ ঙ কোণ যোগ করিলে

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।
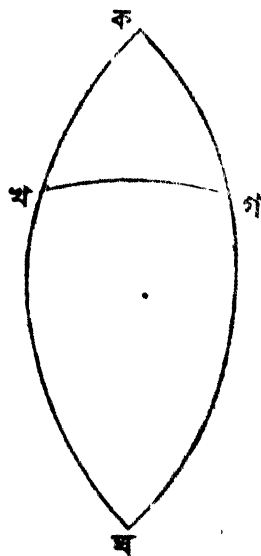
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার **ক খ** ও **ক গ** বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর; **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

ক খ ও **ক গ** বাহু বর্দ্ধিত করিয়া **ক** বিন্দুর বিপরীত **ঘ** বিন্দুতে মিলিত কর।

ক খ ঘ ও **ক গ ঘ** রেখাদ্বয়ের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ।

অতএব **ক খ ঘ** ও **ক গ ঘ** রেখাদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের দ্বিগুণ।

ক খ ও **ক গ**এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর।

অতএব **খ ঘ** ও **ঘ গ** এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব **ঘ খ গ** ও **ঘ গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু **ক খ গ** ও **ঘ খ গ** কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান;

এবং **ক গ খ** ও **ঘ গ খ** কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর।

এই তিনটি প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি নূতন প্রতিজ্ঞা পাইতেছি।

(১) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইবে।

(২) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

সমতল ক্ষেত্রের বৃহৎ বর্ত্তুল হয় এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে যে সরলরেখাকে অনন্ত রেখা নামে অভিহিত করিয়া জ্যামিতিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা উক্ত বৃহৎ বর্ত্তুলের পাদরেখা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বার্ত্তুলিক প্রতিজ্ঞা তিনটি নিম্নলিখিত সামতলিক প্রতিজ্ঞাত্রয়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

(১) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ হইবে।

(২) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমটি ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয়টি পঞ্চম স্বীকার্য্য বই কিছুই নয়।
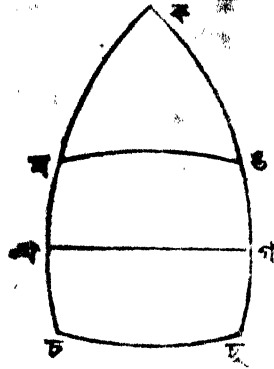
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ইহার ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

ক খ ও ক গ রেখাদ্বয়ে ঘ ও ঙ বিন্দু গ্রহণ কর।

ক খ ও ক গ এই দুই রেখাকে চ ও ছ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর।

ঘ ঙ ও চ ছ যোগ কর।

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর;

এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু সামতলিক জ্যামিতিতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান হইলে ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয়ের সমষ্টি এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয়ের সমষ্টিও দুই সমকোণের সমান হইবে।

এখানে ঘ খ, ঙ গ, খ চ ও গ ছ সরল রেখা ক খ ও ক গ সরল রেখার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি অথবা ক [illegible] ক ছ এর সমষ্টিকে অনন্তের দ্বিগুণ ধরিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। অতএব এ বিরোধকে বিরোধ বলা চলে না।

উক্ত প্রকারের ক্ষুদ্রজাতীয় রেখাকেই আমরা স[illegible] রেখা আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

অতএব সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা [illegible] আকারে পরিণত হয়;—

কোন ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে তৃতীয় বাহু সংলগ্ন উক্ত বাহুদ্বয়ের সান্ত [illegible] সীম সমান্তরাল সরল রেখা।

ইউক্লিডের প্রথম [illegible] বৃত্ত, বিংশতি প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলিকে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রয়োগে [illegible] একমাত্র কারণ এই যে, বর্ত্তুলের উপরে সমান্তরাল বর্ত্তুল রেখার অস্তিত্ব অসম্ভব। যেহেতু সমান্তরাল সরল রেখা অবিরামে বর্দ্ধিত হইলেও তাহারা

মিলিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তুল রেখা বর্দ্ধিত হইলে বৃহৎ বৃত্তে পরিণত হয় এবং একই বর্ত্তুলস্থিত যে কোন দুইটি বৃহৎ বৃত্ত, তাহাদের দ্বিখণ্ডকারক বিন্দুদ্বয়ে ছিন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা যদি উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা সামতলিক জ্যামিতির প্রমাণ কার্য্যেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

তাহা হইলে সমগ্র সামতলিক জ্যামিতিটি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিরই একটি অংশ হইয়া পড়িল। কারণ, পাদরেখার তুলনায় অনন্ত ক্ষুদ্র বর্ত্তুল রেখাই সরল রেখা এবং বর্ত্তুলের অনন্ত ক্ষুদ্র অংশই সমতলে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জরিপ কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেহেতু পৃথিবী বর্ত্তুলাকার হইলেও তাহারই উপরিস্থিত ভূমির মাপ সামতলিক জ্যামিতি দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে। এমন কি, আদালতের নিতান্ত কূট তর্কেও এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

এক্ষণে দেখিতেছি, প্রথম সত্যটি দ্বারা "বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলে অবস্থিত করে," একমাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে; অর্থাৎ এই সত্যটি সূত্রাকারে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই।

আমরা ২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, "বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ব নির্দ্দিষ্ট রেখা—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা অর্থাৎ সরল রেখা বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।"

এক্ষণে উল্লিখিত বাক্য এবং ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞা, এই উভয় হইতে সরল রেখার পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে;—

একটি সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিতি করে, সর্ব্বদা তাহার মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সান্ত থাকে, তত ক্ষণ উহা সরল রেখা নামেই অভিহিত হইবে। সান্তঃ নষ্ট হইলে ইহা সরলত্ব-গুণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুল রেখায় পরিণত হইবে। তথাপি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে ইহা অনন্তে উপস্থিত হইবে। রেখাটি যদি পুনরায় এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনন্তের দ্বিগুণিত পরিমাণ স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ইহা আর সমরেখা নামে অভিহিত হইবে না। তথাপি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যে মুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সরল রেখাটির অপর প্রান্তের সঙ্গে একই সরল রেখায় মিশিয়া যাইবে।

শ্রীযো[illegible] সেনগুপ্ত

দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুঁথি*

বঙ্গদেশে প্রাচীন ও নবীন অসংখ্য সত্য-নারায়ণের পুঁথি বা পাঁচালী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, বঙ্গের এমন কোন প্রদেশ বা পরগণা নাই, যেখানে উহার নিজস্ব সত্য-নারায়ণের পুঁথি না আছে। এই সকল পুঁথির মধ্যে কোন কোন পুঁথি মুদ্রিত হইয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির স্থান অধিকার করিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক পাইলে অধিকাংশ লোকেই পুঁথি হাতে লিখিয়া লওয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না,—সুতরাং এই কারণে যে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির অনাদর ও তাহা হইতে ক্রমে সেই পুঁথিগুলির বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন কোন সত্য-নারায়ণের প্রাচীন পুঁথি প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরাও পাঠকবর্গকে সেইরূপ একখানা প্রাচীন সত্য-নারায়ণের পুঁথি উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুঁথিখানা প্রবন্ধ-লেখকের জন্ম-ভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত দামগড় গ্রামে সত্য-নারায়ণের পূজা উপলক্ষে অদ্যাপি সুললিত সুর সংযোগে গীত হইয়া থাকে। মনসার ভাসানের ন্যায় সত্য-নারায়ণের পুঁথি এ অঞ্চলে গীত হইতে বড় দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন এই পুঁথিখানার রচনা-নৈপুণ্যও অন্যান্য পুঁথি হইতে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। কলাবতীর বিলাপ, বারমাস্যা ও চৌত্রিশ অক্ষরী স্তোত্র দ্বিজ রঘুনাথের রচনা-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। রঘুনাথ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তবে রঘুনাথ যে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। 'ক' চিহ্নিত পুঁথিখানার শেষে 'ইতি সন ১২৫৩ সন তারিখ ১০ ফাল্গুন সন ১২২২ সনের পুঁথি শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাকীম কেওঢালা' লিখিত থাকায় ক পুঁথি ও উহার আদর্শ পুঁথির লিপি-কাল যথাক্রমে ১২৫৩ ও ১২২২ সাল জানা যাইতেছে। রামচন্দ্র দত্তের বংশধরগণ অদ্যাপি আমাদিগের স্বগ্রামের সন্নিহিত কেওঢালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ক পুঁথিখানা তাঁহাদিগের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাজমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুঁথির সহিত সংযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের জ্ঞাতি বৈদ্যনাথ দত্ত কর্ত্তৃক ১২৫৪ সালে লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের রচিত আর এক সত্য-নারায়ণের পুঁথি আছে। কেওঢালা গ্রামে সেই পুঁথিখানাই পূজাপ্রসঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্বগ্রামের 'খ' চিহ্নিত পুঁথিখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে অন্য একখানা আদর্শ পুঁথি দৃষ্টে নকল করা হইয়াছিল। খ পুঁথিখানা 'সাত-নকলে আসল খাস্তা' এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতার প্রমাণ করিতেছে। উহাতে লিপিকর-প্রমাদে বহু ভুল ও ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে; মূলের পৃষ্ঠার নীচের পাঠান্তরগুলি দেখিলেই উহা প্রতীয়মান হইবে। তথাপি খ পুঁথিখানা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ-নির্ণয়ে আমা-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ক পুথির সহিত স্থানে স্থানে খ পুথির পাঠের এরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাতে একখানা পুথিকে অন্যখানার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মনে না করিয়া পারা যায় না। আমরা প্রাচীনতর 'ক' পুথিখানাকেই অধিকতর প্রামাণিক ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ স্থলে উহার পাঠই মূলে গ্রহণ করিয়াছি—কচিৎ কোন স্থলে 'খ' পুথির পাঠও সমীচীন বোধে গৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানায় বিভিন্ন ছন্দগুলি যেরূপ বিভিন্ন সুর-যোগে গীত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেক ছন্দের দুই একটি কলির স্বর-গ্রাম করিয়া দিতে পারিলে—উহাদিগের মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত; কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং স্বরগ্রাম প্রকাশ করিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের কোন কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা আপাততঃ অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বর-গ্রাম করাইয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। এই পুথিখানার কোন কোন প্রাচীন বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ বোধে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় পাদ-টীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইল।

ওঁ নমো গণেশায় নমঃ।

বন্দো দেব গণপতি মূষিক বাহনে গতি
এক-দন্ত বিঘ্ন-বিনাশন।
লম্বোদর স্থূল কায় সিন্দুরে মণ্ডিত গায়
চতুর্ভুজ গজেন্দ্র বদন॥
প্রমথ[1] দানব সাথে প্রণমহ ভূত-নাথে
সুশোভিত শ্মশান-বিহারী।
পরিধান ব্যাঘ্র-ছাল গলায় হাড়ের মাল
ভালে চন্দ্র শিরে সুরেশ্বরী॥
ভূমিগত হৈয়া কায় বন্দো দেবী মহামায়
মৃগরাজ-পৃষ্ঠে অবস্থিতি।
একমন চিত্ত হৈয়া শক্তিগণ সঙ্গে লৈয়া
সর্ব্ব দেবে যারে করে স্তুতি॥
বন্দো মাতা ভাগীরথী হরি-পদে উতপতি
শিব-নাথ-জটা-বিলাসিনী[2]।
ভগীরথ-তপ-বলে প্রকাশিত ভূ-মণ্ডলে[3]
দ্রবময়ী কলুষ-নাশিনী॥

১। 'প্রথম' খ পুথি। ২। 'বিলাসিনী' খ পুথি। ৩। '[illegible]' ইত্যাদি স্থলে 'আসিলে অবনিতলে' ক পুথি।

একচিত্ত করি মন বন্দো দেব নারায়ণ
কমলা-সেবিত পদ যার।
নরসিংহ-রূপ ধরি হিরণ্যকশিপু মারি
খণ্ডাইলে পৃথিবীর ভার॥
বন্দিব৪ ভারতী-পায় শুভ্র৫ সুবর্ণ-কায়৬
বাক্যময়ী সুমতিদায়িনী।
বন্দো পড়ি ভূমি-তলে বসন বান্ধিয়া গলে
কমলা কমল-বিলাসিনী॥
রাজহংস রথে গতি বন্দো দেব প্রজাপতি
ব্রহ্মাণী গায়ত্রী করি সঙ্গে।
ভাবিয়া যাহার পদ মুনিগণে পায় বেদ
চতুর্ম্মুখ শোভিত সর্ব্বাঙ্গে৭॥
ঐরাবত-রথে গতি শচী সঙ্গে সুরপতি
মহিষ-বাহনেতে শমন৮।
প্রণমহ ভক্তি-মনে অজ-রথ৯ হুতাশনে
কৃষ্ণসার-বাহনে পবন॥
বন্দো সিন্ধু সুত-পায় ষোল-কলা-পূর্ণ-কায়
রোহিণ্যাদি নক্ষত্র-সংহতি।
গমন অরুণ রথে নব গ্রহ করি সাথে
প্রণমহ দেব দিন-পতি॥
দীন-হীনজন-বন্ধু ভকত-করুণা-সিন্ধু
শ্রীগুরু-চরণ বন্দো মাথে।
ভূমিগত হৈয়া কায়১১ বন্দি কবিগণ১২-পায়
বিরচিত দ্বিজ১৩ রঘুনাথে॥
সবে হৈয়া বিনিপুণ১৪ শোন সত্য-দেব-গুণ১৫
কলি-যুগে যেমতে প্রকাশ।

৪। 'বন্দিয়া' খ। ৫। 'শুদ্ধ' ক। ৬। 'সুপ্রসন্নকায়' খ। ৭। 'চতুর্ম্মুখ' ইত্যাদি স্থলে 'চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী' খ। ৮। 'মহিষ' ইত্যাদি স্থলে 'মহিষবাহনে যমরাজ' খ। ৯। 'দিব্যরথ' [illegible]০। 'কায়' খ। ১১। 'তায়' খ। ১২। 'কবিগণ' খ। ১৩। 'কবি' [illegible] ১৪। 'একমন' খ। ১৫। 'সত্যদেব-গুণ' স্থলে 'সর্ব্ব দেবগণ' খ।

অন্ত১৬ যুগে নাহি ছিল তেঁই সে পুরাণে নৈল১৭
কবিগণে নানা মতে ভাষ১৮ ॥
পূর্ব্বে কাশীপুর নাম ব্রহ্মপুত্র-কূলে গ্রাম
ব্রাহ্মণাদি-বসতি প্রচুর ।
তথায় বসতি করি সদানন্দ নাম ধরি
ছিল এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
নিত্য সে বিপ্র জন গ্রাম করি পর্য্যটন
নিজোদর করয়ে পালন ।
আরে১৯ দিন বিপ্র-রায় গ্রাম-পর্য্যটনে যায়
তাকে দেখে২০ একটি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে বলেন ভিক্ষু চলিয়াছ কোন দিক্ষু*
দুঃখী কেনে দেখি অতিশয় ।
সদানন্দ শুনি বাণী যোড় করি দুই পাণি
নিজ কথা বিশেষিয়া কয় ।
শুনি প্রভু দয়াময় তাহে২১ উপদেশ কয়
সেব তুমি সত্য-নারায়ণ ।
বহু মন্ত্র-তন্ত্র২২ নয় সেবিলে বিভূতি হয়
সত্য সত্য এ ব্রহ্ম বচন ॥
সাধ্য পরিমাণ করি আতব-তণ্ডুল আদি
রম্ভা দুগ্ধ২৩ শর্কর২৪ মিশ্রিত ।
গ্রামবাসী যত ধনী২৫ সন্ধ্যাকালে ডাকি আনি
নারায়ণে করি নিবেদিত ॥
সত্য-নারায়ণ প্রতি সবে করি স্তুতভক্তি২৬
যার যেই মানস করিয়া ।
ভক্তি করি রম্ভা-পাক লইবেক যুড়ি হাত
প্রসাদ খাইবে তাহে২৭ নিয়া ॥

১৬। 'সত্য' খ। ১৭। 'তেঁই' ইত্যাদি স্থলে 'কলিতে প্রকাশ হৈল' খ। ১৮। 'কবিগণে' ইত্যাদি স্থলে 'দারিদ্রেরে করিতে উল্লাস' খ। ১৯। 'আর' খ পুঁথি। ২০। 'দেখা' খ।
* দিক্ষু—(সংস্কৃত 'দিক্ষু'=দিক্‌সমূহে) দিকে। ২১। 'তাথে' [illegible] 'তন্ত্রমন্ত্র' খ। ২৩। 'যুক্ত' খ। ২৪। 'ইক্ষুক' ক। ২৫। 'ধানি' ক। [illegible] 'ভকতি' খ। ২৭। 'হাতে' খ।

সদানন্দ তুষ্ট হৈয়া নগরে গেলেক ধাইয়া
বৃদ্ধ বিপ্র করিয়া নমন২৮।
সেই দিন ভিক্ষা করি যথা দ্রব্য যোগ্য হরি২৯
ঘরে আসি করিল পূজন ॥
বিধি মতে সেবা৩০ করি সভা ভরি৩১ বলে হরি
তুষ্ট হৈয়া প্রভু অধিষ্ঠান।
উচ্চারিয়া বিষ্ণু-বীজ স্তবন করিলা দ্বিজ
বর দিলা সত্য-ভগবান্৩২ ॥
খণ্ডিবে দারিদ্র্য-দুখ ঐহিকে পাইবে সুখ
পারত্রিকে৩৩ আমার সস্থান৩৪।
এহা বলি দয়াময় আর করি দিবাচয়৩৫
তথা হৈতে হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
সেই বর প্রকাশিল দুঃখ শোক৩৬ দূরে গেল
ভুক্তি৩৭ হৈল কুবের সমান।
দ্বিজ৩৮ রঘুনাথে কয় সেবিলে বিভূতি হয়
সেব সবে সত্য-ভগবান্৩৯।

খর্ব্ব ছন্দ।

এক দিন অতি ক্ষীণ কাঠরিয়াগণ।
কাষ্ঠ কাটিবারে হাটি৪০ করিল গমন ॥
কর্ম্ম ফলে রৌদ-জালে তৃষ্ণা-যুক্ত হৈয়া।
কত দূরে কাশীপুরে উত্তরিলা গিয়া ॥
বিপ্র দেখি বলে দুখী৪১ জল কর দান।
সদানন্দ পায্যানন্দ করাইল পান৪২ ॥
ভক্তিমন্ত দেখি শান্ত৪৩ জিজ্ঞাসিল তারে।
কি কারণ পাল্যা ধন কহত আমারে৪৪ ॥
বিপ্র বলে কোন ছলে দিলেন ঈশ্বর।
পর্য্যটনে দরশনে এক বিপ্রবর ॥
সত্য-দেব তুমি সেব ঘরেতে যাইয়া।
ভিক্ষা করি দ্রব্যাহরি সুসজ্জ করিয়া ॥
ভিক্ষা-পথে সেই মতে শুনিয়া বিধান।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে ভগবান্ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা বিভূতি পাইল।
উপকার করি সার৪৫ তোমাকে কহিল ॥

২৮। মনন' খ। ২৯। 'যথা' ইত্যাদি স্থলে 'যত দ্রব্য সমাহরি' খ। ৩০। 'পূজা' খ। ৩১। 'ফুরি' ক। ৩২। 'নারায়ণ' খ। ৩৩। 'পারথিকে' খ। ৩৪। 'সমান' খ। ৩৫। 'আর' ইত্যাদি স্থলে 'দিয়া নিজ পরিচয়' খ। ৩৬। 'সব' খ। ৩৭। 'বৃদ্ধি' খ। ৩৮। 'কবি' ক। [illegible]। 'নারায়ণ' খ। ৪০। 'কাষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে 'কাষ্ঠ কাটি বার আটি' ক। ৪১। '[illegible]' ইত্যাদি স্থলে 'দেখে বিপ্র আছে ক্ষিপ্র' ক। ৪২। 'জলপান' খ। ৪৩। 'ভক্তিম[illegible]' স্থলে 'ভক্তিপক্ষ কাষ্ঠ ভক্ষ' ক। ৪৪। 'কি' ইত্যাদি স্থলে 'দুঃখ দূর হৈল তোর [illegible] প্রকারে' খ পুথি। ৪৫। 'উপকার' ইত্যাদি স্থলে 'আদি অন্ত সব বৃত্তান্ত' খ।

তার পরে সে৫৯ সফরে রাজা সত্যবান্ ।
রাজ-ভেটে সন্নিকটে সাধু অধিষ্ঠান ॥
আজ্ঞা পায়্যা বাসা লয়্যা ছাদিল দোকান ।
পূর্ব্ব ফলে প্রকাশিলে সত্য-ভগবান্ ॥
রাজ-ঘরে যায়্যা চোরে সর্ব্বস্ব হরিল ।
সেই সর্ব্ব যত দ্রব্য সাধু থুয়া দিল৬০ ॥
চরগণ অনুক্ষণ রাজ-আজ্ঞা পায়্যা ।
হয়্যা মত্ত করে তত্ত্ব সদা ফিরে ধায়্যা ॥
নারায়ণে কুপ্ত-মনে৬১ বৃদ্ধ বিপ্র হৈয়া ।
মুক্তা কাণে সাধু পাশে৬২ দিলা দেখাইয়া ॥
স্বর্ণ-বর্ণ মুক্তা কর্ণ সাধু শঙ্খপতি ।
চোর কহে৬৩ আনে ধরি শ্বশুর সংহতি ॥
কর্ম্মফলে বন্দিশালে হৈলা দুই জন ।
গৃহে এথা শোন কথা যেমত লক্ষণ ॥
জামাতার বহুকাল৬৪ শ্বশুর সংহতি ।
দেখি৬৫ লীলা দুঃখশীলা সঙ্কট রোদতি ॥
সত্য-কোপে কোনরূপে৬৬ হার নিল ধন ।
কত হৈল পলাইল দাস-দাসীগণ ॥
দিন দিন ভাগ্য-হীন সত্যের কপটে ।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি বড়ই সঙ্কটে ॥
উপবাসে বেলা-শেষে৬৭ সাধুর কুমারী ।
ভিক্ষা লক্ষ্যে গেল কক্ষে৬৮ ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥

সন্ধ্যা-বেলা নিজ শালা পূজে নারায়ণ ।
কলাবতী দুঃখমতি পুছিল কারণ ॥
পূজা মত বিধি যত শুনিলা বিশেষ ।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে হৃষীকেশ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু নারায়ণ ।
সত্যবানে নিজ-কাণে কহিলা সপন ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি প্রাতে কহে৬৯ পাত্র স্থানে ।
বন্দিযুক্ত দুই মুক্ত৭০ সেই ক্ষণে আনে ॥
তুষ্ট মনে দুই জনে করাইল স্নান ।
নিত্য কর্ম্ম যথা৭১ স্বর্ণ বস্ত্র পরিধান ॥
দুই জন আলিঙ্গন করি নৃপ-বর ।
মিষ্ট ভাষি৭২ দ্রব্যরাশি দিল বহুতর ॥
অশ্ব গজ বাদ্য৭৩ ধ্বজ নানান প্রকার ।
রেসমী পসমী আদি বস্ত্র ভারে ভার ॥
হীরা মাণ নানাজাতি প্রবাল৭৪ অনেক ।
সপ্ত চতুর দিন ভরি লিখিব কতেক ॥
নানাবিধ তৈজসাদি কহন না যায় ।
গন্ধদ্রব্য দিল সর্ব্ব ভরিয়া নৌকায় ॥
বানিয়াতি নানাজাতি পক্ক তেজপাত ।
জাতিফল নিয়াছল এলাচি গুজরাত৭৫ ॥
নিজ পুরী শূন্য করি দিল৭৬ নানা ধন ।
যোড়-করে৭৭ পরিহার করয়ে রাজন

৫৯। 'সু' ক। ৬০। 'দিল' ক। ৬১। 'ক্রোধমনে' খ। ৬২। 'মুক্তা' ইত্যাদি স্থলে 'মুক্তা চলে সাধুপাশে' খ। ৬৩। 'বলি' খ। ৬৪। 'জামাতার' ইত্যাদি স্থলে 'জামাতারে কারাগারে' খ। ৬৫। 'শুনি' খ। ৬৬। 'সত্য-কোপে' ইত্যাদি স্থলে 'দৈবযোগে কর্ম্ম-ফলে' ক। ৬৭। 'উপবাসে' ইত্যাদি স্থলে 'এক দিন অতি ক্ষীণ' ক। ৬৮। 'ভিক্ষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষা অর্থে গ্রামপথে' ক। ৬৯। 'নিদ্রা' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি সপ্ন কহে প্রশ্ন দ্বিজ' ক। ৭০। 'সাধু' খ। ৭১। 'যত' খ। ৭২। 'রাশি' খ। ৭৩। 'দিবা' খ। ৭৪। 'প্রচুর' ক। ৭৫। 'বানিয়াতি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় ক পুথিতে নাই। ৭৬। 'দিয়া' ক। ৭৭। 'করযোড়ে' খ।

দৈবাধীনে৭৮ ক্রোধ-মনে দুঃখ দিল তোমা। পড়ি তুমি পদ মধি কৈলা সম্ভাষণ৮০ ॥
বিনা দোষে কৈল৭৯ রোষে এবে কর ক্ষমা ॥ মৃদু ভাষে রাজ-পাশে হইয়া বিদায়।
রাজ-কষ্ট শুনি তুষ্ট হৈলা দুই জন। করি নতি গণপতি চড়িলা৮১ নৌকায় ॥

ত্রিপদী।

আনন্দে চড়িয়া৮২ নায় সদাগর দেশে যায়
তার বলে৮৩ দাড়ি মাঝিগণ।
হেন কালে ধীরে ধীরে৮৪ বিপ্ররূপে নদীতীরে৮৫
আসিলেন সত্যনারায়ণ ॥
পুছিলা সাধুর তরে কি দ্রব্য নৌকার পরে
পরিহাসে৮৬ সাধু কহে কথা।
তুমি ভিক্ষু৮৭ দানবল শুনি ইহা কিবা ফল
ভরিয়াছি তরু লতা পাতা ॥
শুনিয়া সাধুর বাণী হাসিলেন চক্রপাণি৮৮
এবমস্তু বলিলেন ছলে।
নৌকায় যত ধন ছিল সব লতা পাতা হৈল৮৯
ভাসিয়া উঠিল সব জলে৯০ ॥
দেখি সাধু অচেতন করে বহু বিলাপন৯১
হেন কালে কহে শঙ্খপতি।
আমার বচন ধর বিপ্রকে স্তবন কর৯২
তবে তোমার ঘুচিবে দুর্গতি ॥
সদাগর শুনি কথা নৌকা লাগাইয়া তথা
আসি তার সহিতে গমন।

৭৮। 'দৈব দিনে' খ। ৭৯। 'কৈলা' খ। ৮০। 'রাজ-কষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা,—'রাজ-বাণী সাধু শুনি হৈল হরষিত। তুষ্ট হৈল প্রণমিল পড়িয়া ভূমিত ॥' ৮১। 'উঠিলা' খ। ৮২। 'চলিলা' খ। ৮৩। 'ধ্বনি' খ। ৮৪। 'ধীরে ধীরে' স্থলে 'নদীতীরে' খ। ৮৫। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'বৃদ্ধরূপে ধীরে ধীরে' খ। ৮৬। 'উপহাসে' খ। ৮৭। 'বিপ্র' খ। ৮৮। 'বক্ষমাণ' খ। ৮৯। 'নৌকায়' ইত্যাদি স্থলে 'নৌকার যতেক ধন আচম্বিতে বনাশন' ক। ৯০। 'সব জলে' স্থলে '[illegible]' খ। ৯১। 'করে' ইত্যাদি স্থলে 'হাহাকার ঘন ঘন' খ। ৯২। 'বিপ্রকে' [illegible] স্থলে 'পরিহার বিস্তর' খ।

নতশির গদগদ　　ধরিয়া বিপ্রের পদ
করিলেন অনেক স্তবন ॥
সাধু যদি মিনতিলা৯৩　　শুনি দ্বিজ৯৪ তুষ্ট হৈলা
নৌকা কাছে করিলা গমন।
দয়া কৈলা নরহরি　　ধনপূর্ণ হৈল তার
নমি সাধু চলিলা তখন৯৫ ॥
বাহ বাহ সাধু ডাকে　　মাল্লাগণ বাহে ঝাঁকে
নাহি করে বিলম্ব বিশ্রাম।
পবন-সঞ্চারে৯৬ ধায়　　আস্তে ব্যস্তে নৌকা যায়
সন্ধ্যাবেলা পায় নিজ গ্রাম ॥
গৃহে লীলাবতী ধনী　　পুরোহিত ডাকি আনি৯৭
পূজা করে সত্য-নারায়ণ।
হেন কালে বার্তা চরে　　শঙ্খপতি আইল ঘরে
মায় ঝিয়ে হৈল অচেতন ॥
আস্তে ব্যস্তে পূজা সারি　　শীঘ্রগতি সাধু-নারী
নদীতীরে করিলা গমন।
কলাবতী শুনি কথা　　প্রসাদ ফেলিয়া তথা
ধাইয়া গেল পতি দরশন ॥
এথা ঘাটে সদাগরে　　নানা সুমঙ্গল করে
লাগাইয়া সপ্তখানা তরি।
বাদ্যভাণ্ড উতরোল৯৮　　নাহি শোনে কার বোল
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ ঝঞ্ঝরি ॥
কলাবতীর অপরাধ　　তাহে ঘটে পরমাদ৯৯
কোপে প্রভু১০০ করিলেন ছল।
উদিত নির্ম্মল১০১ শশী　　শঙ্খপতি ছিল বসি
নৌকা সমেত ঘাটে হৈল তল ॥
হেন কালে সদাগরে　　নানা সুমঙ্গল করে
নৌকা হইতে উঠিলেক তটে।

৯৩। 'প্রণতিলা' খ। ৯৪। 'প্রভু' খ। ৯৫। 'নমি' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণমিয়া কারল গমন' খ। ৯৬। '[illegible]' খ। ৯৭। 'গৃহে' ইত্যাদি স্থলে 'এথা প্রিয়াগমনিলা প্রাণেশ্বর ডাকি লীলা' ক। ৯৮। 'উচ্চ রোল' খ ৯৯। 'তাহে' ইত্যাদি স্থলে 'কোপে প্রভু জগন্নাথ' ক। ১০০। 'কোপে প্রভু' স্থলে 'ক্রুদ্ধ হৈয়া' ক। ১০১। 'নিষ্কল' খ।

সাধু আদেশিলা লোকে শীঘ্র আন জামাতাকে
নৌকা সহ নাহি দেখি ঘাটে ॥
আহা প্রভু জগন্নাথ কিবা হৈল বজ্রাঘাত
প্রাণ-সম জামাতা কোথায়।
লীলাবতী শুনি বাণী শিরেতে পাষাণ হানি
অচেতনে পড়িয়া তথায়১০২ ॥
হেন কালে কলাবতী ধায়্যা আসি শীঘ্রগতি
কথা শুনি হৈলা অচেতন১০৩।
ক্ষেণেকে চেতন পায়্যা ধরা-তলে লোটায়্যা
সকরুণে করিছে রোদন ॥

লাচারি*।

কান্দে নারি কলাবতী আহা প্রভু প্রাণপতি
অভাগিনী ডাকিছে তোমারে।
কোন অপরাধে মোরে পাসরিলা প্রাণেশ্বরে
কি কারণে তেজিলে আমারে ॥
সপনেহ তোমা বিনে অন্য নাহি মোর মনে
তবে কেনে নিদয়া হইলা।
প্রফুল্ল সময় পায়্যা মধু-পান না করিয়া
কেনে পুষ্প বিসর্জ্জন কৈলা ॥
চন্দ্র-হীন১০৪ নিশি-শোভা সূর্য্য বিনা যেন দিবা
শিখী যেন বিনা কাদম্বিনী।
মণি-হারা যেন ফণী শশী বিনা কুমুদিনী
কাদম্বিনী বিনা সৌদামিনী ॥
জল বিনা যেন মীন সরোবর পদ্মহীন
পদ্ম যেন বিনা মধুকর।

১০২। 'অচেতনে' ইত্যাদি স্থলে 'ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া' খ। ১০৩। 'হেন কালে' ইত্যাদি পংক্তি দুইটি খ পুঁথিতে নাই,—লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

* এই লাচারির কলিগুলি ভাটিয়াল সুরে তেওট তালে গীত [illegible] থাকে এবং মাত্রা পূরণের জন্য প্রয়োজন মতে শব্দগুলির মাঝে মাঝে 'হে', '[illegible] আরে' ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। ১০৪। 'তারা-হীন' ক।

রাজা-হীন যেন ভূমি তোমা বিনে তেন আমি
শোকানলে হৈয়াছি কাতর১০৫ ॥
পরবাসে ছিলে১০৬ তুমি সতত চিন্তিত আমি
আগমনে পুরিবে বাঞ্ছিত।
দ্বাদশ বৎসর পরে যদি বা আসিলা ঘরে
তাহে বিধি কৈল বঞ্চিত ॥
কোন অপরাধে মোরে বিধি বিড়ম্বনা করে
কিবা মোর লিখন ললাটে১০৭।
কোন জন্মে ছিল পাপ কেবা দিল ব্রহ্ম-শাপ
সে কারণে পতি ডুবে ঘাটে১০৮ ॥

বারমাসী।

চৈত্র বৈশাখ মাস তুহিন১০৯ হইল নাশ
প্রচণ্ড যে হইল তপন১১০।
বসন্ত আগত দেখি ডাকয়ে কোকিল পাখী১১১
আমি তাকে ভাবিত বিমন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডকর১১২ গ্রীষ্ম হৈল সুধাকর১১৩
পক্ক আম হইল মিলন।
ফুটিল বকুল জাতি তাহে মোর নাহি পতি১১৪
কাল যাবে কহিয়া কেমন ॥
আষাঢ়েতে ঘন বৃষ্টি শ্রাবণে বরিষা সৃষ্টি
ভাদ্র মাসে পক্ক তালগণ।
আশ্বিনেতে দশভুজা ত্রিভুবনে করে পূজা
তাকে আমি পাইব কোন জন।

১০৫। 'শোকানলে' ইত্যাদি স্থলে 'তোমা বিনা না রহে জীবন' খ। ১০৬। 'পরবাসে ছিলে' স্থলে 'বিদেশে আছিলা' খ। ১০৭। 'কিবা' ইত্যাদি স্থলে 'কিবা ছিল ললাটে আমার' খ। ১০৮। অতঃপর খ পুঁথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয়, যথা—

'ষোড়শ বয়স বালা বিষম মদন-জ্বালা
চিত্ত মোর করয়ে দাহন।'

১০৯। 'তুষ হিন' খ। ১১০। 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি স্থলে 'প্রফুল্ল যে হইল পবন' খ। ১১১। 'বস[illegible]াদি স্থলে 'যে জীবে যেমত ভাগ সেই মত অনুরাগ' ক। ১১২। 'চন্দ্রাবোল' খ। [illegible]১৩। 'সুধাবোল' খ। ১১৪। 'ফুটিল' ইত্যাদি স্থলে 'তাহে মোর নাহি পতি আমি নবকুল জাতি' ক।

প্রতিবেশী দাসদাসী আসিয়া মিলিল১২৫ ।
সন্ধ্যা বেলা নিজ শালা পূজা আরম্ভিল ॥
দুগ্ধ গুড় রম্ভা আর আতব তণ্ডুল ।
নানাবিধি ফল আদি কর্পূর তাম্বুল ॥
নিয়মিত দ্রব্য যত সোয়া পরিমাণ ।
উপহার তারে তার বিবিধ বিধান ॥
মিশ্রী চিনি খাজা ফেণী মতিচুর খাসা ।
রসকরা মনোহরা জিলাপী বাতাসা ॥
কন্দ গাঠা কর্জ্জামিঠা১২৬ এলাচির দানা ।
রাশি রাশি আনারসি তক্তি পেড়া ছানা ॥
মিষ্ট দ্রব্য দিল সর্ব্ব কত কব তারে১২৭ ।
ফল আদি নিবেদিয়া দিল ভারে ভারে ॥
সভা করি সারি সারি বসি চতুর্ভিতে ।
নারীগণ১২৮ আগমন জয়ধ্বনি দিতে ॥
স্বর্ণ-পীঠে পূর্ণ১২৯ ঘট করিয়া স্থাপন ।
বেদ-মুখ্য স্বস্তি-বাক্য করে দ্বিজগণ ॥
উত্তরাস্যে অগ্রকাণ্ডে স্মরি বিষ্ণু-বীজ ।
ধ্যানান্তরে পূজা করে পুরোহিত দ্বিজ ॥
ঢোল ডম্ফ জগঝম্প ঝঞ্ঝরি মৃদঙ্গ১৩০ ।
তাম্বুরা মন্দিরা আর তবল ত্রচঙ্গ ॥
সপ্তস্বরা সেতারা আর সারিন্দা পিনাক ।
বাঁশি বীণা আদি নানা বাদ্য লাখে লাখ ॥
উচ্চ স্বর করি সব বাজায় সম্মুখে ।
বেশ করি বিদ্যাধরী নাচয়ে কৌতুকে ॥
সুস্বরিক১৩১ গায় গীত গায়ক সকল ।
নানা মতে চতুর্ভিতে হৈল সুমঙ্গল ॥
হাতে হাত ধরি যত কুলের কামিনী ।
স্বর পূরি১৩২ ঘুরি ঘুরি দিচ্ছে জয়ধ্বনি ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন ।
দুঃখ হর কৃপা কর সত্যনারায়ণ ॥
দীনহীনে তুমি বিনে আর নাহি বন্ধু ।
কৃপা-মন নারায়ণ তার১৩৩ ভবসিন্ধু ॥

স্তব অক্ষর চৌত্রিশ* ।

করি যোড় পাণি কহে স্তুতি-বাণী১৩৪
কাতর কলুষ-ত্রাসে ।

১২৫। 'প্রতিবেশী' ইত্যাদি পংক্তি চারিটির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা— 'সেবা-দ্রব্য করি ত্বরা যত আয়োজন। সন্ধ্যাকালে আরম্ভিলে করি শুভক্ষণ ॥ গোরস ইক্ষুক রম্ভা আতব তণ্ডুল। বাটা ভরি সজ্জ করি গুবাক তাম্বুল ॥' ১২৬। 'কন্দ' ইত্যাদি স্থলে 'নকুলদানা নানাবিধি' খ। ১২৭। 'মিষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে 'যত সর্ব্ব নানা দ্রব্য দিল সদাগর। লিখিতে কহিতে হয় গ্রন্থ বিস্তর ॥' ক। ১২৮। 'নারীগণ' ইত্যাদি স্থলে 'যথাজনে বিতাসনে বেদবিধি মতে ॥' ক।

১২৯। 'পূর্ণ' ক। ১৩০। 'ঢোল' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ যথা—'ঢাক ঢোল লাখে লাখে মৃদঙ্গ ঝঞ্জরি। তাম্বুরা সারিন্দা বীণা শানাই জেউরি ॥ সপ্তস্বরা সেতারা কাড়া মন্দিরা পিনাক। বাঁশী রোসনচৌকি বাজে লাখে লাখ ॥'

১৩১। 'সু[illegible]। ১৩২। 'স্বর পূরি' স্থলে 'সব নারী' খ। ১৩৩। 'নারায়ণ তার' স্থলে 'সদাব[illegible]' খ। * এই স্তবের কলিগুলি রামকেলি রাগিণী ও একতালা তালে গীত হইয়া থাকে। ১৩৪। 'করি' ইত্যাদি স্থলে 'করি স্তুতি-বাণী করযোড় পাণি' খ।

৫

কৃষ্ণ কৃপাময় কেশি-কংস-জয়১৩৫
ক্লেশ-ক্ষয় কর দাসে১৩৬ ॥
খল-তাপ-হারী খল-ক্ষয় করি
খিতি ধরিছ আপনে ।
খীরোদ-নিবাসী খগেন্দ্র-বিলাসী
খেমা কর খিন জনে ॥
গোলক ছাড়িয়া গোপ-গৃহে যায়্যা
গোবর্দ্ধন-গিরিধারী ।
গোপ-শিশু লয়্যা গো-ধেনু চরায়্যা
গোপী-চিত্ত কৈলা চুরি ।
ঘোর ভবার্ণবে ঘূর্ণিত এ সবে
ঘেরিছে শমন-দূতে ।
যমের সেবক ঘুচাও বিপাক১৩৭
ঘোষণা রবে১৩৮ জগতে ॥
উৎপত্তি-কারী উনমত্ত ঐরি
উ[illegible]বায় অব[illegible] ।
উক্তি-মুক্তি দাতা উমাপতি ধাতা১৩৯
নির্দ্দেশিয়া কবে মুক্তি ॥
চণ্ডী-চণ্ডেশ্বর১৪০ চতুর্ভুজ-ধর
চন্দ্রচূড়াঙ্কাঙ্গ-মাথা১৪১ ।
চারু চন্দ্র-বয়১৪২ চরণে নখর১৪৩
চূড়ায় ময়ূর-পাখা ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-কারী শ্রীপতি শ্রীহরি
ছদ্ম বেশে অবতীর্ণ ।
ছিল দশ-মুণ্ড ছত্র নব দণ্ড
ছন্দে কৈলা ছিন্ন ভিন্ন ॥
জয় জনার্দ্দন জাদব-নন্দন
জয় জগন্নাথ-স্বামী ।
জগত-কারণ জগত-পালন
জগত-নাশনে জামী১৪৪ ॥
ঝলমল মুখ ঝলকে ত্রিলোক
ঝলমল বন মালা ।

১৩৫। 'কশিক হৃদয়' খ। ১৩৬। 'ক্লেশ দিলা দীন দাসে' খ। ১৩৭। 'অপদে' খ। ১৩৮। 'করে' খ। ১৩৯। 'উক্তি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৪০। 'চণ্ডেশ্বরী' খ। ১৪১। 'চন্দ্র'-ইত্যাদি স্থলে 'চন্দ্রচূড়াজনা মাথা' খ। ১[illegible]য়' খ। ১৪৩। 'চরণে নখর' স্থলে 'চরণ নির্ম্মল' খ। ১৪৪। 'জগত'—ইত্যাদি [illegible] জগত-সংসার-কর্ত্তা তুমি' খ। 'জামী' (সংস্কৃত—'যামী') = প্রহরী।

ঝাপনে১৪৫ কলুষ ঝঙ্কারে মানুষ
ঝাটে হয়১৪৬ যম-জ্বালা ॥
নিয়মিত-কর্ত্তা নিয়মিত-ভর্ত্তা
নিয়তস্বরূপ তুমি ।
নিয়মিত-বন্ধু নিস্তার-মুকুন্দ
নিদানে পড়িছি আমি১৪৭ ॥
টুটাইছে যমে টোনসরোসমে(?)
টঙ্ক*-ধারী অনুচরে১৪৮ ।
টঙ্কারহ ধনু টলমল তনু১৪৯
টুটাও ভব কিঙ্করে ॥
ঠাকুর নিকটে ঠেকেছি সঙ্কটে
ঠাইট নাহি মারে দাসে১৫০† ।
ঠেকিয়াছি ঘোরে ঠাণ্ডা কর মোরে
ঠাঁই দিয়া পদ পাশে ॥
ডাহিনে বামেতে ডাজ‡ বাণ হাতে
ডংসিছে¶ শমন-দূতে ।
ভয় নাহি তাকে ডাকয়া তোমাকে
ডঙ্কা মারি** রবিসুতে ॥
ঢাক ঢোল আদি ঢক্কা নানাবিধি১৫১
ঢল ঢল কাঁসী বাজে ।

১৪৫। 'ঝলকে' খ। ১৪৬। 'নাশ' খ। ১৪৭। 'নিয়মিত' ইত্যাদি চারি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ, যথা—'নিয়ত-কারণ নিমন্ত-পূরণ
নির্ধন জনের বন্ধু ।
নিরঞ্জন রূপ নির্ব্বিকার-স্বরূপ
নিত্য নিত্য ভব-সিন্ধু ॥'

* 'টঙ্ক' = পাষাণ-ভেদকারী যন্ত্র-বিশেষ। ১৪৮। 'টুটাইছে' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা— 'টলমল নীরে টুটিয়া গম্ভীরে
টুটাইলা ভূমি-তলে ।'

১৪৯। 'টঙ্কারহ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৫০। 'ঠাইট' ইত্যাদি স্থলে 'ঠাই দেও দীন দাসে' খ। † 'ঠাইট' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—(সবিবেচক প্রভু) দাসকে ঠাইট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মারে না অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লঘু শাস্তি দিয়াই ছাড়িয়া দেয়। ‡ 'ডাজ'— অঙ্কুশ-আকার অস্ত্রবিশেষ। ¶ 'ডংসিছে' = পীড়ন করিতেছে; (এখানে দংশন অর্থ সঙ্গত হয় না; বিদ্যাপতির পদাবলির 'দমন-লতা অরু দমদল হাতি' ইত্যাদির সহিত তুলনীয়)। ** 'ডঙ্কা মারি' [illegible]-পূর্ব্বক ডঙ্কা-ধ্বনি করি। ১৫১। 'ঢাক' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে ক পুথির পাঠ, য[illegible] ঢুলু ঢুলু নেত্র ঢুলু ঢুলু গাত্র ঢল ঢল কাঁসী বাজে ।
ঢুবুক লইয়া ঢুবুক বাজায়্যা ঢপ্প করিয়া সাজে ॥'

ঢোলে বাজে তাল ঢোলে বন-মাল
চুলু চুলু আঁখি সাজে ॥
অনন্ত-সংস্থিত অনন্ত-বেষ্টিত১৫২
অনন্ত তোমার নাম ।
অনন্ত-শয়ন অনাদি-নিধন
অনাথে না হৈয় বাম ॥
ত্রিলোক-তারক১৫৩ ত্রিগুণ-ধারক
তত্ত্ব তোমা১৫৪ কেবা জানে ।
তাপিত তনয় ত্রাসিত-হৃদয়
ত্রাণ কর নিজ-গুণে১৫৫ ॥
স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি স্থিতি লয়
স্থূলাস্থূল১৫৬ ভূমণ্ডলে ।
থরথর১৫৭ ভয় থকিত-হৃদয়
স্থান দেও পদতলে ॥
দনুজ-দলন দৈবকি-নন্দন
দুষ্ট কংসাসুর-ঐরি ।
দীনহীন বন্ধু দয়াময় সিন্ধু
দরিদ্র-তরণে তরি১৫৮ ॥
ধরাধর ধরি ধরণী উদ্ধারি
ধন্য করিলে মহিমা১৫৯ ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে ধাতা ত্রিলোচনে
ধ্যানেতে না পায় সীমা১৬০ ॥
নম নারায়ণ নম জনার্দ্দন
নরসিংহ-অবতারী ।
নম সনাতন নম নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি১৬১ ॥

১৫২। 'ব্যাপিত' খ। ১৫৩। 'ত্রিগুণ-পালক' খ। ১৫৪। 'তত্ত্ব তোমা' স্থলে 'তব গুণ' খ। ১৫৫। 'নিজ-গুণে' স্থলে 'দীন জনে' খ। ১৫৬। 'স্থান দেহ' খ। ১৫৭। 'থরহুর' খ। ১৫৮। 'দরিদ্র জনের তরি' খ। ১৫৯। 'ধন্য' ইত্যাদি স্থলে 'ধারণ করেছ অলে' খ। ১৬০। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ইত্যাদি স্থলে

ধরি গোবর্দ্ধন ধন্য ত্রিভুবন
ধরিলা চরণ-তরলে ।—খ পুথি ।

১৬১। 'নম নারায়ণ' ইত্যাদি স্থলে—
'নমো নমো নম নমো নরোত্তম
নমো নৃসিংহ অবতারী ।
নমো নারায়ণ নমো নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি ॥'

পরম কারণ পতিত-পাবন
পতিত জনের বন্ধু।
পতিত কিঙ্করে পাপিষ্ঠ পামরে১৬২
পার কর ভব-সিন্ধু ॥
ফণি-বৈরি-কন্ধে ফিরহ১৬৩ আনন্দে
ফণি-শয্যা ফণি-পতি।
ফণি-মণি গলে ফণি-রূপ ছলে
ফণায় ধরিছ ক্ষিতি ॥
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী বিপিন-বিলাসী
বৃন্দাবনে বংশীধারী।
বক বধিবারে বসুদেব-ঘরে
বলভদ্র-অবতারী ॥
ভারাবতারণে ভুবন-পালনে
ভৃগুরাম অবতার।
ভব-ভয়ে ভীত১৬৪ ভকতি-বঞ্চিত
ভবার্ণবে কর পার ॥
মোহিনীর ছলে মোহি দৈত্যকুলে
মায়াতে করিলা নষ্ট।
মুকুন্দ মুরারি মধুকৈটভারি
মহিমা বেদ-অপষ্ট ॥
যজ্ঞ-যোগ্য-কারী যজ্ঞ-ভয়-হারী
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞবিধি১৬৫।
যোগ-নিদ্রা-রূপ যোগেন্দ্র-স্বরূপ
যোগমায়াময় নিধি ॥
রাম রূপ ধরি রাবণ সংহারি
রক্ষা কৈলা সুর-লোকে।
রবির তনয় রিপু দুরাশয়
রক্ষিতা হও সেবকে ॥
লক্ষ্য তব নাম লঙ্ঘি সিন্ধুধাম
লঙ্কা-জয়ী হনুমান।
লক্ষ্মী-জনার্দন লক্ষ্মী-নারায়ণ
লক্ষ্মীপতি ভগবান ॥
বামন হইয়া বলিকে ছলিয়া
ব্রহ্মাণ্ডে১৬৬ লইলা ভিক্ষা।

১৬২। '[illegible]' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণত কিঙ্করে পড়িয়া পাথারে' খ। ১৬৩। 'ফিরয়ে' খ। ১৬৪। 'ভব' [illegible] স্থলে 'ভয়ভীত-চীত' ক। ১৬৫। 'যজ্ঞ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের স্থলে ক পুথির পাঠ যথা,—'জয় শ্রীমুরারি, জয় জয় হরি, যজ্ঞেশ্বর বেদ-বিধি।' ১৬৬। 'ব্রাহ্মণে' খ।

বরাহ-রূপেতে বসিয়া বনেতে১৬৭
বসুমতী কৈলা রক্ষা ॥
শক্তি-শূলধর শঙ্খচক্রেশ্বর
শম্ভু স্বর স্বরূপিণে১৬৮ ।
শর-বাহু ঐরি শশি-কলা ধরি
শাক্তানন্দ প্রদাইলে১৬৯ ॥
ষড়্‌গুণাশ্রিত ষট্‌কর্ম্ম বর্জ্জিত
ষষ্ঠীরাজ-নির্ব্বন্ধিতা ।
ষড়্‌ভুজ-ধারী ষড়্‌রিপু-হারী
ষোড়শ-কলা-পূর্ণিতা* ॥
সর্ব্ব-বেদ-বিধি সর্ব্ব-গুণ-নিধি
সর্ব্ব জীবে তুমি ভর্ত্তা ।
সৌখ্য-মোক্ষ-দাতা সংসার-পালিতা
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-কর্ত্তা ॥
হাস্য-লীলা করি হৈলা হর-হরি
হলধর অবতীর্ণ ।
হিরণ্যকশিপু হৈয়া তার রিপু
হেলায় করিলা চূর্ণ ॥
ক্ষত্রিয় সকলে ক্ষয় কৈলা ছলে
ক্ষেত্রপাল-রূপ ধরি ।
ক্ষীণ দীনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন১৭০
ক্ষমা কর নরহরি ॥

স্তব শুনি দেব-মণি হৈলা অধিষ্ঠান ।
তুষ্ট হৈলা বর দিলা হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
পূজা সাজে হৃষ্ট-অঙ্গে সাধু লক্ষপতি ।
নিমন্ত্রিত বিদায়িত কৈলা যথামতি১৭১ ॥
কত দিনে কালচীনে কালপূর্ণ হৈল ।
লীলাবতী সঙ্গে করি স্বর্গপুরে গেল ॥
ভক্তি-ভাবে যেই সবে পূজে চিরকাল ।
ধনবংশে নিজ অংশে বাড়ে ঠাকুরাল † ॥
সত্য-দেব মনে জান [illegible]-দত্ত নাম ।
সমাপ্ত হইল পুঁথি করহ প্রণাম ॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে সত্য-দেব স্মরি ।
সত্য-নারায়ণ-প্রীতে বল হরি হরি১৭২ ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

---

১৬৭ । 'বামেতে' খ । ১৬৮ । 'স্বরূপিণী' খ । 'শম্ভু' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বোধ হয় এই যে—শম্ভু-স্বরূপ তুমি স্বর অর্থাৎ স্বরোদয়-শাস্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ নির্ণয় করিয়াছ । ১৬৯ । 'প্রদাইনী' খ । * 'পূর্ণিতা'=পূর্ণয়িতা অর্থাৎ পূর্ণ-কর্ত্তা । ১৭০ । '[illegible]' ইত্যাদি স্থলে—'ক্ষীণ হীন জনে ক্ষুদ্র ক্ষত্র মনে' খ । ১৭১ । 'বিদায়িত' ইত্যাদি[illegible] 'লোক যত যায় যথা তথি' খ । † 'ঠাকুরাল'—ঠাকুরালি অর্থাৎ প্রভুত্ব । ১৭২ । 'দ্বিজ' ইত্যাদি অন্তিম কলিটি ক পুঁথিতে নাই ।

"সংবাদসাধুরঞ্জন"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে সংবাদ-প্রভাকরের ফাইলের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদসাধুরঞ্জনের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

যে সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তারিখ সোমবার, ১৫ই চৈত্র ১২৬০ সাল; ২৭ মার্চ ১৮৫৪ সাল। উপরে ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। মাসিক মূল্য।০ আনা মাত্র বলিয়া লিখিত আছে।

পত্রের নাম "সংবাদসাধুরঞ্জন"। আকার তৎকালীন প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রভাকরের মত ১১"×৮½"। ৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে এই পত্রের নাম "সুধীরঞ্জন" বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সংখ্যা হইতে দেখা যায়, তাহা ঠিক নয়। সুধীরঞ্জন সংবাদপত্র নহে, পদ্যপদ্যময় একখানি পুস্তক, গুপ্তশিষ্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারি প্রণীত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৬২ সালের সংবাদ-প্রভাকরে সুধীরঞ্জন সম্বন্ধে দ্বারকানাথ অধিকারী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে,—"মদ্রচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় মূল্য সহকারে এই যন্ত্রালয়ে অথবা কৃষ্ণনগরে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য এক তঙ্কা মাত্র।"

'সংবাদসাধুরঞ্জনে'র আলোচ্য সংখ্যায় কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গপদ্যানুবাদ দৃষ্ট হয়,—

> "প্রচণ্ড[illegible]ণ্ডতরুপ্রভঞ্জনঃ। সমস্তসল্লোকমনোঽনুরঞ্জনঃ॥
> সদা স[illegible]লোচনলোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
> প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
> সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥"

এই সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ছিল। পত্রের শেষ পৃষ্ঠার শেষ কলমের অন্তভাগে লিখিত আছে—"এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশ হয়। মাসিক মূল্য।০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০ টাকা।" এবং পত্রের শেষে ইংরাজিতে—"Printed and Published by Hurrinarain Bose, at the Probhakur Press for the Proprietor."

আলোচ্য খণ্ড ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া পত্রের কণ্ঠদেশে উল্লিখিত হইয়াছে। "সাধুরঞ্জন" পত্রের আবির্ভাব সাপ্তাহিক "পাষণ্ডপীড়নের" মৃত্যুর পর *। ১২৫৪ সালের ভাদ্র

* পাষণ্ডপীড়নের স্থায়িকাল ৭ই আষাঢ় ১২৫০ হইতে ভাদ্র ১২৫৪ পর্য্যন্ত। (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৬০ সাল)।

মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ) হইতে প্রথম প্রচার হয়। উল্লিখিত সংখ্যা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা সংবাদপ্রভাকরের প্রথম পৃষ্ঠার ন্যায় আদ্যন্ত বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রভাকরের মত তিন কলমে বিভক্ত। এই পৃষ্ঠায় ৪টি বিজ্ঞাপন আছে। (১) প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাক্ষরিত প্রভাকরের মূল্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞাপন। (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন যে, তাঁহার চারুপাঠ ও দুই ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, লালবাজারে রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং পটলডাঙ্গায় চিপ লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (৩) শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, "খ্রীষ্টীয়ান বিরোধি" নামক যে "মাসিক পুস্তক" ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় "আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে"। উপরোক্ত পুস্তকালয়ে অধিকন্তু প্রভাকর যন্ত্রালয়ে কিম্বা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে প্রাপ্তিস্থান। "অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা না করেন।" (৪) গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স স্বাক্ষরিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি নামক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন। ঠিকানা "মেছুয়াবাজারে সিন্দুরিয়াপটির ৭১ নং ভবনে।"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে প্রথমেই 'হালিসহর নিবাসি বিচক্ষণ চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু বামাচরণ বরাট মহাশয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন"। তিনি অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়া থাকেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন। তৎপরে এই কলমের মধ্যভাগ হইতে পত্রের আরম্ভ। এইখানে ১২ই চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭৫, এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। প্রথমে দোলের সময় ভবানীপুরে কোন ভদ্রলোক পথিকগণের প্রতি আবির নিক্ষেপ করিবার সময় ভ্রমক্রমে "মেং টরেন্স জজ সাহেবের কোনও চাকরের গাত্রে" [illegible] নিক্ষেপ করেন ও কালীঘাটের দারোগা কর্ত্তৃক ভজহরি বাবুর গ্রেপ্তার ও ২০০৲ টাকা জামিনে খালাসের সংবাদ। "কিন্তু তাহার মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, অতএব এই আবিরের আমোদ কি পর্য্যন্ত অমোদ হইবেক তাহা বলা যায় না।" এই সংবাদবিবরণ ২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্য পর্য্যন্ত। তৎপরে ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৩য় কলম, ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলম ও ২য় কলমের কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরকের বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতা ও দেশীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তী গদ্যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। নমুনা যথা—"মানববৃন্দের চিত্তস্বরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বিদ্যানাম্নী কল্পবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে জ্ঞানরূপ অঙ্কুর উন্মীলন হইয়া যত্নাম্বু সেচন করণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওত তরুণতরু সমূহেতে ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য শৌর্য্য ভৌর্য্যাদি সুগন্ধি সুন্দর কুসুমাদিতে সুরম্য চিত্ত ক্ষেত্রে সুশোভিত করে। এবং সেই মনোবন অরণ্যানি অন্তরালে সতত মনোমধুপ মনানন্দে মকরন্দ পানে নিমগ্ন থাকে। এবং সেই

নিকুঞ্জমধ্যে কোকিলকুলকলালাপ তুল্য সদা সদালাপ উৎপাদন হয়।" ইত্যাদি। তৎপরে ছয় লাইন বিলাতি সংবাদপত্র হইতে স্যার জে বাইগন সম্বন্ধে খবর।

৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমের মধ্যভাগ পর্যান্ত "ছাত্র হইতে প্রাপ্ত" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বিষয় "করুণাময় বিশ্বাধিপ"এর গুণকীর্ত্তন ও তৎসমীপে প্রার্থনা। ভাষা পূর্ব্বোদ্ধৃত নমুনার মত। প্রবন্ধের শেষে "কস্যচিৎ বলাগড়ি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রস্য" স্বাক্ষর।

তৎপরে ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলমের মধ্য হইতে উক্ত পৃষ্ঠার ৩য় কলমের অর্থাৎ পত্রের শেষ পর্য্যন্ত "কস্যচিত হুগলীশাখা পাঠশালাস্থ চাত্রস্য। সাং কাঞ্চনপল্লী" স্বাক্ষরিত নামহীন দীর্ঘ কবিতা। কবিতার শিরোভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"মহাশয় মদীয় নিম্নস্থ কতিপয় পদ্যাপংক্তি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর ভবদীয় সাধুরঞ্জন পত্রৈকপ্রান্তভাগে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।" কবিতাটি গুপ্তকবির কবিতার অনুকরণে লিখিত, বিশেষত্ব কিছুই নাই। আরম্ভ যথা—

"উঠরে কামিনী প্রাণ যামিনী পোহালো। গবাক্ষের দ্বার দিয়া আসিতেছে আলো॥"

বিষয়—নায়িকাসম্বোধনে প্রভাতবর্ণন ও নায়িকার মানভঞ্জন। আধুনিক মাপকাঠীতে মাপিলে রুচি বিশেষ মার্জ্জিত নহে। "বদন খুলিয়া প্রাণ, তোষ হে মদন। অথবা রদন দিয়া করহ দংশন" প্রভৃতি পাঠকের মনোজ্ঞ না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় এই কবিতার আর বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই "সাধুরঞ্জন" পত্র গুপ্তকবির সম্পাদকতায় এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ইহার প্রচার ১২৬২ সালে রহিত হয়। ঈশ্বর-গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনাসমূহ এই পত্রে প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকা-নাথ অধিকারী, হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ইহাতে কবিতাদি লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সাহিত্যে "হাতে খড়ী" এই সাধুরঞ্জন পত্রে। দীনবন্ধুর সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কতিপয় কবিতাবলী তাঁহার "পদ্যসংগ্রহে" (১৮৬৬) সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মানব-চরিত্র" শীর্ষক উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সেই জন্য পরিশেষে সবিনয় অনুরোধ এই যে, যদি কোন মহোদয়ের নিকট সংবাদ-সাধুরঞ্জনের অন্য কোনও সংখ্যা থাকে, তবে তিনি যদি তাহা অনুগ্রহ করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহা বিশেষ যত্নের ও আদরের সহিত রক্ষিত হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভদ্রার্জ্জুন *

ভদ্রার্জ্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৪ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে (যথা—রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি) ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্ব্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ব্ব নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title page এইরূপ,—

ভদ্রার্জ্জুন। অর্থাৎ। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ।। শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্ত্তৃক প্রণীত। "মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।। সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা" ॥। কলিকাতা। চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।। শকাব্দ ১৭৭৪।।

পুস্তকের আকার ৭"×৪"।

ইহার পর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ, রচনাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাঙ্ক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় "নারায়ণে" (১ম বর্ষ, ১৩২১-২) "বাঙ্গালা আদি নাটক" এবং "প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত নাটকেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে; উক্ত দুষ্প্রাপ্য নাটকের বিস্তৃত বিবরণ শরৎবাবু দেন নাই, এখানে তাহাই দেওয়া হইল। শরৎবাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী চিত্তবিলাস" ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতেই ভদ্রার্জ্জুন নাটকের পূর্ব্বে রচিত বলা যায় না। উক্ত পত্রিকায় শরৎবাবুর "বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পূর্ব্বকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত "রমণী নাটক"এর উল্লেখ আছে। এই "নাটকের" এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে আছে; এ সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা একখানি বিদ্যাসুন্দর ধরণের অথচ তদপেক্ষা বিকৃতরুচির পরিচায়ক কাব্য, নাটক নহে; শরৎবাবু বোধ হয়, ইহার নাম দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমণী নাটকের পরিচয় পত্র বা title page এইরূপ:—"শ্রীশ্রীকালী।/ শরণং।/ রমণী নাটক।/ নামক গ্রন্থ।/ কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণীনিবাসি/ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়/ কর্ত্তৃক গৌড়িয় সুসাধু সরল/ বঙ্গভাষায় পয়ারাদি/ বিবিধ প্রকার ছন্দে/ নব ছন্দে লেখা র/ নব কাব্য স/ চিত্ত বির/ চিত হ/ ইল।/ ও বেনুর্জী এণ্ড কোং দলের ইষ্ট/ ইণ্ডিয়ান্ নামক ছাপা যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।/ সন ১২৫৫ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬৯/ ইং ১৮৪৮ সাল।/ এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক শ্যাম/ পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে/ পাইতে পারিবেন।/ মূল্য ১ টাকা মাত্র।/" উক্ত পঞ্চানন ও অরুণোদয় পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন কি এক ব্যক্তি?

[১] বিজ্ঞাপন

"মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও মানস চন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [২] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

"আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দ্দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্ত্তাকে কোনক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ ক্তরাব্যা * যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সাহত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বালতে পারি না; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

[৩] "কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্ব্বমনোরঞ্জক কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অদ্যাপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন কারতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্রাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার

* ব্যক্তিরা। এইরূপ ছাপার ভুল আছে।

চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমন নহে; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্জল্যমান করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[৪] "বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

[৫] "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [৬] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের

স্তার স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শ্রীতারাচরণ শীকদার।"

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

ইহার পরে পয়ারচ্ছন্দে রচিত "আভাস" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃঃ ৭—৯) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবন্ধে সামান্যভাবে পয়ারাংশের সূচনা করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রশংসা, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননী-আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরী নির্ম্মাণ ও যথাবিধি রাজ্যশাসন,—

"যথাবিধি রাজকার্য্যে ত্রুটি নাহি তায়।
নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায়॥
যাজ্ঞসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।
সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া॥
নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।
তীর্থযাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অর্জ্জুন॥" (পৃ ৯)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১—১৬২ পৃষ্ঠায় ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা—(কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নাই।)

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীম	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ
অর্জ্জুন	
নকুল	
সহদেব	
দুর্য্যোধন	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দুঃশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা

বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সারথী

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
রুক্মিণী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অন্যান্য কুলকামিনীগণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক দস্যু, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।"

প্রথম অঙ্ক—(পৃঃ ১—১৯)

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ১—১০) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। সভায় যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্ত্তা করেন নাই। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পক্ষ মধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।" (পৃঃ ৪) নারদ কহিলেন—'ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।" বলিয়া সুন্দ উপসুন্দের কথা পয়ারছন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃঃ ৬—৯)। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণাসহবাসের জন্য এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। "তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।" (পৃঃ ১০) তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল—(পৃঃ ১১—১৫) রাজপুরীর সিংহদ্বার। দস্যুগণ কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি আসিয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন। অর্জ্জুন বলিলেন—"প্রভো, ক্ষণেক বিলম্ব কর।" মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ

করিতেছেন ; অস্ত্রাদি সেই গৃহেই আছে ; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন অগত্যা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। এই দৃশ্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগই অধিক ; সর্ব্বত্র পয়ার, কেবল অর্জ্জুন যেখানে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন, (পৃঃ ১৪—১৫) সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে,—

"[এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন।]"

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১৫—১৯) যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে অনেক নিবারণ করিলেন, পরে ভীম আসিয়া সেই অনুযোগে যোগদান করিলেন ; কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে অশক্ত। "অর্জ্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।" (পৃঃ ১৯)। এই দৃশ্যে গদ্য পদ্য (পয়ার) দুই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

"দ্রৌপ। অর্জ্জুন কি বলিতেছে।
যুধি। তীর্থেতে যাইবে।
দ্রৌপ। কিরূপ সম্ভবে ইহা।
অর্জ্জু। অন্যথা নহিবে।
দ্রৌপ। কি কারণে হেন উক্তি।
অর্জ্জু। সন্ধি লাঙ্ঘয়াছি।
দ্রৌপ। লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি।
অর্জ্জু। দোষী হইয়াছি।
দ্রৌপ। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো।
অর্জ্জু। তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে।" ইত্যাদি (পৃঃ ১৬—১৭)

দ্বিতীয় অঙ্ক—(পৃঃ ১৯—৪০)

প্রথম সংযোগস্থল, দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার। বসুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ। সুভদ্রাকে যৌবনস্থা ও বিবাহযোগ্যা দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্য

তাগাদা, এই বাঙ্গালী গৃহের অনুরূপ চিরপরিচিত গার্হস্থ্য চিত্রটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"দেব। তুমিত কে সংসারের কিছুই জান না।
বসু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না॥
দেব। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয়॥
বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥
দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।
পারিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া॥
রোহি। দিদী, কি বলিতেছ ?
দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাগার দূর হইয়াছে।
রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করিয়াছি। হা।—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।
বসু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দুরবস্থায় রাখিয়াছি ?
দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। (বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)
বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।
রোহি। তুমি যেন এ কথায় কিছুই জান না॥
বসু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।
রোহি। রহস্যে নাহিক কায যাও মেনে চল॥
বসু। কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।
রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥
বসু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।
রোহি। তোমারে কি দোষ দিব আমাদেরি ভ্রম॥
বসু। ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট।
রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥
বসু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।
রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥

বসু। আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই ॥
(গমনোদ্যোগ করিলেন)

দেব। কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ।
অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ ॥
(বসুদেবের হস্ত ধরিলেন)
বসো ২ কোথা যাও কথাগুলা শুন।
বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ ॥

বসু। দেখহে দেবকি আমি না জানি শঠতা।
আমার সহিত কেন কর কপটতা ॥
স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয়।
মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয় ॥

রোহি। করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য।
তোমার কাছেতে কিবা আছে অপকাশ্য ॥
সুভদ্রারে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন।
হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন ॥
এমন যুবতী কন্যা যাহার আগারে।
নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥
অনূঢ়া তনয়া ঘরে বড়ই বালাই।
কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই ॥" (পৃঃ ২০—২৩)

বসুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এখন রাত্রি অধিক, "নিদ্রায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর। ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে কল্য প্রাতে হবে প্রতিকার।" (পৃঃ ২৪)

"(অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।)"

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ২৫—৩০), বসুদেবের উপবেশনাগার। বসুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। "তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন"। বলদেব বলিলেন,—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি। দুর্য্যোধন রহিয়াছেন। তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না; কারণ, দুর্য্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না। বসুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না। বসুদেব তাহাতে উত্তর

করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কলহ না হয়। প্রথমাংশে গদ্য থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৩১—৪০), "যদুপুরীর অন্তঃপুর। দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।" রোহিণী শুনিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনের সহিত সুভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, দুর্য্যোধন দুশ্চরিত্র ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

"দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি ?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট দুঃখের কথা ?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে ? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন্। কিন্তু তাহাতে দুর্য্যোধনত অন্ধ হবে না আর গান্ধারী মনোতাপে চক্ষুরোধ করিয়াছে, এ হেতু সুভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি ?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উহারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল উঁর বেয়াই কাণা, তাতে উঁর কি আটক থাবে। বেয়াএর সঙ্গেত উঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছিস, সুভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে উঁদের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয় জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক। কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্য করিতেছ, কর। আমি এ প্রেমৌকির মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি এখন ঘরে চলিলাম। (প্রতিবাসিনী গমন করিল)" ইত্যাদি। পৃঃ ৩১—৩৪।

তার পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সুভদ্রার যেখানে ভবিতব্য, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা তাহা কে অন্যথা করিবে।

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রার্জ্জুন নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহাভারতীয় গুরু-গম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সর্ব্বত্র নিতান্ত খেলো না হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা "সাধু" ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ দু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।* উপরোদ্ধৃত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্ব্বদা স্বকীয় জীবনের ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সখীবৃন্দের কথোপকথন বাঙ্গালা-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের "ঘোঁট" যেরূপ হয়, সেইরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র চিত্রাঙ্কণ প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক। (পৃঃ ৪০—৫৩)

প্রথম সংযোগস্থল। প্রভাস তীর্থ, অর্জ্জুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গদ্যে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল। (পৃঃ ৪১—৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত পুরজনকে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত গদ্যে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৫—৪৭)। প্রভাস তীর্থ, কৃষ্ণ ও দারুক কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গদ্যে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৭—৫৩)। পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের কথা ও পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের

---

* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কণ্টকিত ভাষাবিন্যাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়। উদাহরণ পশ্চাৎ দেওয়া গেল।

বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে (পয়ার ও দীর্ঘ-ত্রিপদী) রচিত। শেষভাগে গদ্য (এক পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ৫৩—৬১)। রাজবর্ত্ম। কৃষ্ণ ও অর্জুন (নেপথ্যে) রথে আসিতেছেন; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক, ও প্রহরীর কথোপকথনচ্ছলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জ্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গ (Comic element) আনিয়াছেন। এই দৃশ্যের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।

সুধাহ্রদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই॥

চষকে চষকে পূরি, আর পিতে নাহি পারি,

মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুই হয়ে খাই॥

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?

মদ্য। ওরে শ্যালা মার নাম গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি? আজ বড় খুঁস আছি, দেখ শ্যালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতু। কৈরে ব্যাটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস *

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শ্যালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আমোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস্, তুই কি জান্‌বি। তোর বুদ্ধি আছে, না জ্ঞান আছে।

(ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার গান আরম্ভ করিল)

ঐ আস্‌তেছে অর্জ্জুন।

আমি মদের জন্যে হব খুন॥

যখন অর্জ্জুন আস্‌বে কাছে

তার কাছে ভিক্ষা চাব,

সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,

* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।

ঐ আস্‌তেছে অর্জুন।

১ম পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২য় পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দন্তি, শৃঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩য় পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

(সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল)

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মত্ত। শালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন? আমি তোর কি ধার ধারি। শালা তুই বেটা, তোর বাপ বেটা।

বাতু। বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ খানায় গুঁজড়িয়া রাখিব।

মত্ত। কৈ আয় শালা মার দেখি।

(দুই জনে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল)" পৃঃ ৫৩—৫৫।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও দুই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ। তৎপরে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। কেহ বলিল, রথে দুই কৃষ্ণ—অর্জুন কোথা। কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অন্য জন উদ্ধব। ইহা লইয়া মত্তপ, বাতুল প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কলহের মধ্যে দৃশ্যের শেষ। এ অংশটা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

২৪ সংযোগস্থল (পৃঃ ৬১—৭৩)। "অট্টালিকোপরি" সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন। অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কৌতূহল এবং অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্য। এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হাহুতাশ, ও থিয়েটারী ঢং আছে; তাও আবার পয়ারে গ্রথিত। ভদ্রার তখন "সখি ধর-ধর" অবস্থা। "বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়। অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়।" ইত্যাদি ৬৩ পৃঃ হইতে ৭৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। ভদ্রা কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অর্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক। ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল "নারায়ণ"(১৩২১-২২) পৃঃ ৪৯৯ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রাকে এইরূপ অধৈর্য্য ও প্রগল্‌ভা দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নির্লজ্জা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ভদ্রা প্রবোধ মানিল না; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জ্জুনকে মিলাইয়া দিবেন। "বিদ্যাসুন্দরী" নায়িকা ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সত্যভামা বলিলেন, "আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥" কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—"এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে। ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। কি হবে

আহুতি দিলে নিভিলে অনল॥" শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কান্না—"(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধার চরণ তোমার। কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার॥"

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৩—৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামার কর্তৃক সুভদ্রার আরক্তির নিবেদন। কৃষ্ণের সম্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জ্জুন স্বীকার না করে। সত্যভামাকে বলিলেন,—"তুমি গিয়া অর্জ্জুনে কহিয়া যথোচিত। সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত॥" প্রথম কয় পংক্তি গদ্যে; অবশিষ্টাংশ পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৭—৮২)। অর্জ্জুনের শয়নাগার। গভীর নিশীথে সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক রুচি-সম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এ নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মামুলী কাব্যগত আদর্শানুযায়ী ও প্রাণহীন।

"অর্জ্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জ্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে। কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে স্বদায় কান্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।" (পৃঃ ৭৮—৭৯) ইত্যাদি।

অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেমসাগরে হাবুডুবু ও সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানাটানি। তারপরে যখন জানিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে "ভদ্রার অঙ্গস্পর্শও করিব না"। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি জানাইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া সুভদ্রা লইয়া গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮২—৮৪)। রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উস্কাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জ্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গদ্য ও পদ্যে রচিত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৫—৮৮)। হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা। নারদ বলদেবের দূতরূপে

আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা যাত্রার উদ্যোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই ; ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৮—৯২), ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিল যে, অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দ্বারকায় যাইতে রাজী হইলেন এবং যাহাতে দুর্য্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমাংশ গদ্য, ভীমাদির কথোপকথন পয়ারে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯২—৯৫)। হস্তিনার রাজবর্ত্ম। "বরবেশি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রিদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।" ইহা দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম শ্লেষোক্তি করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্য্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে ; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, "নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়"। দুর্য্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংসুক, কৌরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিল, আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্য্যোধন বরবেশেই চলুন, মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্য হইবে।" সমস্তটা গদ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৫—৯৭)। রৈবত পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। ভয়কাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্য্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। "বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥" (পৃঃ ৯৬)। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৮—১০০)। রৈবত পর্ব্বত। অর্জ্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তালিম করিতে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন সুভদ্রাকে হরিদ্রা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জ্জুনকে সুভদ্রা হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১০০—১০১)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্য্যোধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্য প্রাতে তাহার আগমনবার্ত্তা দিল। বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্তটা গদ্য।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০১—১০৮)। অন্তঃপুর। দুর্য্যোধনের সহিত পুনর্ব্বার বিবাহের কথা শুনিয়া সুভদ্রা কাঁদিয়া আকুল। "কালকূট দাও সখি আমি করি পান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।" সুভদ্রার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদ্গদ প্যানপেনে নায়িকার মত

হইয়াছে এবং যাত্রাধরণের এই সব লম্বা লম্বা পয়ারে বক্তৃতা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে "ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন।" তার পর পদ্য হইতে গদ্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

"সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রভাতে অর্জুন সহ সচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে? কৃতান্তাধিক শত্রুর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে?" ইত্যাদি (পৃঃ ১০৫—৬)।

এ সকল দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই। এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৮—১০৯)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।" দারুক অর্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃশ্যের কোনও তাৎপর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গদ্য।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৯—১১১)। অন্তঃপুর—সত্যভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আদেশানুসারে সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রালেপন করিতে যাইতেছেন। গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১২—১১৫)। বাপীতট। সুভদ্রাহরণ দৃশ্য সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্যে। অর্জুন ও দারুকের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুককে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

"(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথারোহণে গমন করিলেন।" (পৃঃ ১১৭)। তার পর কুলনারীগণের হাহুতাশ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১৬—১৩০)। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে গদ্য ব্যবহৃত

হইয়াছে। দৃশ্য—রাজবর্ত্ম। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরযাত্রিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটা (পৃঃ ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের কটূক্তি ও ভীমের ক্রোধ। বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ, আস্ফালন, খেদ, হাহুতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ১২০—১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা—দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার জন্ম সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।* কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা। কারণ, অর্জ্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যদুকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। "ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। প্রভো রথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ... অর্জ্জুন ইন্দ্রজিতের ন্যায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বৃথা কেন অর্জ্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে।" (পৃঃ ১৩৫) ইহা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই কৃষ্ণের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩৬—১৪২)। প্রথমাংশ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্য (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বসুদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—যদুগণ সকলেই একপরামর্শি হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। "এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।" (পৃঃ ১৩৮) দেবকী, রোহিণী, বসুদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুই বুঝেন না। রাগ—কৃষ্ণের উপর। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"এত অপমান যার　　জীবনে কি সুখ তার
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ　　লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জ্জন॥

* কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। "বলদেব আপনি লাঙ্গল স্কন্ধে করি। এসেছেন ফিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি।" (পৃঃ ১১৮)। নাট্যকারের অনবধানতাবশতঃ বোধ হয়, এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

এমন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার॥" (পৃঃ ১৪২)

ও এইখানেই নাটক সমাপ্ত।

এ নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই। নাট্যসম্মত চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কোন কাব্যোক্ত গল্প কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা, কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য আখ্যানবস্তু বা Plot নির্ম্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না। প্রথম অঙ্কটা নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না। মদাপবাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টানুভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কণ-ক্ষমতা নূতন বটে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত; এই দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে যেরূপ মূল্যবান্ ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে এ দোষ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার দে

বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (২৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করি আর নাই করি, কোন্ শব্দের কোন্ অঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা কোষকারের সর্ব্বদা মন্তব্য। কোষে অনেক ভুল আছে ; যাঁহারা ভুল দেখাইতেছেন, ভুলের আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি তিন অঙ্গে ভুল ধরিয়াছেন। (১) শব্দের অর্থে, (২) শ্রেণীবিভাগ, ও (৩) ব্যুৎপত্তিতে। যে যে উদাহরণ লইয়া ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক হউক না হউক, আপত্তির মূল খণ্ডন করিতে পারা যায় কি না, দেখি। তৃতীয় আপত্তির মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন নিহিত আছে। সেটা সেই পুরানা কথা, বঙ্গভাষার জননী কে। কিন্তু পুরানা হইলেও উহা চিরদিন নূতন ভাবে নূতন নূতন সাজে উপস্থিত হইবে। কারণ উহা পুরাতন, কেবল তর্কে গম্য।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালা ভাষা", এবং "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ" ইহার দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্য করিয়াছেন কি না। কারণ, যে সব সমালোচক এই দ্বিতীয় ভাগের দোষ ধরিয়াছেন, বুঝিয়াছি, তাঁহাদের একজনও প্রথম ভাগ অবলোকন করিবার অবকাশ পান নাই। সকলেই অবশ্য হিত-বুদ্ধিতে করিয়াছেন, কোষের উপকারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তথাপি গোড়া দেখিয়া করিলে, বোধ হয়, আরও উপকার করিতে পারিতেন। অন্ততঃ তাঁহাদের শ্রম-লাঘব হইত মনে করি।

দুই একটা উদাহরণ দিই। মন্তব্য-কারী মহাশয় কোষের 'অতিথ' শব্দের অর্থে ভুল ধরিয়াছেন। আমি অর্থ করিয়াছি, "ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী", তিনি এই অর্থে "অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও" পান নাই।* কিন্তু 'অতিথ-সেবা', 'অতিথ-শালা', 'অতিথ-ফকীর', ইত্যাদি প্রয়োগ লোকমুখে সর্ব্বদা পাইয়া থাকি। যাঁহারা 'অতিথ' নামে সেবা পান, তাঁহারা সাধু-সন্ন্যাসী। দ্বারে 'অতিথ' আসিলে ভিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দান-শীল গৃহস্থ 'অথিত-অভ্যাগতে'র নিমিত্ত ভূমি ও ভূমির উপস্বত্ব নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আমি 'অতিথ-ফকীর', 'অতিথ-অভ্যাগত' প্রভৃতির তুল্য শব্দকে ব্যাকরণে 'সহচর' সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ।" তিনি বলেন, "শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।" সম্প্রতি এই সংজ্ঞা লক্ষণে আমার মন্তব্য কিছুই নাই। ব্যাকরণ-সংশোধনের সময় হইতে পারে। একা 'সহচর' নহে, সে কথাটা এইখানে শেষ করিতে পারি ; 'সহচর'

---

* উত্তর-রাঢ়—কান্দি অঞ্চলে 'অতিথ' (উচ্চারণ—অতীত্) শব্দে সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ—ছাইমাখা জটাধারী পশ্চিমাঞ্চলের সন্ন্যাসী বুঝায়।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ছাড়া, 'অনুচর', 'উপচর', 'প্রচর' ও 'প্রতিচর', এই পাঁচ শ্রেণীতে যুগ্ম শব্দ ভাগ করিতে হইয়াছে। এই পাঁচের লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞা পাইলে এবং উত্তম বোধ হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

আজিকালি কেহ কেহ ইংরেজী guest বুঝাইতে 'অতিথি' ('অতিথ' নহে) বলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ইঁহারা 'অভ্যাগত'। ইংরেজী অভিধানে বন্ধু-বান্ধব guest, এমন কি, হোটেলে যে থাকে, সেও guest। অন্যের গৃহে ভোজন পাইলেই guest হইয়া দাঁড়ান। আমরা কেবল আসন-ভোজন দিয়া এক কথায় guest পাই না। আমাদের কেহ বন্ধু, কেহ অভ্যাগত, কেহ আগন্তু, কেহ অতিথি, কেহ পথিক। যিনি দয়া করিয়া বাড়ীতে আসেন, তিনি আসন ও ভোজন নিশ্চয়ই পান। আত্মীয় হইলে 'বন্ধু', মাননীয় হইলে 'অভ্যাগত', মধ্যম কিংবা লঘু হইলে 'আগন্তু', সাধু সন্ন্যাসী হইলে 'অতিথি', এবং পথে যাইতে যাইতে আসিয়া পড়িলে 'পথিক'। সকলকে সমান আদর-অভ্যর্থনা করা হয় না, সকলে সমান সৎকার পান না। এই যে নামগুলি দিলাম, সব প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য-জনের মুখে শোনা। 'অতিথি' শব্দের প্রাচীন অর্থ নাকি যিনি এক তিথি (দিবস) এক স্থানে থাকেন না, সতত গমন করেন। গৃহে বন্ধু আসিলে, কি অভ্যাগত-আগন্তু আসিলে, এবং তাঁহাকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন ও শয়ন করাইলে অতিথি-ধর্ম্ম পালিত হয় না। পুত্র ইংরেজের বাড়ীতে পিতা-মাতা আসিলে guest শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যান। আমাদের বাড়ীতে তাহা হইতে পারে না। তাঁহারা ইংরেজী তন্ত্রের guest হইতে পারেন, কিন্তু অতিথি?*

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শব্দের অর্থান্তর হয়। শুধু শব্দের কেন, এমন বিষয় মনে হইতেছে না, যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, না হওয়া অস্বাভাবিক। এ ত সামান্য কথা, যাহার প্রয়োগ চারি দিকে পাওয়া যায়, তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যাই, অন্যের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। 'উকি' শব্দ দেখুন। উহার অর্থ হিক্কা বলিয়া জানিতাম। ওড়িয়াতেও 'উকি' শব্দ আছে, অর্থ উদ্গার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ আছে, অর্থ "বান্ত [বান্তি ?] এবং বান্তকালীন শব্দ"। বিক্রমপুরের (মুন্সীগঞ্জের) এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সেখানে 'ওক দেওয়া' অর্থে বমন চেষ্টা করা, এবং 'উথাল করিতেছে' অর্থে বমি করিতেছে।† 'উকি' ও 'ওক' শব্দের মূল এক বোধ হয়। 'উথাল' মনে হয় 'উদ্গার' হইতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, "প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া শব্দ আছে, উহার অর্থ বান্ত, বমি করা।" এই "প্রাকৃত" শব্দের মূল না জানিলে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় হইতেছে না। 'ওক্কিঅ', অনুকার শব্দও হইতে

---

* একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ছিলাম। আমি বাড়ীতে যাইবামাত্র তিনি আমায় অতিথি তুল্য জ্ঞান করিয়া সমাদর করিলেন, আমি অবশ্য প্রীত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, আমি 'অতিথ' আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি মুখ্যার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক 'অতিথ' নাম ভাল লাগে নাই।

† উত্তর-রাঢ়—কান্দি-অঞ্চলে ওকাই—বমি, ওকাই করা—বমি করা।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

পারে। 'উকি' শব্দের মূলে 'উদ্‌গার' থাকিতে পারে, 'হিক্কা'ও থাকিতে পারে; উহা অনুকার শব্দও হইতে পারে। "প্রাকৃতে" 'ওক্কিঅ' বলিত, বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়, সেটা কোন্ দেশের কোন্ সময়ের "প্রাকৃত"? এ বিষয় পরে আলোচনা করিতেছি।

'ওক' ও 'উকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, অর্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে কোষে কোন্ রূপ গ্রাহ্য? দুই রূপ দিলে ভাষার পুষ্টি হয়, না একটা দিলে হয়? অবশ্য এদেশ সে-দেশ আমার-তোমার ভুলিতে না পারিলে কোষ-রচনা অসাধ্য। সব সময় ভুলিতে পারা যায় না, সত্য; কিন্তু মায়ায় পড়িতেছি না ত, ভাবিতে হয়। এ বিষয় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোষ-সমালোচনার উত্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এইরূপ, কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার হতর-বিশেষ হয়। 'অভরণ', 'আউ', শব্দ ধরুন। পুরানা বাঙ্গালা বহিতে শব্দ দুইটা পাওয়া যায়। নিরক্ষর নর-নারীর মুখেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ 'অভরণ' কিংবা 'আউ' লিখিতে পারিবেন না, লিখিতে হইলে 'আভরণ' ও 'আয়ু' বানান করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। শব্দের জাত্যন্তর আছে, তাহা কোষকার দেখাইয়া দিলে মন্দ কি? কোষ সঙ্কলনের সময় আমি শব্দগুলি তিন ভাগ করিতে বসিয়াছিলাম,—"বাঙ্গালা", "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং "গ্রাম্য"। "বাঙ্গালা" কি, তাহা বলিতে হইবে না। যে শব্দ সাধু-অসাধু, শিষ্ট-অশিষ্ট, কথায় লেখায় চলে কিংবা চলিতে পারে, তাহা 'বাঙ্গালা' বলিলাম। যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ সকলের কথায় চলে, কিন্তু শিক্ষিতের লেখায় চলে না, তাহা "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ কেবল অশিক্ষিত নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা "গ্রাম্য"। "গ্রাম্য" রূপ চেনা তত কঠিন নয়। যেমন আউ, মিত্তু, কাজ্জ, ধম্ম, কম্ম, পুন্নি, 'মনিষ্যি', মচ্ছ, উচ্ছব, রাত্তি, আদ, ডেড়, ডণ্ড, শাদ্ধ, চাদ্ধ, ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালের ব্যাকরণকারদিগের মতে শব্দের এই প্রকার রূপ "প্রাকৃত"। আমিও তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "প্রাকৃত"সংজ্ঞায় নির্দেশ করিলে মন্দ করিতাম না। কারণ, আমি যে "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহা বহু স্থলে "বাঙ্গালা"। ইহা দেখিয়া "বাঙ্গালা-প্রাকৃত" নির্দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু "গ্রাম্য" সংজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে। আজি-কালি "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালা প্রাকৃত", এই দুইএর ভেদ লোপ করিবার দিকে কাহারও কাহারও প্রবল অনুরাগ দেখা যাইতেছে। "বাঙ্গালা" কাহার, যাহার, করিতেছিল, আজির, রাত্রির, ইত্যাদির "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"রূপ, কার, যার, ক'র্‌তেছিল বা ক'চ্ছিল, আজের, রেতের ইত্যাদি, অতএব মোটের উপর দুই ভাগ হইয়াছে। শব্দের যে রূপ, গোটা গোটা শব্দ নহে, রূপ, শিক্ষিতদিগের মুখে এবং কলমে বাহির হয়, এবং যে রূপ হয় না।

এই বিভাগ অবশ্য কৃত্রিম। স্বভাবকে দুই ভাগ করি, আর তিন চারি ভাগই করি, তাহা কৃত্রিম হইবেই। সুতরাং উক্ত দুই ভাগ সব স্থলে তর্কে টিকিতে পারে না। দুই একটা উদাহরণ লই। শিক্ষিত লোকে 'কর্তা' (বা কর্ত্তা), 'কর্ম' (বা কর্ম্ম) বলেন, লেখেন।

অ-শিক্ষিত বলে 'কত্তা', 'কম্ম'। ইহাতে মনে হইতে পারে, তবে ত ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত 'কত্তা-গিন্নী', 'কত্তা-ভজা', এমন কি 'কত্তাত্তি' না বলিয়া পারেন না। 'কর্তা-গৃহিণী' বলিতে পারেন, কিন্তু 'কর্তা-গিন্নী' কিংবা 'কর্তা-ভজা' বলা ঠিক হয় না। আর একটা শব্দ 'অষুধ' ধরুন। এই রূপ, "বাঙ্গালা-প্রাকৃতে"। "বাঙ্গালা"রূপে 'ঔষধ' যাহা বলিলে লিখিলে সবাই বুঝিতে পারে। "গ্রাম্য"রূপে 'ওষুদ'। কিন্তু 'ওষুধ' রূপ "প্রাকৃতে"র উপরে উঠিয়াছে। 'কম্ম' শব্দ অশিক্ষিতের মুখে শুনি, শিক্ষিতের মুখে 'কর্ম'। 'কাজ-কম্ম' শিক্ষিতের মুখে 'কাজ-কর্ম'। অতএব 'কাজ', 'কম্ম', 'কার্য', "বাঙ্গালা"; কিন্তু 'কাজ্জ'-'কম্ম' "গ্রাম্য" মনে করিতে হইতেছে। মন্তব্যকারী লিখিয়াছেন, "কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।" এখানে তিনি দুইটা গুরুতর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না। আর, স্বভাবকে দমন করিয়া ঈপ্সিত পথে চালনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি? 'করম্', 'করম্' শুনিতে শুনিতে 'কর্ম' শব্দ শিক্ষা হয়। যাঁহারা 'করম' রূপ দেখিতে জানিয়াছেন, তাঁহাদের 'কর্ম' শব্দ উচ্চারণ সোজা হয়। যখন শিক্ষা না হইয়াছে, তখন প্রাকৃত জন বা কে, আর অ-প্রাকৃত জনই বা কে?

সে কালে কেবল দ্বিজবালকের উপনয়ন হইত; দ্বিজকন্যার হইত না, শূদ্রের হইত না, শূদ্রাণীর ত কথাই নাই। শকুন্তলা কণ্বমুনির আশ্রমে আজন্ম-পালিতা হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, প্রাকৃত জনের ন্যায় তাহাদের ভাষায় কহিতেন। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ তৎকালের শুদ্ধ ভাষা অক্লেশে বুঝিতে পারিতেন। এ কালেও দেখি, অশিক্ষিতা নারী ও অশিক্ষিত নর 'কার্য', 'কর্ম', 'রাত্রি' প্রভৃতি এ কালের সংস্কৃত অর্থাৎ এ কালের শুদ্ধ ভাষা সচ্ছন্দে বুঝিতে পারে, কিন্তু বলিবার সময় 'কাজ্জ', 'কম্ম' 'রাত্তি' প্রভৃতি বলে, কিংবা আরও সোজা করিয়া 'কাজ', (কোথাও কোথাও) 'কাম', 'রাত' বলে। এই যে কোন শব্দকে "সংস্কৃত", কোন শব্দকে "প্রাকৃত" বলিতেছি, এ কালের মতন সে কালেও বলা হইত। কিন্তু এ কালে কি দুইটা ভাষা আছে? সে কালে কি দুইটা ভাষা ছিল?

এখন এই তর্ক একটু বিচার করিতে হইতেছে। কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ হইতে ৪০টি শব্দ তুলিয়া ৩০টি স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃত-শব্দ মূল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি "সংস্কৃত" বলিয়াছি, তিনি "প্রাকৃত" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সময়ের "প্রাকৃত" ভাষা বলিয়াছেন। "সংস্কৃত-প্রাকৃত" বলিতে হইতেছে; কারণ, এখনকার অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা আমি-ই বাঙ্গালার "প্রাকৃত" বলিতেছি, এমন নহে; কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষারই নাম "প্রাকৃত" ছিল। সে যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশী শব্দ বাদে কোষে যত শব্দ আছে, সমুদয়েরই মূল "প্রাকৃত" বলিয়া এক কথায় মন্তব্য শেষ করিতে পারিতেন। কারণ, আমি সে সকল শব্দের মূল "সংস্কৃত" দেখাইয়াছি। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, 'বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা

করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।" আমিও আমার পুস্তকের প্রথম ভাগে (২৭ পৃঃ) লিখিয়াছি, "সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা 'ইতর' লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে 'ভদ্র' লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই? আমরা কি সেই 'ইতর' ভাষা লইয়া বাঙ্গলা ভাষার গৌরব করিতেছি না?" কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে। কাজেই একটা তর্কে পড়িতে হইতেছে। "প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী"—ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের "সংস্কৃত", না "প্রাকৃত" মূল প্রদর্শন কর্তব্য?

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? "প্রাকৃত" ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর, আমি ভাষাবিৎ নই, এবং সিদ্ধান্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। 'জননী' অর্থে মানুষের জননীর তুল্য মনে করিয়া দেখি। জননী কন্যা প্রসব করেন, কোন এককালে করেন। প্রসবের পর একজনের স্থানে দুই জন হন, দুই জন পৃথক থাকেন। যদি এমন, তাহা হইলে কোন সময় ছিল কি, যখন "প্রাকৃত" ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?

বোধ হয়, পণ্ডিতেরা এ কথা বলিবেন না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, প্রসবান্তে জননীর কাল হইয়াছে, কন্যাটি জীবিত আছে। তখন এমন তর্কও উঠে, সে দুর্ঘটনা কবে হইয়াছিল? কোন কোন পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম ভাগে (১৯ পৃঃ) লিখিয়াছিলাম, "অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, এ কথার যেমন অর্থ নাই; অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালার ভাষার উৎপত্তি, সে কথারও অর্থ নাই।" তাহা হইলে জননী দেহত্যাগ করেন নাই, কন্যারূপে অদ্যাপি বর্তমান আছেন। দক্ষ-কন্যা সতী রূপ গিয়াছে, হিমালয়-কন্যা উমা রূপ আসিয়াছে। কিন্তু যিনি সতী, তিনিই উমা। অর্থাৎ "সংস্কৃত" ভাষার দিনে যে ভাষা ছিল, সেই ভাষা এখনকার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই, পূর্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।

পুরাতনে যে গুণ অপ্রকট থাকে, তাহা ধরা কঠিন বটে। কিন্তু যেটা ছিল না, তাহার আবির্ভাবও স্বীকার করিতে পারি না। এখানে কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়; অন্য উপায় নাই। পূর্ব "প্রাকৃতে"র 'ধম্ম কম্ম' অদ্যাপি আছে, 'অজ্জ অট্ঠী ওসঢং' গিয়াছে, 'আজি আঁঠি ওষুধ' আসিয়াছে, আর হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সেকালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে। এই অপূর্ব ঘটনা, তাহার ব্যাখ্যা রূপকে

করিতে হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষার জননী সে কালের "প্রাকৃতা", কিন্তু জনক "সংস্কৃত।" সে কালের "প্রাকৃতা" ও "সংস্কৃতে"র বিবাহে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের কাহারও মুখ মায়ের মতন, কাহারও মুখ বাপের মতন। "সংস্কৃত", "প্রাকৃতার" পাণিগ্রহণ না করিলে "প্রাকৃতা" প্রাকৃতা থাকিয়া যাইত, সেই ব্যঞ্জনবিহীন স্বরবর্ণের আধিক্য (যেমন, রঅও—রজকঃ, উইদং—উচিতং), সেই ভিন্নবর্গীয় বর্ণের পরস্পর অসংযোগ, (যেমন, উপ্পাও—উৎপাতঃ, গোট্ঠী—গোষ্ঠী) প্রভৃতি লক্ষণ থাকিয়া যাইত।

এই শুভপরিণয়-সংবাদ নূতন নহে। নূতন সংবাদ আমি কোথায় পাইব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তিই নিজের বোধে ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা বলেন, বহু পূর্বকাল হইতে এই আদান-প্রদান চলিতেছিল, বৈদিক ভাষায় চলিতেছিল, "সংস্কৃত" ভাষায় চলিতেছিল। তাঁহারা 'গাথা' নামে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।

কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠিতেছে। এই যে "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতার" বিবাহ, সে বিবাহ কি স-বর্ণে বিবাহ ? বঙ্গভাষা কি সঙ্কর-কন্যা ? অর্থাৎ "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" কি দুই ভিন্ন ভাষা, না এক ভাষার দুই রূপ ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নই। তবে প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে, সকলে একমত হইতে পারেন নাই, পারিবার জো নাই। কারণ, বিতর্কের মূলে এক বড় বিতর্ক আছে, কখন্ কি অবস্থায় দুইটা বস্তুকে এক বলিতে পারা যায়। 'দুই' গণাতেই বুঝিতেছি একটা নয় ; আবার 'এক' সন্দেহ করিয়া বুঝিতেছি দুইটাও নয়। বিতর্কটা একটু বিকট করিয়া বলি, সংস্কৃতভাষা আর বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা ? কিংবা বলি, "প্রাকৃত"ভাষা ও বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা ? কিংবা সেই পুরানা কথায় আসি, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষা এক ভাষা, না দুই ভাষা ?

দেখা যাইতেছে, ভাষার লক্ষণ লইয়া বিতর্ক। সে দিকে দৃষ্টি করিলে বিতর্ক উঠিত না, কিংবা উঠিলেও সহজে শান্ত হইত। পণ্ডিতেরা ভাষার কি লক্ষণ দেখিয়া এক কিংবা দুই বিবেচনা করেন, তাহা আমি অবগত নই। এই সুযোগ পাইয়া একবার আমার এক হিতকারী সমালোচক আমায় সম্পীড়িত করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, কেবল ব্যাকরণ দ্বারাই এক ভাষা হইতে অন্য ভাষা প্রভেদ করিতে পারা যায়। যদি ভাষার ব্যাকরণ এক হয়, তাহা হইলে ভাষাও এক। কিন্তু অ-বুঝকে বুঝান সহজ নহে। 'ভাষা' সংজ্ঞা স্থানে 'ব্যাকরণ' সংজ্ঞা বসাইলে যে আঁধারে সে আঁধারেই থাকিতে হয়। যদি ভাষা স্বাভাবিক হয়, স্বভাবতঃ জন্মে, বাড়ে, মরে, তাহা হইলে এক কথায়, ব্যাকরণ (ইংরেজী 'গ্রামার' অর্থে) বা রচনা-রীতি দেখাইয়া বিতর্কের দোষ করিতে পারা যায় কি ? শব্দ-রূপ উপকরণ না দেখাইলে কি বস্তুর রচনা দেখিব ? 'কাদার

অনরেবল, ডক্‌টর কল দিয়ে কীবার-কেস ব'লেছেন।"—এই যে ভাষা, ইহা না-বাঙ্গালা, না-ইংরেজী। স্বভাবজ দ্রব্যের জাতিবিভাগ সময়ে কত বিড়ম্বিত হইতে হয়, তাহা মনে রাখিলে এক ব্যাকরণ দেখাইয়া, ও পণ্ডিতের নাম লইয়া বিতর্কের পথে কাঁটা দিতে পারা যায় না। আমার সামান্ত বুদ্ধিতে মনে হয়, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ সোজা নয়। অথচ একটা কিছু না ধরিলেও লোক-ব্যবহার চলে না। তখন বলিতে হয়, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা স্বভাবতঃ চলিতে পারিলে দুই জনের ভাষা এক। ভাষার এই লক্ষণে 'স্বভাবতঃ' আনিতে হইতেছে, নতুবা ফাঁকির অন্ত থাকে না। যদি 'স্বভাবতঃ' কাটিয়া দিতে চান, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা তৃতীয় একজনের কানে এক প্রকার শোনা গেলে তাহাদের ভাষা এক। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রবণশক্তির বিচার করুন।

পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা। কেহ বলেন 'সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কেহ বলেন "প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত" উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় "প্রাকৃত"-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে "প্রাকৃত" ভাষা হইতে "সংস্কৃতে"র উৎপত্তি। বৈদিকভাষা এককালে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে এই ভাষায় কহিতেন, শিক্ষিতেরা লিখিতেন। কত কাল পরে কে জানে, লিখিতে লিখিতে সে ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া গেল, ইহার ব্যাকরণ কোষ প্রভৃতি রচিত হইল, সূত্রের বন্ধনে এক দিকে যেমন বাঁচিয়া গেল, স্থায়ী আকারে থাকিল, অন্য দিকে তেমন শক্তি-হীন হইল, পরিবর্ত্তন-শীল থাকিল না। "প্রাকৃত" ভাষা জনসাধারণের ভাষা, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃত বৈদিক পালির, এবং পালি "প্রাকৃতে"র আকার পাইল। মাঝে যে "সংস্কৃত" হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত আকারেই থাকিয়া গেল।

"সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যাহা দুইটা ভাষা মনে হইতেছিল, তাহা দুইটা নহে, এক ভাষারই দুই শাখা। কিংবা দুই এক বৃক্ষ, একটা উদ্যানে সযত্নে পালিত ও রক্ষিত, অন্যটা বন্য। রূপকটা অনেক দূর পর্য্যন্ত চালাইতে পারা যায়। উদ্যান-জাত বৃক্ষের দুইটা ধর্ম্ম স্পষ্ট; উহা অ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, অযত্নে মরিয়া যায়, কিংবা বন্য আকার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "সংস্কৃতে"রও সেই দশা ঘটিয়াছিল, অ-যত্নে এবং মূল প্রকৃতির তাড়নায় বন্য হইয়া গেল। "প্রাকৃতে"র সমুদয় আকার পাইল না, কিন্তু কোন্‌খানে "সংস্কৃত", আর কোন্‌খানে "প্রাকৃত" তাহার নির্দ্দেশ কঠিন করিয়া ফেলিল। যাহাকে "প্রাকৃত" ভাষা বলা হয়, তাহাতে সংস্কৃত-সম এবং সংস্কৃত-ভব, দ্বিবিধ শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ভব শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; একই হইতে উভয়ের জন্ম। ব্যাকরণেও যে তাই। অতএব সংস্কৃত ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা, না একটা?

বঙ্গভাষা লইয়া একটু পরীক্ষা করি। কিন্তু এই ভাষার নাম শুনিলেই চোখে আঁধার দেখি। 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা' বলিলেও আলো দেখি না। ইহার এত লীলা, কে গণিতে পারিবে? নিত্য

নূতন লীলা; শক্তি জাগ্রত। লেখা লীলা, না কথা লীলা, কোন্ লীলা ধ্যান করিব? পামরকণ্ঠে যে লীলা, পণ্ডিতকণ্ঠে সে লীলা দেখি না। পণ্ডিত যে সাধক, পামর যে পাষণ্ড, সাধন-ভজন করে নাই। ভাষার প্রাণ, ধ্বনি; লেখা চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক। বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাঙ্কেতিক চিত্রদ্বারা বুঝিতে হয়। বর্তমান বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বুঝিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের সঙ্কেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি রাগে কি গান গাইয়াছিল? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন; আমরা সেই চিত্র দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিতেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।" জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে।* সে চিত্রকর কেমন, যে শ্যামকে শ্যামারূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি, অচেতন—আচেতন, অধিক—আধিক ইত্যাদির অভেদ বুঝিতে বলেন, যিনি আপণ—আপন, আণি—আনি, আপমাণ—আপমান, শুণ—সুণ—সুন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন? এ দিকে শুনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকুড়াতেও ছিলেন, সুদূর মিথিলাতেও ছিলেন। অন্য দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিৎ ও ইতিহাস-বিৎ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যাইতে দিবেন না। চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রাঢ়ের, ১ শত বৎসর পরের চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণচণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্বের শূন্যপুরাণও আছে। এই সকল পুস্তকে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত শব্দে"র আধিক্য আছে কি না, গণিলে মন্দ হইত না। আরও আগে যাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা"র নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি রাঢ়দেশের লুই নামক বাঙ্গালীর দুইটি পদে ৯১ শব্দ গণিয়া বলিয়াছেন, ১৬টি সংস্কৃত, ৫৫টি বাঙ্গালা, আরও ২০টি "প্রাকৃত"। তিনি 'প্রাচীন বাঙ্গালা' ও 'চলিত বাঙ্গালা'—এই দুই ভাগে ৫২টি বাঙ্গালা শব্দ গণিয়াছেন। কই, সেগুলা "প্রাকৃত" কিংবা "তজ্জাত" বলেন নাই। বরং সা° প° পত্রিকায় বলিয়াছেন "সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন"। তাঁহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু "প্রাচীন অবস্থা"র বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল "প্রাকৃত" বলাও যা, "সংস্কৃত" বলাও তা; কারণ, "প্রাকৃত" ব্যাকরণের সূত্র পাই না, "সংস্কৃত" ব্যাকরণেরও পাই না অথচ বাঙ্গালা! অতএব বোধ হইতেছে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা আছে।

আমার বোধ হয়, ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ "সংস্কৃতে"র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, কেহ "প্রাকৃতে"র দিকে চলিয়া পড়িয়াছেন। "প্রাকৃত" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে, এমন কি,

* "কৃষ্ণকীর্ত্তন" সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃসংশয়রূপে বলিবার সুযোগ হয় নাই। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও, সেই টানা-টানি দেখিতে পাই। পাঁচটি ছেলের মধ্যে হয়ত দুইটি বাপের মতন, তিনটি মায়ের মতন, ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গভাষাতেও তাই মনে করি। যাঁহারা ইহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া বলিবেন, এই দেখ "প্রাকৃত", এই দেখ "প্রাকৃত", তাঁহাদিগকে একটা জিজ্ঞাস্য আছে, সেটা কোন্ "প্রাকৃত"? শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, অপভ্রংশ ইত্যাদি নামের কোন্ "প্রাকৃত"? কোন শব্দে এই, কোন শব্দে অই, বলিলে বুঝি, জানা "প্রাকৃতে"র একটাও নহে, একটা 'নব-প্রাকৃত', যেটার লক্ষণ সেকালের কেহ বলিয়া যান নাই। বলিবার যো ছিল কি না, কে জানে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যাহার ভিন্নত্ব হয়, তাহার অভেদত্ব স্বীকার না করিলে ত স্বরূপলক্ষণ দিতে পারা যায় না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার নাম শুনিয়াই অনেক পণ্ডিত আকাশকুসুম কল্পনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসার অনিত্য শুনিয়াও বা বুঝিয়াও আমরা নিত্য ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এবং বুঝিতেছি, নিত্য না ভাবিলে সংসার বলিয়াও কিছু থাকে না। সঞ্চরণশীল অনিত্য ভাষার মধ্যেও নিত্য সত্য স্বীকার না করিলে ভাষা থাকে না, মানুষ-সমাজও থাকে না। তাই সে কালের ব্যাকরণকার "প্রাকৃত" ভাষারও ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃত"কে নিত্য অঙ্গীকার করিয়া "প্রাকৃতে"র ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সূত্র করিলেন, "প্রাকৃতে" একবচন ও বহুবচন আছে। দ্বিবচন নাই, যেন দ্বিবচন থাকিবার কথা! লিখিলেন, 'ভূ' ধাতুর পদে 'ভবতি' না হইয়া 'হোতি' হয় ইত্যাদি। তাঁহারা "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃতে" যান নাই; বলেন নাই "প্রাকৃত" 'মী' হইতে 'অহম্', 'অমিঅ' হইতে 'অমৃত', ইত্যাদি। কারণ "সংস্কৃত" নিত্য ও পরিচিত, "প্রাকৃত" অনিত্য ও অপরিচিত। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও কোষকারকেও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে, পূর্বে 'অহম্' বলিত, এখন 'আমি' বলে, পূর্বে 'একাদশ' বলিত, এখন 'এগারহ' বা 'এগার' বলে, ইত্যাদি।

আমার সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্টকল্পনা। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হং' এবং 'মম' এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। * * এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।" তা পারুক; 'আমি' শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বরূপ 'আহ্মি' (বোধ হয় পড়িতে হইবে 'আম্হি') শব্দের 'হ'-এর উৎপত্তি কি? তা ছাড়া, কোন্ দেশের "প্রাকৃতে", কবেকার "প্রাকৃতে" 'অম্মি' বলিত? "প্রাকৃত" ব্যাকরণে নানা রূপ লিখিত আছে,—অহং, অহম্মি, অম্মি, অম্হি, হং, অহমং, ম্মি। যেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, সেটা হইতে এটা বলা ঠিক কি? বোধ হয়, "হইতে" শব্দটার যে অর্থ আমি ধরিতেছি, তিনি সে অর্থ ধরেন নাই। যেটা ছিল, সেটার রূপ-পরিবর্তন হইলে বলি প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা আসিয়াছে। কিন্তু রূপ-পরিবর্ত্তন একবার না হইয়া বহুবার হইতে পারে। তখন যে-কোন রূপ ধরিয়া সচ্ছন্দে তর্ক তোলা যাইতে পারে। আমি সে তর্কে না গিয়া একটা জানা গোড়া ধরিয়াছি। জানা দ্বারা অজানা বলাই ভাল। ইহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, বলি।

(১) বহু বহু শব্দ আছে, যাহার সংস্কৃত রূপ এবং বাঙ্গালা সমান চলিতেছে। যেমন অষ্ট, আট; নদী, নই; স্বপ্ন, স্বপন; ইত্যাদি। যখন দুইই বলি ও লিখি, তখন দুইই যে এক, তাহা বলিলে বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়, একটা হইতে অপরটায় আসিতে পারা যায়।

(২) "সংস্কৃত-প্রাকৃত" চলিত থাকিলে সে ভাষায় সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবার সুবিধা হইত। যেটা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন্ সময়ের

কোন্ রূপ ধরিব? পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ সাজাইয়া গেলে অ-কার্য হইত না; কিন্তু উপজীব্যের অভাব, এবং অভাব না হইলেও কোষে এত কথা প্রতি শব্দে লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য ঘটে। "বাঙ্গালাভাষা" গ্রন্থের প্রথম ভাগের শিক্ষাধ্যায়ে কতকগুলি প্রধান সূত্র দেওয়া গিয়াছে। দেখা যাইবে, পূর্ব"প্রাকৃত" হইতে শব্দ আনিতে যত লোপ, আগম বলিতে হয়, "সংস্কৃত" হইতে আনিতে তাহার অধিক বলিতে হয় না। "প্রাকৃত" 'উট্‌ঠ' ধাতু হইতে বা° 'উঠ' ধাতু সহজে আসে বটে; কিন্তু 'উট্‌ঠ' ধাতু হইতে কি 'উৎ-স্থা', না 'উৎ-স্থা' হইতে 'উট্‌ঠ'? "প্রাকৃত" 'ওড্‌চণ' [?] হইতে 'আবরণ' (বা 'প্রাবরণ'), না 'আবরণ' হইতে 'আউরণ', 'উরণ'—উড়নী? 'ওড্‌চণ' শব্দের মূল কি? "প্রাকৃত" ভাষার ব্যাকরণকার বলেন, সে ভাষায় সংস্কৃত-সম, সংস্কৃত-জাত ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ ছিল। 'ওড্‌চণ' কি "দেশী" শব্দ? "সংস্কৃত-সম" যে নহে, তাহা রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত (আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ—ওড়ণ—ওড়না হইতে পারে না।" তিনি কারণ দেন নাই; বোধ হয় 'ওড্‌চণ' প্রাকৃতে ছিল, ইহাই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। লেপের 'ওয়াড়' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'ওহাড়ন', স° আবরণ হইতেই মনে হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'নিদ্রা' শব্দের রূপান্তরে 'নিঁদ', 'নীন্দ' প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল 'ঘুম' শব্দ তত প্রাচীন নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের চোখে আমার উক্তিটি এড়ায় নাই। আমার অনুমান খণ্ডনার্থে তিনি পাঁচ জন প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই পাঁচেরই প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

(৩) কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির নিমিত্ত একেবারে সংস্কৃতে যাওয়াই সুবিধাজনক। বাঙ্গালায় 'দুধ আওট্‌', আর 'দুধ আওটাও', দুইই বলা যায়। একটা স° 'আবৃৎ' ধাতু হইতে, অপরটা স° 'আবর্ত', বরং 'আবর্তিত' শব্দ হইতে আসিয়াছে মনে করিলে একটা সামান্য সূত্রের অন্তর্গত করিতে পারা যায়। ব্যাকরণাধ্যায়ে সে সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তা ছাড়া, দেখা গিয়াছে, কন্‌-কন, ধক্‌-ধক ইত্যাদি দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায় অবিকল স° ধাতু। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে কত কল্পনাই চলিয়াছিল। কোষের সমালোচক একটা বিশেষ ধরি-ধরি করিয়াও বোধ হয়, ধরিতে পারেন নাই। সেটা একটা প্রচলিত মতের খণ্ডন। অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা 'দেশজ' শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে, তাঁহাদের "দেশজ" শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রাকৃত" ভাষার "ভিতর দিয়া" সংস্কৃতে গেলে তুষ্ট হইতেন। "ভিতর দিয়া" গেলে উত্তম হইত, আমিও স্বীকার করি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমরা সংস্কৃত-ভাষা-চোর, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইতাম। দেখা যাইত, বাঙ্গালা একটা "প্রাকৃত" যাহার শিকড় বৈদিকভাষায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ "প্রাকৃত"-মূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয়, বলেন নাই; কারণ, যখনই "প্রাকৃত" বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ "প্রাকৃত" ভাষা। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহারা বি-রূপের নাম না করিয়া স্ব-রূপের নাম করেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৩, ৩০শে জুলাই ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
,, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
,, সত্যানন্দ বসু বি এল্
,, অনন্তনারায়ণ সেন
,, নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
,, রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
,, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
,, কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
,, জগদ্বন্ধু মোদক
,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
,, রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ সি এস
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, শুদ্ধানন্দ স্বামী
,, মৌলবী রওশন আলী চৌধুরী
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্ন্যাল বি ই
,, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
,, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, বিজয়লাল দত্ত
,, চারুচন্দ্র বসু
,, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি, ব্যারিষ্টার
,, সরলকুমার বসু
,, সন্তোষকুমার বসু এম্ এ, বি এল
,, ললিতাপ্রসাদ দত্ত
,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
,, পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব
,, পাঁচকড়ি দাস
,, যতীন্দ্রমোহন রায়
,, সতীন্দ্রসেবক নন্দী
,, তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ বি এ
,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ
,, আশুতোষ মহলানবীশ
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, রামহরি ভড় বি এল
,, ননীগোপাল মজুমদার
,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
,, গৌরহরি সেন
,, রমণীমোহন ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ রায়
" শশিসাধন বিশ্বাস
" কবিরাজ মথুরানাথ কাব্যতীর্থ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্ এ
" শ্যামাপদ রায়
" অনাথনাথ ঘোষ
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
" গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি ই
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" ডাঃ ললিতমোহন পাল

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
" নগেন্দ্রকুমার রায়
" বসন্তকুমার রায়
" অক্ষয়কুমার বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
" ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
" সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" অতুলচন্দ্র সেন
" প্রসন্নকুমার সরকার
" হৃষীকেশ মিত্র
" সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" বিনোদবিহারী দত্ত
" শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
" সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শচীন্দ্রনাথ বসু
" সিদ্ধেশ্বর দাস
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী
" রামকমল সিংহ
" পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
} সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক) অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধন। ৪ (ক)। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর। ৬। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৭। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, (খ) কবি ৺রজনীকান্ত সেন ও (গ) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের চিত্র। ৮। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৯। ত্রিপুরা ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-স্থাপন-সংবাদ। ১০। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ২৯ (ক) ও (খ), ৫৩ ও ৫৯, ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ১১। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য। ১৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১৪। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ১৫। শোক-প্রকাশ—(ক) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, (খ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, (গ) চারুচন্দ্র মল্লিক, (ঘ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক, (ঙ) প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, (চ) রামকমল রায় বি এল, (ছ) হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (জ) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ১৬। বিবিধ।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত ১০ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ কোন সভায় পঠিত বা গৃহীত হয় নাই। অতএব উহা এই সভায় পঠিত ও গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাঁহারা আরও প্রশ্ন করিলেন যে, উহা পূর্ব্বে কোন মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয় নাই কেন?

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রস্তাবের সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত

হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণীমধ্যে প্রেস কমিটির সদস্যগণ একসময়ে যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এবং এই ঘটনার উল্লেখ করা হউক। ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহারা কবে পদত্যাগ করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কেশব বাবু বলিলেন যে, গত কল্যকার সভায় তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ বলিলেন যে, এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্ববৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মধ্যে থাকিতে পারে না। সভায় সমবেত সদস্যগণের মত অনুসারে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপস্থাপনের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বোধন পাঠ করিলেন (ইহা পরিষৎ-পত্রিকার ২৩ ভাগ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। সভাপতি মহাশয় নিজ সম্পাদিত ও লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে মুদ্রিত পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পরিষৎকে উপহার দিলেন।

৪ (ক)। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বর্ষশেষে সভাপতি অবসর গ্রহণ করেন, এই জন্য তিনিও অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—শুনিলাম, যোগ্যতর ব্যক্তি সভাপতি হন, ইহাই কাহারও কাহারও ইচ্ছা। আমি বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সভাপতির পদে প্রস্তাব করিয়া অদ্যকার সভাপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি আই ই মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। ঐ পত্রে ডাঃ বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সভাপতি-পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রতিবাদের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ

সদস্যই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ২৩ বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		সহকারী সভাপতি
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল
		২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
		৩। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
		৪। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়
		৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে টি, কে সি এস আই, কে সি আই ই
		৬। মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
		৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
		৮। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
		সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
		সহকারী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	„	১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
		২। „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
		৩। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
		৪। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
		৫। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
		পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্ম্মাধ্যক্ষ
		ধনাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
		গ্রন্থাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	"	" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		ছাত্রাধ্যক্ষ
"	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার	" কালিদাস নাগ
		চিত্রশালাধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	" মৃণালকান্তি ঘোষ	" নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্ এ
		আয়ব্যয়-পরীক্ষক
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
		২। " উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ (গ)। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪। " নগেন্দ্রনাথ বসু
৫। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
৬। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৭। " যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
৮। " রমাপ্রসাদ চন্দ
৯। " রমেশচন্দ্র মজুমদার
১০। " ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১২। " হেমচন্দ্র সরকার
১৩। " পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
১৪। " মন্মথমোহন বসু
১৫। " বাণীনাথ নন্দী
১৬। " যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
১৭। " মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
১৮। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। " কেশবচন্দ্র গুপ্ত
২০। " ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত

এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। " বোধিসত্ত্ব সেন
৩। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ
৪। " মনকৃষ্ণ রায়

৫। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ২৩শ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বজেটের মধ্যে হাওলাত টাকার উল্লেখ করিতে হইবে। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে বজেট গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করিলে, স্থির হয়, উহার বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)
২। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ
৩। " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কুচবিহার)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে উক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা হইল,—

(১) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র
(২) রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র
(৩) অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ব্রোমাইড

এই চিত্রগুলির মধ্যে প্রথমখানি রাজসাহী জোয়াড়ীনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয় ও ৩য়খানি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি রজনীকান্ত-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত ১ম ও ৩য় চিত্রের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় জানাইলেন যে, নদীয়া কৃষ্ণনগরে ও ত্রিপুরা কুমিল্লায় পরিষদের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

১০, ১১ ও ১২ আলোচ্য বিষয় সময়াভাবে আলোচিত হইল না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র সরস্বতীমূর্ত্তি ও ৩ খানি পুথি প্রদর্শন করিলে প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক উক্ত দ্রব্যগুলি সাদরে গৃহীত হইল।

১৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (গ্রন্থতালিকা পরে দ্রষ্টব্য)।

১৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

১৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যুতে পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হইল। সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

১। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
২। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (মালদহ)
৩। চারুচন্দ্র মল্লিক
৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
৫। প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ
৬। রামকমল রায় বি এল
৭। হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

১। তপতী
২। আদিশূর ও বল্লালসেন
৩। পৃথ্বীরাজ
৪। পল্লী-সমিতি-দর্পণ
৫। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত
৬। নটেন্দ্রলীলা কাব্য
৭। অবসর-সরোজিনী
৮। কতিপয় কবিতা
৯। গোয়েন্দা-কাহিনী, নং ২
১০। আচা-ভুয়ার বোম্বাচাক
১১। বিলাতী সতী
১২। সুরা-সারোদ্ধার
১৩। মোদকোৎপত্তি
১৪। কতিপয় কবিতা (ইংরাজী অনুবাদ সহ)
১৫। সময়-শায়িনী
১৬। ষড়্রসাস্বোদ নাটক
১৭। ভারত অধিকার
১৮। গোলে বকাবলী
১৯। কাপ্তেনবাবু
২০। কেরাণী-চরিত
২১। বাপ রে কালি
২২। বিল-বিভ্রাট, পঞ্চরং, ১ভাগ
২৩। প্রণয় কুসুম
২৪। অবোধ প্রবোধ
২৫। যুবরাজের অভ্যর্থনা
২৬। গোহত্যা ও গোরক্ষা
২৭। মিত্র-বিলাপ কাব্য
২৮। ভারতে যবন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল

২৯। মেঘদূত
৩০। আশ্রয়

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

৩১। বিধবার ছেলে
৩২। ধর্ম্মজীবন, ১ম খণ্ড
৩৩। ঐ ২য় „
৩৪। ঐ ৩য় „

প্রদাতা—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

৮৪। উপনিষৎ (১ম খণ্ড)

৮৫। উপনিষৎ (২য় খণ্ড)

৮৬। আর্য্যধাত্রীবিদ্যা (১ম খণ্ড)

৮৭। হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব (১ম ভাগ)

৮৮। আর্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা

৮৯। বিষ্ণুপুরের ৺কালীমাতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত

৯০। পূজা

৯১। প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা (১ম)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

৯২। পদ্যমালা (১ম ভাগ)

৯৩। ঐ (২য় ভাগ)

৯৪। ঐ (৩য় ভাগ)

৯৫। নাগাশ্রমের অভিনয়

৯৬। মনোমোহন-গীতাবলী

৯৭। হিন্দু আচার-ব্যবস্থা

৯৮। কুলীন

প্রদাতা—ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৯৯। বীরবাণী

১০০। দেববাণী

১০১। পাণিনির মহাভাষ্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ

১০২। মন্দির

১০৩। শ্রীহরিলীলারসামৃত-সিন্ধু (১ম ভাগ)

১০৪। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫। কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর

১০৬। চীবর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

১০৭। নীলদর্পণ

১০৮। নবীন তপস্বিনী

১০৯। লীলাবতী

১১০। বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো

১১১। জামাইবারিক

১১২। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

১১৩। সুরধুনী কাব্য

১১৪। দ্বাদশ কবিতা

১১৫। পদ্যসংগ্রহ

১১৬। দীনবন্ধুজীবনী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১১৭। অশ্রুধারা

১১৮। বিধিপ্রসাদ

১১৯। ভীষণ প্রতিশোধ

১২০। পলাশীর সূচনা

১২১। বঙ্গলক্ষ্মী

১২২। গতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট

১২৩। স্নেহলতা

১২৪। শ্রীএকাদশী বা ভক্তিবিন্দু

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী

১২৫। উদ্ধব-সংবাদ

১২৬। সরল সঙ্গীত বা হারমোনিয়ম শিক্ষা, ১ম ভাগ

১২৭। ঐ, ২য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দস্তিদার

১২৮। সরল যোটকবিচার-শিক্ষা

১২৯। স্বাস্থ্য, সুখ ও চিরযৌবন লাভের সহজ উপায়

১৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা ও তাহার প্রতিকার

১৩১। মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩২। সতী সুকন্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত

১৩৩। দেশের গান
১৩৪। অর্চ্চনা
১৩৫। সতীপ্রশস্তি
১৩৬। নির্ঝর
১৩৭। কাকলী
১৩৮। ঘনরামকাহিনী
১৩৯। মোহিনী মায়া
১৪০। আর্য্যনীতিবিজ্ঞান, (১ম পাঠ)
১৪১। বিধবা দর্শনে ও পুনভূ
১৪২। মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের জীবনচরিত
১৪৩। পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ
১৪৪। সটীক বৈষ্ণব আচার-রত্নাবলী
১৪৫। প্রাণের টান
১৪৬। সমাজ-সমস্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত

১৪৭। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর-দর্শন, (১ম ভাগ)
১৪৮। ঐ (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু

১৪৯। স্বায়ত্তশাসন (১ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার

১৫০। মার্কিণযাত্রা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ

১৫১। বিশ্বশক্তি
১৫২। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী
১৫৩। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্
১৫৪। পাগল
১৫৫। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর
১৫৬। বর্ত্তমান জগৎ, (১ম ভাগ)
১৫৭। ঐ (২য় ভাগ)
১৫৮। বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী
১৫৯। চাম্বেলী, (১ম খণ্ড)
১৬০। সোনার দেশ, (১ম খণ্ড)
১৬১। গন্‌শা
১৬২। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র
১৬৩। কমলা
১৬৪। পাগল হরনাথ, (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোস্বামী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৫। ধর্ম্মসূত্র, তত্ত্ববাদ
১৬৬। „ রাধাতত্ত্ব-রাসলীলা
১৬৭। সাধক-সহচর
১৬৮। হেমচন্দ্র
১৬৯। কুন্তলীন-পুরস্কার, (১২শ ও ১৩শ)
১৭০। চঞ্চলা
১৭১। রত্নোদ্ধার
১৭২। অমৃতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭৩। বীরপূজা
১৭৪। বাহাদুর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

১৭৫। মাধবী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

১৭৬। মূর্চ্ছনা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী

১৭৭। শ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণি

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৭৮। পোষ্যপুত্র
১৭৯। বাগ্‌দত্তা
১৮০। মন্ত্রশক্তি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ মৌলবী জমিরুদ্দিন

১৮১। ইসলামী বক্তৃতা

১৮২। ইস্‌লামী সভ্যতা

১৮৩। আসল বাঙ্গালা পঞ্জস

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু

১৮৪। মহাভারত, আদিপর্ব্ব

১৮৫। রামায়ণ, ১ম কাণ্ড

১৮৬। দিগ্‌দর্শন, এপ্রিল ১৮১৮, মার্চ্চ ১৮১৯ এবং জানুয়ারী ১৮২০, এপ্রিল ১৮২০

১৮৭। লিপিমালা

১৮৮। ভারতবর্ষের ইংলণ্ডীয়দের রাজবিবরণ

প্রদাত্রী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

১৮৯। জ্যোতিঃহারা

১৯০। চিত্রদীপ

১৯১। উল্কা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ

১৯২। মোমতাজ, ২য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মিত্র

১৯৩। কোরক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত

১৯৪। ছায়াময়ী

১৯৫। বসন্তোৎসব

১৯৬। অহিংসাদিগ্‌দর্শন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

১৯৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ

১৯৮। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯। নুরজাহান

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২০০। গুরুকর্ণে গল্প ও পত্র

২০১। মুরজ মুরলী

২০২। জীবন বীমা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৩। স্রোতের ফুল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা

২০৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত

২০৫। কৃষ্ণচরিত

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২০৬। সংসারচক্র

২০৭। সোনার স্বপন

২০৮। তোমারই

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২০৯। গোধন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২১০। জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

২১১। শতদল

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

২১২। ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য

২১৩। আত্মতত্ত্বপ্রকাশ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়

২১৪। কবিকথা, (১ম খণ্ড)

২১৫। মরণ-রহস্য

২১৬। প্রতাপাদিত্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ

২১৭। সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস, ১ম খণ্ড

২১৮। ঐ ঐ ঐ ৩য় খণ্ড

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ

২১৯। চট্টগ্রামের বিবরণী ও ভৌগোলিক ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঠাকুর

২২০। মুরলী

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২২১।	কালীকুসুমাবলী
„ পান্নালাল জৈন	২২২।	ন্যায়দীপিকা (জৈনগ্রন্থমালা, ১০)
„ পুলিনবিহারী দত্ত	২২৩।	শৃঙ্গারতিলকম্
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২২৪।	আহ্নিকতত্ত্বমালা
Supdt. Govt. Printing, India	২২৫।	Loan Exhibition Antiquities Coronation Durbar 1911.
	২২৬।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Dec. 1915.
	২২৭।	Patent Office Hand-book.
	২৭(ক)।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Jany. 1916.
	২২৮।	Do Feb. 1916.
	২২৯।	Do March ,,
	২৩০।	Do April ,,
	২৩১।	Statistics (tables relating to Banks in India.)
	২৩২।	Annual Archæological Report 1912 to 1913.
	২৩৩।	Do Part 1st. 1913 to 1914.
	২৩৪।	Indian Archæological Policy 1915.
	২৩৫।	Statistical Abstract of Public Health 1913—1914.
	২৩৬।	Indian Education in 1914—1915.
Officer in Charge, Bengal Secrt. Book Depot.	২৩৭।	Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for 1914—15.
	২৩৮।	Resolution Receiving the Report on the Working of the District Boards in Bengal 1914—1915.
	২৩৯।	Report on Public Instruction in Bengal for 1914—15.
	২৪০।	Supplement to the Report on Public Instructions 1914—15.
	২৪১।	Notifications and Orders relating to the War in force Bengal.
	২৪২।	Annual Progress Report on Forest Administrations in Bengal 1914—15.

	২৪৩।	An Introduction to the Grammar of the Tibetian Language with the Texts of situp, sumtag etc.
	২৪৪।	Report on the Working of the Municipalities in Bengal 1914–15.
	২৪৫।	Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for 1915.
	২৪৬।	Publications of the Department of Education 1911–15.
	২৪৭।	Proceedings of the Board of Forestry.
	২৪৮।	Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Dept. in Bengal 1915.
	২৪৯।	Annual Report on Royal Botanical Garden and of the Gardens in Calcutta and Darjeeling 1915—16.
Under Secy. to the Govt. of India Commerce and Industry	২৫০।	Report on the Weights & Measures Committee 1913—14.
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২৫১।	A Short History of the Indian Kayasthas.
Under Secy. to the Govt of India Education Dept.	২৫২।	Report of the Central Indiginous Drugs Committee Vol. I.
	২৫৩।	The Second Report of the Indigenous Drugs Committee.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্স কলেজ, কটক।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	„	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি এ, পি সি এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর, মাদারীপুর।
„	„	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চীফ্ একাউণ্টাণ্ট, মিউনিসিপাল করপোরেশন, রেঙ্গুন।
„	„	রায়বাহাদুর শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ বি এল, ময়মনসিংহ।
„	„	মাননীয় নবাব নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী, দি প্যালেস্, বগুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত বি এ, পি সি এস, সাবডিবিসনাল অফিসার, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, ব্যাকরণতীর্থ, এম্‌এ, ৭৪।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
„	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটী, যশোহর।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩ বসুপাড়া লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদুর্গাদাস সরকার ৮ মহেশচন্দ্র দত্ত লেন, আলিপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬২ বেলগেছিয়া রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ, ১ তাঁতিবাজার রোড, ইটালি।
„	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিদাস বিদ্যানিধি, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ হাজিপুর, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীঅঘোরনাথ বসু ওভারসিয়ার, ডিঃ বোর্ড, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার—কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট্, সুরসন্দ, মজঃফরপুর।
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্ এ, বি এল, উকীল, হুগলী কোর্ট, চুঁচুড়া।
„	„	শ্রীদীননাথ সেন বি এল, উকীল, চুঁচুড়া।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, টেনীং কলেজ, হুগলী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ্র, হলদিয়া, দুর্গাপুস্তালয়ের সম্পাদক, ঢাকা।
শ্রীঅমৃতলাল বসু	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দশ আনীর এষ্টেট, সাতক্ষীরা, খুলনা।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, এম্ এ ডি, এস্ সি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি
„ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ শশিভূষণ সিংহ বি এ
„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি
„ কৈলাসচন্দ্র জ্যোতির্ষার্ণব
„ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ বামাচরণ মজুমদার
„ দুর্গাদাস ত্রিবেদী
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল
,, মহম্মদ এয়াকুব আলি
,, আহম্মদ আলী
,, মহম্মদ আব্দুল লতিফ্
,, মাহম্মদ মণিরুজ্জমান
,, বাণীনাথ নন্দী
,, রাজেন্দ্রনাথ বসু
,, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস্
,, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য
,, সত্যচরণ বসু এম্ এ
,, সুরেশচন্দ্র দেব
,, শান্তিসাধন বিশ্বাস
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
,, কৃষ্ণবিহারী দত্ত চৌধুরী
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
,, অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
,, হেমচন্দ্র ঘোষ
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
,, রামকমল সিংহ
,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত
,, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
,, বসন্তকুমার রায়
,, গোলাম মোস্তেফা
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
,, অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, শ্রীশচন্দ্র বসু
,, কমুবন্ধু রায়গুপ্ত
,, জিতেন্দ্রনাথ সেন
,, করুণাচন্দ্র মজুমদার
,, প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
,, পুলিনবিহারী দত্ত
,, মণীন্দ্রনাথ মিত্র
,, হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
,, বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
,, ললিতমোহন বসাক
,, ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
,, দুলালচন্দ্র মিত্র
,, গিরিজাভূষণ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্—(সম্পাদক)

,, মৃণালকান্তি ঘোষ
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, সুরেন্দ্রনাথ কুমার
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৮, ৫৯ ও ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৪। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-

পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল্ মহাশয় কর্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২ খানি প্রাচীন ইষ্টক, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত ১ খানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য এবং (গ) শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত মথুরামণ্ডল হইতে আনীত দুই হাজার বৎসরের পুরাতন কতকগুলি প্রস্তরের পদ্ম নারী হস্ত, নারী-মুণ্ড, গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন। ৭। শোক-প্রকাশ ;—রসিক লাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

সভার কার্য্যারম্ভে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলেন,—"আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য হইল। ডাক্তার বসুর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইহার কর্ণধার। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, জ্ঞান ও বিজ্ঞৈষণা সর্ব্বজনবন্দিত। তাঁহাকে কর্ণধাররূপে পাইয়া পরিষদের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি যে তাঁহাকে আজ অভ্যর্থনা করিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়; কেন না, আমি তাঁহার ছাত্র। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ডাক্তার বসু তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান ও প্রতিভা পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন সমুন্নতির পথে চালিত করিবেন।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গ ও এই আবেদন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বসু সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমার দার্জ্জিলিং যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করি। ইতিপূর্ব্বে জুলাই মাসে দার্জ্জিলিংএ আমি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শরীর ভাল নহে বলিয়া আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে আমি অসমর্থ। অবশেষে শুনিলাম যে, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন। আমার যত দূর শক্তি, আমি এই কার্য্যে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় হয় ত বহু পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাকে এই গুরুতর কার্য্যভার প্রদান করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, যখন এই ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন আমি যথাসাধ্য এই সভার উন্নতি-সাধনে আমার শক্তি নিয়োজিত করিব।

প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্প দিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

ফারসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষৎকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা Politiciansদের ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোক মাত্রেরই কেমন একটা তন্ময় ভাব আসে। Academyর সৌন্দর্য্যে ও মহত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষৎ-গৃহে আসিলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষৎকে গ'ড়ে তুলতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বড় বড় লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বঙ্কিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিন্যাস নাই। এখন পরিষৎকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্ত্তি। একটা কমিটি করিতে হইবে। Artএর জন্ত বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভার দিতে হইবে। রাখালবাবু Antiquity সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখিবেন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক জনকে বই সাজাইবার ভার দিতে হইবে। পরিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বন্ধুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বই কিনিয়ে দেন। বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে উপহার হিসাবে বা অন্য কোন উপায়ে পরিষদের বইগুলি বেচিয়া ফেলিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জানুয়ারী মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

তারপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, পরিষদের পক্ষ হইতে আমিও ডাক্তার বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিষদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্যই ডাক্তারের বাধা সত্ত্বেও ডাক্তার বসু মহাশয় পরিষদের কর্ণধারের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। পরিষদের সকল দিকে তাঁর দৃষ্টি বাড়িতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক ত আছেনই, কিন্তু তিনি একজন বড় শিল্পী (Artist)। তাই প্রথমেই সেই দিকেই দৃষ্টি প'ড়েছে। পরিষদের পার্শ্বে সাত কাঠা জমি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে "রমেশ-ভবন" হইবে, তাহা কত দিনে হইবে, জানি না। কিন্তু মাল-মস্‌লাগুলি যাহাতে ঠিক্‌ থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে পরিষৎ যাহাতে রমণীয় ও কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ২৯ জনে মিলে "নিছাবর ব্রত" অবলম্বন করে প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা তুলে দিলে, আর ডাক্তার বসুর ১০০৲ টাকা যোগে ঐটে ৩০০০৲ টাকা হবে। তাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পন্ন হতে পারে। তখন সভাপতি মহাশয় এসে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পিঠাপুলি বিতরণ করিবেন। সুখের বিষয় এই, কয়েক জন এই ভার গ্রহণ করেছেন।*

ডাক্তার বসু শীঘ্র সভা ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয় আমার

---

* তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ সুলেখক ছিলেন; নব্যভারত, ভারতবর্ষ, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাহার নিদর্শন আছে। সরলতা ও সাহিত্য-সেবার জন্য তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম। আমি প্রস্তাব করি—"বঙ্গীয়-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, পরলোকগত রসিকলাল রায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নানা সন্দর্ভ লিখিয়া ও ভারতের অন্যান্য ভাষা হইতে আভরণ আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীলাল রায় বি এ মহাশয়কে পরিষৎ সংবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে বলিলেন,— রসিকলাল বাবু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসার কথা শুনিতে পাই। তিনি সরল ও উদার ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। উচ্চ উচ্চ বিষয়ে তাঁহার কল্পনাশক্তি ছিল। তিনি বহুতর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর মাসেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মজীবন আদর্শস্বরূপ।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সময়ে "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম"—যাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রথমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে দান করেন। তখন আমরা জানিতাম যে, এই পুস্তক এক খণ্ডই আছে। পরে লালগোলার রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয় হইতে আমরা এই পুস্তকখানির ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে পাই। তাঁহারই ইচ্ছামত ও তাঁহার আনুকূল্যে এই পুস্তকের হাজার কাপি করিয়া ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের সময় রচিত হইয়াছিল; এই জন্যই বোধ হয়, ইহার নাম "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম" হইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নাম ৺কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর। লালগোলার রাজা বাহাদুর নিজে ১০০ খণ্ড তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, আর বাকী ৯০০ শত খণ্ডের স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তবে জানাইয়াছেন যে, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু নানা পণ্ডিতগণের সাহায্যে এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। শুনিতেছি, ইহার ৪র্থ ভাগও নাকি আছে।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ঐ সঙ্গে পুস্তক সম্পাদনের জন্য নগেন্দ্রবাবুকে এবং এই পরিষদের জন্য ঐ দান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সময়ে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া ডাঃ বসু মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ও নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্ব্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নিয়মাবলীর আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনগুলি প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ পরিবর্ত্তনগুলি গৃহীত হইল।

১৩ খ) দ্রষ্টব্যঃ—সদস্যগণ কলিকাতা ও মফস্বল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রেণীভুক্ত ও যাঁহারা মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারা মফস্বল শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(৫৯) দ্রষ্টব্যঃ—এই নিয়মান্তর্গত মফস্বলের অধিবাসী অর্থে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে থাকেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন সদস্য, অধ্যাপক সদস্য, মৌলবী সদস্য, সহায়ক সদস্য ও বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাধারণতঃ মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন। (২৫) ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩৯) (ক) যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্ব্বাগ্রে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোন প্রস্তাব প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইলে, পরিষদের কোন অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না।

(খ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদের কোন পরবর্ত্তী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করিয়া দিবেন।

(৫৩) নিয়মে মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের পর "বার্ষিক অধিবেশন" যোগ করিতে হইবে।

(৬৭) (ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি লইবার পূর্ব্বে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বি এ হিসাব-পরিদর্শক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতির গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ হউক। ডাঃ গঙ্গুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। রামেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে এক সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব এই—প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহার সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার জন্য কার্য্য-

নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক এবং যেখান হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওখানকার শিলালিপির পাঠ যাহা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় তীর্থ ভ্রমণকালে মথুরামণ্ডল হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের কতকগুলি ভগ্ন নারীহস্ত, নারীমুণ্ড ও গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে যথাবিধি ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

১। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত টাকা দিতে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন

(ক)	ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০৲
(খ)	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০০৲
(গ)	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০০৲
(ঘ)	" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০৲
(ঙ)	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
(চ)	" কিরণচন্দ্র দত্ত	১০০৲
(ছ)	" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১০০৲
(জ)	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১০০৲
(ঝ)	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
(ঞ)	" বামাচরণ মজুমদার	১০০৲
(ট)	" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ঠ)	" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
(ড)	" প্রদ্যুম্ননাথ ঠাকুর	১০০৲
		১৩০০৲

২। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা		পুস্তক
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র	১।	রাক্ষস-রহস্য
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২।	অর্জ্জুন
„ চিত্তসুখ সান্যাল	৩।	মহাভারত (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
	৪।	বিদ্যাসুন্দর (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
„ কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ	৫।	উৎস
	৬।	মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
„ ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী	৭।	কলিকাতা-রহস্য (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
	৮।	ললাট লিখন
	৯।	সতীপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি
	১০।	দার্জ্জিলিঙ প্রবাসীর পত্র
	১১।	বসন্ত-গাথা
	১২।	বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা
	১৩।	মৃত্যুর পর জীবন
	১৪।	অবকাশ-লহরী
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৫।	আহেরিয়া
	১৬।	রামানুজ
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭।	প্রাণের কথা
	১৮।	ওঁ পিতা নোঽসি
	১৯।	শ্রীভগবৎকথা
	২০।	শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা
শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র চৌধুরী	২১।	নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	২২।	Report on Emigration from the Port of Calcutta to the British and Foriegn Colonies.
Superintendent Govt. Printing, India.	২৩।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, May 1916.
Officer in Charge. Bengal Secretariat, Book Depot	২৪।	Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs 1915.

Supdt. Govt. Printing, Burma.	২৫।	Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burma for the year ending 31st March, 1916.
Officer in Charge Bengal Secretariat Book-Depot.	২৬।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1915-16.
Registrar Calcutta University	২৭।	Calcutta University Minutes, Part VIII. 1913.
	২৮।	Do. Part VI. 1915.
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	২৯।	Vernacular literature of Bengal before the introduction of English Education.
Supdt. Govt. Printing, India		Patent Office Journal, April to June, 1916.
Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot.		Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1915-16.

পুথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	১।	জৈমিনি ভারত (দ্বিজ অভিরাম)
	২।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধর দাস)
	৩-৪।	গীত-গোবিন্দ (গিরিধারী দাস)

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১১ কালু ঘোষের লেন, কলিকাতা।
„	„	শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্ উকীল, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চন্দ্র ১৪৩ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্ চালতা বাগান, কলিকাতা।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৩, ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ
„ নিখিলনাথ রায় বি এল্
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ রাধারমণ বিদ্যাভূষণ
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ শুদ্ধানন্দ স্বামী
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ উমাচরণ ঘোষ
„ প্রমথনাথ মিত্র
„ নিমাইকিশোর গোস্বামী
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ শরচ্চন্দ্র সিংহ
„ জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়
„ শান্তিসাধন বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ মণীন্দ্রমোহন বসু
„ বাণীনাথ নন্দী
„ শিখিভূষণ সরকার
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ অম্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "১৩১২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল, (গ) বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) হেমেন্দ্রমোহন বসু ও (ঙ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ২২শ বর্ষের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন ও দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনসমূহের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে কার্য্য-বিবরণগুলি গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। কৈলাসবাসিনীর পতিদান ও গণেশের জন্মাখ্যান
	২। বৌবাবু
	৩। গোকুল-লীলা
	৪। গুইকোওয়ার নাটক
	৫। হৃদয়-লহরী (কাব্য)
	৬। ভারতে রাজপুত্র
	৭। সুখ
	৮। উপহার-কুসুম
	৯। শরৎকুমারী
	১০। লয়লা-মজনু
	১১। কানন-বালা
	১২। ভালবাসা
	১৩। বসন্তকুমারী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ ভাগ
" নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী	১৫। ক্লিওপেট্রা
	১৬। সমাজ-চিত্র
	১৭। জীবনের তত্ত্ব ও তাহার অভিব্যক্তি

উপহারদাতা		পুস্তক
শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থকুমার মজুমদার	১৮।	ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড
" স্বামী সত্যানন্দ	১৯।	অদ্ভুত যোগসাধন
" সুরেন্দ্রকুমার বসু	২০।	বকুল
	২১।	সুরভি
" গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২২।	মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৩।	চপলা, ২ খানি
	২৪।	অনিলা বা বর-বদল, ২ খানি
" কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫।	Select Revelation of St. Mechtild. The Isle of Wright. The All-Indian Ayurvedic Conference, Seventh Session—Madras—1915.
Secretary, Smithsonian Institution	২৬।	Report on Wind Tunnel experiments in Aerodynamics. Cambrian Geology and Paleontology. The Sense Organs on the Mouthparts of the Honey Bee.
Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle.	২৭।	Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1915.
Curator, Peshawar Museum.	২৮।	Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1915—16.
Director, Geological Survey of India.	২৯।	Records of the Geological Survey of India, Vol. XLVI pt. 2, 1916.
Superintendent, Govt. Printing, India.	৩০।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩১।	Fifty-fourth Annual Report of the Government Cinchona Plantation and Factory in Bengal, for the year 1915—16.
"		Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal, with brief notes for the year 1915.

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৫।১ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
"	"	শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৬ দীনবন্ধু লেন।
"	"	শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড ক্লার্ক, হ্যালফোর্ড স্মিথ এণ্ড কোং, ১ মিশন রো।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, ষ্টাণ্ডার্ড বুক সোসাইটি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।
"	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব এম্ এ, ৬৩।২ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজহরলাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড, সিমলা।
"	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ গোঁসাই গলি, বাগবাজার।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী সেখ আবদর রহিম, 'মোসলেম-হিতৈষী'র সম্পাদক, ২১ আণ্টনিবাগান লেন।
"	"	মুন্সী আবদুল হাকিম, ঐ ঐ।
"	"	ডাঃ আবদুল্লা আলমামুন সোহাওয়ার্দ্দি এম্ এ, এল এল ডি, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, ৩ ওয়েলেস্লি ১ম লেন।
"	"	মৌলবী মণির-উজ্-জমান, ২৯ অপার সার্কুলার রোড।
"	"	মুন্সী মোহাম্মদ মোজম্মেল হক, শান্তিপুর, নদীয়া।
"	"	মৌলবী রেয়াজদ্দিন আহম্মদ, বলগ্রাম, ভূষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী আক্সারুদ্দিন আহম্মদ, ২১ আন্টনিবাগান লেন।
"	"	মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব, লাহাবাবুর কাছারী, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
"	"	ডাক্তার আবদুল হাদি খাঁ, খৃষ্টিয়ান মিশনারী ডাক্তার, মাথাভাঙ্গা, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ কে চাঁদ, চীফ্ একজামিনার্স আফিস, এক্স্পেনডিচার সেক্সান, ই, বি, রেলওয়ে, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	সৈয়দ মোহাম্মদ ইস্রাইল, ৭ নর্থ শিয়ালদহ রোড।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ৮।১ বাহির মির্জ্জাপুর রোড।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার এম্ এ, ১২।১৩এ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীলাড্লিমোহন মিত্র এম্ এ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৯।১এ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	শ্রীবীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৪৬ বলরাম বসুর লেন, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীযামিনীকান্ত সোম, মরিগেট, গোওানালা, দিল্লী।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যভূষণ, ৩১ রাজচন্দ্র সেন লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	"	শ্রীফণিভূষণ মজুমদার, পবাহাটী, ঝিনাইদহ, যশোহর।
"	"	শ্রীকুমারশঙ্কর রায়, ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, ১৫৬।২ অপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	"	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল, জজকোর্টের উকিল, কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন, জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	"	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল, জমিদার, হুগলি।
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন।

৪। (ক) অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে মোট ৭৮৪ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২১৮ খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-সমষ্টির নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়া তদন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংখ্যাও দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক অভিনব আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকাদির সহিত তিনি নানা সাময়িক পত্রের সারগর্ভ প্রবন্ধাদিরও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে পরিষদে এরূপ আলোচনার নিয়ম নাই এবং এই প্রবন্ধের আলোচনার সহিতও পরিষদের দায়িত্ব নাই। ইহাতে প্রবন্ধ-কারের নিজের মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তালিকায় সকল গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উল্লেখের সুযোগ হয় নাই; সেই জন্য এই তালিকা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ নহে।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"অমূল্য বাবুর প্রবন্ধস্থ সমালোচনার জন্য মতামত সম্বন্ধে পরিষৎ দায়ী নহেন। এই সমালোচনায় অনেক প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই আছে। ইহা তাঁহার নিজের মত। আজ পরিষদে এই প্রবন্ধের সমালোচনা করার সময় নাই এবং আবশ্যকও নাই। আমি নিজেই অনেক স্থলে প্রবন্ধ-কারের সহিত একমত নহি। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে পারেন। আমরা বারান্তরে এরূপ প্রবন্ধের উপযুক্ততা বিবেচনা

করিয়া পাঠের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমরা সকলেই এই বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, অমূল্য বাবুকে তাঁহার বহু পরিশ্রমে লিখিত প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪ (খ)। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না। প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন বিষয় আছে এবং ভাল করিয়া শুনা আবশ্যক বোধে উহা বারান্তরে পঠিত হইবে বলিয়া উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৺প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের এই অধিবেশনে "জন্মভূমি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে কবির জীবনীর সহিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "মহাভারত নাট্যকাব্য" নামক বিরাট নাট্যগ্রন্থ "সোনার স্বপন" ও "তোমারই" নামক গীতিনাট্য ও নাটিকা প্রভৃতি রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুললিত-গান-রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকালে ৪০ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালে ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহত্যাগ করেন। গান-রচনায় প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বিরাট মহাভারতখানিকে নাটকাকারে গ্রথিত করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অষ্টাদশপর্ব্বের মধ্যে ২৬১৭ পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র আদি ও সভা পর্ব্বদ্বয় নাট্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্র ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। হরিসাধন বাবু লিখিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রের কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ তিনি পড়িতে ভাল বাসিতেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি "অন্ধবিলাপ" নামক একখানি পদ্যময় নাটিকা রচনা করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ও আজন্ম বিলাসক্রোড়ে পালিত; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাঁহার খুব দয়া ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; নিজে গান রচনা করিয়া, নিজে সুর দিয়া, নিজেই তাহা গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। মহাভারত নাট্যকাব্য তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। মহাভারত নাট্যকাব্য ব্যতীত তাঁহার রচিত আর দুইখানি নাটিকা ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল—"সোনার স্বপন" ও "তোমারই"। শেষোক্তখানি অভিনীত হইবার দুইদিন পূর্ব্বে কবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তদীয় বন্ধু ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যার্থ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তনের জন্য আবশ্যক গীতগুলি রচনা করিয়া দেন। প্রফুল্লচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আজ পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার যে স্মৃতি-রক্ষা করা হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়।

অতঃপর সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন যে, "প্রফুল্লচন্দ্রকে আমি বিশেষ ভাবে জানিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়-বাড়ী-প্রস্তুত-কারকের মধ্যে একজন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান বাঁধিতেন। তাঁহারা তিন পুরুষে সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার মহাভারত নাট্যকাব্যখানি যদি কেহ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হয়।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ অসাধারণ ছিল, সঙ্গীত-রচনায়ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার রচিত গীতগুলিতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতি যথার্থভাবে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "মহাভারত নাট্যকাব্য"খানি সম্পূর্ণ করিতে হয়।"

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। তৎপরে (ক) ৺গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ৺ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, (গ) ৺বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) ৺হেমেন্দ্রমোহন বসু নামধেয় সদস্যগণের ও (ঙ) খ্যাতনামা সাহিত্যিক ৺ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া শোক-প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পরলোকগত ব্যক্তিগণের আত্মীয়গণের নিকট পরিষদের সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৮ই আশ্বিন ১৩২০, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্
„ রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী এল সি ই
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস সি (ব্যারিষ্টার)
„ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ্ ডি
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ নরেন্দ্রকুমার মজুমদার
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ যোগেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত বি এ
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য
„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
„ যতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল
„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যাদবগোবিন্দ রায়
„ শ্রীজীব কাব্যতীর্থ
„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
„ বসন্তকুমার রায়
„ ললিতমোহন পাল
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
„ হিমাংশুশেখর লাহিড়ী
„ জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ মথুরানাথ বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ রজনীকান্ত পাল
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ
„ রাজকমল সিংহ
„ জগবন্ধু হালদার
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
„ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ পান্নালাল দাস
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সূর্য্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় | শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়
„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ | „ ভোলানাথ কোঁচ

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি-উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ," (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

অনন্তর, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় তাঁহাদের গবেষণা ও পরিশ্রমের জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ প্রবন্ধের আলোচনা করুন।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" পুস্তক প্রকাশের কাল-সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যে ১৭৩৪ খৃঃ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকের টাইটেল পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না বলিয়া, উহার প্রকাশকাল ঠিক নিরূপিত হওয়া কঠিন। আমার ধারণা, এই পুস্তকখানি ১৭৩৪ খৃঃ রচিত হইয়া থাকিলেও উহার প্রকাশকাল ১৭৪৩ খৃঃ। ১৭৩৪ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়াল নগরীর একজন পর্ত্তুগীজ Augustinian মিশনারী বঙ্গভাষা ও পর্টুগীজ ভাষায় একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন "Compendio dos Misterios da Fee, ordenandoem lingua Bengalla"। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Creper Xaxtrer Orth bhed" এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Cathecismo da Doutrina Christaa" লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বন্ হইতে প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের যে খণ্ডিতাংশ আছে, উহার চতুর্থ পৃষ্ঠায় তাওয়ালের নাম লিখিত

আছে। পুস্তকখানির বাম দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্ত্তুগীজ অনুবাদ আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ—Bengal Past and Present, 1914, No 17, pp 40-63 পৃষ্ঠায় আছে। ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে Franois Xavier লিখিত "Cateoismo de Doctrina" নামক একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের পুস্তক গোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। উহার সহিত Father Manoelএর এই পুস্তকের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিচারাধীন। এই পুস্তকের ভাষার সহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার সহিত অনেক মিল আছে। তবে ঐ জেলায় কোন্ অংশের সহিত ঠিক মেলে, তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"এই পুস্তকের টাইটেল পেজ না থাকিলেও যখন উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় (Dedication) ১৭৩৪ খৃঃ লিখিত আছে, তখন অমূল্য বাবু ১৭৪৩ খৃঃ পুস্তকের প্রকাশকাল বলিয়া কেন নিরূপণ করিতেছেন, তাহা ভাল বুঝা গেল না। Grierson সাহেব কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, ঢাকার ভাওয়াল নগরীতে পর্ত্তুগীজ গীর্জ্জা আছে—পুস্তকের ভাষা ঐ অঞ্চলেরই বলিয়া বিশেষ বুঝা যায়।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন—"পুস্তকের Dedication পৃষ্ঠায় অনুবাদ করিবার সময় আমি প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে ছিলাম। উহাতে ১৭৩৪ সালই আছে। Xavier রচিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত। উহা বাঙ্গালা নহে।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"এই প্রবন্ধদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ের আমি কিছুই জানি না। আমি এ বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি। তবে ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, উহা ভাওয়াল অঞ্চলেরই ভাষা। ঐ অঞ্চলে অনেক পর্ত্তুগীজ বাস করিত। তাহারা অনেক দেশীয় লোককে Baptised করিয়াছিল। ঐ স্থানে পর্ত্তুগীজদের অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে। ভাওয়ালের রাজার ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল সম্পত্তি মৌরশী গ্রহণ করেন। আমি সেই জন্য ঐ বিষয়ের কাগজ-পত্রের আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উহা হইতে জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজেরা ঐ প্রদেশে আপন ভাষা চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রকৃত আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ উচ্চারণের বেশ ব্যবস্থা আছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে উহা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। তবে মিশ্র আরবীতে স্বরবর্ণ উচ্চারণের ব্যবস্থা নাই বলিয়া অনেকে খাঁটি আরবীতে ঐ দোষ অনুমান করিয়া থাকেন।

"এখনও ইউরোপীয়গণ ভাষা-সম্বন্ধে একটি Character চালাইতে ইচ্ছুক। Roman Character চালাইতে এখনও বিশেষ চেষ্টা আছে।

"Phoneticএর ইতিহাস থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাহা কতকটা অসম্ভব। কারণ, প্রতি জেলায় প্রভেদ আছে। তবে চেষ্টা করা উচিত ও ভাল।

"প্রবন্ধলেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরই আলোচনার সুবিধা হয়।"

২। তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার গোচরার্থ বলিলেন, যে (ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, "বিগত বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রশালার প্রস্তাবিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণী চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

(খ) আর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্থান পরিবর্ত্তনে শূন্য হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হউন।"

৩। তৎপরে বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, কবিরাজ, ২০ গোপীমোহন বসাকের লেন, ঢাকা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, C/o শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ১৯ লিন্টন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মুন্সী আবদুল লতিফ, C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী নজরুদ্দিন আহম্মদ সাহেব, উকীল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী কাজী সামসুল আমির, মোক্তার, বর্দ্ধমান।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	B. Krishnappa Esq Hon. Secretary, Karnataka Sahitya Parishad, Bangalore.
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, আর, আর, ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই সি এস, Asst. Collector, Dharwar, Bombay Presidency.
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৮ কুমারটুলী লেন।
„	„	শ্রীসুধীরকুমার হালদার আই সি এস্, Asst. Collector, Sahora, Bombay Presidency.
„	„	শ্রীখগেন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ২০ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„	শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, কাইটাইল পোঃ, কামালপুর গ্রাম, ভায়া কেণ্ডুয়া, ময়মনসিংহ।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	„	শ্রীউমাচরণ দাস, ২৮ কানাইলাল ধর লেন।
„	„	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জমিদার, ৪৬ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায়, ইটালি।
„	„	ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	„	রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, এল্ সি ই ৩১ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৪।২ শাঁখারীপাড়া রোড।
„	„	শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীবসন্তচন্দ্র সেন, ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	„	পণ্ডিত শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, ৮৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	ডাক্তার বি, গাঙ্গুলী এম্ বি, ২৭।৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার।
ঐ	ঐ	শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া।
ঐ	ঐ	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু,
ঐ	ঐ	১৬২।১ অপার চিৎপুর রোড।
ঐ	ঐ	শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীতারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল, ২৭ বসুপাড়া লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীইন্দ্রভূষণ দে, ৬১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্‌সি, বসুপাড়া লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, মনোমোহন থিয়েটার, ১৪ বসুপাড়া লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সম্পাদক, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	ডাঃ জে এন্ কাঞ্জিলাল, এম্ বি, ৩ মদন মিত্র লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু, উকীল, ২ গোবর্দ্ধন দাস লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৫।১২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ

প্রধান পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ এইচ্‌ ই স্কুল, রাণীগঞ্জ।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	১। বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণ
„ যোগেন্দ্রনাথ দে	২। বঙ্গীয় বৈশ্য-বারুজীবী সভার ১০ম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ
„ সম্পাদক, কায়স্থ-সভা	৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৪। হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি
Supdt. Government Printing, India	৫। Report of the Chief Inspector of Mines in India, 1915.
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency, for the year 1915.
	৭। Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal, 1915.
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮। Report of the Grand Aurvedic Exhibition, Muttra, 1913. A.D. in Hindi.
„ ললিতমোহন বসাক	৯। Principles of Surgery in Hindi. Practice of Surgery in Hindi. Do in Urdu.
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১০। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (ভাগবতাচার্য্য)

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ৩রা ডিসেম্বর, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (সভাপতি)

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়
শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ (বেলুড় মঠ)
শ্রীযুক্ত সুখমোহন বসু এম্ এ
" রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
" প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" শান্তনুচরণ বিশ্বাস
" মহেন্দ্রনাথ মহান্তি
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
" মন্মথনাথ রায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" গৌরহরি সেন
" ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" রামকমল সিংহ
" সাতকড়ি সাহা
" অমরনাথ মল্লিক
" কুমুদরঞ্জন রায়গুপ্ত
" সিন্ধুকুমার সরকার
" পরমানন্দ আচার্য্য
" কল্যাণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" চণ্ডীচরণ চন্দ্র
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" অমিতাভ বসু
" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" সিতাংশুভূষণ মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ

সম্বন্ধে মন্তব্য।" ৫। প্রদর্শন—কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর-প্রদত্ত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি সদাশিব-মূর্ত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) ৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত সি এস্, (গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি, (ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ্র, (চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ এবং (ছ) ৺নবসুন্দর বর্দ্ধণ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহার পাইয়া পরিষৎ উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। [তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পুঁথির সংস্করণ" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সময়োপযোগী বলিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধলেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, প্রবন্ধ-লেখকের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে মোটামুটি এ কথা বলা চলে—কোন্ শব্দের কোন্ বানান ঠিক শুদ্ধ, তাহার মীমাংসা কে করিবে? অনেক বাঙ্গালা শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান আছে—এক 'কুসীদ' শব্দের ছয় রকম বানান আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও একই শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান পাওয়া যায়। শব্দের বিভক্তি ও ধাতুরূপ নানাপ্রকার হয়। এ, ক, তে প্রভৃতি বিভক্তির ছয় রকমে যোগ করা যায়—কোন্‌টি শুদ্ধ, তাহা কে মীমাংসা করিবে? বোধ হয়, যোগেশ বাবু 'প্রাকৃত' শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বানান শুদ্ধির চেষ্টার কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, 'সর্ব্বনাম' ও 'ক্রিয়ার' ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একই গ্রন্থকারের পুস্তকে এইগুলির যদি পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে কি বুঝা যাইবে? বিভিন্ন বিভক্তি পাইলে যোগেশ

বাবুর মতে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বা উল্লেখ করা উচিত। লিপিকরের ভাষা শোধিত করিতে হইলে তাহা জানিয়া করা উচিত।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি রীতিমত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কাল কিঞ্চিদধিক ১৫।১৬ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই যে বিশেষ সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত পুথিগুলি সম্পাদিত হইতেছে, এ কথা সর্ব্বথা বলা চলে না। পুথি সম্পাদন বিষয়ে সাধারণতঃ দুইটি মত শুনা যায়;—কেহ কেহ বলেন—"যদ্‌ দৃষ্টং তল্লিখিতং", অন্য দলে বলেন—নানা পুথি মিলাইয়া গ্রন্থলেখকের অনুমোদিত বানান স্থির করিয়া ও পাঠান্তরাদি দিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পুথি সম্পাদন করা উচিত। প্রথম মতটি সমীচীন নহে। ইংলণ্ডে এই কার্য্য চলিতেছে। প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ গবেষণা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। প্রথম, গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত—যদি উহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকরের বাসস্থান, কাল প্রভৃতি জানা আবশ্যক এবং এই সকল বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে গ্রন্থ-সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য হইবে। পাদটীকা ও ভূমিকায় এই সব বিষয়ের আলোচনা থাকা আবশ্যক। যোগেশ বাবু এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিবার জন্য ও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এইচ্‌ ডি মহাশয় বলিলেন,—শব্দের বানানের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয় কিছু বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ ছিল না, তখন শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। যদি ১০।১২খানি একই গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং সেগুলির প্রত্যেক কোন এক শব্দের একই রকম বানান পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের ইতিহাস, লিপিকরের ইতিহাস প্রভৃতি দেওয়া ভাল ও উচিত।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—প্রাচীন পুথির সম্পাদনকালে সম্পাদকের প্রধান কর্ত্তব্য, পুথিখানি বার বার পাঠ করা। আদর্শ পুথির বহুত্ব হলে সেগুলিও বহু বার পাঠ করা উচিত। অনেক অনুসন্ধানের পর তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। আজকালকার সম্পাদিত অনেক পুথিতে বড় বড় ভূমিকা থাকে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদর্শ পুথিগুলি যে সম্পাদক কর্ত্তৃক ভাল করিয়া পঠিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ অনেক সময়ে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—পুথি-সম্পাদনের অনেকগুলি রকম আছে। প্রথমে একখানি পুথি বা অনেকগুলি পুথি দেখা আবশ্যক। পুথি নূতন, কি পুরাতন, জানা আবশ্যক—পুথিখানি প্রকাশ করিবার আবশ্যক আছে কি না, জানা উচিত। তারপর পুথি

প্রকাশের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা সম্পাদন করা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধটির আলোচনা, উভয়ই সুন্দর হইয়াছে। পরিষদে ও পরিষদের শাখাসমূহে আজকাল অনেক পুথি সংগৃহীত হইতেছে। কতকগুলি প্রকাশ করা উচিত। প্রথম যুগে যাহা হইয়াছে, তাহা এখন চলিবে না। এক দল বলেন, প্রাচীন পুথি পাইবা মাত্রই ছাপান উচিত, অন্য দল বলেন,—ছাপাইবার উপযুক্ত কি না ও আবশ্যক আছে কি না, বিচার করিয়া ছাপান উচিত। উভয় পক্ষের অনেক যুক্তিও আছে। এখন আলোচনার কাল আসিয়াছে, পুথিগুলি প্রকাশ করিবার বিচার আবশ্যক। একটি বিচার-সভা গঠিত হওয়া উচিত। পরিষৎ পুথি-প্রকাশ বিচার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রবন্ধ-লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

(খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রদত্ত একটি "সূর্য্য-মূর্ত্তি" ও একটি "সদাশিবমূর্ত্তি" প্রদর্শিত হইল। প্রদাতাকে এই দুইটি প্রাচীন শিলামূর্ত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য "বিশেষ" অধিবেশনের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হইবে, স্থির হইল। উপস্থিত সভায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মহারাজের বিদ্যাবত্তা, আচার, বিনয় ও সৌজন্যের কথা মনে হইলে তাঁহার অভাবে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্ব ছিল। এ দিকেও তিনি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ উপাধি পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। সুপণ্ডিত এবং বেদান্তাদি দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত অনন্তাচার্য্যের সহিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে শুনিয়াছি। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 'সাহিত্যসংহিতা', 'সৌরভ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার সৌখ্যে আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে বড়ই অশুভজনক।

(খ) ৺বিহারীলাল গুপ্ত—স্বনামখ্যাত গুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি প্রথম যুগের সি এস্, ব্যারিষ্টার হইয়া পরে লিগাল রিমেম্ব্রান্সার হন। শেষে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং কর্ম্মাবসানে বরোদারাজ্যের Prime minister নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'রমেশ-ভবনের' Patron হইবার জন্য ইনিই বরোদার মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং মহারাজের নিকট হইতে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।

(গ) ৺মোহিনীনাথ বিশি—ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, ৺শিশিরকুমার ঘোষ ও ৺রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র আঁকাইয়া ইনি পরিষদে দিয়াছিলেন। পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে কিছু দিয়াও গিয়াছেন।

(ঘ) ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবাবু)—ইনি বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি পরিষদের বন্ধু ছিলেন। নটকুলচূড়ামণি ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের শেষ জীবনে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত ইনি মুস্তফী মহাশয়ের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারই আলয়ে মুস্তফী মহাশয়ের দেহাবসান হয়।

(ঙ) ৺হরেকৃষ্ণ চন্দ—ইনি অল্প দিন হইতে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন—ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

(চ) ৺গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ—ইনি হাওড়ার স্কুলবিশেষের পণ্ডিত ছিলেন। সদস্য হইয়া অবধি ইনি পরিষদের নানা অধিবেশনে ও সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতেন।

(ছ) ৺নবসুন্দর বর্ম্মণ—ইনি পরিষদের রঙ্গপুর-শাখারও সদস্য ছিলেন ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রকাশের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, ইঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ	১। ছিন্ন হার
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ	২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
„ দেবকুমার রায়চৌধুরী	৩। নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী
	৪। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস
„ শ্রীজীব দেবশর্ম্মা	৫। দ্বৈতোক্তি-রত্নমালা
„ ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৬। গোভিল-গৃহ্যসূত্রম্ (৩ খানি)

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৭।	আর্য্যভটীয়ম্
	৮।	ন্যায়দর্শনম্ (২ খানি)
	৯।	সূর্য্যসিদ্ধান্ত
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০।	Great Britain's Measures against German Trade. The Germans at Louvain
Registrar, Calcutta University	১১।	Calcutta University Minutes Part VII 1915. Do. Calendar Part. III. 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	১২।	Statistical Abstract for British India Vol. IV. Administrative, Judicial and Local self Government 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	১৩-১৪।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July and August, 1916.
	১৫।	Indian Wheat and Grain Elevation.
Director of Statistics	১৬।	Statistics of British India, Vol. V. Education. 1914-15. Review of the Trade of India in 1915-16.
Secretary, Smith Sonian Institution.	১৭।	A list of the Birds observed in Alaska and North-eastern Siberia during the Summer of 1914.
	১৮।	Arequipa Pyrheliometry.
	১৯।	Descriptions of a new genus and eight new species and subspecies of African Mammals.
	২০।	Physical Anthropology of the Lenape or Delawares and of the Eastern Indians in general.
	২১।	Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1915.
	২২।	On the distribution of radiation over the Sun's Disk and new evidences of the Solar variability.
	২৩।	The Pyranometer—an instrument for measuring Sky-radiation.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Secretary, Smith Soniam Institution.	২৪।	Three new Africans shrews of genus Crocidura.
	২৫।	The Ordaz and Dortal expeditions in search of El-Dorado, as described on Sixteenth century Maps.
	২৬।	Opinions rendered by the International Commission on Zoological nomenclature.
Supdt. Govt. Printing, India	২৭।	Report on the Administration of the Metrorological Department of the Govt. of India in 1915—16.
Dy. Supdt. Survey of India Dehra-Dun	২৮।	The Pendulum operations in India and Burma 1908 to 1913.
Supdt. Archæological Survey, Madras.	২৯।	Annual Report of the Archæological Department Southern circle, Madras, 1915-1916.
President, Advisory food Committee.	৩০।	Report of the Calcutta Advisory food Committee for the period ending 31st July, 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৩১।	Report on Sanitation in Bengal for the year 1915.
	৩২।	Annual Statistical Returns and short notes on vaccination in Bengal for the year 1915-16.
	৩৩।	Administrative Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1915-16.
	৩৪।	Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1915-16.
Supdt. Govt. Montype Press	৩৫।	Annual Returns of Statistics relating to Forest Administration in British India 1914-1915.
Registrar, Calcutta University.	৩৬।	Calcutta University Minutes Part VIII. 1914. Do Part. I. 1916. Do Calendar Part I. 1916.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Press, Madras.	৩৭।	The Progress report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy Southern circle for the year 1915-16.
Supdt. of Archaeology, Hyderabad State.	৩৮।	Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions $\frac{1323\text{-}24F}{1914\text{-}15.\ A.\ D.}$
Director, Geological Survey India.	৩৯।	Records of the Geological Survey of India Vol. XLVII, Part 3. 1916.
	৪০।	Memoires of the Geological Survey of India Vol. XLIII, Part, 2.
Professor of Sanskrit, Deccan College.	৪১।	Descriptive Catalogue of the Collection of Sanskrit Manuscripts in the Government Library.

প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীআশুতোষ সরকার বি এ, বি টি শিক্ষক, আরমানিটোলা গভর্ণমেণ্টস্কুল, ঢাকা।
"	"	শ্রীসুধাংশুমোহন মিত্র বি এ, বি টি ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন বি এ, বি টি ঐ ঐ।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু বি এ হেড মাষ্টার, খোড়াদহ উ, ইং, স্কুল।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ সহঃ প্রধান শিক্ষক, এচ আই স্কুল, সন্তোষ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষ ৯ নেবুবাগান লেন, বাগবাজার।
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজষ্টেট, ৪৭।১ নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর।
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীনৃসিংহদাস বসু বি এল হাতিরকুল, কোন্নগর, ই, আই, আর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীক্ষেত্রদাস চট্টোপাধ্যায় বি ই এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কান্দিয়া, আহমদপুর, কালনা রেলওয়ে, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীননীগোপাল বসু বি ই ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণপাড়া, কোন্নগর।
„	„	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল ঘোষপাড়া, কোন্নগর।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষক, কোন্নগর হাই স্কুল, কোন্নগর।
শ্রীবসন্তকুমার রায় কবিভূষণ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত বি এ ৪৩ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীগোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ গুলু ওস্তাগরের লেন।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅপূর্ব্বকুমার মল্লিক পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ হালদার ১০ ভৈরব মুখার্জ্জি লেন, বেলগেছিয়া।
„	„	শ্রীআমিনদ্দিন মহম্মদ আড়দার, ট্রামডিপোর সম্মুখ, বেলগাছিয়া।
„	„	শ্রীকানাইলাল দাস ৩ মহেন্দ্রবসুর লেন, শ্যামবাজার।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে ৯ কুণ্ডুর লেন, পোঃ বেলগেছিয়া।
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	„	ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম্ বি, সেরপুর, বগুড়া।
„	„	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি এ কিষণগঞ্জ হাই স্কুল, কিষণগঞ্জ (পূর্ণিয়া)।
„	„	শ্রীজিতেন্দ্রমোহন মৈত্র এম্ এ হেড্ মাষ্টার, করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউশন, বগুড়া।
„	„	শ্রীভুবনমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবনবিহারী কুণ্ডু জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
”	”	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
”	”	কবিরাজ শ্রীনীলরত্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমন্মথেশচন্দ্র সান্যাল	”	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ডাঙ্গারগড়, বি, এন্ রেলওয়ে।
”	”	শ্রীমহীতোষ সাহা ঐ ঐ।
শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত	”	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র প্রামাণিক কেদারপুর, বি, এন্ রেলওয়ে।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল কোল কোং, ঝরিয়া, ই, আই, আর।
”	”	শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ হেড্ পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ হাই স্কুল, রাণীগঞ্জ।
শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	”	শ্রীগোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ সম্পাদক—সাহিত্যসভা, লাউপুর স্কুল।
”	”	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এ লাভপুর।
”	”	শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, এড়োয়ালী।
”	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
”	”	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
”	”	শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআর্ত্তবল্লভ মহান্তি এম্ এ কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গুপ্ত বি এ, বি টি বালেশ্বর।
শ্রীহরকিঙ্কর দাস	"	দেওয়ান আবছল হামিদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীকালীকিশোর দাস শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত কানুনগো, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ইন্দেশ্বর, শ্রীহট্ট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	"	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এটর্ণি সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৭২।৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর।
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম এস্ ১৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	এস্ সি মুখার্জ্জি স্কোয়ার, বালীগঞ্জ।
"	"	শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলরাম দে ষ্ট্রীট।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল্ কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম পাহাড়পুর, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদ্বারিকানাথ সরকার দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম চক্‌উক্সান, রাজসাহী।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ এম্ এ আঠারবাড়ী ষ্টেট্, আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী বারাণসী।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাণসী।
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরজনীকান্ত দাস ১৭-১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর, সাদার্ণ ডিবিশন, পুলিশ কোর্ট।
"	"	শ্রীমৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় ছাপরা।
"	"	মৌলবি আলি হোসেন কানন্‌গো, গোরাবাজার, বহরমপুর।
শ্রীহরিনাথ ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, হুগলী।
শ্রীরসিকচন্দ্র বসু	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করটীয়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীআশুতোষ রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীবসন্তকুমার রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
"	"	ডাঃ শ্রীজ্ঞানদামোহন সাহা এল্ এম্ এস্ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ করটীয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মগমা কলিয়ারী, মানভূম।
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসোমনাথ রায়	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত	"	শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।
মৌলবী আবদুল করিম	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	"	শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
শ্রীসোমনাথ রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশচীপতি রায় সবরেজিষ্ট্রার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীসূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীহরিচরণ সেন বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ঢাকা।
"	"	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, মোক্তার বরিশাল।
"	"	শ্রীরাসবিহারী সেন পণ্ডিতসার, ফরিদপুর।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীনিরঞ্জন সেন বি এ কার্ত্তিকপুর, ফরিদপুর।
"	"	শ্রীশ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত এম্ এ রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন বি এল উকীল, ময়মনসিংহ।
"	"	কবিরাজ শ্রীলালবিহারী মজুমদার মালদহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ধারয়ার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীসীতেশচন্দ্র রায় এম্ এ ৪৭ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীমেঘনাথ সাহা এম্ এ ৯১ অপার সারকুলার রোড।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ।
"	"	এন, সেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীমন্মথনাথ রায় ৫ কলেজ স্কোয়ার।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ দ্বারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ আরল্ হোষ্টেল, বাঁকীপুর।
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন, রেঙ্গুন।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায় ২৮ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় নান্দাস, ইসাবপুর পোঃ, বগুড়া।
"	"	ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসারদাকান্ত গোস্বামী ঐ ঐ।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	"	শ্রীচুণীলাল সেনগুপ্ত উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীগোষ্ঠমোহন বসু বি এল্ ১৯ ছকু খানসামার লেন।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি এ চীফ্ সেক্রেটেরিয়েট্ অফিস্, রেঙ্গুন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেন, বেলেঘাটা।
শ্রীযদুনাথ দে তত্ত্বনিধি	"	মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী জমিদার, কোটালপুকুর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।
"	"	শ্রীসারদাচরণ দত্ত বেনাবাগান, দেওঘর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	রায় বাহাদুর শ্রীহারাণচন্দ্র দেব কাণপুর জজ কোর্ট।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, পরমিটঘাট, কাণপুর।
"	"	শ্রীপ্রয়াগচন্দ্র মিত্র, উকীল সিভিল লাইন, কাণপুর।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্যারেড, কাণপুর।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেমিষ্ট, এগ্রিকালচার কলেজ, কাণপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীনিত্যানন্দ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র দাস এম্ এ, এম্ ডি ১৪১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল ৪৩২ এ বেণেটোলা লেন।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ৭১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র নিয়োগী	„	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি রাঁচী।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	„	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩।৩ ফকীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট।
„	„	এন্, আর চাটার্জ্জি ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন।
„	„	এ, কে ব্যানার্জ্জি স্কোয়ার ২০ চুনাপুকুর লেন।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি এ পুষা, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল এম্ এ গণিতাধ্যাপক, সি, এম্ এস্ কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীশান্তনচরণ বিশ্বাস	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল জমিদার, হুগলী।
„	„	শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ আঁটপুর, হুগলী।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	„	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি এ ১৬৪।১ রসারোড, সাউথ, ভবানীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	„	শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মেদিনীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বি এ ডেপুটি ম্যানেজার, হাওড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ১ গোয়াবাগান লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ২৩ নেবুতলা লেন।
শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ	"	শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রধান পণ্ডিত, মগরা হাট এইচ্, ই স্কুল, মগরাহাট।
"	"	শ্রীগিরিজাভূষণ মণ্ডল, উকীল, ডায়মণ্ডহারবার।
শ্রীরামযাদ ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীকান্ত রায় বি এ বিহার ও উড়িষ্যা রেভিনিউ বোর্ডের হেড এসিষ্টাণ্ট, বাঁকীপুর।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ৫ঠা পৌষ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনোপলক্ষ্যে শোক-সভা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
" মণীন্দ্রনাথ সিংহ শর্ম্মা
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
গিরিজাপ্রসাদ বসু

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" পান্নালাল মুখোপাধ্যায়
" অক্রূরচন্দ্র সরকার বিদ্যাবিনোদ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" চিরঞ্জীব লাহিড়ী
" সুরেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী
" কিশোরীমোহন গুপ্ত
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভক্ত
" ননীগোপাল দে
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" সমন পুরানন্দ স্বামী
" বিজয়লাল দত্ত
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী
" শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়
" অতুলচন্দ্র লাহিড়ী
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
" আনন্দকুমার দাস
" বিনয়ভূষণ রক্ষিত
" ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
" অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" ননীগোপাল মজুমদার
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
" বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ
" সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়
" গিরীন্দ্রনাথ সেন
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" আনন্দচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন
" পূর্ণচন্দ্র সেন
" শিশিরকুমার ভাদুড়ী
" শিশিরকুমার দে
" ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" এস্ এন্ রায়
" ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্ সি
" গিরিজাকুমার বসু
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ
" বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" বাণীনাথ নন্দী
" মতিলাল ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" কালিদাস নাগ এম্ এ
" মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
" গুরুদাস সরকার এম্ এ
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী
" পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র
" শরৎলাল বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ বি এ
" কালীচরণ মিত্র
" কালীকুমার বসু
" সুরেন্দ্রনাথ সেন
" প্রভাসচন্দ্র দে
" লাডলীমোহন মিত্র এম্ এস্‌সি
" গিরীশচন্দ্র দত্ত
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" এ সি সিংহ
" জে সি ভট্টাচার্য্য
" প্রভাসচন্দ্র বসু
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মহেশচন্দ্র রায়
" রবীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র
" ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" অমূল্যচন্দ্র রায়
" দেবেন্দ্রনাথ রায়
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
" সতীন্দ্রসেবক নন্দ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" সূর্য্যকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মৃণালকান্তি ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন,—সুসঙ্গ রাজবংশ বঙ্গদেশে বহু প্রাচীন। দিনাজপুর, নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় সুসঙ্গ-রাজবংশও বহু প্রাচীন। ইঁহাদের মহারাজা উপাধি পুরুষানুক্রমিক। সুসঙ্গ-রাজবংশ সমাজে বহু সম্মাননীয়। স্বশ্রেণীর সমস্ত কুলীন সমাজের সহিত ভোজন ও আদান প্রদান ইঁহাদের চলে। এমন কি, মহারাজা নিজেই পরিবেশণ করিয়া থাকেন। রাজা রাম সিংহ এই বংশের মধ্যে একজন পূর্ব্বতন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মুসলমান রাজত্বকালে, তাঁহার সময়ে তিনি বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের বিচার-সভায় তিনি স্বয়ংই মধ্যস্থের স্থান অধিকার করিতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি শেষকালে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একজন মুসলমানীকে বিবাহ করেন।

কলিকাতায় কোন এক সভায় খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু মহাশয় এক দিন সভাপতি ছিলেন। তথায় একজন বক্তা বলিলেন,—ধনীরা এবং ধনীপুত্রেরা যদি সরস্বতীর উপাসনা করেন, তাহা হইলে বড়ই শোভন হয়। ধনিসম্প্রদায়কে সারস্বত সেবাপরায়ণ করিতে বক্তা বিশেষ চেষ্টা পান এবং উৎসাহাম্বিত করিতে চেষ্টা করেন। ইনিই সুসঙ্গের কুমুদচন্দ্র। তিনি নিজে তাহা করিয়াছিলেন, নিজে আজীবন সারস্বত সেবাপরায়ণ হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ধনী-সম্প্রদায় যে এক মহারত্ন হারাইয়াছেন, তাহাই নহে, বঙ্গদেশের একটি নক্ষত্রপাত হইয়াছে—বলাও যায়। তাঁহার জন্য শোক-সভায় যোগদান করিতে পাইয়া আমরা দূরদেশবাসী হইয়াও বিশেষ গৌরবান্বিত। তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ সকলেরই উচিত। আপনারা যথোপযুক্তভাবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করুন ও তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় যত্নবান্ হউন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্র আমাদের দেশের লোক, এক জেলানিবাসী। তিনি বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, অগ্রগণ্য জমিদার, বংশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ; বিদ্বৎসমাজে তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ অভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। আমি সংক্ষেপে তাঁহার বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিব। মহারাজা কুমুদচন্দ্র ১২৭৩ সালের ১৮ই আষাঢ়, ইংরাজি জুন, ১৮৬৬ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২৩ সালের ১০ই আশ্বিন ইংরাজী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনকাল পূর্ণ ৫০ বৎসর। চরিত্র—তিনি প্রাচীন বি, কোর্সের বি এ ছিলেন। তাকার বন্ধুর সহিত তিনি বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে ও কাব্য রচনা করিতে পারিতেন। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় প্রকার সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পর ১২৯৭ সালে ১৭ই পৌষ কুমুদচন্দ্র সুসঙ্গের রাজা হন। এই সুসঙ্গরাজ ইতিহাসে সামন্ত অর্দ্ধস্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য ছিল। Permanent Settlementএর সময় হইতে ইঁহারা জমিদার। লর্ড রিপণের সময়ে ১৮৮৪ খৃঃ সুসঙ্গ-রাজ বংশানুগত মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কুমুদচন্দ্রের পিতা এই উপাধি পান। কুমুদচন্দ্র বংশগত হিসাবে ১০০ জন Armed Retainer এর অধিকার, দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতির ছাড় এবং গবর্ণমেণ্টের Private Entry অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি Patriot ছিলেন, কিন্তু Politics বা রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন না। তিনি রাজনৈতিক সভায় যোগদান না করিয়াও দেশের বহু কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিতেন। বিধবা, অনাথ-বালক ছাত্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি বহুতর লোককে বৃত্তিদান করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতে স্বদেশী শিল্পের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে বহু সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন। এজমালির ম্যানেজার থাকিলেও তিনি নিজে প্রজাদের সন্ধান লইতেন এবং স্বকর্ণে তাহাদের আবেদন শুনিতেন ও যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বিদেশীয় ভোজে কখনও যোগদান করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি High regard পাইয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তত্রাচ সমাজ-সংস্কারে বিশেষ আস্থা ছিল। স্বীয় শ্রেণীর ৮টি পটীকে একত্র মিলাইয়া বারেন্দ্র-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জাতীয়-ভাবে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই ময়মনসিংহে তিনি মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁহার দেশের লোক বলিয়া আমি গৌরবান্বিত। তাঁহার গুণাবলী-সম্বলিত বিস্তৃত জীবনী আপনাদের অনুমতি হইলে আমি লিখিতে চেষ্টা করিতে পারি। (সুসঙ্গ-রাজবংশের অনেক কিম্বদন্তী এই স্থানে চৌধুরী মহাশয় বিবৃত করেন।)

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের দুইটি গুণ ছিল। তিনি সকল সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি উর্দ্দুও জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি মিশিতেন। গরীব দুঃখী, বড় লোক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মুসলমান, মৌলভি, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের সহিত তিনি আলাপ করিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া আমার বাসায় গিয়া কত দিন আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কখন 'তুমি' ছাড়া 'তুইরে' বলিতেন না। ইহা বড় সামান্য গুণের কথা নহে। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—মহাপুরুষের তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার অমায়িকতা, উদারতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরল, স্বাধীন, আদর্শ মানবের গুণ মহারাজ কুমুদচন্দ্রে ছিল। আমি নিজে তাহা অনুভব করিয়াছি। বারেন্দ্র-সমাজের অগ্রণী "উদয়াচল" বলিয়া তাঁহার বংশ বিখ্যাত—আজ উদয়াচলের ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, এইরূপ সাধু, রাজপুরুষের অকাল-মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলাম।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রে নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার সহিত সরলতা ও বিনয় থাকায় একটা অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাকে সমানভাবে আদর করিতেন। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এই বিশেষ অধিবেশন হওয়াই ইহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা মর্ম্মাহত। তিনি যখন সে দিন কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশে গমন করিবার প্রস্তাব করেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই বিদায় আমাদের সহিত শেষ বিদায় হইবে, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করি নাই। অদ্য আমার সেই কথা স্মরণ হইয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতেছি। কুমুদচন্দ্র পুরাতন বংশের বংশধর। আভিজাত্যে, বিনয়ে, বিদ্যায় তিনি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আদর্শ সকলের অনুকরণীয়। এমন আদর্শের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা দেশের প্রত্যেকের উচিত।

পরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—মহারাজার

বিনয় অসাধারণ ছিল। এই বিনয় থাকা প্রযুক্তই তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার মত মহারাজের স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করা উচিত।

তারপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। শোকে প্রপীড়িত হইয়াও তিনি কাতর অবস্থায় সত্য ও কর্ত্তব্যের পালনে অটল ছিলেন—আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজে পরম হিন্দু ছিলেন; সেই সঙ্গে অপরকে হিন্দু-আচার রক্ষণশীল দেখিলে নানা উৎসাহ দান করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যত্নবান্ দেখিয়াছি। এই দুইটি অনুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়া পরলোকগত মহাত্মার উদ্দেশে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যেমনটি যায়, তেমনটি পাওয়া যায় না। আজকাল বড় বংশের মান-সম্ভ্রম, মর্যাদা বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ—Tradition of the Family বজায় রাখা বড় শক্ত। কুমুদচন্দ্র স্বীয় শ্রেণীর আট পটীর মেলনে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। বিনয় ভিন্ন মহৎ হওয়া যায় না। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহে বিনয় যথেষ্ট ছিল। পদমর্য্যাদা-জনিত সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধ না থাকিলে কোন সমাজের নেতা হওয়া যায় না। তাঁহার সে বোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—পাখী, ঘোড়া, মণিমুক্তা, এ সকল চিনি—কিন্তু মানুষ চিনি না। তিনি চমৎকার ভাবে সকলকে বাগিয়ে আনিতে পারিতেন। দেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির জন্য পিতা পিতামহের ও বংশের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া এই দারুণ পীড়া লইয়াও দেশে যাইতে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকালকার কালে জমিদারগণের মধ্যে এরূপ দেশপ্রীতি বিরল। স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে মৃত ব্যক্তির নানা গুণের আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণগুলি জীবিত রাখা কর্ত্তব্য। পরিষৎ মহারাজার স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিয়া ভালই করিয়াছেন। সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও জাতিবিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনায় নেতৃত্ব করিতে মহারাজের মত দ্বিতীয় যত্নশীল ব্যক্তি পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অদ্যকার সভাপতি হওয়ায় বড়ই শোভনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সহিত আমরা সভাপতি জগদীশচন্দ্রের প্রথম ছাত্র। তিনি মহারাজা হইলেও চিরউদার এবং উন্মুক্ত-হৃদয় ছিলেন। নানা বৈষয়িক কার্য্যে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নানা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান রাখিতেন এবং অনুসন্ধিৎসুকে বলিয়া দিতেন। ময়মনসিংহের বক্তৃতা কেমন সুন্দর হইয়াছিল। তিনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া জাতি গৌরবান্বিত; তিনি জাতির অলঙ্কার ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা বিশেষ

দুঃখিত। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার অভাবজনিত শোকে আমার পক্ষে ভ্রাতৃশোকের ন্যায় লাগিয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (প্রস্তাব কয়টি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শেষে সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, আমরা নিম্নলিখিত সমস্ত মহাশয়গণের নিকট হইতে অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতিজ্ঞাপক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি (১) রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, (২) মহারাজা সার গিরিজানাথ রায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রথম প্রস্তাব,—

প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা, লোকপ্রিয় স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রগাঢ় শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদের শোকে ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

কি ভাবে মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব,—

এই শোক-সভায় গৃহীত মন্তব্যগুলির অনুলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

২৩শ বার্ষিক, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। নূতন নিয়ম গঠন প্রস্তাব—"যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোনও কার্য্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।" এই নূতন নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য", (খ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত 'দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (গ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৬। প্রদর্শন,—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক ফেলিরিট নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

সভাপতি মাস্তবর বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এখন এত রাত্রে অদ্যকার সকল আলোচ্য বিষয়গুলির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রবন্ধাদি আগামী অধিবেশনে পঠিত হইলেই ভাল হয়। অদ্য কেবল গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হউক।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির যাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর নিকট যাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব, ইচ্ছা করিয়াছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল যে, বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় আমি আপনাদের নিকট কিছু বলিব। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। যদি শরীর সুস্থ থাকে, শীঘ্রই সে আশা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব।

তিনি নূতন সভ্য সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি আপনাদিগকে আনন্দের

সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই অনেক নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং প্রায় তিন শত টাকা আয়ও বাড়িয়াছে। আমি ভরসা করি, পরিষদের প্রত্যেক সভ্যই, পরিষদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে এবং ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কোন বিষয় লইয়া, মন্দিরের মধ্যে জেদ করিয়া তর্ক-বিতর্ক করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদের মধ্যেই মতভেদ হয়। কিন্তু সেই মতভেদকে মনান্তরে পরিণত করা উচিত নহে। আর মতভেদ হইলে রাগ করাও অনুচিত।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ, নূতন সদস্য নির্ব্বাচন এবং পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) তাহার পর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,—আমরা আমাদের বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয়কে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া এখানে আনিয়া বসাইয়াছি এবং আমরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এখন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য সভাপতি মহাশয়কে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতেছি না। তাঁহার বাক্য আমাদের পক্ষে আদেশ; কিন্তু আমরা তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিতেছি কৈ? পূজার এক মাস পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্যগণের নিকট, পরিষদেরই মঙ্গল ও উন্নতির জন্য, কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও আমরা তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও দেই নাই। তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধির আশায়, বাহিরের লোকের নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভায় নূতন নিয়ম গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিনি বলেন যে, আপনাদের সম্মুখে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়েরই উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে তাঁহার মত না থাকায়, তিনি ইহা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইতেছে। ইহা বলিয়া হেমবাবু প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোন কার্য্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।"

প্রস্তাব পাঠ শেষ হইলে, হেমবাবু নিম্নলিখিতরূপে বেতন, এ্যালাউন্স ও কমিশনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বেতন মানে—মাসিক কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা। এ্যালাউন্স মানে—সময়মত কার্য্য করিয়া মাসিক বা বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করা। ইহা কতকটা পেন্সিয়ানের ন্যায়। কমিশন মানে—আদায়ী টাকার উপর শতকরা, হাজার-করা কিম্বা প্রতি টাকায় কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। এডিট্ মানে—কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চুক্তিতে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা।

অতঃপর হেম বাবু বলেন, যখন পরিষদের শৈশব ও বাল্য অবস্থা ছিল, যখন পরিষৎ কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বেতন, কমিশন, এ্যালাউন্স অথবা এডিটিং কি, কোন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য অথবা কোন কর্ম্মকারককে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখন এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি পরিষদের জন্য খুবই কাজ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এ্যালাউন্স দেওয়া হইত। পরিষদের এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন অনেক সভ্য আছেন, যাঁহারা বিনা পয়সায় পরিষদের সেবা ও কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ্যালাউন্স আদি না দিয়া, যখন কার্য্য করিবার লোক আমরা পাইতেছি, তখন উহা কেন দিব? বিশেষতঃ যদি কোন কর্ম্মকারক অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন, তবে অনেক সময় আবশ্যক হইলে এবং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সম্পাদক, কি সভাপতির বিপক্ষে কোন মত দিতে পারেন না এবং তিনি সম্পাদক মহাশয় প্রভৃতির কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। এ্যালাউন্স আদি গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। সে কারণ আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। দুই শ্রেণীর সভ্যের দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে; যথা—Ex-officio এবং সাধারণ সদস্য। সকল সভা-সমিতিতেই আমার এই প্রস্তাবের সমর্থক নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর নিয়মাবলী আরও কঠিন। যদি কোন লোক এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে বেতন প্রাপ্ত হয়েন বা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তিনি ভোট দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে মূল প্রস্তাব এবং হেম বাবুর বক্তৃতায় সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল, তখন ইহার পক্ষে ৯টি এবং বিপক্ষে ৭টি ভোট হইয়াছিল। কিন্তু এই সাত জনই সাহিত্য পরিষদের গঠনকালে ইহার ধাত্রীস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমি একজন। যাঁহারা হাতে করিয়া এই সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ ভাবে ও যে প্রকার প্রাণের টানে পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা যতটা স্বাভাবিক, ততটা আর কাহারও পক্ষে নহে। কারণ, যাহারা যে বস্তুকে হাতে করিয়া গড়ে, তাহাদের সেই বস্তুর উপর মমতা অধিক হয়। সে বস্তুকে তাহারা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু মনে

ভাবে। আমরা যাহারা সাহিত্য পরিষদের ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছি, তাহারা কেহই ত এক দিনও এরূপ কোন ত্রুটি দেখিতে পাই নাই, যে জন্য অদ্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং মনে হয়, ঐ ভাবে কার্য্য চালাইলে, সাহিত্য-পরিষদের ক্রমেই উন্নতি হইবে। হেম বাবু ৺ব্যোমকেশ বাবুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যখন সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম, তখন তিনি ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী) বেতন গ্রহণ করিয়াও আবশ্যক হইলে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতেন এবং আমার কথার প্রতিবাদ করিতেন। হেমবাবুর এই প্রস্তাবের মূলে ব্যক্তিগত কটাক্ষ রহিয়াছে। আমি অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি যে, এই প্রকার ব্যক্তিগত মনোভাব লইয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে যোগদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিবাদের সমর্থন করেন। বক্তা বলেন,—শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু আমি তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে "জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের" উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে স্থানে আমরা চাকরী করি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেক টাকা দিয়াছেন ও দিয়া থাকেন। সেখানে আমরাও যেমন ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহারাও সেইরূপ। আবশ্যক হইলে হীরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হেমবাবুর প্রস্তাবিত এই নূতন প্রস্তাবটি গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন,— এই নূতন প্রস্তাবের যিনি প্রস্তাবক, তাঁহার কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আরও বলেন যে, আমি যখন "জুলোজিক্যাল গার্ডেনের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলাম, তখন কার্য্যকরী সমিতিতে আমিও মেম্বার ছিলাম। আবশ্যক হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষের বিপক্ষেও ভোট দিতাম। যখন কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য কিম্বা বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইত, তখন কেবল সেই ব্যক্তিই, সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কখনও কোন অসুবিধা হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান্। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু ও শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুদ্বয় যে সকল যুক্তি দ্বারা ঐ প্রতিবাদের অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছেন, আমার মতে তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান করিলে যেমন কালীপ্রসন্ন বাবু ও বিজয় বাবুর সপক্ষে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপে শ্রীযুক্ত হেমবাবুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। অধিকাংশ সভা-সমিতির সদস্যবর্গ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি ভরসা করি, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবটি যাহাতে অদ্যকার সভায় গৃহীত হয়, আপনারা সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজি আমার বড়ই আনন্দের দিন। আমি আজ ২৩ বৎসর পরিষদের সহিত লিপ্ত আছি। পরিষদের নানা বিভাগে আমি কার্য্য করিয়াছি এবং এখনও কার্য্য করিতেছি। মধ্যে কয়েক বৎসর মাত্র, শারীর অসুস্থতার জন্য বিশেষভাবে পরিষদের কার্য্য করিতে পারি নাই। আজি আমাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে আমার দুঃখ ও অভিমান নাই এবং তাহাতে আমি অপমানও বোধ করি না। পরিষৎ আমার বড়ই প্রিয়। আমি ঝাড়ুবরদার হইতেও রাজী আছি। গত বৎসর আমি সহকারী সম্পাদক হইতেও রাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। অর্থাৎ আমার কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও আমার দ্বারা পরিষদের কোন কাজ করাইয়া না লইয়া আমাকে আপনারা পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহেন।

কিন্তু এই দুঃখের উপরেও আজি আমি বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমার বন্ধুবর্গ পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হইয়াছেন। আমি যখন সম্পাদক ছিলাম, তখন হেমবাবুর ন্যায় সহকারী সম্পাদক প্রাপ্ত হইয়া, আমি অনেক কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, আজি আমাকে তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইতেছে।

সকল কার্য্যেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রস্তাবিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে, পরিষদের কার্য্য ভালভাবে চলিবে না। আমার মনে হয়, এ সকল কার্য্যে আইন-কানুনের জবরদস্তি করা উচিত নহে; এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই।

পরিষদের কর্ম্মীর অভাব; কার্য্যের অভাব নাই। যাঁহারা বিনা বেতনে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরিষদের অনেক উপকার করিতে পারেন। আমি জানি, জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশিকার একটি টাকা দিয়া, ৩।৪ মাসের মধ্যেও সভ্য হইতে পারেন নাই। ইহা কি কর্ম্মীর অভাবের জন্য নহে? পরিষদে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

প্রস্তাবিত বিধি সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত হইলেও এ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার সময় হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় তিন মাস পূর্ব্বে এই পরিষদের জন্য কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ৺ব্যোমকেশের মত বা তত্তুল্য কোন ব্যক্তিকে সভ্য রাখিয়া এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি কি? শুনিতেছি, লোকের অভাব নাই, কিন্তু কাজ ত কিছুই হইতেছে না। এককালে আমার এমন ক্ষমতা ছিল, যখন নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য-পরিষদের অনেক কার্য্য করিয়াছি। দশ, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছি। কালক্রমে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন যদি পরিষৎ

আমাকে কিছু কিছু কমিশন দেন, আমি তাহা লইতে রাজী আছি এবং তাহাতে আমার অপমানই বা কি আর আপনাদের তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?

আমি সামান্য স্কুল মাষ্টার। আমি যেখানে কার্য্য করি, সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-ভার এখন একটি পরিচালন-কমিটীর উপর ন্যস্ত। সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-কমিটী, কয়েক জন অবৈতনিক ভদ্রলোক এবং কয়েক জন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সমবায়ে গঠিত। আমি তন্মধ্যে একজন। কৈ, তাহাতে তো আমাদের কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না? আমাদের দ্বারা কখনও কোন কার্য্যের ত্রুটি হইয়াছে বা কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কলেজের Founder মহাশয় কখনও এরূপ কথা বলেন নাই। পরিষদে এই প্রস্তাব গ্রহণের এখনও সময় আসে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিবার জন্যই আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।" কিন্তু তিনি এ কথা কোথায় পাইলেন? আমি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না। হীরেন্দ্র বাবুর এইরূপ বলা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, আমি এক্ষণে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিতেছি। আমার প্রথম চিন্তা এই যে, অতঃপর আমার সভাপতি থাকা উচিত কি না। কারণ, কোন কোন সভ্য যখন কাহাকে কাহাকে পিঁজরাপোলে পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন আমি তাঁহাদের গুরু হইয়া কি বাদ পড়িব? তাই ভাবিতেছি, অতঃপর আমার স্থান কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। কারণ, পরিষৎ আমাদের দেশের দেশী সভা। এখানে কোন বিদেশী আদর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিষদে যে সমস্ত পুস্তক ছাপা হইয়া গুদাম-জাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে পরিষদের মর্য্যাদার হানি হইতেছে। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে কার্য্য হইতেছে না। সুতরাং সকল দিক্ ভাবিয়া কার্য্য করা প্রয়োজন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এখন রাত্রিও অনেক হইয়াছে। এখন ইহা শেষ করা উচিত। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নহেন, এমন কেহ যদি এই সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন ভোট দিবেন না। আমি প্রথমে প্রস্তাবের পক্ষে যাঁহাদের মত আছে, তাঁহাদের ভোট গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবের বিপক্ষ মতাবলম্বীদিগের ভোট গ্রহণ করিব।

সভাপতি মহাশয়ের এই কথার পর কি ভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়। তখন হেমবাবু বলেন যে, আপনি অনুমতি করিলে, ভোটদাতারা

আপনার সম্মুখ দিয়া, হলের দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইতে পারেন এবং সেই সময়ে আপনি ভোট-গণনা করিতে পারেন। তখন এই ভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে, এই উভয় দলের ব্যক্তিগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৭ জন এবং বিপক্ষে ৩৮ জন ভোট দিয়াছিলেন। বিপক্ষে এতদতিরিক্ত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদের ভোট লওয়া হইল না। ইহার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত নূতন সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, উকীল, ছোট আদালত, ৯০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।
ঐ	ঐ	শ্রীহরেকৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী "বিরক্ত-মন্দির", ভরতপুর, রাজপুতানা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজীবানন্দ মল্লিক অপার ফ্ল্যাট, ইষ্ট এণ্ড, ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
ঐ	ঐ	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক, বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর রাজবাটী, হেতমপুর, বীরভূম।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়	ঐ	শ্রীকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য গ্রাম ধনকৈল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৪১এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
ঐ	ঐ	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উকীল, বৰ্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীললিতকুমার নিয়োগী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবিনোদবিহারী রায় একাউন্টাণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, নং ১, কলিকাতা ডিবিসন।
"	"	শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, ভট্টাচার্য্য কামানপুর, চাকদহ, নদীয়া।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	"	শ্রীঅভয়চরণ রায়, এটর্ণি ২৮ জেলেটোলা লেন।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৪ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার, কলিকাতা।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার ১৩।৩ বাহির মীর্জ্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীলালবিহারী বসু ২০ জগন্নাথ দত্ত লেন।
"	"	শ্রীরঘুনাথ দত্ত ৫ জগন্নাথ দত্ত লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	"	শ্রীঅমিয়নাথ রায় বি এ ৮ ভুবনমোহন সরকার লেন।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ অফিসিয়েটিং মুন্সেফ, মুন্সী হাউস, বরাহনগর।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমীদার, টাকী।
"	"	শ্রীহিরণকুমার ঘোষ, জমীদার ঘোষবাবুর বাটী, টাকী, ২৪ পরগণা।
"	"	রায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, জমীদার, টাকী, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীমোহিতচন্দ্র কুণ্ডু, জমীদার টাকী, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকৈলাশচন্দ্র দাস চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার আফিস, শিলং, আসাম।
„	„	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র or P. C. Mitter Esqr. E. A. Superintendent. Survey of India. Camp Dibrugarh, Assam.
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীক্ষীরোদবিহারী সেন	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত C/o কে বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৬০ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	„	শ্রীগিরিশচন্দ্র মৈত্র এল্. এম্, এস Asst. Surgeon, Juvenile Jail, Alipur. C/o শ্রীসতীশচন্দ্র মৈত্র, এসিষ্টাণ্ট জেলার।
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত	„	শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত, জমীদার বৈদ্যপুর গ্রাম, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীনিত্যগোপাল রুদ্র এম্ এ ভগীরথপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীশরৎকুমার দত্ত, সেক্রেটারী জে, আর, সমিতি, পোঃ টেঁয়া, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধনরক্ষক নারায়ণপুর সমিতি, নাতাডাঙ্গা, পোঃ নদীয়া।
„	„	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তী	„	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সাবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ১৬০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ৪৩ মোহন বাগান রো, রাউজান, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু হরিঘোষের ষ্ট্রীট্

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমনাথ রায় Teligraphist, সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস, কলিকাতা।
„	„	শ্রীউমানাথ রায় সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৩৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ২০ জোড়াপুকুর স্কোয়ার।
„	„	শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ৫৩ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এস্, আর, দাস, ব্যারিষ্টার ৮ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট।
„	„	জি, সি, মণ্ডল ৯৩।৩এ আপার সার্কুলার রোড।
	„	শ্রীযামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৩।১ আপার সার্কুলার রোড।
„	„	এস্, এম্, বসু ৯৩ আপার সার্কুলার রোড।
„	„	মিঃ ভৌমিক টেলিগ্রাফ ষ্টোর্স।
„	„	শ্রীঅনন্তনাথ মিত্র সাবজজ, গয়া।
„	„	জে, এন্, রায় আই, সি, এস্, হাজরা রোড।
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র নাইয়া গোপাল নগর, মথুরাপুর পোঃ, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার হালদার ভগবতীপুর, ঘাটেশ্বর পোঃ, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীপশুপতি হালদার দৌলতপুর, কলতা পোঃ, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব, মড়িগঙ্গা লাট, মড়িগঙ্গা, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ হালদার হরিণডাঙ্গা, ডায়মণ্ড হারবার পোঃ, ২৪ পঃ।
মহম্মদ শহীদুল্লাহ্	„	শ্রীযদুনাথ বসু বি এল্ বসিরহাট, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এল্ ঐ ঐ
„	„	শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্ ঐ ঐ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহু "গোবিন্দ আশ্রম", পটাশপুর, মেদিনীপুর।
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	„	শ্রীসুনীতিকুমার পাল ২৬।১ রামমোহন সাহার লেন।
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বি এল্ সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„	শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১। শব্দকারিকাঃ ২। শিবসূত্রবার্ত্তিকং
„ রাধানাথ পতি	৩। কেশিয়াড়ী
„ কালীহর বিদ্যালঙ্কার	৪। ঈশানমিশ্রবংশম্
„ সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৫। আর্য্য-সমাজ-সংস্করণ
„ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৬। ভদ্রকালী গ্রামনিবাসী মৃত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা ভৈরব-কথা
„ ডাঃ অমৃতলাল সরকার	৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science for the year 1914.

প্রদাতা		পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Printing	৮।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, September 1916.
Secretary, Smithsonian Institution	৯।	Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915.
Do	১০।	Dynamical Stability of Aeroplanes.
Do	১১।	Sources of Nitrogen Compounds in the United States.
Do	১২।	Smithsonian Miscellaneous Collection Vol. 65.
Do	১৩।	Cambrian Geology and Paleontology.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book Depot.	১৪।	Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Supdt. Govt. Printing, India	১৫।	Patent Office Journal, July to September, 1916.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book-Depot	১৬।	Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1916.
Agricultural Adviser, Govt. of India, Pussa	১৭।	Report of the Agricultural Research Institute and College, Pussa, 1915—16.
শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৮।	A rough sketch of the antecedents, family history, official career and loyalty etc. of Sati Prosad Sen, 1915.

২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫শে পৌষ, ১৩২৩, ৯ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭॥০টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি (সভাপতি)

রাজা „ রবীন্দ্রনাথ রায়

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ কালিদাস নাগ এম্ এ

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ পান্নালাল বাকলীওয়ালা দিগম্বরীয় জৈন

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ

„ কালীচরণ মিত্র

„ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বি এ

„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ সূর্য্যকুমার পাল

„ ভোলানাথ কোঁচ

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্, (সম্পাদক)

„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন," (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য"; (গ) শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন পল্লীসংগীত ও কবিতা"। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "ফেনেরিট" নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ—৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। মুঙ্গেরের মৃত মহারাজার শোক-প্রকাশার্থ গত ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নূতন কয়েক জন সদস্য যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিগ্রহপালদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলের দণ্ডব্রাহেশ্বর সমেত বিষমপুরাংশে ৬ কুল্য, ২ দ্রোণ, ০২ উন্মান এবং ৩ কাকিনী পরিমাণ ভূমি ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্রোড়াঞ্চি ও মৎস্যাবাসবিনির্গত ছত্রাগ্রামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেব শর্ম্মার পুত্র, সামবেদীয় কৌথুমী শাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিৎ খোদুল দেবশর্ম্মাকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিয়া দ্বাদশ রাজ্য-সম্বৎসরের চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম পড়িতে পারা যায় নাই। পোসলীগ্রামবাসী মহাধর দেবের পুত্র শশিদেব নামক শিল্পী কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ডাক্তার কীলহর্ণ এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশ পংক্তির ১৪টি শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট ২৯ পংক্তির গদ্যাংশের পাঠ পূর্ব্বে উদ্ধার হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"পালবংশের ইতিহাস" রাখালবাবু ইংরাজীতে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর মেমোয়ার্সে (Memoirs) উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত পালবংশের ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। রাখালবাবুই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম শুনাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রাখাল বাবুকে এই মূল্যবান্ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

(খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর লিখিত বাঙ্গালা শব্দকোষের ৪০টি শব্দের বুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু অধিকাংশ স্থলেই কষ্ট করিয়া শব্দের মূল নিরূপণে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ সহজে শব্দগুলি সাধিত হইতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধটির কতকাংশ আমরা শুনিলাম। বাকীগুলি এইরূপই। মন্তব্যটি সুন্দর হইয়াছে। এখন আপনারা আলোচনা করুন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ অন্যান্য খণ্ডেরও আলোচনা পণ্ডিত মহাশয় করুন এবং যে অংশটি শেষ করিয়াছেন, উহার সম্যক্ পর্য্যালোচনার জন্য যোগেশ বাবুকে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, প্রবন্ধ-লেখক যে ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। কারণ, আমরা বেশী শব্দগুলিই প্রাকৃত বলিয়া অনুমান করি।

ডাঃ আব্‌দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—উর্দ্দু ভাষায় 'কুরী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ হিসাবে জাতিবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কথাটির অর্থ উর্দ্দুতে বাগ্‌দত্তা কন্যা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি পরিশ্রমের সহিত লিখিত, সুচিন্তিত এবং সুলিখিত হইয়াছে। আমি প্রবন্ধকারের মতের সহিত একমত।

শ্রীযুক্ত শুভানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধোক্ত গ্রাম্য কথাটা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। "গ্রাম্য"-কথাটা একটি দোষ ব'লে মনে করি, এই গ্রাম্য কথার বিপরীতে কি "সহুরে কথা" হইবে?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বেশী ভাগ শব্দই যে 'প্রাকৃত" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহা ঠিক নহে। প্রাকৃতও আছে এবং অন্য ভাষা হইতে পরিবর্ত্তিত শব্দের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শব্দকোষের সম্পূর্ণ অংশের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যোগেশ বাবুর নিকট পাঠাইলে ভাল হয়। আমি পণ্ডিত মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। "গ্রাম্য" শব্দটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে "অসংস্কৃত" শব্দ অর্থাৎ যাহা সাধু শব্দ নহে।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "দ্বিজ রঘুরামের সত্যনারায়ণের পুঁথি" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সভাপতি মহাশয় সতীশ বাবুকে এই পুথি সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের "পল্লী-সংগীত" নামক প্রবন্ধের সারাংশ নলিনীবাবু কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের জন্য জীবেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক চট্টগ্রাম পটিয়া সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথি হইতে গ্রাম্য-সংগীত, কবিতা, হেঁয়ালী, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া যে সকল গান করে, তাহার নাম "ভোর"। প্রবন্ধের প্রথমে এই "ভোর"-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর কৃষকেরা মিলিয়া "ভোর" গাহিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কয়েকটি গানও ইহাতে আছে। ইহার পর কয়েকটি প্রেম, বৈরাগ্য, শিব ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, শোভার বিবরণ ও তামাকের বিবরণ প্রভৃতি আরও অনেক গান ইহাতে আছে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক "স্ফেলেরিট" নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শিত হইল। "স্ফেলেরিটে" Zinc দস্তা বেশী পরিমাণে আছে। Debra-Dun পালোওয়াতে যমুনার তীরে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রার প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

শোক-প্রকাশ ;—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবি পরিষৎ মন্দিরে রাখা উচিত। স্থির হইল যে, প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হউক। তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরিবার-বর্গের প্রতিনিধিকে পত্র প্রেরিত হউক। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই মহোদয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শরৎবাবু স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। Collegeএ এফ্ এ পর্য্যন্ত এবং Civil Engineering Collegeএ কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাস, উকীল মহাশয়কে রহমৎগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঠিকানায় শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র দেওয়া হউক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ইহার জন্য বিশেষ শোক-প্রকাশক অধিবেশন করা উচিত। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি" নামক প্রবন্ধের সারমর্ম,—

গ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথ কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও, তিনি যে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে পারা

যায়। ১২৪৩ সনে লিখিত একখানা পুথির শেষে লেখা আছে যে, এই পুথি ১২২২ সনে লিখিত পুথি দেখিয়া নকল করা হইল। সুতরাং কবির জীবিতকাল যে, ইহারও কিছু পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই পুথিখানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সুরলয় সহযোগে অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের পুথির পাঠই সকল স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুথিখানি মনসার ভাসানের ন্যায় পূজার সময় সুরলয়-যোগে গীত হইয়া থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। প্রবন্ধ-লেখক ইহার দুইখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন; একখানির লিপিকাল ১২৪৩, আর এক-খানির লিপিকাল ১২৮৬। প্রচলিত সত্যনারায়ণের পুথি হইতে এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনা-নৈপুণ্যে অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথম পুথি মূলরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুথি-খানির পাঠান্তর পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt, Govt Printing, India.	১। Annual Report of the Archæological Survey of India, Part I, 1914-15.
Curator, Dacca Museum.	২। The Second Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March, 31st, 1916.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	৩। পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ
" সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪। শান্তি
" মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	৫। হিতবাণী
	৬। মুরজ-মুরলী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৭। বাঁকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
" চিত্তরঞ্জন দাশ	৮। ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভা-পতির অভিভাষণ
" মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৯। বীরভূম-বিবরণ, ১ম খণ্ড
" পান্নালাল জৈন	১০। ভাষা হরিবংশপুরাণ (হিন্দী)

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সভাপতি

প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার ১৮ গোপীমোহন বসাক ষ্ট্রীট্, ঢাকা।
ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু	„	শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় স্বর্ণগ্রাম টি এষ্টেট, শালগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কেলনার কোং অফিস, বাঁকীপুর।
„	„	ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু, কণ্ট্রাক্টর বাঁকীপুর।
„	„	শ্রীষষ্ঠীদাস মল্লিক দিনাজপুর।
„	„	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী বসন্তপুর গ্রাম, যাদবপুর পোঃ, যশোহর।
„	„	পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য গয়ড়া, পোঃ বেনাপোল, যশোহর।
„	„	শ্রীপঞ্চানন উপাধ্যায় বোধখানা, অমৃতবাজার পোঃ, যশোহর।
„	„	শ্রীআশুতোষ দত্ত কর্ম্মকার দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, যশোহর।
„	„	শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বসন্তপুর, যাদবপুর, যশোহর।
„	„	শ্রীগণেশ দাস ম্যানেজার নবাবহান বোর্ডিং, বাঁকীপুর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরেবতীমোহন বসু ৫৩ গোয়ালনগর, ঢাকা।
„	„	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ৩২ গ্রে ষ্ট্রীট।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	রাজা শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় পোড়গাছী, পুড়া, ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু আড়বালিয়া পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ উকীল, মতিহারী।
„	„	শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, মতিহারী।
„	„	শ্রীআনন্দকুমার চৌধুরী, উকীল, বেনারস সিটি।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্ এ, বি এল উকীল,চাঁদমারী, দার্জ্জিলিং।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল ১০ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৮৩ অপার সার্কুলার রোড।

২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুপলক্ষে শোক-সভা

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ বাণীনাথ নন্দী
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ অবনীমোহন বসু
„ যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল
„ ললিতমোহন নিয়োগী
„ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ চণ্ডীদাস মজুমদার

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" পান্নালাল মল্লিক
" পুলিনবিহারী দত্ত
" অমৃতলাল মজুমদার
" বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত
" সতীজীবন মুখোপাধ্যায়
" মন্মথনাথ মিত্র
" প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" নিখিলনাথ রায় বি এল্
" যতীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
" সন্তোষকুমার লাহিড়ী
" হরিমাধব চট্টোপাধ্যায়
" ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস
" ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" কুঞ্জবিহারী মণ্ডল

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
" যোগেন্দ্রনাথ পাল
" চণ্ডীচরণ চন্দ
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
" নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী
" ভূতনাথ দত্ত
" ননীগোপাল মজুমদার
" মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" স্বর্ণকুমার পাল
" ভোলানাথ কোঁচ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)
" সুরেন্দ্রনাথ কুমার (সহঃ সম্পাদক)

বিশেষ শোক-সভা

২৯শে মাঘ ১৩২৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন যে, এই সভায় এমন দুই এক জন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাঁহারা আমার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের জীবন-কাহিনী অবগত আছেন। আপনারা তাঁহাদের নিকট ৺দাস মহাশয়ের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিবেন। আমি কেবল তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিতেছি।

গত ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। শোভাবাজার

রাজবাটীতে একটি সভা করিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল মহাত্মা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই সভায় আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সর্ব্বদাই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসিতেন।

আপনারা প্রত্যেকেই হয় ত সেই স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের নাম এবং তাঁহার কীর্ত্তি-যশের বিষয় অবগত আছেন। তিনি বঙ্গের, তথা ভারতের কৃতী সন্তান ও কৃতী পুরুষ ছিলেন। আজি বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা এহেন কর্ম্মবীরকে অকালে হারাইয়াছি। যাঁহারা বঙ্গের, বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা একে একে সবাই চলিয়া যাইতেছেন ; ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শোকের কথা।

তিনি তিব্বতে গিয়া, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, ঐ ভাষার ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য রত্ন আনিয়া বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধি ও সাজ্জিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর নিকট অতুলনীয়। "অবদান-কল্পলতা" নামক মহাগ্রন্থখানি তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ও সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যে কিছু দিন তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনই পরিষদের মঙ্গল-চিন্তায় বিরত হয়েন নাই। পরিষদের নিয়মানুসারে আমরা তাঁহাকে পুনরায় পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

যে সময় তিনি প্রথম অবদান-কল্পলতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করেন, সে সময় আমি পরিষদের সম্পাদক ছিলাম।

অতঃপর সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় ৺দাস মহাশয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য ও সভায় প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে সভার সমক্ষে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া পরে স্বর্গীয় মহাত্মার কর্ম্মের একটি তালিকা বিবৃত করেন।

প্রথম প্রস্তাব।—"বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অনুসন্ধিৎসু, পর্য্যটক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশিষ্ট সদস্য, স্বনামধন্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্ম্মবেদনা জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাস মহাশয় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বহু লোক তাঁহার পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। বঙ্গদেশে এমন একজন লোক বিরল ; ভারতেও এমন লোকের অভাব। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যখন তিনি প্রথম তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তিব্বতীয়

জনৈক লামার নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তিনি সেখানে লামার পরিচ্ছদে থাকিতেন। কিন্তু যখন সেখানকার তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা তাঁহার বিবরণ জানিতে পারিল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিল। তিনি কোন উপায়ে ইহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু তিনি ত বাঁচিলেন, বিপদ্ হইল সেই লামার। লামাকে তাহারা জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এই সময়ে দার্জ্জিলিংএ একটি ভুটিয়া স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ত্যাগ করিয়া ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি ঐ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক লামা উগ্যেন্ গ্যাছোর সহিত তিব্বতের টাসি-লুম্পু নগরীতে গমন করেন এবং ছয় মাসকাল তথায় অবস্থান করিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন ও তিব্বত হইতে অনেক সংস্কৃত ও তিব্বতীয় পুস্তক আনয়ন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পূর্ব্বোক্ত লামার সহিত তিনি পুনরায় তিব্বতের পূর্ব্বোক্ত নগরীতে গমন করেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি লাসা নগরীতেও গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নয়নসিংহ এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসিংহ লাসা নগরীতে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎবাবু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি তিব্বতের অনেক পর্ব্বত, নদী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানের মানচিত্র অঙ্কিত করেন এবং তাঁহার তিব্বতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া অপ্রকাশ্য পত্রাবলীর মধ্যে রাখিয়া দেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কোলম্যান মেকলে সৈন্য সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করিবার জন্য, চীন গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আশায় শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া পিকিন নগরে গমন করেন। মেকলে সাহেবের উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু শরৎবাবু মেকলে সাহেবকে অনেক প্রকারের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দান করেন।

তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে লামার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন বলিয়া কাবু-লামা বা নেপালী লামা নামে পরিচিত ছিলেন। চীনদেশে গিয়াও তিনি লামার পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। সেখানে তিনি খাসে লামা বা কাশ্মীরি লামা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেকলে সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে Hard Son of Soft Bengal বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি জাপানে গমন করিয়া তথাকার অনেক তত্ত্ব এ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

শরৎবাবু কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Buddhist Text Society নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া একখানি Journal প্রকাশ করেন। তিনি অনেক প্রাচীন ও দুর্ল্লভ বৌদ্ধ, সংস্কৃত

এবং পালি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয় এবং সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটীর ও Journalএর এবং গ্রন্থের প্রকাশে সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করি।

শরৎ বাবু কর্ত্তৃক আরব্ধ তিব্বতীয়-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে সহায়তা করিবার জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আমাকে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে কলিকাতায় নিয়োগ করেন। তদবধি আমি শরৎ বাবুর সমস্ত কার্য্য, কি গ্রন্থপ্রকাশ, কি পত্রিকা পরিচালন, সকল কার্য্যেই সহায়তা করি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিব্বতীয় অভিধান প্রকাশিত হয়। ঐ সময় আমেরিকার রক্হিল সাহেব শরৎ বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়া Journey to Lhasa and Central Tibet নামে পুস্তক প্রকাশিত করেন। Indian Pandits in the Land of Snow গ্রন্থে শরৎ বাবু তিব্বত ও ভারতের অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন।

তাঁহার সম্পাদিত 'অবদান-কল্পলতা' এসিয়াটিক সোসাইটী এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সম্পাদকত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিপৎকালে তাঁহার ধৈর্য্য অসাধারণ ছিল। বস্তুতঃ সঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি মহানন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি অতিশয় নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কেহই জয়লাভ করিতে পারিত না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে সি আই ই খেতাব পাইয়াছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে যাইয়া যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চট্টগ্রাম সহরে এক জায়গীর দান করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং নগরীতেও তাঁহার একটি বাড়ী আছে। তাঁহার পুত্রগণ সুশিক্ষিত ও সুশীল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, কেবল বক্তৃতা দিয়া ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মৃত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিলে ঠিক হইবে না। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিলে, তবেই তাঁহার প্রতি ঠিক সম্মান করা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমি পরিচিত হই। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর সকলের আপনার জন ছিলেন। তিনি পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই ;—

"স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ইর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার নিমিত্ত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পণ করা হউক।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পূর্ব্বে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কেহই তিব্বতে যান নাই। তিনি ও শরৎবাবু তথায় নানা বিপদে পড়েন, তৎপরে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা অধ্যবসায়হীন, তাঁহারা বিপৎকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে গমন করতঃ কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে একান্ত অসমর্থ। তিনি বাঙ্গালীর এই দুর্নাম দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন আমাদের সকলের আদর্শস্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব।—"অদ্যকার সভার বিবরণ এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পুত্রদিগের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উহা অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বিষয়—১। গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের "নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি"। ৫। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিতে উদ্যত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন [ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] ও নূতন সদস্য নির্ব্বাচন-কার্য্য [খ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

মজুমদার মহাশয় "নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। [প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার শেষে দ্রষ্টব্য]।

মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুরেন্দ্রবাবু বলেন,—এই মৌখরী-বংশের সহিত গুপ্তরাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,—লেখকের এখনও ছাত্রজীবন। তথাপি তাঁহার প্রবন্ধে মৌলিক গবেষণা আছে। ইহা একটি মৌলিক প্রবন্ধ। ইহা কম সুখের কথা নহে।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, লেখক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আজিও জগতে প্রকাশ হয় নাই। এই প্রবন্ধের দ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। প্রবন্ধটি শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক পরিশিষ্ট

উপহারদাতা।	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ	১। চিত্রগ্রন্থ
	২। ভক্তিলীলা
	৩। ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর
সেখ মোহাম্মদ জমীরুদ্দিন	৪। শোকানল
	৫। ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ ও পাদ্রী ওয়েজার সাহেবের সাক্ষ্য
	৬। শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ ও পাদ্রীর ধোকা ভঞ্জন
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা	৭। আত্মবোধ
" মতিলাল রায়	৮। অরবিন্দের পত্র

দাতা		প্রদত্ত দ্রব্য
শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল	৯।	ত্রিপত্র (১ম খণ্ড)
„ কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১০।	ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমীদার (২য় খণ্ড)
„ যোগেশচন্দ্র রায়	১১।	হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা
„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও	১২।	১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা (প্রথম বৎসর)
„ রাখালরাজ রায়		
শ্রীমন্নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	১৩।	বেদান্ত-দর্শনম্ (সচিত্রম্)
ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু	১৪।	স্বাস্থ্য-নীতি
	১৫।	ঐ (গার্হস্থ্য)
„ উমেশচন্দ্র দাস	১৬।	স্নেহের বাঁধন
Curator, Govt. Oriental Mawses Libray, Madras.	১৭।	The Progress of the Search for Oriental Mss. during the year 1915—1916.
Sapdt Govt. Printing India.	১৮।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Oct. 1916.
Secy. Indian Association for the Cultivation of Science.	১৯।	Proseedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol I. 1917.
Registrar, Bengal P. W. D. Sectt. Cal.	২০।	Annual Progress Report of the Supdt. Mahomedan and British Monuments, Northern Circle for the year ending 31st March 1917.
শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র	২১।	Demon Cultus in Mundari Children games.
	২২।	On North Indian Charms for Securing Immunity for the Viras of Scorpion Stings
	২৩।	North Indian Folk-Medicine for Hydrophobia and Scorpion Stings.
	২৪।	Some North Indian Charms for the Cure of Allments.
	২৫।	North Indian Incantations for Charming Ligatures for Snake-bite.

উপহারদাতা—শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

২৬। "The Crocodile in Bengali Folklore and Cult" and "A note on the Worship of the Pipal-tree in Bengal."
২৭। A note on a Cure-Charm for the bite of the Bo..a snake and the Folk-lore of the headless man in North Behar.
২৮। On some Behari Modes of Trial by Ordeal.
২৯। A Plea for Nature-study in Indian Schools.
৩০। Biography sketches of Indian Antiquarians.
৩১। An ancient Egyptian in Budhist Guise.
৩২। Some Behari Amulets.
৩৩। A Plea for Aquarium in Calcutta.
৩৪। A few Behari Folk-lore Paralles etc.
৩৫। Behari Omen's from chirping and falling of Lizard.
৩৬। Notes on the Calcutta Zoological Gardens.
৩৭। Arboriculture and Horticulture in Ancient and Mediæval India.
৩৮। Sorcery in Ancient Mediæval and Modern India.
৩৯। On some Superstitious Beliefs about the Lizard.
৪০। On Rain ceremony in the District of Murshidabad.
৪১। Notes on the Kayesthas of Bihar.
৪২। The Pea-cock in Asiatic cult and superstition.
৪৩। The Behari belief in the Efficacy of "Jackals Horns" as a Talisman.
৪৪। The supposed Maya origin of the Elaphocephalous Deity Ganesha.
৪৫। Note on the Sword-blade vow and Behari Folk-tales of the "Mann and Fuchs" Type.
৪৬। The Thunder-Myths of the Primitive Races.
৪৭। Some Behari Mantrams or Incantations.
৪৮। Further notes on Sorcery in Ancient, Mediæval and Modern India.
৪৯। The Tiger in Malay folk-lore, Proverbial Philosophy and Folk-medicine.
৫০। North Indian Children's games and Demon-cultus.
৫১। The Folk-lore of Japan.
৫২। On the Malay versious of two ancient Indian Apologues.
৫৩। A Behari nursery-story of the Bargaining Animals Type.
৫৪। Further notes on the Primitive method of Cumputing time and distance.
৫৫। The Evolution of Superstition about unlucky days and objects.
৫৬। On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.
৫৭। On some Superstitions regarding Drowning & Drowned persons.

৫৮। On North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.

৫৯। The Bear in Asiatic and American ritual and belief.

৬০। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.

৬১। Note on the use of Locusts as an article of diet among the ancient Persians.

৬২। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.

৬৩। A note on the primitive method of Computing time.

উপহারদাতা		পুস্তক
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৬৪।	Report on words, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
	৬৫।	Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal for the year 1915—16.
	৬৬।	Report of the Agricultural Department, Bengal for the year ending 30th June, 1916.
Registrar, Calcutta University	৬৭।	Calcutta University Calender, Part II. 1916.
	৬৮।	Do Do Minutes, Part II. 1916.
Supdt. Archæological Survey of India, Western circle	৬৯।	Progress Report of the Archæological Survey of India, Western circle for the year ending 31st March, 1916.
Director of Statistics. Calcutta.	৭০।	Monthly Statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, November, 1916.

(খ) পরিশিষ্ট

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী এট্-ল, ওল্ড পোষ্টাফিস্ ষ্ট্রীট্।
"	"	শ্রীকুঞ্জধর রায়চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযাদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, বহরমপুর, জিলা গঞ্জাম, মান্দ্রাস্।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, কবিরঞ্জন ৩৪৭ অপার চিৎপুর রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীতুষ্টলাল বিদ্যাবিনোদ ২০।৮ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।
"	"	বি, এন্ মুখার্জ্জী স্কোয়ার ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট্।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	মৌলভী ফজলের রহমন বি এ, স্কুল সাবইনস্পেক্টার, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
শ্রীবঙ্কুবিহারী ভাদুড়ী	শ্রীরামহরি ভড়	শ্রীক্ষিতীশকমল সেন এম্ এ ১৬।১ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ৩।২ বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, বহুবাজার।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ ৪ ব্রজনাথ দত্ত লেন, বহুবাজার।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	"	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস বি এ হেডমাষ্টার, উজানচর হাই স্কুল, ত্রিপুরা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্ "দীনধাম," ৬ দীনবন্ধু লেন।
"	"	শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত বি এস্ সি ৩৯।৩ বি সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীহৃষীকেশ মিত্র ১২২।২ অপার সার্কুলার রোড।
আবদুল করিম	"	শ্রীলালমোহন চক্রবর্ত্তী বি এল্ উকীল, জর্জকোর্ট, চট্টগ্রাম, বাণ্ডেল রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী ৯ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
„	„	কুমার শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ রায় ঐ ঐ।

নবাবিষ্কৃত 'সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি' প্রবন্ধের সারাংশ

বিগত ১৯১৬ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বড়-বাঁকী জেলার অন্তর্গত হারহা নামক স্থানে মৌখরিরাজ 'ঈশান বর্ম্মার' রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হিসাবে উহার বিশেষ মূল্য আছে। উপরিউক্ত প্রবন্ধের লেখক উহার পাঠ ও অর্থের উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিলা-লেখে মৌখরী-বংশের নৃপগণের বর্ণনা আছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার পুত্র "সূর্য্যবর্ম্মা" মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া বনমধ্যে একটি ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে পাইয়া, উহার সংস্কার করাইয়া দেন। তদুপলক্ষে বর্ত্তমান শিলালেখ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌখরিগণের এতদ্ভিন্ন আর পাঁচখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনও-টিতে তারিখ নাই; কিন্তু হারহা প্রশস্তিতে মন্দিরের পুনঃ নির্ম্মাণাব্দের উল্লেখ আছে। বিক্রমাব্দ বা মালবাব্দের ৫৮৯ সম্বৎসর অতীত হইলে উক্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। আলোচ্য লিপি দ্বাবিংশ সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এবং ত্রয়োবিংশ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রশস্তি-কারের নাম "রবিশান্তি" ও শিল্পীর নাম "মিহিরবর্ম্মা"।

২৩শ বার্ষিক, অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান"। ৫। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

„ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

„ বাণীনাথ নন্দী

„ পান্নালাল জৈন

„ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

অদ্য অত্যন্ত দুর্য্যোগ হওয়ায় উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই জন্য অদ্যকার সভাধিবেশন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রাখা স্থির হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

২৩শ বার্ষিক, স্থগিত অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্‌এ, বিএল্
„ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্ ডি
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
„ দুর্গাপ্রসন্ন সার্ব্বভৌম
„ দুর্গাদাস ভট্ট
„ প্রবোধকুমার দাস
„ মোজাম্মেল হক
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ স্বামী শুদ্ধানন্দ
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ সূর্য্যকান্ত মিত্র
„ পান্নালাল মল্লিক
„ যতীন্দ্রমোহন বসু
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ রাজেন্দ্রনাথ নন্দী
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ মন্মথনাথ রায়
„ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে
„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ মথুরানাথ মজুমদার
„ অনাথনাথ ঘোষ
„ ললিতমোহন বসু
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ
„ মাখনলাল মুখোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ শৈলেন্দ্রনাথ সেন
„ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
„ এন্ জি মুখার্জ্জী
„ লালবিহারী বসু
„ সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী
„ সুনীতিকুমার পাল
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ হরিদাস বিদ্যাবিনোদ
„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মণীন্দ্রকৃষ্ণ সাহা
„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ ভোলানাথ কোঁচ
„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ হরণচন্দ্র দত্ত
} সহকারী সম্পাদকগণ।

স্থগিত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশ। ২। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সদস্যনির্ব্বাচন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান"। ৬। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত "উপনিষৎ, তাহার সময় ও বিচার" নামক প্রবন্ধ। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) দীনেশচন্দ্র রায়, (খ) বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, (গ) সারদাগোবিন্দ তালুকদার ও (ঘ) শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

সভারম্ভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের দেশ-পূজ্য সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে বলিলেন যে, ডাঃ বসুর উপাধির আবশ্যক নাই। তিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জগন্মান্য হইয়াছেন। এ দেশে দর্শনাদি শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞানে আমরা নগণ্য ছিলাম। জগদীশ বাবু আমাদের সেই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি জগদীশ বাবুর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত এবং তাঁহার সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, সভার অনুমোদনে উপস্থিত সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই উদ্দেশ্যে একখানি পত্র পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

২। তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। (পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)।

৪। সদস্য-প্রস্তাব—কতকগুলি নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইল,—

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এ বার চৈত্র মাসে, বৎসরের প্রায় শেষ অধিবেশনে এইরূপ সদস্য প্রস্তাবের দীর্ঘ তালিকা কিছু বিস্ময়-জনক। এই সকল ব্যক্তি সদস্য-পদ গ্রহণে ইচ্ছুক কি না, না জানিয়া তাঁহাদিগকে সদস্যরূপে প্রস্তাব করিয়া পরিষদের কতকগুলি অর্থ অযথা ব্যয় করা উচিত মনে করি না। আর বর্ষশেষে নাম প্রস্তাব

করিলে তাঁহারা মাত্র এক মাসের জন্ত চাঁদা দিয়াই সারা বর্ষের বা পূর্ব্বতন সদস্তগণের ন্তায় সমান অধিকার পাইবেন, ইহাও সমীচীন নহে। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, এই দীর্ঘ সদস্ত নাম-সম্বলিত প্রস্তাবগুলি অন্ততঃ এই মাসের জন্ত স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুযায়ী এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সদস্তগণ প্রস্তাবিত হইলেই তাঁহারা সদস্ত হইলেন না, যিনি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং প্রবেশিকাস্বরূপ এক টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাকেই সদস্তরূপে গ্রহণ করা হইবে। আরও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলে মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু বলিলেন যে, মাত্র এক মাস কালের জন্ত সদস্ত হইয়া তাঁহারা অন্ততঃ ভোট দিবার অধিকারী না হন, ইহাই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিলেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, ইহাও প্রচলিত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ, এই জন্ত গ্রহণীয় হইতে পারে না। যদি খগেন্দ্র বাবু বা মন্মথ বাবু প্রস্তাবটি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর অন্তর্গত করিয়া উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে উহা আলোচিত হইতে পারে। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হয়। বহু সদস্তের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সদস্ত-প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়ায় উহা গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের মতে কবি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পুরাণাদির অনুমোদিত। উপাখ্যানভাগের অনেকগুলিই কোন না কোন পুরাণ হইতে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতের ৫য় স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ভৃগু মুনির যজ্ঞ রচনায়, দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে, শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনায়, সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহ-ত্যাগে (শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্দ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ) সতীদেহ-স্কন্ধে শিবের নৃত্য (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১০ম অধ্যায়), হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশে ও হর-কোপানলে মদন ভস্ম ব্যাপারে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এইরূপ মৎস্তপুরাণ হইতে গণেশের এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা সঙ্কলিত হইয়াছে। পতিব্রতা-মাহাত্ম্যকথনে মহাভারতের বনপর্ব্বের অংশবিশেষের সার-সঙ্কলন করা হইয়াছে। ইত্যাদি।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—অষ্টম অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি সদস্য নির্ব্বাচন প্রস্তাবটি পুনরুত্থাপন করিতেছি।

সদস্য নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ১৩(ক) ধারা অনুসারে অনুপস্থিত সদস্য অন্য সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু কোন উপস্থিত সদস্য তাহার সমর্থন না করিলে, সেই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। সেই কারণে আমি প্রস্তাব করি যে, উপস্থিত প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা পুনঃ পঠিত হউক। কোনও উপস্থিত সদস্য কর্ত্তৃক উহা সমর্থন করার পর, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সকল সদস্য গৃহীত হউক এবং এই ভাবে সমর্থিত হইবার কালে আপত্তি করিলে সেই সকল নাম প্রস্তাব স্থগিত থাকিতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু প্রথমে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারকার প্রস্তাবটি নূতন এবং ইহা আলোচিত হওয়া সদস্যগণের অভিপ্রায়-সাপেক্ষ। সদস্যগণ ঐ ভাবে অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হয়।

প্রস্তাবিত নামতালিকা একে একে পঠিত হইবার কালে অনেক নামের মূল সমর্থনকারী উপস্থিত না থাকায় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কেহ না কেহ সেই সেই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলেন, কিন্তু যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার সময় অনেকগুলি নাম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পৃথক্ পৃথক্ভাবে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এক এক আপত্তি করিলেন ও সেই সেই নামের প্রস্তাবগুলি আপত্তির জন্য স্থগিত রহিল, বাকীগুলি গৃহীত হইল।

নবম মাসিক অধিবেশনের প্রথম কয়েকটি কার্য্য উক্ত অষ্টম মাসিক অধিবেশনে যথারীতি সম্পাদিত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "উপনিষৎ ও তাহার কাল" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইল এবং প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

উপহৃত পুস্তক ও পুঁথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১। প্রাচীন ভারত
" শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা	২। ছত্রভঙ্গ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র	৩। স্বামীর ভিটা
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত	৪। বিবাহ-বিপ্লব
„ রাজকুমার বসু	৫। কবি কালিদাস
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	৬। অঙ্কপুস্তক
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু	৭। পৃথ্বীরাজ
„ রাজকুমার বসু	৮। রামায়ণ-কাহিনী
„ নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	৯। শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা
„ সত্যচরণ শাস্ত্রী	১০। ভারতে অলিক্সন্দর
	১১। র্যালিয়াৎ ক্লাইভ
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। কয়েকটি প্রবন্ধ
„ সূর্য্যপ্রসন্ন রাজপেয়ী	১৩। মালা
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ	১৪। প্যারীচরণ সরকার
	১৫। দ্বিজেন্দ্রলাল
	১৬। তর্পণ
	১৭। শান্তি
	১৮। ইলিয়াডের গল্প
	১৯। অডিসির গল্প
„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	২০। অশ্রুকণা
„ নিশিকান্ত বসু রায়	২১। বাপ্পারাও
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২২। সাধুচরিত
	২৩। ব্রাহ্মণ-কণ্ঠাভরণ
	২৪। শান্তি-রহস্য
সম্পাদক, মেদিনীপুর-শাখাপরিষৎ	২৫। মেদিনীপুর শাখাপরিষৎ-শাখার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গীত।
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	২৬। Report on the Administration of Bengal. During 1915—16.
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	২৭। Map of Calcutta.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৮।	Labour-Room Clinices, being Aids to Midwifery Practice.
Officer-in-Charge, Bengal Secty. Book Depot.	২৯।	Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1615—16.
	৩০।	Bengal District Gazetteers. Rajshahi Vol. XXXIII.
Supdt, Govt. Printing, India.	৩১।	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December, 1916.
Registrar, Calcutta University	৩২।	Calcutta University. Minutes Vol. LX. Part III 1916.

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	মৌলবী কাজি ইমদাদুল হক বি এ, বি টি হেড মাষ্টার, ট্রেণিং স্কুল, ২৮ কনভেন্ট রোড, ইটালী।
"	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ইন্‌কাম্ ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, উকীল ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেসিয়ার, মিউনিসিপাল আফিস, বরাহনগর।
শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীযজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী এল্ এম্ এস্ বারাসত, চন্দননগর।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মৌলভী আবদুল মালিক চৌধুরী লাবান, শিলং।
"	"	মুন্সী মোহম্মদ শরাফৎ আলী লাবান, শিলং।
"	"	মুন্সী তোরাবদ্দিন আহম্মদ পাঁড়াদহ, পোঃ তালগাছী, পাবনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ এম্ এব্ রার আনসারী কুড়মান, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীকরুণানিধান দত্ত গুপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ২৪ পরগণা।
"	"	মৌলভী মহম্মদ জাহেদ ৪২ বৈঠকখানা রোড।
"	"	মুন্সী নবাব জান C o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন, উকীল, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ ৬০ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
"	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ ৪০ গোরস্থান রোড, কড়েয়া।
"	"	মুন্সী সেখ আবদুল রহমান ২৩ নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলিকাতা।
"	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপধ্যায় ৯৪ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীচুণীলাল পাল বি এ ৮ রাজার গলি।
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু	"	শ্রীভবানীচরণ চক্রবর্ত্তী ৩ ঈশ্বর মিল বাই লেন, রামবাগান।
"	"	শ্রীরাধিকানাথ সাহা ১৬ লক্ষীকুণ্ড, বেনারস।
শ্রীশ্যামাপদ রায়	"	শ্রীকৌমারীশচন্দ্র রায় সেক্রেটারী, মসিগ্রাম পবলিক লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান।
"	"	শ্রীব্রহ্মপদ সিংহ গ্রাম ভূমিহর, পোঃ মীর্জ্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি ৪৪ পুলিস হস্পিটাল্ রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীশ্যামাপদ রায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগুণাকর মুখোপাধ্যায় বীরভূম, সানঘাটা রোড, রামপুর হাট।
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়	„	শ্রীশশিভূষণ দাশ বিদ্যারত্ন, বিদ্যার্ণব কুমিল্লা।
„	„	শ্রীকমনীয়কুমার সিংহ সম্পাদক, ত্রিপুরাহিতৈষী, কুমিল্লা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসরোজবন্ধু মিত্র ৪২।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।
„	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীদেবশঙ্কর সেনগুপ্ত ১ তরিক্ লেন।
„	„	শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সেন এম্ এ ৯৮।১ মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১।২ গৌরলাহা ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় বীণাপাণি লাইব্রেরী, মল্লারপুর, বীরভূম।
„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী বেতাগরী, ময়মনসিংহ।
„	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বি এ রায়পুর হাউস, ৮২ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
„	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীভীমাপদ ঘোষ এম্ এ হেডমাষ্টার, কান্দী রাজস্কুল, কান্দী।
„	„	ডাঃ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সেন এল্ এম্ এস্ কান্দী।
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীঅজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ৪২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীকুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বি এ, এম্, আর, এ এস্, ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীগিরিজাভূষণ ঘোষাল এম্ এ ইণ্টারপ্রেটর, চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপশুপতি পাল সাং রাগুতা, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি দক্ষিণেশ্বর, এড়িয়াদহ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ওভারসিয়ার দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি তেলিনীপাড়া, হুগলী।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেরেস্তাদার, মুন্সেফকোর্ট, হাজীপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীভূষণচন্দ্র নাগ বি এ হেডমাষ্টার, এইচ্ ই স্কুল, হাজিপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, উকীল ভাইস্ চেয়ারম্যান্, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, সারান, ছাপরা।
"	"	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ এডিটর অফ লোক্যাল একাউণ্টাণ্টস্ বেহার এণ্ড উড়িষ্যা, মতিহারি, চাম্পারান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগুরুদাস সরকার	কুমার শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ কাশীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৪৪ জেলেটোলা লেন।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ প্রোফেসর পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক ২২ মীরজাফর্স লেন।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীবিজয়রঞ্জন ঘোষ বি এ ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।
”	”	শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৪৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।
”	”	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
”	”	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, নায়েব কান্দি রাজ এষ্টেট, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
”	”	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল্ মুন্সেফ, ককস্‌বাজার, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার কুড়্মগ্রাম, বীরভূম।
”	”	শ্রীরামলাল ঘোষ লাহিড়িয়া সরাই, দ্বারভাঙ্গা।
”	”	শ্রীযোগীন্দ্রমোহন সিংহ পাঁচঘরা, জনাই, হুগলী।
”	”	শ্রীদুর্গাদাস অধিকারী বি এল্ উকীল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
”	”	শ্রীঅখিলীকুমার দত্ত এম্ এ প্রোফেসর মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
”	”	শ্রীসতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর।
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমাখনলাল মৈত্র হরিপুর, পাবনা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ২৪ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর।
”	”	মুন্সী গাজী আদম আহম্মদ ৫১ডি আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	”	শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সোনারপুর, বেনারস সিটি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরমণীকান্ত সেন ধুবড়ী, আসাম।
„	„	শ্রীদামিনীকান্ত চৌধুরী H. K. Hostel, রাজসাহী।
„	„	দি কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালোর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„	শ্রীনীরদবিহারী মল্লিক বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ ১৩ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল
„	„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেন্ট, মেসার্স গ্রেহাম এণ্ড কোং।
„	„	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু "দীনধাম", ৬ দীনবন্ধু লেন।
„	„	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ ১ ভাসুকপাড়া লেন।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মহম্মদ আজিজল হক্ বি এল্ কৃষ্ণনগর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী এম্ এ, বি এল ৬৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল ৫ হাজরা রোড।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মনোহরপুরগড়, পোঃ দাঁতন, মেদিনীপুর।
„	„	মহারাজকুমার শ্রীজগদীশনাথ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।
„	„	কুমার শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় রাজগঞ্জ, দিনাজপুর।
„	„	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	অধ্যাপক শ্রীচুনীলাল দে এম্ এ কটন কলেজ, গৌহাটী।
"	"	অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত বরাট এম্ এ কটন কলেজ, গৌহাটী।
"	"	অধ্যাপকশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজ, গৌহাটী।
"	"	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ জর্জটাউন, এলাহাবাদ।
"	"	শ্রীরামশঙ্কর রায়, উকীল চৌধুরীবাজার, কটক।
"	"	পণ্ডিত শ্রীরামাধীন অবস্থী ১২ বারাণসী ঘোষের ২য় লেন।
"	"	শ্রীবনবিহারী পালিত, উকীল চৌধুরী বাজার, কটক।
"	"	শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ ২ আনন্দ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুর রাজবাটী, আসাম।
"	"	শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, চিত্রকর ৩০ বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল উকীল, ৪৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	কুমার শ্রীমন্মথনাথ দেব বালেশ্বর, রাজবাটী।
"	"	শ্রীনন্দলাল রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু ৭১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশরৎকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্ ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মিঃ এস্ সি সেন, ফটোগ্রাফার হাথুয়ারাজ, হাথুয়া।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদক পল্লীবাসী, হাওড়া।
"	"	শ্রীলাল কাব্যতীর্থ জৈনহিতৈষিণী সংস্থার মন্ত্রী, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী কায়স্থ-সভার কার্য্যাধ্যক্ষ, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, দেওয়ান হাথুয়ারাজ, হাথুয়া।

২৩শ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশন

১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
" চিরঞ্জীব লাহিড়ী
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বিএ
" পান্নালাল মল্লিক
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বসু
" শরৎচন্দ্র গুপ্ত
" ললিতমোহন বসু
" নরেন্দ্রচন্দ্র দেব
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" বাণীনাথ নন্দী
" অজয়চন্দ্র সরকার
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" গিরিশচন্দ্র দত্ত
" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

১৩২৪ বৈশাখ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সংগৃহীত।

গত বর্ষের জের—	৮৮১/০	জের—	১০৫৩/০
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০৲	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	২৲
„ বোধিসত্ত্ব সেন	৫০৲	„ পূরণচাঁদ নাহার	২৲
„ অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়	২৲	„ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন	২৲
„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার	২৲	„ হেমচন্দ্র মিত্র (খ)	২৲
„ প্রবোধচন্দ্র রায়	২৲	„ রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ	২৲
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲	„ সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৲
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	২৲	„ নন্দলাল সিংহ	২৲
„ কালীপদ বসু	২৲	„ কবিরাজ গণনাথ সেন	২৲
„ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲	„ পঞ্চানন মিত্র	২৲
„ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী }	২৲	„ নন্দলাল রায় চৌধুরী	২৲
„ জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী }		„ রসিকরঞ্জন ঘোষ	২৲
„ প্রমথনাথ বিশ্বাস	২৲	„ মন্মথনাথ সেন	২৲
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲	„ যতীন্দ্রনাথ সেন	২৲
„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲	„ নরেন্দ্রনাথ বসু	২৲
	১০৫৩/০	„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২৲
			১০৮২/০

ভ্রম-সংশোধন—২৩শ, ৪র্থ সংখ্যার এই হিসাবে সাহায্যকারী মহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম ভ্রমক্রমে অশুদ্ধরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই জন্য আমরা দুঃখিত। তালিকার ১ম পৃঃ—জে এম রায় (ভাগলপুর) স্থলে—নরেন্দ্রনাথ রায় (ভাগলপুর) হইবে। জে এম রায় রায়পুর স্থলে যতীন্দ্রমোহন রায় (রায়পুর) হইবে। জানকীনাথ রায় (মালদহ) স্থলে রামকিঙ্কর রায় হইবে।

তালিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—জে এন্ বসু (কটক) স্থলে জানকীনাথ বসু (কটক) হইবে, এস্ সি ভট্টাচার্য্য (মঙ্গলাবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মঙ্গলাবাজার হইবে, আর সি মিত্র (সদরবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র মিত্র (সদরবাজার) হইবে; বি কে মিত্র স্থলে বিজয়কেশব মিত্র হইবে।

তালিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায়—যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (বরাহী) স্থলে যতীন্দ্রনাথ সিংহ (বরাহী); যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (শ্রীহট্ট) স্থলে যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত (শ্রীহট্ট) হইবে; নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় স্থলে নরেন্দ্রকিশোর রায় হইবে; কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থলে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

—0—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mitra at the "Visvakosha Press",
9, Visvakosha Lane, Baghbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩, তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সভ্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা [illegible]

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, শুদ্ধি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য

Pinhey Memorial Medal.

The Hyderabad Archæological Society, on the 21st April, 1916, decided that a Gold Medal be instituted to commemorate the memory of Sir Alexander Pinhey, K.C.S.I., C.I.E., the Founder and first President of the Society.

Regulations.

(1) The 'Pinhey Memorial Gold Medal' shall be awarded triennially for the best work on Deccan Archæology or History, in accordance with the subjoined conditions.

(2) The competition shall be open to scholars in any part of the world.

(3) Competitors shall submit a thesis on any subject chosen by themselves relating to Deccan Archæology or History. The thesis should be an unpublished work, or, if published, it should not have been published more than two years before its submission for the Pinhey Medal.

(4) Theses for the first competition will be received up to the end of October 1918, and subsequently in the October of every third year, *i. e.*, in October 1921, 1924, and so on.

(5) If the selected thesis is an unpublished work, the Society, at the recommendation of the Council, shall have the right to publish it in the Society's *Journal.*

(6) If in the opinion of the Council none of the theses submitted in any year are of special value, the Medal shall not be awarded in that year.

(7) If thesis is written in any language other than English,

The English Works Of

Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

The Amrita Bazar Patrika.

2. Epochs of Civilization—Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose ennunciates in this book a theory of Civilization······which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

The Modern Review.

3. A History of Hindu Civilization under British Rule—Vols. I and II (Vol. III. out of print)—Price Rs 5.

A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit—*The Times.*

4. "The Root cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

The Indian Review.

5. "Essays and Lectures"—Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume···display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

The Hindusthan Review.

Apply to W. Newman & Co

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

(১৩২৪ ১২ই আষাঢ় হইতে ২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত)

১৩২৪।	১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সংগৃহীত	১০৮২৴০
	শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০৲
	" কুমার কৃষ্ণদত্ত	২০৲
	" ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার	৫৲
	" কুমার নগেন্দ্রনাথ লাহা	৫৲
	" মণিমোহন সেন	২৲
	" নবীগোপাল দে	২৲
	" রাখালরাজ রায়	২৲
	" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত	২৲
	" শ্রীনাথ সেন	২৲
	" রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	১৲
		১২২৩৴০

শ্রীরামকমল সিংহ

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঙ্কলিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্ত জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্যপক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২।০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গৌরপদতরঙ্গিণী

সম্পাদক পণ্ডিত ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র,—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৭৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে। পুস্তক কীটদষ্ট ও ছেঁড়া।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩৷১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড, মূল্য সদস্য পক্ষে ৷০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

•২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৷০।

•৪। ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄১০, সাধারণ পক্ষে ⁄০।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৶০, সাধারণ পক্ষে

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। শ্রীমদ্‌ভাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷৽।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৽, সাধারণ পক্ষে ৵৽।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১।৽।

*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৽, সাধারণ পক্ষে ৵৽।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ।৵৽।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২৷৽।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৷৽।

*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২৷৽।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৲।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ৷৽।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵৽, সাধারণ পক্ষে ।৵৽।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৵৽, সাধারণ

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

•৩৪। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ৷৵০।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৵০।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা৹, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৫॥০।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

•৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ৷৵০, সাধারণপক্ষে ১।০।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৪৩। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥৴০, সাধারণ পক্ষে ১৵০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণের পক্ষে ॥৵০।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।৴০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুঁথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৫১। সরফল-মোহাকরীণ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⅟০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৫৩। তীর্থ ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৫। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৶, সাধারণ পক্ষে ৷০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৶০।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের সকল আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে, সদস্যগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০৫ হইতে ১৩২০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ১৷০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩৲ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

আসামের পত্র-পত্রিকা*

যে প্রদেশের সাময়িক পত্রের বিবরণী লিখিত হইতেছে, তাহার একটি মাত্র জেলা—গোয়ালপাড়া—মোসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হওয়াতে ইহা বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অপর পাঁচটি জেলা—কামরূপ, দরাং, নৌগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর—প্রায় সপ্ততি বর্ষ পরে ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতের ভাগ্য-বিধাতা। ব্রহ্মদেশীয়গণ আসিয়া আসাম অধিকার পূর্ব্বক এই অঞ্চলে প্রবল দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে এবং ব্রিটিশ-সীমান্তঃপাতী কোনও কোনও স্থান আক্রমণ করাতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪ খৃঃ অব্দে) ঘোষিত হয়। দুই বৎসর কাল ঐ যুদ্ধ চলে—সেই সময়ের মধ্যেই আসাম-প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮২৬ অব্দে 'ইয়াণ্ডাবু'র সন্ধি দ্বারা নিম্ন-ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে আসাম-প্রদেশটিও ব্রহ্মরাজ ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। সমগ্র আসামদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর, এই দুইটি জেলা বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা মাত্র কর দিবার সর্ত্তে আহোম-রাজের শাসনাধীনেই রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৮ অব্দে শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা ও নির্দ্ধারিত করের অনাদায় হেতুতে ঐ দুই জেলাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়া পড়ে।

উপরিলিখিত ইতিহাসটুকু না জানিলে আসামে সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন কত সত্বর হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে না। বঙ্গদেশ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের দখলে আইসে—তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয়। কিন্তু আসাম-প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবার মাত্র ২০ বৎসর পরেই আসামের সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটুকুতেও প্রকৃত কথা বলা হইল না। 'অরুণোদয়' শিবসাগর হইতে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়—সেই শিবসাগর মাত্র ৮ বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়াছিল।

কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থে ইহার কারণও অবধারণ করা কর্ত্তব্য। একটা আমের আঁটি পুতিয়া চারা জন্মাইয়া, তাহা হইতে ফললাভ করিতে কত সময়ের প্রয়োজন! আর কলমের গাছ হইতে ফল পাইতে কতক্ষণ! ফলতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে, শাসন-কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিতে, সর্ব্বোপরি এতদ্দেশে কি প্রকারে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তদর্থে উপায় উদ্ভাবন করিতে ইংরেজের কত

---

* এ স্থলে 'আসাম' অর্থে প্রকৃত আসাম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মাত্র বুঝিতে হইবে। [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১০ম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল]।

বেগ পাইতে হইয়াছে। আর যখন আসাম অধিকৃত হইল, তখন ঐ সকল উপায় সম্যক্ অবধারিত ছিল—কেবল প্রয়োগ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহারই অপেক্ষা ছিল।

যাঁহারা অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম পত্রিকার প্রচারক—সেই মিশনারী মহাত্মগণের সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন।* ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তান (পশ্চাৎ জেনারেল) জেন্‌কিন্‌স্ আসামের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি এখানে আসিয়াই বঙ্গদেশস্থ ইংলিশ ব্যাপ্টিস্ট মিশনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগকে আসামে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা নবার্জ্জিত প্রদেশে আসিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রহ্মদেশে অবস্থিত আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্ট মিশন সম্প্রদায়কে আসামে যাইতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহারা তজ্জন্য প্রস্তুতই ছিলেন; কেন না, আমেরিকায় তাঁহাদের যে বোর্ড ছিল, তাহার সভ্যগণ দীর্ঘকাল হইতেই উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী শান-রাজ্যসমূহে—তথা তিব্বত ও চীনদেশে—সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন। তাই ব্রহ্মদেশস্থ আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদরী ব্রাউন (Brown) ও কটার (Cutter) সস্ত্রীক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া নৌকায় ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সদিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। "সদিয়া" আসামের পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তবর্ত্তী ষ্টেশন—চীন-সাম্রাজ্য ঐ স্থান হইতে অদূরবর্ত্তী, তাই মিশনরীগণ সদিয়াতে তাঁহাদের প্রথম আড্ডা স্থাপন করিলেন। অব্যবহিত পরেই পাদরী ব্রন্‌সন্ (Bronson) সস্ত্রীক আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই "জয়পুর" নামক স্থানে নূতন প্রচারক্ষেত্র সংস্থাপন করেন। ১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারী মাসে খাম্‌তিরা সদিয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিপ্রয়োগ পূর্ব্বক স্থানটিকে বিধ্বস্তপ্রায় করাতে তত্রত্য পাদরীগণ সদিয়া চিরতরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক "জয়পুরে" আসিয়া সমবেত হইলেন। এই জয়পুরে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৯ অব্দে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। তাহাতে শান, খাম্‌তি, সিংফো ও নাগা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পুস্তকাদি ইংরেজী ও বাঙ্গালা হরফে মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম ১৮৪১ অব্দে নিধিরাম নামক একজন অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করেন—তিনি অসমীয়া ভাষায় ধর্ম্ম-সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া পাদরীগণের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যাহা হউক, জয়পুরের আব্‌হাওয়া মিশনারীগণের সহ্য হইল না—বিশেষতঃ জয়পুরে চা-ক্ষেত খুলিলে জনতা খুব হইবে—এই আশায়ই এ স্থলে আড্ডা স্থাপন হইয়াছিল; কিন্তু সেই আশা ফলবতী হয় নাই। তাই ১৮৪১ অব্দে জয়পুর ছাড়িয়া শিবসাগরে আসিয়া তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইলেন। এত দিন তাঁহারা নানা বিভীষিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন—

---

* এতদ্বিষয়ক বিবরণ ১৯১১ খৃঃ অব্দের আসাম ব্যাপ্টিস্ট মিশনরী কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট হইতে অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্টে সন-তারিখের নানা গোলযোগ আছে, এ স্থলে যথাসাধ্য তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

এ স্থানে আসিয়া তাঁহারা শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮৪৩ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ১৮৪৫ অব্দে অপর একটি ছাপাখানাও শিবসাগরে সংস্থাপিত হইল।

অসমীয়া ভাষায় প্রচারিত প্রথম পত্র অরুণোদয় সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে অসমীয়া ভাষা এই মিশনারী সম্প্রদায়ের নিকটে কীদৃশ ঋণী, তাহা প্রদর্শনার্থে এ স্থলে ঐ ভাষার তদানীন্তন অবস্থা বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। সমাজ ও রাজাধিকার—এই দুইএর উপরেই প্রধানতঃ ভাষার ঐক্যানৈক্য নির্ভর করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসিবর্গ বঙ্গীয় সমাজ হইতে পৃথক্ অবস্থিত এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভিন্ন রাজত্বের অধিকারভুক্ত থাকাতে এখানে অসমীয়া ভাষার একটা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল। কেবল গোয়ালপাড়া জেলা বাঙ্গালার অধীন থাকায়, ইহাতে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল—অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে ইহার ভাষা বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আসামের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন কিয়ৎকাল—প্রায় ১০ বৎসর—আহোম-শাসনরীতিই এই স্থলে অনুসৃত হইয়াছিল—এখানকার কথাবার্ত্তার ভাষাতেই রাজকীয় কাজকর্ম্মও চলিয়াছিল।

তার পর ক্রমশঃ যখন বঙ্গদেশের ন্যায় এই নববিজিত স্থানেও আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্যালয়াদি খুলিবার প্রয়োজন হইল, তখন বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে লোকজন আনিয়া সরকারি কর্ম্মে ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ ও পণ্ডিতবর্গ দেখিলেন যে, আসামের—বিশেষতঃ গৌহাটি অঞ্চলের—ভাষা রঙ্গপুর গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী জেলাগুলির ভাষারই অনুরূপ; তাই ঐ সকল স্থানের কথোপকথনের ভাষার ন্যায় এই আসামের ভাষাকেও বাঙ্গালারই একটা উপভাষা মনে করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই উপদেশে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভাষায় সরকারী কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাও বাঙ্গালা ভাষায় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি আইন-আদালতে ও স্কুল-পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইল।*

এই ব্যবস্থা বহু দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। যখন সার্ জর্জ ক্যাম্বেল্ বঙ্গের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন, তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আসামের আদালতে ও পাঠশালায় অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তনের আদেশ দেন। তৎপরে হাই ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে

---

* কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবগণ কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহারা তৎকালে পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের অধীন বাঙ্গালীদের দ্বারা বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থও রচনা করাইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে একটি উদাহরণও সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কামরূপের প্রথম ডেপুটি কমিশনর (১৮৩৫-৪০ খৃঃ) কাপ্তান মেথি সাহেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁর পেশ্কার শ্রীহট্টনিবাসী মোন্সী জয়গোপাল রায় "বিদ্যোদয়" নামক একখানি বৃহদায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন হইল, ঐ পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়াতে উহার মুখবন্ধ হইতে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

বঙ্গভাষা চলিয়াছিল; সার হেনরি কটনের আমলে ঐ সকলেও অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বা সার হেনরি কটনের কত পূর্ব্বে এই বৈদেশিক মিশনারীগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক অসমীয়া ভাষায় পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা প্রচার করিয়া এবং ব্যাকরণ রচনা করিয়া ও অভিধান সঙ্কলন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আসামবাসীদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় যে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, এ কথা তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্ট কিংবা বঙ্গদেশবাসী অথবা বিদেশীয় মিশনারী প্রভৃতি কেহই জানিতেন না। অসমীয়া ভাষা যখন একটা উপভাষা মাত্র বলিয়া সরকার বাহাদুরের—তথা প্রতিবেশী বাঙ্গালীর নিকটে অবজ্ঞাত হইতেছিল, তখন এই মিশনারী মহাত্মগণ ইহাকে সমাদর করিয়া না রাখিলে ইহার অস্তিত্ব আজ সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইত। ব্রহ্মদেশীয়দের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও অবসাদপ্রাপ্ত অসমীয়া-সমাজ ব্রিটিশ সুশাসনের শান্তিতে মুগ্ধ হইয়া তখন যেন প্রসুপ্ত ছিল—তাই মাতৃভাষার এই সঙ্কটের দিনেও দীর্ঘকাল তাহাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই—মিশনারীগণের কার্য্যারম্ভের বহু পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য" (A few Remarks on the Assamese Language) অভিধেয় একটি ইংরেজী নিবন্ধে আসামের সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীতে উচ্চ-শিক্ষিত দেশহিতৈষী মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মাতৃভাষার প্রচার সমর্থন করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলিতে পারি যে, মুদ্রাযন্ত্র বা পুস্তক ছাপান, কিংবা সংবাদপত্র প্রচার, পাশ্চাত্য ধরণে ব্যাকরণ লেখা বা অভিধান সঙ্কলন, এগুলি এক প্রকার বিদেশেরই জিনিষ—বৈদেশিক-গণই এ সকলের প্রবর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক—যেমন বঙ্গদেশেও ঐগুলি মিশনারী সাহেবেরাই সর্ব্বাদৌ করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে মিশনারীগণ বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের খবর পাইয়াছিলেন—বাঙ্গালীরা আপন মাতৃভাষার চর্চ্চা নানাপ্রকারে তখনও খুবই করিত—মিশনারীগণ বাঙ্গালীদিগকে তখনও সাহায্যকারিরূপে পাইয়াছিলেন—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও বঙ্গভাষার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু আসামে তাদৃশ সাহায্য বা উৎসাহ এই মিশনারীগণ পান নাই—তাঁহারাই অসমীয়া ভাষাকে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা আসামবাসিগণের চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন, তাঁহাদের ঋণ আসামবাসীর পক্ষে অপরিশোধ্য। বঙ্গদেশে মিশনারীরা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র না খুলিলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু যদি আসামে ইঁহারা না আসিতেন, তবে অসমীয়া ভাষাটি আজ নামশেষ মাত্র হইত, এ বিষয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এখন যথাসম্ভব পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। 'অরুণোদই' (অরুণোদয়)—এত ক্ষণ ইহারই কথা প্রকারান্তরে বলিয়া আসিতে-

ছিলাম। ইহা 'সচিত্র' মাসিক পত্রিকা ছিল—কিন্তু ইহার "সম্বাদ-পত্র" এই বিশেষণ ছিল। ফলতঃ সর্ব্বাদৌ ইহাতে 'অনেক দেশের সংবাদ' থাকিত। ১৮৪৬ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহাই সর্ব্ব-প্রথম অসমীয়া পত্রিকা হওয়াতে আসামে এখনও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে 'অরুণোদয়' সংবাদ-পত্রের প্রতিশব্দরূপে চলিত আছে।

'অরুণোদয়' নামের সঙ্গে বঙ্গদেশের একটু সম্পর্ক আছে। আসামের মিশনারীগণের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় মিশনারীদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। ঠিক্ যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড্ লালবিহারী দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত অরুণোদয় সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়, * সেই সময়েই আসামেরও এই 'অরুণোদয়' প্রচারিত হয়।

মিশনারী মহাত্মগণ অরুণোদয় প্রভৃতি প্রচার দ্বারা অসমীয়া ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভাষাটিকে নিজের পসন্দমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের খবর রাখিতেন না—তাই কথোপকথনের ভাষা যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন এবং বর্ণ-বিন্যাস তাঁহাদের সুবিধা-মতে যাদৃশ উচ্চারণ, তাদৃশই করিতেন। তাঁহাদের অবলম্বিত বানান-রীতিকে ইংরাজীতে ফনেটিক্ স্পেলিং বলে এবং পাদরী ব্রন্সন্ অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম যে অসমীয়া-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন, তাহাতে অসমীয়া বর্ণমালার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, স্বরবর্ণ হইতে দীর্ঘ ঈ, ঊ এবং ঋবর্ণ তাঁহারা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ঙ, ছ, ঝ, ণ, ব, য, শ ও ষ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঙএর কাজ ঙ দ্বারা চালাইতেন, 'ছ', 'ঝ'এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'চ' 'জ' ব্যবহৃত হইত; দন্ত্য ন ও দন্ত্য স দ্বারা ণ ও শ-ষএর কাজ কুলাইত। 'য'এর কাজ 'জ' দ্বারা চলিত, কিন্তু 'য়' রাখিয়াছিলেন। স্বরবর্ণে হ্রস্ব ই উ দ্বারা ইবর্ণ ও উবর্ণের কাজ চলিত এবং ঋকারের স্থলে 'রি' ব্যবহৃত হইত। বিসর্গকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সংযুক্ত বর্ণেও অনেক বাদ পড়িয়াছিল। যথা—জ্ঞ স্থলে 'গ্য', 'ক্ষ'স্থলে 'খ্য' এইরূপ লেখা হইত।† ইহাতে ভাষার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ আসামবাসী অনেকে—যথা, আসাম-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী থাকে, তাহাতে আছে "প্রথম সচিত্র পত্রিকা—পাক্ষিক অরুণোদয়—১৮৫৬ অব্দ।" পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ (১৩০৪), ২য় সংখ্যায় বঙ্গীয় সংবাদপত্রের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুইখানি "অরুণোদয়ে"র উল্লেখ আছে—এক বর্ণিত লালবিহারী দে-সম্পাদিত, অপর গঙ্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়খানির সঙ্গে মিশনারীদের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

† অবগত হইলাম যে, এইরূপ চেষ্টা যে কেবল আসামেই পাদরীরা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বঙ্গদেশেও বাঙ্গালা ভাষাটা এই রীতিতে লিখিবার জন্য উদ্যম হইয়াছিল—বাইবেলের এক বঙ্গানুবাদ নাকি এতাদৃশী রীতিতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিলাসিনী-প্রবর্ত্তক ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী, ৺হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺গুণাভিরাম বরুয়া প্রভৃতি যখন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই বিপদ্ কাটিয়া গেল—উচ্চারণ যেরূপই হউক না কেন, বানান সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল। তথাপি অরুণোদয় সুদীর্ঘ কাল আসামে একমাত্র 'সংবাদপত্র'রূপে প্রচারিত হওয়াতে এবং পাদরী ব্রন্‌সনের সেই অভিধানখানি বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র মুদ্রিত অসমীয়া অভিধানরূপে প্রচলিত থাকাতে সাধারণের মধ্যে বানানবিষয়ক স্বাভাবিক অনবধান কিয়ৎপরিমাণে যে বর্দ্ধিত না হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

'অরুণোদয়ে' কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজকাল অসমীয়া লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তক ও পত্রিকাদিতে যেরূপ অপরের দুর্বোধ্য ধরুয়া কথা ও বাগ্‌ধারা (ইডিয়ম্) চালাইতেছেন, বিদেশাগত মিশনারিগণ তেমনটা পারেন নাই। তাই বানান-পদ্ধতি অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের রচনা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। তাঁহারা অপর একটি বিষয়েও সাবধান ছিলেন—'তবর্গ' ও 'টবর্গে' তাঁহারা তেমন গোল বাধান নাই—যেমন অসমীয়াগণের মধ্যে অনেকে করিয়া থাকেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সাহেবেরা স্বয়ং তবর্গ ও টবর্গ মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম বলিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং অরুণোদয়ের পরিচালকগণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই "ভার্ণাকুলার" শিক্ষা করিয়া আসাতেও বোধ হয়, দন্ত্য মূর্দ্ধন্য প্রভেদ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

অরুণোদয়ের প্রথম আট বৎসরের অসম্পূর্ণ কতিপয় সংখ্যা আমরা পড়িবার সুবিধা পাইয়াছি—তাহা হইতে কয়েকটি সংবাদ এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে; সংবাদগুলি সমস্তই বাঙ্গালার সংবাদপত্র ও পত্রিকা-বিষয়ক। ইহাতে এক দিকে যেমন অরুণোদয়ের বানান ও ভাষার নমুনা দেখা যাইবে, অপর দিকে বঙ্গীয় পত্র-পত্রিকারও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

অরুণোদয়—জুলাই ১৮৫৬

"শ্রী*বাবু ব্রজনাথ সরকারে কলিকাতা নগরত বার্ত্তাদর্শক নামেরে এখন নতুন সম্বাদপত্র চাপিবলৈ আরম্ভন করিচে।" (চ=ছ) "বঙ্গালত থকা কোনো কোনো বঙ্গালি পিয়ানি (জ্ঞানী) লোকে ফ্রি ইন্‌কোয়ারের নামেরে এখন নতুন সমাচারদর্পণ চাপিবলৈ ধরিচে।" (সমাচার-দর্পণ সংবাদপত্রের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বোধ হয়, অন্ততঃ মিশনারী-সমাজে)

অরুণোদয়—আগষ্ট ১৮৪৬

"কলিকতাত কোনো বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রসাদ পুরান নামে এক নতুন সমাচারদর্পন চাপিবলৈ ধরিচে।" ('প্রসাদপুরাণ' নামটি, কোনও ভুল না থাকিলে, উদ্ভট বটে)

---

* 'শ্রি' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাদরী মহোদয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক অসমীয়াভাষাকে 'শ্রী'হীন করেন নাই। এইটি সম্ভবতঃ নামের আগে প্রায়শঃ বসাইতে হয় বলিয়া বিশেষতঃ রক্ষিত হইয়াছিল। ( ) মধ্যে মন্তব্যগুলি লেখকের নিজস্ব।

'কলিকতা নগবত এক জুগ্যাত দিপিত্তা ভাস্কব নামেবে ইংবাজি বঙ্গালি হিন্দি ফাবচি আরু আব্বি এই পাঁচ ভাষাবে এক সমাচাবদর্পণ নাজিবউদ্দীন নামেবে এক মৌলবিএ মেই মাহত (=মে মাসে) প্রথম নম্বব চাপিছিল কিন্তু এতিয়া (=এখন) চলাব নোআবা (না পারা) হেতুকে চাপিবলৈ এবিলে (=ছাড়িলেন)।" (এই 'জুগ্যাতদীপিতা যে কি, বুঝা গেল না—কোনও আরবী পারসী শব্দও হইতে পারে। সংস্কৃত "যুগপৎ দীপয়িতা" হইবে কি? তাহা হইলে মৌলবী সাহেবের বাহাদুরী খুবই বলিতে হইবে।)

অৰুণোদয়—মে ১৮৫১

"কলিকতা আদি বঙ্গাল দেশত চলোৱা বঙ্গালি ভাষাব সমাচাবপত্র বিলাকব নাম।

দিনে প্রতি চাপা কবা পত্র (=দৈনিক)

নাম	ঠাই	বচবে কত দব (বার্ষিক মূল্য)
১। প্রভাকব	সিমলা	১২৲
২। পূর্ণচন্দ্রোদই	আম্রাতলা	১২৲
	সপ্তাহত তিনি বেলি (তিন বার) চাপা।	
১। ভাস্কব	সোভাবাজাব	১২৲
২। বসসাগব	চোবিবাগান	৬৲
	সপ্তাহত দুইবাব চাপা	
১। চন্দ্রিকা	আবপুলি	১২৲
২। বসবাজ	সোভাবাজাব	৬৲
৩। সজ্জনবঞ্জন (সজ্জনরঞ্জন)	সিমলা	৩৲
৪। গ্যানপ্রদানি (=জ্ঞানপ্রদায়িনী)	বর্ধমান	৩৲
	সপ্তাহত এবেলি (=একবার) চাপা	
১। সাধুবঞ্জন	সিমলা	৩৲
২। সুধাংসু	কলিকত্তা	—
৩। গবর্ণমেন্ট গেজেট্	শ্রিবামপুব	১২৲
৪। সত্যপ্রদিপ	শ্রিবামপুব	৬৲
৫। সংবাদবর্ধমান	বর্ধমান	৬৲
৬। চন্দ্রোদই	বর্ধমান	৬৲
৭। বার্তাবহ	বঙ্গপুব	৬৲
	মাহত দুবেলি চাপা। (পাক্ষিক)	
১। নিত্যধর্মানুবঞ্জিকা	পাতবিয়াঘাট	৩৲
	মাহে মাহে চাপা	
১। তত্ত্ববোধিনি পত্রিকা	জোবাসাক	১২৲
২। কৌস্তুভকিবন	সোভাবাজাব	১২৲
৩। উপদেসক	চেকুর্লাব বোদ	১৷৹
৪। সত্যার্নব	মির্জাপুব	১৶৹
৫। সর্বশুভকাবি	বৌবাজাব	৩৲

এই অরুণোদয়ের মূল্য বার্ষিক এক টাকা ছিল। সুদূর আসামে থাকিয়া সচিত্র মাসিক পত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে প্রচার করা মিশনারীগণের খুবই প্রশংসার কথা।

অরুণোদয়ের প্রবর্ত্তন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করেই মুখ্যতঃ হইলেও, ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক উপাদেয় প্রবন্ধ থাকিত—চিত্রগুলিও বেশ সুন্দর হইত। আসাম বুরঞ্জির (আহোম ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে) অসমীয়া অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আহোম, কাছাড়ী প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রার চিত্রও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলতঃ পাদরী সাহেবেরা পত্রখানিকে সাধারণের হৃদয়াকর্ষক ও নানাবিষয়ে শিক্ষাপ্রদ করিতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন।

তবে তাঁহারা ভুল-ভ্রান্তির অধীন ছিলেন না—এ কথা বলিতে পারি না। দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার সমর্থন করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারকালে ইঁহারা লিখিয়াছিলেন,—"তেওঁ সকল ব্রাহ্মণতকৈ জাতিত অতি উত্তম।" এবং তাজমহলের চিত্রের নীচে পরিচয়স্থলে লিখিয়াছিলেন,—"নুরজেহান মহারাণির তৈয়াবের মঠ—The Taj-mahal or Tomb of Nurjehan।" *

২। আসামবিলাসিনী—অরুণোদয়ের ২৮ বৎসর পরে আসামের এই দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকার প্রকাশ হয়। পর্য্যায়ে দ্বিতীয় হইলেও আসামবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবদের মঠকে 'আখড়া' বলে, আসামে ঐগুলিকে 'সত্র' বলে। শিবসাগর জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ 'মাজুলি' নামক দ্বীপে আসামের প্রধান প্রধান কয়েকটি সত্র স্থাপিত আছে—তন্মধ্যে আউনিআটি সত্র সর্ব্বপ্রধান। এই সত্রের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী মহাত্মা ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী মহোদয় অতীব বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিজ জেলাস্থিত মিশনরীগণের দ্বারা 'অরুণোদয়' প্রচার ব্যপদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে দেখিয়াই তিনি আর্য্যধর্ম্মনীতি প্রচার-কল্পে তদীয় সত্রে একটি প্রেস্ আনিয়া তাহার নাম "ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র" প্রদানপূর্ব্বক এই "আসাম-বিলাসিনী" পত্রিকার প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ইহাও অসমীয়া ভাষায়ই লিখিত হইত—তবে সংস্কৃতজ্ঞ গোস্বামী মহাশয়ের পত্রিকার বর্ণবিন্যাস-রীতি ও ভাষাব্যবহার সংস্কৃতানুযায়ীই ছিল। পত্রিকাখানি 'মাসিক' ছিল, এ কথা বলিয়াছি ; কিন্তু ইদানীং প্রবর্ত্তিত নবপর্য্যায়ে "আসাম-বিলাসিনী"র প্রথম সংখ্যায় "আত্ম-কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"আজি বহুদিনর আগেয়ে আউনিআটি সত্রর ধর্ম্মপ্রকাশ ছাপাখানাবপরা আসাম-বিলাসিনী নামেরে এখনি সাপ্তাহিক বাতরিকাগত (=সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) চলা বহুতর মনত আছে।" ইহাতে বোধ হয়, ইহা বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিয়দ্দিন সাপ্তাহিক ভাবে প্রচারিত হইত।†

---

* প্রবন্ধ বা চিত্রের নাম অসমীয়া ভাষাতে লিখিয়া নিয়ে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইত। আজকাল স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে এতাদৃশ দ্বি-জিহ্ব (bi-lingual) শিরোনামাদি দেখা যাইতেছে।

† এ বিষয়ে তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া আসামবিলাসিনীর বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম,

"ভাস্কর" প্রভৃতি বঙ্গীয় অনেক প্রাচীন পত্রিকার শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা উহার পরিচয় প্রদান করা হইত। এতদনুকরণে আসাম-বিলাসিনীরও শিরোদেশে বৃত্তাভাস আকারের একটি সিলের ভিতরে পত্রিকার নাম সহ নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পরিদৃষ্ট হইত,—

যা শ্রীমজ্জগদীশসদ্গুণগণালঙ্কারসম্ভূষিণী
বার্ত্তাব্রাতবিকাশিনী জনমনঃ শশ্বৎসুধাবর্ষিণী।
নানাখ্যানসুভাষিণী গুণবতী স্বেষাং শুভান্বেষিণী
সৈষাসামবিলাসিনী বিলসতি শ্রীদত্তদেবতোষিণী॥
সম্বাদসন্দোহভুষাং জনানামাখ্যায়িকায়াঞ্চ কৃতস্পৃহাণাম্।
তোষায় সদ্ভবতাঞ্চ পুংসাং ভূয়াৎ সদাসামবিলাসিনীয়ম্॥

এতৎসহ ঐ সিলমোহরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

উত্তর পাই নাই। আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, ইহা 'সাপ্তাহিক' হইবার একটা কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আসামের ইতিহাস-লেখক মহামতি গেইট সাহেব ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে "Report on tbe Progress of Historical Researches in Assam" নামে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন—তাহার পরিশিষ্টরূপে (Appendix D), A short account of the rise and progress of journalism in the Assam Valley শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়। ইহা যদিও অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, তথাপি ১৮৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ সংকলনে ইহা হইতে আমরা বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি।

আসাম-বিলাসিনী ১৮৭১ অব্দ হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা শ্রীদত্তদেব গোস্বামী লোক-শিক্ষার্থে কেবল যে পত্রিকা প্রচারই করিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি নাটকাদিও রচনা করিয়া সাধারণ্যে উপদেশ প্রচারার্থে অভিনয় করাইতেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক লিখিয়া তিনি প্রাকৃতের পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষার ব্যবহার করিতেন—ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার সমাদরের ভাবই প্রকাশ পাইত।*

৩। আসামমিহির—ইহা 'আসাম-বিলাসিনী'র এক বৎসর পরে ১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আসামের আফিসে ও স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। আফিস আদালতে এবং বিদ্যালয়াদিতে বহু বাঙ্গালী কাজকর্ম্ম করিতেন—ইহাঁরা বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিলেও এ পর্য্যন্ত পত্রিকা প্রচার দ্বারা ভাষার প্রসার সাধনে কোনও প্রযত্ন করেন নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৭২ অব্দে—যে বৎসরে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল আসামের আইন আদালতে ও প্রাইমারি স্কুলগুলিতে অসমীয়া ভাষার প্রবর্ত্তন করেন—গৌহাটির উচ্চপদস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী মিলিত হইয়া বঙ্গভাষায় এই পত্রিকা প্রচার করেন। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে আসামের সুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ও তদানীন্তন গৌহাটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালীর চিরসুহৃৎ কামরূপ—বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত চিদানন্দ চৌধুরী (অধুনা রায়সাহেব) একটি ছাপাখানা নিজ নামে সংস্থাপিত করেন—তিনিই এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। ইহাই আসামের সর্ব্বপ্রথম "সাপ্তাহিক পত্রিকা"। মহা সমারোহে পত্রিকাখানি পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে বেতনগ্রাহী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া আনা হইয়াছিল। কিছু দিন পরে ইহাতে ইংরেজী প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে লাগিল; এই বিষয়েও আসামে এই পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম দ্বৈভাষিকী পত্রিকা। কিন্তু ব্যয়ের অনুরূপ আয় না হওয়াতে এবং সম্পাদক অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে পত্রিকাখানি দ্বিতীয় বর্ষেই বন্ধ হইয়া যায়। আসামে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনাও এই বাঙ্গালা পত্রিকাখানিতেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এই সকল কারণে ইহা এখনও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।†

---

* যাঁহারা স্বর্গীয় শ্রীদত্তদেব গোস্বামী সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের লিখিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" পত্রিকার ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় (১৩১৯—১৩২০) প্রকাশিত "গোঁসাই ও ভকত" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

† এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার সময়ে গৌহাটি নগরে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ একটি বিষয় এ স্থলেই উল্লেখযোগ্য। অভয়াশঙ্কর গুহ নামক একটি বাঙ্গালী যুবক তখন হাই স্কুলে পড়িতেন; ঐ ছাত্রটির হৃদয়ে এত দূর উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল যে, স্বয়ং অক্ষর তৈয়ার করিয়া ব্লক খুদিয়া স্বহস্তে এক অতি ক্ষুদ্রাকার সচিত্র পত্রিকা ছাপাইয়া তাহা স্বয়ং বিলি করিতেন—এডিটার প্রিন্টার নিজেই সমস্ত ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম কেহ বলিতে পারে না—কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়াছিল। এই যুবক পরিশেষে 'আসাম নিউস্' পত্রের সহকারী সম্পাদক হন—কিন্তু সরকারী কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যান—তাহাতেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন।

৪। আসামদর্পণ—দরং জেলার অধিবাসী জনৈক ভদ্রলোক কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৭৪ অব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় ইহা মুদ্রিত হইত এবং তেজপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তখন কলিকাতা হইতে তেজপুর আসিতে ষ্টীমারেও প্রায় তিন সপ্তাহ লাগিত।* এতদবস্থায় পত্রিকা আর কয় দিন চলে? ফলতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার বিলোপ ঘটিল। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত অরুণোদয় প্রভৃতি আসামের পত্রিকা আসামেই মুদ্রিত হইত। কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনিয়া পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা এই "আসাম-দর্পণে"ই সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল।

৫। গোয়ালপাড়া হিতৈষিণী†—এখানিও বাঙ্গালা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্র—গোয়ালপাড়া হইতে ১৮৭৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা প্রথমতঃ বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে উৎসাহাভাবে ১৮৭৮ অব্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়। গোয়ালপাড়া জেলা জমিদার-বহুল স্থান এবং তন্মধ্যে দু একজন বিদ্যোৎসাহী বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জেলায় একখানিও সাময়িক পত্রও চলিতেছে না।

৬। চন্দ্রোদয়—পাদ্রিদের "অরুণোদয়ে"র দেখাদেখি সম্ভবতঃ এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানির নামকরণ হইয়াছিল। নৌগাঁ জেলার দিহিঙ্গীয়া গোঁসাই কর্তৃক ইহা ১৮৭৬ অব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। গৌহাটির চিদানন্দ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইত। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা অল্প ছিল—গোঁসাই আপন শিষ্য শাখার মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রদানার্থ ইহার প্রচার করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহা উঠিয়া যায়।

৭। আসামদীপিকা—ইহাও অসমীয়া মাসিক পত্র—১৮৭৬ অব্দে আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বৎসরকাল মাত্র ইহা চলিয়াছিল।

৮। আসাম নিউচ্ (= নিউস্)—ইংরেজী ও অসমীয়া ভাষায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি গৌহাটী হইতে ১৮৮২ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসামের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—

---

* অরুণোদয় পত্রিকায় ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "কলিকতার পরা গুআহাটিলৈ ভাপর নাও (বাষ্পীয় তরী) অহা জোআর (আসা যাওয়ার) কথা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ঐ বৎসর একখানি জাহাজ আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে কলিকাতা ছাড়িয়া গৌহাটিতে ২৯ তারিখে পৌঁছিয়াছিল, অর্থাৎ ইহার ১৭ দিন লাগিয়াছিল। তেজপুরে ষ্টীমার যাইত বলিয়া কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। গেলে আরও তিন চারি দিন লাগিবারই কথা।

† ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত পেইট্ সাহেবের রিপোর্টের পরিশিষ্টে যে পত্রিকা-বিবরণী আছে, তাহাতে গোয়ালপাড়া-হিতৈষিণীর পূর্ব্বে দুইখানি অসমীয়া পত্রিকার উল্লেখ আছে—কিন্তু নাম নাই। ঐ উভয়খানি নৌগাঁ জেলা হইতে ১৮৭৫-৭৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদানীন্তন আসাম এড্‌মিনষ্ট্রেশন রিপোর্টে ইহাদের উল্লেখ দেখিয়াই বোধ হয়, ঐ বিবরণীতে উল্লেখিত হয়। একখানি সাহিত্য-বিজ্ঞানবিষয়ক, অপরখানি ধর্ম্মবিষয়ক ছিল। উভয় পত্রিকাই সম্ভবতঃ মাসিক ছিল এবং কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত।

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া প্রভৃতি সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন এবং খুব আড়ম্বর সহকারে পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা কিঞ্চিদূন হাজারে উঠিয়াছিল—এত গ্রাহক এ যাবৎ এতদঞ্চলের কোনও সংবাদপত্রের হয় নাই। কিন্তু পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দের মধ্যভাগে উঠিয়া যায়। 'আসাম নিউস্' রাজাপ্রজা উভয়েরই নিকটে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল—কিন্তু সম্পাদকীয় ভার যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এই অতি হিতকরী পত্রিকা অকালে বন্ধ হইয়া যায়।

৯। আসাম-বন্ধু—আসামের সুসন্তান স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। গুণাভিরাম বাহাদুর আসামের ইতিহাস প্রণয়ন ব্যপদেশে দেশের অতীত কাহিনীতে অশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন—এই পত্রে তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বর্ষেই পত্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১০। মৌ (=মধু)*—গৌহাটি শহরবাসী শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ বড়ৃা ১৮৮৬অব্দে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক্‌জিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বলিনারায়ণ বড়ৃা (সুপ্রসিদ্ধ ৺রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা) ইহার প্রকাশকল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইহাও কলিকাতায় মুদ্রিত হইত। এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি কিয়ৎকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু চারি মাসকাল মাত্র চলিয়াই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রিকার নামকরণ হইতে আমরা একটি বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এ যাবৎ অসমীয়া-পত্রিকা-প্রকাশকগণ পত্রিকাগুলির যথাসম্ভব সংস্কৃত নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসামের নব্য যুবকগণ সংস্কৃত শব্দের অসমীয়া প্রাকৃত পত্রিকার নামে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন—'মৌ' তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত। শ্রীদত্ত, হেমচন্দ্র গুণাভিরামের সংস্কৃতানুসারিণী ভাষাও এই উদীয়মান লেখকবর্গের অনুসরণীয় রহিল না।

১১। আসামতারা—এই অসমীয়া মাসিক পত্র আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৮৮৮ অব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীধরচন্দ্র বরুয়া নামক জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রধানতঃ আর্য্য-ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীই ইহাতে থাকিত। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও উপেক্ষিত হইত না। সম্পাদক শ্রীধরচন্দ্র তীর্থপর্য্যটনে চলিয়া যাওয়াতে ১৮৯০ অব্দে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়।

---

* মৌ যে 'মধু', তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিবেন—বাঙ্গালায় 'মৌ-মাছি' শব্দে ইহার প্রচার আছে। কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ 'মৌ' শব্দ দ্বারা "মৌ-মাছি"ই বুঝাইয়াছিলেন—কেন না, নামের নিম্নে ইংরাজী প্রতিশব্দ 'Bee' লেখা ছিল, বলিয়া জানিতে পারিলাম।

১২। নবাবন্ধু—৺স্বার গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুরের 'আসামবন্ধু' পত্রিকার অনুকরণে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ষোড়শবর্ষীয় যুবক করুণাভিরাম বরুয়া এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৮৮৮ অব্দে প্রচার করেন। ইহার দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় যে, তরুণবয়স্ক সম্পাদক স্বীয় পত্রিকাখানির ন্যায় অকালে মানবলীলা সংবরণ করাতে আসামের সাহিত্যাকাশ হইতে একটি উদীয়মান জ্যোতিষ্ক অসময়ে অস্তমিত হইয়া গেল। আসামের বাহিরে থাকিয়া অসমীয়া পত্রিকা সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত করার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়াও এই স্বল্পজীবী পত্রিকাখানি উল্লেখযোগ্য।

১৩। জোনাকী (=জ্যোৎস্না)—কলিকাতায় অসমীয়া ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ১৮৮৯ অব্দে এই অসমীয় মাসিক পত্র প্রবর্ত্তিত হয়। 'জোনাকী' আসামীয় সাহিত্য-গগন প্রায় দশ বৎসর-কাল আলোকিত করিয়া স্বীয় নাম সার্থক করিয়াছিল। পত্রিকার লেখকগণ নব্য যুবক হইলেও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন—তাঁহাদের দ্বারাই বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষার স্রোতঃ কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলে, তাহাই সাহিত্যে চালাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, ইঁহারা প্রাচীন কামরূপীয় ভাষার অথবা হেমচন্দ্র গুণাভিরামের ভাষার অনুসরণ না করিয়া অসমীয়া ভাষাকে এমন এক আকার প্রদান করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, নব্য লেখকগণ মাতৃভাষার সর্ব্ববিধ অভাব মোচনার্থে দৃঢ়সংকল্প হইয়া 'জোনাকী' অবলম্বনে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভূরি ভূরি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—অনেক মনোহর কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইদানীং বিদ্যালয়-পাঠ্য কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করিতে হইলে প্রায়শঃ এই 'জোনাকী' হইতে গদ্য-পদ্য নানাবিধ প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়। জোনাকীর যে সকল উৎসাহী লেখক তখন ছাত্ররূপে পরিগণিত ছিলেন, আজকাল তাঁহাদের অনেকেই - যথা, শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রভৃতি—অসমীয়া সাহিত্যের অভিভাবকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাও জোনাকীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

১৪। বিজুলী (=বিদ্যুৎ)—জোনাকী প্রবর্ত্তনের পর বৎসরেই ১৮৯০ অব্দে কলিকাতায় অসমীয়া ছাত্রগণ আরও একখানি মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন—তখন 'বিজুলী' নাম দিয়া জোনাকীর সহযোগিনী অসমীয়া পত্রিকা প্রচারিত হইল। ইহাও জোনাকীর রীতিতেই চলিতেছিল। কিন্তু কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর চলিবার পরে যখন উৎসাহী যুবকগণের অনেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দুইখানি পত্রিকা কলিকাতায় চলা কঠিন হইয়া পড়িল। তাই সম্ভবতঃ "জোনাকী"খানিকেই অব্যাহত রাখিয়া 'বিজুলী' তুলিয়া দিতে হইল।

১৫। আসাম—'আসাম নিউস্' বিলুপ্ত হইবার পরে এই অঞ্চলে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অনুভূত হইতেছিল। আসামের রাজনীতিক নেতৃবর্গের প্রধান, স্বনামধন্য

স্বর্গীয় মাণিকচন্দ্র বরুয়া এবং শিক্ষাবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ও স্বদেশবৎসল স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া এই 'আসাম' নামধেয় সাপ্তাহিক পত্র ১৮৯৪ অব্দে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে ইংরেজী ও অসমীয়া উভয় ভাষার প্রবন্ধ থাকিত—৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া মহোদয় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেন। কিয়দ্দিন বেশ গৌরবের সহিত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল—রাজপুরুষেরা ইহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পনের পরে কামরূপ অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত এবং আরও নানা কারণে ক্রমশঃ পত্রিকার অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। তথাপি বহু ক্ষতি সহ্য করিয়া স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া মহোদয় ১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চালাইয়াছিলেন। তৎপর ঋণদায়ে পত্রিকা ও প্রেস্ উভয়েরই ক্রমশঃ বিলোপ ঘটিল।

১৬। টাইম্‌স অব্ আসাম (Times of Assam)—এ পর্য্যন্ত আসাম অঞ্চলে দ্বৈভাষিকী দুই একখানি পত্রিকা চলিলেও সম্পূর্ণ ইংরেজীতে লিখিত পত্রিকা ছিল না। এই টাইম্‌স্ অব্ আসাম সেই অভাব পূরণ করিয়াছিল। ১৮৯৫ অব্দে ডিব্রুগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ চাংকাকতি নামক জনৈক সুশিক্ষিত যুবক কর্তৃক এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন পর্য্যন্তও ডিব্রুগড় হইতে তদীয় সম্পাদকতায় ইহা বেশ প্রতিপত্তি সহকারেই চলিতেছে। ইতোমধ্যে একাধিক পত্রিকা ডিব্রুগড়েই উদ্ভূত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু চাংকাকতি মহাশয়ের বিশেষ গৌরবের কথা যে, অবিচলিত ভাবে এই পত্রিকা এ যাবৎ সম্পাদিত হইতেছে। ইহা যে কেবল শিক্ষিত অসমীয়াগণের মুখপত্র, এরূপ নহে—এতদঞ্চলের চা-কর সাহেবগণও ইহাকে নিজের জিনিষ মনে করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন—ইহা পত্রিকা-পরিচালকের সুদক্ষতার বিশেষ পরিচায়ক।

১৭। আসাম বন্তি (=বাতি=প্রদীপ)—বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত আসামের এইখানিই প্রথম পত্রিকা। ১৯০১ অব্দে তেজপুর শহর হইতে অসমীয়া ও ইংরেজীতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া। কিন্তু কিয়দ্দিন পরেই ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য আসামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে পত্রিকাখানি কেবল অসমীয়াতেই লিখিত হইত। কিন্তু অল্প দিন হইল, ইহা পুনশ্চ দ্বৈভাষিকী হইয়াছে এবং সাপ্তাহিকের পরিবর্ত্তে "পাক্ষিক" হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ইহাই সর্ব্বপ্রথম "পাক্ষিক" পত্র।

১৮। বিজুলী—নূতন পর্য্যায়—১৮২৪ শকের * (১৯০২ খৃঃ অব্দের) বৈশাখ হইতে 'বিজুলীর' নবপর্য্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে তৃতীয় বৎসরে 'বিজুলী' বিলুপ্ত হওয়ায় নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যারূপে সংজ্ঞিত হইয়াছিল। তদানীং শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা বি এ (অধুনা এম্ এ) ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং পত্রিকা

---

* আসামে শকাব্দারই প্রচলন অধিক—তবে সরকারী লেখাপড়ার আগে বাঙ্গালা সাল খুবই চলিত। এখন ইংরেজী অব্দেই কাজ চলে।

তেজপুর সেণ্ট্রাল প্রেসে মুদ্রিত হইত। কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়া এই নূতন পর্য্যায়ের বিজুলীও অদৃশ্য হইয়া গেল।

১৯। জোনাকী—নব পর্য্যায়—ইহাও ১৯০২ অব্দে আশ্বিন মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ বার গৌহাটি শহর হইতে আসামের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা বি এ, বি এল্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা প্রায় আড়াই বৎসর কাল চলিয়াছিল। শেষ বর্ষে প্রকাশের ভার অসমীয়া-ভাষা-উন্নতিসাধিনী সভার উপর অর্পিত হয়—কিন্তু সাধারণের উৎসাহাভাবে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

২০। ঈষ্টার্ণ হেরাল্ড্ (Eastern Herald)—ডিব্রুগড় শহর হইতে ১৯০২ অব্দে টাইম্‌স্ অব্ আসাম পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তত্রত্য বাঙ্গালী উকিল শ্রীযুক্ত বশংবদ মিত্র এম্ এ, বি এল্ উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং ডিব্রুগড়প্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পত্রিকাখানি আন্দাজ আড়াই বৎসরকাল চলিয়াছিল।

২১। সিটিজেন (Citizen)—অতঃপর ১৯০৪ অব্দে সেই ডিব্রুগড় শহর হইতেই এই আর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তন অবধি হাকিম, কেরাণী, উকীল, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ইত্যাদিরূপে অনেক বাঙ্গালী এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। বহু বাঙ্গালী এখানে এক প্রকার ঘরবাড়ী বাঁধিয়া দুই তিন পুরুষ যাবৎ বসতি করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে কাজকর্ম্ম পাওয়া দিন দিনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছিল। অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপন জন্মভূমিতে চাকুরী পাওয়া সম্বন্ধে ষোল আনারই দাবিদাওয়া করিতেছিলেন, অনেকটা এই নিমিত্তে তদানীং বাঙ্গালী ও অসমীয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতেছিল—যেমন এখনও বিহারে হইতেছে। যাহা হউক, বাঙ্গালীগণ নিজের স্বার্থসংরক্ষণকল্পে এই পত্রিকাখানির প্রবর্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ "পাঞ্জাবী" পত্র-সম্পাদক যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং প্রোক্ত বাবু বশংবদ মিত্র তাঁহার সহকারীর কার্য্য করেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী যৌথ ভাবে এই পত্রিকা-পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক 'আসাম প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানি' সংস্থাপন করেন। পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিয়াছিল। কিন্তু আয় হইতে ব্যয় কুলাইতে না পারায় সিটিজেন্ পত্রিকা ১৯০৬ অব্দে বন্ধ হইয়া যায়। তবে পত্রিকার জন্ম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—আসামে যে সকল বাঙ্গালী স্থায়িভাবে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের রাজানুগ্রহ প্রাপ্তিবিষয়ে অধুনা অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

২২। আড্‌ভোকেট অব্ আসাম (Advocate of Assam)—বন্তির প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া গৌহাটিতে তদীয় নিজ আবাসবাটিকায় আসিয়া 'ভিক্টোরিয়া প্রেস' সংস্থাপন পূর্ব্বক এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৯০৫ অব্দে প্রচারিত করেন। বেশ দক্ষতা

সহকারে আড্‌ভোকেট চলিতেছিল। কিন্তু সম্পাদক বরুয়া মহাশয় পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াতে পত্রিকাখানির সমূহ ক্ষতি ঘটিল। তদবস্থায় মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে চলিয়া ১৯১২ অব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

২৩। আসাম ক্রনিক্‌ল্‌—(Assam Chronicle) ডিব্রুগড় হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।* শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ 'ক্রনিক্‌ল' পত্রের অনুকরণে সম্ভবতঃ ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্প কয়েক সংখ্যার পরেই ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

২৪। দীপ্তি—যাঁহারা অরুণোদয় প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন সম্প্রদায় কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৯০৫ অব্দে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখান হইতে জুলাই ১৯০৫ হইতে ডিসেম্বর ১৯০৭ পর্য্যন্ত দীপ্তি প্রচারিত হয়। তৎপর ১৯০৮ অব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯১১ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যোরহাট হইতে প্রকাশিত হয়। তারপর কিঞ্চিদধিক চারি বৎসরকাল বন্ধ থাকিয়া সম্প্রতি গৌহাটি হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের সেপ্টেম্বর সংখ্যা "২য় বছর ৭ম সংখ্যা" হওয়াতে দেখা যাইতেছে, গৌহাটি হইতে প্রচারিত "দীপ্তি" নূতন পর্য্যায়রূপে পরিগণিত হইতেছে। এইখানিও অরুণোদয়ের ন্যায় 'সচিত্র' মাসিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অরুণোদয় আকারে দ্বিগুণ ছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া উহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত—তাই সাধারণ লোকেও আগ্রহ সহকারে তাহা নিত। কিন্তু 'দীপ্তি' খ্রীষ্টনীতি-বিষয়ক কথাতেই পূর্ণ থাকে; তাই সাধারণে ইহার খবরও বড় কেহ রাখে না। সম্প্রতি মিশনারীগণ যথ পথ, হ্রস্বদীর্ঘ প্রভেদ স্বীকার করিয়া অসমীয়া ভাষা লিখিতেছেন—ইহা পরম সুখের বিষয়। 'দীপ্তি' কলিকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হয়।

২৫। 'উষা'—জোনাকী ও বিজুলির নূতন উদ্যমও যখন তিরোহিত হইল, তখন তেজপুর হইতে ১৯০৭ অব্দে উষার আবির্ভাব হইল। উষার সম্পাদক আসাম বঙ্গির রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া মহাশয়। এই স্থানে ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেন; সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে রিটায়েরিং পেন্‌শন প্রাপ্ত হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। বরুয়া মহাশয় একাধারে কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক, বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকপ্রণেতা এবং পত্রিকা-সম্পাদক। গবর্ণমেণ্ট যখন আসামে ব্যবস্থাপক-সভার প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন ইঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়া এবং তৎপশ্চাৎ ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিংবদন্তী অনুসারে পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণরাজের রাজধানী এই তেজপুরেই ছিল (অসমীয়া 'তেজ'

---

* ইহা কোন্ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই। তাই ইষ্টার্ণহেরাল্ড, সিটিজন, আড্‌ভোকেট্ অব্ আসাম—এই সকল পত্রিকার সমশ্রেণীয় বলিয়া, ইহাদের পরেই এইখানি উল্লেখযোগ্য মনে করিলাম।

অর্থ 'শোণিত'), তাই বরুয়া মহাশয় তাঁহার পত্রিকাখানির নাম বাণরাজের কন্যা 'উষা'র নামে রাখিয়াছিলেন। 'উষা' আসামের নূতন যুগের পত্রিকাগুলির অগ্রদূতী হইয়া প্রকৃতই প্রভাতসূচিকা 'উষা' নাম সার্থক করিয়াছিল। ১৯০১ অব্দে কটন কলেজ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে উচ্চশিক্ষার্থে আসামের বালবৃন্দের দূরদেশে যাইবার তেমন আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল—তাই অসমীয়া-সমাজে এখন প্রচুর পরিমাণে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদের অনেকেই মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত যত্নবান্। এই সকল শিক্ষিত নব্য যুবকেরাই প্রধানতঃ উষার লেখক হইয়া দাঁড়াইলেন। 'জোনাকী' এবং "বিজুলী"ও কলিকাতায় অবস্থিত নব্য যুবকগণের দ্বারা পরিচালিত হইত—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিগণিত ছিল—এখন অসমীয়া লেখক-সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে। "উষার" পরে ক্রমশঃ তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে ইহার প্রভা শেষ কয়ে বড়ই ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে ইহা বর্ত্তমান অব্দে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তথাপি যুগপ্রবর্ত্তকরূপে ইহা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

২৬। বাঁহী (=বংশী)—কলিকাতা হইতে ১৯০৯ সালে জানুয়ারী মাস হইতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজ-বরুয়া বি এ কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রখানি সম্পাদিত হইতেছে। বেজ-বরুয়া মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীতে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানেই উপনিবিষ্ট হইয়াছেন—তথাপি তাঁহার মাতৃভাষার সেবার নিমিত্তে প্রবল আগ্রহ বড়ই প্রশংসার্হ। অসমীয়া সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যেও পরিহাসের আলাপে বেশ একটা প্রবণতা দেখা যায়—লেখা-পড়ায় নিম্নস্তরের লোকমধ্যে প্রচলিত আলাপ-প্রলাপের ভাষা ব্যবহার হওয়াতে হাস্য-কৌতুকের রচনা এই ভাষায় স্বভাবতঃই খুব স্ফুর্ত্তিলাভ করে। বেজবরুয়া মহাশয় আবার ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া ঐরূপ চটুলরস-রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাঁহী তাই অসমীয়া সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ নব্যগণের বড়ই আমোদের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ অসমীয় মাসিকপত্রগুলির মধ্যে আজকাল বাঁহীরই প্রসার সমধিক বলিয়া বোধ হয়। ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) অসমীয়া পত্রিকায় বাঁহীতেই সর্ব্বপ্রথম দেখা গিয়াছে।

২৭। আলোচনী—'বাঁহী'র কিছুকাল পরেই ডিব্রুগড় হইতে "আলোচনী" ১৯০৯ অব্দের শেষভাগে (১৮৩১ শকের কার্ত্তিক মাসে) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ চাংকাকতি। ডিব্রুগড়েই ইহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাও 'সচিত্র' অসমীয়া মাসিক পত্রিকা। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহাতে আসামের শিলালিপি-গুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

২৮। আসামবান্ধব—ইহা কামরূপনিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরিচালিত মাসিক অসমীয়া পত্রিকা। ১৯১০ অব্দ হইতে চলিতেছে। অসমীয়া ভাষার দুইটা ধারা আছে—এক উজানি অর্থাৎ উপর আসাম—শিবসাগর অঞ্চলের ভাষা; অপর ভাটি অর্থাৎ নিম্ন আসাম

—কামরূপ অঞ্চলের ভাষা। আসাম-রাজধানী শিবসাগরে থাকায় অসমীয়া-সমাজের পদ-পদার্থসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন—তাঁহাদের ভাষাই এখন আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—যেমন বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গের অথবা বর্ত্তমানে কলিকাতার ভাষা। পূর্ব্ব-বঙ্গীয়গণ যেমন 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহসিত হন, তেমন কামরূপ অঞ্চলের লোকেরাও 'ঢেকেরী' বলিয়া ঠাট্টার পাত্র হইয়া থাকেন। কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা যেমন শুনিতে অধিকতর মিষ্ট, শিবসাগরের ভাষাও তেমনি বড় মোলায়েম। অথচ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা যেমন অধিকতর সংস্কৃতমূলক—কামরূপের ভাষাও তেমনি—সংস্কৃত শব্দ-বহুল। যাহা হউক, 'বাঁহী' ও 'আলোচনী' উজানি অঞ্চলের অধিবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা বলিয়া কামরূপবাসীরা তাঁহাদের নিজস্ব এই "আসামবান্ধব" প্রচারিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপাততঃ দলাদলির বিদ্বেষ প্রকটিত হইলেও পরিশেষে একটা আপোষ আপনা আপনিই হইয়া যাইবার কথা—হইতেছেও তাই ; আমাদের বিশ্বাস, এখন 'উজান' ও 'ভাটি' উভয় অঞ্চলের লিখিত ভাষা প্রায় একরূপই হইয়া উঠিতেছে।

২৯। সম্মিলন—যখন অসমীয়া সাহিত্যে প্রাগুক্তরূপ আন্দোলন অনুশীলন চলিতেছিল, তখন নৌগাঁপ্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী উকীল—শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু—"সম্মিলন" নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ১৯১০ অব্দে প্রচারিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই ছিল যে, অসমীয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মিলন ঘটে। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে গৌরীপুরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। যে কারণেই পত্রিকার নামকরণ হউক না কেন, ইহা স্বল্প দিন মাত্র জীবিত ছিল—অতএব ইহাদ্বারা অভীপ্সিত ফললাভ অতি অল্পই হইতে পারিয়াছে।

৩০। বিজয়া—কলিকাতায়ও এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি কলিকাতার 'বিজয়া'র অল্প পূর্ব্বে ১৯১১ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে (১৩১৮ বৈশাখ) গোয়ালপাড়া জেলার কোনও জমিদারবংশীয় কুমার বিপ্র-নারায়ণ বি এ কর্ত্তৃক ধুবড়ী হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, ইহা দ্বিতীয় বর্ষেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৩১৯ সালের পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পারিজাত প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমার বিপ্রনারায়ণ 'বিজয়া' নামে একটি প্রেস্ ধুবড়ীতে সংস্থাপন করেন। কিন্তু ঐ প্রেসে পত্রিকা ছাপান ঘটে নাই।

৩১। বিশ্ববার্ত্তা—ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় "বিশ্ববার্ত্তা" প্রকাশিত হয়। আসাম অঞ্চলের লোকসাধা-রণের উপকারার্থে ইহার একটি অসমীয়া সংস্করণেরও প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ায় আসাম ও অসমীয়ার পরম সুহৃৎ, আসাম উপত্যকার কমিশনার মাননীয় কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের বিশেষ উৎসাহে অসমীয়া "বিশ্ববার্ত্তা" ঐ বৎসরেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীযুত কালীরাম দাস বি এ অসমীয়া সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতেই ইহাও মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হইত। ১৯১২ অব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসাম পুনশ্চ বিযুক্ত হওয়াতে বিশ্ববার্ত্তার এই অসমীয়া সংস্করণ সরকারী সাহায্যের অভাবে বন্ধ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি অসমীয়া সাধারণের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ এখন অসমীয়া ভাষায় একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অত্রত্য লোকসাধারণ বড়ই অনুভব করিতেছে।

৩২। আসাম হেরাল্ড (The Assam Herald)—যিনি ইতঃপূর্ব্বে ডিব্রুগড় হইতে আসাম ক্রনিক্‌ল্ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া মহাশয়ই ১৯১২ অব্দে নোগাঁ হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু উৎসাহ অভাবে অচির-কালমধ্যে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

৩৩। আর্য্যদর্পণ—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৩১৫ সালে বঙ্গদেশ হইতে প্রচারিত হয়। ইহা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা—পরমহংস শ্রীযুক্ত নিগমানন্দ স্বামীজীর শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া, ইহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর পরমহংসজী শিবসাগর যোড়হাটের অন্তর্গত কোকিলামুখের নিকটে একটি স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম সংস্থাপন করিলে তদীয় শিষ্যগণ ১৩১৯ সালের (১৯১২ খৃষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ পুনঃ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। পত্রিকাখানি বেশ নিয়মিতরূপে চলিতেছে। যোড়হাটদর্পণ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়।

৩৪। আসাম-বিলাসিনী—নূতন পর্য্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ৺শ্রীদত্ত দেবগোস্বামীর আসামবিলাসিনীর নূতন পর্য্যায় বলা যাইতে পারে না। ঐখানি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান 'আসামবিলাসিনী' সেই উদ্দেশ্য—ধর্ম্মনীতির চর্চ্চা—মুখ্যতঃ বজায় রাখিয়া চলিতেছে না। ইহা একখানি অসমীয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—সচরাচর এবংবিধ পত্রে যাহা থাকে, তাহাই, অর্থাৎ প্রধানতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এই পত্রিকায় করা হইতেছে। কেবল স্বর্গীয় গোস্বামীর সেই শ্লোকদ্বয়-সমন্বিত 'শিরপটি' শিরোনামে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯১৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে যোড়হাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে। সেই 'ধর্ম্মপ্রকাশ' প্রেসেই মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু প্রেসও আউনি-আটি সত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়া যোড়হাটে আসিয়াছে।

৩৫। অরুণ (= খোকা)—অসমীয়া ভাষাতে এ যাবৎ একখানি শিশুপাঠ্য পত্রিকার অভাব ছিল। বর্ত্তমান (১৯১৬) বর্ষের প্রারম্ভ হইতে আসামের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই 'অরুণ'খানি চলিতেছে। এই সচিত্র পত্রিকার মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। কলিকাতা 'শিশু' প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়—দেখিতেও 'শিশু'র ন্যায়ই দেখায়। তদনুকরণেই বোধ হয়, ইহার নামকরণও হইয়াছে। যদিও ইতি-মধ্যেই এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না—তথাপি আমরা এই নবজাতকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আমাদের সামান্য বিবরণীর উপসংহার করিতেছি।

পরিশিষ্ট

পার্ব্বত্য জেলাসমূহের পত্র-পত্রিকা

[আসাম প্রদেশের তিনটা প্রাকৃতিক বিভাগ আছে,—(১) প্রকৃত আসাম—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, (২) পার্ব্বত্য জেলাসমূহ, (৩) সুর্ম্মা উপত্যকা—শ্রীহট্ট ও কাছাড়, যাহা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গপ্রদেশের একাংশ এবং এখনও সামাজিক বিষয়ে বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রথম বিভাগের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার বিবরণী মূল প্রবন্ধে দেওয়া হইল। তৃতীয় বিভাগের অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড়ের পত্র-পত্রিকার বিবরণ অপর লেখক কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে তদ্বিষয়ে প্রয়াস অনাবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের অর্থাৎ পার্ব্বত্য জেলাগুলির সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি—নচেৎ স্বতন্ত্র আলোচনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম।]

গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয় পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুশাই পাহাড়—এইগুলি 'পার্ব্বত্য জেলা।" তন্মধ্যে গারো পাহাড় আসাম উপত্যকার কমিশনারের অধীন, অপরগুলি সুর্ম্মা উপত্যকার কমিশনারের এলাকাভুক্ত। করদ-রাজ্য মণিপুরকেও পার্ব্বত্য প্রদেশের একতম বলিয়া গণনা করিতে পারি। কাছাড় জেলার উত্তরাংশ "উত্তর-কাছাড়" সব্‌ডিভিশনও পার্ব্বত্যশ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়

শিক্ষা ও সভ্যতায় পার্ব্বত্য জেলাগুলির মধ্যে এই জেলাই সর্ব্বপ্রথম। নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পত্রিকাখানি ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যসেবক—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ইহা মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকা শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান লেখক তখন শিলং প্রবাসী—তাঁহার সহিত পত্রিকার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ছিল। উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে চুঁচুড়ানিবাসী, তদানীং শিলংপ্রবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের নাম স্মরণীয়—তিনি ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। স্থানীয় লেখক ব্যতীত বাঙ্গালার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রথম দেড় বৎসর কাল বেশ সগৌরবে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পে শিলং সহর বিধ্বস্তপ্রায় হয়—তদবধি পত্রিকাখানি ক্রমশঃ হীনাবস্থা হইতে থাকে—কয়েক জন উৎসাহী ব্যক্তির স্থানান্তরে প্রস্থানেও ইহার ক্ষতি ঘটে। অবশেষে ১৮৯৮ অব্দের এপ্রিল মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। আসাম প্রদেশে এই ভাবে বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশের ইহাই প্রথম উদ্যম।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নিম্নলিখিত মাসিক পত্রিকাগুলি খাসিয়া ভাষায়, ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে ;—*

* এই সকল পত্রিকার তালিকা শিলংপ্রবাসী সুহৃদ্বর রায় শ্রীযুক্ত সদয়াচরণ দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি (শ্রীহট্টবাসী) বাঙ্গালী হইলেও খাসিয়া ভাষায় সম্যক্ অভিজ্ঞ।

১। নংকিট খবর (Nong Kit Khobor)—চেরাপুঞ্জি হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে ওয়েলশ্ মিশন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সম্যক্ সফলতা লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত অনেক খাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন সম্মানিত পদে নিযুক্ত আছেন। ফলতঃ পার্ব্বত্য জাতীয়দের মধ্যে খাসিয়াগণ ইংরেজী সভ্যতা বিষয়ে যাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, অপর কোনও পার্ব্বত্য জাতি তেমন উন্নত হয় নাই। এই পত্রিকা ওয়েল্শ্ মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। খাসিয়া ভাষায় অক্ষর ইংরেজী—অন্যান্য পার্ব্বত্য ভাষায়ও ইংরেজী অক্ষরই ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে দুই এক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যাইত—এখন কদাচিৎ দেখা যায়।

২। পাতিং ক্রিষ্টিয়ান্ (Pating Kristian = Christian Age) উ জোয়েল্ জংপা নামক জনৈক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী খাসিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৯৬ অব্দ হইতে ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৩। খাসিমিন্তা (Khasi Minta = Khasi of Date)—উ হমু রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ইহা ১৮৯৬ হইতে ১৯১০ অব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৪। নং ইয়ালাম্ কাথলিক (Nong ialum Katholic = Catholic Leader) ফাদার এরিল্ নামক জনৈক পাদরি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০২ অব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৫। নং ইয়ালাম্ খ্রীষ্টিয়ান্—(Nong ialum Kristian = Christian Leader)—রেভারেণ্ড্ জে সি ইভান্স্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা ১৯০২ অব্দের জুন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

৬। উ নং ফিরা (U Nong phira = Watchman) শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায় নামক জনৈক খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৩ অব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯১৫ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, অপর পত্রিকা-গুলি সমস্তই খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক—কেবল ইহাতেই নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। শিবচরণ বাবু খ্রীষ্টান নহেন; তাঁহার পিতা শিলংএর একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার ছিলেন—কিন্তু ইনি গবর্ণমেণ্টের কাজে না গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিবিধানে সতত সমুৎসুক বটেন।

৭। জয়ন্তীয়া—রেভারেণ্ড্ সিয়াং ব্লা নামক খ্রীষ্টান খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৪ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

৮। কা জিং শাই গস্পেল (Ka Jing Shai Gospel = Light of Gospel)—উজিরমোহন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৫ সালের জুন মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে।

৯। লুর্ শাই (Lur Shai = Morning Star)—রেভারেণ্ড্ রীভ্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

১০। রেইন্‌ বো (Rainbow অর্থাৎ রামধনু)—১৯১৫ সালের জুন মাসে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১১। কা সেং প্রেস্‌ বিটারিয়ান্‌ (Ka Seng Presbyterian = Presbyterian Union)—১৯১৬ অব্দের মার্চ্চ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

সরকারী গেজেট্‌ প্রভৃতিকে পত্রিকা-পর্য্যায়ে লওয়া বোধ হয় অসঙ্গত। তাই এ স্থলে এগুলির উল্লেখ করা হইল না। কোনও ইংরেজী পত্রিকা এ জেলা হইতে প্রচার হইয়াছে বলিয়া অবগত হই নাই।

গারো পাহাড়

গারো পাহাড় হইতে দুইখানি পত্রিকার খবর পাওয়া গিয়াছে।*

১। আচিক্‌-নি রিপেং (Aohik-ni repeng = Garo's Friend)—গারোরা নিজেদের 'আচিক' বলিয়া থাকে। গারো পাহাড়ে সুসমাচার প্রচারের ভার আমেরিকান ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদের দ্বারাই ১৮৭৯ অব্দে এই কাগজ প্রথম বৎসর হাতে লিখিয়া লিথো করিয়া বিলি হইত, পশ্চাৎ একটি প্রেস্‌ তুরায় আনিয়া তাহাতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ত্রয়োদশ বর্ষাধিক কাল পরে তুরাতে মুদ্রণের অসুবিধা হেতুক কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন প্রেস্‌ হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহা গারো ভাষার কাগজ হইলেও প্রথমে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। ১৯০৬ অব্দ হইতে ইংরেজী অক্ষরে ছাপা হইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। ডাঃ এম্‌ সি মেসন এবং ডাঃ ই, জি ফিলিপস্‌, প্রথমাবধি ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত আছেন—মধ্যে তাঁহাদের অনুপস্থিতি সময়ে রেভাঃ উইলিয়ম্‌ ডুিং, মিঃ ডব্লিউ সি মেসন্‌, মিস্‌ এফ্‌ সি বণ্ড্‌ প্রভৃতি ইহার সম্পাদকতা করিয়াছেন।

২। ফ্রিং ফ্রাং (Phring phrang = Morning Star)। ইহা ১৯১২ অব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাও ইংরেজী অক্ষরে গারো ভাষায় লিখিত হইত এবং কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন প্রেসে ছাপা হইত। ইহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচারই ছিল। প্রথমতঃ মিঃ এ মেকডনেল্ড এডিটার ছিলেন, পশ্চাৎ মিঃ মধুনাথজি মোমিন নামক জনৈক শিক্ষিত গারো ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত হন। গারো ভাষার শব্দগুলি বিশুদ্ধতর ভাবে ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার জন্য ইহাতে প্রয়াস করা হইত এবং যাহাতে গারোগণ সুশিক্ষা লাভ পূর্ব্বক স্বদেশের উন্নতিবিধানে যত্নপরায়ণ হয়, ইহাও এই কাগজখানির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যথোচিত অর্থ-সাহায্য না পাওয়ায় ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

* তুরা ডেপুটি কমিশনার আফিসের শ্রীযুক্ত বিধুচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহা সংগৃহীত করিয়া দিয়াছেন।

"আসামের পত্র-পত্রিকা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা

৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বাঙ্গালা অরুণোদয় নামক পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। পরিষৎ পত্রিকার ঘটনাপঞ্জী কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে অরুণোদয়ের যে ১৮৬৬ খ্রীঃ অঃ তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমর্থনে কোথাও কিছু পাই নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত আমরা তিনখানি (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় উল্লিখিত দুইখানি নহে) অরুণোদয়ের সংবাদ পাইয়াছি। (১) ১৮৩৯ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, জমীদার জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পরিচালিত (Long, *Return Relating to Publications in the Bengali Language till 1857*. Cal. 1859. p. xxxix; Long, *Return Relating to 515 Persons Connected with Bengali Literature*, Cal. 1855)। জন্মভূমি পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "বঙ্গীয় সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন যে ইহা ছয় মাস কাল মাত্র চলিয়াছিল। কলিকাতায় ইহার গ্রাহক-সংখ্যা ছিল ৫০০; বাহিরে ৭০। বার্ষিক মূল্য ১২৲। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ইহার পরিচালক ও সম্পাদকের নাম দিয়াছেন রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। (২) ১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত (Long, *Return etc.* 1859, p. xl)। লং তাঁহার *Return etc.* 1855 পুস্তিকায় ইহার সম্পূর্ণ নাম সংবাদ-অরুণোদয় এবং তারিখ ১৮৪৯ দিয়াছেন। লংএর মতে ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহা সাপ্তাহিক ছিল। মহেন্দ্রবাবু লং সাহেবের চেয়ে বেশী কিছু বিবরণ দেন নাই। (৩) আগষ্ট ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা। ইহা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটির মুখপত্র ছিল। লালবিহারী দে ইহারই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। (Long, *Return etc.* 1859. p. xliv; Murdoch, *Catalogue of Christian Vernacular Literature of India*, Madras 1870. p. 24)। ইহার উল্লেখ Blumhardt এর *Catalogue of Bengali Printed Books in the British Museum*এ (p. 79) পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯ সংখ্যা (vol 1. no 19) ও তৃতীয় খণ্ডের ১৭, ২৩, ২৪, সংখ্যা (vol III. nos. 17, 23, 24) রক্ষিত আছে। উক্ত খণ্ডসমূহের তারিখ ১৮৫৮—৫৯; শ্রীরামপুরে প্রকাশিত। ইহার বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র (Murdoch, *Catalogue*)। এই পত্রিকা হইতে অসমীয় অরুণোদয়ের নামকরণ হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৫৬। আর একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অরুণোদয় মাসিক পত্রিকার সংবাদ উক্ত ব্রিটীশ মিউজিয়মের তালিকায় পাওয়া যায়। (*Suppl. List.* p 192)। উহার আলোচ্য বিষয় জ্যোতিষ ও অলৌকিক রহস্য ("astrology and occult sciences")। সম্পাদকের নাম রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং যে খণ্ড ব্রিটীশ মিউজিয়মে আছে, তাহার তারিখ, কলিকাতা ১৮৯০।

প্রবন্ধের ১৪ পৃঃ উল্লিখিত বঙ্গদর্শক সংবাদপত্রটি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ইত্যাদি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সহিত নামের সাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু উক্ত পত্রের প্রকাশাব্দ ১৮৪২ এবং ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের অধিক পরমায়ু বলিয়া বোধ হয় না।

১৫ পৃষ্ঠায় লেখক "যুগ্যতদিপিতা ভাস্কর" নামক পঞ্চভাষান্বিত সংবাদপত্রের কথা ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের আসামদেশীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ইহার ঠিক নাম কি? এই সংবাদপত্রের নাম, যাহা লেখক অনুমান করিয়াছেন, (যুগপৎ দীপয়িতা) তাহা নহে; ইহা "জগচ্চন্দ্রদীপক (সংবাদপ্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৫৯; জন্মভূমি ১৩০৪-৫) বা জগদ্দীপক (Long, *Return etc.* 1855. p. 146) বা জগদ্দীপ (Long, *Return etc.* 1859 p. xxxix) ভাস্কর" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নামটাই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যেরূপ আড়ম্বরের সহিত কাগজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। কারণ, এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল আদৌ দীর্ঘ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সম্পাদকের নাম লং দিয়াছেন—মৌলবি বাজের আলি (Bugerali, *Return etc.* 1859, p. xxxix ; Buzurally, *Return etc.* 1855 p. 146)। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি জন্মভূমির উপরোক্ত প্রবন্ধে বলেন যে, ইহার প্রকৃত নাম মৌলবি বার আলি। চারি ভাষায় লিখিত হইত—পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও ইংরাজী। প্রকাশাব্দ ১৮৪৬। মাসিক মূল্য ।০ চার আনা মাত্র। ইহার পুরাতন ফাইল এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং আর কিছু বেশী খবর পাওয়া যায় না।

১৫ পৃষ্ঠায় ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে তালিকা আসামীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্র ও পত্রিকার বিবরণ দিতে হইলে বর্ত্তমান মন্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে; প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। তথাপি উক্ত তালিকা হইতে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ। তালিকায় উক্ত কয়েকটি পত্রিকার সম্পূর্ণ নাম দেওয়া হয় নাই—যথা, সংবাদ-প্রভাকর, সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ-ভাস্কর, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-রসরাজ, সংবাদ-সাধুরঞ্জন। সজ্জনরঞ্জন নামে যে সংবাদপত্রের উল্লেখ আছে, তাহা সজ্জনরঞ্জন নহে, সুজন-রঞ্জন। ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৪৯ ও সম্পাদকের নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। রসরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রথম সৃষ্টি। সুধাংশু—কৃষ্ণমোহন বসু-সম্পাদিত খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা (১৮৫০); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদ-সুধাংশু নহে। কারণ, তাহার প্রকাশাব্দ ১৮৫২।

শ্রীসুশীলকুমার দে

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা*

পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সংক্ষেপে এখানে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমি যে সব কথা বলিব, তাহা অনেক কালের পুরাণ কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র; নূতন কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরসা রাখি না। তথাপি ভরসা এই যে, বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই।

আমি শব্দকোষের এক একটি শব্দ ধরিয়া, তাহার ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে না করিয়া, প্রাকৃত হইতে করিলে সহজ হয়, ইহা দেখাইয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, এইরূপে প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। রায় মহাশয় এই মত স্বীকার করেন নাই। কেন করেন নাই, যুক্তি কি, এ সম্বন্ধে তিনি সেই পুরাণ কথা টানিয়া আনিয়াছেন; বাঙ্গালা কাহার সন্তান—সংস্কৃতের, না প্রাকৃতের—এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী, ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের সংস্কৃত, না প্রাকৃত মূল প্রদর্শন কর্ত্তব্য?"—৬৩ পৃঃ।

বাঙ্গালা প্রাকৃতজ, ইহাকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; অথচ ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন,—"পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুইটা ভাষা। কেহ বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, কেহ বলেন প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় প্রাকৃত-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে প্রাকৃত ভাষা হইতে সংস্কৃতের উৎপত্তি।" ইত্যাদি, ৬৩ পৃঃ, ২ প্যারা।

তিনি দুই জায়গায় দুই রকম মত প্রকাশ করিলেন,—আমরা কোন্‌টাকে তাঁহার খাঁটি মত বলিয়া গ্রহণ করিব? প্রথমে "বাঙ্গালা প্রাকৃতজ", এই মতকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; আবার কিছু পরেই বলিলেন—সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, সংস্কৃত লেখ্য ভাষা ইত্যাদি। দ্বিতীয় মতই যদি তাঁহার খাঁটি মত হয়, তবে আমাদের আর কিছুই কহিবার নাই; আমাদের মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এইখানেই নীরব হইতে পারি। কিন্তু আর এক জায়গায় তিনি বলেন,—"কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে।"—৬৩ পৃঃ। অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত ভাষা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব করেন, প্রাকৃত সংস্কৃতকে পরাভূত করিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহা তিনি কোষে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেন না, প্রাকৃত যে "ইতর লোকের ভাষা"।—৬৩ পৃঃ। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়, শকুন্তলা, সীতা প্রভৃতি

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কি 'ইতর' লোক ছিলেন ? আর যাঁহারা সে কালের বড় বড় ঋষি-মহর্ষি, রাজা-মহারাজা—তাঁহারা কি প্রাকৃতে মোটেই কথা কহিতেন না ? * তবে "শিষ্ট প্রাকৃত" নাম আইল কোথা হইতে ? "আর্ষ প্রাকৃত" নামের সার্থকতা কোথায় ? মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবে সরস্বতীকে দিয়া প্রাকৃত ভাষায় পার্ব্বতীর স্তব করাইয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহার পার্ব্বতী ও সরস্বতীকে ইতর-শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে ? শাতবাহন প্রাকৃত ভাষায় "সপ্তশতী" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট বলেন,—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোচ্ছাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, দশরূপকের ধনিকৃত টীকা এবং কাব্যপ্রকাশে "সপ্তশতী" হইতে অনেক শ্লোক তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয় কি ইহাকে ইতরের ভাষা বলিবেন ? আজ-কালকার বাঙ্গালায় নানান্ রূপ প্রচলিত। টোলের পণ্ডিতের এক বাঙ্গালা, ইংরাজী-শিক্ষিতের এক বাঙ্গালা, সহরে ভদ্র লোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য ভদ্রলোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য চাষার এক বাঙ্গালা,—কিন্তু বাঙ্গালা সবই। ইহার মধ্যে কেবল চাষার বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া যেমন সমস্ত বাঙ্গালাকে "ইতর" বলা উচিত নয়, সেইরূপ প্রাকৃতের কোন একটা রূপ দেখিয়া প্রাকৃত মাত্রকেই ইতর বলা ঠিক নহে। আর হইলই বা ইতর, ইতর হইতেই যদি বাঙ্গালা আসিয়া থাকে, তবে তাহা স্বীকার করিব না কেন ? ব্যাকরণে এক, কোষে আর—দুই জায়গায় দুই মত, ইহার অর্থ ত আমরা বুঝি না।

রায় মহাশয় তাঁহার শব্দকোষে বিদেশী শব্দ বাদে পনের আনা তিন পাই শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখাইয়াছেন। প্রাকৃতকে তিনি একেবারে আমলই দেন নাই। ইহাতে তাঁহাকে যে কত দূর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা শব্দকোষ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই। তিনি "আবরণ" শব্দ হইতে "উড়নী", "ওয়াড়" ও "ওহাড়ন", "নীবার" হইতে "উড়িধান" এমন কি, "সহস্র" হইতে "হাজারও" [ফা° হজারও দেখাইয়াছেন] কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি প্রাকৃতকে স্বীকার করেন নাই। অথচ তিনি বলেন,—"যে ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।"—৬৪ পৃঃ, ২য় প্যারা। যদি স্বীকারই করা যায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয়ে বঙ্গভাষা হইয়াছে, তবে তাহাতে দুইই থাকিবে—সংস্কৃতও থাকিবে, প্রাকৃতও থাকিবে ; প্রাকৃতের মূল প্রাকৃত, সংস্কৃতের মূল সংস্কৃত দেখাইতে হইবে। কিন্তু তিনি কোষে তাহা দেখান নাই।

সংস্কৃত ভাষা অবশ্য একটা আদিম মূল-ভাষা নয়, তাহা ইহার 'সংস্কৃত' নাম হইতেই বুঝা যায়। সংস্কৃতের জন্মের পূর্ব্বে—পাণিনি প্রভৃতির আবির্ভাবের আগে অবশ্য আর্য্যগণের

---

* ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ প্রাকৃত ভাষাতেই (মনুষ্যভাষাতেই) কথা কহিতেন এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ভাষাও (দেবভাষায়) ব্যবহার করিতেন। তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত উপনিষদ্বাক্য হইতে পাওয়া যায় ;—
"তস্মাদ্ব্রাহ্মণা উভয়ীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণাং।"

একটা ভাষা ছিল, যাহাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়। সংস্কৃত হইল, কিন্তু সংস্কৃতের আগে যে ভাষা ছিল, সেটা কি মরিয়া গেল? পণ্ডিতেরা বলেন—না। সংস্কৃত জন্মিয়া তাহা সাহিত্যের ভাষা হইল। আগেকার ভাষা যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল এবং চলিতে চলিতে বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার চলার শেষ হয় নাই; কোথায় শেষ হইবে, কে জানে? বাঙ্গালার যদি মূল ধরিতে হয়, তবে সংস্কৃতকে ধরিব কেন? সংস্কৃতের আগেকার সেই ভাষাকে ধরা উচিত নয় কি?

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান, ইহার মধ্যে সুবহু কাল চলিয়া যায়। আদিম মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন হয় নাই; কথ্য ভাষা লইয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল। তাহার ভাষা মুখে মুখেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ধরিবার উপায় নাই। পরে মানুষ শিক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার প্রথম সাহিত্য হয়, তখন সাহিত্যে ও কহিবার ভাষায় বিশেষ তফাত থাকে না; সাহিত্যেও যা, মুখেও তা। ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলেই তাহা থাকিয়া যায়, অন্য দিকে মুখের ভাষা দিন দিনই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের একটা সীমা আছে; সে সীমার মধ্যে যত দিন মুখের ভাষা থাকে, তত দিন উভয় ভাষা এক এবং সীমা ছাড়াইলেই দুই হইয়া পড়ে। ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম সাহিত্য বেদ।* বেদের ভাষাকে রাখিয়া তাঁহাদের কথ্য ভাষা চলিয়াছে, চলিতে চলিতে অনার্য্য-ভাষার সহিত মিশিয়াছে, মিশিয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথ্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল, তখন লোকব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য একটি ভারত-যোড়া সাহিত্যের ভাষার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনেই সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব। তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালার মূল সংস্কৃত—ইহা বলি কি করিয়া? সাহিত্যের ভাষা হইতে কোন কথ্য ভাষা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার প্রমাণ ত কোন দেশের ভাষায় পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়কার সাহিত্যের বাঙ্গালা হইতে আজকালকার কথ্য বাঙ্গালা জন্মিয়াছে, কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি বোধ হয়, এ কথা স্বীকার করিবেন না। সংস্কৃত যে সাহিত্যের ভাষা, ইহা কেবল আজ আমরাই বলিতেছি না, অনেক প্রাচীন পণ্ডিতও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

---

* আজকাল আমরা বেদের ভাষাকে যে আকারে পাইতেছি, ইহার রচনা-সময়ে যে ঠিক ইহা এই রকমই ছিল, তাহা বলা যায় না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক ইহার কয়েক বার সংস্কার হইয়াছে। এই সকল সংস্কারে ইহার ভাষা অনেকটা সংস্কৃতমুখী হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, বেদের ভাষাকে "বৈদিক সংস্কৃত" বলা হইয়া থাকে। নতুবা বৈদিক ভাষার "সংস্কৃত" নাম হইবার অপর কোন কারণ দেখা যায় না। তথাপি প্রাকৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

† সংস্কৃতং কৃত্রিমে লক্ষণোপেতে।—অমরকোষ। পাণিন্যাদিকৃত-ব্যাকরণ-সূত্রেণ উপেতে উপগতো লক্ষণোপেতঃ সাধুশব্দঃ।—ঐ টীকায় ভরত। কৌমার-পাণিনেয়াদি-সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা।—ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা। মহাকবি কালিদাসও ইহাকে "সংস্কার-পূত" বলিয়াছেন। অন্যান্য অনেক সংস্কৃত কোষে "সংস্কৃত" শব্দের উপরোক্ত অর্থই ধৃত হইয়াছে।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা যে প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে, আজকাল ইহা একরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কি বিদেশীয়, কি দেশীয়, সকল পণ্ডিতই এ বিষয়ে এক মত পোষণ করেন। মক্ষমূলর, বীম্‌স্‌, হোর্ণলি, গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু রায় মহাশয় বলেন,—"বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ প্রাকৃতমূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয় বলেন নাই।"—৬৮ পৃঃ। অথচ ইহার পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছেন,—"ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? প্রাকৃত ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।"—৬৭ পৃঃ।

"প্রাকৃত ভাষা বঙ্গভাষার জননী"—এই বিষয়টা তিনি মানুষের জননী'র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। মানুষের জননী এক দিনে, এক সময়ে মানুষ প্রসব করেন, কিন্তু ভাষা-জননী এক দিন, এক মাস বা দু দশ বছরে কোন ভাষা প্রসব করেন না। এমন কি, ভাষার প্রথম সৃষ্টিও কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় নাই। জননী সন্তান প্রসব করেন, প্রসূত সন্তান দিন দিন বাড়িতে থাকে, কিন্তু তাহার এই বৃদ্ধি জননী প্রতি দিন ধরিতে পারেন না; ছ মাস এক বছর পরে বুঝিতে পারেন, তাঁহার সন্তান কিছু বড় হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে। কোন এক ভাষা হইতে হঠাৎ অন্য একটা ভাষা জন্মে না। লোকের মুখে মুখে সুবহু কাল ধরিয়া পরিবর্ত্তনের পর অপর ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যভাষা হইতে এই নিয়মেই প্রথমে পালি, পরে প্রাকৃত, তার পর অপভ্রংশ এবং অপভ্রংশ হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবিধ দেশীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন,—"কোন সময় ছিল কি, যখন প্রাকৃত ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে প্রাকৃত ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?"—৬৭ পৃঃ। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে "বাঙ্গালা ভাষা" নামটা কত দিনের, তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়। প্রাচীন হাতে-লেখা পুথির মধ্যে "বাঙ্গালা ভাষা" নাম পাওয়া যায় না। ৬০।৭০ বছর পূর্ব্বেকার যে সকল ছাপা বই দেখা যায়, তাহার অনেকের উপরে "গৌড়ীয় ভাষায়" লিখিত। দণ্ডী, অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে গৌড়ী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা নাম খুবই আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে এখন আমরা যাহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলি, তাহার নাম কি বরাবরই গৌড়ীয় ভাষা ছিল? না। প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার নামই ছিল "প্রাকৃত" ভাষা। ইহার দৃষ্টান্ত হাতে-লেখা পুথিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। রায় মহাশয় অশিক্ষিত নর-নারীর বাঙ্গালাকে "প্রাকৃত" বলেন বটে (৭২ পৃঃ), কিন্তু আমরা পুথিতে দেখিতেছি, বড় বড় কৃতবিদ্য নামজাদা লোক মার্জ্জিত বাঙ্গালায় বই লিখিয়া তাহাকে "প্রাকৃত" বলিতেছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, গীতগোবিন্দ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ "প্রাকৃত" নামে কথিত। অতএব বলা যায়, সুবহু কাল যাবৎ

পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃত বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে; তাহার প্রমাণ—এই সে দিন পর্য্যন্তও ইহার নাম ছিল "প্রাকৃত"। সুতরাং প্রাকৃত ও বাঙ্গালা দুইটা ভাষা নয়, একটা অপরটার পরিণতি মাত্র। কাজেই কোন এক সময়ে কোন দেশে প্রাকৃত ও বাঙ্গালা নামে দুইটা ভাষা ছিল না, একটাই ছিল, বর্ত্তমানটা তাহার পরিণতি মাত্র।

পরিণামের নিয়ম সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"পূর্ব্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।"—(৬১ পৃঃ) নূতন পুরাতনে অপ্রকট থাকে, ইহা দার্শনিক সত্য বটে, কিন্তু কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে না। বট-বীজে বট-বৃক্ষই অপ্রকট থাকে, কিন্তু অশ্বত্থ-বৃক্ষ থাকে না। সেইরূপ বাঙ্গালায় যে সকল বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালার পূর্ব্বরূপে অপ্রকট ছিল না, উহা একেবারেই নূতন আমদানি। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতে গিয়া তিনি বলেন,— "হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সে কালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে।"—(৬১ পৃঃ।) এই যে "হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ," অনুসন্ধান করিলে ইহার আট শতই বোধ হয়, তৎসম বলিয়া ধরা পড়িবে অর্থাৎ ইহার আট শতই প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে সমান ভাবে ব্যবহৃত হইত, ইহা একা সংস্কৃতের সম্পত্তি নহে। তা ছাড়া সংস্কৃত অভিধানে পাইলেই কি তাহা সংস্কৃত বলিয়া ধরিতে হইবে? সংস্কৃতের মধ্যে কি অপর কোন ভাষার শব্দ নাই? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সংস্কৃতের মধ্যে ম্লেচ্ছ, যাবনিক, প্রাকৃত এবং অনার্য্য-ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আবার দেখা যায়, কোন সংস্কৃত শব্দ স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের নিয়মে রূপ বদলাইয়া প্রাকৃতে আসিয়াছে, কিছু পরে সেই প্রাকৃত রূপই সংস্কৃত বলিয়া আবার সংস্কৃত সাহিত্য এবং অভিধানে প্রবেশ করিয়াছে।

শব্দকোষের যে সকল শব্দের মূল আমি প্রাকৃত দেখাইয়াছি, সেই প্রাকৃত কবেকার, কোন্ দেশের এবং তাহার মূল কি, এ সম্বন্ধে রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রশ্নটি গুরুতর এবং এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনাও অধিক হয় নাই। "প্রাকৃত অনিত্য ও অপরিচিত" (৬৭ পৃঃ)—এ কথা আমাদের পক্ষে খাটিলেও, যাঁহারা প্রাকৃতের অনুশীলন ও আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে খাটে না। প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে যেমন সংস্কৃতের চর্চ্চা করিয়াছেন, প্রাকৃতের চর্চ্চাও তাহা অপেক্ষা অনেকে কম করেন নাই। বিরাট প্রাকৃত-সাহিত্য, তুলনায় সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে কোন অংশে হীন নহে। আজকাল প্রাকৃত আমাদের নিকট অপরিচিত ও উপেক্ষিত, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন প্রাকৃত না শিখিলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না এবং প্রাকৃত না জানিলে কেহ গুরুপদবাচ্য হইতেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত যেমন "নিত্য ও পরিচিত," আগেকার

অনেক পণ্ডিতের নিকট প্রাকৃতও সেইরূপ নিত্য ও পরিচিত ছিল। তাই তাঁহারা সংস্কৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, প্রাকৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। সংস্কৃতের যে চিত্র দেখিয়া তাহাকে আমরা নিত্য ও পরিচিত বলি, প্রাকৃতেরও সেইরূপ চিত্র যাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহারা প্রাকৃতকে অনিত্য ও অপরিচিত বলেন না। কেবল সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ যেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে, কথ্য ও সাহিত্য, উভয় ভাষার ব্যাকরণ সেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন না, এত বড় একটা দেশের এত বড় লীলাময়ী ভাষার পূর্ণ জ্ঞান এক জনের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহার যতটুকু জ্ঞান, তিনি ততটুকু লইয়া ব্যাকরণ করিলেন; তাই প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্যই তাঁহারা সংস্কৃতের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। "অহং" অর্থে নানা দেশের প্রাকৃতে নানান্ রকম প্রয়োগ হইত; কোথাও হং, অম্মি, কোথাও হং ম্মি, অহং, কোথাও হকে, হগে, হউঁ। সংস্কৃতে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অস্মদ্ শব্দের একটি রূপ লওয়া হইল 'অহং'—তাহাও প্রাকৃত হইতে। ও দিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রূপ হইতে আমি, আম্মি, মুই, মেঁা, মৈ, মী, মু, হুঁ, হাঁউ প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল। কোষকার কি এই সকল পদকে অস্মদ্ শব্দের 'অহং' রূপ হইতে জাত বলিবেন? বাঙ্গালায় নানাবিধ প্রাকৃত শব্দের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহা মূলতঃ মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। মাগধ অপভ্রংশের মূল—মাগধ প্রাকৃত, তাহার মূল শৌরসেন প্রাকৃত। সুতরাং উপরোক্ত সকল প্রাকৃতের শব্দ ও লক্ষণই বাঙ্গালায় পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া অপভ্রংশ ভাষার আর একটি লক্ষণ এই যে, নিকটবর্ত্তী অনেক প্রাকৃতের শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে বাঙ্গালায় অন্যান্য প্রাকৃত শব্দও প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে বাঁশের অঙ্কুরকে "করাইল" বলে; ইহার মূল বা ইহার সহিত সমজাত শব্দ সে দিন গুর্জ্জরী প্রাকৃতে পাইয়াছি—"করিল্ল"। কোথায় বাঙ্গালা—কোথায় গুজরাট! কিন্তু উপায় কি? অপভ্রংশ ভাষার নিয়মই এই। রায় মহাশয় যে "ওক্কিঅ" লইয়া এত কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও গুর্জ্জরী দেশী প্রাকৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি 'ওক' বা 'উকি'র মূলে বৈয়াকরণ পণ্ডিতের রচিত, সাহিত্যের সংস্কৃতের 'হিক্কা' ও "উদ্গার"ও দেখিয়াছেন।—(৬১ পৃঃ)। বাঙ্গালা, মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে যে মাগধ প্রাকৃতের শব্দ বা নিয়মই থাকিবে, অন্য প্রাকৃতের থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত বাঙ্গালা শব্দকোষে এইরূপে বাঙ্গালার মূল ধরিতে হইবে, যে শব্দ যত বার রূপ বদলাইয়া আসিয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার তত রূপ দেখাইতে হইবে। ইহাতে অদ্ভুত পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

"কোন্ দেশের কোন্ সময়ের প্রাকৃত",—(৬১ পৃঃ), ইহার কবুল জবাব দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান লাভ, ইহার মধ্যে অনেক কাল চলিয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন আর্য্যভাষা অনার্য্যভাষার সহিত মিশিয়া স্বাভাবিক

পরিবর্ত্তনের নিয়মে প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, এই পরিণতির ব্যাপারে হয় ত অনার্য্যভাষা-গুলি কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং ইহার অনেক কাল পরে, প্রাকৃত সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। প্রাকৃত যখন সাহিত্যে উঠিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয়; ইহার পূর্ব্বে তাহার পরিচয় আমরা পাই না। অথচ যে সময়ের সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই, সেই সময়েই সে হইয়াছে, তাহার আগে সে ছিল না, এমন কথাও বলা চলে না। সুতরাং "ইহা এই সময়ের প্রাকৃত", তামা-তুলসী ছুঁইয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেও এই একই কথা। ধরুন, 'জল' শব্দ সংস্কৃতে আছে, কিন্তু ইহা কোন্ সময়ের সংস্কৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? যে দিন সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই দিনই সমস্ত সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি, ইহার আগে তাহার একটিও ছিল না, এ কথা কোন ভাষাবিৎ স্বীকার করেন কি? সুতরাং "ইহা কোন্ সময়ের প্রাকৃত", এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করা বৃথা। তবে, অমুক সময়ের লেখা পুঁথিতে পাওয়া যায়—এরূপ বলা চলে। পক্ষান্তরে এ প্রশ্ন সংস্কৃত সম্বন্ধেও উঠিতে পারে।

রায় মহাশয় উপসংহারে বলেন,—"যখনই প্রাকৃত বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ 'প্রাকৃত' ভাষা।"—(৬৮ পৃঃ।) ইহা কয়েক জন সংস্কৃতজ্ঞ প্রাকৃত বৈয়াকরণিকের মত বটে। ইঁহারা বলেন,—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র আগতং তত্র ভবং বা প্রাকৃতম্।" অথবা "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তদ্‌বিকৃতিঃ প্রাকৃতম্।" কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক দিন আগে এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রকৃতি সংস্কৃত, ইহা বৈয়াকরণিকদের রচা কথা, কোন যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে। আর সংস্কৃতের বিকারে প্রাকৃত উৎপন্ন হইয়া থাকিলে তাহার "প্রাকৃত" নাম না হইয়া "সাংস্কৃত", "বিকৃত" বা "বৈকৃত" এইরূপ একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং দেখা যায়, উপরোক্ত মত সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাকৃত শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধং প্রাকৃতম্।" এই মতই যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে। যে ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন, যাহা সংস্কারাপন্ন নহে, তাহা প্রাকৃত। আদিম মানব-সমাজে যখন শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবই হয় নাই, তখন সংস্কৃত ভাষার স্থান কোথায়?

"অতিথ" শব্দ সম্বন্ধে দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক; সেখানে 'অতিথ' শব্দের "ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী" অর্থ একেবারে অপরিচিত। সেই ধারণাবশতই আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গে ইহার মূল অর্থ একেবারে গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে এখনও আছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"বাঙ্গালা শব্দকোষ রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশবিশেষের শব্দকোষ, ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে।" "কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতরবিশেষ হয়",—(৬১পৃঃ) ঠিক কথা। অতএব, আউ প্রভৃতি শব্দেরও এককালে গৌরব ছিল, এককালে উহাও সাধু এবং শিষ্ট

বলিয়া পরিচিত হইত, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ইহার সেই অতীত শিষ্টতা ও সাধুতা লোপ করা কোষকারের উচিত নহে।

কথ্য বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী অনেক স্থলেই মৃদু উচ্চারণে অভ্যস্ত। তাই মৃদু উচ্চারণই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এক একটি গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত শব্দ ধরিয়া দেখুন, প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ কেমন কোমল হইয়াছে, আবার বাঙ্গালায় তাহা হইতেও কোমল হইয়াছে। সং ব্রাহ্মণ, প্রাঃ বাম্হণ, বাং বামন বা বামুন। কথ্য ভাষায় রেফাক্রান্ত যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হিসাবে কথ্য ভাষায় কর্ম্ম শব্দের পরিবর্ত্তে "কম্ম" ও "কাম" উচ্চারণই স্বাভাবিক। রায় মহাশয় বলেন,—"কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না।"—(৬২পৃঃ) আমার বোধ হয়, প্রত্যেক জাতিরই উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, সেই ধারা দেখিয়া কাহার পক্ষে কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর উচ্চারণ কোমল—তাহাই তাহার বিশিষ্ট ধারা।

শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তরে রায় মহাশয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিলাম। পরিশেষে বক্তব্য, বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আজকাল আর আপত্তি চলে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি, মানুষ প্রথমে শিক্ষিত হইয়া জন্মে নাই, ভাষাও প্রথমে সংস্কৃত হইয়া জন্মে নাই। মানুষ অশিক্ষিত হইতে শিক্ষিত হয়, ভাষাও অমার্জ্জিত হইতে মার্জ্জিত হয়। মার্জ্জিতের সাধুতা, শিষ্টতা, গৌরব ও অসাধারণ ক্ষমতা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহার মূল যে "অমার্জ্জিত", এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক দিকে মার্জ্জিতের যেমন অসাধারণ গৌরব, অপর দিকে অমার্জ্জিতের তেমন চমৎকার সরলতা, প্রাণ-মন-ভুলান মধুরতা। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালার নমুনা, "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পাইয়াছি, তার পাঁচ শ বছর পরের "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" পাইয়াছি। ইহাতে বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া এবং তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এখনও কি বলা চলে যে, বাঙ্গালা সংস্কৃতজ ?

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ*

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর "টপ্পা" এক কালে এই দেশে যথেষ্ট আদৃত ছিল। নিধুবাবুই যে এই শ্রেণীর গান বাঙ্গালায় প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইতে পারে, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার "বাঙ্গালার শোরি মিঞা" এই গৌরবাস্পদ আখ্যা একেবারে নিষ্ফল নহে। আধুনিক রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে নিধুবাবুর গানের আর সেরূপ আদর দেখা যায় না, তথাপি গান হিসাবে ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গানগুলির মূল্য যথেষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

নিধুবাবুর গানসমূহের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তদ্রচিত "গীতরত্ন গ্রন্থ" ১২৪৪ সালে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়।[১] ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে। ইহা নিধুবাবুর রচিত সমস্ত টপ্পার সংগ্রহ বলিয়া প্রচারিত। ইহার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেটি গ্রন্থকারের নিজের রচনা বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থ আবার "তদাত্মজ[২] জয়গোপাল[৩] গুপ্ত" কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সঙ্কলিত[৪] হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়; এ পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্করণ[৫]। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বোধ হয়, ১২৫৭ সালে প্রকাশিত

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ইহার পত্রসংখ্যা।৴, + ১৪১। পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহার ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা নাই। ইহার টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ—শ্রীশ্রীরামঃ। / শরণং / গীতরত্ন / গ্রন্থ / শ্রীরামনিধি গুপ্ত / রচিত / গৌড়িয় সাধুভাষায় নানা প্রকার ছন্দে / রাগ রাগিনী সহিত সংযোজিত হইয়া / সন ১২৪৪ সালে / কলিকাতা বিদ্যোদয় প্রেসে / মুদ্রিত হইল। / এই পুস্তক শোভাবাজারের ৺নন্দরাম সেনের / ইষ্ট্রিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন। /

২। *Bengal Academy of Literature* (Vol I. No 6. p. 4)এ জয়গোপাল গুপ্তকে ভ্রমক্রমে নিধু বাবুর অনুজ বলা হইয়াছে।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে জয়গোপালকে ভ্রমক্রমে জয়চন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪। এই জীবন-বৃত্তান্ত জয়গোপাল-লিখিত নহে, প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সঙ্কলিত। কেবল উল্লিখিত জীবনীতে "পক্ষীর দল" ও আখড়াই গাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৫। ইহার টাইটেল পেজ এইরূপ—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। / গীতরত্ন গ্রন্থঃ। / ৺রামনিধি গুপ্ত প্রণীত। / কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত / তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / তৃতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা। / এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত। / নং ৬১ আহীরীটোলা। / ১২৭৫। / মূল্য এক টাকা চারি

হয়, কিন্তু ইহা আমাদের অধিগত হয় নাই। উল্লিখিত তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম দিয়া প্রথম বার মুদ্রিত করেন; বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাঙ্কণ উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ; কেবল ইহাতে নিধুবাবুর কিঞ্চিৎ জীবনী, সাতটি আখড়াই সঙ্গীত, একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, একটি শ্যামাবিষয়ক গীত ও একটি বাণী-বন্দনা বেশী দেওয়া আছে।

এই গীতরত্ন গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। ইহাও বটতলা হইতে ১২৫৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহাও তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে লেখা আছে যে, "এই গীতরত্ন গ্রন্থ যাহা রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অশুদ্ধ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য দ্বারা সুধাসিন্ধু-যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।" ইহাতে বহুসংখ্যক আদিরসাত্মক গান আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি গীতরত্ন ভিন্ন অপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, এবং নিধুবাবুর গানের সহিত অন্যান্য লোকের রচিত বিস্তর টপ্পাও মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর তাঁহার "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে" বাঙ্গালা ভাষার গান মুদ্রিত করেন*। তাহাতে নিধুবাবুর রচিত সার্দ্ধশতাধিক গান স্থান পাইয়াছে। ইহার গানগুলি অধিকাংশ গীতরত্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং গীতরত্নের ধারানুসারে গান বিন্যাস করা হইয়াছে; কেবল আখড়াই সঙ্গীতগুলি শেষে না দিয়া গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।

১২৯৩ সালে আশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হিন্দু-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" বা "কবিবর নিধুবাবু-রচিত গীতাবলী" পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১৬০ গান আছে; কিন্তু গ্রন্থের কাটতি সম্ভাবনায় নিধু-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ গীত অপরাপর ব্যক্তির রচিত এবং নিধুবাবুর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে।

আধুনিক সময়ে বটতলা হইতে বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা সমেত "গীতাবলী" বা "নিধুবাবুর (৺রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীতসংগ্রহ" পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ হইতে নিধুবাবুর পদ উদ্ধার করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া লিখিত আছে; ইহার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নাই। তারিখ ১৩০৩।

আনা মাত্র।/ ইহার পত্রসংখ্যা ২+১।০+১৬৮ (১৪০ পৃঃ পর্য্যন্ত টপ্পা। ১৪১—১৬৮ পৃঃ আখড়াই ও ব্রহ্ম-সঙ্গীতাদি)।

* । সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪—৩১২ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত সংগ্রহগুলি ছাড়া কতকগুলি বিবিধ বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে নিধুবাবুর অনেকগুলি গীত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত-সারসংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ (১৩০৬), বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকাসম্বলিত "রসভাণ্ডার" (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত "প্রীতি-গীতি" (১৩০৫), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড (ইং ১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংগ্রহে মুদ্রিত অধিকাংশ গীতাবলী নূতন করিয়া সংগৃহীত নহে, উল্লিখিত গীতরত্ন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

নিধুবাবুর টপ্পার এই সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে গীতরত্ন গ্রন্থখানিকে আদি ও প্রামাণিক ধরা যাইতে পারে। কিন্তু গীতরত্নের মধ্যেই এমন অনেক গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গীতরত্ন গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায়[৭] নিম্নলিখিত গানটি দৃষ্ট হইবে,—

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

কিন্তু তারাচরণ দাস-রচিত "মন্মথ-কাব্য"এর ৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়,—

এই কি তোমার সই ছিল রে মনে।
জাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥ হে
চিত্রা কি চিত্রে চিত্রে রহিলে কেনে।
যে চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে॥[৮]
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

উদ্ধৃত গানেতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অন্য অনেক গানে উভয় পুস্তকে অবিকল ঐক্য দেখা যায়। যথা,—গীতরত্ন ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রবলপ্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে" মন্মথকাব্যের ৫৯ পৃষ্ঠায় অবিকল পাওয়া যায়। এইরূপ মন্মথকাব্যের প্রায় ২১টি গান গীতরত্নে দেখা যায়।

বটতলা-প্রকাশিত নিধুবাবুর "গীতাবলী"র ভূমিকায় ও "মন্মথ-কাব্যে"র ১২৬৯ সালে

৭। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতরত্ন গ্রন্থের যে পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ আছে, তাহা (অন্য সঙ্কেত না থাকিলে) তৃতীয় সংস্করণের পত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

৮। এই দুই পংক্তি গ্রন্থ-বর্ণিত মনমুগ্ধরির মনোমোহনের চিত্রপট বর্ণন প্রসঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সময়ে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্যে যে সকল গীতের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় মন্মথকাব্য-প্রণেতা তারাচরণ দাসের রচনা। কারণ, তারাচরণ দাস রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন ও তদাজ্ঞায় প্রণীত মন্মথ-কাব্য প্রায় এক শত বৎসরের অধিক হইল রচিত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "রামনিধি ১২৪৪ সালে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে যদি স্বয়ং গীতরত্ন ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতের খাতাতে অপরের রচিত যে সকল উত্তমোত্তম গীত উদ্ধৃত ছিল, তাহা তিনি অশক্তাবস্থাপ্রযুক্ত সংশোধন ও নির্ব্বাচন না করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন।" এই মতের বিরুদ্ধে দুএকটি আপত্তি আছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্য, ইহার কোনখানি অপরটির পূর্ব্বে রচিত। আমরা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে একখানি মন্মথ-কাব্য পাইয়াছি, তাহার টাইটেল পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ-তারিখ নাই। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে,—

শাকে যুগ্মরসাদ্রিচন্দ্রবিমিতে লেয়ে গতে পুষণি
পক্ষে নন্দসুতস্য নামমিলিতে বারে বিধৌ বাণভিধৌ
বাবু শ্রীনবকৃষ্ণদাসকৃপায়ামারাধ্য কাব্যং শুভং
শ্রীতারাচরণাভিধেয়রচিতং সম্পূর্ণতামাপিতং॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, মন্মথ-কাব্যের রচনা ১৭৬২ শকে অথবা ১২৪৭ সালে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমাপ্ত হইল। যদি মন্মথকাব্য ১২৪৭ সালে রচিত হয়, তাহা হইলে গীতরত্নের ৩ বৎসর পরে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল। উপরোদ্ধৃত শ্লোকে ও গ্রন্থের সর্ব্বত্র "বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়" এইরূপ ভণিতা আছে; কুত্রাপি রাজা নবকৃষ্ণ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সেখানেও বলিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মনমথ কাব্য রচি ভাবি শারদায়॥" (পৃঃ ৭)। নবকৃষ্ণের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাবু নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ যে এক ব্যক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তার পর নবীনবাবু নিধুবাবুর অশক্তাবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গীতরত্নের প্রারম্ভে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকপাঠে কাটাইতেন।[১] নিধুবাবু স্বয়ং গীতরত্নের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত

১। গীতরত্ন, পৃঃ ৮০; সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১।

গ্রন্থ প্রকাশের সময় সবিশেষ সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তারাচরণকৃত এক আধটি নহে—একুশটি গান যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানবশতঃ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, আলোচ্য গানগুলি নিধুবাবুরই রচিত; তারাচরণ স্বীয় কাব্যের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির জন্য সেগুলি নিজের রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শুধু মন্মথ-কাব্যে নহে, এইরূপ বনওয়ারীলাল-প্রণীত "যোজনগন্ধা", মুন্সী এরাদোত-প্রণীত "কুরঙ্গভানু" (১২৫২) প্রভৃতি কাব্যে গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কাব্যে দুএকটি এমন গান উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যথা—মন্মথকাব্যে উদ্ধৃত (পৃঃ ১২০) "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন"[১০] গানটি নিধুবাবু তাঁহার প্রথম স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ, এবং জয়গোপাল গুপ্তের সঙ্কলিত জীবনীতেও এই কথা আছে। বোধ হয়, নিধুবাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে "কোটেশন" চিহ্ন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিধু বাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই গীতরত্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তক যে তাঁহার টপ্পার আদি ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংগ্রহ, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমৎ প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না। এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূরিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসক্ষাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্ত বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিরদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল।" অবশ্য গীতরত্নে অনবধান প্রযুক্ত অপরের দুএকটি গান আসিয়া পড়ে নাই অথবা নিধু বাবুর দুএকটি গান যে বাদ পড়ে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পরবর্ত্তী সকল সংগ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ।

বাস্তবিক প্রাচীন কবিগান বা টপ্পা-লেখকদের রচনা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বা বিশুদ্ধরূপে সংগৃহীত হয় নাই; এরূপ সংগ্রহের বোধ হয় বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। কোন্‌টি কাহার পদ,

---

১০। গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯।

তাহা নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এবং অনেক গান এক বা ততোধিক রচয়িতার নামে এরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, এত কাল পরে তাহা প্রকৃত কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উদাহরণস্বরূপে এই গানটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

একাদিক্রমে শ্রীধর কথক, রাম বসু ও নিধু বাবুর বলিয়া বিবিধ সংগ্রহে দেখা যায়। ইহা খুব সম্ভব, প্রথমোক্ত ব্যক্তির রচনা। গীতরত্ন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু গীতরত্নে যে নিধু বাবুর সমস্ত গান আছে, তাহাও বোধ হয় বলা যায় না। "নয়নেরে দোষ কেন। মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন॥" অথবা "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" প্রভৃতি গান নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" (পৃঃ ৮৭৭ ও ৮৫১), "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ১১৩ ও ১২৭), "রসভাণ্ডার" (পৃঃ ১০৭) প্রভৃতি সংগ্রহে নিধু বাবুরই বলিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু গীতরত্নে একেবারে পরিত্যক্ত হওয়াতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এগুলি প্রকৃতই নিধু বাবুর কি না। এইরূপ "তবে প্রেমে কি সুখ হত। আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥" ইত্যাদি সুন্দর গানটি "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ৩১৬) ও "নিধু বাবুর গীতাবলী" (পৃঃ ১৭২) প্রভৃতি পুস্তকে নিধু বাবুর বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে ইহাও শ্রীধর কথকের রচিত এবং গীতরত্নেও ইহা পরিত্যক্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। টপ্পা রচনায় নিধু বাবুর এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অনেক টপ্পা তাঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে" (পরিষৎ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪) "ককারে আকার জল ছাড়ি লয়ে দীর্ঘ ঈকার বল" শীর্ষক উদ্ভট গানটি নিধু বাবুর গীতের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী রামলোচন ঘোষের পুত্র "গীতাবলী"-প্রণেতা আনন্দনারায়ণ ঘোষের রচনা এবং উক্ত গানের শেষে তাঁহার নামের এইরূপ ভণিতা আছে,—"আনন্দের নিবেদন মন দিয়া শুন মন" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ১৪৮) আছে; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের অতিরিক্ত গানের মধ্যে, প্রথম সংস্করণে নয়। আশুতোষ ঘোষাল-সংগৃহীত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" দ্বিতীয় খণ্ডে নিধু বাবুর যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা, ছাতু বাবু প্রভৃতি অপরাপর লোকের বিস্তর গান মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৩৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরাগে রচিত "কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন" গানটি "গায়নচন্দ্রকুমদ"[১১] ২৩ পৃষ্ঠায়

১১। গায়নচন্দ্রকুমদ বিভিন্ন লোকের রচিত কবিতার সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহা বংশীধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বটতলা হইতে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

দৃষ্ট হইবে ; সমস্ত গীতরত্নে নিধু বাবুর শ্রীরাগের গান নাই। কিন্তু গায়নচন্দ্রকুমদের (পৃঃ ২৪) "দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন" গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ২৭) পাওয়া যাইবে। "সঙ্গীত-সারসংগ্রহে" (পৃঃ ৮৭৪), বটতলা-প্রকাশিত "নিধু বাবুর গীতাবলী"তে (পৃঃ ১৭২), এবং অনাথকৃষ্ণ দেবের "বঙ্গের কবিতা"র (পৃঃ ২৯৪)

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
আমি এই মাত্র চাই   মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থাক এ দেহে সকলি সবে ॥

গানটি নিধু বাবুর বলা হইয়াছে ; কিন্তু ইহা জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক-রচিত[১২] এবং গীতরত্নে বর্জ্জিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এইরূপ --

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে দেহে প্রাণ না রহিবে ॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান   পলকে নিশ্চিত প্রাণ
অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় হইবে তবে ॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই   আমি মাত্র এই চাই
তুমি সুখে থাক মম শব দেহে সব সবে ॥

এমন কি, "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা"য় (পৃঃ ৪০) "পিরীতি পরম রতন" শীর্ষক যে গানটি নিধু বাবুর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত পদ্মাবতী নাটকে দেখা যায়। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কবি বা গীতরচকদিগের পদাবলী বিশুদ্ধরূপ উদ্ধার বা নির্ব্বাচন করা কি প্রকার কষ্টসাধ্য। তথাপি গীতরত্ন গ্রন্থ যখন নিধু বাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এত কাল তাঁহার আদি ও প্রামাণিক গীত-সংগ্রহ[১৩] বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকেই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ ধরিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।[১৪]

১২। প্রীতি-গীতি, পৃঃ ৪১১।

১৩। পরিষৎ-প্রকাশিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের ভূমিকায় (পৃঃ ৪) উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দী ও বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রামনিধি গুপ্তকৃত "গীতাবলী"র উল্লেখ আছে ; ইহার দ্বারা বোধ হয়, গীতরত্নই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

১৪। গীতরত্নে যে নিধু বাবুর অনেকগুলি গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তৎপুত্র জয়গোপাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনেকে কহিয়া থাকেন যে যে সকল কবিতা লোকে নিধু বাবুর বলিয়া শুনাইয়াছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে যে সকল গীত তাঁহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং যাহা তাঁহার বলিয়া শুনায় সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসংখ্য, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরম্পরায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই ক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে নিরস্ত রহিতে হইল। ইহাতে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।" (গীতরত্ন, পৃঃ ৺৹)

এই ত গেল নিধু বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে। তারপর নিধু বাবুর জীবনবৃত্তান্ত। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা শুধু ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে লিখিত জীবনী হইতে। গীতরত্নের তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যে জীবন-বৃত্তান্ত আছে, তাহাও প্রভাকর হইতে সঙ্কলিত। এই সমস্ত স্থল হইতে সারাংশ লইয়া রামনিধির জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতা কুমারটুলীতে। এই পৈতৃক বাটী নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত; নিধুবাবুর উত্তরাধিকারীরা এখনও সেখানে বাস করিতেছেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানেই নিধুবাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৯)। রামনিধি ১১৬৮ সালে সুখচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন এবং ১১৭৫ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান লাভ করেন। অনন্তর ৩৫ বৎসর বয়সে[১৫] নিধুবাবু নিজ পল্লীবাসী ছাপরা কালেক্টারের দেওয়ান রামতনু পালিতের আনুকূল্যে উক্ত কালেক্টারীতে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে পালিত মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন জনাই গ্রামবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন এবং নিধুবাবু তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছাপরায় অবস্থানকালে নিধুবাবু অবকাশমত সঙ্গীত-বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনৈক যবন গায়কের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল, তখন তিনি ওস্তাদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া যাবনিক গীতশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনিই হিন্দী গীতের আদর্শে রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া বঙ্গভাষায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বাঙ্গালায় টপ্পা রচনার সূত্রপাত। প্রায় ১৮ বৎসর[১৬] ছাপরায় কর্ম্ম করিবার পর উৎকোচাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে দেওয়ান জগন্মোহনের সহিত মতান্তর হওয়াতে সদাচারনিষ্ঠ রামনিধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটি ও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে নিধুবাবু শোকাকুল হইয়া "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন" (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯) ইত্যাদি গান রচনা করেন। তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকোতে নিধুবাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে সংসার অতি শীঘ্রই গত

১৫। *Bengal Academy of Literature*, Vol I. no 6. p. 4.

১৬। *Bengal Academy of Lit. ibid.* যদি ইহা ঠিক হয়, তবে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের তারিখ ১২০১ বা ১২০২ হয়; কিন্তু তাহা হইলে তিনি ১১৯৮ সালে কিরূপে কলিকাতায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন?

হইয়াছিল। ১২০১ বা ১২০২ সালে বরিঝাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। এই সংসারে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে[১৭] একখানি বড় আটচালা ছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ নিধুবাবু প্রতি রজনী তথায় গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন এবং সহরের প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার টপ্পা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। নিমতলানিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিত্র-গঠিত "পক্ষীর দলের"ও উক্ত আটচালায় বৈঠক বসিত। এই পক্ষীর দলে সকলে গঞ্জিকা-সেবী হইলেও ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-কবি ও সৌখীন-নামধারী বাবু ছিলেন এবং নিধুবাবুকে তাঁহারা যথেষ্ট মান্য করিতেন[১৮]। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছু দিন নিধুবাবুর বৈঠক হয়। নিধুবাবু পেশাদারী গায়ক বা কবিওয়ালা ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই উদ্যোগে ১২১২-১৩ অব্দে[১৯] দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসু সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন; মোহনচাঁদ আখড়াই গাহনা নিধুবাবুর নিকট শিক্ষা করেন।[২০]

উক্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, নিধুবাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ, ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজ গুণে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও কোনও বড় লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে, কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুএকটি অপবাদ ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহু দিন অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদপ্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল, এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত

১৭। প্রভাকরে প্রকাশিত জীবনী হইতে জানা যায় যে, এই আটচালা শোভাবাজারস্থ বটতলানিবাসী এমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছদ্দি রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

১৮। ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ সংবাদ-প্রভাকরে দ্রষ্টব্য।

১৯। ১২১১ সাল (প্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১)।

২০। গীতরত্ন, বিজ্ঞাপন, পৃঃ ৸৶০। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিধুবাবুর টপ্পার কথা বলিয়াছি, আখড়াই গান সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করি নাই। আখড়াই গাহনার বিবরণ ও ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত নিধুবাবুর জীবনীতে পাওয়া যাইবে। (সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১)।

ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাঁহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন, তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক ২ গীত রচনা করিতেন, এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তানে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।" (গীতরত্ন, পৃঃ ॥৹, সংবাদ-প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১)। এইরূপ সুখ ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়া প্রায় ৯৭ বৎসর বয়সে, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ সালে, নিধুবাবু দেহ ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে অনেক শোকতাপ পাইলেও তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে, আমরণ সুস্থ শরীরে কাটাইয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার রচিত গানে কেবল সঙ্গীতনৈপুণ্য নহে, অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত, পারসী ও অল্প অল্প ইংরাজীও জানিতেন। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক ; যথা—

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন
পাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পুর,
ভুরু আম্রশাখা তাহে বাখান॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর শ্বাস, হয় ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১)[২১]

ভারতচন্দ্রের ন্যায় পারস্য হইতে ভাব আহরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। "প্রীতি-গীতি"র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন[২২] যে, নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৫৫)

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, নিধু বাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী টপ্পায় পাওয়া যায়।

আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা আছে যে, আদিরসাত্মক প্রণয়-সঙ্গীত মাত্রই টপ্পা এবং

২১। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলিতে মূলের বানান ও পংক্তিবিন্যাস অবিকল রাখা হইয়াছে।

২২। প্রীতি-গীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ২।৶৹।

আদিরস অর্থে এখানে হীন ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বিকাশ বুঝায়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষে "টপ্পা" হিন্দী শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহার মৌলিক অর্থ "লম্ফ" এবং টপ্পা গীতের অর্থ "সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত" দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টপ্পা ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায় গীত-রচনার রীতিবিশেষ। কোনও বিশেষজ্ঞ লেখক এই রীতির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ; তাহা হইতে রূঢ়ার্থ, সংক্ষেপ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক; অস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। টপ্পাতে প্রাচীন রাগের মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, এবং কালাংড়া আর আধুনিক রাগের মধ্যে কাফী, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া, ইমন, ও লুম ব্যবহৃত হয়। আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। গানের এক পৃথক্ রীতির নাম টপ্পা; ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"[২৩]

নিধুবাবু যখন টপ্পা গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন এক দিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব, অন্য দিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ যদি ১১৬৭ হয়, তবে সে সময় নিধু বাবু উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক মাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। এই প্রভাবের জের "কামিনীকুমার", "চন্দ্রকান্ত" প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দর ধরণের বিকৃতরুচি কাব্যের ভিতর দিয়া ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মদনমোহনের "বাসবদত্তা"র প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দিকে রাসু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারা সকলেই নিধু বাবুর সমসাময়িক। আধুনিক সময়ের ধারণা যে, কবিগান খেউড়, উহা অশ্লীলতাময়। কবিগানের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ আদৌ কবিগান সেরূপ ছিল না; রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অন্যান্য পুরাতন জিনিষের ন্যায় যখন কবিগানের আদর কমিয়া গেল, তখন এই শ্রেণীর গীতিও শিক্ষিত-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতর-সমাজে উপনীত হইয়া খেউড়ে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা হউক, কবিগান তখন খেউড় না হইলেও ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় পুরাতন সাহিত্যের জের মাত্র। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল এবং এই হিসাবে ইহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অভিনব শাখা মাত্র। যদিও বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সকল কবিওয়ালাদের প্রতিভা ও তন্ময়তা ছিল না, তথাপি নানা কারণে কবিগানকে বৈষ্ণব-গীতির এক নিম্নতর সংস্করণ ধরা যাইতে পারে। নিধু বাবু পুরাতন

২৩। "সঙ্গীততানসেন" গ্রন্থে (১২৯৯) গীতের দুই প্রকার রীতি কথিত হইয়াছে—ধ্রুপদ ও রঙ্গীন গান। ধ্রুপদ গান প্রায় ২৪ প্রকার ও রঙ্গীন গান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার উক্ত হইয়াছে। খেয়াল ও টপ্পা রঙ্গীন গানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। (পৃঃ ৬৬-৬৯)। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে নিধুবাবুর টপ্পা বাঙ্গালা রঙ্গীন গানের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্যের এই দুই পথের কোনও পথ অবলম্বন করেন নাই। তখন ভারতচন্দ্রের যেরূপ প্রতিপত্তি ও কবিগানের যেরূপ আদর, তাহাতে নিধু বাবুর ভারতচন্দ্রের বাতাস অতিক্রম করা বা কবিগান রচনা না করিয়া নূতন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তখনকার গীতি-সাহিত্যে নিধু বাবু সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। এক দিকে বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ, অন্য দিকে কবিগান ইত্যাদি, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া নিধু বাবু হিন্দী খেয়াল ও টপ্পা ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় নূতন ধরণের প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেম-বিষয়ক; কিন্তু তাঁহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যা-সুন্দরের নাম-গন্ধও নাই। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীন-ভাবে গাহিয়াছেন, পরকীয় ভাব অবলম্বন করেন নাই। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিধু বাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মোটামুটি ধরিলে প্রাচীন সাহিত্য বহির্জ্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত; কবি আপন অনুভূতি বা অন্তর্জ্জগতের কথা বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার পরের অনুভূতির ভিতর দিয়া। আধুনিক সাহিত্য অন্ন-বিস্তর অন্তর্জ্জগৎ লইয়া; আপনার সুখ-দুঃখের কথা অথবা আত্মপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরের কথা বোঝা, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। পুরাতন ভাবা ও কাঠামো বজায় রাখিলেও নিধু বাবু তাহার মধ্যে যেটুকু নূতন ভাবের আলোক আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন। গীতরত্নের সমস্ত গান রত্ন না হইলেও আধুনিক সময়ে যেরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহারা বোধ হয় সেরূপ উপেক্ষা ও অনাদরের যোগ্য নহে।

বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আধুনিক সময়ে এরূপ শক্তিশালী কবির সম্যক্ গুণ গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাগই বেশী দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি দুএক জন গুণজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সুখ্যাতি করিলেও নিধু বাবুর গানের সহিত একটা কালক্রমাগত অযথা অখ্যাতি জড়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেখিতেছি যে, মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় রসজ্ঞ লেখকও "অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার কদর্য্যভোগ" বলিয়া নিধু বাবুর গানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন।[২০]

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিধু বাবু নামমাত্রাবশেষ; তাঁহার টপ্পা অতি অল্প লোকেই পড়েন এবং অনেকে না পড়িয়াই ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন, যে লোক জঘন্য অশ্লীল প্রণয়গীত রচনা করিয়া লোকের চরিত্র দূষিত করে, তাহাকে কবি বলিলে কবি নামের

২০। বঙ্গদর্শন (পুরাতন পর্য্যায়), ৭ম-৮ম ভাগ (১২৮৭-৮৮)। গত বৎসরের নারায়ণ পত্রিকায় 'নিধু গুপ্ত' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রা'য় নিধু বাবুর প্রতি সুবিচারে উদ্যুক্ত হইয়া এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, পৃঃ ৭০৪)। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এখন তাহার জন্য দুঃখিত।

অবমাননা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া নিধু বাবুর গীত সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" পুস্তিকায় (১২৯২) লিখিয়াছেন,—"ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাদুষ্ট"। ইহা অপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করিয়া "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এ সকল সঙ্গীতে যে প্রেমের আদর্শ, তাহা কুৎসিত অসংযত ইন্দ্রিয়-লালসার নামান্তর মাত্র; ইহা "আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র"।২৬ অবশ্য এরূপ বলা যায় না যে, নিধু বাবুর গানে মোটে অশ্লীলতা নাই; এখনকার মার্জ্জিত রুচি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহার কতকগুলি গীত রুচি-বিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। কিন্তু আজকালকার ও সে কালের রুচির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাশালী হইলেও কবি অনেক সময় সাধারণ লোকের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের অধীন। এরূপ অশ্লীলতা অপবাদ প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-নাগাদ ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে; কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, নিধু বাবুর গীতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতা অত্যন্ত বিরল। দুএকটি টপ্পা, কয়েকটি হাফ আখড়াই ও খেউড় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার গানের রুচি সর্ব্বত্র সঙ্গত এবং গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই অধিক। নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও "নিধুর টপ্পা" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গীতরত্ন গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই এবং নিধু বাবুর গানেরও চর্চ্চা নাই; নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা-প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেই জন্যই বোধ হয়, নিধু বাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার মত সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই।

নিধুবাবুর রচনায় কারিগরি বিশেষ না থাকিলেও ভাষার যেমন লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা, সুরলয়ের তেমনি পারিপাট্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা। শব্দের ছটা, ছন্দবৈচিত্র্য বা অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য নাই; এমন কি, চরণের মিল সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অমনোযোগী, তথাপি সাদাসিদে অল্প কথায় স্বভাব-কবির ভাবুকতায় প্রাণের আবেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। আর্ট বা শিল্পনৈপুণ্য হিসাবে হয় ত অনেকেই এ গানগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দিবেন না; চরণের মিল, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিধুবাবুর রচনা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। অনেকে আবার হয় ত ইহার মামুলী সেকেলে কাঠামো পছন্দ করিবেন না। নিধুবাবুর অতি অল্প গানই আছে, যাহার সমস্তটা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কবি যে প্রেরণার বশে গাহিতে বসিয়াছেন, তাহা অনেক সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ

২৬। রস-ভাণ্ডার (বসুমতী কার্য্যালয়), ভূমিকা, পৃঃ ৷৵০-৸০।

রাখিতে পারেন নাই। এই দোষ অল্প-বিস্তর অধিকাংশ কবিওয়ালাদের মধ্যেও দেখা যায়। নিত্যানন্দ বৈরাগীর—

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো
সুধা বরিষিলো শ্রবণে ।২৭

এই মহড়াটি সুন্দর; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অন্তরা ও চিতেন ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। নিধুবাবু হইতেও এইরূপ ক্রমভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

সাধিলে করিব মান কত মনে করি
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১০০)

লাইন দুইটি নিখুঁত; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দুই লাইন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই সকল গীতরচকদিগের রচনা আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমভাবাপন্ন বা নির্দ্দোষ নহে। নিধুবাবুর টপ্পায় এ সকল দোষ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত টপ্পার ভাব কদর্য্য ও অতি নীচশ্রেণীর অথবা ইহা ভাবসৌন্দর্য্য-বিহীন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারা যায় না। ভাবের মনোহারিতাই নিধুবাবুর গানের বিশষ্টতা।

প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, নিধুবাবুর মত স্বভাব-কবি পূর্ব্ব হইতে একটা মতামত বা ধারণা খাড়া করিয়া গীত রচনা করিতে বসেন নাই। পরন্তু যখন যে মনের ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাই সুষমায় গঠিত করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সখীসংবাদ, মান, বিচ্ছেদ, মিলন নহে, সহস্রতন্ত্রী হৃদয় বীণায় প্রেমের কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি নিধুবাবুর গানের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে নূতন নহে; কিন্তু প্রেমের স্বর চিরপরিচিত হইলেও চিরমুগ্ধকর। যুগে যুগে কবিগণ প্রেমের গান গাহিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু এই অপূর্ব্ব অনুভূতির আলোক বিভিন্ন কবি-হৃদয়ের স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার অন্যান্য মধুর প্রেমসঙ্গীতের সহিত নিধুবাবুর রচনাও গীত-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবুর প্রেম-সঙ্গীত যে শুধু ইন্দ্রিয়লালসা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতামূলক নহে, আমরা নিধু বাবুর গীতিগুলি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রায় সমস্ত টপ্পা-গুলিই প্রেম-বিষয়ক। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রীতির প্রশংসা করিয়াছেন; আমাদের কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

২৭। সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৬১, পৃঃ ৭; কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ (ইং ১৮৬২), পৃঃ ১১০-১১১; সঙ্গীতসারসংগ্রহ (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৫৭

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৭৭)

প্রেমমুগ্ধ কবি প্রেমের কথা বলিতে গিয়া আত্মহারা—

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে॥—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

যে প্রেম জানে না, সে সুখীও নয়, দুঃখীও নয়; প্রেমের সুখ-দুঃখই জীবনের প্রধান অনুভূতি—

নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে॥—(ঐ, পৃঃ ২১)

কিন্তু প্রেম শুধু ধ্যান-ধারণার জিনিস নহে; হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, তৃষ্ণা তৃপ্তি, পুণ্য পাপ, এ সকলের মন্থন-ধন প্রেম জীবনের একটি বাস্তব অনুভূতি। যত দিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। এইখানেই নিধুবাবুর ধারণার সহিত অনেক আধুনিক কবির ধারণার পার্থক্য। অনেক আধুনিক কবির প্রেম দেহসম্পর্ক-শূন্য স্বপ্নময় কাল্পনিক বস্তু। তাঁহাদের মতে প্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার জন্য আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সে কালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; এ কালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন! শুধু একটা দূর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের ন্যায় হাত-পা-চোখ-মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এই জন্য তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু প্রেম দেহ আশ্রয় করিয়া জাগিলেও আবার দেহকে ছাড়াইয়া যায়। সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন যে, প্রেমের প্রথম জন্ম—চোখের নেশায়। এই জন্য রূপ বা আঁখির মিলন কবি ও ঔপন্যাসিকের প্রিয় বস্তু। 'উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তার।" (গীতরত্ন, পৃঃ ১০৯)। প্রিয় জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার লালসা প্রেমের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ফল।

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১৯)

অদর্শনে দুঃখ, দর্শনে সুখ। চোখের দেখায় যে সুখ, শুধু ধ্যান-ধারণায় তাহা হয় না—

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি॥—(ঐ, পৃঃ ১২)
নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পুরে॥

যদি বিনয়েতে মনঃ স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥—(গীতরত্ন, ৭৫)
নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে ॥—(ঐ, পৃঃ ৩)
মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে—(ঐ, পৃঃ ৮৭)
মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩)

কিন্তু এ চোখের তৃষ্ণা আর মিটে না—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৭)
নয়নে নয়নে রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি
বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,
কি জানি অন্তর হও এই ভয় দেখি ॥—(ঐ, পৃঃ ৭৯)

কিন্তু প্রেম রূপের বন্ধনে ধরা পড়িলেও গুণের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে; চোখের নেশায় জন্মিলেও শেষে মনকে আশ্রয় করে—

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।—(ঐ, পৃঃ ১১৩)
নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥[২৮]—(প্রীতিগীতি, পৃঃ ১৫৪; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৭; সঙ্গীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৮৭৫)

চোখের নেশায় প্রেমের সূত্রপাত হইলেও, প্রেম আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া, মনের রাজ্যেই প্রেমের সিংহাসন। সেই জন্য যত দিন নয়ন মনের বশ না হয়—যত দিন প্রেম "নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়" (গীতরত্ন, পৃঃ ৪) না হয়—তত দিন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না—

২৮। এই গানটি ও নিয়োদ্ধৃত তিন চারিটি গান গীতরত্নে নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি নিধুবাবুর কি না সন্দেহ; কিন্তু বরাবর ইহা নিধুবাবুর নামের সহিত জড়িত; অন্য কাহারো বলিয়া যত দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয়, তত দিন নিধুবাবুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতরত্ন প্রামাণিক হইলেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ নহে। যেগুলি অন্য লোকের রচিত বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছি। এরূপ সন্দেহযুক্ত গান মোট ৫টি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি; বাকি সব গানই গীতরত্ন হইতে।

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥
বাহে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার করি দরশন॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৪)

বাস্তবিক একাত্মমিলন না হইলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়—

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যত দিন, ছিল দুই জ্ঞান, সদত ঝুরিত আঁখি॥—(ঐ, পৃঃ ৪০)
আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে॥—(ঐ, পৃঃ ৭)

এরূপ হইলে বিচ্ছেদ-মিলনের আর ভয় থাকে না—

হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥—(ঐ, পৃঃ ১১৯)

যখন এইরূপ মিলন হয়, তখন প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারেন না—

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসি তুমি হয় হে বুঝিতে॥—(ঐ, পৃঃ ৭)
তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না॥—(ঐ, পৃঃ ৭৩)

এরূপ আত্মসমর্পণই প্রেমের মূল মন্ত্র—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন॥—(ঐ, পৃঃ ২০)

প্রতিদানে প্রেমের সার্থকতা বটে, কিন্তু ভালবাসিতে যত সুখ, ভালবাসাইতে তত নয়। এই জন্য নিরপেক্ষ প্রেমের কথা কবিরা গাহিতে ভালবাসেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্ম দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥[২৯]

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহার আর বিনাশ নাই—

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে॥

২৯। পৃঃ ১০৬ দ্রষ্টব্য।

আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
যে দিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে ॥—৩০ (গীতাবলী বা নিধু-বাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৩১ ; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৬)

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে
কখন না পাসরিব জীবনে মরণে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪১)

তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ।
দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন ॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জলিতে,
জলিতে জলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন ॥—(ঐ, পৃঃ ১২৩)

প্রেম অনন্তগতি ; একবার ভালবাসিলে কখনও ভোলা যায় না—

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরি যে দুখেতে ॥—(ঐ, পৃঃ ২৮)

কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৯)

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবে নিশি সেই ধ্যান সেই ধন সেই জ্ঞান
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি ॥—(ঐ, পৃঃ ১১৯)

প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে। (ঐ পৃঃ ২৭)

কিন্তু এই প্রেমনিধি সর্ব্বত্যাগী না হইলে লাভ করা যায় না—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে আছে যত অপমান ॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥
(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১০)

প্রেম—লজ্জা-ভয়, মান-অপমানের অতীত। যে প্রেম-সঙ্গীতে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা আছে, চন্দ্রশেখর বাবু তাহা সমাজ-নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে

৩০। প্রীতিগীতিতে এই গানটি হরিমোহন রায়ের নামে আছে (পৃঃ ৫৩)। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকেও এই গানটি দেখা যায়। এই গানটি নিধু বাবুর কি না, বলেষ্ট সন্দেহ আছে।

কোন রসজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,[৩১]—"যাঁহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন, তাঁহাদের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবিদিত নাই।......বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে, তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্‌কে চাও, তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, কুল কোন্ ছার? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার।
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে॥
—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৮)

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ, সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের গানেও কলঙ্কের সেই অর্থ—প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার কি ঐকান্তিকতা! এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজ-নীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি; তাহা হইলে আমরা কোন কালে কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।" সেই জন্য নিধু বাবু গাহিয়াছেন,—

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১২-১৩)

উল্লিখিত ভাবমূলক সঙ্গীত ছাড়াও নিধু বাবু প্রেম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক টপ্পা রচনা করিয়াছেন। মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে। নিম্নোদ্ধৃত মিলন-সঙ্গীতটি যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেয়,—

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন-খঞ্জনে॥—(ঐ, পৃঃ ১১০)

এরূপ চিত্রকুশলতার পরিচয় বিরল নয়—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে॥

৩১। প্রীতিগীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ৩/০।

যত ক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে —(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৭)

মিলন—

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

আদর—

স আদরাদর বা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে অমিয় বচনে
শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪১)

প্রেমের তন্ময়তা—

যে দিকে চাই সে দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৬)

কিন্তু নিধু বাবু মিলনের এরূপ সুখ-চিত্র আঁকিলেও, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন। মিলনের চেয়ে দুঃখের গান গাহিতে তিনি ভালবাসেন। প্রেমে সুখ-দুঃখ চিরন্তন—

ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল ময়—(ঐ, পৃঃ ৭৭)

কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক—

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে ॥—(ঐ, পৃঃ ২)

মিলনেও দুঃখ, বিরহেও দুঃখ—

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥—(ঐ, পৃঃ ১২০)

পথ চাহিতে চাহিতে দিন কাটিয়া যায়—

উদয় সুখতারা আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছি কি রসে ভুলিয়ে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)
এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥—(ঐ, পৃঃ ৬)

চক্ষের তৃষ্ণা মিটে না—

তিল অদর্শন হলে হয় সজল নয়ন—(ঐ, পৃঃ ৫)

নয়নের জলে মনের অনল নিভে না—

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

হৃদয়ের আশাও কখন পুরে না—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো ॥—(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১২, সঙ্গীতসারসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮৭৩; প্রীতিগীতি, পৃঃ ৩১৬)

কিন্তু দুঃখ-যাতনা সত্ত্বেও কবি প্রেমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজো না।
যদি রাত্র দিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১৩১)

প্রেমের দহনে হৃদয় আরও নির্ম্মল হয়—

অন্ত অন্ত চিন্তা যত আমার আছিল
তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

দুঃখের ভয়ে প্রেম ভুলিতে পারা যায় না—

থাকিতে বাসনা যার চন্দনবনে।
ভুজঙ্গেরে ভয় সেহ করে কি কখনে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪৪)

প্রেমিকের কাছে প্রেমের দুঃখেও সুখ—

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারে লো রাখিতে।
দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৭)
পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।—(ঐ, পৃঃ ১৪)

প্রেমের এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকের আশ্বাস—

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব ॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন দূর থেকে দেখিব ॥—(বঙ্গের কবিতা, পৃঃ ২১৫)

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ২০)

উদ্ধৃত গীতসমূহ হইতে বুঝা যাইবে, নিধুবাবুর এই প্রেমের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রসারই অধিক। ইহাতে ভাবের গভীরতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তথাপি চন্দ্রশেখর বাবু ইহার মধ্যে "ইন্দ্রিয়লালসার আধিক্য", "উন্মুক্ত ও নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব" কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালীন গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুর প্রতিভা ও ক্ষমতা হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি ইঁহার কীর্ত্তিত প্রেমের "ইন্দ্রিয়লালসাতেই উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সমাপ্তি" ইত্যাদি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সমীচীন বলা যায় না।

আর একটি কথা। নিধুবাবুর গানগুলি গান হিসাবেও বিচার করিতে হইবে; সেগুলি

শুদ্ধ কবিতা বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অনেক সময় আমরা গানকে কবিতার মাপকাটীতে মাপিয়া ভুল করি; কবিতা ও গানে যে পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া যাই। গানের প্রধান সৌন্দর্য্য সুর; সুরের ভিতর দিয়াই ইহা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। নিধুবাবুর প্রেমস্নিগ্ধ গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; তাহা শুনিবার জিনিস। শুধু নিধুবাবুর টপ্পায় কেন, এ কথা বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়ও খাটে। সেই জন্য যাঁহারা রসজ্ঞ সুগায়ক কীর্ত্তনীয়ার মুখে মহাজন-পদাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছেন। নিধুবাবুর টপ্পাও গান; কবিতা হিসাবে শুধু তাহার সৌন্দর্য্য নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে; তবে নিধুবাবুর টপ্পার যে গান হিসাবেও যথেষ্ট মূল্য, তাহা সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মত গ্রন্থে নিধুবাবুর সার্দ্ধশতাধিক টপ্পার পুনর্ম্মুদ্রণ হইতে অনুমান করিতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবর্ষীয় গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুকে যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান দেন নাই, তাহাই তাঁহার রচনাগৌরবের পরিচায়ক।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজিকালিকার দিনে এরূপ শক্তিশালী গীতরচককে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি এবং তাঁহার টপ্পাগুলি অশ্লীল ও রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও অনাদরের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, গুপ্ত কবি তাঁহার সময়েও এইরূপ বিরাগ লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,—"অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গাছের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।" কিন্তু এত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মধ্যেও নিধুবাবুর টপ্পা যে আজও বাঁচিয়া আছে, শুধু তাহাই ইহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার দুর্দ্দিনের সময় যে সকল যুগপ্রবর্ত্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধুবাবুও তন্মধ্যে একজন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই অনাড়ম্বর বাঙ্গালী কবি তৎকালে অবজ্ঞাত মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি,—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১৮)

শ্রীসুশীলকুমার দে

জঙ্গ-নামা*

"জঙ্গ-নামা" একখানি ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মমূলক কাব্য; ইহা মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ও বালিয়া পরগণার মধ্যস্থিত জৌরিকপুর গ্রাম-নিবাসী মুন্‌শী মোহম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম১ ১১০১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ২২৩ বৎসর পূর্ব্বে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ 'ছন্দোবন্ধে' বীর ও করুণ রস পূর্ণ এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, জঙ্গ-নামার কবি, মুন্‌শী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩০ বৎসর, সেই সময় তিনি এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, মুন্‌শী সাহেব বড়ই সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সাধু পুরুষদিগের দর্শন আশায় বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে এক দরবেশের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহারই নিকট তিনি 'মুরিদ'২ হয়েন৩। "জঙ্গ-নামার" মধ্যে তিনি ইহার পরিচয়ও দিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করিব।

হিজরীর প্রথম অব্দে, উমর্‌য়া-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ)৪ প্রিয়তম দৌহিত্র, মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান(রা)কে বিষপ্রয়োগে নিহত করেন, এবং মহাত্মা হজরত ইমাম হোসায়েন(রা)কে কারবালার যুদ্ধে

---

* "জঙ্গ-নামা" ফার্সী ভাষার দুইটি পৃথক্ শব্দ। জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ এবং নামা অর্থে বিবরণ বুঝায়। যে পুস্তকমধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হয়, তাহাকেই জঙ্গনামা বলে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে "জঙ্গ-নামা"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং বঙ্গদেশের বাঙ্গালী মুসলমানদিগের নিকট যে পুস্তকখানি জঙ্গনামা নামে পরিচিত, তাহা কারবালার ঘটনাবলীতে পূর্ণ। বাঙ্গালী মুসলমানেরা যুদ্ধসংক্রান্ত অপর কোন পুস্তককে "জঙ্গনামা" বলেন না। "জঙ্গনামা" বলিলে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা কেবল কারবালার যুদ্ধের বিবরণ-পুস্তকই বুঝিয়া থাকেন।

১। কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তাঁহার নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে, অতীব সম্মানের সহিত সে নাম উল্লেখ করিতে হয়। "মরহুম" সেই সম্মানসূচক শব্দ।

২। মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করার জন্য সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাকে 'মুরিদ' হওয়া বলে।

৩। বসিরহাট, এবং সাতক্ষীরা মহকুমার কোন কোন গ্রামে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

৪। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) নাম উচ্চারণ করিয়াই "দরুদ-শরীফ" পাঠ করিতে হয়। 'দঃ' তাহারই সাংকেতিক চিহ্ন।

স-বংশে হত্যা করেন[১]। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিজ্‌রীর প্রথম অব্দে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এবং "জঙ্গ-নামা" ১১০১ বঙ্গাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারবালার ঘটনার প্রায় ১১১১ বৎসর পরে এই "জঙ্গ-নামা" পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দশম হিজরী অব্দে, ফার্সী ভাষায় লিখিত অন্যতম ঐতিহাসিক কাব্য "মোক্তল হোসেন" বিরচিত হইয়াছিল। 'জঙ্গ-নামা"র যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু এই "মোক্তাল-হোসেনে"র সহিত "জঙ্গ-নামা"র সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। "জঙ্গ-নামা"র কবি যে "মোক্তাল-হোসেনে"র কবির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; যথা,—

"তর্জমা করিয়া আমি কবিতা গাথিনু।
মোক্তল হোসেন হ'তে এ কাব্য লিখিনু॥"

"জঙ্গ-নামা" কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি। কবি, ইহার প্রথম অংশে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোস্তাফার জীবন-মৃত্যুর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি হজরতের প্রিয়তম দুহিতা, বিবি ফাতেমা খাতুনে-জিন্নাতের ও বীরবর মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন[২]। হজরত আলি(কঃ)র ও হজরত

১। পার্থিব অধিকারের লালসায় ও ক্ষমতা-প্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায়, খলিফা এজীদ যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসমধ্যে তাহা একান্তই বিরল। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মাবলম্বীই, আপনাদের পয়গম্বরের পরিবারবর্গ ও বংশধরদিগের উপর এই ভাবে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণাভাব। কোন কোন আরবী গ্রন্থকার বলেন, এই ঘটনার কিছু কাল পরে, খলিফা এজীদের হৃদয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা জাগিয়াছিল, এবং তিনি মুক্তির আশায় ইমাম-পুত্র, হজরত জয়নাল আবেদীনের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কোন ভক্ত, খলিফা এজীদের পরকালে মঙ্গল হউক, সেরূপ কোন উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে নাকি নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে নিষেধ শুনেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা কাহার বংশধর, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছি? ক্ষমা করা না করা যাঁহার হাত, তিনিই তাহা বুঝিবেন। আমি উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে বাধ্য।" তিনি খলিফাকে বলিয়াছিলেন,—"যদি তুমি উপর্য্যুপরি তিন বৎসর তিনটি "শবে-আশুরায়" বা-ওজু দুই রাকাত্‌ নফল নমাজ পড়িতে পার, এবং সেই ওজুতে পাপ-মুক্তির জন্য সারা-রাত্রি ধরিয়া খোদা-তায়ালার নিকট ক্রন্দন করিতে পার, তাহা হইলে হয় ত খোদা-তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন।" কিন্তু এজীদ মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।" কিছুতেই তিনি ওজু রক্ষা করিতে পারেন নাই। "ইমনে হাবিব" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। হজরত আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতৃব্য আবু-তালেবের পুত্র। বালকদিগের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ইসলামধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত

মোয়াবিয়া(রাঃ)র১ বংশ-পরিচয় ও ইঁহাদের জাতি-বিরোধের মূল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইমাম ভ্রাতাদ্বয়ের কোন এক ঈদ্ পর্ব্বোপলক্ষে মাতামহের নিকট নূতন পোষাকের প্রার্থনা ও স্বর্গীয় দূত হজরত জীবরাইল আমিন্২ উভয় ভ্রাতার জন্য স্বর্গ হইতে দুইটি পোষাক লইয়া মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হওয়া, এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় যে ভাবে সেই পোষাক৩ গ্রহণ করেন, কবি তাহারও আলোচনা করিয়াছেন৪।

"জঙ্গনামা"র দ্বিতীয় অংশে, গ্রন্থকার যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এই বার আমরা তাহার একটু পরিচয় দিব। কবি মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, এই অংশে বলিয়াছেন যে, আবদুল জব্বর নামক এক ব্যক্তি আরবে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বিবি জয়নাব। জয়নাব বিবি তৎকালীন আরব মহিলাদিগের মধ্যে পরমা সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক দিন কোন উপায়ে, মোয়াবিয়া-পুত্র এজীদ তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হয়েন, এবং জয়নাব বিবিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জয়নাব বিবির স্বামী বর্ত্তমান থাকায়, এজীদের এই ইচ্ছা

আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দুহিতা ফাতেমা বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, হজরত আলীর (কঃ) ঔরসে ও ফাতেমা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। উমায়্যাবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, হজরত মোয়াবিয়ার পুত্র। হজরত মোয়াবিয়া, হজরতের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও পার্শ্বচর ছিলেন।

২। আমিন, স্বর্গীয় দূত জীব্রাইলের উপাধি। হজরত মোহাম্মদেরও এই উপাধি ছিল। খোদাতায়ালা জীব্রাইলকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন, এবং আরবের—মক্কার অধিবাসিবৃন্দ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ইসলামধর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন (হাদিস দ্রষ্টব্য)। আমিনের প্রকৃত অর্থ আমানতদার। কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিলে, তিনি যদি তাহার সদ্ব্যবহার করেন, অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন অপ্রকাশ্য কথা বলিলে, তিনি যদি তাহা প্রকাশ না করেন, অথবা কোন ব্যক্তির মারফৎ কাহারও নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি যদি সে সংবাদ অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করেন, তবেই তিনি 'আমিন' উপাধির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন।

৩। ঐতিহাসিক "ইব্নে হাবিব" লিখিয়াছেন যে, তিনি সত্যবাদী ও সাহসী হজরত আবদর রহমানের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, "হজরত বলিয়াছিলেন, এক দিন কোন এক ঈদ পর্ব্ব উপলক্ষে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় আমার নিকট নব বস্ত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমি আমার প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয়কে নব বস্ত্র দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারায়, ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খোদা তায়ালাকে তাহা জানাই। পরমুহূর্ত্তেই স্বর্গীয় দূত জীব্রাইল, একটি লাল ও একটি নীল বর্ণের পোষাক লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়েন। ভ্রাতৃদ্বয় এই পোষাক দেখিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ইমাম হাসান নীল ও কনিষ্ঠ ইমাম হোসায়েন লাল বর্ণের পোষাক গ্রহণ করেন। জীব্রাইল ইহা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন যে, যখন আপনি, আপনার কন্যা, জামাতা, আবুবকর, উমর ও উস্মান, কেহই এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তখন মোয়াবিয়ার পুত্র এজীদ, জ্যেষ্ঠ ইমামকে বিষপ্রয়োগে, এবং কনিষ্ঠ ইমামকে কারবালার যুদ্ধে হত্যা করিবে।"

৪। "জঙ্গ-নামা"য় বর্ণিত এই অংশের সহিত ইতিহাসের মিল আছে। তবে একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে মাত্র।

কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়। পরন্তু জয়নাবের চিন্তাতে ক্রমেই এজীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে থাকে। পুত্রের শরীরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, এক দিন মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এজীদ পিতার নিকট জয়নাবের কথা প্রকাশ করেন। পুত্রের মুখে এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া মোয়াবিয়া ক্রুদ্ধ হয়েন, এবং এজীদকে সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার জন্ত আদেশ করেন। এজীদ মাতার[১] নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং ক্রন্দন করিয়া সকল কথা মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করেন। এজীদের মাতা খলিফা মোয়াবিয়াকে এজীদের সহায়তার জন্ত অনুরোধ করেন, এবং তিনি ইহাও বলেন যে, আমার একমাত্র পুত্র এজীদের[২] সহিত যদি আপনি যে কোন উপায়ে জয়নাবের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এজীদ নিশ্চয়ই প্রাণে মারা যাইবে। খলিফা মোয়াবিয়া স্ত্রীর কথায় এজীদকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়েন। স্থির হয় যে, এজীদ নিজেই নিজের সুবিধা

১। "জঙ্গ-নামা"র কবি পুস্তকের প্রথমাংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "যখন হজরত জীব্রাইল স্বর্গ হইতে পোষাক আনিয়া, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে দিয়াছিলেন, এবং উভয় ইমাম যথাক্রমে লাল ও নীল বর্ণের পোষাক মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, আর ইহার পর হজরত জীব্রাইলকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া, হজরত যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও হজরত জীব্রাইল যখন যথার্থ কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, হজরত মোয়াবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনই বিবাহ করিবেন না। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এক দিন তিনি মূত্র ত্যাগের পর এক খণ্ড শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা 'কুলুক' লইতেছিলেন, সেই মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্যে একটী বৃশ্চিক লুক্কায়িত ছিল; সেই বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করে। তিনি এই দংশনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনয়ন করা হয়। চিকিৎসকেরা স্ত্রী-সঙ্গমই ইহার একমাত্র ঔষধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রভু হজরত মোহাম্মদ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মোয়াবিয়ার আবাসে যাইতেছিলেন। পথে জীব্রাইল তাঁহাকে বলেন যে, আপনি মোয়াবিয়ার বিপদ্মুক্তির জন্ত কোন প্রকার আশীর্ব্বাদ না করেন, ইহাই খোদাতায়ালার অভিপ্রায়। মোয়াবিয়াকে স্ত্রী সহবাস করিতেই হইবে। প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোয়াবিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্ত্রী গ্রহণের জন্ত উপদেশ দান করেন। তখন মোয়াবিয়া বলেন যে, "আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এমন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সন্ধান করা হউক, যাহার সন্তান-সম্ভাবনা নাই।" ঠিক একটি বৃদ্ধাকে আনয়ন করিয়া, যথা-নিয়মে মোয়াবিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি খোদার মর্জ্জিতে এক পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতীর আকার ধারণ করিয়াছে। সেই গর্ভে এজীদের জন্ম হয়।" কিন্তু ইতিহাস ইহার সত্যতা স্বীকার করে নাই। আমির আলি প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এজীদ এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন সমবয়স্ক ছিলেন। খলিফা আবুবকর সিদ্দিকের পুত্র আব্দর রহমানের আত্ম-জীবনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বে, মোয়াবিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এই গল্পটির মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

২। আমির আলী প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিকদিগের মতে এজীদ ব্যতীত মোয়াবিয়ার আরও সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমর্য়াবংশীয় তৃতীয় খলিফ, এজীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি এজীদের ন্যায় ধর্ম্মদ্রোহী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন।

করিয়া লইবেন, খলিফা তাহাতে বাধা প্রদান করিবেন না। এই প্রকার পরামর্শ স্থির হওয়ায়, এজীদ আবদুল্লা জব্বারকে, মোয়াবিয়ার নামের মোহরযুক্ত এক পত্র লিখেন। তাহাতে লিখিত হয় যে, "তুমি পত্র পাঠ দামাস্কে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" আবদুল্লা জব্বার এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া, দামস্কে উপস্থিত হয়েন, এবং খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন। খলিফা আবদুল্লা জব্বারকে বলেন যে, আমার এক মাত্র কন্যাকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি১। আবদুল্লা জব্বার, প্রথমে খলিফার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে যখন তাঁহাকে মিসর প্রভৃতি দেশ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবে বলিয়া খলিফা মত প্রকাশ করেন, এবং নগদ কিছু আশরফীও দেন, তখন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, আবদুল্লা জব্বার এই বিবাহে সম্মত হয়েন। বিবাহের দিন স্থির হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে, আবদুল্লা জব্বার বরবেশে মজলিসে উপস্থিত হইলেন। কাজী মোল্লা আসিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। এজীদ 'বুকিল'২ হইলেন, দুই জন সাক্ষীও নির্দ্দিষ্ট হইল। এজীদ, এবং দুই জন সাক্ষী রাজকন্যার স্বীকারোক্তির জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "বিবি বলিতেছেন, 'আমি শুনিয়াছি, আবদুল্লা জব্বারের এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছেন। আবদুল্লা জব্বার যে, তাঁহার অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল-বাসিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে যদি তিনি সেই স্ত্রীকে "তালাক" দিয়া আমাকে বিবাহ করেন, তবে আমি সম্মতি দান করিতে পারি।" আবদুল্লা জব্বার ইহা শুনিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কিন্তু কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া, ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে, জয়নাবকে তালাক দিলেন। তালাকের পর, এজীদ এই সুসংবাদ লইয়া, সাক্ষিদ্বয় সমভিব্যাহারে ভগিনীর অনুমতির জন্য পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,— "আমার ভগিনী আবদুল্লা জব্বারকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির লালসায় অমন রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যাকে অনায়াসে তালাক দিতে পারে, সে যে অপর কাহারও ধন-সম্পত্তির লালসায় আমাকে ত্যাগ করিবে না, যদি কখন আমার পিতা মিসরাদি দেশ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে যে তিনি আমাকে এই ভাবে ত্যাগ করিবেন না, তাহারই বা বিশ্বাস কি ?" অগত্যা বিবাহ হইল না। আবদুল্লা জব্বার ক্ষোভে, দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। জয়নাব বিবি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পরে, এজীদের পক্ষ হইতে জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। সেই লোকের সহিত আক্কাস নামক এক

১। মোয়াবিয়ার কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই। খলিফা মোয়াবিয়া, হজরত আলীর সহিত যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত তিনি জীবনে অপর কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনিই উমায়্যাবংশীয় খলিফাদিগের মধ্যে আদর্শ খলিফা ছিলেন। তাঁহার সময় ইউরোপের অনেক স্থানে মোস্লেম-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

২। বুকিল=উকিল। অধুনা সকলেই 'উকিল' উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'বুকিল'।

ব্যক্তির পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। আব্বাস সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রথমে এজীদের কথা বলিয়া, আমার কথা বলিও। বিবি যে উত্তর দেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহা আমাকে শুনাইয়া যাইও।" দূত আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর জ্যেষ্ঠ ইমাম মহাত্মা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহের প্রস্তাব করিয়া শেষে আমার জন্য প্রস্তাব করিও। যদি তিনি সম্মত হয়েন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমাকে বলিয়া যাইও।" দূত যথাসময়ে জয়নাব বিবির নিকট উপস্থিত হইয়া পর পর তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া, ইমামকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। যথাসময় মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহ হইয়া গেল। এজীদ ইহা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। মোয়াবিয়ার মৃত্যু হইলে এজীদ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিলেন১।

জঙ্গ-নামার দ্বিতীয় অংশে আর একটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই,—"জয়নাব বিবির জন্য যে "এজীদ-ইমামে" ভীষণ মনান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা খলিফা মোয়াবিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে২, রোগশয্যায় শায়িত থাকার কালে, ইমামের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, "পূর্ব্ব-সন্ধি অনুসারে আমি তোমাকে মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের খলিফা মনোনীত করিতেছি। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।" কিন্তু এই পত্র ইমামের নিকট পৌঁছে নাই। এজীদ কৌশল করিয়া এই পত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। খলিফা মোয়াবিয়া এই পত্র লিখার কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, এবং এজীদ খলিফা হয়েন৩। খলিফা হইয়াই তিনি ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট ও অপরাপর অভিজাতবর্গের নিকট বশ্যতা স্বীকার

১। "জঙ্গ-নামা"য় বর্ণিত দ্বিতীয় অংশের এই গল্পটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। সমসাময়িক কোন ইতিহাসেই এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল "মোক্তল-হোসেন", "শাহাদাৎ-নামা", "মাতম-হোসেন", "শহীদে-কারবালা" প্রভৃতি কয়েকখানি ফার্সী কাব্যে এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইতিহাসে, ইমাম হাসানের জয়নাব নাম্নী এক স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বীরবর হজরত আলী(কঃ)র জীবদ্দশায়, জয়নাব বিবির সহিত, ইমাম হাসানের বিবাহ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় জয়নাব বিবির সহিত বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, এবং আততায়ীর হস্তে হজরত আলীর মৃত্যু হওয়ার পর এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

২। "জঙ্গ-নামা"য় উল্লিখিত হইয়াছে যে, "খেলাফৎ" লইয়া হজরৎ আলীর সহিত হজরত মোয়াবিয়ার যে যুদ্ধ হয়, তাহা পরে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সন্ধিপত্রে ইহা লিখিত হইয়াছিল যে, মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে ইমাম হাসানকে খলিফা মনোনীত করিবেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই।

৩। খলিফা মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে এজীদকে খলিফা মনোনীত করিয়াছিলেন। 'হবৃসে হাবিব,' 'আব্দর রহমান,' 'আল্ আবির' প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

করিয়া বয়েত[১] হইবার জন্য পত্র লিখেন। অনেকেই সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন। কিন্তু ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় এজীদের হস্তে বয়েত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হয়েন। ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রকার আচরণে, এজীদ নিজেকে অপমানিত বলিয়া মনে করেন, এবং ছলে বলে কৌশলে ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ফলে, বিষপ্রয়োগে ও কারবালার যুদ্ধে ইমামদ্বয়কে নিহত করা হয়[২]।

"জঙ্গ-নামা"র তৃতীয় অংশে লিখিত হইয়াছে যে, কারবালার যুদ্ধের অবসান হইলে পর, যখন ইমাম হোসায়েনের পরিবারবর্গকে দামাস্ক সহরে লইয়া গিয়া, কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন আম্বাজের অধীশ্বর, মোহাম্মদ হানিফা নামক ইমামের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, এজীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মোহাম্মদ হানিফাকে *জয়মাল্য প্রদান করেন, এবং ইমামের পরিবারবর্গ* কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। জয়নাল আবেদীন[৩] মদিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খেলাফতি করিতে থাকেন[৪]।

১। কোন ব্যক্তিকে পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মকার্য্যে শ্রেষ্ঠ জানিয়া, নতজানু হইয়া উপবেশন করিয়া, তাঁহার হস্তে হস্ত প্রদান করতঃ তাঁহাকে উপদেষ্টা বা গুরু বলিয়া স্বীকার করা ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাকে 'বয়েত' বলে। এজীদ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন না, এবং তিনি মহাপুরুষের শিক্ষা মত সাধারণ মুসলমান কর্ত্তৃক খালিফা নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। সুতরাং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার হস্তে বয়েত হওয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

২। এই বয়েতের বিবরণটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। এই বয়েতের ব্যাপার লইয়াই যে, কারবালার মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। এজীদ দাম্ভিক ও ক্ষমতাপ্রয়াসী ছিলেন। আধিপত্য করাকেই তিনি অধিকতর পছন্দ করিতেন।

৩। মহাত্মা ইমাম হাসানের পুত্র। ইনি কারবালার যুদ্ধের সময় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন নাই। ইঁহারই বংশধরেরা পরে "ফাতে মাইদ খলিফা" নামে মিসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৪। "জঙ্গ-নামায়" আম্বাজ সহরের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি গল্প মাত্র। ইতিহাসে আম্বাজ সহরের কোনই নামোল্লেখ নাই। মহাত্মা হজরত আলী(কঃ), প্রভুকন্যা বিবি ফাতেমা খাতুনের জীবদ্দশায় অপর কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন নাই। ফাতেমা বিবির মৃত্যুর পর, তিনি আব্বাসীয়াবংশীয় এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। সেই মহিলার গর্ভে একমাত্র সন্তান মোহাম্মদ হানিফার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন তরবারি স্পর্শ করেন নাই। কেবল ধর্ম্মালোচনাতেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কারবালার যুদ্ধের পর, কয়েক জন ধর্ম্মপরায়ণ ও ইমাম-ভক্ত ব্যক্তি, এজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন, এবং তাঁহারাই কারাগার হইতে ইমাম-পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জঙ্গ-নামা-প্রণেতা বলিয়াছেন, হানিফার মাতার নাম হনুফা বিবি ছিল। ইহা যে কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। জঙ্গ-নামায়, মোসেব কাকা, কাকা মোসেব, উম্বর আলী প্রভৃতি যে সকল বীর ও রাজন্যবর্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিহাসে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, জয়নাল আবেদীন যে কোন দিন খালিফা হইয়াছিলেন, তাহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

"জঙ্গ-নামা"র বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠকবর্গকে দিলাম, এবং তন্মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাও বলিলাম। এই বার আমরা "জঙ্গ-নামা"র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রচনার সন-তারিখ ইত্যাদি নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

বটতলা, শিয়ালদহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে, মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, আমরা বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। "জঙ্গ-নামা" নামক কাব্যখানিও বটতলা প্রভৃতি স্থানের ছাপাখানায় ছাপা হয় ও বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৩ কি ১৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা প্রথমে "জঙ্গ-নামা" কাব্যখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ কোন পরিচয় না পাইয়া, একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম। ১৩২১ সালে যখন প্রথমে মুসলমানী সাহিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সর্ব্বপ্রথমে "জঙ্গ-নামা"র কথাই মনে পড়ে। তাই "জঙ্গ-নামা"র হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধানে, বঙ্গদেশের অনেক গ্রাম-পল্লী ভ্রমণ করি। অনেক বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিকে পত্রাদিও লিখি। যে স্থানে যে কোন প্রাচীন মুসলমানী পুথির সন্ধান পাইয়াছি, তথায় গমন করিয়া তাহা দর্শন করিয়াছি। এই ভাবে অনেক অনুসন্ধানের পর, বৰ্দ্ধমান জেলার রাইগ্রামে, এবং খুলনা জেলার বাশদহ ও ইস্মাইলকাটী নামক গ্রামদ্বয়ে, জীর্ণ-দশাগ্রস্ত হস্তলিখিত তিনখানি "জঙ্গ-নামা" পুথির লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুথি তিনখানি দেখিলে বোধ হয় উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তলিখিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহার একখানিতেও লিপিকরের নাম-ধাম ও লিপির সাল তারিখ লেখা নাই। রয়েল সাইজের আট-পেজ আকারের টুকরা টুকরা হস্তনির্ম্মিত তুলট কাগজে উহা লিখিত। পুথির পাতা মুসলমানী কায়দায় সাজান; দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে। হস্তাক্ষর বেশ বড় বড়। এক একটি অক্ষর প্রায় ½ ইঞ্চি বড় হইবে। রাই গ্রামে যে পুথিখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পত্রাঙ্ক ৩১০, ইস্মাইলকাটীতে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৮০ ও বাশদহ গ্রামে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৬০। তিনখানি পুথির বর্ণনাই একরূপ, কোন প্রকার পার্থক্য নাই, এবং এই পুথি তিনখানির হস্তাক্ষর পুরাতন ধরণের। এই তিনখানি পুথিরই শেষভাগে "সায়েরের পরিচয়" নামক একটি অংশ আছে, কিন্তু বটতলা প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা"য় এ অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন্ সময় এবং কাহার কর্তৃক যে এই অংশটি প্রথমে পরিত্যক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, প্রথমে যে পুথির লিপি দৃষ্টে "জঙ্গ-নামা"র মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই পুথি হইতে কোন ক্রমে বোধ হয় এই অংশটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই হইতে এই "সায়েরের পরিচয়" অংশটি বাদ পড়িয়া আসিতেছে। আমরা, এই পুথি তিনখানির সহিত, মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা" মিলাইয়া পাঠ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বিশ্বাস, কেবল প্রুফ দেখার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সায়েরের পরিচয়টি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেছি।

"সায়েরের পরিচয়।"

"জঙ্গ-নামার কথা ভাই সহদের সার।
খাদেম১ ইয়াকুব ভণে পরিচয় তার॥
বাসিয়া মোকাম ভাই জৌরিকপুরে ঘর।
বাপের নাম শাহ ছুন্দি২ দাদা মোজাফ্ফার॥
মুর্শিদ৩ বড়ে-খাঁ গাজী, মুরিদ৪ আমি তাঁর।
প্রথম দিদার৫ পাইনু, জঙ্গল মাঝার॥
চারি সহদর মোরা ভগিনী তিন জন।
পহেলা৬ সন্তান পিতার এই অভাজন॥
হামিদ শফিক আর নসিম ও করিম।
বহিন্৭ সাবেরা আর হাজেরা মরিয়ম॥
আপনার জনেরা সব যে যেখানে আছে।
আর যত আসিতেছে এ সকলের পাছে॥
দোওয়া৮ সবে কর ভাই যত মমিনান্৯।
এহি আর্জ্জি১০ পেশ১১ করে অধম ও নাদান্১২॥
বাঙ্গালার এগার শত এক সাল আর।
মাঘ মাসের জুমা বার১৩ সময় ফজর১৪॥
আল্লার মেহেরে১৫ আর নবিজীর তোফেলে১৬।
"জঙ্গ-নামা" সায় হ'ল ইয়াকুবেতে বলে॥
আল্লা আল্লা বল রে ভাই দিন ব'য়ে যায়॥
নাদান্ ইয়াকুব আলী সবাকারে কয়॥"

এই "সায়েরের পরিচয়" হইতে আমরা কবির নাম, তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম,

---

১। সেবক।

২। বসিরহাট অঞ্চলে শাহছুন্দি নামক ফকিরের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কবি ইয়াকুব আলির পিতা কি না, তাহা জানা যায় না।

৩। গুরু, মুক্তির পথ-প্রদর্শক।

৪। মুরিদ—শিষ্য, ভক্ত।

৫। দিদার পাইনু—দর্শন লাভ করিনু।

৬। পহেলা—প্রথম।

৭। বহিন্—ভগ্নী।

৮। দোওয়া—আশীর্ব্বাদ।

৯। মমিনান্—ঈমানদার মুসলমানগণ, ধার্ম্মিক মুসলমান সকল।

১০। আর্জ্জি—দরখাস্ত, বর্ণনা-পত্র।

১১। পেশ—সম্মুখে উপস্থিত করাকে 'পেশ' করা বলে।

১২। নাদান্—নির্ব্বোধ, বোকা।

১৩। জুমা বার—শুক্রবার।

১৪। ফজর—প্রাতঃকাল।

১৫। আল্লার মেহেরে—আল্লার অনুগ্রহে।

১৬। নবিজীর তোফেলে—পয়গম্বর সাহেবের সু-দৃষ্টির ফলে।

এবং ভ্রাতা ভগিনীগণের নাম জানিতে পারিলাম। আর জানিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বসিরহাট মহকুমার বালিয়া পরগণা, এবং সেই পরগণার মধ্যস্থিত জীরিকপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেইখানে বাড়ী-ঘর ছিল, তাহাও জানিতে পারিলাম[১]।

গ্রন্থকার প্রথমেই ঈশ্বর-বন্দনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পহেলা বন্দিনু আল্লা পাক্-করতার।"

[অর্থাৎ "আমি এক, মহান্ ও পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালাকে বন্দনা করিয়া, এই পুস্তক রচনা আরম্ভ করিতেছি।"] গ্রন্থকার তাহার পরই লিখিয়াছেন,—

"দ্বিতীয় বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাঁহার॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"দুতিয়া বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাহার॥"

[অর্থাৎ সেই মহান্, পবিত্র, অনাদি ও অনন্ত আল্লাহ্ তায়ালার দূতদিগের বন্দনা করিতেছি।] গ্রন্থকার ইহার পরই কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় দূতের নাম করিয়াছেন। যথা,—

"জীব্রাইল্, মিকাইল্, আর ইস্রাফিল্।
সালাম করিয়া বন্দিনু আজ্রাইল্॥
আর যত ফেরেশ্‌তারা আছেন আল্লার।
একে একে সবাকারে সালাম আমার॥"

গ্রন্থকার, তৃতীয় বন্দনা করিয়াছেন,—সমস্ত নবী, রসুল, পয়গাম্বর ও স্বর্গীয় গ্রন্থের। যথা,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে নবী ও রসুল যত পেনু॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে রসুল বন্দিনু যত পাইনু॥"

এই ভাবে বন্দনা সমাপ্ত করিয়া, কবি বলিয়াছেন,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা[২] মোর হয়।
মেহের[৩] করিয়া মাফ[৪] করিবে সবায়॥

১। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, কবিবর ইয়াকুব আলী বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদিগের বংশেও কেহ জীবিত নাই বলিয়া শুনা যায়। কবিবরের পিতৃবংশের কেহ জীবিত আছেন কি না, তাহার সন্ধান করা হইতেছে।

২। খাতা—অপরাধ, ত্রুটি। ৩। মেহের—অনুগ্রহ, দয়া। ৪। মাফ্—মার্জনা, ক্ষমা।

রচনার ঝুঁট[১] সাচ্চা[২] আমি নাহি জানি।
আসল কেতাব যাঁর জানেন যে তিনি[৩] ॥

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা ঘুঝে হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায় ॥
রচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি ঠেকি।
কেতাব যেমন আছে তাহা আমি লিখি ॥"

গ্রন্থকার আর এক স্থানে ইমাম-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

"ইমামের পদ আশে,
ফকির ইয়াকুব ভাসে,
যেই শুনে ইমামের মওত[৪]।
নরক আজাব[৫] তার,
কদাচ হবে না আর,
বেহেশ্‌ত পা'বে, শাহাদী মওত[৬] ॥"

কবিবর, গ্রন্থের আরও কয়েক স্থানে তাঁহার মুর্শিদ ও পিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত্[৭]।
বড়েখান্ গাজী যারে দিল মোলাকাত[৮] ॥

* * * *

"বড়ে খাঁ গাজীর পায়, অধীন ফকির কয়,
কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহ বড়েখান্ গাজী, নেক্‌কামে[৯] রহে রাজী[১০],
মেহের-নজরে[১১] তাকাইয়া ॥"

১। ঝুঁট—মিথ্যা। ২। সাচ্চা—সত্য।

৩। এই স্থানেই কবিবর বোধ হয়, "মোক্তল হোসেনে"র গ্রন্থকারকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন।

৪। মওত—মৃত্যু। ৫। আজাব—যন্ত্রণা।

৬। শহীদী মওত—ধর্মযুদ্ধে কিম্বা কোন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, তাহাকে "শহীদী" মৃত্যু বলে। এই প্রকার মৃত্যু ঘটিলে, মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বর্গবাসী হইবে। কোন প্রকার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। হজরত ইমাম হোসায়েন শহীদ্ হইয়াছিলেন। যিনি স্থিরচিত্তে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া, অশ্রু বিসর্জন করিবেন, তিনিও শহীদী সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। কবিবরের বোধ হয়, ইহাই বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য।

৭। কেতাবের-বাত—কেতাবের কথা। ৮। মোলাকাত—দর্শন।

৯। নেক কামে—মঙ্গল কার্য্যে, ধর্ম্ম কার্য্যে, উত্তম কার্য্যে। ১০। রাজী—সন্তুষ্ট।

১১। মেহের নজর—সু-দৃষ্টি।

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়েখান্ গাজীর পায়, অধীন ফকির কয়,
কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহে বড়খান্ গাজী, নেক্‌কামে রহে রাজী,
মেহের নজরে তাকাইয়া॥"

* * * *

"বাপ নাম শাহ-ছুন্দি আল্লার ফকির[১]।
ভাটিয়া সোল্‌তান্ গাজী বড়ে খাঁ[২] পীর॥"

* * * *

১। বোধ হয়, কবিবরের পিতাও একজন দরবেশ ছিলেন। আরও অনেক স্থানে এই ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন।

২। এই বড়ে খান্ গাজী যে কে তাহা আজিও জানা যায় নাই। কিংবদন্তীতে এইরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গাধিপতি শাহ সেকান্দারের এক পুত্রের নাম মোহাম্মদ গাজী। তিনি ফকিরী গ্রহণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। উত্তরকালে তিনিই "বড়ে খান্ গাজী" নামে বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণ "বড়ে খান্ গাজী" বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পীর বলিয়া পরিচিত। বিশেষতঃ দক্ষিণবঙ্গের ভাটি মুলুকে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। শুনা যায়, আজিও নাকি 'বাদা' অঞ্চলে "বড়ে খান্ গাজীর" দোহাই দিলে, ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও এই জাগ্রত পীরের আস্তানার নির্দ্দেশ হয় নাই।

গোবরডাঙ্গার নিকট, চারঘাট নামক গ্রামে, মরা-যমুনা-তীরে, এক পীরের আস্তানা আছে। তাঁহার নাম শাহ ঠাকুরবর। পীরের সেবায়েৎদিগের নিকট শাহী আমলের যে সকল কাগজ-পত্র আছে, আমরা অনেক বার তাহা দেখিতে চাহিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা আজিও আমাদিগকে সে সকল কাগজ-পত্র দেখান নাই। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, শাহ ঠাকুরবর, মহারাজ মুকুটেশ্বরের পুত্র। গাজী সাহেবের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শাহ ঠাকুরবরের ভগ্নী চম্পাবতীর সহিত গাজী সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, কিংবদন্তীতে প্রকাশ। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় "মাইচাম্পার দরগা" আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সেখানেও কিংবদন্তীতে নাকি এইরূপ প্রকাশ যে, তিনি বড়ে খাঁ গাজী বা গাজী সাহেবের স্ত্রী। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা "জঙ্গ-নামা"র অপরাপর অংশের কিঞ্চিৎ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাবিচারের দিন, প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ), তাঁহার কন্যা মহামাননীয়া হজরত বিবি ফাতেমাতোজ্‌ জোহরা ও জামাতা বীরবর মহাত্মা হজরত আলী, এবং দৌহিত্রদ্বয়—মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, সমস্ত পাপীদিগকে উদ্ধার করিবেন। সকলকে সঙ্গে না লইয়া ইঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন না। খোদা তায়ালার নিকট ইঁহারা বলিবেন, "আলী ও ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের রক্তের বিনিময়ে, আমরা পাপীদিগকে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। যদি সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়, এ সম্বন্ধে এক পৃথক্ প্রবন্ধের অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বড়ে খাঁ ভাবিয়া দেলে[1],
অধীন ফকির বলে,
　　শাহ-ছুন্নির পহেলা করজন্দ[2]।
কহেন বড়ে খাঁ গাজী
লায়েকেরে হয়ে রাজী,
তরে সেই, যার যেমন নিবন্ধ॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়খান্ ভাবিয়া দেলে,　　　অধীন ফকির বলে,
　　সাহা ছুন্নির পহেলা করজন্দ।
কহেন বড়খান্ গাজী,　　　লায়েকেরে হয়ে রাজী,
　　তরে আর যেমন নিবন্ধ॥"

জঙ্গ-নামার কবি যে, এজীদ-ইমামের বিরোধের বংশগত কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহা কবির ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—

"পহেলার বাত কহি শুন ভাই যত।
এজীদ ইমাম বৈরী হ'ল যেই মত॥
চারি পুরুষ আগেতে আব্দুল মন্নাফ।
জমজ দু-বেটা তারে দিল বারী আপ্॥
হইল সে দুই বেটা পিঠে পিঠে জোড়া।
বহুত খেঁচিল[3] পিঠ না হইল ছাড়া॥
আবদুল মন্নাফ মর্দ্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল শম্‌শের[4] খেঁচি পিঠের উপরে॥
দুই জন জুদা[5] হইল হুকুমে আল্লার।
হাশেম একের নাম শুনহ খবর॥
উম্মিয়া[6] দুয়ের নাম বড়ই আকিল্[7]।
দুনুয়ে ওস্তাদ হৈল বড়া খোস দিল্॥
হাশেম, উম্মিয়া দোন জাঁহাবাজ[8] হৈল।
দু-জনে ঝগড়া আর কাটাকাটি ছিল॥

১। দেলে—অন্তরে।　২। করজন্দ—সন্তান।　৩। খেঁচিল—আকর্ষণ করিল, টানিল।
৪। শমশের—তরবারী, তলওয়ার।　৫। জুদা—পৃথক্।
৬। ইঁহারই বংশধরেরা উমায়্যা বংশীয় কোরেশ নামে খ্যাত। উমায়্যা বংশীয় খালিফারা ইঁহারই বংশধর।
৭। আকিল—বুদ্ধিমান্।　৮। জাঁহাবাজ—কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন চালাক ব্যক্তিকে জাঁহাবাজ বলে।

হাশেমের বেটা ছিল আব্দুল মোত্তালিব।
বড়া নেক মর্দ[১] ছিল আল্লার হবিব[২] ॥
উম্মিয়ার বেটা ছিল নামেতে হরব।
বড়া ধড়িবাজ ছিল আপনা গরজ ॥
মোত্তালিব হরবে জঙ্গ রাত দিন ছিল।
মোত্তালিবের বেটা আবু তালেব হইল ॥
হরবের বেটা হইল সুফিয়ান নাম।
আবু তালেবের সঙ্গে ঝগড়া মোদাম[৩] ॥
আবু তালেবের বেটা আলী জোরওয়ার[৪]।
সুফিয়ানের বেটা মোয়াবিয়া ইয়ার[৫] ॥
আলী আর মোয়াবিয়া ইয়ার দুজনে।
দোহেতে[৬] ঝগড়া ছিল পুসিদা[৭] বাতুনে[৮] ॥
রসুলের দাবে[৯] কেহ জাহের করিয়া।
না করিত ঝগড়া যে ছিল চুপ হৈয়া ॥
আলীর ফরজন্দ হৈল হাসান, হোসেন।
মোয়াবিয়ার বেটা হৈল এজীদ কমিন্ ॥
সেল্‌সেলা আইল এ্যায়সা ঝগড়া হইয়া।
ইমাম এজীদে জঙ্গ ইহার লাগিয়া ॥"

কিন্তু বটতলার পুস্তকে আছে,—

"এজীদ এমামে দোন ঝগড়ার বাত।
পহেলার বাত কহি হইল অ্যায়সা ভাত ॥
চারি পুরুষ আগে ছিল আব্দুল্লা মন্নাফ।
জমক দু'বেটা তার দেখিলেন্ আপ্ ॥
* * * *
আব্দুল মন্নাফ মর্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল সমসের তার পিঠের উপরে ॥" ইত্যাদি।

"জঙ্গ-নামা"র কবি, ইমাম-এজীদে বিরোধের স্ত্রীলোক-ঘটিত যে কারণের উল্লেখ

১। নেক-মর্দ্দ—ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। ২। হবিব—প্রিয়, বন্ধু।
৩। মোদাম—সর্ব্বদাই, সকল সময়। ৪। জোরওয়ার—বলবান্, শক্তিশালী।
৫। ইয়ার—সহচর, পার্শ্বচর। ৬। দোহেতে—দুজনাতে, দুই জনে। ৭। পুসিদা—গুপ্তভাবে।
৮। বাতুনে—লুকান ব্যবহার। ৯। রসুলের দাবে—রসুলের ভয়ে।

করিয়াছেন, কবির ভাষায় তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। খলিফা মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"তুমি বটে বেটা মোর এক জাহানেতে১।
তুমি বিনা বেটা বেটী নাহি দুনিয়াতে॥
যে কিছু মনের কথা কহনা আমারে।
হাসেল২ করিয়া দিব আল্লা যদি করে॥"

উত্তরে এজীদ বলিতেছেন,—

* * * * *

আলম্পানা৩ সালামত৪ কহি বনাবেতে৫॥
মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে আমি কহি যদি জীউ-আম্বা৬ পাই॥
জব্বারের বিবি৭ জয়নাব তার নাম্।
অতিশয় গুণবতী রূপে অনুপম্॥
এক রোজ তাহাকে যে দেখিয়া নজরে।
ছটফট করে জীউ নাহি রহে ধড়ে॥
শয়নে আরাম নাই ক্ষুধা নাই পেটে।
না দেখিয়া বিবিকে যে জীউ মোর ফাটে॥
তাহাকে করিতে নিকাহ্৮ মোর সাদ্।
তোমার হুকুম৯ হইলে, নহে পরমাদ॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে যদি কহি আগে জীউ-আম্বা পাই॥
জব্বরের কবিলা জয়নাব তার নাম।
অতিশয় রূপবতী গুণে অনুপাম॥" ইত্যাদি।

১। জাহানেতে—পৃথিবীতে, দুনিয়ায়। ২। হাসেল—সম্পূর্ণ, ইচ্ছা পূর্ণ।
৩। আলম্পানা—পৃথিবীর রক্ষক। ৪। সালামত—স্থায়ী হউক।
৫। বনাবেতে—হুজুরের নিকট। ৬। জীউ-আম্বা—প্রাণ ভিক্ষা।
৭। বিবি—স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, সুন্দরী, ধর্ম্মপরায়ণা।
৮। নিকাহ্—বিবাহের ফার্সী নাম 'নিকাহ'। আরবী ভাষায় বিবাহকে 'আকদ্' বলে। বিধবা অথবা তালাকী স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহকে যাঁহারা 'নিকাহ' ও কুমারী কন্যা বা যুবতীর সহিত বিবাহকে যাঁহারা বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ৯। হুকুম—আদেশ, অনুমতি।

খলিফা মোয়াবিয়ার আহ্বানে, আবদুল্লা জব্বার দামাস্কে উপস্থিত হইলে, খলিফা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত কবির ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"বলিল তোমাকে আমি ডাকি এথাতিরে১।
মোর এক বেটী আছে সুঁপিব২ তোমারে॥
দেহাজ করিব৩ তুঝে মেসের সহর।
এক লাখ্ দিব তুঝে৪ সোণার মোহর॥"

এজীদের কৌশলে ও প্রলোভনে আবদুল্লা জব্বার সম্মত হইলেন। বিবাহের সময়, এজীদ 'বকিল'-বেশে ভগিনীর সম্মতি আনয়ন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"কহিতে লাগিল আসি সভার হজুরে।
কবুল না কৈল বিবি আবদুল্লা জব্বারে॥
বিবি বলে শুনিয়াছি এই সমাচার।
পরম সুন্দরী বিবি ঘরে আছে তার॥
হেন রূপবতী ছেড়ে সে কেন আমারে।
মোহাব্বাত৫ করিবেক দেলের৬ ভিতরে॥
যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি।
তবে ত কবুল আমি করিব সেতাবী৭॥"

তালাকের পর এজীদ পুনরায় যাহা বলিলেন, কবি এই ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

* * * *

ফিরি এক বাদে আসি আবদুল্লাকে বলে॥
না করে কবুল তুঝে৮ শুনহ জব্বার।
এই কথা শুনি বিবি হইল বেজার৯॥
মক্কারা বলিয়া তুঝে১০ বিবি যে কহিল।
মাল মুল্লুকের লোভে জরনাবে ছাড়িল॥
বেলাত মেসের, শাম পাইয়া আমারে।
লায়েক আওরত১১ যে ছাড়িয়া নেকা করে॥

১। এথাতিরে—এ জন্য, এ কারণ। ২। সুঁপিব—সমর্পণ করিব, তোমার সহিত বিবাহ দিব।
৩। দেহাজ করিব—যৌতুক দিব। ৪। তুঝে—তোমাকে।
৫। মোহাব্বাত—প্রণয়ের ভালবাসা। ৬। দেলের—অন্তরের, হৃদয়ের।
৭। সেতাবী—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে। ৮। তুঝে—তোমাকে। ৯। বেজার—অসন্তোষ, দুঃখিত।
১০। তুঝে—তোমাকে। ১১। আওরত—স্ত্রীলোক, পত্নী।

কদাচিত যদি বাবা মুলুক ছাড়ায়।
এসাই[১] তালাক দিয়া ছাড়িবে আমায়॥
এমন মক্কায়া লোকে কেবা কোথা চায়।
শুনিয়া তামাম[২] লোক করে হায় হায়॥"

এজীদের দূত যখন জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্ত যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে আক্কাস নামক এক জন ভদ্রলোকের সহিত দূতের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে, আক্কাস দূতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আক্কাস কহিল তবে করি মেহেরবাণী।
আমার পয়গাম[৩] লিয়া জাহনা আপনি॥
এজীদের খবর আগে কহিয়া বিবিকে।
পশ্চাতে খবর মোর কহিবে তাঁহাকে॥"

দূতপ্রবর মুসা আসারী আক্কাসের নিকট বিদায় লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং হাসান দূতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"কত দূর গিয়া দেখা ইমামের সাথে।
হাসান্ নরমে বাত লাগিল পুছিতে॥
অনেক দিন পরে দেখা হইল মুসা ভাই।
কোথায় চলিয়াছ তুমি খুসিতে এসাই॥

ইহা শুনিয়া দূত সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, এবং মহাত্মা হাসান্ ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—

"শুনিয়া হাসান্ শাহ লাগিল কহিতে।
কহিবে পয়গাম মোর তাহার পিছেতে॥

এজীদ খলিফা হইয়া, মোস্‌লেম-সাম্রাজ্যের সকল প্রধানগণকে যে আদেশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, "জঙ্গ-নামা"র কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

"মুল্লুকে মুল্লুকে দিল ভেজিয়া পরওয়ানা[৪]।
আমি এবে হইনু বাদশা পাঠাও খাজানা॥
সকল মুল্লুকের বাদশা ডরে ডরাইয়া।
খাজানা ও নজরাণা সবে দিলেক ভেজিয়া॥

১। এসাই—এই প্রকার। ২। তামাম—সমস্ত।
৩। পয়গাম—সম্বন্ধ। ৪। পরওয়ানা—সংবাদ, বিজ্ঞাপন, আদেশ।

মদিনা সহরেও এক লিখিল ফরমান১।
লেখা নাহি যার সেই না-ফরমানী২ বয়ান্॥
লিখিল হাসান শাহে আর ইমাম হোসেনে।
আব্দুল্লা উম্মর আর আব্দুল রহমানে॥
লিখিল লিখনে এইরূপ হকিকত শক্ত।
মাবিয়ার মৃত্যু হইল মিলিল মোরে তক্ত॥
সকল মুলুক এখন হইল যে আমার।
বয়েত হৈল মোর হাতে সাহেব সর্দার॥
এবে এই লিখন যে লিখি তোমা বরাবর।
বাদশাই হুকুমকে দেলে জান মাতব্বর৩॥
আসিয়া এবে আমার সাতে করহ সাক্ষাৎ।
না আসিলে যে ফল পাইবে জানিবে পশ্চাৎ॥
যে জনা নাহিক আমার হইবে অনুগত।
মোর ক্রোধে হবে সেই বড়ই লাঞ্ছিত॥
তক্তের৪ উপরে বাদশা হৈয়াছি আমি।
এবে দুই ভাই যুঝে দেহ যে সালামী॥
এবে মেরা নামে খোতবা পড়হ দুই ভাই।
মক্কা ও মদিনা লইয়া করহ বাদ্শাই॥"

এই পত্র যথাসময় মদিনায় পৌঁছিলে, মদিনার প্রধানগণ পত্র পাঠ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন

'ভাল'ত কমজাত৫ হেন পাইল বাদ্শাই।
আমাদের উপরে লিখে লিখন এ্যায়সাই।
আব্দুল্লা-উমর বলে গোস্বা দিল হইয়া।
এজীদ কমজাত বুঝিবা শরাব৬ খাইয়া॥
আমাদের নিকটেতে লিখে এমন লিখন।
শুনিয়া বলেন তবে ইমাম ও হোসায়েন॥
এতেক যে দেমাগ্ হইল লৌণ্ডি৭ বাচ্চায়।
এমন লিখন লিখে সেহ নাহি করি ডর॥

১। ফরমান—আদেশ-পত্র, হুকুমনামা।
২। না-ফরমানী—প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করাকে না-ফরমানী বলে।
৩। মাতব্বর—শ্রেষ্ঠ, বড়। ৪। তখ্তের—রাজসিংহাসনের। ৫। কম্জাত—নীচবংশজাত।
৬। শরাব—সুরা, মদ্। ৭। লৌণ্ডি—বাঁদি।

এত বলি মদিনাবাসী সকলে ডাকিয়া।
শুনাইলেন সবাকারে লিখন পড়িয়া ॥
হোসায়েন বলেন তবে শুন ভাই সব্।
মালুম করিলে সবে এজীদা মতলব ॥
নানা যে মোর নূর নবী হবিব খোদার।
আলী শাহা বাপ মোর ছুনিয়া সর্দার ॥
মোয়াবিয়ার বেটা যে এজীদ তার নাম।
আউওল আখের মোর নানার[১] গোলাম ॥
কম্‌জাত মোদেরে আজি ভেজিল লিখন।
ইহার মস্‌লত আমি করিব কেমন ?
কি প্রকারে থাকিব মোরা এজীদের তাবে ?
বিবেচনা করি তোমরা কহ ভাই সবে।
জোড় হস্তে কহেন সবে শুনহে ইমাম।
বিচার নাহিক কোথা সাহেব ও গোলাম ?
আপনি যাবেন সেথা হইয়া তাবেদার।
তোমাদের হুজুরেতে এজীদ কোন ছার ?
বাপ যার খেদ্‌মতে[২] আছিল হামেহাল[৩]।
তোমাকে খেদ্‌মতে চাহে তাহার ছাওয়াল ?
জেনা-কার[৪] হারামজাদা সেই ত মাতাল।
পাইলে তাহারে মোরা চড়ায়ে ভাঙ্গি গাল্ ॥"

এজীদের ষড়্‌যন্ত্রে যখন মহাত্মা ইমাম হাসান্ জলের সহিত হীরকচূর্ণ পান করিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া হোসায়েনকে ডাকিতে বলিলেন, কবি সেই সময়ের যে করুণ রসের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গকে তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি।

"শুন রে কাসেম আলী, সেতাবি[৫] জাহনা চলি
হোসেনকে আনহ ডাকিয়া।
ভাইকে বলিবে তবে, হাসেন বিদায় হবে,
কেয়ামত[৬] সফর[৭] লাগিয়া ॥
কান্দিয়া কাসেম চলে, ভিজিল আঁখির জলে
শুনিয়া বাপের এই কথা।

১। নানার—মাতামহের, দাদামহাশয়ের। ২। খেদ্‌মত—সেবা, আজ্ঞা পালন।
৩। হামেহাল—সদাসর্ব্বদা। ৪। জেনাকার—পরদারগমনকারীকে 'জেনাকার' বলে।
৫। সেতাবি—শীঘ্র। ৬। কেয়ামত—মহাবিচারের দিন।
৭। সফর—বিদেশ গমন, স্থানান্তরে গমন।

খোকেতে কাটিল ছাতি, যেন কাঁকুড়ের ভাতি,
আইল হোসেন রহে যেথা ॥
হোসেন কাসেমে দেখে, মন্দা-মন্দা[1] হাসি মুখে,
ভাতিজাকে[2] করেন মস্কারি।
সবক[3] পড়িতে বুঝি, করিয়াছ দাগাবাজী,[4]
বেজার[5] করেছে চড় মারি ?
হাত দিয়া ছাতি পরে, কাসেম আরোজ[6] করে,
চাচা[7] জান্ শুন মেরা বাত।
ইমাম-হাসান-আলী, সফর করিবে বলি,
বিদায় হইবে তেরা সাথ ॥
দু-আঁখি হয়েছে লাল, মুখেতে ভাঙ্গিছে লাল,
কহিলেন তারে আন গিয়া।
দেখ আসি চাচা মেরা, এতীম[8] হইনু মোরা,
বাবাজান্ চলিল ছাড়িয়া ॥
হোসেন এ কথা শুনে, আসিলেন ততক্ষণে,
সের-পাঁও[9] নাঙ্গা[10] যে করিয়া।
দেখেন ভায়ের তরে, হেঁট-সেরে[11] কয় করে,
কলেজা ছেদিছে বিষ্ গিয়া ॥
দেখিয়া হোসেন শাহা, মুখে বলে আহা আহা,
হায় হায় করে খাড়া[12] হৈয়া।
কহে শুন ভাই-জান্, জহর কে দিল কন্,
কহ সেই সের উঠাইয়া ॥
হাসান কহেন শুন, খোদার হুকুম মান,
তাহার কলম[13] এই মত।
কবুল[14] করহ ভাই, তবে কিছু সমঝাই[15]
গুটিকত বুঝে নসিহত[16] ॥

১। মন্দা-মন্দা—মৃদু মৃদু। ২। ভাতিজা—ভ্রাতুষ্পুত্র। ৩। সবক—পাঠ।
৪। দাগাবাজী—প্রবঞ্চনা। ৫। বেজার—দুঃখ দেওয়া, অসন্তোষ করা।
৬। আরোজ—প্রার্থনা, নিবেদন। ৭। চাচা—পিতৃব্য, পিতার ভ্রাতা।
৮। এতীম—পিতৃহীন। ৯। সের-পাঁও—আপাদ মস্তক। ১০। নাঙ্গা—অনাবৃত।
১১। হেঁট-সেরে—নত মস্তকে। ১২। খাড়া—দাঁড়ান। ১৩। কলম—অদৃষ্টের লেখা।
১৪। কবুল—স্বীকার। ১৫। সমঝাই—বুঝাই। ১৬। নসিহত—উপদেশ।

পিইতে[১] জহর[২] মোরে,　　যে জন দিলেন তারে,
কিছু না বলিবে ভাই তুমি।
খোদার করম পর,　　চারা নাই বেরাদর,
কার পরে দিব দোষ আমি?
কহি বাত্ তার পরে,　　মেরা লাড়কার[৩] তরে,
মেহের[৪] যে করিবে জেয়াদা[৫]।
আপনা ছাওালে হেন,　　পেয়ার[৬] করিবা জান,
কদাচিত না বুঝিবা জুদা[৭]॥
যাহার মা-বাপ আছে,　　যাইয়া তাহার কাছে,
আফ্সোসের[৮] দম নাহি ফেলে।
থাকিলে আমার বাপ,　　পিয়ার করিত আপ্
হেন যেন কভু নাহি বলে॥
দুস্রা কহিবে ভাই,　　শুনহ মেহের হই,
দফন করিবে যেই জিতে।
নবীর রওজা[৯] টেরে,　　দফন করিবে মোরে,
এই বাত রাখিবে যে চিতে॥
গোর দিয়া মোর তরে,　　কহিবে যে নানাজীরে,
যেন সে রহম করে নবী।
গোরের বরকত মোরে,　　যেন তিনি আতা করে[১০],
তবে মেরা মউতের খুবি॥
দোস্ত[১১] দুশ্মনের[১২] সাথে,　　না থাকিবে আদাওতে[১৩]
সবাকার নেকুই[১৪] চাহিবে।
বেটা বেটী আওলিয়া,　　গরীব এতীম হৈয়া,
দুনিয়াতে আপনি থাকিবে॥
কদ্বানু[১৫] যে জহর,　　দিল মোরে বেরাদর,
কিছু না বলিবে তরেতার।

১। পিইতে—পান করিতে।　২। জহর—বিষ।　৩। লাড়কা—পুত্র।
৪। মেহের—অনুগ্রহ।　৫। জেয়াদা—অধিক।　৬। পেয়ার—স্নেহ।
৭। জুদা—পৃথক্।　৮। আফসোষ—আক্ষেপ।
৯। রওজা—পয়গম্বর, নবী, রসুল ও সিদ্ধপুরুষদিগের কবরের নাম রওজা।
১০। আতা করা—দান করা।　১১। দোস্ত—মিত্র, সুহৃদ্।　১২। দুশ্মন—শত্রু।
১৩। আদাওয়াৎ—বিরোধ।　১৪। নেকুই—মঙ্গল।　১৫। কদ্বানু—মহাত্মা হাসানের ভার্য্যা।

ছুশমনের হিকমতে১, জহর দিয়াছে পিতে,
কিছু দোষ না আছে তাহার ॥
কান্দিয়া হাসান বলে, বারেক আইস কোলে,
বিদায় হইনু তোমা হৈতে।
হোসেন শুনিয়া শোকে, গলে গলে মুখে মুখে,
ধরি দোন লাগিল কান্দিতে ॥
এগানা২ জতেক আর, সাত'শ মহিলা আর,
কান্দিয়া করেন সবে সোর।
নাহি জানি কোন চারা, যেমন পাগল পারা,
সবে বলে কি হইল মোর ॥
ইমাম হাসান তবে, দেখিয়া লাড়কা সবে,
কান্দিয়া হইল জার জার৩।
আঁখেতে৪ পড়িছে পাণি, ডাকিছে মধুর বাণী,
আইস কোলে করি একবার ॥
ইলাহির চাহা হৈলে, আর না করিব কোলে,
আইস জাহ মিটাইয়া সাধ।
এত বলি শিশুগণে, কোলে করি জনে জনে,
কাঁদে ইমাম ভাবিয়া বিষাদ ॥"

কারবালার ময়দানে কয়েক দিন জল অভাবে যখন হোসায়নের ছয় মাসের শিশু পুত্র মরণাপন্ন হইল, তখন সহরবানু প্রভৃতি তাঁবুর মধ্যে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মহাত্মা হোসায়েন তাঁবুর বাহিরে ছিলেন। তিনি ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া, পত্নী সহর বানুকে কহিলেন,—

"সহর বানুকে বলে গোস্বা দেল হইয়া।
সোর-সার৫ বল এই কিসের লাগিয়া ॥
বিবি কহেন গোস্বা৬ তুমি হইলে কেমনে।
কলেজা শুখায়ে জার সবার পাণি বিনে ॥
স্তন হইতে দুধ মোর গেল শুখাইয়া।
ছাওয়াল আজেজ৭ হৈল দুধ না পাইয়া ॥
থোড়াই যে আনিয়া পাণি দাও এই বেলা।
বারেক যে পিইয়া পাণি তর করি গলা ॥

১। হেক্‌মতে—শঠতায়। ২। এগানা—আত্মীয়।
৩। জারজার—আকুল ও ব্যাকুল। ৪। আঁখেতে—চক্ষে। ৫। সোর-সার—গোলমাল।
৬। গোস্বা—রাগ, ক্রোধ। ৭। আজেজ—অস্থির।

হোসায়েন কহেন সব মোনাফেক[১] গণ।
চাহিলেও আমাকে পানি না দিবে কখন॥
এত দিন কেহ মোরে মোনাফেক হইতে।
দেখিয়াছ কি কোন চিজ্ কখন চাহিতে?
কুফর কম্‌জাত পানি দিবে যে আমারে।
এত্‌বার[২] কাহার কথায় হৈল তোমারে॥
বিবি কহেন যেরূপে আনিতে পার পানি।
না আনিলে পেয়ারা[৩] মোর মরিবে এখনি॥
কান্দিয়া যে কহেন বিবি ইমামের পায়।
পাণি বিনা আমার ছাওয়াল মারা যায়॥
এক বিন্দু পাণি বিনা ছাওয়াল হয় খুন্।
হায় হায় মারা যায় যে মোর প্রাণধন॥"

ইহা শুনিয়া, মহাত্মা হোসায়েন সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, অশ্বারোহণে এজীদ-সৈন্তের সম্মুখীন হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"শুন রে কাফের সব বেহায়া অধম।
কিছু নাহি কর মনে আখের শরম॥
খোদাকে পছন্দ নহে কহিযে তোমায়।
আখেরে খারাব হবে নাহি কিছু ভয়?
আলীর ফরজন্দ ও রসুলের নাতি।
ফতেমা আমার মাতা জান খুব ভাতি॥
খোদিজা, আয়েশা, সোলেমা মোর নানি[৪]।
তা সবার মুখ চাহি দেহ থোড়া[৫] পানি॥
গোনা[৬] যদি হৈয়া থাকে আমার হইতে।
আমাকে না দেহ পানি শুন কহি ইতে॥
না করিল গুণা খাতা লাড়কা আমার।
থোড়া পাণি দেহ ভাই ওয়াস্তে খোদার॥
দুধের ছাওাল মোর হারায় পরাণ।
মেহের[৭] করিয়া তার জীউ দেহ দান॥
বে-গুণা সকলে কেন মার শুখাইয়া।
আখেরে পুছিবে আল্লা ইহার লাগিয়া॥
কাফের সকলে কহে শুন হে ইমাম।
তুমি যে হোসেন মোরা চিনিনু তামাম॥
যে দিন তোমার কাছে করিব চাকরী।
সে দিন করিব মোরা তেরা তাঁবেদারী॥[৮]

১। মোনাফেক—অবিশ্বাসী, ধর্ম্মে আস্থাহীন।　২। এত্‌বার—বিশ্বাস, প্রত্যয়।
৩। পেয়ারা—প্রিয়।　৪। নানি—মাতামহী।　৫। থোড়া—অল্প।
৬। গোনা—অপরাধ, পাপ।　৭। মেহের—অনুগ্রহ।　৮। তাবেদারী—আজ্ঞাপালন।

আজি তেরা বাত মোরা নাহিক শুনিব।
হৈলে আজেজ কাতরা পাণি নাহি দিব ॥"

ইহা বলিয়া এজীদের সৈন্যগণ মহাত্মা হোসায়েনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শুনিয়া কাফের গিধি গোস্বায় অস্থির।
হোসেনের পরে খেঁচে মারিলেক তির।
হোসেনের কোলেতে যে ছাওাল আছিল।
হোসেনে না লাগি তির ছাওালে লাগিল॥"

তীর শিশুর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল; শিশু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর হোসেন—পুত্র-শোকাতুর হোসেন—সেই মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও শিশুর গর্ভধারিণীকে কহিলেন,—

"মোর্দ্দার ছাওালে লিয়া ফিরিয়া আইল।
সহর বানুর কোলে ছাওয়ালেরে দিল॥
কহেন ভেস্তের১ পাণি আমি খাওাইয়া।
আনিনু ছাওালে এই আসুদা২ করিয়া॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা জঙ্গ-নামায় নিম্নলিখিতরূপ আছে, যথা—

"মোর্দ্দার ছাওয়াল নিয়া ফিরিয়া আইল।
শহর-বানু৩ কোলে ছাওয়াল এনে দিল॥
কহেন ভেস্তের পানি আমি খাওয়াইয়া।
আনিনু ছাওয়াল এই আসুদা করিয়া॥"

অতঃপর কারবালা প্রান্তরে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা ইমাম হোসায়েনের আবল ওহাব নামক জনৈক পার্শ্বচর করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "এজীদ-সৈন্য নদীর জল বন্ধ করিয়াছে; জলের অভাবে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। আপনি আদেশ করুন, আমি শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে জল লইয়া আসিতেছি।" মহাত্মা ইমাম তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন, তিনি শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া প্রথমে কহিলেন,—

"রসুল-আওলাদ মরে না-হক্৪ পানি বিনে।
আখেরেতে খারাব হ'বে কেয়ামতের দিনে॥
আখেরের৫ ভালাই যদি চাহ রে কমজাত।
পানির পথ যে ছাড়ি দেহ কহিতেছি বাত॥"

বটতলার ছাপা পুস্তকে প্রথম দুইটি পদ নিম্নলিখিতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ দুইটি পদের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। যথা—

১। ভেস্ত অশুদ্ধ কথা, 'বেহেশত' শুদ্ধ। ২। আসুদা—প্রাণারাম।
৩। শহর-বানু—ইমাম হোসায়েনের স্ত্রী। ৪। না-হক্—অনর্থক। ৫। আখেরের—পরকালের।

"রসুল আওলাদ মরে নাহিক পানি বিনে।
আখেরে খারাব হবে হেসাবের দিনে॥"

এজীদ-সৈন্ত আব্দল ওহাবের এই উক্তির মৌখিক কোন উত্তর দিল না; তরবারির দ্বারা আঘাত করিল। কিন্তু বহুসংখ্যক এজীদ-সৈন্ত, ওহাবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। অবশেষে আব্দল ওহাব নিহত হইলেন। আব্দল ওহাবের পর ইমামের আরও কয়েক জন আত্মীয় ও পার্শ্বচর একে একে যুদ্ধে গমন করিলেন এবং সকলেই নিহত হইলেন। জঙ্গ-নামার কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"এইরূপে ছিলেন যতেক পাহালওয়ান্।
শাহীদ হইলেন সবে আল্লার ফরমান্॥
ইমাম হোসায়েন তখন ডাহিন বামেতে।
দেখিতে লাগিল শাহা চাহি চারি ওরফেতে॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে, যথা—

"এইরূপে আছিল যতেক পাহাল্ওান্।
সহীদ্ হইল দেখ আল্লার ফরমান্॥
আমির হোসেন তবে ডাইন বামেতে।
নজর করিয়া শাহা লাগেন কহিতে॥"

মহাত্মা হোসায়েনের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, হাসান্-পুত্র মোহাম্মদ কাসেম১ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "চাচা! অনুমতি করুন, এই বার আমি যুদ্ধে যাইব।" কাসেম যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ যুদ্ধ করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কাসেমের মৃত্যুর পর, মহাত্মা হোসায়েনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী আকবর২ যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আলী আকবরের পর, হোসায়েনের অপর দুই পুত্র, আলী আস্গর ও আবদুল্লা আকবর একে একে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন৩। জীবিত রহিলেন কেবল জয়নাল আবেদিন্৪।

অবশেষে মহাত্মা হোসায়েনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জঙ্গ-নামার কবি এই সময় হোসায়েনের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি পদ রচনা করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ইবনে হাবিব বলেন, এই সময় কাসেমের বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর ছিল।

২। আলী আকবরের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল।

৩। আলী আস্গরের বয়স ১৩ ও আবদুল্লা আকবরের বয়স ১২ বৎসর ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। জয়নাল আবেদিন এই সময় রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে গমন করিতে পারেন নাই।

"কেবল যাইয়া শাহা ময়দানে খাড়া হয়।
দেখিয়া যে বেইমান্ সবে হজিমত খায়১ ॥
হাকিল যে হয়দারী-হাঁক২ ভাবিয়া খোদায়।
ঝন্-ঝনা পড়িল যেন কুফরের মাথায় ॥
কত জন পলাইয়া বাঁচে লস্করের মাঝে।
ভয়ে কম্পবান্ হয় সবে হাঁকের আওয়াজে ॥
হোসায়েন কহেন আছ কোন্ পাহালওয়ান।
যদি মহিমের সাধ থাকে হও আগুয়ান্৩ ॥"

হোসায়েনের আহ্বানে এজীদ-সৈন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইল। প্রথমে একে একে যুদ্ধ করিয়া যখন বিশেষ কোন সুফল প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা এক ব্যূহ রচনা করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। কবি এই সময়ের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

"চুনিন্দা সিপাহী আর যতেক সরদার।
কাটিয়া হোসায়েন শাহা করে সার-খার৪ ॥
পালায় কাফের সবায় কেহ নাহি টিকে।
আইল বলিয়া কেহ পশ্চাতে নাহি তাকে ॥"

এজীদের সকল সৈন্যই কেহ নিহত, কেহ আহত হইল; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। তখন মহাত্মা হোসায়েন, ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া জল পানার্থ নদীতে অবতরণ করিলেন। অঞ্জলি পুরিয়া জল তুলিলেন; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের শোকে সে জল পান করিলেন না, ফেলিয়া দিলেন। তখন শত্রুসৈন্য সুযোগ বুঝিয়া প্রথমে দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। হোসায়েন নদী-গর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া একে একে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিলেন; ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। শিমর নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিল। ইহার পর মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধের কথা বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অনৈতিহাসিক।

বটতলার ছাপাখানাওয়ালাদিগের কল্যাণে যে "জঙ্গনামা" কাব্যখানি কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে পারিলাম না। পৃথক্ প্রবন্ধে তুলনায় সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কেহ ইচ্ছা করিলে বটতলার ছাপা জঙ্গনামার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যতাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১। হজিমত খায়—ত্রাসিত হয়।

২। হজরত আলী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেন। শত্রুসৈন্য এই শব্দ শ্রবণ করিয়া থরহরি কম্পিত হইত। হজরত আলীর অপর নাম হয়দার। সে কারণ এই শব্দের নাম হয়দারী।

৩। আগুয়ান—অগ্রসর। ৪। সার্-খার—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই বৈশাখ ১৩২৪, ২৯শে এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

২৩শ বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—

১। মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। ২৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ। ৪। (ক) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জন্ত পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জন্ত পরিষদের সহকারী সভাপতি, চিত্রশালাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও ছাত্রাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয়গণের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের সংবাদ জ্ঞাপন। ৫। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৬। আজীবন-সদস্ত নির্ব্বাচন। ৭। সহায়ক-সদস্ত নির্ব্বাচন। ৮। সাধারণ-সদস্ত নির্ব্বাচন। ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও (খ) ৺পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়দ্বয়ের তৈলচিত্র। ১০। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ১১। প্রদর্শন—কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন। ১২। শোক-প্রকাশ—(ক) ৺গোবিন্দলাল দত্ত, (খ) ৺গুণালঙ্কার মহাস্থবীর, (গ) ৺লোকনাথ দত্ত মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১৩। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই এম্ এ,
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি
মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই এম্ এ, এল্ এল্ ডি,

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ — শ্রীযুক্ত রাজা মণীন্দ্রনারায়ণ রায়
„ অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ — „ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্
„ চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ — মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম্‌এ, বিএল্‌
" কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বিএ, এব আর এ এস্‌
" রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর
" রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ
" অমৃতলাল বসু নাট্যাচার্য্য
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্‌ এ
" বিপিনবিহারী বসু
" ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
" জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র বি এ এটর্ণি
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌ এ
" কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ
ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, পি এচ্‌ ডি
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ, বি এল্‌
" স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী
" অক্ষয়কুমার বড়াল
" ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ
" প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্‌ এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ
" মন্মথমোহন বসু এম্‌ এ
" পঞ্চানন মিত্র এম্‌ এ
" উমাপতি বাজপেয়ী এম্‌ এ
" অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্‌ এ, বি এল্‌
" তারকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ
" আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্‌ এ

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌
" ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্‌এ পি এচ্‌ডি
" আশুতোষ মিত্র এম্‌ এ
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ
" সুশীলকুমার দে এম্‌ এ, বি এল্‌
" শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্‌ এ
" অমরনাথ পালিত এম্‌ এ
" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ
" নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্‌ এ
" নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্‌ এ, বি টি
" ললিতমোহন কর কাব্যনিধি, এম্‌ এ
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ
" পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ
" সূর্য্যনারায়ণ সেন এম্‌ এ
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" সুনীলকুমার পাল এম্‌ এ
" কিরণকুমার বসু এম্‌ এ
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" রাখালরাজ রায় বি এ
" নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্‌ এ
" সুরেন্দ্রভূষণ সেন এম্‌ এস সি
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌
" জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্‌ এ, বি এল্‌
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্‌
" রামহরি ভক্ত বি এল্‌
" পঞ্চানন ঘোষাল এম্‌ এ, বি এল্‌
" সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্‌
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্‌ এ, বি এল্‌
" যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্‌
" প্রভাসচন্দ্র দে বি এল্‌

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
„ বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্
„ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সীরাট)
„ গৌরহরি সেন
„ বাণীনাথ নন্দী
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ
„ ললিতমোহন মল্লিক
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম্ এ
„ কালীচরণ মিত্র
„ শরচ্চন্দ্র বসু
„ রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
„ সরলকুমার বসু
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভবতারণ সরকার বি এ
„ বিক্রমকুমার বসু
„ বিপিনচন্দ্র রায়
„ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
„ „ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
„ „ মথুরানাথ মজুমদার
„ „ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
„ „ মনোরঞ্জন সেন
„ „ অমূল্যচরণ বৈদ্যরত্ন
„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
„ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ বিষ্ণুপদ রায় বি এ
„ ফণীভূষণ সিংহ বি এ
„ কালীপদ সিংহ
„ গুরুপদ রায়
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ অমলনাথ ঘোষ
„ ললিতমোহন পাল
„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে
„ কৃষ্ণনাথ সেন
„ বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী
„ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কবিরঞ্জন
„ সচ্চিদানন্দ দত্ত
„ শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী
„ মন্মথনাথ রায়
„ কৃষ্ণলাল সেন গুপ্ত
„ ডাঃ অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
„ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ যদুনাথ সেন গুপ্ত
„ বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন
„ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ বিনোদবিহারী দত্ত
„ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অনঙ্গমোহন পাল
„ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
" নরেন্দ্রনাথ বসু
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" শীতলচন্দ্র রায়
" লক্ষ্মীনারায়ণ পাল
" সুরেন্দ্রনাথ গুহ
" জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
" হরপ্রসাদ মজুমদার
" সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" সুধীররঞ্জন রায় চৌধুরী
" হেমচন্দ্র মজুমদার
" জিতেন্দ্রনাথ সেন
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
" হরিপদ মিশ্র
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" বামাচরণ মজুমদার
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র
" সুরেন্দ্রনাথ সেন
" নীরদবরণ সিংহ
" দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" কে চট্টোপাধ্যায়
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" নীরদকৃষ্ণ রায়
" বিজয়লাল দত্ত
" বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ
" করুণাচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু
" সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত
" কমলকৃষ্ণ লাহা বি এল্
" প্রমথনাথ কাব্যনিধি
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
" অচ্যুতচরণ সরকার
" প্রবোধ ঘোষ
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
" নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
" যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" সরোজমোহন বসু
" কালীকৃষ্ণ রায়
" সূর্য্যকুমার পাল
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
" ভোলানাথ কোঁচ
" কালীপদ মুখোপাধ্যায়
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" মৃণালকান্তি ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ

সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি আই ই, ডি এস্ সি, এম্ এ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন দার্জ্জিলিঙে থাকায় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। প্রথমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত অষ্টম, নবম ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ঐগুলি গৃহীত হইল।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল মহাশয়ের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় তাঁহার অনুরোধক্রমে ও সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণের কতক অংশ পাঠ করেন। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পাদক মহাশয় নিজেই পাঠ করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট অংশ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিগত ৮ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কয়েক জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচনে নিয়মাবলীর ১৩ (খ) ধারা অনুসারে আপত্তি করেন এবং পরে উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এক অধিবেশনে প্রত্যাহার করেন। এই বিষয়টি পরিষদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণের যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হউক। যে ভাবে উহা লিপিবদ্ধ হইবে, তাহার বাক্য-যোজনা তিনি নিম্নলিখিত ভাবে করিবার জন্য প্রস্তাব করেন।

প্রস্তাবটি এই,—

"বিগত ৮ম, ৯ম মাসিক অধিবেশনে প্রায় ৭০ জন ভদ্রলোকের পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইলে পরিষদের ১৩(খ) নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় যে আপত্তি করিয়াছিলেন, পরিষদের ১৩ (খ) সংখ্যক নিয়মানুসারে সেই বিষয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ১৩২৩।১৭ই চৈত্র তারিখের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত দিন শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু উক্ত সভাতে তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং স্থির হইয়াছে যে, বার্ষিক অধিবেশনের পরে এই সমস্ত ব্যক্তির নাম নির্ব্বাচনার্থ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধক প্রস্তাব সমর্থন করার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সভাপতি মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার অভিভাষণ বর্ত্তমানে পাওয়া গেল না। তিনি জানাইয়াছেন যে, আগামী জুন বা জুলাই মাসে এই অভিভাষণ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পাঠ করিবেন। এই সংবাদটিও সভাপতি মহাশয় সভার গোচরে আনিলেন।

৪। (ক) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব নিম্নলিখিত ভাবে গৃহীত হইল—

সভাপতি—সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতি—

(ক) মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর

(খ) মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

(গ) মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়

(ঘ) রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

(ঙ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

(চ) শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ছ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(জ) মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

সমর্থক— „ চিত্তরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক—(১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

(২) „ কিরণচন্দ্র দত্ত

(৩) „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(৪) „ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

(৫) „ ললিতচন্দ্র মিত্র

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমর্থক— „ দ্বিজদাস দত্ত

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কোষাধ্যক্ষ— „ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

গ্রন্থাধ্যক্ষ— „ সুশীলকুমার দে

ছাত্রাধ্যক্ষ— „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ— „ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সমর্থক— „ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়

সমর্থক— ,, কিরণচন্দ্র দত্ত

(খ) ১৩১৪ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের সহকারী সভাপতি, চিত্রশালাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও ছাত্রাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাব।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে মহাশয় পত্র দ্বারা তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল না। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন নাই জানাইলে, উহা উপস্থাপিত করা হইল না।

(গ) সম্পাদক মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্যগণ কর্তৃক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ এই ভাবে জ্ঞাপন করিলেন ;—

"মোটের উপর আমরা ৫ পাঁচখানি ভোটিং-পত্র মালিকের ঠিকানা না পাওয়াতে ডাকঘর হইতে ফেরত পাই। কতকগুলি ভোট-প্রাপ্তির নির্দ্ধারিত দিবসের পরে পাওয়ায় ও কয়েকখানি ভোটিং-পত্রে ২০ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ায় ঐগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। গৃহীত ভোটিং-পত্রের মধ্যে ২০ জন এই ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪৮২
২।	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৪৬০
৩।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৩২
৪।	" চিত্তরঞ্জন দাশ	৪১৭
৫।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৪০৩
৬।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৩৫৮
৭।	" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	৩৪৪
৮।	" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৭
৯।	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১
১০।	" নগেন্দ্রনাথ বসু	৩১৯
১১।	" কুমার শরৎকুমার রায়	৩১৮
১২।	" রমাপ্রসাদ চন্দ	২৭২
১৩।	" ডাঃ মনওয়ারিলাল চৌধুরী	২৪৫

১৪।	শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর	২৩৯
১৫।	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৩২
১৬।	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২৩২
১৭।	„ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার	২২৫
১৮।	„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	২১৯
১৯।	„ বিনয়কুমার সেন	২১৫
২০।	„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২১২

তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পুনরায় সম্পাদক-পদে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করায় ভোটের ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত চারি জন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই চারি জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করায়—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত চারুবাবু কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থনাপত্র প্রত্যাহার করিয়াও তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে থাকিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত চারুবাবু এই সভায় উপস্থিত আছেন, তিনি উক্ত পত্র প্রত্যাহার করিলে তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন। শ্রীযুক্ত চারুবাবু সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর নিম্নলিখিত পাঁচ জনের মধ্যে * চিহ্নিত সদস্যগণ ভোটের ক্রম অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।—

২১।	শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত*	১০৯
২২।	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত*	১৯৫
২৩।	„ যতীন্দ্রমোহন রায়	১৮৮
২৪।	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ*	১৮৬
২৫।	„ চারুচন্দ্র বসু*	১৮৪

তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের শাখা-পরিষদ্গুলি হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
৩। „ অনুকূলচন্দ্র শর্ম্মা
৪। „ বোধিসত্ত্ব সেন
৫। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয় এই পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁহার স্থলে একজন নূতন সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। শাখাগুলি হইতে তাঁহার নির্ব্বাচন হইলে পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইবে।

৫। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

৬। আজীবন-সদস্য—সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের হস্তে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে পরিষদের আজীবন-সদস্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, "গত বর্ষের সহায়ক সদস্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় জন সদস্যের ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় নিয়মানুসারে তাঁহারা সহায়ক সদস্য থাকিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি পুনর্নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতেছি।" প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
(২) „ „ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
(৩) „ বাণীনাথ নন্দী
(৪) „ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
(৫) „ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(৬) মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দুই জন নূতন সহায়ক সদস্য প্রস্তাব করিতেছি।

(৭) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
(৮) মৌলবী খয়র উল্ আনাম

এই প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

৮। বিশেষ কারণে সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন-কার্য্য স্থগিত রহিল।

৯। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক (ক) ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও (খ) ৺মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়দ্বয়ের চিত্রদ্বয় একে একে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তিনি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়ের গুণাবলী কীর্ত্তন করিলেন।

১০। পুরস্কার ও পদক বিতরণ।—

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই পুরস্কার ও পদক বিতরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচরণ মল্লিক বি এল্ মহাশয় "কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত" নামক রচনার জন্ত, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত "হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক" পাইয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি এ মহাশয় "গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্ত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত "হরেন্দ্র-নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক" পাইয়াছেন।

(৩) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "রূপকথা সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্ত শ্রীযুক্ত এস্, দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত কেদারনাথ দত্ত রৌপ্যপদক" পাইয়াছেন।

(৪) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় "শ্রীনিবাসের জীবনচরিত্র" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্ত শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত "শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার" (২৫৲ টাকা) পাইয়াছেন।

(৫) শ্রীমতী আশালতা সেন মহাশয়া "জীবন ও জীবনের ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্ত ৺প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কতিপয় ভক্ত ও শিষ্যগণ-প্রদত্ত "প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী পুরস্কার" (২৫৲ টাকা) পাইয়াছেন।

১১। প্রাচীন মুদ্রাগুলি প্রদর্শনের সুযোগ ঘটিল না।

১২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় ৺গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় ও ৺গুণালঙ্কার মহাস্থবীর মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন এবং সভাপতি মহাশয় ৺লোকনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করিবার পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

চতুর্বিংশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ৩রা জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ মোহিনীমোহন দত্ত বি এল্
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ মহেন্দ্রনাথ মিত্র (ছাপরা)
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
„ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
„ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্
„ বাণীনাথ নন্দী
„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল রায়
„ মন্মথনাথ রায়
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ বিশ্বেশ্বর সান্যাল
„ শরচ্চন্দ্র গুপ্ত
„ প্রভাতরঞ্জন দাস গুপ্ত
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ রামকমল সিংহ
„ সাতকড়ি সাহা
„ মোহনলাল মিত্র

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ কিরণচন্দ্র দত্ত } সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। ৮।৯ মাসিক অধিবেশনে যে সকল মহোদয়গণের সদস্যরূপে প্রস্তাবের আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুনর্নির্ব্বাচন ও অন্যান্য সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব,—বর্ত্তমান ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—"ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহারই পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন স্থিরীকৃত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।" ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ভদ্রার্জ্জুন" এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "লসং" ও "শক ও সংবৎ" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্, (খ) বিপিনবিহারী রক্ষিত, (গ) রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর, (ঘ) তীর্থবাসী সিংহ রায় ও (ঙ) মহীন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে প্রথমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষদের বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত প্রাপ্ত পুস্তক ও পুথিগুলির নামতালিকা ও উপহার-দাতৃগণের নাম শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাঠ করিয়া উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন।

উপহারদাতৃগণের নাম সহ উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ	১। বাঙ্গালার কথা
সম্পাদক, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ	২। আইস্‌লণ্ডের সাগা সাহিত্য
	৩। মীনচেতন
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪। চৈত্র মাসের সং (১৩২৩)
" কিরণচন্দ্র দত্ত	৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকোল্লাস
সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটী	৬। বেদান্ত-সংক্রান্ত উদ্বোধন-বক্তৃতা
	৭। " ২য় "
	৮। " ৩য় "
	৯। " ৪র্থ "
	১০। আত্মানুভূতি
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	১১। গায়ত্রী
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১২। বাঁকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
" ভবতারণ ভট্টাচার্য্য	১৩। ফরিদপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন, মাদারীপুর অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

উপহৃত পুথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী	১। রাগমালা ও তালমালা (উদ্ধব দাস)
	২। নায়িকা-লক্ষণ
	৩। প্রাচীন পদাবলী (দ্বিজ রামচন্দ্র)

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী	৪। কর্ম্মলোচনাষ্টোত্তরশত শ্লোক
	৫। ঈশান-সংহিতা
„ অশ্বিনীকুমার দে	৬। শ্রীরামের ইতিহাস বা অভিষেক (দ্বিজ ভবানীনাথ)
	৭। শ্রীরামের স্বর্গারোহণ
	৮। একার পদ (গোবিন্দ দাস)
	৯। নামহীন পুথি (মনসা) (বৈদ্য শ্রীহরি)
	১০। গঙ্গার মাহাত্ম্য
	১১। চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)
	১২। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী (ভাগবতাচার্য্য)
Officer-in-Charge. Bengal Sectt. Book Depot.	13. Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Hony. Manager, The Bombay Humanitarian Fund.	14. The Sixth Annual Report of the B. H. Fund, Bombay.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	15. Report on Survey and Settlement Operation in Bengal for the year ending 30th September 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	16. Patent Office Journal, January to March, 1917.
Do Do	17. Monthly Statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, February, 1917.
Do Do	18. Annual Report of the Board of Scientific Advice for India 1915—16.
Asst. Secy. to the Govt. of the Punjab, P. W. D.	19. Annual Progress Report of the Supdt. Hindu and Buddist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1916.
Director, Geological Survey of India	20. Records of the Geological Survey of India, Vol. XIVII Part 4th 1916.

উপহারদাতা		উপহৃত পুথি
Supdt. Govt. Press, Madras.	21.	South Indian Inscriptions, Vol. II. Part. V. 1917.
Do Do	22.	A Triennial Catalogue of Manuscripts, 1913—14 to 1915—16 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. II. Part I. Sanskrit A.
Do Do	23.	A Triennial Catalogue of Manuscripts, 1913—14 to 1215—16 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, vol. II. Part I. Sanskrit. B.
Do Do	24.	Do Do Sanskrit. C.
The Hon'ble Sir, J. G. Woodroff	25.	Wave of Bliss. Hymns to the Goddess. Greatness of Shiva. Tantra of the Great Libertion Principals of Tantra Part. I
		Do Do II
		Do Do III
		Tantrik Texts, vol I
		Do II
		Do III
		Do Iv
		Do v
		Do Iv
Librarian, Imperial Library	26.	Report on the Working of the Imperial Library for the period from 1st April 1915 to 31st March 1916.

প্রেস সেটিগ্রাফের আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় একটি প্রেস সেটিগ্রাফ সাহিত্য-পরিষদের ব্যবহারের জন্য উপহার দেওয়ায় তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৩। কার্য্য-সূচীর তৃতীয় বিষয় আলোচনার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, "গত বর্ষের ৮।৯ মাসিক অধিবেশনে যে সকল সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-সেবিগণের সদস্যরূপে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে সদস্য-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য আমিই আজ পুনরায় প্রস্তাব করিতেছি।" তিনি আরও বলিলেন,

"ব্যক্তিগত ভাবে অযোগ্যতা বা অন্য কোন কারণে তাঁহাদিগকে পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া আমি তাঁহাদের নির্ব্বাচনে আপত্তি উত্থাপন করি নাই এবং এখনও আমি সেরূপ ভাবিতেছি না। কোন বিশেষ কারণে, পরিষদের কোন ভাবী অমঙ্গলের বিষয় মনে উদয় হওয়ায় আমি পরিষদের সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য এই আপত্তি উত্থাপন করি। হয় ত আমার আশঙ্কা অমূলক বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, আমি কর্ত্তব্য-বোধেই উহা করিয়াছিলাম এবং পরিষদের নিয়মানুসারে উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি এই উপায় নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ব্যক্তিগত হিসাবে কাহারও প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ছিল না। যদি কেহ আমার আপত্তিতে সেইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং সেই দুঃখ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এবং কার্য্যগতিকে বাধ্য হইয়া, আমি সে দিন যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহাতে যদি কোন অসৌজন্য প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার নিরাকরণের জন্য আমি নিজেই আজ তাঁহাদের নাম সদস্য হিসাবে প্রস্তাব করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত অধিবেশনে এই সকল নাম যাঁহারা প্রস্তাব ও সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার ও স্নেহের পাত্র। এই সকল প্রস্তাবিত সদস্যও বিশেষ সুযোগ্য ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি আশা করি, তাঁহারা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া পরিষদের কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবেন।" অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ১৯ জন সদস্যের নাম ও তালিকা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচন-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্ব অধিবেশনে এই সকল নাম প্রস্তাবের সময় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার কারণ আপনাদিগকে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া এক্ষণে তিনিই এই সকল নাম পুনঃ প্রস্তাব করিতে-ছেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমর্থন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপনাদিগের কোনও আপত্তি না থাকিলে তাঁহাদিগকে সদস্য হিসাবে আমরা নির্ব্বাচন করিতে পারি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর ২৪শ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচনার্থ কয়েক জন নূতন সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর গৃহীত হইল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি এল্ ১৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এল্, এটর্ণী ৩।১ দীনুরক্ষিত লেন।
"	"	শ্রীঅসিতাকুমার গুহ এম্ এ, বি এল্, এটর্ণী ১২।১ ওল্ড পোষ্টাপিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন, ক্লার্ক ৬ চাকুরিয়া রোড, কালীঘাট।
ঐ	ঐ	শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ রায় ২০ যোড়াপুকুর লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ৫৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত ১৯ গ্রে ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন ৫ বি রামকৃষ্ণ বাগচি লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীললিতমোহন মল্লিক ১২।১ চোরবাগান লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীহেমচন্দ্র বড়াল ৯ সাগর ধর লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীচিনিবাস দাস ৮ সাগর ধর লেন।
ঐ	ঐ	শ্রীআশুতোষ সেন কাব্যবিনোদ ২২ কারবাকর ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ ৪১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীযতীন্দ্রলাল সেন ৫৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন ৫৩ গিরিশ মুখার্জী রোড।
ঐ	ঐ	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এল ৩৬।১ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট।
ঐ	ঐ	বি, এম্, চাটার্জী বার-য়্যাট-ল ৩৬।৬।৩ পদ্মপুকুর রোড।
ঐ	ঐ	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত তালজঙ্গা ষ্টেটের ম্যানেজার, পোঃ নীলগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু। সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল্
জজ কোর্টের উকীল, ময়মনসিংহ।

শ্রীরেবতীমোহন বসু
গোয়ালনগর, ঢাকা।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দত্ত এল্ এম্ এস্
৫৫ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার বি এ
৫৯ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সান্যাল
৯০ হাজরা রোড।

শ্রীঅমৃতলাল সেন
১৫ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।

শ্রীঅবনীনাথ সেন গুপ্ত বি এল্
উকীল, ময়মনসিংহ।

কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ সেন
৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট।

শ্রীবটুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
২০ চুনাপুকুর লেন।

শ্রীবিমলাচরণ বটব্যাল
১৫৮।৩ বৈঠকখানা রোড।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
২ কৈপুকুর লেন, শিবপুর।

শ্রীরামচন্দ্র
৪৪ কে, পুলিস হস্পিট্যাল্ রোড।

শ্রীতারিণীচরণ পাল
২৪।১ রামমোহন সাহা লেন।

শ্রীভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৫ উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড।

শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য
৬৫ সিমলা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচী
১৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

শ্রীভূপতিমোহন চট্টোপাধ্যায়
৫৪ এ চুনাপুকুর লেন।

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত
৪৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন
৭৩.২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী
১৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল
৪৯ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

শ্রীঅভয়াচরণ চৌধুরী
৬ নেবুতলা লেন।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
১৫ উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড।

শ্রীআবুল মজফর, জামালুদ্দিন মহম্মদ
১৫।১ রিপণ ষ্ট্রীট।

শ্রীবিজয়গোপাল বসু
৪৮।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট।

শ্রীনিরাপদ সেন
১০এ সরকার লেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৪ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১।২ রসারোড, সাউথ।

শ্রীরজনীকান্ত দাস

প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু। সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১।২ রসারোড, সাউথ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
যাদুঘর, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী
যাদুঘর, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅমিয়লাল সেন
৫১।৪ অখিল মিস্ত্রী লেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১ সদর ষ্ট্রীট।

শ্রীউমাচরণ পাল
২৪।১ রামমোহন সাহা লেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০ ছিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেন।

শ্রীমনোজকুমার ঘোষ
এসিষ্টাণ্ট পুলিশ কমিশনার অফিস,
ডি, এস্, জি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী
কম্পেয়ারিং ক্লার্ক, নর্দান ডিভিসন,
পুলিস কোর্ট, জোড়াবাগান।

শ্রীশশিভূষণ সাহা, জমীদার
১৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

শ্রীবিপিনবিহারী সাহা, জমীদার
১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, এটর্ণী
৮ ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট।

শ্রীহরিদাস সাহা
৮ ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট।

শ্রীতারকচন্দ্র বসু
সাতপুকুর, দমদম।

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন
২৫।১ মোহনবাগান রো।

শ্রীপ্রতাপকুমার সেন
২৫।১ মোহনবাগান রো।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় এম এ
পোঃ ইচাপুর, ঢাকা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন
নাজির, মুন্সেফী কোর্ট, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

শ্রীবিনয়কুমার বসু
বেঞ্চ ক্লার্ক, চীপ প্রেসিডেন্সি
ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।

শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য বি এল
উকীল, যোড়াবাগান কোর্ট।

শ্রীগুরুদাস সিংহ
১৭ রাজেন্দ্র মল্লিকের লেন।

শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭ ভুবন ব্যানার্জির লেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮।৯ চোরবাগান ২য় লেন।

শ্রীসুরদেব গঙ্গোপাধ্যায়
৩৬।১এ সরকার লেন।

শ্রীসোমদেব গঙ্গোপাধ্যায়
৩৬।১এ সরকার লেন।

শ্রীপ্রমথনাথ প্রামাণিক
৮২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।

শ্রীসুবোধচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র বিএ
মিনার্ভা থিয়েটার।

শ্রীনরেন্দ্রমোহন ঘোষ
৭১।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল ১৪ গোপাল বসুর লেন।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু, এল্ এল্ বি উকীল, জাঁজগির পোঃ, বিলাসপুর, সি পি।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীহরিদাস মিত্র এম্ এ রাজঘাট, যশোহর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা ১৪৮ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীনীরদবরণ সিংহ C/o শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, ২৬ পদ্মপুকুর রোড।
"	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ ডাক ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এল্ এম্ এস্ ১০ বি মাণিকতলা মেন রোড।
শ্রীদুর্গাদাস রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীঅভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচনপাড়া, মীর্জ্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকীল রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীগোপীমোহন মুখোপাধ্যায়, উকীল ঐ　ঐ　ঐ।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নায়েব রাজানগর, মির্জ্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীননীগোপাল রায়	"	শ্রীমৃত্যুলাল দাস ২৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক কুঞ্জলাল বসাক উকীল বাবুর বাটী। নওগাঁ, রাজসাহী।
শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	„	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	„	শ্রীঅমিয়চাঁদ পাল, হাইকোর্টের উকীল ১৬ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীগিরিজাকান্ত বসু বর্ম্মা ৪৫ নাজিরাবাদ, লক্ষ্ণৌ।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্ এ অধ্যাপক এম্ সি কলেজ, শ্রীহট্ট।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমুরারিমোহন ভট্টাচার্য্য ৯ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ট্রানস্লেটার্স আফিস, রাইটার্স বিল্ডিং।
„	„	শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দত্ত, বি এল্ উকীল, ছোট আদালত।
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	„	ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এল সি পি এস গাজিয়াবাদ, ই, আই, আর।
শ্রীমৃত্যুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	„	শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল যাদবলাল উচ্চ ইং স্কুলের শিক্ষক, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাত্র হেডমাষ্টার, মধ্য ইং বিদ্যালয়, খিজরী, মেদিনীপুর।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	„	শ্রীমুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় জমীদার, খালিয়া, ফরিদপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীপ্যারীমোহন দেব বি এস্ সি সি, ই, কলেজ, শিবপুর।
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম এ অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটী কলেজ।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল সলিসিটার, হাইকোর্ট।
"	"	শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত, এম এ ২৮ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলী।
"	"	শ্রীনীতীশচন্দ্র ঘোষ, বার্-এ্যাট-ল ভবানীপুর।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এস্ সি সলিসিটর, ১৬ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

৪। নিয়ম-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান নিয়মাবলীর ১৩(খ) সংখ্যক নিয়মটি এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হউক ;—"ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহারই পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন স্থিরীকৃত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন না।" এবং তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থাপিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় নানা কথা উত্থাপন করিয়া এই নিয়ম-পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন যে, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আছে। সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, এই নিয়ম-পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অনেক বিবেচনা করিয়াই আনয়ন করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবের সপক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে আজিকার এই দুর্য্যোগে উপস্থিত সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত অল্প দেখিতেছি এবং ইহাও বুঝিতেছি যে, অনেকের ইচ্ছা যে, আজ এই প্রস্তাবটির আলোচনা স্থগিত হউক। ডাঃ গফুর সাহেব এই ভাবে স্থগিত রাখিবার সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। এই সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় প্রস্তাবটির আলোচনা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রহিল।

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "ভদ্রার্জ্জুন" নামক ৺তারাচাঁদ সিকদার-প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "সসং" ও "শক ও সংবৎ" নামক প্রবন্ধদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল এবং

প্রবন্ধোক্ত তথ্যগুলি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের আপত্তি আছে, তাহা তিনি সভাস্থলে জ্ঞাপন করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের অনুপস্থিতি বিধায় সেই সকল আপত্তি আলোচিত হইল না। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ জানাইলেন।

৬। শোক-প্রকাশ।—৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্, ৺বিপিনবিহারী রক্ষিত, রায় গৌরীশঙ্কর রায়বাহাদুর, তীর্থবাসী সিংহ, রায় মহীন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে সভা বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিলেন। ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি অনেক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তাঁহাকে আমরা ঠিকভাবে চিনিতে পারি নাই এবং তাঁহাকে উপযুক্তভাবে আদর করি নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও তাঁহার জন্য আমরা বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছি। তিনি পরিষদের নদীয়া শাখার সভাপতি থাকিয়া, শাখা ও মূল-সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে, আমাদের চিঠি ছাপা হইয়া যাইবার পর ডাঃ মল্লিক পরলোকগমন করিয়াছেন। এই জন্য কার্য্যতালিকায় তাঁহার নাম নাই। তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করা হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকালে বলেন যে, ডাক্তার মল্লিক সকল বিষয়েই বড় উপযুক্ত লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয় আগামী মাসিক অধিবেশনে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করেন। কারণ, অদ্যকার কার্য্যসূচীতে এই বিষয়ের উল্লেখ নাই এবং আগামী অধিবেশনে ৺ডাঃ মল্লিক মহাশয়ের কথা থাকিলে হয় ত অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যোগদান করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা ও তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ডাক্তার মল্লিকের নানাবিষয়িণী প্রাজ্ঞতার ও নানাবিষয়িণী পরীক্ষায় সাফল্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অধ্যয়ন-প্রেম অনুকরণযোগ্য— এমন বহু দিক্‌প্রসারিণী প্রতিভা ও মনীষা প্রায় দেখা যায় না।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আগামী মাসিক অধিবেশনের প্রথমেই এই শোক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার ইন্দুমাধবের আন্তরিক চেষ্টা ছিল, এ সম্বন্ধে তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হওয়া দরকার। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মেডিক্যাল ক্লাব স্থাপিত হয়। আমি ও তিনি—উভয়ে, অন্য কয়েক জন চিকিৎসক বন্ধুর সহিত এই ক্লাব স্থাপনে যত্নবান্ ছিলাম এবং অনেক স্থলে আমরা একত্রে কার্য্য করিয়াছি। ছাত্রমণ্ডলীর স্বাস্থ্যোন্নতি জন্য ইন্দুমাধব বাবু যে বিশেষভাবে আলোচনা ও পরিশ্রম করিয়াছেন,

তাহা লর্ড হার্ডিং তাঁহার কাউন্সিলের বক্তৃতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একজন শিক্ষিত কর্ম্মীকে হারাইয়া আমরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি Hindu Marriage League এর সেক্রেটারী ছিলেন এবং বিবাহ-সংস্কার-কল্পে কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। তাঁহার সাহিত্যসেবা ও বিবাহসংস্কার ও পণ-প্রথা নিবারণ এবং ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

২৪শ বার্ষিক—দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩১শে আষাঢ়, ১৭ই জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ্ সি এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্
„ হরিদাস বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
„ অমৃতলাল দত্ত

শ্রীযুক্ত ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস
„ করুণাচন্দ্র মজুমদার
„ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
„ সূর্য্যকুমার ঘোষাল
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র
„ রামকমল সিংহ
„ গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী }
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ } সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় প্রদত্ত দনুজমর্দ্দন দেবের রৌপ্য মুদ্রা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুরের "বাঙ্গালা শব্দকোষ সমা-

লোচনার উত্তর" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "আর্য্যভট্ট" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি, (খ) প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, (গ) নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্, (ঘ) শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ও (ঙ) অসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহোদয়ের প্রস্তাবে, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বিগত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় যে সকল সদস্যের নির্ব্বাচনে পূর্ব্বে একবার আপত্তি করিয়া পরে গত অধিবেশনে তাঁহাদের নির্ব্বাচন স্বয়ং প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন? এই প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ঐ সকল সদস্যের নাম প্রস্তাবকালে যদি কোন কারণ দেখাইয়া থাকেন বা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি-সংবলিত একখানি অনুরোধ-পত্র সম্পাদক মহাশয় প্রত্যেকের নিকট পাঠান। সেই পত্রে সম্পাদক মহাশয়ও উক্ত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সদস্যপদ গ্রহণের জন্য তাঁহাদিগকে সবিনয় অনুরোধ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মন্মথ বাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন কি না ও সেই উপলক্ষে কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন কি না, অনেক প্রস্তাবিত সদস্য তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের উক্তি, প্রত্যেক অনুরোধ-পত্রেই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—আমি ইতঃপূর্ব্বে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যে সকল সদস্যগণের নির্ব্বাচন প্রস্তাবে আপত্তি হয়, সেই সেই আপত্তির জন্য কেহ কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখা যাইতেছে, উহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় গত অধিবেশনে তাঁহার আপত্তির কারণ দেখাইয়াছেন এবং উহা যে প্রস্তাবিত সদস্য-গণের প্রতি কোনরূপ ব্যক্তিগত অশ্রদ্ধাসূচক নহে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া এ সম্বন্ধে দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় পুস্তক উপহার-দাতৃগণের নাম ও পুস্তকের নাম পাঠ করেন। তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী	১। আমাদের সমাজ
" পূর্ণচন্দ্র রায়	২। স্বাস্থ্য ও শক্তি
" মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩। মাতৃমন্দির
	৪। মেয়ে বোম্বেটে
	৫। প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা
	৬। সীতার বনবাস
	৭। প্রতিশোধ
	৮। আর্য্যকীর্ত্তি

উপহারদাতা—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১। তবলিগুল্ ইস্লাম
২। মফিদল হোজ্জাজ
৩। জান্ রওশন
৪। বেদারল গাফেলিন
৫। লাল-বানু শাহাজামাল
৬। মিফ্তাহল জান্নাত
৭। বাহার দানেশ
৮। জুপিনামা
৯। হাদিস দিল্ রওশন
১০। যামিনী জান্
১১। ইউসুফ জেলেখা
১২। নসিহাতে ফরিমী
১৩। বাগ্ বাহার
১৪। সিরাতল মোমিনিন্
১৫। হায়রাতুল ফেকা
১৬। শের আলী
১৭। লশী-মুক্তা
১৮। ফজিলাতে হজ্
১৯। মুফিদল আকেলিন
২০। দারা সেকান্দরনামা
২১। সখী সোনা
২২। তারিখে জিন্নত
২৩। দরবেশনামা
২৪। মিন্হাজল ইস্লাম
২৫। আখ্বারস্সালাত
২৬। বিধবা-বিচ্ছেদ
২৭। সত্যপীর
২৮। নেক বিবি
২৯। পীর গোরাচাঁদ, (প্রথম)
৩০। শাহজালাল ও জামিলাখাতুন
৩১। দিল দিওয়ানা
৩২। ভানুমতীর লড়াই
৩৩। তারিখে আবুহানিফা
৩৪। কাঞ্চনমালা
৩৫। রাজকন্যা মধুমালা
৩৬। আখ্বারল ওজুদ
৩৭। নূরল ঈমান
৩৮। গঞ্জে মারেফৎ

৩৯। জঙ্গেরুম ও ইউনান্
৪০। হেদায়েতুল ইস্লাম
৪১। হারজানামা
৪২। হুজ্জতুল ইস্লাম
৪৩। তালেনামা
৪৪। নসিহাতুল মখলুকাত
৪৫। নাসিরুল ইস্লাম
৪৬। বড় খাব্নামা
৪৭। মুন্সী কাসের
৪৮। ফাতেমার জহুরানামা
৪৯। কাসেদ্নামা
৫০। জৈগুণ বিবি
৫১। সোল্তান বলখী
৫২। রাতকানা জামাই
৫৩। হুদ্দমজার শ্বশুরবাড়ী
৫৪। বে-নজীর বদ্রে মুনির
৫৫। নব-চিকিৎসাবোধ
৫৬। আহকামুল জবেহ
৫৭। বড় খাবনামা
৫৮। মফিদুল ইস্লাম
৫৯। গোল্জারে মোমেনিন্
৬০। মন্সুর হাল্লাজ
৬১। ইব্লিস্নামা
৬২। হাজার মস্লা
৬৩। নাজাতুল আরওয়াহ
৬৪। ফজিলাতে বারচাঁদ
৬৫। খায়রে দোজাহান
৬৬। গেন্দে-গোল-হর্রোজ্
৬৭। মোনাই যাত্রা
৬৮। মৌলুদ শরীফ গোলজারে বাহারিয়া
৬৯। আহকামে শরীয়াত
৭০। চৌদ্দ উজীর
৭১। সমির জালাল
৭২। দিল্বাহার গুলেস্তান
৭৩। জঙ্গে নওশাদ
৭৪। নসিহাতে আহলেকলী
৭৫। ফকিরবিলাস্
৭৬। বদিওজ্জমার লড়াই
৭৭। খয়বরের জঙ্গনামা
৭৮। শহীদে কারবালা
৭৯। তৃষ্ণাবতী বিরাগুক্ত
৮০। মণিকল হোদা
৮১। জঙ্গে হায়দার
৮২। প্রেমতরঙ্গ
৮৩। শিরী ফরহাদ
৮৪। গোল্-আন্দাম
৮৫। শাহকামাল সূর্য্যতানু
৮৬। সম্সমল মওয়াহেদিন
৮৭। আজায়েব সোলেমানী (১ম ভাগ)
৮৮। আজায়েব সোলেমানী (২য় ভাগ)
৮৯। হেদায়েতুস্ সালেমীন
৯০। ফতাওয়া আখেরেজ্জোহর
৯১। দিওয়ান গুল্শানে হেদায়েৎ
৯২। পীর গোরাচাঁদ (দ্বিতীয়)
৯৩। লালমতি সয়ফল মুলুক
৯৪। এস্ক জহর
৯৫। দেলখোষ-গুল্জার
৯৬। হেদায়েতুস্ সালেহীন্
৯৭। তরিকায় মোস্তফা
৯৮। গোল্না সাপুওয়ার
৯৯। জেবল মুলুক ও সামারোক
১০০। জমিম গোলাম
১০১। সয়ফল মুলুক
১০২। পদ্মাবতী

১০৩। দাকায়েকল হেকায়েক
১০৪। ফেসানায়ে আজায়েব
১০৫। মালুফা-জোহরা বিবি
১০৬। ষাঁড়ের মকর নামা
১০৭। ছুষ্টমতি নারী
১০৮। গোলে বকাওলী
১০৯। বিবি জোবেদা খাতুন
১১০। বড় দোওয়া গাঞ্জাল আরশ
১১১। সয়ফল মুলুক (নকল)
১১২। হাসেল মকসুদ
১১৩। চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলাত
১১৪। চোর চক্রবর্ত্তী
১১৫। কালুগাজী চম্পাবতী
১১৬। শেখ ফরিদ
১১৭। সূর্য্য উজাল বিবি
১১৮। গোল্-বা-বাহরাম
১১৯। সামৃতভান্ বিবি
১২০। পবন কুমারী
১২১। সোণাভান্ বিবি
১২২। বার বাসের পুথি
১২৩। গোলশানে মোহাব্বাত
১২৪। গোরকী নামা
১২৫। নওখরিদ পাহালওয়ান্
১২৬। অভয় চুর্ম্ভ
১২৭। আস্মান সিং
১২৮। শাশুড়ী জামাইয়ের ঝগড়া
১২৯। মনোরায় জাহানারা
১৩০। মধুমালা
১৩১। সোলতান জমজমা
১৩২। নুরলবসর
১৩৩। গোল্জারে আতশ.
১৩৪। শ্যামসুন্দর পরিমালা
১৩৫। মল্লিকা আকার
১৩৬। গোল্জারি বিবি
১৩৭। জামাই শশুরের ঝগড়া
১৩৮। শীত-বসন্ত
১৩৯। লজ্জাবতীর পুথি
১৪০। কেস্সা দেল পসন্দ
১৪১। ছিলছত্র রাজার জঙ্গ
১৪২। দেলারাম
১৪৩। ইমাম যাত্রা
১৪৪। ওম্বর উম্মিয়ার নকল
১৪৫। আলাওদ্দিন
১৪৬। কটুর মিঞা
১৪৭। সপ্তপয়কর
১৪৮। সহীদে কারবালা
১৪৯। লায়লী মজনু
১৫০। পীর ফরিদ
১৫১। কালুগাজী ও চম্পাবতী
১৫২। কলির নসিহত
১৫৩। ইস্লাম রবি
১৫৪। জৈগুণ বিবি
১৫৫। মেরাতুল কুলুব
১৫৬। তোহফাতল মোমাবেদিন
১৫৭। কল্মা মোনাজাত
১৫৮। আরবা আরবাইন্ হাদিস
১৫৯। ইমাম চুরি
১৬০। দিদার ইলাহী
১৬১। আস্রামস্ সালাত
১৬২। আম্বিয়ারবাণী
১৬৩। বত্রিশধার লালকুমার
১৬৪। জহরা বিবির কেস্সা
১৬৫। কেসানায় বেদারবাখ্ত
১৬৬। রঙ্গ বাহার

১৬৭। সেরাজুল ইস্‌লাম
১৬৮। শাহ-আলম নূরজাহান
১৬৯। হেদায়েতুল মোত্তাক্বেবীন
১৭০। ঝগড়া নামা
১৭১। নূরনামা ও হুলিয়ানামা
১৭২। একশতত্রিশ করজ
১৭৩। ওজুদনামা
১৭৪। রঙ্গীণ বাহার
১৭৫। দেলরোবা-চার-চমন
১৭৬। নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা
১৭৭। সুরত জামাল
১৭৮। জাদল ওকবা
১৭৯। জেজরাগ ফাসেকীন্‌
১৮০। তরিকায়ে মোত্তাকী
১৮১। ফত্‌ওয়া আখেরে জোহর
১৮২। তকবিয়েতুল ঈমান
১৮৩। মেসালায়ে তারাবীহ
১৮৪। হেদায়েতুল মোত্তাকীন্‌
১৮৫। মসায়েলে জকরিয়া (১ম খণ্ড)
১৮৬। ঐ (২য় খণ্ড)
১৮৭। চমন বাহার
১৮৮। শাহ কলন্দর নামা
১৮৯। জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী
১৯০। একদিল্‌ শাহ
১৯১। গুলশানে আজায়েব
১৯২। চাহার দরবেশ
১৯৩। মল্লিকার হাজার সওয়াল
১৯৪। গুল্‌শানে রম্‌
১৯৫। গুলে আব্‌বান্‌
১৯৬। শাহ এম্‌রান চন্দ্রবাম্‌
১৯৭। বড় তুক্তিনামা
১৯৮। বার মাসের পুথি
১৯৯। চন্দ্রাবলী
২০০। খানে নিয়ামত
২০১। কওলিল আরেফীন্‌
২০২। সুরতলাল বিবি
২০৩। জঙ্গে জামাল
২০৪। গোল্‌ সনুবর
২০৫। শ্যাম-নূরিমান
২০৬। নিজাম পাগ্‌লা
২০৭। বেদায়েল গাফেলীন
২০৮। সতী ময়না
২০৯। দিল্‌ফেরের পিয়ার জাহান
২১০। কলির চরিত্র কবিতা
২১১। বড় মউত নামা
২১২। মৌলুদ শরীফ বাহারিয়া
২১৩। নব চিকিৎসাবোধ
২১৪। জঙ্গে সোহরাব
২১৫। সতীবিবির কেস্‌সা
২১৬। সোলেমানী তালেনামা
২১৭। নূরবক্ত নওবাহার
২১৮। গুলশানে নওবাহার
২১৯। হুরনূর বিবির কেস্‌সা
২২০। শ্যাম সোহাগীর কেস্‌সা
২২১। রসন্‌নিসা কন্যা
২২২। চাঁদরাশী সাহেত নামা
২২৩। শাশুড়ী বোয়ের ঝগড়া
২২৪। নারী-পুরুষের মজলসের ঝগড়া
২২৫। মালতীকুসুমমালা
২২৬। দিনকানা খশুরের কেস্‌সা
২২৭। মালঞ্চ কন্যার কেস্‌সা
২২৮। ছেলুওয়া সুন্দরী
২২৯। জঙ্গে বল্‌কাম্‌
২৩০। গোলে হরমুজ

২৩১। আস্‌রারস্‌ সালাত (আসল)
২৩২। কেয়ামতনামা
২৩৩। নিয়েতনামা
২৩৪। হেদায়েতুন্‌নিসা
২৩৫। বাহরুল হেজাবী
২৩৬। বড়তুতি নামার কেস্‌সা
২৩৭। মফিদল খালায়েক
২৩৮। বে-নমাজী নারী
২৩৯। ফজিলাতে হজ্জ
২৪০। ফজায়েলে হরমায়েন
২৪১। দলিলুল আহকাম
২৪২। মকসুদল মোহসিনিন্‌
২৪৩। এলাজে বাঙ্গালা (১ম ভাগ)
২৪৪। এলাজে বাঙ্গালা (২য় ভাগ)
২৪৫। এলাজে বাঙ্গালা (৩য় ভাগ)
২৪৬। মুসলমানী বাঙ্গালা বর্ণবোধ
২৪৭। জ্ঞানবৃক্ষ দ্বিতীয় শাখা
২৪৮। তারিখে রসুল
২৪৯। নাস্‌রোল-মোজতাহেদিন (১ম খণ্ড)
২৫০। দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা
২৫১। কেয়াসোল্‌ মোজতাহেদিন্‌
২৫২। ব-কারবালা মাতম হোসেন
২৫৩। গঞ্জের দরিয়া
২৫৪। বোন্‌বিবির জহুরানামা (আসল)
২৫৫। শাহ ঠাকুরবরের কেস্‌সা
২৫৬। ফয়সলে আহকাম (নকল)
২৫৭। মেফতাহল ইস্‌লাম
২৫৮। হাতেম তাই
২৫৯। শাহ ঠাকুরবরের কেস্‌সা
২৬০। নক্‌শে সোলেমানী (১ম ভাগ)
২৬১। ফতুহল মেসের
২৬২। ফতুহল আজম
২৬৩। ফতুহল এরাক
২৬৪। ফতুহশাম
২৬৫। দাস্তান আমীর হামজা
২৬৬। কাসাসোল আম্বিয়া
২৬৭। শাহনামা

ফার্সী-উর্দ্দু গ্রন্থ

১। মৌলুদ আহ্‌য়ালকুলুব
২। হাসিন্‌ রাধিকা
৩। হেদায়েতুল ইস্‌লাম
৪। গঞ্জে হস্‌ন্‌
৫। হাফিস্‌ বিবি
৬। শোখেদিন্‌
৭। জহ্‌রী সাঁপ্‌
৮। মজাহারুল কাওয়ায়েদ
৯। নেজামুল মোশায়েখ্‌
১০। সোল্‌তান ও নাজুক আদা
১১। মোসাফেরে দারেজী
১২। নওমেহালে চমন
১৩। হায়াত-জেব্‌উন্‌নিসা
১৪। পাঞ্জলিয়াৎ-সায়াদাৎ-আরা
১৫। মুন্তেখাবুল হেকায়েৎ
১৬। মেফতাহল-জান্নাত
১৭। আম্‌ সেপারা (আরবী)
১৮। আলেফবায় ফারসী
১৯। কোরাণ (প্রথম সিপারা)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Asst. Secy to the Govt of India	1. Copy of Each of the Annual Reports of the Health Officers of the Ports of Calcutta.
Officer in charge, Bengal Sectt. Book Depot	2. Annual Returns of the Lanutio Asylum in Bengal with Brief Notes for the year. 1915.
Supdt. Govt. Printing, India	3. Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, March, 1917.
	4. Archaeological Survey of India, Annual Report for 1913-15.
Manager, Govt. Central Press, Bombay,	5. Archæological Survey of India, Vol. XXXMII. Imperial Series, 1916.
Officer in-charge Bengal Sectt. Book Depot.	6. Annual Report of the Royal Botanic Gardens and of the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling for 1916 17.
	7. Triennial Report on the Administration Department in Bengal for the three years ending 1916.
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	8. The Fatal Garland,
Chief Inspector of Explosives	9. Eighteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st. March 1917.
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র	10. On Some Superstition regarding Drowning and Drowned Persons.
	11. On Some Beliefs in a Being or Animal which is supposed to guard Hidden Treasures.
	12. North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.
	13. Third Instalment of Indian Folk-lore Beliefs about the Tiger.
	14. Note of Curious Tradition Current in the Hatwa Raj.
	15. On a Case of Aghore-Panthism from the Saran District, Behar.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র	16. On the Harparowari or the Behari-Womens' Ceremony for Producing Rain.
	17. On a Rain Ceremony from the district of Murshidabad, Bengal.
	18. On the Lizard in the Indian Superstition and Folk-medicine.
	19. Coincidences between some Bengali Nursery Story and South Indian Folk tales.
	20. Bengali and Behari Fock-lore about the Birds. Part I.
	21. Do Do Part II.
	22. Riddles Current in Behar.
	23. An Accumulation Droll and Rhyme from Behar with Remarks on Accumulation Droll.
	24. On North Indian Folk-tales of the "Rhea-Sylvia" and Juniper Tree Type.
	25. On Some Indian Ceremonies for Disease-transference.
	26. On Secrecy and Silence in North Indian Agricultural Ceremonies.
	27. Riddles current in the district of Sylhet in Eastern Bengal.
	28. The New Reptile-house in the Calcutta Zoological Gardens.
	29. The Broadly Sculptures in Indian Museum.
	30. Original Scientific Research in Bengal.
	31. Notes from the Zoological Gardens.
	32. On the Behari Custom of placing Explanation on the Cross-ways.
	33. An Ancient Drama of the 10th century. A. D.
	34. Beheri Life in Behari Nursery.
	35. On the Ceremonies performed by the Kabirpanthi Mahunts of the Saran District, on thier Initiation

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র	as chelas and on thier Succession to the Mahnutship.
	36. Further Notes on the Chowk Chanda and the Panchami Vrata.
	37. On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.
	38. Notes on Clay-eating as a Racial Characteristic.
	39. Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part I. & II. and the Oriental Custom of Life-Giving Chwrity.
Officer in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	40. Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1916.
Chief Commissioner, Central Province.	41. Descriptive Lists of Insciptions in C. P. and Behar.

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর উঁহারা পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস ১০২ বেলগেছিয়া রোড।
মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী	„	শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী এম্‌এ, বি এল্ বরাহনগর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাশ গোপালচন্দ্র দাশ এণ্ড কোং, ১৪।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীদুর্গাচরণ ধর খিড়কীগলি, চুঁচুড়া।
„	„	শ্রীঅমরনাথ বসু বৈদ্যবাটী।
	„	শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় চাটুয্যেপাড়া, বৈদ্যবাটী।
শ্রীসুশীলকুমার দে	„	শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১০৭।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ ৮।১।১ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সদরপুর, আমলা-সদরপুর পোঃ, নদীয়া।
	"	শ্রীবসন্তকুমার বিশ্বাস সদরপুর, আমলা-সদরপুর পোঃ, নদীয়া।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত ৬ হাজি জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ, ৭।১।১ পটুয়াটোলা লেন।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	"	শ্রীনলিনচন্দ্র মিশ্র বি এ ১২।৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীশরৎচন্দ্র পাল, ২ বৃন্দাবন পাল লেন।
শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩ তারক চাটুর্য্যের গলি।
শ্রীরাজেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ৮ হোগলকুড়িয়া গলি।
"	"	শ্রীরমাপতি ত্রিবেদী জেমো, ফকির চক, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীভোলানাথ ধর বি এল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীযুগলগোপাল সিংহ বি এল, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীভূতেশচন্দ্র ত্রিবেদী কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীগোপীকান্ত ত্রিবেদী বহড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীবিনয়কুমার সান্যাল বি এ, জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	ডাঃ শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন গুপ্ত জেমো, বিশ্বাসপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় বি এল, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঘডাঙ্গা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো রাজবাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীগোবিন্দসুন্দর সিংহ চৌধুরী জমিদার, রসোড়া, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীরঘুনাথ কবিরাজ বি এ, হেডমাষ্টার, ছাপরা একাডেমী, ছাপরা।
ঐ	ঐ	শ্রীগোপীমোহন সিংহ বি এ, শিক্ষক, কান্দী স্কুল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ জমীদার, জয়জান, মুরশিদাবাদ।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস, টেঞা, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীরামশরণ দত্ত বৈদ্যপুর, টেঞা, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম্ এ, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীনীলরতন অধিকারী এল্ এম্ এস্ কামারহাটী, ২৪ পরগণা।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ এল এম্ এস্ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ বিশ্বাস বিশ্বাসপাড়া, জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্‌সিওরেন্স কোং, লিমিটেড। ১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্ এ, অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার।
ঐ	ঐ	শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ জয়জান, মুরশিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীগোপিকামোহন ঘোষ কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	ডাঃ শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায় কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এল্ গোরাবাজার, বহরমপুর।
ঐ	ঐ	শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বুলবুলচণ্ডী, মালদহ।
ঐ	ঐ	শ্রীনীলকমল ত্রিবেদী জেমো, নূতনবাটী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, ঝিনাইদহ, যশোর।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ঐ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ব্যার-এট-ল ৬৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীসুনীতিকুমার পাল	আবদুল গফুর সিদ্দিকী	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল্ এম্ এস্ রাণাঘাট, নদীয়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ঐ	মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই হাওড়া।
ঐ	ঐ	শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এ ১০ থিয়েটার রোড।
ঐ	ঐ	শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, ভবানীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅমরনাথ খাঁ ৯৩।১ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু	শ্রী[illegible] বসু, ব্যারিষ্টার ১ হুকিমান্ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীহরিহর শেঠ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে বি-এল্ বারাসত, চন্দননগর।
"	"	শ্রীতিনকড়িনাথ বসু বি এল্ "রতন-লজ", খলশিনী, চন্দননগর।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সুর বি এল্ বাগবাজার, চন্দননগর।
"	"	শ্রীধনকৃষ্ণ পাল সুরের পুকুর, চন্দননগর।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা"র "পাঠ" সকলের সম্মুখে পাঠ করেন এবং বলেন যে, "এই মুদ্রার বিশেষ বিবরণ ১৩২৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। কৌতূহল হইলে আপনারা তাহা পাঠ করিতে পারেন। দনুজমর্দ্দন ও দনৌজ মাধব পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন একই ব্যক্তি। কিন্তু পর পর এইরূপ দুইটি একটি করিয়া মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায় বেশ স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন—পৃথক্ দুই জন। দনুজমর্দ্দনদেব রাজা গণেশের প্রায় সমসাময়িক লোক, বাঙ্গালার কোন এক অংশে রাজত্ব করিতেন। আনুমানিক অব্দ ১৩৪০ শকাব্দা, রাখাল বাবুর (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ) প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ইহার সবিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।" তার পর মুদ্রা-প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয়ও মুদ্রা-প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"অদ্যকার কার্য্য-তালিকায় আরও দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ আষাঢ় মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তাহা আর পাঠের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়-লিখিত "আর্য্য-ভট্ট" নামক প্রবন্ধ পঠিত হউক। প্রবন্ধলেখক কোন কারণবশতঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর পাঠের ভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব হেমবাবু প্রবন্ধ পাঠ করুন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয় কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারায় সমালোচিত হওয়াই উচিত। জানি না, এখানে কেহ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ আছেন কি না। যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কেও প্রবন্ধটির সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—"আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নহি, তবে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে যথাসাধ্য আমি দুই চারিটি কথা বলিব মাত্র। আর্য্য-ভট্ট, ভারতীয় জ্যোতিষের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ আর্য্য ভট্ট সম্বন্ধে

অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহার উপর আর কেহ কিছু বলিতে পারিবেন কি না, জানি না। তবে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আর্য্য ভট্ট সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষৎ কেবলই প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করেন, এইরূপ খ্যাতি বা অখ্যাতি উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়ের এ প্রবন্ধ অনেকেরই প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য জ্যোতির্বিদগের ন্যায় আর্য্যভট্টের কোন বৃহৎ গ্রন্থাদি পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু এরূপভাবে ১২৩টি মাত্র শ্লোকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বলা, বোধ হয় ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবপর নয়। তাঁহার গ্রন্থে যাহাই থাকুক, জগতের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর গতি আছে। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার, আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। আর্য্যভট্ট যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কোপার্ণিকাসের হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই তথ্যের আবিষ্কারের গৌরবে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। তবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর একবার ঘুরিতে এক বৎসর লাগে, এ কথা আর্য্যভট্ট স্পষ্ট স্থির করিয়াছিলেন কি না, তাহা লইয়া প্রবন্ধ-লেখক আলোচনা করিয়াছেন। সে আলোচনা আমি ঠিক অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার রচিত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য বুঝা কষ্টসাধ্য। শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, বরাহমিহিরই সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কি প্রমাণ দিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত আর্য্যভট্টেরও পূর্ব্বে রচিত বলিয়াই গৃহীত হয়—ইহাই ত জানি। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মত সূর্য্যপ্রোক্ত বলিয়া খ্যাত, কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রচারকর্তা, তাহা স্থির হইয়াছে কি? আর্য্যভট্টের মত পরবর্ত্তী জ্যোতির্বিদগণ, এমন কি, জ্যোতিষীদের চূড়ামণি ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই—ইহা দুর্ভাগ্য। যাহা হউক, আমরা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সমর্থন করিতেছি। প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের দ্বারায় আমরা অনেক বিষয় জানিবার অবকাশ পাইয়াছি। এ সকল প্রবন্ধে আর কিছু হউক না হউক, আমাদের হৃদয়ে ভারতের প্রাচীন গৌরব ফুটিয়া উঠে। চতুর্থ শতাব্দীর সমকালে যে তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার হাজার বৎসর পরে (১৬শ শতাব্দীতে) ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা আবিষ্কার করেন। বিশেষতঃ ইহা আমাদের বড় গৌরবের বিষয় যে, আমাদের ভারতবর্ষ সকল বিষয়েই উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। নূতন মত আবিষ্কারকগণকে অন্যান্য দেশে যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার কিছুই হয় নাই। ইউরোপে পৃথিবীর গতি আবিষ্কারের জন্য কত জনকে কত কঠোর নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

তার পর সভাপতি মহাশয় পরলোকগত অন্যান্য সভ্যগণের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয়ের বহু সদ্গুণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"আমি সে দিনেও

বলিয়াছি, আজিও বলিতেছি যে, ইন্দুমাধব ছাত্রগণের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের পীড়ার সময় দর্শনী লইতেন না, ঔষধের খরচ দিতেন, অধিকন্তু পথ্য পর্য্যন্ত দিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি কেবলমাত্র ডাক্তারই ছিলেন না, তিনি বহু বিষয়ে এম্ এ ছিলেন এবং এম্ ডি ও বি এল্ ছিলেন। তার উপর তিনি পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ভ্রমণের পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের সমাজ সম্বন্ধে, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা নিবারণের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ম্যারেজ-রিফরম-লীগের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইক্‌মিক কুকার আবিষ্কার করিয়া তিনি স্বদেশের, পরিবারের, বিশেষতঃ অবলাদের যথেষ্ট বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার রচিত সেই পুস্তকগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে বহু উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

সভাপতি মহাশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে জানাইলেন যে, গত কল্য অপরাহ্ণ ৫।০ টায় সমস্ত বঙ্গদেশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে—ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি আই ই মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বহু গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি ৮১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি তখনও বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অনেক সৎকর্ম্মে সহায়তা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অতীব দুঃখিত হইয়াছি। আগামী অধিবেশনে প্রতুলবাবুর জন্য বিশেষভাবে শোক প্রকাশ কর্ত্তব্য হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বর্গগত পুলিশ ইনস্পেক্টর ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—তিনিই প্রথম ডিটেক্‌টীভ উপন্যাস-লেখক। তিনি ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কার্য্য করিয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জন পূর্ব্বক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ, কর্ম্মদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং অতি সদাশয়, পরোপকারী লোক ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলাম।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—আমি ইন্দুমাধবের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। ইন্দুমাধবের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ আমার দ্বারায় স্থাপিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমি রিপণ কলেজে আসি। সেই সময় তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। সেই বার ইন্দুমাধব দর্শনশাস্ত্রে এম্ এ পাশ করিয়াছেন। তার পর পদার্থবিদ্যায় এম্ এ দিবেন, কিন্তু এম্ এ পরীক্ষার আর তিন মাস মাত্র বাকী, অথচ ফিজিক্স সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ কিছুই জ্ঞান ছিল না। তখন তাঁহার ভবানীপুরে বাসা; প্রাতে ভবানীপুর হইতে রওনা হইয়া মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া প্রাতঃকালের কার্য্য করিতেন। পরে আইন-ক্লাশে হাজির হইতেন, তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজ ল্যাবরেটারীতে ফিজিক্স শিক্ষা করিতেন, তথা হইতে আসিয়া অপরাহ্ণে আমার নিকট অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি সেই তিন মাস মাত্র অধ্যয়ন করিয়া সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আমি তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলিতাম, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটা গঙ্গার এ পারে হইলে সেটাও বাদ যাইত না। দর্শন-শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় এম্ এ হইয়া পরে

তিনি কেমিষ্ট্রী, ফিজিওলজী এবং বটানি, এই তিন বিষয়েও এম্ এ হন। পরে বি এস্ হইয়া ডাক্তারিতে এম্ ডি হন। বিলাতে যাইয়া "হাইজিন" ও "ব্যাক্‌টিরিওলজি" আলোচনা করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাক্‌টিরিওলজিষ্ট ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। আমার সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি ভাল করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে পারিতেন না; কিন্তু ৫।৬ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর বই লিখিয়াছিলেন, ইহা কম কৃতিত্বের কাজ নয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, এইরূপ আমার আশঙ্কা ছিল। তিনি অপরকে স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশ দিতেন, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। এ দোষে আমরা সকলেই দোষী। তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে; তাঁহার স্থান পূরণ হইবে কি না, জানি না।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—ইন্দুমাধব বাবুর "চীন-ভ্রমণ" বা "জাপান-ভ্রমণ"ই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার শেষ নয়। তাঁহার বাঙ্গালা হাতের লেখা ভাল ছিল না বলিয়া আমি তাঁহার বাঙ্গালা লেখা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিতাম। আমি তাঁহার "অপচয়" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। সেই সময় হইতে তাঁহার "ইক্‌মিক কুকারের" সৃষ্টি। ইক্‌মিককুকার প্রথম ২৪।২৫টি প্রস্তুত হয়, তিনি সেগুলি বিক্রয় করেন নাই, সহরের বিশিষ্ট লোকদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, অল্প জিনিষের দ্বারা অল্প খরচে কেমন করিয়া আমাদের সংসার চলিতে পারে, তাহা লইয়া তিনি বহু সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কেবল ছাত্রদিগেরই বন্ধু ছিলেন না, তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। দরিদ্রের নিকট স্থলবিশেষে তিনি একটি পয়সাও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজের বহু উপকার সংসাধিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরলোকগত সদস্যগণের পরিবারবর্গের নিকট শোকে সমবেদনা-লিপি প্রেরিত হউক। পরলোকগত জষ্টিস স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য আগামী অধিবেশনে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হইবে।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সভাপতি।

ভ্রমসংশোধন—২৩শ বার্ষিক, ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে ১৩২ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র নাগ বি এ এইরূপ ছাপা হইয়াছে। তৎস্থলে শ্রীভূষণচন্দ্র নাথ বি এ এইরূপ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর, এম্ এ মহাশয় মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—(১) "এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে"। তিনি আরও বলিয়াছেন —(২) "বাঙ্গালা হরপের উৎপত্তি ও পরিণতি বিচারে যে সকল পণ্ডিতের ব্যবসায়, এই পুথিখানি তাঁহারা সমাদরে গ্রহণ করিবেন।" এবং "এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে—চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকাল শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি। মুখবন্ধ, সম্পাদকীয় বক্তব্য, রাখালবাবুর লিপিকাল-নির্ণয় এবং পদসূচী ৭৬ পৃঃ, মূলগ্রন্থ ৪০০ পৃঃ, বিস্তৃত টীকা ও শব্দসূচী প্রভৃতি ৪১৪ পৃঃ, মোট ৮৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত মূল পুথির ও অন্যান্য প্রাচীন পুথির হাফ্‌টোন চিত্র ৭ খানি দেওয়া হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ২৲, শাখাপরিষদের সদস্যপক্ষে ২।০ এবং সাধারণের পক্ষে ২॥০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

হাজার বছরের পুরাণ
বাঙ্গালা ভাষায়

১। বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। এগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সভ্যপক্ষে—২।০, পরিষদের সভ্যপক্ষে—২৲।

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সভ্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সভ্যপক্ষে—২।০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৩। সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড, ২য় [illegible] খণ্ড—১০৲ ৩য় খণ্ড—৫৲। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তি-স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

সমাচার-দর্পণ

১৩০২-৩ সালের ষষ্ঠ ভাগ জন্মভূমি পত্রিকায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সমাচারদর্পণ সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাচারদর্পণের কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ ১৩০৫) "বঙ্গীয় সমাচারপত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে সমাচারদর্পণের প্রচারকাল ২৩ মে ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার যে ফাইল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

আলোচ্য সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের সুপরিচিত ইতিহাস বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের গ্রন্থে[1] পাওয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমাচারপত্রের প্রথম সংখ্যা শনিবার ২৩ মে ১৮১৮ বা ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ প্রকাশিত হয়।[2] এই তারিখ প্রথম সংখ্যার কণ্ঠদেশে লিখিত আছে। ইহার সমাচার-দর্পণ নামকরণ সম্বন্ধে মার্শম্যান লিখিয়াছেন যে, বিলাতে প্রচারিত প্রথম সংবাদপত্রের

১। *Life & Times of Carey, Marshman & Ward* or *A History of the Serampur Mission*. 2 vols. London. 1859. Vol II p. 161 ; Letter from J. C. Marshman to Dr. George Smith published in the latter's *Twelve English Statesmen*. 1898. pp. 230-33 ; *Calcutta Review*. XIII (1850), Art. *Early Bengal Language & Literature* ; *ibid* CXXIV. (1907), pp. 391-93 ; Smith, *Life of William Carey*. London 1885, New Ed 1912 ; E Carey, *Memoir of William Carey*. London. 1836. ইত্যাদি

২। সমাচারদর্পণের পুরাতন সংখ্যা-সকল দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দর্পণের প্রথম সংখ্যা অধিগত হওয়ায় এ সমস্ত মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এমন কি, মার্শম্যান সাহেব স্বয়ং তাঁহার দুইটি পুস্তকে দুইটি ভুল তারিখ দিয়াছেন। তাঁহার *History of Serampur Mission*, Vol II p. 163, গ্রন্থে, ৩১শে মে রবিবার ১৮১৮ এবং বাঙ্গালার ইতিহাসগ্রন্থে (*History of Bengal*. 1859 p. 251) ২৯ শে মে শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ তারিখদ্বয় পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Ben. Lang. & Lit*. 1911. p. 877) মার্শম্যান সাহেবের শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাস গ্রন্থধৃত তারিখ যথাযথ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লং সাহেবের তালিকায় (*Descriptive Catalogue*. 1855. p. 66) ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভুল শ্রীরাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় ধৃত ১৮১৬ তারিখ। *Cal. Chr. Observer* Feb. 140 (art. Native Press) ইহার তারিখ দিয়াছে ১৮১৯।

Mirror of News এই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল।[৩] সমাচারদর্পণ সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম সমাচারপত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।[৪] কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮১৬ খ্রীঃ অঃ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট নামক যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাহাই বোধ হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। বেঙ্গল গেজেট বা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা গঙ্গাধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা, কাহারো মতে এক বৎসর, কাহারো মতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল[৫]। এবং রাজনারায়ণ বসুর সুপরিচিত বক্তৃতা[৬] হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও হস্তগত করিতে পারি নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণও দেন নাই। সুতরাং ইহাতে কি কি বিষয় প্রকাশিত হইত, তৎসম্বন্ধে বা ইহার লিখিবার ধরণাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রথম সমাচার পত্র না হইলেও, সমাচারদর্পণ যে পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অধিকাংশ সংবাদপত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

সমাচারদর্পণে সংবাদ ভিন্ন নানা প্রবন্ধাদি ও দেশহিতকর সন্দর্ভ থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য ও ইহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা ইহার পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।—

"সমাচারদর্পণ।[৭]

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের [ছা]পাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক[৮] [প্রকা]শ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক [মা]স ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তা[হা]র অভিপ্রায় এই যে

৩। ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ সাহেবের নিকট জে সি মার্শম্যানের পত্র, *Twelve English Statesmen* 1898, p. 23.

৪। Marshman, *History of Serampur Mission*, Vol II, p 167 ; Marshman, *History of Bengal*, p. 251 ; *Cal. Rev.* 1850, Vol XIII ; Smith, *Life of Carey* ; *Friend of India*, 1850, Sep. 19 ; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, p. 877 ইত্যাদি।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০। কিন্তু রেভারেণ্ড লং তাঁহার *Return of Names & Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records). Cal. 1855. p. 145 পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত সংবাদপত্রের আয়ুষ্কাল এক বৎসর মাত্র।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ৫৮।

৭। এই উদ্ধৃত অংশটির মূল অত্যন্ত খণ্ডিত। খণ্ডিত স্থানগুলির যে স্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই, সেখানে তাহাই করিয়া ও অন্যান্য স্থলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৪৬) যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে লইয়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল।

৮। দিগ্দর্শন বা যুবা লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ ; Digdarsan or the Indian Youth's Magazine. ইহা বাঙ্গলায় প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

এতদ্দেশীয় | [লো]কেরদের নিকটে সকল প্রকার | [বি]দ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে | [সক]লের সম্মতি হইল না এই | [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা | [হইত] তবে কাহারো উপকার | [হইত] না অতএব তাহার পরী|[বর্ত্তে] এই সমাচারের পত্র ছা|[পা] আরম্ভ করা গিয়াছে। | [ইহার] নাম সমাচার দর্পণ।—|

[এই স]মাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে | ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে | [এই এই স]মাচার দেওয়া যাইবে। |

[১ এতদ্দেশে]র জজ ও কলেক্টর[৮] | [ ]র ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্য|[ক্ষেরদের] নিয়োগ।—|

[২ শ্রীশ্রীযু]ত বড় সাহেব যে ২ | [নূতন আই]ন ও হুকুম প্রভৃতি | [প্রকাশ করিবে]ন। |

[৩ ইংগ্লণ্ড] ও ইউরোপের অন্য ২ | [প্রদেশ হইতে] যে যে নূতন সমাচার | [আইসে এবং] এই দেশের নানা | [সমাচার] |

[৪ বাণিজ্যাদি]র নূতন বিবরণ। |　　　　[এইখানে ১ম পৃঃ, ১ম স্তম্ভ সমাপ্ত]

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ | ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। |

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্ত্তৃক | যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই | সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে | এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ | ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই | সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প | ও কল প্রভৃতির বিবরণ[৯] থাকে | তাহাও ছাপান যাইবে। |

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতি|হাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক | ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ। |

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে | প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে | তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। | প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের | পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।[১০] | ইহাতে যে লোকের বাসনা হই|বেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের | ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তা|হে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে। |"

প্রথম দুই সংখ্যায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা এখানে দেওয়া গেল।—

১ম সংখ্যা।—

পৃঃ ১—১। সমাচারদর্পণ (২য় স্তম্ভের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

২। মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার (পৃঃ ২, ১ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত)

৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫ম ভাগ, ১০০৫, পৃঃ ২৫৬) উদ্ধৃত অংশে এই স্থলে ভুল আছে।

১০। ৩ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার" আছে,—"দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে পুনর্ব্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে।" অতঃপর ৪ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার"—"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যত ১॥০ দেড় টাকা প্রতিমাসে লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১॥০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস ২ এক টাকা দিতে হবেক।" তাহা হইলে বাৎসরিক মূল্য ১২ বার টাকা।

পৃঃ ২—১। প্রথম স্তম্ভ অত্যন্ত খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় কি, জানা যায় না। তবে এই স্তম্ভের শেষে "রাজকর্ম্মে নিয়োগ" শীর্ষক সমাচার দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

ওলাউঠা

যুবরাজের কন্যার মরণ (পৃঃ ৩, ১ম স্তম্ভ উপর পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৩—১। প্রথম স্তম্ভ।—শ্রীশ্রীযুতের গোরকপুর পৌছান খবর (heading নাই)

বাণিজ্যের সমাচার (২য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ।—মরিচ উপদ্বীপের ঝড়

মান্দরাজ (৩য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

৩। তৃতীয় স্তম্ভ।—(কয়েক লাইন খণ্ডিত)

ইংলণ্ডে নূতন কল

সর্প কর্ত্তৃক ছাগ ভক্ষণের বিবরণ (পৃঃ ৪ মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৪—১। প্রথম স্তম্ভ।—খণ্ডিত—heading পড়া যায় না, তবে আলোচ্য বিষয় —হিন্দুস্থানে উৎপন্ন নীল, তুলা ইত্যাদির বিবরণ

(২য় স্তম্ভের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত)

পত্রের শেষে এই (খণ্ডিত) "ইস্তাহার" আছে—"এই সমাচারে[র পত্র] অতি ত্বরায় ছাপা হইল সে [কারণ] অধিক সমাচার নাই আ[ ]

২য় সংখ্যা।—

পৃঃ ১।—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

বাদশাহের জন্মদিন

নাগপুরের রাজার বিবরণ

পেশোয়া

পৃঃ ২।—(১ম স্তম্ভ খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় পড়া বা বোঝা যায় না।)

চোড়িগড় অধিকার

২০ আক্রেল

বাণিজ্য

মরীচ উপদ্বীপ

উত্তর আমেরিকা

পৃঃ ৩।—উত্তর আমেরিকা (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

অদ্ভুত সমাচার

বিবাহের নূতন ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের রাজকীয় ব্যয়

তৃতীয় স্তম্ভ খণ্ডিত—গৌড় নগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ

পৃঃ ৪। প্রথম স্তম্ভ একেবারে খণ্ডিত—উল্লিখিত গৌড় সম্বন্ধে প্রবন্ধের তিন স্তম্ভ-ব্যাপী অনুবৃত্তি

পৃষ্ঠার শেষে সমাচারপত্রের গ্রাহকদিগের নাম প্রেরণ সম্বন্ধে ইস্তাহার। (বর্ত্তমান প্রবন্ধের ১০ ফুটনোটে উদ্ধৃত)

সমাচারদর্পণের আকার ১৩" × ৯½"। প্রতি বারের পত্র-সংখ্যা ৪। সপ্তম সংখ্যা (৪ জুলাই ১৮১৮। ২১ আষাঢ় ১২২৫) হইতে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি ইহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইত—"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানীহ" জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥" ৬৪ সংখ্যা (৭ জুলাই ১৮১৮। ২৫ আষাঢ় ১২২৮) হইতে পত্রের শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা দৃষ্ট হইবে,—"সমাচারদর্পণ অর্থাৎ সর্ব্বহিতপ্রয়োজনক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সম্বাদপত্র।" [12] ১৮২১ পর্য্যন্ত যে ফাইল পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সংখ্যার প্রতি পৃষ্ঠা তিন স্তম্ভে বিভক্ত। ১ আগষ্ট ১৮১৮ পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা আমূল সংবাদ ও সন্দর্ভাদি-পূর্ণ থাকিত; তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা (৮ আগষ্ট ১৮১৮) হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "সেরিফ সেল" বা "জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার" কখনও এক, কখনও দুই, কখনও পূর্ণ তিন স্তম্ভ দেওয়া হইত। ২০ মার্চ্চ ১৮১৯ হইতে পত্রের প্রারম্ভেও অন্যান্য জমীর নিলামের ইস্তাহার দেখা যায়। ১০ এপ্রেল ১৮১৯ হইতে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার আর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইত না, প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যাইত। কখন কখন এই ইস্তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকিত (৫২ সংখ্যা, ১৫ মে ১৮১৯)। ৮৩ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "বাজার ভাও"র তালিকা দৃষ্ট হইবে; ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তখন মণ হিসাবে দর, বালাম চাল ১।৵০; "উত্তম গায়ে ঘৃত" ২০৲; মধ্যম ঐ ১৬৲; ভৈঁসা ঘৃত ১৬৲; মধ্যম ভৈঁসা ১৫৲; নীল উত্তম ১৩০৲, অন্যপ্রকার নীল ১১০৲; কাশীর চিনি ১০৲, মধ্যম ৮।০ ইত্যাদি। (১৮ ডিসেম্বর, ১৮১৯। ৪ পৌষ, ১২২৬)।

এই ত গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনাদি সম্বন্ধে। মধ্যে মধ্যে নূতন পুস্তকের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন বাহির হইত। ইহার দুএকটি হইতে পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ২৫ জুলাই, ১৮১৮ (১১ শ্রাবণ, ১২২৫) সংখ্যায় পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধান (শব্দসিন্ধু) সম্বন্ধে এইরূপ ইস্তাহার পাওয়া যায়,—"এতদ্দেশীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়ানরীর

১১। "বৃত্তান্তানিহ" হইবে। এই ভুল ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ১৫ সংখ্যা হইতে শুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে।

১২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৫, পৃঃ ২৫৯) "সর্ব্বহিতপ্রয়োজক" উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মূলানুযায়ী নহে।

ত্তার দেশীয় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রত্নসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ [ ] রূপ ৪৯২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে [ ]র তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা [ ] তবে মোং উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত দেওয়ান [রা]মমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমিতি।" ইহা হইতে জানা গেল যে, উক্ত পুস্তক ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১৩]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলমাল রহিয়াছে এবং সে পুস্তকও এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮১৮, ৩রা অক্টোবরের (১৮ই আশ্বিন, ১২২৫) সমাচারদর্পণে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন আছে।—"নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বদ্ধ জেল্দ করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজাক্ সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" লং সাহেবের তালিকায় ও তদনুকরণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার তারিখ খ্রীঃ অঃ ১৮২০ দেওয়া হইয়াছে ; তাহা উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে ভুল প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন[১৪] ইহার কোনও তারিখ দেন নাই। আর একটি কথা। সাধারণতঃ ইহাকে বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিয়া ধরা হয় ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ইহা "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নহে ; বরং ইংরাজী ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত ; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ বিষয়েরও অবতারণা আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ (১১ আশ্বিন, ১২২৫) হইতে—

"কলিকাতায় নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে

১৩। শব্দসিন্ধু গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ জানা যায়—"গগন গণেশভুজ শকৰ্ক্কভূমিতে। গ্রন্থসমাপ্তির শাক জানিবে পণ্ডিতে।" পুনশ্চ পৃঃ ৬৮৮—"বস্তু ক্রত্ব্যঙ্কভূমিঃ পরিগতগণনে শাক ইভুগ বিজাতিঃ শ্রীযুৎপীতাম্বরাখ্যো বুধগণহিতদঃ পুস্তকঃ নিষ্পাদ" ইত্যাদি। পুস্তকের পরিচয়-পত্রে (title-page) "কলিকাতায় ছাপা হইল ১২২৩ সাল" এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮১৭।১৮১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী *History of Bengali Lang. & Lit.* গ্রন্থে (পৃঃ ৯০১) ইহার ভুল তারিখ দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১২) যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী আছে, তাহাতে ইহার তারিখ লং সাহেবের অনুকরণে ১৮০১ দেওয়া হইয়াছে।

১৪। *History of Beng. Lang. & Lit.* 1911. p. 902.

প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহার মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবে।"

এ কাগজটি কি এবং ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা বুঝা গেল না। সংবাদকৌমুদী নয় ত? অথবা জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত বিখ্যাত কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal)?

১২ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২২৫) তারিখের ৩০ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।"

১৩ই মার্চ্চ, ১৮১৯ (১লা চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৩ সংখ্যা হইতে—

"কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।[১৫]

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত যত পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় বাবুগণ তাঁহারদের সাধ্য অনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর আর প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরুমহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।"

২০শে মার্চ্চ, ১৮১৯ (৮ই চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৪ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক এক জন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরে সাহেব

১৫। স্কুল সোসাইটী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ প্রথম স্থাপিত।

লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।"

৩রা এপ্রিল, ১৮১৯ (২২শে চৈত্র, ১২২৫) ৪৬ সংখ্যা হইতে—

"পুস্তক ছাপান।

* * * *

এইক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান[১৬] করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপিদোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে নাগাদ শ্রাবণ তাহা সমাপ্ত হইতে পারে।"

২৯শে মে, ১৮১৯ (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) ৫৪ সংখ্যা হইতে—

"স্কুল সোসৈয়িটী।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়েটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় কয় (*sic*) গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ইষ্টুয়ার্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেন না ইষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ[১৭] সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা হয়

১৬। শব্দকল্পদ্রুম। (*See Second Report of the Cal. School Book Society* 1819, p. 50)

১৭। কাপ্তেন ইষ্টুয়ার্ট (Stewart) বর্দ্ধমানে কলিকাতা মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি ইহার এক জন প্রতিনিধিকে ৫ মাসের জন্য উক্ত পাঠশালার রীতি শিক্ষা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিল। (Long's *Introduction to Adam's Reports*; Lushington, *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent, and Charitable Institutions in Calcutta and its vicinity.* Cal. pp. 145-155)। ইষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যথা—"উপদেশ কথা (ইতিহাসের দ্বারা) পরন্তু ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক কলিকাতা ১৮২০" ইত্যাদি।

টাকা মাস মাস পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।"

পরবর্ত্তী ৫৫ সংখ্যায় (৫ই জুন, ১৮১৯ । ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) পুনশ্চ—

"স্কুল সোটৈসেয়েটী।

কলিকাতা স্কুল সোটৈসেয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক অনেক ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোটৈসেয়েটীর এইরূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোটৈসেয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোটৈসেয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোটৈসেয়েটীর ও পাঠশালার কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে[১৮] তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।"

উক্ত সংখ্যায় পুনশ্চ—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধনির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে নানাপ্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জ্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

১৮। এ বিষয়ে Long, *Introduction to Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal*. London. 1868 দ্রষ্টব্য।

তখনও বৃদ্ধ কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরীর "ব্যবচ্ছেদবিদ্যা" (Anatomy) প্রকাশিত হয় নাই। যুবক কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইতে নানা বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক "বিদ্যাহারাবলী" নাম দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা[১৯] ছাপা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১২ই জুন, ১৮১৯ (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫) সংখ্যা সমাচারদর্পণে লিখিত হইয়াছিল,—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লীয় (*sic*) পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য দুই ২ টাকা।"

১৯শে জুন, ১৮১৯ (৬ই আষাঢ়, ১২২৬) ৫৭ সংখ্যা হইতে—

"জগন্নাথমঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথমঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালিগান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে

১৯। এই গ্রন্থের titlepage বা পরিচয়-পত্র এইরূপ,—"বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবল'। তৎপ্রথম গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। Vidyaharabalee or Bengalee Encyclopædia Vol I. Anatomy ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ফিলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চম বার ছাপাকৃত এনসেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। পণ্ডিত উলিয়াম কেরী কর্ত্তৃক সর্ব্বথা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক দ্বারা বিবেচিত ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুর মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০। or The Science of Anatomy translated into Bengalee from the 5th Edition of the Encyclopædia Britanica by F. Carey. Assisted by Sreekanta Vidyalankar & Shree Kavichandra Tarkasiromani, Pundits. The whole revised by the Rev. W. Carey. D. D. Serampor. Printed at the Mission Press. 1820." শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (*History of Beng. Lang. & Lit*. p. 872) এই পুস্তকের উল্লেখ সময়ে ইহাকে "Hadavali Vidya" (হাড়াবলী বিদ্যা) এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা ভুল। Anatomy সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া বোধ হয় "হারাবলী" স্থানে "হাড়াবলী" হইয়া গিয়াছে এবং হাড়াবলী বিদ্যা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা অর্থে ভ্রমক্রমে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনবধান অমার্জ্জনীয়। কারণ, পুস্তকের titlepageএ এবং যে যে স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্ব্বত্র বিদ্যাহারাবলী Encyclopædia অর্থে বলিয়া গ্রন্থের নাম ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এরূপ ভুল হইত না। এ পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ; প্রবন্ধান্তরে ইহার সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সমাচারদর্পণ হইতে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ক্রমিক সংখ্যায় (serially) প্রকাশ করিবার প্রস্তাব ছিল। ফিলিক্স (Felix) বৃদ্ধ উইলিয়াম কেরীর প্রথম পুত্র। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও বাঙ্গালা ভিন্ন পালী ও ব্রহ্মদেশের ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অঃ ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ইহার মৃত্যু হয়। (*Bengal Obtiuary*, p 350)

জগন্নাথদেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।"

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১৯ (২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৬) ৮১ সংখ্যা হইতে—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।"

ইহার পূর্ব্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮১৮ (১৩ই পৌষ, ১২২৫) ৩২ সংখ্যা হইতে—

"সহমরণ।

কলিকাতায় শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

সহমরণ সম্বন্ধে আন্দোলন তখন বেশ জোরেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সহমরণের সংবাদ অন্যান্য সংবাদের ন্যায় সমাচারদর্পণে অনবরত বাহির হইত।

এই সম্বন্ধে ২২শে মে, ১৮১৯ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"বেদান্ত মত।

৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতিবিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিককর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"

সহমরণ-বিধির সমর্থন করিবার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ (৩রা আশ্বিন, ১২২৬) ৭০ সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতায় হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি-প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী

ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।"

স্কুল সোসায়েটীর উল্লেখ থাকিলেও স্কুলবুক সোসায়েটীর উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। ইহার স্থাপনের পর তৃতীয় বাৎসরিক সম্মিলনের উপলক্ষে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য ২১শে অক্টোবর, ১৮২০ (৬ই কার্ত্তিক, ১২২৭) ১২৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্কুলবুক সোসয়িটী।

১১ আক্টোবর বুধবারে কলিকাতায় স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।[২০] শ্রীযুত মস্তেও সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার[২১] কথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমিদের কথাক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।"

মেণ্ডিস্ (Mendies) সাহেবের[২২] অভিধান সম্বন্ধে ২৭শে জানুয়ারী, ১৮২১ (১৬ই মাঘ, ১২২৭) ১৪১ সংখ্যায় ইস্তাহার,—

২০। উক্ত সোসায়েটীর রিপোর্ট (*First Report of the School Book Society* Cal. 1818. p. 61) হইতে জানা যায় যে, নবাব বাহাদুর হাজার টাকা নহে, ৫০০ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ বাৎসরিক ১০০ টাকা চাঁদা দিতেন।

২১। ইনি যে, ১৮০১ খৃঃ অব্দে ফোর্টউইলিয়াম কালেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের হেড্ মুন্সী নিযুক্ত হন, (Roebuck, *Annals of the Fort William College*. 1819 App III. p 48)। উক্ত কলেজের ডাক্তার গিলক্রিষ্ট (Gilchrist) সাহেব যে ঈসপস্ ফেবলের ছয় ভাষায় (হিন্দুস্থানী, পারসী, আরবী, ব্রজভাষা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত) অনুবাদ ইংরাজী অক্ষরে (Roman Character) মুদ্রিত করেন, তাহার বাঙ্গালা অংশের অনুবাদে ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য তারিণীচরণ মিত্র করেন [Preface to *Oriental Fabulist* 1803 by Dr Gilchrist . Buchanan, *College of Fort William* 1805 p. 221]। উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধে গিলক্রিষ্ট সাহেব তারিণী বাবুর অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুল বুক সোসাইটীর রিপোর্ট (১৮১৮, পৃঃ ৯) হইতে জানা যায়, ইনি উক্ত সোসাইটীর নেটিভ সম্পাদক ছিলেন (Native Secretary), কতকগুলি পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২২। এই পুস্তকের title page এইরূপ,—"An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, peculiarly calculated for the use of Native as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English authors ; & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press. 1822."

"ইস্তাহার।

জানসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা যাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্য প্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অনুসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিন্যাস করা যাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরি যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই কেতাব অনুমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতি কেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে কাহার নিকট কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন মেণ্ডিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূরদেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পহুঁছিবে অতএব তাহার বেওরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।"[২৩]
[এই ইস্তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায়ও বাহির হইয়াছিল]

রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধান সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ ৩১শে মার্চ্চ ১৮২১ এর ১৫০ সংখ্যায় দেখা যায়,—

"ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব[২৪] ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে ছুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীর প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা

২৩। ১৬৭ সংখ্যায় (৭ই জুলাই, ১৮২১। ২৫ শে আষাঢ়, ১২২৮) মেণ্ডিস সাহেব তাঁহার গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছেন যে, সমুদয় কেতাব বাঙ্গালায় তর্জমা করা সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। "মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্য্যন্ত এক শত বিশ পেজ ছাপা হইয়াছে এই অনুসারে অবশিষ্ট তাবৎ সমাপ্ত হইলে তাঁহারদের নিকট পাঠান যাইবেক।"

২৪। এই অভিধান যে রামকমল সেন একলা সঙ্কলন করেন নাই, পরন্তু ফেলিক্স কেরী তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থান ভিন্ন অন্যত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। *Bengal Obituary*. Cal. 1857, p 349 ; **Wenger**, *Story of the Lallbazar Baptist Church being the story of Carey's Church from 1800*. Cal. 1908. Appendix.

মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

২রা জুন, ১৮২১ (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৮) ১৫৯ সংখ্যায় "মুগ্ধবোধকৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গদ" সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠাব্যাপি দীর্ঘ ইস্তাহার। সমস্তটা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। ইহাতে পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইত। শেষে "শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ কলিকাতা শিমুল্যা" এই নাম ঠিকানা এবং নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য আছে,—"এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জ্ঞানবান্।" পুস্তকের আকার ৫০০ পৃষ্ঠা হইবেক প্রথম খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ১ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬ টাকা।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসয়েটী হইতে মুদ্রিত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাঙ্গালা বর্ণমালা[২৫] সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—(১৬৩ সংখ্যা + ৩০শে জুন, ১৮২১। ১৮ই আষাঢ়, ১২২৮),—

"নূতন পুস্তক।

এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক ভাষার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও নকারভেদ ও তিথিবারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে। এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি [সম্রা]জ্য করিয়াছেন তাঁহারদের মূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত [ ] যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের মূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

এই ত গেল সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমাচার। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায়

২৫। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এই পুস্তকখানি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার এক খণ্ড পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে।

কোম্পানির কাগজের দর, সতীদাহ-সংবাদ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ভিন্নদেশের খবরাখবর, বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানির হিসাব, ইংলণ্ডের বাদসাহ বা তৎপরিবারের খবর, শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের মফঃস্বল পর্য্যটন (tour) বৃত্তান্ত, কলিকাতায় জাহাজ আমদানী, খুন, আত্মহত্যা, চুরী, অপমৃত্যু, গৃহদাহ, নৌকাডুবি, ঝড়, ভূমিকম্প, মাহেশের রথ, লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) মৃত্যু (১৭ই জুন, ১৮২০), গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ (১৪শে অক্টোবর, ১৮১৮), কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ ইত্যাদি সাময়িক সমাচারও থাকিত। দুএকটি সংখ্যা হইতে তৎকালীন কলিকাতার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথাও২৬ জানা যায়,—

"সুপ্রীম কোর্টের শেষ সিছিলের সময় যখন কর্ম্ম সমাপন করিয়া গ্রাণ্ডুজি বিদায় পাইল তখন তাহারা শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট পুলিসের বিষয় এক দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতায় যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন মলিন ছিল যে তাহার দুর্গন্ধেতে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিসের সাহেবেরা অন্য অন্য কর্ম্মে থাকিয়া এই কর্ম্ম করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা এই দরখাস্ত দেয় যে জজ সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।" (১৪ই নভেম্বর, ১৮১৮। ৩০শে কার্ত্তিক, ১২২৫)

পুনশ্চ— "কলিকাতার নরদামা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক অনেক গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।" ইত্যাদি (২৭শে মে, ১৮২০। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৭)

নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে,—

"মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাইটোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।" (২রা ডিসেম্বর, ১৮২০। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২২৭)।

দুএকটা আজগুবি খবরও যে থাকিত না, তাহা বলা যায় না। যথা,—

"আশ্চর্য্য চক্ষুলাভ।

ইংলণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্য্যগ্রহণে অসভ্য লোকেরদিগের বিষয় গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বামচক্ষুহীন একজন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে

২৬। এই সংবাদ সমসাময়িক ইংরাজী সংবাদপত্রেও যথেষ্ট পাওয়া যায় (Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, Cal. 1888, p. 157)।

হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল দৈবাৎ সেই বামচক্ষুতে অকস্মাৎ দৃষ্টি হইয়া দুই চক্ষু সমান দৃষ্টি হইল।" ইত্যাদি (২৪শে মার্চ, ১৮২১। ১২ই চৈত্র, ১২২৭)

এই ত গেল বিবিধ বিষয়ক সাময়িক সমাচার। ইহা ভিন্ন সমকালীন যুদ্ধাদি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বা শাসনসম্বন্ধীয় সংবাদও থাকিত। এই সকল বিবরণ হইতে দেশের তদানীন্তন ধারাবাহিক ইতিহাস মোটামুটি গড়িয়া লওয়া যায়। পিণ্ডারিদিগের সহিত যুদ্ধ, হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজন্যবর্গের সহিত সংঘর্ষ, ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধের শেষ অবস্থা, বোনাপার্টের সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দিরূপে অবস্থান প্রভৃতি সংবাদ, মোগল বাদশাহের ও লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা সমাচার পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদ যদিও কোম্পানীর তরফ হইতে লিখিত ও সুতরাং একতরফা, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য যে একেবারে কিছুই নাই, এ কথা বলা যায় না।[২৭] বর্ত্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে; সুতরাং এখানে আমরা বোনাপার্ট সম্বন্ধে দুএকটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাচার তুলিয়া দিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব।

"বোনাপার্ট।

ইউরোপের শেষ শান্তি হইলে বোনাপার্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং তাহাকে সেণ্ট হেলিনা নামে উপদ্বীপে রুদ্ধ করিল সেখান হইতে শেষ সমাচার আসিয়াছে যখন বোনাপার্ট শুনিল ইউরোপ দেশে তাহার যে পুত্র আছে তাহার মাতামহ তাহাকে ঈশ্বরারাধনার অধ্যক্ষ করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। বোনাপার্টের উপকারার্থে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ একটা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তিনি অদ্যাপি তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই সে উপদ্বীপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষ যে আছে তাহার নিকট বোনাপার্টের শুভাশুভ সমাচার দিনের মধ্যে দুই বার যায় এবং বোনাপার্টের কোন চাকর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের আজ্ঞা বিনা বাহির হইতে পারে না।" ইত্যাদি (২০শে জুন, ১৮১৮। ৭ই আষাঢ়, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

আমেরিকীয় সমাচার পত্রে লিখা আছে যে বোনাপার্টের সহোদর ভ্রাতা তাহাকে মুক্ত করিবার কারণ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু যদ্যপি বোনাপার্টকে মুক্ত করিতে সে চল্লিশ কোটি টাকা দেয় তথাপি তাহা হইবে না।" (২৯শে আগষ্ট, ১৮১৮। ১৪ই ভাদ্র, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

সান্ত হেলেনা দ্বীপ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে গত জুন মাসেতে বোনাপার্ট গ্রহণি পীড়াতে অতিশয় পীড়িত ছিলেন।" (১০ই অক্টোবর, ১৮১৮। ২৮ই আশ্বিন ১২২৫)

২৭। এই সকল সমাচার আলোচনা করিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লেখা যায়।

"বোনাপার্ট।

যোং সেন্ত হেলিনা হইতে ৪ আগষ্টের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার অধ্যক্ষেরা বোনাপার্ত্তকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে যে সেনাপতিরদের জিম্বাতে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যে নূতন সেনাপতিরদের জিম্বা করিয়াছিল তাহারদের পরীবর্ত্ত করিয়া পুনর্ব্বার নূতন সেনাপতিরদের জিম্বাতে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিয়া জানিতে পারি না কেবল কর্ম্ম দেখিতে পাই।" (২রা জানুয়ারি, ১৮১৯। ২০শে পৌষ, ১২২৫)

এই সকল সাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমাচার বা মন্তব্য ১৮১৮ সালের প্রথম বর্ষের সমাচারদর্পণ হইতে চয়ন করিয়া নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮১৮

১। নাগপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে)
পেশোয়া (ঐ)
চৌড়িগড় অধিকার (ঐ)

২। গড়মণ্ডল (৬ জুন)
সোলাপুর (ঐ)

৩। চান্দাগড় (১০ জুন)
সুনরগড়দিগর দখল (ঐ)
রইগড় (ঐ)
নাগপুরের রাজা (ঐ)
পেশোয়া (ঐ)

৪। বাজিরাওর স্ত্রীর বিবরণ (২০ জুন)
হসিংহবাদ (ঐ)

৫। শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া (২৭ জুন)
রণজিৎ সিংহ (ঐ)
বাজিরাও (ঐ)

৯। [সিন্ধিয়া সম্বন্ধে—মূল খণ্ডিত] ২৫ জুলাই

১০। শ্রীত্রিম্বকজী দাংলিয়া (৮ আগষ্ট)
লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ (ঐ)

১১। গত যুদ্ধের বিবরণ (২২ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ
শ্রীযুত আপা সাহেব (ঐ)

১২। গত সপ্তাহের শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধবিবরণের] অবশিষ্ট কথা (২৯ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ,

শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঙ্গালি লোকের নিবেদনপত্র (ঐ)

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র (ঐ)

১৩। শ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা (৫ সেপ্টেম্বর)—পূর্ব্বানুবৃত্তি

নর্ম্মদাতীরস্থ দেশের সমাচার [ঐ]

মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার [ঐ]

১৪। শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা—পূর্ব্বানুবৃত্তি (১২ সেপ্টেম্বর)

১৫। ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ (১৯ সেপ্টেম্বর)

১৬। কর্ণাটক নবাবের কর্জ্জের বিষয় (২৬ সেপ্টেম্বর)

১৭। প্রিন্সস চার্লেট আফ ওএল্‌স (৩ অক্টোবর)

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া (ঐ)

নাগপুর (ঐ)

১৮। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর (১৭ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর)

১৯। পশ্চিম দেশের [মহারাষ্ট্র] সমাচার (দীর্ঘ প্রবন্ধ (২১ সেপ্টেম্বর)

গড় কোটা (ঐ)

২০। পশ্চিম দেশের সমাচার (৫ ডিসেম্বর)

ওআহবিয়দের বিষয় (ঐ)

২১। যুদ্ধের সমাচার (২৬ ডিসেম্বর)

মুখ্যতঃ সংবাদপত্র হইলেও সমাচারদর্পণে নানাবিষয়ক কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভাদিও থাকিত। ১৮১৮ সালের সমাচারদর্পণ হইতে এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল,—

১। বাণিজ্য (২০ জুন)

বেলুন (ঐ)

হিড়িম্বরাজ্য বিষয় (ঐ)

২। জুড়ি দ্বারা মকদ্দমা (২৭ জুন)

৩। বর্ম্মার দেশ (৪ জুলাই, পুনশ্চ ২ জানুয়ারী, ১৮১৯)

৪। স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ (১৮ জুলাই)

৫। পৃথিবী ও তাহার সন্তান (২৫ জুলাই)

৬। তর্পিদো কল বিষয় (১৫ আগষ্ট)

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ (২২ আগষ্ট)

৮। গ্রীনলণ্ডীয়েরদের ধর্ম্ম (১০ অক্টোবর)

৯। দিল্লীর লুট [নাদেরশার আক্রমণ—"ডৌ সাহেবের" পুস্তক হইতে] (১৭ অক্টোবর)

১০। শাহ আলম বাদশাহ (৭ নভেম্বর)

১১। গোঙ্গা ও বধিরের পাঠশালা (২৮ নভেম্বর)

১২। ডৈঅজিনিস নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য্য (ঐ)

১৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১২ ডিসেম্বর)

১৪। অবিবাহিতা স্ত্রীবিক্রয় (১৯ ডিসেম্বর)

এই সকল সন্দর্ভাদি ব্যতীত ৪ জুলাই, ১৮১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে "ইতিহাস"২৮ এই নামে নীতিবিষয়ক ছোট গল্প বা কৌতুককর চুট্‌কী কথা থাকিত। উলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীঃ অঃ প্রথম প্রকাশিত। সমাচারদর্পণে যে সমুদয় নীতি-গল্প থাকিত, তাহা সংগ্রহ করিলে উক্ত ইতিহাসমালার ন্যায় আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ হইত, সন্দেহ নাই। বাহুল্য ভয়ে ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক যুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও যথোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ প্রতাপী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রোধপূর্ব্বক যুবা উকীলকে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আমার সহিত উপহাস করেন দেখ যাহার দাড়ী উঠে নাই এমত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদশাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকলি দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক তুষ্ট হইলেন।" (২১ এপ্রিল, ১৮২১)

সমাচারদর্পণের পরবর্ত্তী ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। কত বৎসর ইহা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। লং সাহেব তাঁহার *Return of Names and Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records) Cal. 1855 (p 145) নামক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ইহার আয়ুষ্কাল ২১ বৎসর। তাহা হইলে ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল।২৯ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

২৮। "ইতিহাস" এ স্থলে ইতিকথা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত। সে সময় উক্ত কথার এইরূপ অর্থ ছিল, তাহা কেরীর "ইতিহাসমালা" বা তারাচাঁদ দত্তের "মনোরঞ্জনেতিহাস" ইত্যাদি পুস্তকের নাম হইতে বুঝা যায়।

২৯। লং সাহেবের *Return relating to Bengali publications in* 1857. Cal. 1859. (Beng. Govt. Records) p XXXVII পুস্তকও দ্রষ্টব্য। ইহার প্রচারকাল লং সাহেব ধরিয়াছেন—১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫০) সমাচারদর্পণ ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন মতই ঠিক নহে। কারণ, আমি সম্প্রতি বাঙ্গালা এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সমাচারদর্পণের ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ফাইল পাইয়াছি; এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগারে ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ফাইল (অসম্পূর্ণ) পাইয়াছি। এই সকল ফাইল হইতে এই সংবাদপত্রের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়,—

(১) ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে বর্ত্তমান ছিল।

(৩) *Cal. Chr. Observer*, 1840, (February p 65-66) হইতে জানা যায় যে, ১৮৪০ পর্য্যন্ত ইহার মৃত্যু হয় নাই।

(৪) ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ, ২৫ ডিসেম্বর দর্পণ অদর্শন হইয়াছিল৩০ এবং ৩রা মে শনিবার ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ ইহা পুনরুদিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের যে ফাইল আমরা পাইয়াছি, তাহার ৩রা মে তারিখের কাগজে ১ বালম ১ সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং ইহা নূতন পর্য্যায়ের ক্রমিক সংখ্যা। ইহা ভিন্ন ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত মুখপত্র দেখা যায়,—

"সমচারদর্পণের নমস্কার।

—— পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের।" ইত্যাদি (১ বালম। ১ সংখ্যা। ১৮৫১, ৩রা মে, শনিবার। ১২৫৮ সাল, ২১শে বৈশাখ)

(৫) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী বা ইংরাজী ও বাঙ্গালা, এই উভয়

৩০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৪-৫৫) লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ১৮৪২ খ্রীঃ অঃ পাদরীগণের সময়াভাববশতঃ হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উহার প্রেতাবস্থা, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রেতোদ্ধার মাত্র হয়। কিন্তু ১৮৪২ খৃঃ অঃ হস্তান্তরিত হওয়ার সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় লেখক কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই। ১৮৫১ খঃ অব্দে দর্পণ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের উক্তি নিতান্ত অমূলক। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে দর্পণের অদর্শনের কারণ বোধ হয় এই যে, মার্শমান সাহেব উক্ত তারিখ হইতে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

ভাষাতেই লিখিত হইত। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুত্থানের পরও ২৪শে এপ্রিল ১৮৫২ পর্য্যন্ত ইহার দ্বিভাষিত্ব বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহা প্রথম দ্বিভাষী হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই।৩১ *Cal. Chr. Observer* 1840 উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে (পৃঃ ৬৬) জানা যায়, ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইহা দ্বিভাষী (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) ছিল। সুতরাং বোধ হয়, ইহার প্রথম মৃত্যু ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী ছিল।

(৬) ১৮৩১ সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—বালম ১৩। (১৮৩২ সালের উপরেও ১৪ বালম লিখিত আছে); সুতরাং ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে প্রথম প্রচার—সে সময় হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইবারই কথা। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে চলিয়াছিল; কোথাও কোন ক্রমভঙ্গ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কোন সংখ্যা খুঁজিয়া পাই নাই।

(৭) ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রের কণ্ঠদেশে লিখিত আছে,—"Serampur ; Published every Saturday Morning।" এই নিয়ম বোধ হয়, পত্রের প্রচার-কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত সমাচারদর্পণ সাপ্তাহিক ছিল।

(৮) ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ইহা সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত,—বুধবার ও শনিবার। এই সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—"Published Every Wednesday and Saturday Morning"। এই নিয়মে ইহা ১৮৩৪—৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৩২, ১৫ই নবেম্বর হইতে ইহা সপ্তাহে একবার—শনিবার প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত তারিখ হইতে উপরে লিখিত আছে,—Published at Serampure every Saturday Morning।" ১৮৩৭—২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পুনরুজ্জীবনের পরও ইহা সাপ্তাহিক ছিল।

(৯) ইহার ১৮১৮ সালে প্রচার-কালে প্রথম সম্পাদক জে সি মার্শমান ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় একাদিক্রমে অন্ততঃ ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত এই পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৫ই নবেম্বর ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাচারদর্পণে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয় যে অনুগ্রহ প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণেকপার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তার কেরী

৩১। পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত লেখকের মতে (পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৫৫), ১৮২৯ খঃ অব্দে হইতে সমাচারদর্পণ দ্বিভাষী হইয়াছিল। ইহা সম্ভব। কিন্তু আমরা ইহার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছু দিন আবার পারসী ভাষাও উপেক্ষিত হয় নাই। আমরা যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার কোন নিদর্শন নাই।

সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই কণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" ইত্যাদি

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার পুনরুজ্জীবনের পর বোধ হয়, মিঃ টাউনসেণ্ড (ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া-সম্পাদক) ইহার পরিচালনা করিতেন। কারণ, (ক) এই সালের দর্পণের ১ম সংখ্যার (৩রা মে) শেষভাগে লিখিত আছে,—"শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীটৌনসেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" (খ) ১০ই মে ১৮৫১, ২য় সংখ্যার কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

"সেলাম পুরঃসর নিবেদনমিদং গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাঠ করিয়া আমারদিগের বহুকালের শোক নিবারণ হইল যেহেতুক সত্যপ্রদীপের পরিবর্ত্তে পুনরায় সমাচারদর্পণ প্রকাশ হইতে লাগিল" ইত্যাদি।

সত্যপ্রদীপ টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক সম্পাদিত সপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রচার-কাল ১৮৫০ (*Return relating to Bengali publications.* 1859, p. xl) এবং ইহা বোধ হয় কিঞ্চিদধিক এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই ইহার লীলা সমাপ্ত হইয়াছিল (Long, *Return* etc. 1855. p. 141)। ইহার মৃত্যুর পর তৎশোক নিবারণার্থে টাউনসেণ্ড সম্ভবতঃ সমাচারদর্পণের পুনঃপ্রচারের কল্পনা করিয়াছিলেন।৩২

এই কয়েক বৎসরের (১৮৩১-১৮৩৭। ১৮৫১-১৮৫২) সমাচারদর্পণের ফাইলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শুদ্ধ এই কয়েক ফাইলের উপরেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ১৮১৮ হইতে ১৮২১ সালের দর্পণের ফাইলের বিবরণ দেওয়া গেল; স্থানান্তরে পরবর্ত্তী ফাইলসমূহের বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত ফাইল আমার ব্যবহারের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

৩২। *Bengal Academy of Literature* পত্রিকায় (Vol I, No 6, January 6, 1898) উক্ত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের জন্য দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ভবানীচরণ ১৮২২ হইতে সমাচারচন্দ্রিকার পরিচালনা করিতেছিলেন এবং চন্দ্রিকার সহিত দর্পণের বিশেষ মনের মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি*

১। রাঙা মাটি

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একবার মগরাহাটের পশ্চিমে, চক্রদহের ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাই। এই স্থানের এক অংশের উপরের প্রথম স্তর লাল আঁটাল কাদা ও উক্ত অংশের দক্ষিণের উপরের প্রথম স্তর বালুকা-মিশ্রিত মাটি। উপরোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমে মহিষ ও মানুষের মাথার হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই লাল আঁটাল কাদা কোথা হইতে আসিল, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। চারি দিকের স্তরগুলি কি ভাবে বিন্যস্ত আছে, তাহা অজ্ঞাত। সেই হেতু প্রথমতঃ এই সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে লাল আঁটাল কর্দ্দম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) মগরাহাটের পূর্ব্বউত্তর ও উত্তরের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) বারুইপুরের[১] কোন কোন স্থানে, উপরের প্রথম স্তরের মাটিই লাল আঁটাল। ইহা প্রায় ৫'।৮' ফুট গভীর। কোন কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ২২'।২৩' ফুট অল্প বালি-মিশ্রিত লাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(২) চাংড়িপোতার[২] উপর হইতে ২' ফুট নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ১৭'।১৮' ফুট গভীর।

(৩) রাজপুরে[৩] উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৮'।১৯' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়।

(৪) হরিনাভির[৪] কোন কোন স্থানে উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৭'।৮' ফুট গভীর, লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট গভীর দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৫'।১৬' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(৫) মেটিয়াবুরুজের[৫] কোন কোন স্থানে উপরের প্রায় ১০' ফুট গভীর সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে সাদা ঝরঝরে বালি বাহির হয়। কোন কোন স্থানে উপরের ১০' ফুট সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে প্রায় ১৩'।১৪' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে প্রায় ১৪' ফুট গভীর কাল আঁটাল কর্দ্দম বর্ত্তমান আছে। কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত কালের জঙ্গল। সম্ভবতঃ উক্ত কাল আঁটাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল আঁটাল কর্দ্দমরূপে অতীত কালের জঙ্গলের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে মাটি-চাপা জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে।

(৬) খুলনায়[৬] স্থানবিশেষে উপরের ৪'।৫' ফুট দোআঁশ মাটির পর প্রায় ৭'।৮' ফুট

---

* যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

১-৬। খিদিরপুরস্থ ৫।১ পদ্মপুকুর রোডস্থ নিবাসী মিঃ আর, সি বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ১২'।১৩' ফুট কাল আঁটাল কর্দ্দম দেখা যায়। এই কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত জঙ্গলের নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই কাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল ছিল। জঙ্গলের অঙ্গার সংস্পর্শে কাল হইয়াছে।

(খ) মগরাহাটের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) উস্তির কোন কোন স্থানে ২'।৩' ফুট সাধারণ পলির পর শাদা বালি ও কোন কোন স্থানে ২'।৩' ফুট সাধারণ পলির পর ঈষৎ ফেকাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। ইহার স্থূলতা ৩' ফুট হইবে। এই লাল আঁটাল কর্দ্দম কোন কোন স্তর-বিন্যাসে অত্যন্ত গাঢ় রঙের; এমন কি, গেরী মাটি বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্তর-বিন্যাসে ইহা প্রায় উপর হইতে ১০'।১১' ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। এই গেরী মাটির মত গাঢ় লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম-স্তরের বেধ প্রায় ৩'।৪' ফুট হইবে।

(২) ডায়মণ্ডহারবার হইতে সরিশা যাইবার পথে এক স্থানে ২'।২.৫' ফুট সাধারণ দোআঁশ মাটির নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। রং গাঢ় লাল।

(৩) সরিশার কিছু পশ্চিমে, কোন স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। একটি ভদ্রলোক ঐ কর্দ্দম দেখিয়া বলিয়া উঠেন,—"গেরী মাটি কোথা হইতে আসিল?"

(৪) আলমপুর,[১] নুঙ্গি ও বজবজে, মাটি খুঁড়িতে লাল বা ফেকাসে লাল রঙের মাটির স্তর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

(৫) মাকড়দায়[২] এক স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর বাহির হয়। এই কর্দ্দম এত লাল যে, পুকুরের পাঁক পর্য্যন্ত লাল দেখায়।

(৬) মাজুর[৩] নিকট কোন কোন স্থানে উপরের ৩'।৪.৫' ফুট লাল দোআঁশ মাটির নিম্নে বড় দানাযুক্ত লাল বালি বাহির হইয়াছে। এ স্থানে বলিয়া রাখি, মাজু অঞ্চলের পলি ও দোআঁশ মাটি লাল বা লালচে; কিন্তু কলিকাতার নিকটের গঙ্গার পলি ও দোআঁশ মাটি শাদাটে বা মেটে রং বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেইরূপ।

(৭) আমতায়[৩] লাল দোআঁশ ও লাল আঁটাল কর্দ্দম অত্যন্ত সাধারণ। কোন কোন স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম গেরী মাটির মত লাল ও জমীর উপরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নে বালি পাওয়া যায়। বালির রং লাল বা লালচে। ইহার দানা কিছু বড়। এই বালি বর্ত্তমান দামোদরের বালি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দামোদরের বালির দানা ছোট ও রং শাদাটে। দামোদরের বালি শাদাটে বটে, কিন্তু কলিকাতার স্তর-বিন্যাসের ও কলিকাতার

১। আলমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। মাকড়দা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

গঙ্গার বালি হইতে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তর প্রায় ৬´ ফুট হইবে। কোন কোন স্থানে উপরের ৬´।৭´ ফুট লালচে দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৬´।৭´৫´ ফুট ফেকাসে লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়।

(৮) তারকেশ্বরে লাল বালি উঠান হয়। ইহা মগরার বালির মত। এই স্থানের কর্দ্দম গাঢ় লাল। ইহা বালির উপরে অবস্থিত।

(৯) মগরার[1] নিকটবর্ত্তী সুলতানগাছায় ৩´ ফুট হইতে ৬´ ফুট নিম্নে লাল ও বড় দানা-বিশিষ্ট বালি পাওয়া যায়। এই বালি-স্তরের প্রথম ২"।৪" ইঞ্চি গাঢ় লাল রঙের ও শক্ত। ইহা মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। উক্ত বালিই মগরার বালি নামে বিখ্যাত। সুলতানগাছার এই বালির উপরের কর্দ্দমস্তর ৩´ হইতে ৬´ ফুট গভীর। এই কর্দ্দমস্তর নিম্নভাগে অত্যন্ত লাল, কিন্তু যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই ফেঁকাসে বলিয়া অনুমান হয়। জমীর উপরের কর্দ্দম সাধারণত ঈষৎ লাল। জমীর উপর কিছু খুঁড়িয়া, নিম্ন হইতে কর্দ্দম উঠাইয়া, সেই কর্দ্দমে দেওয়ালের গাত্র লেপন করিলে, বাড়ীর রং গাঢ় লাল দেখায়। সুলতানগাছার বালিতে মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তরগুটিকা ও বালির গুটিকা বা চাপ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্রাংশটির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ইহা ভাঙ্গিলে ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাটির পরদা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে করতক (quartz) লক্ষিত হয়। মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা ক্ষুদ্র অংশগুলি চুম্বক দ্বারা অত্যন্ত জোরের সহিত আকৃষ্ট হয়। মৃৎপাত্রের অংশটি জল-মিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বুজবুজ করে না। ইহা বালির স্তরের উপরের অংশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বালি পতনের শেষ অবস্থা মনুষ্যের সভ্যতার সময় ঘটিয়াছে। প্রস্তরগুটিকাগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। এগুলি ভাঙ্গিলে ভিতর কাল দেখায়; কালর সঙ্গে ঈষৎ লাল আভাও লক্ষিত হয়। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত রং বাহির হয়। গুটিকাগুলির ভিতরে করতক দেখা যায়। এগুলির—অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্প-সংখ্যকই অতি নিকট হইতে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত হইলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে গুটিকাগুলি বুড়বুড়ী দেয় না। প্রস্তর-গুটিকাগুলি ক্ষার-প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান হয় ও তৎপরে জলস্রোতে আসিয়া বালির সহিত সঞ্চিত হইয়াছে। এ প্রস্তরগুটিকাগুলিকে ল্যাটেরাইট বলা চলে। বালির গুটিগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ভিতর কাল, কিন্তু ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত লাল দেখা যায়। এই কাল অংশের

১। প্রায় ৪ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সান্যাল এম্ এস্ সি মহাশয় মগরার বালির তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমিও ছিলাম। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। যাহাই হউক, এই অনুসন্ধানের ফলে সুলতানগাছা, মামুদ ইত্যাদি স্থানের তত্ত্বে আমার মোটামুটী ধারণা ছিল। প্রবন্ধ লিখিতে আর যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সুলতানগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্পসংখ্যকই অতি ক্ষীণভাবে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত করিলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বালির গুটির কাল অংশ বুড়বুড়ি দেয় না। এ কাল অংশগুলি পূর্ব্বে, উপরোক্ত প্রস্তরগুটিকা ছিল। ক্রমে ধ্বংস হইয়াছে ও বালির দানা এগুলির চারি দিকে যুক্ত হইয়াছে। সুলতানগাছার বালির সহিত গণ্ডোয়ানা[১] প্রস্তরাবলির অন্তর্গত—"Iron-stone shale"এর ক্ষুদ্রাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) বর্দ্ধমানের[২] রাঙ্গা মাটি প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানের কোন কোন অংশের মাটি লাল ও কোন কোন অংশের মাটি অল্প ফেকাসে। স্তর-বিন্যাসের কোন কোন অংশে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যায়। এই লাল বালি কোন স্তর-বিন্যাসের উপর হইতে ২″।৩″ ইঞ্চি নিম্নে ও কোন স্তর-বিন্যাসের ৪′ ফুট নিম্নে দৃষ্ট হয়। বাঁকা নদীর শাখা খোসীর তীর হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে, এই বালি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপর হইতে প্রায় ২′ ফুট নিম্নে, ৪′ ফুট গভীর লাল বালিযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।

(১১) আসানসোলের[৩] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালাতে বড় দানাবিশিষ্ট লাল বালি পাওয়া যায় ও এই বালির উপরের ২″।৩″ ইঞ্চি অত্যন্ত লাল ও ঈষৎ শক্ত। এই শক্ত বালি মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। সুলতানগাছার বালুকা-স্তরের উপরিভাগে এইরূপ গাঢ় লাল ও ঈষৎ শক্ত ২″।৪″ ইঞ্চি বালি পাওয়া যায়। আসানসোলে পাঁচেট যুগের কর্দ্দম-প্রস্তর বর্ত্তমান আছে; ইহা অত্যন্ত লাল। এই স্থানে লাটেরাইট নামক লাল প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রস্তর হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। আসানসোলে "Iron-stone shale" প্রস্তরও আছে। মগরার বালির ভিতর যেরূপ প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়, আসানসোলের জমির উপর ও ক্ষুদ্র নালার লাল বালির ভিতর ঐরূপ প্রস্তরগুটিকা প্রচুর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রস্তরগুটিকা ও স্থানীয় লাটেরাইট এক ও একই প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। আসানসোলের কর্দ্দম প্রচুর লৌহময়।

(গ) মগরাহাটের দক্ষিণের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) মজিলপুরের[৪] স্তর-বিন্যাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর নাই। উপরের ৩′ ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর প্রায় ৭′ ফুট আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক। এক স্থানে

১। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পুর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দে সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতত্ত্বের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয় ছাত্রদিগকে লইয়া ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আসানসোলে যান। আমি এই সঙ্গে গিয়াছিলাম ও লাল বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

৪। খিদিরপুরস্থ ৫।১ পদ্মপুকুর রোডের নিবাসী মিঃ আর, সি, বাণার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি জমির উপর দেখা যায়। ইহার বেধ প্রায় ৪'।৫' ফুট, লাল কর্দ্দমের রং বেশী ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়।

(২) কুটীগোদায়[1] স্তর-বিন্যাসে লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয় নাই। এ স্থানের উপরে ৩' ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর ৬' ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর। আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে কাল পাঁক দেখা যায়।

(৩) গিলারছাটে লাল আঁটাল কর্দ্দম নাই। এ স্থানের উপরে ৭.৫' ফুট বালি-মিশ্রিত আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক।

২। রাঙা মাটির উৎপত্তি

মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরের যে যে স্থানে লাল কর্দ্দম পাওয়া গিয়াছে, তাহা রঙে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল মাটি পাওয়া যায়, তাহার রঙে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষত্ব এই যে, মগরাহাট হইতে যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, ততই লাল রং ক্রমে বেশী গাঢ় হইতে থাকে ও স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় ও লাল কর্দ্দমের সহিত লাল বালি বাহির হয়। মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর, উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে লাল কর্দ্দম-স্তরের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, ঐ সকল একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে এই নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত আরও কোন বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে এই দেশের কর্দ্দমস্তরের রঙের বিশেষত্ব বা ক্রমিক-গাঢ়তা ঘটিয়াছিল। বিশেষ অবস্থা এই যে, দামোদরের একটি শাখা ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মগরাহাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই শাখা এখন বিদ্যমান নাই। শিবপুরের নিম্নে গঙ্গা, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরে প্রবাহিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটি পূর্ব্বে মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত রঙের বিশেষত্বের-বা ক্রমিক-গাঢ়তার সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাউক, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান কোথায়। আমরা দেখিয়াছি, আসানসোল ও মগরার লাল বালির উপর ২"।৩"।৪" ইঞ্চি গভীর গাঢ় লাল রঙের শক্ত বালি পাওয়া যায়। উভয় স্থানের বালিতে ক্ষার-প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়। এগুলি লাটেরাইটের অংশ। দুই স্থানের বালিতে Ironstone shale নামক প্রস্তরের ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায়। আসানসোলের পাঁচেট ও লাটেরাইট প্রস্তর-ধ্বংসে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি হয়। দামোদর আসানসোলের গণ্ডোয়ানা প্রস্তরাবলির[2] ভিতর দিয়া প্রবাহিত

১। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি, বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

হইতেছে। কিছু নিম্নে দামোদরের কয়েকটি প্রবল শাখা—মানাদ, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া বহিত। এখন এগুলি মজিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কতকটা প্রদর্শিত আছে। মানাদ সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে অনেক নদী মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছিল। আসানসোল হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের পূর্ব্ববিবৃত লাল কর্দ্দম ও লাল বালির বিবরণ ও ভূতত্ত্ব, বিশেষতঃ দামোদরের বিলুপ্ত শাখাগুলির পথ, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, আসানসোলের পাঁচেট, লাটেরাইট ও Ironstone shale প্রভৃতি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন ধ্বংস পদার্থ ও মৃৎপাত্রাংশ প্রভৃতি আসানসোলের জমীর উপরের দ্রব্যাদি, দামোদর ও দামোদরের শাখা জলস্রোতে বহন করিয়া, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু, আমতা, মাকড়দা, এমন কি, মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে, জলের বহন করিবার ক্ষমতার ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্তির অনুসারে প্রস্তরগুটিকা, মৃৎপাত্রাংশ, লাল বালি ও লাল কর্দ্দম বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহা হইলে সুলতানগাছা হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তিস্থান আসানসোল অঞ্চলের পাঁচেট, লাটেরাইট ইত্যাদি প্রস্তরাবলী। মগরাহাট (চক্রদহ), উস্তি, সরিশা, সরিশার কিছু পশ্চিমের স্থান ও মাকড়দার জলস্রোত অতি কম থাকায় লাল কর্দ্দম-স্তর বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মাজু, আমতা, তারকেশ্বর, সুলতানগাছা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে জলস্রোত কিছু বেশী থাকায় বালি সঞ্চিত হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে বালি পড়িয়া নদীর তলদেশ যতই উচ্চ হইতে লাগিল, জলের বহু দূর পর্য্যন্ত বালি ও কর্দ্দম বহিবার শক্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই জন্য যে সকল স্থানে পূর্ব্বে বালি পড়িয়াছিল, তাহার উপর এখন লাল কর্দ্দম পড়িতে লাগিল ও বালি নদীর আরও উজান দিকে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অনেক নদী ও নালা মজিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কালে দামোদরের বহু উজান দিকে অবস্থিত আসানসোলের নালাগুলিতে বালি পড়িয়া পূর্ব্বের প্রবল জলস্রোত ক্ষীণ করিয়া ফেলিল। এখন বালি নালাতেই সঞ্চিত হয় ও লাল কর্দ্দমযুক্ত জল নদীপথে বাহির হইয়া আসে ও তীর-ভূমির উপর লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করে। পূর্ব্বোক্ত জলস্রোত কমিবার আর একটি বিশেষ কারণ, বৃষ্টিপাত পূর্ব্ব অপেক্ষা কমিয়া আসা। ইহার বিষয় পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে বলিয়া আসানসোলের প্রস্তরাবলি হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমও কম উৎপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আসানসোল অঞ্চল লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান হইলে অমডাল, আমতা প্রভৃতি ইহার নিম্নের দিকের স্থানসমূহের দামোদর-গর্ভে শাদাটে রঙের বালি পাওয়া যায় কেন? তবে কি দামোদর-গর্ভে এখন যেরূপ শাদাটে বালি নিক্ষিপ্ত হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত? আবার দেখা যায়, আমতায় জমী খুঁড়িলে লাল বালি পাওয়া যায়; মাজুতেও তাই। এ সকল স্থান দামোদরের উপরে বা অতি সন্নিকটে। বর্ত্তমান কানা নদী ও কুন্তল নদী ইত্যাদি দামোদরের শাখা ছিল। উক্ত শাখার পলিভূমির উপর মানাদ,

সুলতানপাহাড়, তারকেশ্বর, মাজু ইত্যাদি স্থান। এই সকল স্থানে কুন্তল ও কানা ইত্যাদি নদীগুলির মজা গর্ভদেশ খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমতা ও মাজুর মাটি খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয় ও এই স্থানগুলি বর্ত্তমান দামোদরের উপর বা অতি সন্নিকটে। এই সকল বিষয় হইতে স্থির বলা যাইতে পারে, আসানসোলের নিম্নে বর্ত্তমান দামোদর-গর্ভ খুঁড়িলে, উপরের শাদাটে বালির পর লাল বালি বাহির হইবে। আসানসোলের নালাগুলি বালি পড়িয়া রুদ্ধ হওয়ায় কেবল লাল কর্দ্দমময় জল বাহির হইয়া আসে ও দামোদরের দুই পারে (বাঁধ না থাকিলে) বহু দূর পর্য্যন্ত এখনও লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করিত। আর আসানসোলের উত্তর-পশ্চিমে[১] ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত দামোদর ও বরাকর নদদ্বয় ধরিয়া গেলে পাঁচেট বা লাটেরাইট প্রস্তর পাওয়া যায় না, এই জন্যই এ অঞ্চলের বালি শাদা। এই বালিই ক্রমে নিম্নের দিকে অনতাল, আমতা প্রভৃতি স্থানে দামোদর-গর্ভে আসিয়া পড়িয়াছে ও পূর্ব্বের লাল বালিকে চাপা দিয়াছে।

লাটেরাইট প্রস্তর আসানসোল হইতে উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জিলাতেও[২] ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আসানসোলের উত্তরের এবং বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরাইটময়[২] দেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে, এই নদীগুলি গঙ্গার জলে লাটেরাইট প্রস্তরের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন লাল কর্দ্দম আনিয়া দেয় ও পূর্ব্বেও দিত। মগরার পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল কর্দ্দম-স্তর লক্ষিত হয়, উহা গঙ্গার এই লাল কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রায় ৫৫০০ বৎসর হইল,[৩] অতীত-জঙ্গলময় দ্বীপগুলি কর্দ্দম-চাপা পড়িয়াছে। আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের নিদর্শন[৪] প্রায় ৮।১০ হস্ত বা ১২'।১৫' ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও আমতা এক অক্ষাংশে। গঙ্গা-দামোদর পলিভূমির গঠন, দক্ষিণে বিস্তৃতি লাভ ও পতন[৫] যেরূপ ভাবে হইয়াছে, তাহাতে এক অক্ষাংশের কতকগুলি পরিবর্ত্তন মোটামুটি এক প্রকার ধরা যাইতে পারে। কলিকাতা ও আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গল একই সময়ে হইয়াছিল ধরিয়া লইলাম। আর ধরিয়া লইব, এই দুই স্থানের অতীত জঙ্গল একই সময়ে, একই কারণে নিমজ্জিত ও মাটি-চাপা পড়িতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে দেখা যায়, $\frac{৫৫০০}{১২}$ = ৪৫৮ বা $\frac{৫৫০০}{১৫}$ = ৩৬৭ বৎসরে এক ফুট কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৫০০ বৎসরে

১। The Coal fields of India (Raniganj section) by george A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। A Manual of the geology of India Revised and largely rewritten by R. D. Oldham A. R. S. M. page 174-177.

৩। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

৪। আমতানিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৫। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

মোটামুটি এক ফুট করিয়া কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে সঞ্চিত হইয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চলে মোটামুটি ২৬০ বৎসরে এক ফুট করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১]

আমরা দেখিয়াছি, আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গলের উপর অন্ত কর্দ্দমস্তর ব্যতীত লাল কর্দ্দমস্তর প্রায় ৬´।০.৫´ ফুট দেখা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অতীত জঙ্গলের উপর অন্ত কর্দ্দমস্তর ব্যতীত মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল কর্দ্দমস্তর দেখা যায়। নানা পার্থক্য ও বিশেষত্ব ধরিলেও উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে ইহা বলা যায়, দামোদর যত লাল কর্দ্দম বহন করিয়াছে, গঙ্গা তাহা হইতে অনেক বেশী লাল কর্দ্দম আনিয়াছে। আর দেখা যায়, যতটা দেশ হইতে লাল কর্দ্দম ধৌত হইয়া দামোদরে আসিয়াছে, তাহা হইতে যতটা দেশ ধৌত হইয়া লাল কর্দ্দম গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক বেশী।

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরে বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহার বেধ কিছু কম হয়। সম্ভবতঃ ধৌত হওয়ায় কমিয়া গিয়াছে। লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তরের উপর কোনও স্থানে ২´।৩´ ফুট দোআঁশ মাটি ও কোন স্থানে ১০´ ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর লক্ষিত হয়। তাহা হইলে এই স্থানগুলিতে দোআঁশ মাটি ও আঁটাল কর্দ্দম, লাল কর্দ্দমস্তর হইতে নূতন। যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরেই বর্ত্তমান আছে, সে স্থানের নিকট যে দোআঁশ মাটি পাওয়া যায়, তাহা লাল আঁটালের ঢালু গাত্রের উপর পড়িতে দেখা যায়। তাহা হইলে এ স্থানেও দোআঁশ মাটি, লাল আঁটাল কর্দ্দম হইতে নূতন। অবশ্য যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে দোআঁশ মাটি পাওয়া যাইবে, সে স্থানে দোআঁশ মাটি পুরাতন। এরূপ ব্যাপার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্তরবিন্যাসে দেখা গিয়াছে। আর গঙ্গার পলিভূমির গঠন ও বিস্তৃতি লাভ[১] হইতে দেখা যায় যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানসমূহ উত্তরের ও পূর্ব্ব-উত্তরের স্থানসমূহ হইতে নূতন। মগরাহাটের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে (যেমন মজিলপুরের এক স্থানে) ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি উপরে দেখা যায়। ইহা প্রায় ৪´।৫´ ফুট গভীর; ইহার নিম্নে বালি। এ স্থানে বলিয়া রাখি, লাল কর্দ্দম, অত্যন্ত ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। বেশী পরিমাণ লৌহ থাকিলে কর্দ্দমের রং গাঢ় লাল হয়। লৌহের পরিমাণ যতই কম হয়, কর্দ্দমের রং ততই ফেকাসে দেখায়। লৌহের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইলে কর্দ্দম ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়। যাহাই হউক, এই ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর হইতে অনেক বিভিন্ন। বিভিন্নতা এই,—একটি লাল, একটি ঈষৎ লাল্ আভাযুক্ত, একটি আঁটাল, অন্যটি দোআঁশ, একটি বহু পুরাতন, একটি নূতন। মোটামুটি বলা যায়, ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটির

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

উৎপত্তিস্থান ও নিক্ষেপণ হিসাবে লাল আঁটাল কর্দ্দমের সহিত এক প্রকার। কিন্তু কাল হিসাবে ও যতটা লাল কর্দ্দম গঙ্গায় পূর্ব্বে আসিত ও পরে যতটা আসিয়াছে, সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল কর্দ্দমস্তর পুরাতন ও এইগুলির স্থূলতাও অত্যন্ত অধিক; আর দেখা গিয়াছে যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানগুলি নূতন ও এ স্থানে যে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, তাহার স্থূলতা কম, দোআঁশলা ও রঙে অত্যন্ত ফেকাসে। এই সকল হইতে অনুমান হয়, গঙ্গা যে দেশ হইতে লাল কর্দ্দম পায়, সেই দেশ, পূর্ব্বে বেশী লাল কর্দ্দম উৎপন্ন করিত ও বেশী লাল কর্দ্দম সেই দেশ হইতে ধৌত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িত। ইহা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে।

এখন মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাউক। কলিকাতার নিকট লাল আঁটাল কর্দ্দমের উপর প্রায় ১০ ফুট সাধারণ আঁটাল দেখা যায়। মেটে রং বলিতে যে রং বুঝা যায়, এই আঁটালের সেই রং। কলিকাতার নিকটে পলি পতনের হার ২৬২ বৎসরে এক ফুট। ইহা যে স্থান (নলগোড়া) হইতে লওয়া হইয়াছে, সে স্থানের পলি দোআঁশলা ও সে স্থানের ভূমি যেমন পতিত হইতেছে, তেমন পলিও সঞ্চিত হইতেছে। খুব কম দিন পর্য্যন্ত পলি সঞ্চয়ের কোন বাধা হয় নাই[১]। উপরোক্ত সাধারণ আঁটালের পতনের হার দোআঁশলা মাটি পতনের হার হইতে কিছু বিভিন্ন হইবে। আর সাধারণ আঁটাল মাটি বহু দিন ধরিয়া ধৌত হইতেছে ও ইহার উপর বহু দিন আর কর্দ্দম-সঞ্চয় হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে যদি ১০´ ফুট সাধারণ আঁটালের স্থানে ১৩´ ফুট ধরি, তাহা হইলে অনেক ভ্রম সংশোধিত হয়। এখন ২৬২ × ১০ = ২৬২০, ২৬২ × ১৩ = ৩৪০৬। তাহা হইলে মোটামুটি ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গায় লাল কর্দ্দম বেশী আসিত ও যে স্থান হইতে লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হইত, তাহাও বেশী ধৌত হইত ও কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম ১৩´ ফুট হইতে ২২´ ফুট গভীর। এখন ২৬২ × ১৩ = ৩৪০৬, ২৬২ × ২২ = ৫৭৬৪। তাহা হইলে মোটামুটি ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া গঙ্গা বেশী লাল কর্দ্দম পাইয়াছে ও লাল কর্দ্দম উৎপত্তির স্থান বেশী ধৌত হইয়াছে। শেষ কথা— প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া লাল কর্দ্দম উৎপত্তিস্থানে বেশী বৃষ্টি হইত ও লাল কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন ও ধৌত হওয়া বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

৩। সংক্ষিপ্ত সার

(১) মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর পাওয়া যায়, ঐ সকল

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংস্কৃত।

গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই কর্দ্দম বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত ল্যাটেরা-ইট প্রস্তরময় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দামোদরের একটি শাখা বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবারের কিছু উত্তরে, পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মগরাহাটে পৌঁছিয়াছিল। গঙ্গা কালীঘাটের পথ হইতে, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, ঐ পথে চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরস্থিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটির জন্যই মগরাহাটের যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তরগুলির রং ক্রমে গাঢ় হইতে থাকে ও ক্রমে লাল বালিও দেখা যায়।

(৩)* আসানসোলের নিম্নে, দামোদর-গর্ভ খুলিলে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যাইবে। এই লাল বালির উপরিস্থিত শাদাটে বালি আসানসোলের উপর হইতে দামোদর-পথে আসিয়া এই নিম্ন দামোদরে আসিয়া পড়িয়াছে ও লাল বালি চাপা দিয়াছে।

(৪) সুলতানগাছার বালি পতনের শেষ কাল, মনুষ্য-সভ্যতার সময়।

(৫) গঙ্গা, দামোদর অপেক্ষা বেশী পরিমাণ লাল কর্দ্দম বহন করে। দামোদর ল্যাটেরা-ইট প্রভৃতি প্রস্তরময় দেশের যতটা পরিসরের ধোয়াট প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা গঙ্গা অনেক বেশী পরিসরের ধোয়াট্ বহন করিয়া থাকে।

(৬) আমতা অঞ্চলে বা কলিকাতার এক অক্ষাংশে দামোদর-পলিভূমিতে ৪০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া পলি সঞ্চিত হইয়াছে।

(৭) বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত দেশসমূহে পূর্ব্বে যেরূপ বৃষ্টি হইত ও প্রস্তর ধৌত হইত, এখন তত বৃষ্টি হয় না ও সেই জন্য প্রস্তরগুলিও তত ধৌত হইতে পারে না; প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বর্ষ ধরিয়া বেশী বৃষ্টি হইত ও বিশেষভাবে প্রস্তর পরিবর্ত্তন করিতে ও ধৌত করিতে পারিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

ঋকার-তত্ত্ব
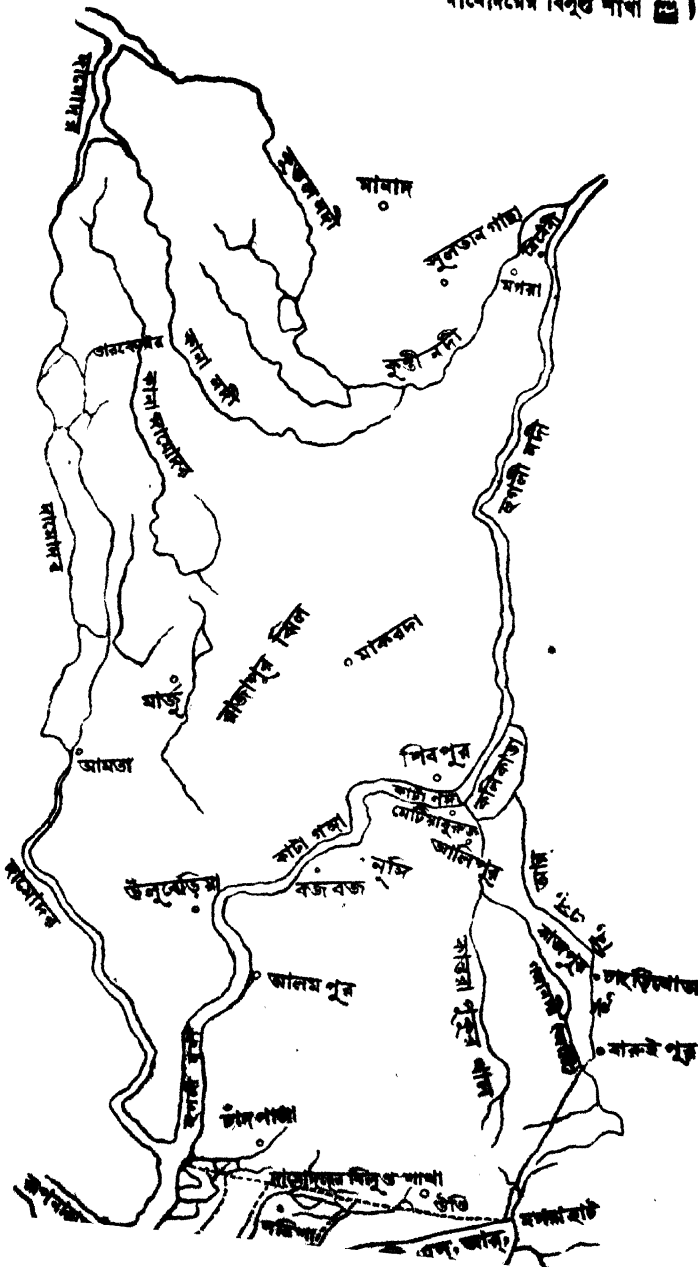
§ ১। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানান্তরে[1] এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, আরো কিছু বলিব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ আমার ঐ পূর্ব্বোক্ত কথার সহিত বর্ত্তমান কথা কয়টি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে বৈদিক ও অন্যান্য বহু প্রমাণ সেই স্থানে দিয়াছি, অতএব এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না।

§ ২। বৈদিক ভাষায় ঋকার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই সমস্ত রূপকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিব, (১) স্বরাদি, ও (২) ব্যঞ্জনাদি। স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি আবার প্রত্যেক চারি ভাগে বিভক্ত।

§ ৩। (১) স্বরাদি রূপ, যথা—

(ক) ঋ=অ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (ক র্+উ+তি) ক রো তি (ঋ০)।
√ ভৃ ,, (ভ র্+অ+তি) ভ র তি (ঋ০)।

(খ) ঋ=ই র্, যথা—

√ হৃ হইতে (জি-হি র্+স+তি) জি হী র্ষ তি (অথ০)।
√ কৃ ,, (চি-কি র্+স + তি) চি কী র্ষ তি (অথ০)।[2]
√ কৄ[3] ,, কি র (ঋ০, লোট্, ম০ এক০)।

(গ) ঋ=উ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (কু র্+উ+ম স্) কু র্মঃ (ঋ০);
,, ,, (কু র্+উ+হি) কু রু (ঋ০)।
,, ,, (কু র্+উ) কু রু (=ঋত্বিক্), নিঘণ্টু, ৩. ১৮।
√ তৄ ,, (ত-তু র্+ই) ত তু রি (ঋ০, =বিজেতা, দ্রঃ—পা০ ৭, ১,১০৩)।
√ ভৃ ,, (ব-ভু র্+স+তি) বু ভূ র্ষ তি (ব্রা০; দ্রঃ—√ মৃ হইতে মু মূ র্ষ তি, ইত্যাদি, পা০ ৭, ১, ১০২)।

১। বাঙ্লার উচ্চারণ, প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ।

২। তুলঃ—পাণিনি, ৭.১.১০০, ও ইহার ব্যাখ্যা—"লাক্ষণিকস্যাপ্যত্র গ্রহণম্"—কাশিকা।

৩। ৠকার ঋকারেরই দীর্ঘ ভিন্ন কিছু নহে; হ্রস্বও উচ্চারণে কখনো দীর্ঘ হয়, আবার দীর্ঘও উচ্চারণে হ্রস্ব হয়। এই জন্যই পাণিনি কতকগুলি উকারান্ত ও ৠকারান্ত ধাতু হ্রস্ব হয় বলিয়া বিধান করিয়াছেন (৭.৩.৮০)। Macdonell সাহেব নিজের (বড় ও ছোট উভয়) বৈদিক ব্যাকরণেই বিদারণার্থক প্রচলিত দৄ ধাতুকে হ্রস্ব-ঋকারান্ত করিয়াই ধরিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইহা ঠিক হইলেও ব্যাকরণ হিসাবে ঠিক বলা যায় না।

(ঘ) ঋ = এর্, এরে

ঋকারের বস্তুত এতাদৃশ উচ্চারণ থাকিলেও সংস্কৃতের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই না, সংস্কৃতের সহোদরা বা অপর কোনো তাদৃশ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ অবেস্তায় ইহা পাওয়া যায়। যথা—

সংস্কৃত	অবেস্তা
বৃক	বেহ্র্ক।[৪]
মৃত	* মের্ত, মেষ।[৫]
পৃতনা	* পের্তনা, পেষনা (=সংগ্রাম)।
কৃত	কেরেত।
আভৃত	আবেরেত।

§ ৪। ব্যঞ্জনাদি রূপ যথা—

(ক) ঋ = র, যথা—

ঋজু (ঋ০) হইতে রজিষ্ঠ (ঋ০, অবেস্তা রজিস্ত;
লৌকিক সংস্কৃত ঋজিষ্ঠ, পা০ ৬, ৪, ১৬২)।

√ কৃ হইতে ক্রতু (দ্রঃ—উণাদি, ১, ৮০)।

√ দৃহ্ „ দৃহ্য (ঋ০, লোট্, ম০ এ০), দৃঢ় (ঋ০),
কিন্তু দ্রহ্যৎ (ঋ০, 'দৃঢ় করিয়া')।

√ দৃশ্ „ দ্রষ্টুম্ (ঋ০), দ্রক্ষ্যতি (ব্রা০)।

√ মৃদ্[৬] হইতে ম্রদ (ঋ০)।

সৃকন্ (ঋ০) ও স্রক (ঋ০) উভয়ই হয়।

(খ) ঋ = রি, যথা—

√ কৃ হইতে ক্রিয়তে (ঋ০)।

√ মৃ „ ম্রিয়সে (ঋ০)।[৭]

৪। এখানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে এর শব্দের মধ্যে হ আগম হইয়াছে। তুলঃ—বর্ত্তমান বিহারী ভাষায় (সর্ব্ব বিয়া—বস্তি জেলা, ও মধেসী—চম্পারণ জেলা) মহতারি (=মা, মাতৃ শব্দ হইতে)।

৫। সংস্কৃত ত = অবেস্তা ষ, See A Practical Grammar of the Avesta Language by K. E. Kanga, p. 37; Jackson's Avesta Grammar, Part 1. § 163; Burgmann, Vol IV. 156.

৬। √ মৃদ্ ও √ ম্রদ্ বস্তুত একই।

৭। √ ঋ (গতি) = √ রি (প্রবাহ), উভয়ই বৈদিক।

(গ) ঋ=রু, যথা—

বৃক্ষ=রুক্ষ[৮] (ঋ°, ৬, ৩, ৭)।[৯]

√দৃ (তুলঃ—দৃতি=চর্ম্ম বা চর্ম্মপুটক) অথবা √দৄ হইতে

দ্রু (ঋ°, দারু, দারুপাত্র), দ্রুম (ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, ৫, ১১)।[১০]

(ঘ) ঋ=রে,[১১] যথা—

গৃহ হইতে *গ্রেহ, গেহ (বাজ° সং ৩০, ৯)।

গৃহ্য " *গ্রেহ্য, গেহ্য (ঋ° ৩, ১০, ৭; বাজ° সং°, ১৬, ৪৪)।

৮। সায়ণ এখানে ইহার অর্থ 'দীপ্ত' করিয়াছেন, কিন্তু মূলে "ওষধী" শব্দের সহিত ইহার প্রয়োগ থাকায় বৃক্ষ অর্থই ভাল মনে হয়।

৯। পালি ও প্রাকৃতে বৃক্ষ স্থানে রুক্খ সুপ্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত রুক্ষ শব্দই পালি-প্রাকৃতের নিয়মে (অনাদিস্থিত ক্ষ=ক্খ) রুক্খ হইয়াছে। বৃক্ষের বকার অন্তস্থ হওয়ায় সহজেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—√বৃধ্‌-√ঋধ্‌, বৃদ্ধি—ঋদ্ধি, বৃষভ—ঋষভ (জৈন সাহিত্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবকে বুঝাইতে বৃষভ শব্দও প্রযুক্ত হয়, দ্রঃ—কল্পসূত্র, ১), বৃদ্ধোতি—উর্দ্ধোতি।

১০। এই দ্রু শব্দ যে, √দৃ অথবা ইহারই অপর রূপ √দৄ ('বিদীর্ণ করা' বা 'বিদীর্ণ হওয়া') হইতে হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্য-ধাতুমালার (Aryan Roots) ইহা (√দেদ্‌, √দৃ) অন্যতম। সংস্কৃত ও অবেস্তার দ্রু, সংস্কৃত দারু (অবেস্তা দাউরু), দ্রুমি, তরু, গ্রীক *drus* (=বৃক্ষ, বিশেষতঃ ওক), *drumos* (ওকের জঙ্গল, coppice), ও ইংরাজী *tree* প্রভৃতি শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। দ্রষ্টব্য—Eur-Aryan Roots of J. Baly, Vol. I. p 406; সংস্কৃতে দ্রু ও তরু শব্দের বড় বিচিত্র ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। অমরের টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত উণাদি সূত্র অনুসারে (১.১৬) দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—"দ্রবতি উর্দ্ধং, দ্রু গতৌ...দ্রুঃ," যেমন শতদ্রু, ইত্যাদি। তরু শব্দের ব্যুৎপত্তি "তরতি, তরন্ত্যনেন ইতি বা (উণা° ১.৭)। কিন্তু দারু শব্দের ব্যুৎপত্তি উণাদিসূত্রে (১.৩) ঠিকই করা হইয়াছে—"দীর্য্যতে ইতি দারু।" পাণিনি দ্রুম শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক দিয়াছেন (৪.২.১০৮), দ্রু শব্দের উত্তর মত্বর্থে ম প্রত্যয়; কিন্তু তিনি দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেন নাই। এখানে দ্রু শব্দের অর্থ দারু বা কাঠ, অতএব দ্রুম, অর্থাৎ দারু বা কাঠ আছে বলিয়া বৃক্ষ দ্রুম। দ্রুম শব্দ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৫.১১) আছে, নিরুক্তেও পাওয়া যায় (৪.১৯, ইত্যাদি)। সংহিতার সময়ে দারু অর্থে দ্রু শব্দই ছিল। পরে দ্রু আছে বলিয়া বৃক্ষ-অর্থে দ্রুম হইল। তাহার পরে আবার দ্রু, দ্রুম উভয়ই বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টই দেখা যায়, পাণিনির সময় পর্য্যন্ত দ্রু দারু-অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে ঐ অর্থ লুপ্ত হওয়ায় অবিশেষে উভয় শব্দই বৃক্ষবাচী হইয়া পড়িলে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ পাণিনির উল্লিখিত (৪.২.১০৮) সূত্রে দ্রুম শব্দ ব্যাখ্যা করিতে ব্যাকুল হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলেন—"দ্রুর্বৃক্ষঃ সোঽস্যাস্তি অবয়বত্বেনেতি দ্রুমোঽপি বৃক্ষ এব" (!)।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। দীর্ণ হয় বলিয়াই কাঠ দ্রু, দারু। অথবা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ইহা উঠে বলিয়া ঐ নাম হইতে পারে। তুলঃ—উদ্ভিদ্‌ (√ভিদ্‌ বিদারণে)।

১১। প্রাকৃত-প্রভাবে রকারটা লুপ্ত হইয়া কেবল অকার থাকে।

মৃ হ্ র হইতে * ম্রে হ্ র, মে হ্ র (শতপথ)।[১২]

ঋকারের এই রে উচ্চারণ যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এই জন্যই তাঁহাদের শিক্ষা-গ্রন্থসমূহে তাহার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, (পূর্ব্বোল্লিখিত বা ঙ্ লা র উ চ্চা র ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে তাঁহাদের মতে কৃ ণো ষি (বাজ° স°, ২,১) উচ্চারিত হইবে, ক্রে ণো ষি।

§ ৫। বৈদিক ভাষায় ঋকারের যে পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল, লৌকিক সংস্কৃতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে; এ জন্য লৌকিক সংস্কৃতের অপর উদাহরণ না দিয়া আমরা এখন ঋকারের সহিত পালি-প্রাকৃতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ভাষার সহিত এই দুই ভাষার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, যাঁহারা এই দুই ভাষা বলিতেন, তাঁহাদের বাপ-দাদাদের নিকট ঋকারের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত উচ্চারণগুলিই পরিচিত ছিল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

§ ৬। স্বরাদি রূপ (§ ৩), যথা—

(ক) ঋ=অ র্ (অর), যথা—

√ মৃ হইতে ম র তি (পা°); ম র ই (প্রা°)।

(খ) ঋ=ই র্ (ইর), যথা—

√ গৄ হইতে গি র তি, গি ল তি (পা°); গি র ই, গি ল ই (প্রা°)।

(গ) ঋ=উ র্ (উর), যথা—

√ কৃ হইতে কু রু মা ন (পা°)।

§ ৭। ব্যঞ্জনাদি রূপ (§ ৪)। প্রয়োগে আদিতে ব্যঞ্জন (র) দেখা না গেলেও মূলত তাহা ছিল, পরে পালি-প্রাকৃতের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।[১৩] উদাহরণ যথা—

(ক) ঋ=*র=অ, যথা—

কৃ ত হইতে * ক্র ত, ক ত (পা°), ক অ (প্রা°)।

নৃ ত্য „ * ন্র ত্য, ন চ্চ।

১২। সংস্কৃতে প্রচলিত বে ত ন শব্দ বস্তুত এই নিয়মেই √বৃত্ হইতে হইয়াছে,—√ বৃ ত + অ ন=* ব্রে ত ন=বে ত ন (তুলঃ—ব র্ত্ত ন, বৃ ত্তি)। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকগণ ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—√ বী + তন (উণা° ৩,১৫০)।

১৩। See William's Philological Lectures on Sanskrit and the Derived Languages, by R. G. Bhandarkar, Bombay, 1914, p. 39.

(খ) ঋ = *রি[14] = ই, যথা—

ঋ ণ হইতে রি ণ (প্রা০)।
ঋ তে „ রি ত্তে (পা০)।
শৃ ঙ্গ „ *শ্রি ঙ্গ, সিঙ্গ।
সৃ গা ল[15] হইতে *স্রি গা ল, সি গা ল (পা০), সি আ ল (প্রা০)।

(গ) ঋ = *রু[16] = উ, যথা—

বৃং হ য় তি হইতে ব্রূ হে তি (পা০)।[16]
বৃ দ্ধ „ *ব্রু ড্ ঢ, বু ড্ ঢ।

(ঘ) ঋ = *রে = এ

বৃ হ ৎ ফ ল হইতে *ব্রে হ ৎ ফ ল, বে হ প্ ফ ল (পা০)।
বৃ ন্ত হইতে *ব্রে ন্ত, বে ণ্ট (প্রা০)।[17]

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, ঋকারের পূর্ব্বপ্রদর্শিত (§§ ৩, ৪) উচ্চারণসমূহ প্রচলিত ছিল।

§ ৮। এখন আমরা ঋকারের বস্তুত মূল উচ্চারণ কি ছিল এবং কিরূপেই বা তাহার উল্লিখিত পরিবর্ত্তনগুলি হইল, দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা-সমূহে ঋকারের উচ্চারণ লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, (ঋ০ প্রা০, ১৮, কাশী০ ৩৫ পৃ০ ; বা০ প্রা০, ১,৬৫) ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল (জিহ্বামূলীয়), এবং ইহা সেখানে হনু-মূল[18] দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) লিখিত হইয়াছে যে, ঋকার উচ্চারণ করিতে হইলে হনু-দ্বয় পরস্পর উপসংশ্লিষ্টতর হইবে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ব র্স্ব-নামক স্থানে আঘাত করিতে হইবে। আমরা টবর্গ উচ্চারণ করিতে

১৪। কখনো কখনো প্রয়োগেও ইহাই থাকে, র লুপ্ত হয় না।

১৫। ইহাই ইহার বৈদিক রূপ (শত. ১২.৫.২.৫), পরে শৃ গা ল হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, যথা,—বৈদিক ব সি ষ্ঠ, স্তা ল, সূ ক র যথাক্রমে পরে ব শি ষ্ঠ, স্থা ল, শূ ক র।

১৬। এখানে 'বৃং' শব্দের গুরুমাত্রা স্থির রাখিবার জন্ম হ্রস্ব উকারকে দীর্ঘ করা হইয়াছে।

১৭। বো ণ্ট ও বি ণ্ট শব্দও হয় (চণ্ড, ২.৫ ; হেমচন্দ্র, ৮.১.১৩৯ ; শুভচন্দ্র, ১.২.৯৩ ; লক্ষ্মীধর, ১.২.৮৩ ; বররুচি, ১.১০ ; ত্রিবিক্রম, ১.২.৮৩ ; ক্রমদীশ্বর, ২.৬৭)। বে ণ্ট হইতে বাঙ্লার বোঁ ট, বে ট। বৃ ন্ত— *ব্র ন্ত—ব ণ্ট (পালি), ইহা হইতে বাঙ্লার বাঁ ট। প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার (ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, ৩৫২ পৃ০) বো ণ্ট পদও দিয়াছেন, ইহা হইতে আমাদের (বো ণ্ট ক—বো ণ্ট অ—) বোঁ টা হইয়াছে।

১৮। অর্থাৎ বিবৃত মুখের দুই পার্শ্বভাগ ("হনুশব্দ আস্যপার্শ্বভাগয়োর্বর্ত্ততে"—বৈদিকাভরণ-টীকা, তৈ০, প্রা০, ২, ১২)।

মুখ-বিবরের উপরিভাগে যে স্থানটা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করি, সেই স্থান, ও দন্তমূল, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম ব র্স্ব'।[১৯]

পাণিনি-সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনেকে বলেন, এবং ইহা সাধারণত খুব প্রসিদ্ধও আছে, ঋকারের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহা মূর্দ্ধন্য—"স্যুর্মূর্দ্ধন্যা ঋটুরষাঃ" (পাণিনি-শিক্ষা, ১৭)। মূর্দ্ধা বলিতে মু খ বি ব রে র উ প রি ভা গ (তৈ০ প্রা০, ২,৩৭, বৈদিকাভরণ), যে স্থান হইতে টবর্গ উচ্চারিত হয়।

§ ৯। পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত পাণিনি-সম্প্রদায়ের মতের খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তালু হইতে দন্তের দিকে ক্রমশ এই কয়টি স্থান আছে,—(১) তালু, (২) মূর্দ্ধা, (৩) বর্স্ব', (৪) দন্তমূল ও (৫) দন্ত। পূর্ব্বমতবাদীরা (১) তালু ও (৪) দন্তমূলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দুই ভাগে, অর্থাৎ (২) মূর্দ্ধা ও (৩) বর্স্ব', এই দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের নিম্ন (৩) অংশে, আর পরমতবাদীরা ইহাদের উচ্চ (২) অংশে ঋকার উচ্চারিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

§ ১০। প্রয়োজনবোধে প্রসঙ্গত আমরা এখানে রকারেরও উচ্চারণ আলোচনা করিয়া লইব। ঋকারের ন্যায় রকারেরও উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহা দন্তমূলীয় (বাজ০ প্রা০, ১,৫৮ ; ঋ০ প্রা০, ১ম পটল, ৩৭ পৃ০ ; যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা, শিক্ষাসংগ্রহ, কাশী০ ১১ পৃ০) ; এবং ইহা উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলের উপরিভাগে (দন্তমূলে নহে) আঘাত করিতে হয় (বাজ০ প্রা০ ১,৭৭)। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঋক্প্রাতিশাখ্যে (১ম পটল, ৩৭ পৃ০) আবার উক্ত হইয়াছে যে, কাহারো কাহারো মতে রকারের উচ্চারণ-স্থান বর্ৎস্ব (বর্স্ব' ?), ইহা বার্ৎস্ব্য[২০] বর্ণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেরও (২.৪১) ইহাই অভিমত মনে হয়। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, রকার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রের মধ্য-স্থান দিয়া দন্তমূলের ভিতরে উপরিভাগে আঘাত করিতে হয়।

§ ১১। তাহা হইলে রকারের উচ্চারণ তিন প্রকার দাঁড়াইতেছে,—(১) মূর্দ্ধায়, (২) বর্স্বে ও (৩) দন্তমূলে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত (৩) উচ্চারণটি ত্যাগ করিলে, ঋকারের সহিত ইহার উচ্চারণগত সাম্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতে ঋকার ও রকার উভয়ই মূর্দ্ধা বা বর্স্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা, বর্স্ব' ও দন্তমূল, এই তিন স্থানে রকার উচ্চারণ করিয়া পাঠকেরা ঐ তিন রকারের পরস্পর ভেদ অবধারণ করিবার

১৯। "ব র্স্বা নাম রেফ-টবর্গ-স্থানয়োর্মধ্যপ্রদেশাঃ,"—বৈদিকাভরণ-টীকা (তৈ, প্রা, ২,১৮) ; "ব র্স্বে'ষু ইতি দন্তপঙ্ক্তেরুপরিষ্টাদ্ উচ্চপ্রদেশেষু,"—ত্রিভাষ্যরত্ন-টীকা (ঐ)। তুলনা:—ব র্ৎ স্ব (? ব র্স্ব') শব্দের দন্তমূলাদ্ উপরিষ্টাদ্ উচ্ছূনঃ প্রদেশঃ,"—ঋ, প্রা, ১ম পটল, কাশী, ৩৭ পৃষ্ঠা, উব্বট-ভাষ্য।

২০। বা র্ৎ স্ব পাঠ বোধ হয় অশুদ্ধ, উব্বটের টীকা দেখিলে বোধ হয়, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) ব র্স্ব' বলিতে যাহা বুঝায়, বর্ৎস্ব শব্দও এখানে তাহাই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য টীকা, ১৯।

চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশেষ সাবধান না হইলে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম ভেদের অবধারণ অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

§ ১২। এখন আবার একবার ঋকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ঋকার একটি স্বরবর্ণ এবং ইহা হ্রস্ব, অতএব ইহার এক মাত্রা। প্রাতিশাখ্যকারগণ (বাজ° প্রা°, ১,৫৯-৬১) এক একটি মাত্রাকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে, বা চারি ভাগে, বা কখনো কখনো আট ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন; ইহাদের যথাক্রমে নাম অ র্দ্ধ মা ত্রা (½), অ ণু মা ত্রা (¼), ও প র মা ণু মা ত্রা (⅛)। ঋকারের বিচারে তাঁহারা ইহার ঐ এক মাত্রাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া বলেন যে, ইহার আদিতে এক অণুমাত্রা (¼), অন্তে আর এক অণুমাত্রা (¼) এবং মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা (½); এইরূপে মোট (¼+½+¼=১) এক মাত্রা হয়। ইহার মধ্যে মধ্যের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে রকারের (ব্যঞ্জন বলিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রা)। ঋকারের আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকার এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে শুনিতেই পাওয়া যায় না ("ঋৎবর্ণে রেফলকারৌ সংশ্লিষ্টৌ অশ্রুতিধরৌ এ ক ব র্ণৌ"—বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬)।[২১] এই রকার সাধারণ রকার হইতে হ্রস্বতর, অথবা সমানও হইতে পারে (ঋ° প্রা°, ৮,১৪; দ্রঃ—অ° প্রা°, ১,৩৭, ৭১)। প্রাতিশাখ্যের এই বর্ণনায় বুঝা গেল, ঋকারের মধ্যে লঘুতর রকার আছে।[২২]

§ ১৩। এখানে প্রশ্ন হয়, ঋকারের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমাত্রা ত রকারের হইল, এখন অপর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয় কাহার? ইহার আপাতত একটা উত্তর দিতে পারা যায় যে, ইহারা আলোচ্য স্বরেরই স্বকীয়, এই অর্দ্ধমাত্রাই (¼+¼) ঋকারের বিশেষত্ব, ইহাই ইহাকে স্বর বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছে। প্রতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬) উক্ত হইয়াছে যে, এই আণুমাত্রিক স্বর দুইটি ক ণ্ঠ্য ("কণ্ঠ্যাণুমাত্রয়োর্মধ্যে...")। ভাল, এই কণ্ঠ্য স্বর কি? অকার ভিন্ন কিছু নহে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ১,৭১; ঋ° প্রা°, ১,৮, কাশী° ৩৫ পৃ°; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি° স° ৩১ পৃ°) অবর্ণকেই কণ্ঠ্য বলা হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার যোগ করিলেই ঋকারের ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের অণুমাত্রা কতটুকু সময়, তাহা ঠিক করা বড় শক্ত। প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণ স্ব র ভ ক্তি র স্থলে (তৈ° প্রা° ২১,১৫) ইহা ব্যাখ্যা করিতে

২১। দ্রষ্টব্য—ত্রিভাষ্যরত্ন ও বৈদিকাভরণ ব্যাখ্যায় (তৈ, প্রা, ২১,১৫) উদ্ধৃত বররুচি "ঋলোর্মধ্যে ভবত্যর্দ্ধমাত্রা রেফলকারয়োঃ"—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শিক্ষা-সংগ্রহ, ৩২ পৃ°,। ঋকারে যেমন রকার, ৯কারেও সেইরূপ লকার, উভয়েরই এক নিয়ম।

২২। প্রাতিশাখ্যের এই কথা অবেস্তার দ্বারা সমর্থিত হয়। সংস্কৃতের ঋ অবেস্তা বর্ণমালায় স্ব স্থলেই এ-র্-এ, ইহা স্বরবর্ণের মধ্যে। এখানেও মধ্যে রকার রহিয়াছে। এই রকারের আদিতে ও অন্তে যে একার রহিয়াছে, তাহা হ্রস্ব, ইংরাজী fed শব্দের e'র ন্যায় ইহা উচ্চারিত হয়। অবেস্তায় একার তিনটি হ্রস্ব (short), দীর্ঘ (long) ও মধ্যম (middle); এ-র্-এ স্থলে হ্রস্ব।

গিয়া বলেন যে, এই অণুমাত্রিক স্বর এত সূক্ষ্ম যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিতে হয়।[২৩] "ব র্ হিঃ" (তৈ০ স০ ১,৬,৮), এখানে মধ্যবর্ত্তী রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রা করিয়া স্বর আছে (বকার-স্থিত অকার এখানে গণ্য করা হইতেছে না)। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করি—ব র্হিঃ) উচ্চারণ করিলে প্রাতিশাখ্যবিদ্গণের মতে তাহা ঠিক হয় না, রকার ও হকারের মধ্যে ঈষৎ একটু ব্যবধান দিতে হইবে। এইরূপে এখানে রকারের যে উচ্চারণ হয়, ঋকারেরও ঠিক সেই উচ্চারণ। ইহাই প্রাতিশাখ্যের অভিপ্রেত মনে হয় (বাজ০ প্রা০, ৪,১৭ ; তৈ০ প্রা০, ২১,১৫, টীকা)।

§ ১৪। স্বরের অণুমাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয়, বোধ হয়, আমরা বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষা-সমূহ হইতে পাইতে পারি। 'সে পথে আ স তে-আ স তে (=আসিতে-আসিতে) পড়ে গেল', এখানে মনে হয়, মধ্যবর্ত্তী সকারে অকারের একটু অতি সামান্য ধ্বনি মিলিয়া রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকে, তবে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হয়। যে খ লা, বা দ লা, এখানেও খকারে ও দকারে একটু অকারের ধ্বনি আছে বোধ হয়, কেন না, যে খ্লা, বা দ্লা বলা হয় কি ?[২৪] যদি এই সকল স্থানে সত্য-সত্যই অকারধ্বনি পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে অণুমাত্রিক অকার বলিতে পারি। যাহাই হউক, অণুমাত্রিক অকারটা যে, কিরূপ, উল্লিখিত আলোচনায় তাহার একটা অন্তত আভাসও পাওয়া যাইবে। এইরূপে আদি ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার ও মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকারের উচ্চারণে ঋকার উচ্চারিত হইত। অতএব উচ্চারণ হিসাবে তাহার রূপ ছিল অ-র্-অ।

§ ১৫। সকলেই শিক্ষা-প্রাতিশাখ্য পড়িয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিয়া নানা কারণেই উচ্চারণ করিতে পারে না। মানুষ চায় নিজের ভাবটা প্রকাশ করিতে, তা সে যেরূপে যত সহজে পারে, তাহার বাগ্যন্ত্র যেরূপে যতটুকু তাহাকে সহায়তা করিতে পারে, সে সেইরূপই করিয়া থাকে ; ব্যাকরণের শত-সহস্র নিয়ম ইহাতে বাধা দিতে পারে না। তাই ঋকারের মূল উচ্চারণ কথা তাহার এক-একটু ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ-কেহ আদির, কেহ-কেহ বা অন্তের অণুমাত্রিক অকারকে এরূপ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে যথাক্রমে অন্তের ও আদির অণুমাত্রিক অকার একবারে লুপ্ত হইয়া গেল, অর্থাৎ মূল অ-র্-অ কাহারো-কাহারো নিকটে অ-র্ (অর্), এবং কাহারো-কাহারো নিকটে র্-অ (র) হইয়া পড়িল ; যাঁহারা পূর্ব্বের অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা দিয়া (অর্থাৎ পূর্ণ এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিলেন, তাঁহাদের নিকট অ-র্ (অর্) হইল, আর যাঁহারা পরবর্ত্তী অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রায়

২৩। ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
চতুর্ভিরণুভির্মাত্রাপরিমাণমিতি স্মৃতম্ ॥

২৪। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

(এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট র্‌-অ (র) হইল। মূলত ঋ হ্রস্ব স্বর বলিয়া একমাত্রিক, ইহার এই দুই রূপান্তরেও সেই এক মাত্রাই স্থির থাকিল,[২৫] কেবল তাহার আকৃতিটার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঋকার এইরূপেই অর্‌ ও র হইয়াছে মনে হয়।

§ ১৬। ঋকারের অন্যান্য পরিবর্ত্তনও প্রধানত এইরূপেই হইয়াছে। উচ্চারণ-ভেদে পূর্ব্বোক্ত অ-র্‌-অ, ইহাই ই-র্‌ (ইর্‌) ও র্‌-ই (রি), এবং উ-র্‌ (উর্‌) ও র্‌-উ (রু) প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্ত্তনের একটা যুক্তি আমাদের মনে এইরূপ হয়,—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, √ কৃ হইতে চি-কির্‌-স-তি, চি কী র্ষ তি ; √ হৃ হইতে জি-হির্‌-স-তি হইতে জি হী র্ষ তি, √ কৄ হইতে কি র তি ; এই সকল স্থলে ঋকার ই র্‌ হইয়াছে। আবার √ কৃ হইতে ক্রি য় তে, √ ভৃ হইতে ভ্রি য় তে, ইত্যাদি স্থলে তাহা রি হইয়াছে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে,—

ঋকারের পর (ব্যবহিতই হউক বা অব্যবহিতই হউক) কোনো তালব্য বর্ণ থাকিলে প্রায়ই সেই ঋকার স্থানে ই র্‌ অথবা রি হয়। *

√ কৄ (=ক্‌+অ-র্‌-অ)+অ+তি, এখানে শেষে তি-স্থিত ইকারকে উচ্চারণ করিবার জন্য উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র প্রথম হইতেই উদ্যত হয়, যেমন কাহাকেও আঘাত করিতে হইলে আমাদের হস্ত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইবার জন্য উদ্যত হইয়া পড়ে। এই হেতু ককারস্থিত ঋকারের, অর্থাৎ যাহা একই কথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তিত রূপ অ র্‌-এর কণ্ঠ্য স্বর অকারকে ঠিক উচ্চারণ না করিয়া, উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র (শেষের তালব্য ইকারে লক্ষ্য থাকায়) তাহার স্থানে তালব্য স্বরই (অর্থাৎ ইকারই) উচ্চারণ করিয়া ফেলে। ক্রি য় তে, ভ্রি য় তে; এখানেও এই নিয়ম, √ কৃ+য+তে, √ ভৃ+য+তে, এখানেও ঋকারের পর তালব্য যকার থাকায় বাগ্‌যন্ত্র ইহা উচ্চারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঋকারকে রি উচ্চারণ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ ঋকারের পূর্ব্ব-বর্ণিত স্বরভাগকে কণ্ঠের পরিবর্ত্তে তালব্য করিয়া ফেলে।

§ ১৭। ই র্‌ ও রি ইহাদের ইকার একার হইলে (চিন্তনীয় গু ণ বি ধি) এ র্‌ ও রে হইয়া যায়, এবং উদাহৃত (§§ ৩,৪) পদসমূহ হয়।

§ ১৮। ঋ-স্থানে উ র্‌ অথবা রু হইবার নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

পদের মধ্যে ঋকারের (ব্যবহিত বা অব্যবহিত) পরে বা কখনো কখনো পূর্ব্বে কোনো ওষ্ঠ্য বর্ণ থাকিলে প্রায় তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

২৫। ব্যঞ্জনের যদিও অর্দ্ধমাত্রা, তথাপি স্বরসন্নিধানে ব্যঞ্জন স্বরেরই অন্তর্ভূত হইয়া যায় ; তাহারই মাত্রার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ স্বরেরই কাল, ইহার কাল ; স্বর ও ব্যঞ্জনে মিলিয়া একটি কালমাত্রা হয়। যেমন ব ব ট্‌, এ কালে বকারে একমাত্রা, এবং বকার ও টকারের একত্র এক মাত্রা—এই দুই মাত্রা। অবশ্য লঘু-গুরু-ভেদে এই মাত্রাদ্বয়ের ভেদ আছে। এই শব্দে শেষ বকার ও টকারের মধ্যে বকার অর্দ্ধমাত্রা (½) + তাহার অকার এক মাত্রা (১) + এবং টকার অর্দ্ধমাত্রা (½), মোট দুই (২) মাত্রা, এরূপ হিসাব ভুল, এবং তাহা কেহ করে না। ব্যঞ্জন যে, স্বরেরই অন্তর্ভূত, এ সম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যে বহু কথা আছে (তৈ, প্রা, ২১,৯, ইত্যাদি)।

√ কৃ+উ (+হি) হইতে কুরু, এখানে উ ওষ্ঠ্য বলিয়া তাহার উচ্চারণে বদ্ধলক্ষ্য বাগ্‌যন্ত্র ককার-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ওষ্ঠদ্বয়কে উপশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে (হৈ০ প্রা°, ২,২৪), এবং তাহাতেই ঋকারের অর্থাৎ অ-র্‌-অ-এর পূর্ব্বের ভাগ উ র্‌ হইয়া যায়। কিন্তু ক রো তি, এ স্থলে √ কৃ+উ+তি=(ইহার মধ্যবর্ত্তী উকার ওকার হইয়া যাওয়ায়) √ কৃ+ও+তি, এই জন্য ঋকার উর্‌ না হইয়া অর্‌ই হয়; অর্থাৎ ও=অ+উ, ইহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে জাত; অ কণ্ঠ্য ও উ ওষ্ঠ্য; এই হেতু ঋকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইতেছে ওকারের কণ্ঠ্য অংশ অকার; ইহারই প্রতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য থাকায়, ঋকারের অর্থাৎ অ-র্‌-অ ইহার আদি অংশের, অর্দ্ধমাত্রিক কণ্ঠ্য অকারের কোনো পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক হওয়ায় কেবল তাহা একমাত্রিক হইয়া অর্ হইয়া যায়। √ ভৃ হইতে বুভূর্ষতি, এখানেও ওষ্ঠ্য বর্ণ ভকারের সংসর্গে ঋকার উর্‌ হইয়াছে। পাণিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার বিধান হইতেছে (৭,১,১০২)—"উদ্‌ ওষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য।"

§ ১৯। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম কয়টি অব্যভিচারী নহে। কিরূপে ঋকারের ঐ সকল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রথম-প্রথম হয় ত এই নিয়মেই স্বাভাবিক গতিতে ঋকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে যখন ঐ অর্‌, ইর্‌, উর্‌ প্রভৃতি উচ্চারণ লোকের নিকট সহজ প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশেষ-বিশেষ স্থানে এক-একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। যেমন আমরা বঙ্গদেশে ইহাকে একবারে রি করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা যেমন তাহা উড়িষ্যায় একবারে রু হইয়া পড়িয়াছে,—যদিও উভয় স্থানে সংস্কৃত শব্দ লি খি বা র সময় ঋকারই লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপেই, মনে হয়, মূল এক উচ্চারণের স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে।

§ ২০। ঋকারের আসল উচ্চারণটা মূল বৈদিক সংস্কৃতেই কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। আরো বুঝা যাইবে যে, রকারই নানারূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতে কতক স্থানে উচ্চারণে না হউক, অন্তত আকারেও (বর্ণেও) ঋকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে তাহাকে আর মোটেই পাওয়া যায় না, রকারই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পালি-প্রাকৃতের ব্যাকরণকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋকার তাহাতে নাই।[২০] এই জন্যই সিংহলী[২১] ও বাঙ্‌লা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাতে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই না, যদিও সংস্কৃত শব্দগুলিতে লিখিয়া থাকি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

২০। অপভ্রংশে কচিৎ দুই একটা পদে দেখা যায়, কৃ বা (কৃ।), তৃণ (তৃণ), ৪, ৫. ৮, ৮২, ৮৩।

২১। ভারতের প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাসমূহের তত্ত্বালোচনায় সিংহলীকেও স্থান দিতে হইবে, ইহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তম ঋকে যে 'রুক্ষঃ' শব্দটি আছে, উহা 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে; ছান্দসে কোথাও ঐ অপভ্রংশ পাওয়া যায় না। 'ওষধীষু' সপ্তমীতে আছে, আর 'রুক্ষঃ' প্রথমার পদে 'অগ্নিঃ' এই উহ্য কর্ত্তাকে সূচিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, 'ওষধী' শব্দের কাছাকাছি আছে বলিয়া 'বৃক্ষ' অর্থের সূচনা হয় না। 'রুক্ষঃ'—অর্থ 'দীপ্তঃ'; এই অর্থেরই অল্প পরিবর্ত্তনে ঐ শব্দটি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; আমাদের 'রুক্ষ মেজাজে' এই শব্দই ব্যবহৃত। ঋকটির প্রথম ছত্র, পদপাঠে ঠিক এইরূপ পাইবেন—

দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্‌
বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।

সূর্য্যের মত তেজ বা রশ্মি বিস্তারকারী যাহার (অগ্নির) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থিত ফল-বর্ষণকারী রুক্ষ অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নি ওষধীগুলির মধ্যে (গাছ-পালা পোড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই) শব্দ করেন। ইত্যাদি।

'ঋ' অক্ষরটির আদিম উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'ভারতবর্ষের বর্ণমালা' ও 'ব্যাকরণের সন্ধি' নামক প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক কথা লিখিয়াছি। 'অ' স্বরের 'আ' যেমন একটা দীর্ঘ উচ্চারণ, তেমনই আবার 'অ' ও 'ই' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তাহা হইলে যে 'এ' উচ্চারণ ফুটিয়া উঠে, ইহা Helmholtz ও Koenig যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন; 'ব্যাকরণের সন্ধি' প্রবন্ধেও ঐরূপ স্বর পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। দীর্ঘ 'ঋ', অ, ল প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ 'ঋ'রূপে ফুটিয়া ওঠে, ইহা ঠিক নহে; উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়। বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টান্ত দিবার সময় হইল না। 'ঋ' স্বরের বিকারে যেখানে যেখানে 'উর্' হয়, সেখানেই দেখিবেন যে, accented 'উ' ধ্বনি অক্ষরটির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যুক্ত আছে, এই স্বর সংযোগের ফলেই বিকার ঘটিয়া থাকে। অতএব 'ঋ' অক্ষরটির উচ্চারণ যে 'উ অ', তাহা বলিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

রুক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর

রুক্ষ শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া লইতে চাই যে, যদিও তর্কের খাতিরে মানিয়াই লইতে হয় যে, উহা বৃক্ষ হইতে হয় নাই, আলোচ্য স্থলে উহার উদাহরণ গ্রাহ্য নহে, তথাপি পাঠকগণ দেখিবেন, আমার সিদ্ধান্ত বিচলিত হয় নাই; অন্য উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদের রুক্ষ শব্দটি বৃক্ষ হইতেই হইয়াছে কি না, তাহা এখনকার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার মনে যেরূপ হইতেছে, তাহাতে এখনো আমার মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমি নিজেই উল্লেখ করিয়াছি, সায়ণ রুক্ষ শব্দের অর্থ দীপ্ত করিয়াছেন। বিজয়বাবু সায়ণকেই অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি মন্ত্রটির আলোচ্য অংশের পদপাঠ তুলিয়াছেন। মূলটিও তুলা দরকার,—

"দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্
বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।"

সায়ণ ও তদনুসরণে বিজয়বাবু রুক্ষ শব্দ এখানে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, পদপাঠও তাঁহাদের অনুকূল; কিন্তু আমি ইহাকে সপ্তম্যন্ত (রুক্ষে), এবং তাহাও আবার বহুবচনে (বৃক্ষেষু) ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায়—'(কাম-) বর্ষণকারী (অগ্নি) বৃক্ষ ও ওষধি-সমূহে (তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার সময়) অত্যন্ত গর্জ্জন করিতেছে।' পদপাঠ যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত, তাহা নহে, স্থানে-স্থানে ইহাতেও ত্রুটি আছে। বেদের অন্যান্য মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে পূর্ব্বপদে পরপদের বিভক্তি-বচন যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার, তাহাতেই অর্থ ভাল হয়, অথচ ব্যাখ্যাপদ্ধতির নিয়মভঙ্গ হয় না; এবং কেবল নবীন নহে, প্রাচীন ব্যাখ্যাতারাও এইরূপ করিয়াছেন। একটা মন্ত্র তুলিয়া দেওয়া যাউক—

"ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি
দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা।" ঋগ্বেদ, ৮,১১,১।

পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত 'রুক্ষ ওষধীষু' ইহার সহিত "দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা" ইহার রচনা তুলনা করিবেন। এখানেও পদপাঠ আছে—

"দেবঃ (প্রথমান্ত) আ মর্ত্ত্যেষু আ।"

সায়ণের ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে অগ্নে, দেবো দ্যোতমানস্ত্বং মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ মধ্যে ব্রতপা অসি। ব্রতানাং কর্ম্মণাং রক্ষিতা ভবসি।" পাঠকগণ এখানে দেখিবেন, সায়ণ দেব শব্দটিকে দুইবার ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, একবার প্রথমার একবচন করিয়া, এবং অপর বার সপ্তমীর বহুবচন করিয়া; কিন্তু মূলে দেব-শব্দ একবার বৈ

দুইবার নাই। মূলে দুইটা আ শব্দ আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চয়, অর্থাৎ আ = চ। সায়ণ ইহা লক্ষ্য রাখিয়া "মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দে ব পদে পরবর্ত্তী ম র্ত্যে ষু পদের সপ্তমীর বহুবচন যোগ করিতে হইয়াছে।) আবার পদপাঠে দে ব শব্দে প্রথমার একবচন থাকায় "দে বো দ্যো ত মা নঃ" বলিয়াছেন। বস্তুত দে ব শব্দটিকে প্রথমান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা এখানে চলে না, ইহা সমুচ্চয়ার্থক দুইটি আ-শব্দই সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। এই মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতাতেও (৮,১৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে মহীধর দে ব শব্দকে প্রথমে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই সন্তুষ্ট ন হইয়া পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যদ্বা আকারদ্বয়ং সমুচ্চয়ার্থং। দে বে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। হে অগ্নে ত্বং দেবে আ দেবেষু চ, মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ ত্রতপা অসীতি পূর্ব্ববৎ।" *

এরূপ মন্ত্র আরো তুলিতে পারা যায়, কিন্তু এখন আর বেশী তুলিয়া কাজ নাই। আমি বলিতে পারি, Roth, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা আমার পক্ষে সম্মতি দিবেন।

"ছান্দস" ভাষায় অন্যত্র যদি রু ক্ষ না পাওয়া যায়, নাই-ই গেল, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা ত ছান্দস, এবং তাহাতেও ত প্রচুর প্রাকৃতভাব (Prākritism) পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি একবাক্যে বলিতেছে—বৃ ক্ষ হইতে রু ক্খ (= রু ক্ষ) হইয়াছে (হেমচন্দ্র, ৮,১,১২৭; বররুচি, ১, ১; লক্ষ্মীধর, ১,৪,৭; সিংহরাজ, ৪,১; মার্কণ্ডেয় ১,৩৮)। এ কথা কি একবারেই অগ্রাহ্য করা যাইবে?

আদিস্থিত অন্তস্থ ব-কারের যে লোপ হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছি। বৈদিক ভাষাতে আরো প্রচুর উদাহরণ আছে। যৈ (= ত্বু + বৈ), তৈ, স, ১,৭,১,৭; ৬,২; ২,১,৪,৮; ইত্যাদি; ষা ব (= ত্বু + বাব), তৈ, স, ২,১,৫,৮; ইত্যাদি; অ ন্ব র্তি ষ্যো (= অনু + ব র্তি ষ্যো) অথ, স, ১৫,১,৫৬। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিলাম না।

এই সব ভাবিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আলোচ্য স্থলে রু ক্ষ শব্দ বৃ ক্ষে র ই অপভ্রংশ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের ঐ যে রু ক্ষ (= দীপ্ত) তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অর্থে বাঙ্‌লার "রুক্ষ মেজাজ" ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। দীপ্ত অর্থে (সায়ণের মতে) রুক্ষ শব্দের প্রয়োগ ঐ এক উল্লিখিত মন্ত্র ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে শব্দটি বিপুল সাহিত্যের মধ্যে একখানিমাত্র গ্রন্থের একটি মাত্র মন্ত্রে একবার মাত্র কোন একটি অর্থে প্রযুক্ত, এবং এই-রূপে নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তাহা হঠাৎ একবারে লাফ দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ত মনে করিতে পারি না,—যদি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ করা না হয়। ঋগ্বেদের রু ক্ষ আমাদের বাঙ্‌লায় ঐ সকল স্থলে আসিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজয়বাবুকে প্রমাণ দিতে হইবে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলে চলিবে না।

---

* এই মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদেও (১১, ৫৯, ১) আছে, কিন্তু সায়ণ সেখানে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে এই একই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্য দেখিলে বোধ হয়, তাহা এক লেখনীর নহে।

বৈদিক সংস্কৃতেও (মন্ত্রভাগে নহে, ব্রাহ্মণভাগে) রূক্ষ শব্দ আছে (রুক্ষ নহে)। ইহা √ রূক্ষ (পারুষ্যে) হইতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পরুষ, কর্কশ, শুষ্ক, অস্নিগ্ধ, অচিক্কণ, ইত্যাদি। অমরে (৩,২২৫) লিখিত হইয়াছে—"রূক্ষস্ত্বপ্রেম্ণ্যচিক্কণে।" এখন 'রূক্ষ মেজাজ', 'রূক্ষ স্নান', 'রূক্ষ কথা' ইত্যাদি স্থলে আলোচ্য শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদের রুক্ষ শব্দের সহিত যোগ অন্বেষণের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সংস্কৃতের এই রূক্ষ শব্দই বাঙ্‌লায় (মারাঠীতেও) কাহারো-কাহারো হাতে রুক্ষ, আবার কাহারো কাহারো নিকটে রুক্ষ্ম পর্য্যন্ত হইয়াছে (ম-আগম সম্বন্ধে তুলঃ—বৈদিক সংস্কৃত মক্ষু= লৌকিক সংস্কৃত মংক্ষু; ময়ূরপক্ষী=ময়ূরপংক্ষী=ময়ূরপঙ্খী) প্রাকৃতে রূক্ষ হইতে রুক্‌খ হয়; তাহা হইতে বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে রুখা ইত্যাদি। অতএব বিজয়বাবুর লৌকিক রুক্ষ শব্দ আলোচনায় তাঁহার নিজপক্ষ কোনোরূপে সমর্থিত হইতেছে না।

ঋ-সম্বন্ধে বিজয়বাবুর লিখিত নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি আমি এখনো দেখিতে পাই নাই, দেখিয়া যদি আবশ্যক মনে করি, আমার প্রবন্ধকে কাটিব, ছাঁটিব, বাড়াইব বা একেবারে পরিবর্ত্তিত করিব।

Helmholtz ও Donders এর স্বরপরীক্ষার এবং Scott ও König এর Phonautograph এর কথামাত্র শুনিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানি না। Helmholtz সাহেব না হয় দেখাইয়াছেন যে, 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তা হইলে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ঋকারতত্ত্ব বিচারের কি হইল, বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলে বিজয়বাবুর এই মন্তব্যটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে না।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, "দীর্ঘ ঋ, জ শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ঈরূপে ফুটিয়া উঠে, ইহা ঠিক নহে।" কেন? জীর্ণ, শীর্ণ, এখানে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন, "উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়।" ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া লিখিলে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়। তাঁহার শেষ কয় পংক্তিও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এবার হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিলাম না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রুক্ষ শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঋক্ষ শব্দ রূক্ষ অর্থে দেখিয়াছি। উক্ত ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকে আছে:—"ঋক্ষা বা ইয়ং অলোমকাসীৎ। সাকাময়ত। ওষধীভির্বনস্পতিভিঃ প্রজায়েয়েতি।" সায়ণ ব্যাখ্যা দিতেছেন—এই (পৃথিবী) [পূর্ব্বে] অলোমকা (ওষধ্যাদি লোমরহিতা) এবং ঋক্ষা (মার্দবরহিতা, ক্রূরা) ছিলেন। [তিনি কামনা করিলেন যে, ওষধি ও বনস্পতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব]" এখানে সায়ণমতে ঋক্ষ অর্থে স্পষ্টতই মৃদুতারহিত—ক্রূর—রূক্ষ। ঋকার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, বলিয়া এ কথার উল্লেখ করিলাম।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নাম আপনাদের কাহারও অপরিচিত নহে। আমার জন্মভূমি আজিমগঞ্জ গ্রামের অতি সন্নিকটেই তাঁহার লীলাভূমি। কিছুকাল হইল, কয়েক দিবসের অবকাশ পাইয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজপুতানা-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভট্ট নাথুরামজী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি তুলিতে সিদ্ধ-হস্ত। আবশ্যকীয় জৈন লিপিসমূহের অনুলিপি সমাধা হইবার পর বড়নগরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভট্টজীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় বিলুপ্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাণী ভবানীর বর্ত্তমান বংশধর কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে পথ-প্রদর্শকস্বরূপ আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দির পরিদর্শন করিলাম। কিন্তু কোন মন্দিরে কোন প্রকার শিলালিপি অথবা মন্দির-স্থাপয়িতার নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন নিদর্শন দৃষ্ট হইল না। কিন্তু দুইটি মন্দিরে প্রস্তরফলক উঠাইয়া লওয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইল এবং অন্য দুইটি মন্দিরে দুইখানি শিলালিপি আমাদের নয়নগোচর হইল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; তথাপি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একখানি মই সংগ্রহ করিয়া, ভট্টজি অতি কষ্টে তাহার ছাপ লইলেন। দ্বিতীয় মন্দিরেও ঐ প্রকারে ছাপ লওয়া হইল। গভীর বন, বসিবার স্থান মাত্র নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। ভট্টজি মইখানির উপরে দাঁড়াইয়া ছাপ লইতে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যেই বসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, কার্য্য শেষ হইবামাত্র আমরা বাটী ফিরিলাম। পরদিন পুনরায় আমরা বহির্গত হইলাম এবং পূর্ব্বদিন যেখানে প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলাম, তাহার অন্য দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও একখানি প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। পরে উক্ত বড়নগর রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী গণেশ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হইল। অবশেষে তথাকার প্রসিদ্ধ গোপাল-মন্দিরের প্রস্তর-খণ্ডের ছাপ লওয়া হইল।

এক্ষণে সেইগুলি পরিষদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম। এইগুলি যত দূর আমি পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রথমটির তারিখ শকাব্দ ১৬৬৩, অর্থাৎ ১৭৫ বৎসর প্রাচীন। বিপ্র শ্রীরামনাথ গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পূর্ব্বের। দ্বিতীয়টি ১৬৮৩ শক, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিজ শ্রীরামপ্রসাদ কর্ত্তৃক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে। ইহা পলাশীর যুদ্ধের কেবল মাত্র ৭ বৎসর পরে। তৃতীয়টির

তারিখ শক ১৭১৯, খৃষ্টাব্দ ১৭৯৭। ঐ সময়ে শ্রীলোচন নামক কোনও ব্যক্তি শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ইহা ১২০ বৎসর প্রাচীন, কিন্তু সেই সময়ের শ্রীলোচন নামক কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থটি শক ১৬৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২ সালের অর্থাৎ ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। "দয়াসিন্ধু দয়ারাম" কর্ত্তৃক কোন শিবমন্দির স্থাপনের এই প্রস্তর-ফলকটি এক্ষণে গণেশ-মন্দিরে বিদ্যমান। ইনি দিঘাপতিয়া-রাজবংশের আদি পুরুষ। পঞ্চমটি রাণী ভবানীর কন্যা শ্রীমতী তারা দেবীর গোপাল-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তর-লিপির। ইহার তারিখ শক ১৭০০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৮, অর্থাৎ ১৩৮ বৎসর প্রাচীন। ষষ্ঠ লিপিটির কোন তারিখ লেখা নাই। সপ্তমটি শক ১৭৮৯, খৃষ্টাব্দ ১৮৬৭ অর্থাৎ ৬৯ বৎসর পূর্ব্বের।

১। শিব-মন্দির

শাকে রামর্ত্তুকালক্ষিতিপরিগণিতে জাহ্নবীতীর-
দেশে কৈলাসাবাসপাদক্ষরদমিতসুধাসিক্তচিত্তা-
সুরাত্মা। বিপ্রঃ শ্রীরামনাথো মঠমতিশয়িতং রা-
মনাথেশ্বরায় প্রাদাদুত্তুঙ্গপতাকং পরং (পর) পদমতু
লং লব্ধুকামঃ শিবায় ॥ শকাব্দাঃ। ১৬৬৩

২। শিব-মন্দির

ওঁ শ্রীহরিঃ সন ১১৬৭ সাল
শাকে রামগজাঙ্গেন্দুমিতে সম্বৎসরে গতে
উত্তরায়ণে সিতে পক্ষে বৈশাখে পূর্ণিমাতিথৌ
শ্রীলরামপ্রসাদেন দ্বিজেন শম্ভুসেবিনা
রচয়িত্বা মঠং শৈবং ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং

৩। শিব-মন্দির

/৭ ওঁ শ্রীশ্রীশিবঃ শরণং। রন্ধ্রক্ষৌণ্যব্ধিচন্দ্রে শকপতি-
গণিতে হায়ণে চারুগেহে প্রাদাৎ স্বর্গীয় পিত্রোর্ম্মণিম-
য়বিলসদ্দীপ্যমানে ধরণ্যা(ং) স্বধর্ন্যাঃ ক্ষেত্রপূর্ব্যাং দ্বি-
জনৃপবিবুধৈর্ম্মন্যমানে শিবায় শ্রীল শ্রীলোচনা-
খ্যো নিজগুণবিদিতো নির্ম্মলাত্মা সুশীলঃ

৪। গণেশ-মন্দির

সপ্তদশশতে সংখ্যে
শাকে চ রসবর্জ্জিতে
দয়াসিন্ধু দয়ারাম(ঃ)
ভবায় ভবনং দদৌ

৫। শ্রীগোপাল-মন্দির

খশূন্যমৈত্রশাকে শ্রী
ভবানীতনুসম্ভবা
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা
শ্রীমদ্গোপালমন্দিরং

৬। শিব-মন্দির[১]

ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র
বঙ্গভূমীন্দ্রভামিনী
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রী
ভবানীশ্বরমন্দিরং

৭। দেবীপুর-মন্দির[২]

নবষণ্মিত্রমে শাকে
রামরুদ্রস্য কামিনী
মন্দিরং মোহিনীশস্য
নির্ম্মমে রামমোহিণী

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

১। এই মন্দিরের শিলালিপি একণে লোপ পাইয়াছে। তবে পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় যে, এখানে এই লিপির অনুযায়ী শিলালিপি ছিল এবং এই বড়নগরে ও কাশীধামে রাণী ভবানী একইরূপ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া একই দিনে ও একই শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

২। দেবীপুর বড়নগরের অপর পারে অবস্থিত, কাঁকিনার কোন রাজমহিষী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

মন্তব্য :—এই লিপিগুলির চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রেরিত হইবার পর মূল পাঠের সহিত শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু কর্তৃক ধৃত পাঠের দুই এক স্থানে সামান্য অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ অনুসারে সংশোধিত করিয়া লিপির পাঠ মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ।
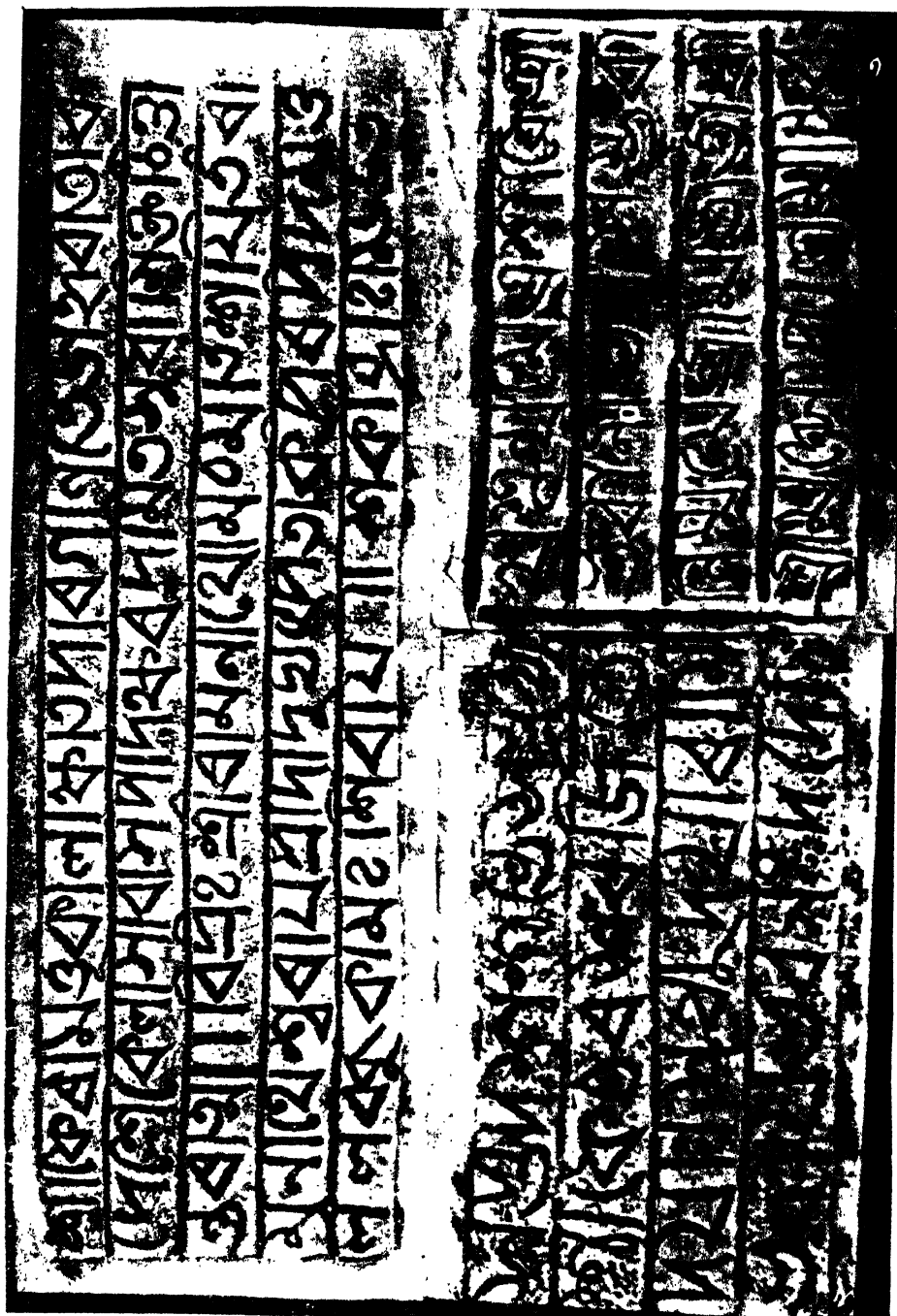
মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। গণেশ-মন্দির। ৩। শ্রীগোপাল-মন্দির।

আর্য্যভট

পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্রূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধরূপ সত্য মত আর্য্যভট প্রচার করেন। তাঁহার মতে পৃথিবী সূর্য্যদেবকে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আবর্ত্তন করেন—তিনি অচলা নহেন; তিনি সচলা; পরন্তু সূর্য্যদেব ও আকাশমণ্ডলই অচল ও স্থির। তাঁহার মতে[১] পৃথিবীর দুই গতিই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখী। তাঁহার দশ-

---

১। কু ঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্। ১। গী।

[সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইতেছে—

যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ শশি চয়গিয়িঙুশুছ্লৃ কু ঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্।

শনি ঢুঙ্বিঘ্ব গুরু খ্রিচ্যুভ কুজ ভদ্লিঝ্নুখৃ ভৃগুবুধ সৌরাঃ॥

[এক যুগে—

রবির ভগণ—৪,৩২,০০,০০,

কারণ, খ্ = ২,০০,০০

যু = ৩০,০০,০০

ঘৃ = ৪,০০,০০,০০;

চন্দ্রের ভগণ—৫৭,৭৫,৩৩,৩৬

কারণ, চ = ৬

য = ৩০

গি = ৩,০০

য়ি = ৩০,০০

ঙু = ৫,০০,০০

শু = ৭০,০০,০০

ছ্ = ৭,০০,০০,০০

লৃ = ৫০,০০,০০,০০;

কু অর্থাৎ ভূমির ভগণ—১৫,৮২,২৩,৭৫,০০, (পূর্ব্বাভিমুখে)

কারণ, ঙি = ৫,০০

শি = ৭০,০০

বু = ২৩,০০,০০

ণ্লৃ = ১৫,০০,০০,০০,০০

ষৃ = ২,০০,০০,০০

খৃ = ৮০,০০,০০,০০;

শনির ভগণ—১৪,৬৫,৬৪

কারণ, ঢু = ১৪,০০,০০

গীতিকায় পৃথিবীর ভগণ উল্লেখকালে তিনি প্রথম মতের আভাস দিয়াছেন এবং গোলপাদের মধ্যে উভয় মতের বর্ণন উপলক্ষ্যে সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।২

ঙি = ৫,০০
বি = ৬০,০০
ঘ = ৪
ব = ৬০ ;

শুক্রের ভগণ—৩৬,৪২,২৫

কারণ, খি = ২,০০
রি = ৪০,০০
ছু = ৬,০০,৫০
যু = ৩০,০০ ০০
ভ = ২৪ ;

কুজের ভগণ—২,২৯,৬৮,২৪

কারণ, ভ = ২৪
দি = ১৮,০০
জি = ৫৭,০০
ঝু = ৯,০০,০০
মু = ২০,০০,০০
খ = ২,০০,০০,০০ ;

ভৃগু এবং বুধের ভগণ সূর্য্যের ভগণের সমান।

(১) ক হইতে ম পর্য্যন্ত যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ ; যথা, ক=১, খ=২, ঙ=৫, দ=১৮, ব=২৩, ভ=২৪, ম=২৫।

(২) য=৩০, র=৪০, ল=৫০, ব=৬০ শ=৭০, ষ=৮০, স=৯০, হ=১০০।

(৩) কোন অক্ষরের পর অকার থাকিলে, সেই অক্ষর নির্দ্দেশিত সংখ্যাকে "একক" স্থানে লিখিতে হইবে।

(৪) কিন্তু ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ ও, ঔ যোগ থাকিলে সংখ্যার পরে যথাক্রমে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬টি শূন্য যোগ করিতে হইবে।

(৫) এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ থাকিলে সেই সেই হ্রস্ব স্বরের নির্দ্দেশিত সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

২। অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং। ৯। গো।

[নৌকাস্থিত কোন ব্যক্তি সম্মুখ দিকে যাইতে যাইতে তীরস্থ অচল পদার্থসমূহকে যেমন পশ্চাদ্দিকে চালিত দেখে, লঙ্কায় অবস্থিত কোন ব্যক্তিও সেইরূপ অচল আকাশমণ্ডলকে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে দেখে।

উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি। ১০। গো।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার নাম আর্য্যভটীয়। ইহাতে ১০টি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যা ছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। কিন্তু ইহাতেই জ্যোতিষের যাবতীয় জ্ঞাতব্য-বিষয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনে এত জ্ঞানরাশি পূর্ণ করা অসাধারণ প্রতিভার কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থকে জ্যোতিষগ্রন্থের রত্নস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আর্য্যভটীয় চারি ভাগ বা পাদে বিভক্ত। প্রথমটি গীতিকাপাদ। ইহাতে জ্যোতিষের সত্য সূত্রভাবে ১০টি গীতিকা ছন্দে গ্রথিত, কিন্তু শ্লোক ১৩টি আছে। গ্রহগুলির ভগণ, তাহাদের পাত, উচ্চ, মন্বন্তর, কল্প, যুধিষ্ঠিরের সময়, সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহগণের ব্যাস, আকাশকক্ষা, মনুষ্য ও যোজনের পরিমাণ ও জ্যোৎপত্তি কথন প্রভৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সচরাচর "দশগীতিকা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্য্যভট বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য দশগীতিকায় একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ব্যঞ্জন বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, তাহার প্রত্যেকে পাঁচটি বর্ণ আছে; সুতরাং পাঁচটি বর্গে ২৫টি বর্ণ হইল। তিনি কাদি হইতে মান্ত পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ১ হইতে ২৫ সংখ্যা অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তারপর য হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ১০০ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরবর্ণের কেবল ৫টি হ্রস্ব ও শেষ চারিটি দীর্ঘ ধরিয়া এক, শত, দশসহস্র আদি শতগুণ বৃদ্ধিরূপে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে ৯ স্বরের ঊর্দ্ধে যাইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পাদটির নাম গণিতপাদ। ইহাতে গণিতের সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।° বৃত্ত ও ব্যাসের স্থূল অনুপাত ২২ ও ৭ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার সূক্ষ্ম রূপ ৩.১৪১৫৯...ও ১ দ্বারা ইউরোপীয়গণ স্থির করিয়াছেন। আর্য্যভট এই গণিতপাদে সেই অনুপাত ৬২৮৩২ ও ২০০০০ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, উহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু যথার্থের নিকটবর্ত্তী।৩ ইহার দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে গণিতের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে quadrature of circle এর অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তিনি এই গণিতপাদে ক্রমজ্যার অনুপাতে ব্যাসার্দ্ধের উল্লেখও করিয়াছেন; সুতরাং ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জ্ঞাত থাকিলে পরিধির ষড়ংশের জ্যা অবগত হওয়া

৩। চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাং।
অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ। ১০। গ।

[যাহার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের পরিধির আসন্ন পরিমাণ

$$= (৪+১০০)\times৮+৬২,০০০$$

$$= ৬২৮৩২।$$

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

যাইতে পারে।[৪] তিনি গীতিকাপাদে লিখিত জ্যার্দ্ধের আনয়ন করিবার প্রণালী এই গণিত-পাদে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। এই গণিত ত্রিকোণমিতি জানিবার ফল। ইহার দ্বারাই আর্য্যভট গ্রহগণের ব্যাসাদি নিরূপণ করিবার স্থুল সহায়তা পাইয়াছিলেন।

কালক্রিয়াপাদে কালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই আর্য্যভট স্বীয় জন্মসময় ও আর্য্যভটীয় লিখনকালে তাঁহার বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ২৩ বৎসর জন্মসময়ে যুগের তিনটি পাদ এবং ৬০ বৎসরের ৬০টি গত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগরূপ তিনটি পাদ ও কলিরূপ পাদের ৩৬০০ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে কলির ৩৫৭৭ বৎসর অথবা ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানা যাইতেছে।[৫]

এই কালক্রিয়াপাদে তিনি গ্রহগণের ক্রম-অবস্থিতি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গ্রহগণ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র এই অধঃক্রমে শূন্যে অবস্থিত এবং ইহাদের সকলের নিম্নে পৃথিবী "মেধী" (খোঁটা) রূপে অন্তরিক্ষে বিরাজমান।[৬] ইহার পূর্ব্ব আর্য্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র সকলের অধঃস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডলপূর্ত্তিও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয় এবং শনি দূরস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডল পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৪। পরিধেঃ ষড় ভাগজ্যাবিষ্কম্ভার্দ্ধেন সা তুল্যা। ৯। গ।

[পরিধির ছয় ভাগের জ্যা (=chord) ব্যাসার্দ্ধের তুল্য]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং দশগীতিকা মতে circular measure ৩৪৩৮ কলা অর্থাৎ ৫৭.৩ অংশ। ইউরোপীয় মতে ৫৭.২৯৫৭৮।

৫। ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ। ১০। কা।

[গীতিকাপাদের তৃতীয় (ডাঃ কার্ণের সংস্করণ অনুসারে) শ্লোকে আর্য্যভট বলিয়াছেন, ব্রহ্মার একদিন =১৪ মনু, ১ মনু=৭২ যুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ); আর্য্যভটের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই যুগের এক এক পাদ (চতুর্থাংশ) মাত্র। আর্য্যভটের মতে কল্পাদি হইতে ছয় মনু গত হইয়াছে; সপ্তম মনুর সপ্ত-বিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি যুগের তিন যুগ-পাদ গত হইয়াছে। আর্য্যভট এই শ্লোকে বলিতেছেন (সপ্তম মনুতে অষ্টাবিংশতি যুগে) "চতুর্থ যুগপাদের (অর্থাৎ কলিযুগের) ৩৬০০ [তিন] হাজার ছয় শত বৎসর গত হইলে আমার জন্ম সময় হইতে ২৩ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে"; অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন-কাল।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

৬। ভানামধঃ শনৈশ্চরসুরগুরু-ভৌমার্কশুক্রবুধচন্দ্রাঃ।
তেষামধশ্চ ভূমির্মেধীভূতা খমধ্যস্থা। ১৫। কা।

[নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ্যায় অবস্থিত। সকলের নীচে পৃথিবী যেন আকাশমধ্যে মেধী—(খলমধ্যে স্থিত, ধান্যমর্দ্দক বলীবর্দ্দাদি বন্ধনার্থ স্থাপিত স্থূল শঙ্কু) রূপে অবস্থিত। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

এইরূপে গ্রহগণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অল্প দীর্ঘ মণ্ডল দ্বারা নিরূপণ করিবে।[৭] এরূপ লিখন সত্ত্বেও টীকাকার বাহ্বাস্ফোট করিয়া লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট পৃথিবীর সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ-মতের নিরাকরণ করিতেছেন। এ স্থলে আর্য্যভটের ভাব যে অন্যরূপ, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। এখানে সূর্য্যদেবই "মেধ" এবং পৃথিবীই গ্রহস্থলে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, ইহা না ধরিলে তাঁহার পূর্ব্বাপর লিখনের পরস্পর বিরোধ হয়—কোন ধীর ব্যক্তি তাহা করেন না। অপিচ তিনি সর্ব্বত্রই পৃথিবীকে গ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ শব্দদ্বারা তাহার সূর্য্যপরিত ভ্রমণ সূচিত করিয়াছেন। যথা—(ক) দশগীতার পাঠক ভপঞ্জরে ভূগ্রহের ও অন্য গ্রহের ভ্রমণ জ্ঞাত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। (খ) গ্রহের পরম অপক্রম ২৪ অংশ।[৮] অপক্রমকে obliquity of the ecliptic বলে। (গ) গীতিকাপাদের এই নিম্ন গীতিকার দ্বারাও সূর্য্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর পরিভ্রমণ যোজনে প্রকাশিত হইতেছে। যথা,—

৭। মণ্ডলমল্পমধস্তাৎ কালেনাল্পেন পূরয়তি চন্দ্রঃ।
উপরিষ্টাৎ সর্ব্বেষাং মহচ্চ মহতা শনৈশ্চারী ॥১৩॥ কা।

[সকলের নিম্নে থাকাতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং সেই জন্য চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়েই নিজ মণ্ডল পূরণ করেন। সকলের উপরে থাকাতে শনিকক্ষার পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই জন্য মণ্ডল পূরণ করিতেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

অল্পে হি মণ্ডলেঽল্পা মহতি মহান্তশ্চ রাশয়ো জ্ঞেয়াঃ।
অংশাঃ কলাস্তথৈবং বিভাগতুল্যাঃ স্বকক্ষাসু ॥ ১৪ ॥ কা।

[অল্প মণ্ডলে রাশি, অংশ কলাদির যোজন পরিমাণ অল্প বুঝিতে হইবে। সেইরূপ মণ্ডল বৃহৎ হইলে তাহাতে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণ অধিক বুঝিতে হইবে।

রাশি—যে কোন বৃত্ত-পরিধির ১২ ভাগের এক ভাগ।

অংশ—যে কোন রাশির ৩০ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

অতএব বৃত্ত-পরিধির যোজন পরিমাণ অনুসারে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণেরও অল্পাধিক্য হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

দশগীতিকাসূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যাতি ভিত্বা পরং ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥ গী।

ভপঞ্জরে ভূ-রূপ-গ্রহের চরিত (অর্থাৎ স্বরূপ) যাহাতে জানা যায়, এইরূপ দশগীতিকাসূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ স্থির করিতে পারিলে পরং ব্রহ্ম লাভ হয়।

৮। ভাঽপক্রমো গ্রহাংশাঃ * ।
* * * ॥ ৬ ॥ গী।

[ছন্দের অনুরোধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, গ্রহাপক্রম ভ (=২৪) অংশ। গ্রহের পরম অপক্রম মাত্র ২৪ অংশ, এই গ্রহ অর্থে সূর্য্য। কারণ, পরে অন্যান্য গ্রহের বিশেষ উল্লেখ আছে। ঘটিকা মণ্ডল এবং অপক্রম মণ্ডলের অন্তরাল ২৪ অংশ। Obliquity of the Ecliptic = 24 degrees.

—[শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতেও ইহা ২৪ অংশ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মহম্মদ শার সময় উহা ২৩ অংশ ২৮ কলা স্থির করেন। অধুনা ইউরোপীয়গণের মতে উহা ২৩।২৫।

প্রাণেনৈতি কলাং ভং খযুগাংশো গ্রহজবো ভবাংশেঽর্কঃ ॥ ৪ ॥ গী।

নক্ষত্র প্রাণ সময়ে এক কলা গমন করে। গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি আকাশকক্ষার যুগাংশ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ অংশ। এই আকাশ-কক্ষার ষষ্টি অংশে সূর্য্যদেব অবস্থিত।
(ঘ) গোলপাদের ৯।১০ আর্য্যার দ্বারা আর্য্যভট পৃথিবীর গ্রহ সম্বন্ধে যত গোল বা সন্দেহের নিরসন করিয়া ভূভ্রমবাদের বিশেষরূপে স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥ ৯ ॥ গো।
উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো।

নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন অগ্রে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীকে পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অচল নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতির দ্বারা তাহা লঙ্কার ঠিক পশ্চিমগামী বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রবহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদয়াস্তের কারণ হইতেছে (?)। তাই আকাশমণ্ডল লঙ্কার ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (?)।

এ স্থলের "সগ্রহ" শব্দটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে আর্য্যভটের ভাবে কোন সন্দেহ থাকিবে না। গ্রহ শব্দদ্বারা অন্য গ্রহ বুঝাইতে পারে না। কারণ, সেগুলি ত ভপঞ্জর বা আকাশ-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সুতরাং পারিশেষ্য গ্রহশব্দ দ্বারা পৃথিবীই বুঝাইতেছে।

আর্য্যভটের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত বরাহমিহির। ইনি একজন প্রধান জ্যোতিষী। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার গণিত-জ্যোতিষ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতা ইঁহার ফলিতজ্যোতিষ। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ইনি আর্য্যভটের কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগ্রহণ গণিতের দোষ প্রদর্শন ও অন্য বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যসংস্থান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি আর্য্যভটের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সূর্য্যপরিত ও আবর্ত্তনরূপ পৃথিবীর উভয় গতির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,—

ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোড়ুগণঃ।
যদ্যেবং শ্যেনাদ্যাঃ ন খাৎ পুনঃ স্বনিলয়মুপেয়ুঃ ॥৬
অন্যচ্চ ভবেদ্ভূমেরহ্না ভ্রমরংহসা ধ্বজাদীনাং।
নিত্যং পশ্চাৎ প্রেরণমথাল্পগা স্যাৎ কথং ভ্রমতি ॥৭

এ স্থলে যে ভ্রম অনিবার্য্য, বরাহমিহিরও তাহাই করিয়াছেন। কালক্রিয়াপাদে আর্য্যভট পৃথিবীকে "মেধী"রূপ বলায় পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বরাহমিহির তাহাই ধরিয়া মত খণ্ডন করিতেছেন। মেধী বলিলে গণিতের যে ফল হয়, কুম্ভকার-চক্রের মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড

বলিলেও গণিতের সেই ফলই দাঁড়ায়। সুতরাং বরাহ বলিলেন, কেহ কেহ বলেন—তারাগণ ভ্রমণ করে না, চক্রমধ্যস্থিত পৃথিবী ঘুরিতেছে। তাহা যদি হয়, পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না, ইহা হইল সূর্য্যপরিত ভ্রমণের খণ্ডন (?)। আবর্ত্তন-মত স্বীকার করিলে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক ভ্রমণবেগপ্রযুক্ত যে বায়ু উত্থিত হয়, তাহার আঘাতে পৃথিবী প্রতিহত হইয়া মন্দগামিনী হইবে এবং পতাকাগুলি সর্ব্বদাই পশ্চাৎগামী দৃষ্ট হইবে। এরূপ যখন হয় না, তখন পৃথিবীর আবর্ত্তনও অসিদ্ধ। বরাহের এ যুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রায় ১২৯ বৎসর পরে তাঁহার ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার খণ্ডনযুক্তি সারগর্ভ হইলেও তাহা সত্যের সমক্ষে স্থির থাকিতে পারে না। যথা,—

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তর্হি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানং।
আবর্ত্তমানমূর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়া কস্মাৎ॥ ১৭॥ তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়।

ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর সূর্য্যপরিত গতির স্বরূপ না জানিয়া নক্ষত্রের প্রাণ সময়ে কলাপরিমিত গতির স্বীকার করিয়া, তাহাই পৃথিবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতির পরিমাণও তাই। তার পরেই তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী যায় কোথায়? পথই বা কৈ? আর পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিলে অট্টালিকা আদি উচ্চ বস্তুগুলি পড়িয়া যায় না কেন?

ইঁহাদের পরে লল্ল ও শ্রীপতিও বরাহের অনুরূপ যুক্তির দ্বারা আর্য্যভটের মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জ্যোতিষের পরিভাষা যেরূপ বুঝিয়া থাকেন, আর্য্যভট কোন কোন স্থলে তাহার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—(১) আর্য্যভট 'যুগ' শব্দে মহাযুগ অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টি বুঝিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে যুগপাদ বলিয়াছেন[৯]; মহাযুগ পরিভাষা প্রথম সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। (২) তিনি দশগীতিকায় ৭২ যুগে মন্বন্তর ধরিয়াছেন এবং কালক্রিয়াপাদে ১০০০ যুগ-পরিমিত কালকে গ্রহ-সামান্তযুগ বলিয়াছেন এবং ১০০৮ যুগকে ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন[১০]। ইহা মনুসংহিতার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত।

৯। যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ ১। গী। অর্থাৎ মহাযুগ বা ৪৩২০০০০ বৎসরে রবির ভগণ খু=২০০০০ ঘু=৩০০০০০ ঘৃ=৪০০০০০০ এই সংখ্যার সমষ্টি ৪৩২০০০০ হইল। তাহার অর্থবোধক আর্য্যা দ্রষ্টব্য।

১০। দিব্যং বর্ষসহস্রং গ্রহসামান্তং যুগং দ্বিষট্‌কগুণং।
অষ্টোত্তরং সহস্রং ব্রাহ্মো দিবসো গ্রহযুগানাং॥৮॥ কা।

[আর্য্যভট পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ১ রবি বর্ষ=১ মনুষ্যের বর্ষ, ৩০ মনুষ্য বর্ষ=১ পিত্র্য বর্ষ, ১২ পিত্র্য বর্ষ=১ দিব্য বর্ষ। এখানে বলিতেছেন—১২০০০ দিব্য বর্ষ=১ গ্রহ সামান্ত যুগ (যখন সকল গ্রহ সমসূত্রে ফিরিয়া আসে), ১০০৮ গ্রহযুগ=১ ব্রাহ্ম দিবস।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভটের মতে বুধবার মেষ রাশির আদিতে সত্যযুগের প্রবৃত্তি হয়, বৃহস্পতিবারে দ্বাপরের শেষ হয় এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেন[১১]। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত ও বিশ্বাস। বরাহমিহির কিন্তু ইহার বিপরীত মত বৃহৎসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের শকাব্দপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে[১২]। ইহা জ্যোতির্বিদ্ গর্গ মুনির মত। কিন্তু তিনি মুনিগণের উক্ত নক্ষত্রে অবস্থিতি দ্বাপরান্তে ও কলির প্রারম্ভে দিয়াছেন।

আর্য্যভট কলি-অব্দই ব্যবহৃত করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তখনও তাঁহার অধ্যুষিত প্রদেশে শকাব্দের প্রচলন হয় নাই। বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ স্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রহস্ফুট আদি গণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম-বৎসর। বৃহৎসংহিতায় শকাব্দ কালের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তে চাতুরী করিয়া উহা উল্লিখিত করেন নাই; যেহেতু উহার দ্বারাই তিনি আর্য্যভটের মত্ত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কারণ, উহা সূর্য্যপ্রোক্ত গ্রন্থ; সুতরাং মনুষ্যোক্তি হইতে গরীয়ান্। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা ভাষ্যে যেরূপ শব্দভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ-রচিত বলিয়াই জানিতেন (?); কিন্তু সমাজ-শাসনে স্পষ্টভাবে জিহ্বাগ্রে তাহা আনয়ন করিতে সংকুচিত হইতেন। কারণ, তিনি শিরোমণিতে অয়নগতির পরিধিবৎ মত মঞ্জুলাদির লিখন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত অয়নচক্রের দোছুল্যমানতা মত গ্রহণ করেন নাই; অপিচ বাসনা ভাষ্যে আগম বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের পরিধিবৎ ভাবই উপলব্ধ করিয়াছেন[১৩]।

কাহো মনবো ঢ মনুযুগ শ্‌খ গতাস্তে চ মনুযুগ ছনা চ।
কল্পাদের্যুগপাদা গ 5 গুরু দিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং। ৩। গী।

[১ ব্রাহ্ম দিবস = ১৪ মনুযুগ বা মন্বন্তর,
১ মন্বন্তর = ৭২ যুগ,
১ যুগ = সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ ৪ পাদ।

কল্পাদি হইতে যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের গুরুবারের পূর্ব্বে ৬ মনু, ২৭ যুগ, তিন পাদ গত হইয়াছে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের দিন গুরুবার হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

১১। গুরুদিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং। ৩। গী।
*　*　*　।
* বুধাদ্যজার্কোদয়াচ্চ লঙ্কায়াং। ২। গী।
[লঙ্কায় বুধবারে মেষ রাশিতে সূর্য্যোদয় হইতে কল্পারম্ভ।]

১২। আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।

১৩। বিষুবৎক্রান্তিবলয়ঃ সংপাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণা সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে।

বরাহের এরূপ চাতুরী সত্ত্বেও আর্য্যভটের মত্য প্রায় ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ ছিল। ভোজরাজ ও পুরাণকারগণের সময় হইতে প্রাচীন ভ্রান্ত মত পুনঃ বলীয়ান্ হয় এবং আর্য্যভটের গ্রন্থের পঠন-পাঠন রহিত হয়। ভোজরাজের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের প্রথিতনামা টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের মত খণ্ডন করিয়া আর্য্যভটের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন[১৪]। আর্য্যভটের প্রাচীন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা ভট-প্রকাশিকা লেখেন। তাহাতে আচার্য্যের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইনি জনৈক জ্যোতিষী। ইনিও ভোজরাজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার গ্রন্থেরও প্রচার স্থগিত হইয়াছে; তাহার স্থলে ভাস্করের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী পরমাদীশ্বরের রচিত ভ্রান্তমত-সম্বলিত ভটদীপিকা প্রচারিত হইয়াছে।

আর্য্যভট পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন লিখিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে উহা ১৬০০, ভাস্করের মতে উহা ১৫৮১$\frac{১}{২৪}$ যোজন। আর্য্যভটের যোজনের পরিমাণ ৩২০০০ হস্ত, মনুষ্যের উচ্চতা ৪ হাত, হস্তের পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি।

আর্য্যভটের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার ছিল। তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সকল দেবতার প্রতিই ভক্তিবিনম্র ও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তবে ঋষিগণের ন্যায় তাঁহার চরম লক্ষ্য পরমব্রহ্মই ছিলেন। দশগীতিকার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন এবং শেষে তাহার ফলশ্রুতিতে পাঠকের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। গণিতপাদের প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও গ্রহগণকে নমস্কার করিয়া সত্য জ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন এবং গোলপাদের শেষে তাঁহার গ্রন্থের পরিপন্থীর প্রতি আয়ু ও যশের লোপকারী বলিয়া অভিশাপ করিয়াছেন। কারণ, তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ সনাতন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ[১৫]। ইহার দ্বারা তিনি যে বেদমধ্যস্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, বেদই ব্রহ্ম, তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষই সিদ্ধান্ত।[১৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জালাদ্যৈঃ স এবায়ং।
তৎপক্ষে তদ্ভগণা কল্পে গোহঙ্কর্ত্ত নন্দগোচন্দ্রাঃ॥
যস্তেষমনুপলব্ধোঽপি সৌরসিদ্ধান্তোক্তত্বাৎ
আগমপ্রামাণ্যেন ভগণপরিধিবৎ কথং নৈতদুক্তঃ।—ভাষ্য।

১৪। ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।

১৫। আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং সদসদ্বৎ।
সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্য॥৫০॥ গো।

১৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অর্থ কেহ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। পঞ্চসিদ্ধান্তকার বরাহ ইহাকে দুরবিজ্ঞেয় অর্থাৎ "লোহার কড়াই" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধুনাতন কালের "বার্হস্পত্য" নামক জনৈক Hindustan Reviewর লেখকই ইহার যথার্থ অর্থ প্রচার করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহার পরে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী উহার টীকা লেখেন।

"আর্য্যভট" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে "লঘু-আর্য্যভটীয়" নামক গ্রন্থোক্ত ভূভ্রম-বাদমতের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ এবং কালক্রিয়াপাদের দুই একটি বিষয়েরও সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না ;—

(১) আর্য্যভটীয়ে শ্লোকের সংখ্যা তিনি ১২৩ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানির কোন্ সংস্করণ বা কোন্ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Dr. Korn এর সংস্করণে (১৮৭৫ খ্রীঃ) ১৩+৩৩+২৫+৫০ = ১৩+১০৮ = মোট ১২১টি শ্লোক আছে। দশগীতিকাপাদের ১৩টি শ্লোক বাদ দিলে মোট ১০৮টি শ্লোক পাই। গ্রন্থখানির "আর্য্যাষ্টশতকম্" নামের সহিত এই সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তবে দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গণিতপাদ, এই চারিটি পাদ হইতে মনে হয় যে, এগুলি একই গ্রন্থের চারিটি ভাগ মাত্র। সে যাহাই হউক, এসিয়াটিক সোসাইটীতে Government Collectionএ এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা নির্ভুল না হইলেও বড় অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে শ্লোকের সংখ্যা আছে—১৩+৩৩+২৭(?)+৫০ = মোট ১২৩। কিন্তু তৃতীয় ভাগ কালক্রিয়াপাদের প্রথম দুইটি শ্লোকের সংখ্যা আছে মাত্র, কিন্তু ঐ সংখ্যায় কোন শ্লোক বা বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। কেবল দশগীতিকা ও গণিতপাদের যথাক্রমে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন, জানিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) "গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অহ্ন্দৈর্ঘমণ্ডল পূরণ দ্বারা নিরূপণ করিবে", গ্রন্থ হইতে এরূপ ভাব মোটেই প্রকাশ পায় না। "মণ্ডল" অর্থ যে বিম্ব নহে, এ কথা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডল পূরণের সময় দ্বারা স্ব স্ব কক্ষ্যায় অহ্ন্দৈর্ঘ্য নিরূপণ করিবার কথা মাত্র গ্রন্থে আছে।

(৩) ব্রহ্মচারী মহাশয় 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে এবং তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রমাণগুলি যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত সূর্য্যসিদ্ধান্ত সঙ্কলন মাত্র, বরাহমিহির ইহাতে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তের মতগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার নিজেরও কোন কোন মত সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আমরা যাহা জানিতে পারি, তদ্ব্যতীত এই পুরাতন সিদ্ধান্তখানির আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাই "পুরাতন সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। অধুনা আর একখানি সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রচলন আছে। ইহার সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্থানে স্থানে অমিল থাকায়, ইহা আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাও বরাহমিহিরকৃত নহে। খ্রীষ্টীয় ৭।৮ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত।

(১) পৃথিবী একটি গ্রহ, (২) পৃথিবী অচলা নহেন, (৩) পৃথিবী দৈনিক আবর্ত্তনশীল এবং (৪) সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণশীল—এই কয়টি বিষয় ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে আর্য্যভটীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনশীলতা সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাহা ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হওয়া সম্বন্ধে) বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে পৃথিবীর গ্রহত্ব এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমাণগুলি নূতন না হইলেও এইরূপ জোর করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ব্যতীত* কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই। প্রমাণগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তবে যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে ভূভ্রমমতের খণ্ডন আছে, তাহাতে সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মতের খণ্ডনই যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। অতএব এ প্রমাণের তত মূল্য নাই। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার খণ্ডনের ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার সময়েও (৬২৮ খ্রীঃ) যেন এই উভয় (ব্রহ্মগুপ্তের মতে ভ্রান্ত) মতই (অর্থাৎ দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত) প্রচলিত ছিল। আর আর্য্যভটের প্রতি ব্রহ্মগুপ্তের বিদ্বেষ এবং অযাচিত কটুবাক্য প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, আর্য্যভটীয় শাখার (School of Aryyabhata) দ্বারাই ঐ মতের প্রচার হইয়াছিল। আর্য্যভটীয়ের অনেক টীকা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল টীকা আবিষ্কৃত হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে এবং এই বিষয় সম্বন্ধে যদি কাহারও নিকট আর কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায়, এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটির প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি নূতন না হইলেও† বঙ্গভাষায় তাহার প্রচার হয় নাই এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার

---

* ভারতী, আষাঢ় ১৩০০।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর্য্যভট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন,—

(১) "আর্য্যভটীয়ম্"—Dr Kern's Edition, 1875.
(২) আর্য্যভট সম্বন্ধে প্রবন্ধ—Dr. Kern's Collected Works.
(৩) Rodet, Calcul du Aryyabhata.
(৪) Colebrooke, Essays, Vol. II. pp. 364-365 ; pp. 420-429.
(৫) Colebrooke, Preface to the translation of Lilavati.
(৬) Dr. Thibaut—পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ভূমিকা।
(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908.
(৮) Bulletin, Calcutta Mathemetical Society, Vol. III.
(৯) ভারতবর্ষ, ১৩২০-২১।
(১০) ভারতী, ১৩০০।—"মৃন্ময়ী"র শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তকৃত সমালোচনা, এবং অন্যান্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(১১) ভারতী, ১৩০১।—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "হিন্দু-জ্যোতিষীগণের বিবরণ" দ্রষ্টব্য।

২৪শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্, সি এস

শ্রীযুক্ত কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ পান্নালাল মল্লিক	„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র
„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই	„ বিনয়কুমার সেন এম্ এ
„ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী	„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	„ শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	„ রামকমল সিংহ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	„ টি, পি, মুখার্জ্জী
„ নলিনচন্দ্র মিত্র বি এ	„ শান্তিসাধন বিশ্বাস
„ শরৎচন্দ্র দেব বি এ	„ হীরালাল সিংহ
„ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত	„ চণ্ডীচরণ চন্দ্র
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্যনির্ব্বাচন। ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীল-কুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" ও (খ) শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব—বর্ত্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব—"১৩ (ক) প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়ের মধ্যে যে-কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে।" "১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।" ৬। শোক-প্রকাশ—

(ক) সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর কে টি, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, (খ) বিশিষ্ট সদস্য সার জর্জ্জ বার্ড উড্, (গ) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্যশাস্ত্রী, কবিরঞ্জন এবং (ঙ) হরিধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৭। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। যথারীতি সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ ১৬ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ বায়লাইব্রেরী, হাওড়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, জমীদার ৫০, অগস্ত্যকুণ্ডু (বেনারস সিটি)।
„	„	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন এম্ এ ফিজিক্সের অধ্যাপক, জি, বি, বি, কলেজ, মজঃফরপুর।
„	„	শ্রীঅতুলানন্দ সেন এম্ এ ইতিহাসের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
„	„	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
„	„	শ্রীক্ষেত্রপাল দাস এম্ এস্ সি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীবিজয়কুমার রায় এম্ এ অধ্যাপক রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু বি এল্ ঐ ঐ।
"	"	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভায়া এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅনন্তমোহন সেন এম্ এ Demonstrator Physics, জি, বি, বি, কলেজ। মজঃফরপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, সাজাহানপুর, ইউ, পি।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ইন্‌স্পেক্টর, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টেশন মাষ্টার, বক্সার, ই আই রেলওয়ে।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	ডাঃ শ্রীসুধীরকুমার সেন এম্ বি এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, গয়া।
"	"	ডাঃ বি, এন্, বসু এল্ এম্ এস্ সিভিল সার্জ্জন, হাজীপুর।
		শ্রীমহিমচন্দ্র মিত্র বি এল উকীল, বাঁকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমবলাকান্ত সরকার বি এ ১ হার্ডিং হোষ্টেল, কলিকাতা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তকুমার সরস্বতী পোঃ আউলীয়াবাদ, গ্রাম সুলতানপুর, শ্রীহট্ট।
„	„	শ্রীতারিণীচরণ শর্ম্মাচার্য্য পোঃ ও গ্রাম, কাল্লাউক, জিঃ ত্রিপুরা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র নাগ ম্যানেজার, নাগ ব্রাদার্স কোং ৭।২ হ্যালিডে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	„	শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ৫।১ নুরমহম্মদ সরকার লেন।
„	„	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬।১ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„	শ্রীউমেশচন্দ্র দে বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার পোর্ট ক্যানিং কোং, ক্যানিং টাউন, ২৪ পঃ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু মল্লিক ৪৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
„	„	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত ১০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নাগ শ্রীযুক্ত শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের বাটী। চন্দ্রকান্ত ঘোষের রোড, ময়মনসিংহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	„	শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ বি এ ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিগুলি পরিষদে উপহার পাওয়ায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয় উহা সমর্থন করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডি, এল্, গুপ্ত	১। বৈশ্যবর্ণ-বিনির্ণয়
	২। মনুস্মৃতি

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর	৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ
" দামোদরদাস বর্ম্মণ	৪।	শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
" মোহিনীমোহন বসু	৫।	জীবের শিবত্বলাভের উপায়
" প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	৬।	শ্রীদক্ষিণেশ্বর
" অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭।	মোহন-মাধুরী
" রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮।	আলোচনা (১ম খণ্ড)
	৯।	ঐ (২য় খণ্ড)
" কালীকমল দত্ত	১০।	দুর্গাবতী
	১১।	ক্ষেত্রপাল
	১২।	হেমপ্রভা
" ভুবনমোহন বসাক	১৩।	ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিলের ইতিহাস
" নলিনীকান্ত সরকার	১৪।	কাকনতলার কাপ
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	১৫।	Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs. 1916.
Do	১৬।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the Official year 1916—1917.
Do	১৭।	Report on Emigration from the port of Calcutta to British and Foreign Colonies. 1916.
Registrar, Calcutta University.	১৮।	Calcutta University Minutes, Vol. LIX. Part VIII. 1915.
Do Do	১৯।	Do. Vol. LX. Part IV. 1916.
Do Do	২০।	Do. Senate and Faculties from 19th June to 31st Dec. 1915.
Surveyor General of India.	২১।	Survey of India, General Report, 1915—16.
Supdt. Govt. Press. U. P.	২২।	List of Sanskrit, Jain and Hindi Mss., Sanskrit College. Benares. 1915—16.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	২৩ ।	Statistical Tables showing for each of the years 1901—'02 to 1915—16, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899—1900 to 1901——02 with, an Introductory Memorandum.
Do Do	২৪ ।	Monthly statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, April, 1917.
	২৫ ।	Do. May. 1917.
	২৬ ।	Patent Office Journal, April to June, 1917.
Secy. Indian Science Association.	২৭ ।	Report of the Indian Association for the Cultivation of Science. 1915.
	২৮ ।	Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, vol. III, Ft. I. 1917
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২৯ ।	What are the Tantras and Their Significance.
	৩০ ।	Origin of the Vajrayana Devatas.
	৩১ ।	A Study in Mantra Shastra.

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ আগামী সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহার সংক্ষিপ্ত সার পঠিত হইল এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

রামনিধি গুপ্ত-রচিত গীতরত্ন গ্রন্থের বিবরণ ও তাহা কত দূর প্রামাণিক, তাহার বিচার করা হইয়াছে। গীতরত্ন ১২৪৪ সালে নিধুবাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ তৎপুত্র জয়গোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা গানের অন্যান্য সংগ্রহে যে সকল টপ্পা নিধুবাবুর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয় আলোচনাপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে যে, গীতরত্নই নিধুবাবুর টপ্পার আদি ও প্রামাণিক সংগ্রহ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং নিধু-

বাবুর টপ্পার বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যে স্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে উক্ত টপ্পাসমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা হইয়াছে।

(খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি, ই মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। পাঠান্তে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ ও সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং স্থির হইল যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয় এই প্রবন্ধের বিষয় কি বলেন, জানিতে পারিলে এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা হইবে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ" গ্রন্থের কতক অংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আলোচনা করেন। এই আলোচনার উত্তর, কোষকার ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রদান করিয়াছেন। এই উত্তরে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখানই উচিত। অথচ তিনি স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার প্রবন্ধের সেই অসংগতি দেখান হইয়াছে। আরও দেখান হইয়াছে যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত—ইহা স্বীকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

৫। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন প্রস্তাব।—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, নিয়মাবলীর ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়মের যে সংশোধিত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উপস্থাপিত করিলেন এবং পূর্ব্ব-নিয়ম কি ভাবে ছিল, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, সদস্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে গত বর্ষশেষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এইরূপ পরিবর্ত্তন সমীচীন বোধে অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ আবশ্যকবোধে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রস্তাবটি এই,—

বর্ত্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—"১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অনুমোদক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে। ১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সভায় নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে না।"

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয় পর পর দুইটি

সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করেন। উহা যথারীতি সমর্থিত না হওয়ায় আলোচিত হইল না। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩ (ক) নিয়মটি এই ভাবে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন,—

"কোনও মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে। সভা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে প্রস্তাবিত সদস্য সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করায় সভায় অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৩ (খ) ধারাটির পরিবর্ত্তন আলোচনা-কালে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, "কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত ১৩ (খ) নিয়ম সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। যথা,—"স্থগিত রাখিয়া উহা" এই কয়েকটি শব্দের পর এবং "অব্যবহিত পরবর্ত্তী" এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে, এই কয়েকটি শব্দ সংযোজিত হউক,— "পরবর্ত্তী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে বিবেচিত হইয়া"।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। উহা গৃহীত না হইয়া পরিশেষে ১৩ (খ) ধারাটি এই ভাবে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

"১৩ (খ)—ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নির্ব্বাচন বিবেচিত হইবে। এই নির্ব্বাচন ব্যালট দ্বারা সাধিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন সদস্য-নির্ব্বাচন হইবে না।"

৬। শোকপ্রকাশ—(১) স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, "বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান, পঞ্জাব চীফ কোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক মাস হইল, পরলোক-গমন করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বঙ্গমাতার নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, স্বর্গীয় স্যার প্রতুলচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম প্রধান। তাঁহার প্রতিভা, মনীষা ও উন্নত হৃদয়ের পরিচয় সর্ব্বজন-বিদিত। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে কেবল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নয়—বাঙ্গালার সমস্ত সাহিত্য-সমাজ ও সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। দেশের ও দশের, যে সকল সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহার জীবনকালে উপস্থিত ছিল, সকলটাতেই তিনি বিশেষ ভাবে উৎসাহ ও যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ভাবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন ও সভার এই শোকপ্রকাশ ও সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার আত্মীয়গণকে প্রেরিত হউক।" প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। (২) স্যার জর্জ বার্ডউড—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্টের অধীনে তিনি একজন উচ্চ

রাজকর্মচারী ছিলেন ; দেশে যাইয়াও তিনি ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং ভারতীয় নানা বিষয় সংক্রান্ত, বিশেষত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছি।

(৩) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (৪) বিজয়কৃষ্ণ দাশ গুপ্ত, (৫) হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়—এই কয়েক জন সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই তিন জনের বিষয় কয়েকটি কথা জানাইয়া চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত বিজয়কৃষ্ণ বাবু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তাঁহারই রচিত একটি শোক-কবিতা পাঠ করিয়া সভাকে শুনাইলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্রষ্টব্য

বিগত ১৩১৫ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষৎকে ১৩ খানি প্রাচীন পুথি উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে তাঁহার এই উপহার-দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সেই পুথিগুলির নাম ও রচয়িতার নাম প্রভৃতি সেই কার্য্যবিবরণে ছাপা হয় নাই। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

১। বোস্তাঁ—সেখ সাদী
২। সিকান্দরনামা—নিজামী
৩। তারাবুস সিবিয়ান—মহম্মদ মুনীর
৪। আবুলফজলের পত্রাবলী—আফজল মহম্মদ সংকলিত
৫। বোস্তাঁ (১০৯১ হিজরী)—সেখ সাদী
৬। হাতেমতাই ও জলবাসহওয়ার—আমির আলি
৭। মাদারেজুল্ জওয়াহের—(হিজরী ৬০১)
৮। ইনুসুফজুলেখা—মোলানা জামি
৯। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
১০। মিফতাহল আবওয়াব
১১। আরবী অভিধান (অর্থ পারসীতে লিখিত)
১২। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
১৩। সংখ্যক পুথিখানি অত্যন্ত জীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র
সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

(১৩২৪, ২৫শে ভাদ্র হইতে ১৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সংগৃহীত
ও ২৪শ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় স্বীকৃতের পর)

১৩২৪।	২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত	১২২৩/০
	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০৲
	„ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	৫৲
	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২৲
	„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
	„ ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
		১৩৩৩/০

ভ্রম-সংশোধন—ত্রয়োবিংশ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার ৬ পৃষ্ঠায় পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে চাঁদার তালিকায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে কুঞ্জবিহারী বসু হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

নব-প্রকাশিত পরিষদ্ গ্রন্থ

১। **ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র)**।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদ ও বিবৃতি প্রভৃতি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় আহ্নিক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৫৮। অতি চমৎকার কাগজে রয়াল ৮ পেজী আকারে ছাপা। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২। **সারদামঙ্গল**।—৺মুক্তারাম সেন বিরচিত ও মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চণ্ডীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভাষা প্রাচীন বটে, কিন্তু অতি প্রাঞ্জল। মূল্য—সদস্য পক্ষে ॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥৵০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৩। **জ্ঞানসাগর**।—আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর-প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ, আদ্যোপান্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। ভাষা অতি মনোরম এবং প্রাচীন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ।৵০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ।৶০, সাধারণ পক্ষে ॥০।

৪। **শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস**।—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ-বিরচিত ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-কাহিনী শুনিয়া অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়, কবি বাসুদেব তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় সেই কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ।০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৷৵০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

'সমসাময়িক ভারত' কার্য্যালয়,
যোরাদপুর (পাটনা)
আশ্বিন, ১৩২১ সাল।

'সাহিত্য-পঞ্জিকা' বিভাগ

সবিনয় নিবেদন,

দ্বিতীয় বৎসরের "সাহিত্য-পঞ্জিকা"র প্রেসকাপি প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম বৎসরে যে সকল অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

(১) **গ্রন্থকারগণ** অনুগ্রহ প্রকাশে নিজ নিজ জন্মের তারিখ, জন্মস্থান, বর্ত্তমান ঠিকানা, গ্রন্থের নাম, কি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণের তারিখ, বর্ত্তমান সংস্করণ ও মূল্য জানাইবেন। পরলোকগত কোন গ্রন্থকারের নাম ইত্যাদি প্রথম বৎসরের পঞ্জিকায় না থাকিলে তাহাও অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। **গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র আমাকে পাঠাইলে পঞ্জিকা সঙ্কলনের সুবিধা হয়।**

(২) **দৈনিক ও সাপ্তাহিক** পত্রিকা-সম্পাদকগণ পত্রিকা প্রকাশের প্রথম তারিখ, স্বত্বাধিকারীদিগের নাম, যাঁহারা পত্রিকা প্রকাশের তারিখ হইতে সম্পাদকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের নাম, বাৎসরিক ও প্রতি সংখ্যার মূল্য এবং ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

(৩) **মাসিক ও ত্রৈমাসিক** পত্রিকা সম্পাদকগণ দ্বিতীয় দফায় লিখিত বিবরণ ব্যতীত নিজ নিজ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ামাত্র আমাকে পাঠাইলে সহজে সারসঙ্কলন করিয়া "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় দিতে পারি।

যে সকল পত্রিকা-সম্পাদকগণ পঞ্জিকা পান নাই, তাঁহারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

গত বৎসরের "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় আমার প্রায় পাঁচ শত টাকা দণ্ড লাগিয়াছে। আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে প্রতি বৎসর এরূপ ব্যয় অসম্ভব। যাহাতে "সাহিত্য-পঞ্জিকা" নিজের পায় দাঁড়াইতে পারে, সকলের নিকটেই সে জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। গ্রন্থকারগণ "সাহিত্য-পঞ্জিকা"য় পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিলে তাঁহাদিগেরও লাভবান্ হওয়া সম্ভবপর, আমারও ব্যয় সংক্ষেপ হয়। মাসিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ বিনিময় বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা দ্বারা পঞ্জিকা-প্রচারের সহায়তা করিলে উপকৃত হইব। নিবেদন ইতি—

অধীন,
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

"পুষ্পল"

(ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল)

অননুকরণীয় কেশতৈল।

এই তৈল তরল হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তুষার-শুভ্র। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। আঘ্রাণে মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিবে। মসৃণ ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুষমায় "পুষ্পলে"র পরিচয়। ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

"পার্ল পাউডার"

(সর্ব্বোৎকৃষ্ট টয়লেট্ পাউডার)

কতিপয় নির্দ্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট। সবিশেষ কোমল চর্ম্মেও ইহা নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। শিশুদের অঙ্গে মাখাইলে ঘামাচি হইতে পারে না। শরীরে আঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি প্যাক ।০ আনা।

"কোল্ড ক্রিম্ অব্ রোজেস্"

শরৎকালের শেষে হেমন্তের শিশির-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস্-খস্ করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট ফাটিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের ক্রিম মাখিলে আর সে ভয় থাকে না। ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাখিবার পরই ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে, উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না। মূল্য প্রতি টিউব ।৵০ সাত আনা।

"এণ্টিসেপ্‌টিক্ টুথ পাউডার"

ইহা ব্যবহারে দন্ত সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস স্নিগ্ধকর সুগন্ধে সুরভিত হয়। দন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নূতন উপাদানে প্রস্তুত, নূতন ধরণের সুদৃশ্য কৌটা। মূল্য প্রতি কৌটা ।৵০ ছয় আনা।

"কার্ব্বলিক্ টুথ পাউডার"

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী অতি উত্তম দন্তধাবন চূর্ণ। ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের ন্যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ তিন আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড্‌,
কলিকাতা

The English Works Of

Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

The Amrita Basar Patrika.

2. Epochs of Civilization—Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose ennunciates in this book a theory of Civilization······which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

The Modern Review.

3. A History of Hindu Civilization under British Rule—Vols. I and II (Vol. III. out of print)—Price Rs 5.

"A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit"—*The Times.*

4. "The Root Cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

The Indian Review.

5. "Essays and Lectures on the Industrial Development of India and other Indian subjects, (*Second edition, revised*)"—Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume···display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

The Hindusthan Review.

6. Give the People back their own. (*An open letter to His Excellency the Viceroy and Governor General of India*)—Price 12 annas.

7. "An Eastern View of Western Progress". (Reprinted from the *Westminister Review* and *East and West*)—Price 12 annas.

Apply to Messrs. W. Newman & Co

4, Dalhousie Square, Calcutta.

চণ্ডীদাসের পদাবলী

"বীরভূমবাসি"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঙ্কলিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলুপ ভক্ত জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিদ্যাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্যপক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২৷৷০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গৌরপদতরঙ্গিণী

সম্পাদক পণ্ডিত ৺জগবন্ধু ভদ্র,—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্ত্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মূল্য ২৲ দুই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে। পুস্তক কীটদষ্ট ও ছেঁড়া।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩৷১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৷০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৷৷০।

*৪। ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৴১০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৶০,

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷০।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৴০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১৷০।

*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৴০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ৷৶০।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২৷০।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৷০।

*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২৷০।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৲ টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ৷০।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদসম্পাদিত।

*৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ৷৶০।

*৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ৷০।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*৩৪। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ৷৶৹।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৷৶৹, সাধারণ পক্ষে ৪৶৹।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা৹, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩৷৶৹, সাধারণ পক্ষে ৫৷৹।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ।৹, সাধারণ পক্ষে ।৶৹।

*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ৷৶৹, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷/৹, সাধারণ পক্ষে ১৶৹।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৶৹, সাধারণের পক্ষে ৷৶৹।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ।/৹।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

৫০। শব্দকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৷৹, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

৫১। ময়মন-মোতাক্কীন—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্‌সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।/০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১॥০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্‌সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৫। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্‌সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণ পক্ষে ॥০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্‌সী আবদুল করিম [সম্পা]দিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ॥০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্‌সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য প[ক্ষে] ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

৬৩। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)।—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১॥০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের বহু আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে, সদস্যগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০৫ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ১॥০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩৲ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্বিংশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকগণের বার্ষিক মূল্য [illegible]] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।
[illegible]

হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

১। বৌদ্ধ-গান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২৷০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৷০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৩। সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড—১০৲, ৩য় খণ্ড—৫৲। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

সভাপতির অভিভাষণ

বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা নিবেদন করিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্টতা এই দেখা যায় যে, উহা সকল সময়ে ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহতের সন্ধান করিয়াছে। অন্য দেশে জ্ঞানরাজ্য এত বহুধাভাবে বিভক্ত হইয়াছে যে, তথায় সমগ্রকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ ; তাই তাহার কাব্য, তাহার সাহিত্য, জ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই মহান্ সত্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি সূর্য্যের মধ্যে সেই একতার সন্ধান করিয়াছে। তাই বোধ হয়, আপনারা জ্ঞান ও সাহিত্যকে একে অন্যের অঙ্গ মনে করিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে এক জন বিজ্ঞান-সেবীকে তাহার অজ্ঞাতে এই সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, আমার অভিভাষণে আগামী বৃহস্পতি বার দিন তাহা বলিব। তৎপূর্ব্বে পরিষদের ভবিষ্য উন্নতিকল্পে কয়েকটি কথা আজ উত্থাপন করিব।

যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন, তখন এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলাম। এক দিকে সময়াভাব ও ভগ্ন স্বাস্থ্য, অন্য দিকে পরিষদে কোন কার্য্য করা সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। শুনিয়াছিলাম, এখানে দলাদলি এত প্রবল এবং আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। এ জন্য অস্বীকার করিয়া লিখি। তাহা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে রেহাই দেন নাই। তখন স্থির করিলাম. সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে

পাইয়াছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে।

সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, যাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। মনে হইল, কেবল পুরাতন সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাইয়া বর্ত্তমান জীবন্ত সাহিত্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদিগের নিকট অনেক টাকা অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী; দেখি, পুস্তকাগারের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি অবিক্রীত পুস্তক পরিষদ্ভবনে এরূপ স্তূপীকৃত হইতেছে যে, তথায় মনুষ্যের চলাচল দুর্গম হইবে। অমূল্য শিলালিপি, তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাত্র দর্শকের মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করে। আর সময়ে সময়ে যাঁহারা পরিষদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষের প্রতিকূলতায় সেই চেষ্টা নাকি বিফল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, কাজ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।—

(১) বাহিরে পরিষদের বিশৃঙ্খলতার সম্বন্ধে যে নানান্ কথা উঠে, তাহার ভিত্তি কোথায়?

(২) ভবিষ্যতে এই সব বিশৃঙ্খলতার প্রতিবিধান কিরূপে হইতে পারে?

(৩) পরিষদ্ভবনের আবর্জ্জনা দূর করিয়া এখানে চিন্তাশীল শিক্ষার্থীদিগের মৌলিক গবেষণায় সাহায্য কিরূপে করা যাইতে পারে?

(৪) যে দলাদলি হইতে পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে পরিষৎকে কিরূপে রক্ষা করা যায় ? এবং এই সব বাধা দূরীভূত করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য—সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?

স্থায়ী ভাণ্ডার

এ বিষয়ে অনেক কথা উঠিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সব কথা সাধারণের জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে কখন কখন অন্যায় প্রশ্রয় পাইবে, কখন কখন বা অমূলক নিন্দা রটনার সুযোগ ঘটিয়া উঠিবে। স্থায়ী ভাণ্ডারের অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থার একটা মোটামোটি হিসাব দিতেছি। অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, এই ভাণ্ডারের জন্য মোট চাঁদা ৪৩ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে লালগোলার রাজার প্রতিশ্রুতি ১৩ হাজার। রাজা বাহাদুর যখন এই শেষোক্ত টাকার জন্য দানপত্র করেন, তখন এই টাকার দ্বারা যাহাতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়,—এইরূপ সর্ত্ত করেন এবং সেই কারণে উহা স্বতন্ত্র স্থায়ী ভাণ্ডার ভাবে মজুত আছে।

প্রতিশ্রুত বাকী ৩০ হাজারের মধ্যে নানান্ সময়ে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ১৩ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। এই ১৩ তের হাজার পরিষদের সাধারণ স্থায়ী ভাণ্ডার। ইহা ব্যতীত পরিষদ্‌ভবনও স্থায়ী বিত্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরিষদ্‌ভবন নির্ম্মাণের জন্য স্বতন্ত্র চাঁদা প্রতিশ্রুত হয় এবং সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে ইহার জন্য প্রতিশ্রুত টাকার মধ্যে ২৫০০৲ টাকা বহু চেষ্টাতেও আদায় হয় নাই। এ দিকে কণ্ট্রাক্টার নালিশ করিবার ভয় দেখাইলেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা অনন্যোপায় হইয়া স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে দুই হাজার টাকা ধার লইলেন। ইহা যে অন্যায় হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; জানি না, এ জন্য কাহার দোষ অধিক—কর্ত্তৃপক্ষের অথবা যাঁহারা প্রতিশ্রুত টাকা দিতে অস্বীকার করেন।

তাহার পর পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ জন্য ১৩০৯ সাল হইতে ১৩২২ সাল অবধি এই ১৪ বৎসরে একুনে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে ঋণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০০০৲ টাকা ১৩০৯ হইতে ১৩১৬ সালের

মধ্যে লওয়া হয়। বাকী ৪০০০৲ টাকা ১৩২০।২১ ও ১৩২২ এই তিন সালে লওয়া হইয়াছে।

এই কয় বৎসরে হঠাৎ এত বেশী ঋণ হওয়ার কারণ কি? ১৩১৯ সালের শেষে গবর্ণমেণ্ট পুস্তক প্রকাশের জন্য গ্রাণ্ট মঞ্জুর করেন। সর্ত্ত এই, যদি পুস্তক প্রকাশের জন্য পরিষৎ বৎসরে ৩৬০০৲ টাকা খরচ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১২০০৲ টাকা দিবেন অর্থাৎ পরিষৎকে প্রতি বৎসর পুস্তকপ্রকাশের জন্য ২৪০০৲ টাকা খরচ করিতে হইবে। এই ২৪০০৲ টাকার মধ্যে লালগোলার রাজার পৃথক্ সাহায্য ৮০০৲ ও কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ ১৫০৲, টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। বাকী ১৪৫০৲ টাকা, চাঁদা ও অন্যান্য উপায়ে দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সদস্যের বাৎসরিক চাঁদার মধ্যে এই কয় বৎসরে একুনে ৩১ হাজার টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। এই বাকী চাঁদা তুলিবার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে। এমন কি, চাঁদার ¼ বাদ দিয়া ¾ লইয়া শোধ করিবার উপায় করা হইয়াছিল; ইহার সিকি আদায় হইলে পরিষৎ ঋণজালে জড়িত হইত না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে বিবিধ স্থায়ী তহবিলের অবস্থা এইরূপ ছিল,—গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী-ভাণ্ডারে লালগোলার রাজার প্রদত্ত—১৩০০০৲। এই টাকা মজুত আছে।

সাধারণ স্থায়ী-ভাণ্ডারের ১৩০০০৲ মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ বাবতে ২০০০৲ এবং পুস্তকপ্রকাশের জন্য ৫০০০৲ একুনে ৭০০০৲ ঋণভাবে লওয়া হইয়াছে। বাকী মজুত ৬০০০৲ টাকা আছে। এতদ্ব্যতীত গত বৎসরের অতিরিক্ত যে ৫০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও মজুত আছে।

আমি সভাপতি-পদ গ্রহণ করিবার পর পুস্তকপ্রকাশের অর্থের জন্য আরও বিব্রত হইতে হইয়াছে। কুমার অরুণচন্দ্রের বার্ষিক ১৫০৲ দান গত বৎসরেই শেষ হইয়াছে। লালগোলার রাজাবাহাদুরের বার্ষিক ৮০০৲ গত বৎসর হইতে পাওয়া যাইতেছে না। ইহা সত্ত্বেও স্থির করিয়াছি, যেন স্থায়ী-ভাণ্ডার আর ভাঙ্গা না পড়ে। পরন্তু যাহাতে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বঋণ ৭০০০৲ টাকা সম্পূর্ণ রকমে শোধ হয়, তাহার কোন প্রকার উপায় করিতেই হইবে। শুনিয়া সুখী হইবেন যে, এত অনাটন সত্ত্বেও গত দুই বৎসর পুস্তকাদি

প্রকাশ বা গৃহ-সংস্কারাদি কোন কারণেই স্থায়ী-ভাণ্ডারের ঋণ বৃদ্ধি হয় নাই। বরং এই দুই বৎসরে আমরা দেড় হাজার টাকা ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে ভবিষ্যতের বজেট এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা ধরিয়া চলিলে আর ৪ বৎসরের মধ্যে সমস্ত ধার সম্পূর্ণ শোধ হইবে।

গৃহ-সংস্কার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অবিক্রীত পুস্তক-স্তূপ জঞ্জালপ্রায় হইয়া পরিষৎ-ভবনে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়াছিল। আরও বহু বিশৃঙ্খলা ছিল, সে সব দূর না করিলে পরিষদের বিকাশ অসম্ভব হইত। নূতন আলমারী, বক্তৃতাগৃহে বসিবার আসন, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আরম্ভ করিতেই অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এতদর্থে আমাদের অবিক্রীত পুস্তকরাশি গ্রন্থাবলীর সেট করিয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্থানাভাব দূর হইয়াছে এবং আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের অধিক প্রচার হইয়াছে। ১৩০৭ হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১০০৲ টাকার পুস্তক বিক্রী হইত। তাহার পর গত ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ৮০০৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা ৩৫০০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের চতুর্গুণ মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৭০০৲ টাকা রাখিয়া মন্দিরের সৌষ্ঠবের জন্য ১৮০০৲ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। বাকী ব্যয়ের জন্য এখানকার কোন কোন বিশিষ্ট সদস্য ১৫০০৲ টাকা তুলিয়া দিবেন, এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ৫০০৲ টাকা মাত্র। আশা করি, তাঁহাদের যত্নে বাকী টাকা উঠিবে। সাধারণ সদস্যেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ২৲ টাকা করিয়া প্রায় ৮৫০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বের গৃহ-সংস্কারের জন্য দেনা এখনও তিন হাজার টাকা বাকী আছে। কয়েকটি অতি আবশ্যক ব্যয়ের জন্য আরও দুই হাজার টাকা অর্থাৎ একুনে ৫০০০৲ হাজার টাকার আবশ্যক। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক অথবা ২৫০০৲ টাকা তুলিবার জন্য আমরা ভার লইলাম। সদস্যেরা অনুগ্রহ করিয়া বাকী ২৫০০৲ টাকা তুলিয়া দিলে সত্বরেই পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে পারিবে।

আমি যে সব উন্নতির কথা বলিলাম, তাহা সাধন করিবার জন্য দুই জন সদস্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য এতগুলি কাজ এত সত্বরে সাধিত হইয়াছে। এরূপ কর্ম্মঠ আর ২।৪টি যদি যোগদান করিতেন, তাহা হইলে পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহাকেও চিন্তিত হইতে হইবে না।

এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িতেছে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন। তৈলচিত্র, প্রাচীন শিলা ও মুদ্রা যথাযথ প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং মৌলিক গবেষণার জন্য দুইটি ক্ষুদ্র কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দলাদলি

জীবনে বড় বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানান্ দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্ত্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম্ম শুধু কর্ত্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দাম ভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয়, তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই জন্য সাহিত্য পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয়, সে জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব্ব করিয়া নিজেরা বড় হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সদস্যদিগের উদ্যমের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুলরূপে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে

লিখিয়াছিলাম—"পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য নির্ব্বাহক সভা সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্যমাত্র।" আরও লিখিয়াছিলাম যে, "সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্ত্তব্যশীল সভ্য নির্ব্বাচিত করেন, তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্যই ভবিষ্যৎ দুর্গতির কারণ হইবে।" এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি শ্রেয় হইবে? তথায় প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্যানভাস হইয়া থাকে, পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠী উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকসিত হয়, তাহা কি এইরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?

নবীন ও প্রবীণ

নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসংবাদের প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ, ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও একচেটিয়া নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্দ্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন তো তাহার অনেক উপরে—সে তো চিরনবীন। মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন অভিজ্ঞতা অভাবে হয় ত অতিদ্রুত চলিতে চাহে এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখে না। যাঁহারা বহু কাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয় ত কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অর্জ্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়: প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এত দিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। এ দেশে যেখানে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীনের ও প্রবীণের কার্য্য-কলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি এ কথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

পরিষদের কার্য্য সাধারণ সদস্যগণের নির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহারাই সাধারণের প্রতিভূ হইয়া আসেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতের দ্বারাই প্রতি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কার্য্য সম্পাদনের অন্য উপায় নাই। যদি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত গৃহীত না হয়, তবে তজ্জন্য যদি কেহ পরিষদের সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন, তবে সেটা ছেলেদের আব্দার ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? আর একটা কথা—অতীতের ত্রুটি সম্পূর্ণ মুছিয়া না ফেলিলে কোন নূতন চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।

এ সব যে ত্রুটির কথা বলিলাম, তাহা একান্ত সাময়িক। বাদানুবাদের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহার অনেকটা তিলকে তাল করিবার অভ্যাস হইতে। আমি উভয় পক্ষকেই তাঁহাদের মধ্যে কি কি বিষয় লইয়া বিসংবাদ, তাহা আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; পরে তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দেখা গেল, বিবাদের প্রকৃত কারণ কিছুই নাই বলিলেই হয়। সে যাহা হউক, উভয় পক্ষ মিলিয়া দু-একটি নিয়ম পরিবর্দ্ধন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা আপনারা গ্রহণ করিলে সমস্ত বিসংবাদের মূল চলিয়া যাইবে।

পরিষদ্‌গৃহে বক্তৃতা

যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষীদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার মহাশয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আগামী বৃহস্পতি বার বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চুনীলাল বসু, গণনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যোগেশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বনওয়ারিলাল চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবীদিগকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পরিষদের এই উদ্যোগে তাঁহারা সহায়তা করিবেন, সন্দেহ নাই।

গত দুই বৎসরের সাহিত্য

বিগত দুই বর্ষের মধ্যে অথবা ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

কলাবিদ্যায়——————	৩১	সাহিত্যে———	১৩৪
জীবনবৃত্তান্তে——————	৩৪	দর্শনে——————	২২
নাটকাদিতে——————	৯৮	বিজ্ঞানে————	২৯
উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যে—২৮৪		কাব্য ও কবিতায়—১২৭	
ইতিহাস-পুরাতত্ত্বে——————৯০		আইনে————	২৪
ধর্ম্মবিষয়ে——————	১৪০	চিকিৎসায়———	৩৫
ভ্রমণবৃত্তান্তে——————	১১	বিবিধবিষয়ে———	৩১১

মোট ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) কলাবিদ্যা—এসম্বন্ধে ভাল বই লিখিবার চেষ্টা কমই হইয়াছে। তবে সাময়িক পত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, গবেষণাপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ যথেষ্টই বাহির হইয়াছে।

(২) জীবনবৃত্তান্ত—গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকজন ধর্ম্মবীর, সাধু-সন্ন্যাসী, দুই চারিজন কর্ম্মবীর, শিল্পী, ঐতিহাসিক ও কবির জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অমর কবি মধুসূদন রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতির জীবনের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। উইলিয়ম আরভিন শেষ মুগলবংশের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল; এবার তাঁহার জীবনের অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, আজকাল অধিকাংশ লেখক জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া উপকরণ সংগ্রহে যে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

(৩) নাটক, উপন্যাস, কথাসাহিত্য—কয়েকজন শক্তিশালী লেখক

কথাসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। মানব-মনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইঁহাদের কেহ কেহ সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিবার সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া কথাসাহিত্য বিশেষকে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। মনস্তত্ত্বের এরূপ অনুশীলনে বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই লাভবান্ হইবে। গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একখানি সুন্দর সামাজিক উপন্যাসও দেখা দিয়াছে। সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে ছোট গল্পও বাহির হইয়াছে।

(৪) ধর্ম্ম—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যা তাদৃশ সন্তোষজনক নয়। কিন্তু মাসিক পত্রাদিতে কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবিষয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

(৫) ভ্রমণ—পুস্তকের সংখ্যা কম হইলেও এবার মাসিক পত্রে ভ্রমণের অনেকগুলি কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। নারীর একদিকে শিলং ও কাশ্মীর ভ্রমণের কথা, অপরদিকে পারস্য ও নরওয়ে যাত্রার বিবরণ বাহির হইয়াছে। পুরুষের সুদূর অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ, য়ুরোপ-ভ্রমণ, সীমান্ত-ভ্রমণ, ইন্দোর ও উজ্জয়িনী-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব—বিগত দুই বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অভিনব প্রণালীর অনুসন্ধানের ফলে মহারাষ্ট্রীয়গণের কয়েকটী জটিল রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়াছে; বৌদ্ধ, পাল ও সেনরাজগণ, গুপ্ত, অন্ধ্র ও মুগল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। পাটনা, মিথিলা, চুনার, বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক তথ্য সমালোচিত হইয়াছে। ২ একটী ঐতিহাসিক সমস্যাপূরণের চেষ্টাও দেখা গিয়াছে। কয়েকখানি তাম্রশাসন ও শিলালেখের আবিষ্কার-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। দিন দিন লেখক ও পাঠক যে পুরাতত্ত্ব-ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে আশার কথা। আলোচ্য দুই বর্ষে মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে।

১। সাধারণ—ইতিহাস, ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী, ইতিহাসের উপদেশ, ইতিহাসের ধারা।

২। পুরাতত্ত্ব-কুমার গুপ্তের তাম্রশাসনসম্বন্ধে আলোচনা, মহারাজ স্বামিদাসের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার, নবাবিষ্কৃত অশোক অনুশাসনের পরিচয়, সাঁচি স্তূপের বিবরণ এবং বীরভূম ও নদীয়ার প্রত্নতত্ত্ব।

৩। প্রাচীন ইতিহাস—প্রাচীন ভারতে ব্যবহার, প্রাচীন ভারতের কর্ম্ম কাণ্ড, বৌদ্ধধর্ম্ম, গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ যুগ, পাটলিপুত্র প্রভৃতি।

৪। মুসলমান যুগের ইতিহাস—মুসলমান রাজত্বে শিক্ষা বিস্তার, হামিদাবানু, জেব উন্নিসা, আকবর ও বেগম সমরু প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, আকবর বাদশাহ নিরক্ষর ছিলেন কিনা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বাদানুবাদ।

৫। অনুবাদ—কল্কি অবতারের ঐতিহাসিকত্ব, আর্য্যজাতির মধ্যে জাতের অঙ্কুর, পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকার শিবাজীসম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্প্রতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বৈদিক যজ্ঞসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)' ও 'সমসাময়িক ভারতে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৭) কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বঙ্গসাহিত্যে দার্শনিক চিন্তার নূতন ধারা সমানয়ন করিয়াছেন। "সৌন্দর্য্যতত্ত্বের" সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ-সূচক গ্রন্থ, 'প্রাণময় জগৎ' ও 'মনোবিজ্ঞান' সম্বন্ধে প্রবন্ধ দর্শন-বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

(৮) বিজ্ঞান—বিজ্ঞানসম্বন্ধে মাত্র কয়েকটী আলোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য কোন গ্রন্থ নাই।

(৯) সাহিত্য ও আলোচনা—এ বিভাগে মাত্র দুই একখানি ভাল বই বাহির হইয়াছে। তবে মাসিক পত্রে সাহিত্যে নানা বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গালা বানান, উচ্চারণ, ভাষা কিরূপ হওয়া

উচিত এসম্বন্ধে অনেক অনুশীলন হইয়াছে। অধিকাংশ মাসিক পত্রেই সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক ভাল প্রবন্ধ অল্প-বিস্তর বাহির হইয়াছে। 'সাময়িকী', 'আলোচনা', 'আলোচনী', বিবিধপ্রসঙ্গ', 'পঞ্চশস্য', 'কল্পতরু' প্রভৃতি নাম দিয়া কোন কোন সম্পাদক দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন।

(১০) প্রাচীন সাহিত্য—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। 'যুক্তিকল্পতরু' নামে একখানি প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন পুস্তক এবং কবি চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনসম্বন্ধে দুই খানি এবং অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে ৪খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(১১) অনুবাদ-সাহিত্য—'ভাস', 'বাৎস্যায়ন', "বেদান্তের ভাষ্য" প্রভৃতি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া বঙ্গভাষার কলেবর ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ১০খানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাময়িক পত্র ৩০০ হইতেও অধিক।

(১২) মুসলমান-সাহিত্য—বিগত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ কয়েকখানি সুন্দর পুস্তক ও কয়েকটী মনোরম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন মুসলমান লেখক আর উর্দ্দু ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা সাহিত্য-রচনায় সাহিত্যের বাঙ্গালা যথাসম্ভব ব্যবহার করিতেছেন। 'আল-ইস্‌লাম' প্রভৃতি পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ এরূপ সুন্দর বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে যে, লেখকের নাম তুলিয়া দিলে হিন্দু কি মুসলমানের লেখা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অনেকের ভাষা বিশেষ সংযত ও সুলিখিত। গত ৬৫ বৎসরের মধ্যে ইতিহাস, ধর্ম্ম, জীবনবৃত্তান্ত, কাব্য ও সাধারণ সাহিত্য বিষয়েই মুসলমানগণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। কাজি ইম্‌দাদুল-হক 'নবীকাহিনী' লিখিয়াছেন, মোজাম্মেলহক্ 'হজরৎ মহম্মদ' নামে মহম্মদের জীবনকাহিনী ও মাহাত্ম্যের কথা কবিতায় রচনা করিয়াছেন। মহম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী 'ধর্ম্মের কাহিনী' লিখিয়াছেন। সাময়িক পত্রেও কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে

শোক-প্রকাশ।

এই দুই বৎসরের মধ্যে কতকগুলি প্রথিত-নামা সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-বন্ধুর পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধাররূপে পরিষদের উন্নতিবিধানে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এবিষয়ে আমার বেশী বলিবার কিছু নাই। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বিজড়িত থাকিবে। পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের অভাব হইয়াছে। ইঁহাদের স্থান পূরণ করিবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিক—যাঁহারা দেশের ও সাহিত্যের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন—তাঁহাদের পরলোকগমনে আমরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি :—

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিহারীলাল গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, হেমেন্দ্রমোহন বসু, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, লালমোহন বিদ্যানিধি, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, রবি দত্ত, সার প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, গৌরীশঙ্কর রায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়। ইঁহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন।

উপসংহার।

সাহিত্য-পরিষদের এই দুই বৎসরের কার্য্য আশাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বাধার কারণ দূর হইয়াছে, এখন আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতাই ইহার গতিকে দ্রুততর করিবে। সদস্য-সংখ্যা গত বৎসরে এক সহস্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রত্যেক সদস্য যদি অন্ততঃ আর একটি নূতন সদস্যের নাম প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বহুলকার্য্য সাধিত হইতে পারে।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন; সেই কমিশনের বিদেশীয় সভ্যগণ ইহার কার্য্য লক্ষ করিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন পরিস্ফুটনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, আমাদের এই সাহিত্য-পরিষৎকে আদর্শ করিয়া তথায় অন্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা হইতেছে। এ সবই তো আশার কথা—আশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে? সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন আসিতেছে, তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। দুর্দ্দিনের মধ্যে কি আশা লইয়া তবে থাকিব? দুই একটি আশার কথা আছে; তাহার মধ্যে আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ অন্যতম। আমাদের অযত্নে এই ক্ষীণ প্রদীপটি কি নিবিয়া যাইবে?

পরিশিষ্ট

বার্ষিক আয় ব্যয় হিসাবের প্রণালী।

আয়।

১।	চাঁদা	১০,৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	২৫০৲
৩।	পুস্তক বিক্রয়	১০০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭০০৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩০০৲
৬।	সুদ আদায়	৮০০৲
৭।	এককালীন দান	২২২৫৲
		১৫৭৭৫৲

ব্যয়।

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ	২৪০০৲
৩।	পুস্তকালয়	৫২৫৲
৪।	পুথিশালা	১৫০৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	৪০০৲
৬	চিত্রশালা	১৫০৲
৭।	ডাকমাশুল	১১০০৲
৮।	বাড়ী মেরামত	৩০০৲
৯।	অন্যান্য আসবাব ও আলো মেরামত	১০০৲
১০।	কমিশন	৭৫৲
১১।	ট্যাক্স	২৬২৲
১২।	ইলেক্‌টিক্ আলোক ও পাখার বিল	৩০০৲
১৩।	ঘর ভাড়া	১২০৲
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	২০০৲
১৫।	নূতন আসবাব	১০০৲
১৬।	বেতন	৪০০০৲
১৭।	গাড়ী ভাড়া	১৫০৲
১৮।	পোষাক	৫০৲
১৯।	ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৮০৲
২০।	সম্মিলনের ব্যয়	৭৫৲
২১।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২৫০৲
২২।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়	২৫৲
২৩।	বিবিধ ব্যয়	২০০৲
২৪।	স্থায়ী ভাণ্ডারের দেনা শোধ	১০০০৲
		১৫৬১২৲

ভ্রম-সংশোধন

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে বড় নগরের কয়েক-খানি শিলালিপির ছাপ ও পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২ সংখ্যক লিপি (১৯৯ পৃষ্ঠা, ৩ ও ৪ পংক্তি) অর্থাৎ গণেশ-মন্দির সংলগ্ন লিপিতে "রসবর্জ্জিতে" স্থলে "রসবর্জ্জিতে" হইবে এবং "দয়ারাম :)" স্থলে "দয়ারামো" হইবে। যে অনবধান হইতে ভুল দুইটি হইয়াছে, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। মনীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই ভুল দুইটি ধরিয়া দিয়াছে এবং তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই ভুলের কথা আমাকে জানাইয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রতি এ জন্য যারপর নাই কৃতজ্ঞ। পত্রিকার পাঠকেরা ছাপের সহিত পাঠ মিলাইলেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালা-দেশে মুসলমান অধিকারের পত্তন। তখন হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী ও আরবী নাম এবং শব্দের প্রবেশের সূত্রপাত।

মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আরব জাতির জাতীয়তার উন্মেষের যুগে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আদিতে উময়্য়-বংশীয় খলীফহ্ সুলয়মান যখন দমস্ক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ইরাক্ ও অল্-জজীরহ্ (মেসোপোটামিয়া) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হজ্জাজ ভারতে ইস্লাম প্রচারের জন্য মহম্মদ্ ইব্ন্-কাসিমের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে আরব মুসলমানেরা ৭১২ সালে সিন্ধু প্রদেশ জয় করে; এবং ওই প্রদেশ কিছু কাল আরবদের হাতেই থাকে। কিন্তু আরবদের অধিকার এ দেশে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয় নাই; এমন কি, ইহাদের আগমনবার্ত্তা ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেই পারে নাই। ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্য লইয়া দেখা দেয়, তুর্কী ও আফগান জাতীয় মুসলমানেরা। বগ্দাদের অব্বাস-বংশীয় খলীফহ্-দের ক্ষমতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সল্জুক ও অন্যান্য জাতীয় তুর্কীরা পারস্য, ইরাক্ ও পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডে আসিতে থাকে, এবং ক্রমে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে ঐ সকল দেশে এই তুর্কীরা বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, আরব ও পারসীকেরা ইহাদের কাছে অবনতি স্বীকার করে। বিভিন্ন তুর্কী-গোষ্ঠী খোরাসান ও আফগানস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং অর্দ্ধসভ্য আফগানদিগকে আপনাদের বশে আনয়ন করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, ৯৬২ সালে অল্প্-তগীন্ নামে এক তুর্কী সেনানী আফগানস্থানের ঘজ্নহ বা ঘজ্নী নামক স্থানের গড় দখল করেন, এবং আফগানস্থানে এক তুর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প-তগীনের পর সবুক্-তগীন্ এবং তৎপুত্র বিখ্যাত মহ্মূদ রাজা হন। সবুক্-তগীন্ই প্রথম ভারত-বিজয়ের বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালকে কয়েকবার পরাজয় করেন। মহ্মূদ্ (মহ্মূদ্ ঘজ্নবী নামে বিখ্যাত) ষোল বার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ লুণ্ঠনের অভিযান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মহ্মূদের শৌর্য্য ও তাঁহার তুর্কী এবং আফগান সৈন্যের অপ্রতিহত পরাক্রমের কাছে উত্তর-ভারতের সমবেত শক্তি দাঁড়াইতে পারে নাই। মহ্মূদ্ দক্ষিণে সোমনাথ ও পূর্ব্বে কালঞ্জর পর্য্যন্ত সেনা আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখেন। ঘজ্নীর তুর্কী সুলতানদের সময় হইতে 'তুর্কী' শব্দ ভারতে মুসলমান-বাচক হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, বিশিষ্টরূপে মুসলমান ধর্ম্মের ও মুসলমান ভাবের সহিত ভারতের ধর্ম্মের ও ভাবের প্রথম সঙ্ঘাত, তুর্কীরাই ভারতে আসাতে ঘটে। বহু কাল ধরিয়া পঞ্জাবে, রাজপুতানায় মধ্যদেশে, বাঙ্গালায়, যত দিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পশ্চিমা মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই, তত দিন মুসলমান অর্থে 'তুর্ক্' বা 'তুরুক' শব্দই ব্যবহৃত হইত ; এখনও এই অর্থে তামিলে 'তুলুক্ক' শব্দ প্রচলিত ; কারণ, দক্ষিণের লোকেদের মুসলমানদের সহিত ততটা সম্পর্কে আসিতে হয় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোর-প্রদেশের সূর-বংশীয় আফ্‌গানেরা 'অলাউ-দ্‌-দীন জহান্-সোজের নেতৃত্বে ঘজনী ধ্বংস করে। আফগানস্থানে আফগান ঘোরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা মু'ইজ্জু-দ্‌-দীন মুহম্মদ ঘোরী তিরৌরীর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রায়-পিথৌরা বা পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করেন। মুহম্মদ ঘোরী নিজে আফগান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনায় বহু তুর্কী সেনানী ও সৈনিক ছিল। এই সকল তুর্কী সেনানীদের মধ্যে অন্যতম কুতুবু-দ্‌-দীন অয়্‌বক্ দিল্লীতে প্রথম মুসলমান রাজবংশের স্থাপন করেন। আর এক সেনাপতি ইখ্‌তিয়ারু-দ্‌-দীন মুহম্মদ্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী বিহার (মগধ) জয় করেন ও নবদ্বীপ (উত্তররাঢ়) আক্রমণ করেন, এবং লক্ষ্মণাবতী নগর ও প্রদেশ (বরেন্দ্র) মুসলমান-শাসনের অধীনে আনেন। খল্‌জী-গোষ্ঠীয়েরা সম্ভবতঃ তুর্কীজাতীয় ছিল, দীর্ঘকাল আফগান দেশে বাস করা হেতু পরে ইহারা ভাষায় ও আচারে আফগান হইয়া পড়ে। বখ্‌তিয়ার সম্ভবতঃ তুর্কী-ভাষীই ছিলেন। প্রথম ভারতজয়ী মুসলমানেরা মুখ্যতঃ তুর্কী, ও পশ্‌তো-ভাষী আফগান, এই দুই জাতীয় ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেক ঈরানী ও কিছু আরবও ছিল। উত্তর-ভারতবিজয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে এশিয়া-মাইনরে, ইরাকে, পারস্যে, খোরাসানে ও আফগানস্থানে, সল্‌জুক্ ও অন্য জাতীয় তুর্কীদেরই বেশী প্রাধান্য ছিল ; ভারতেও বহু কাল ধরিয়া তুর্কীরাই প্রবল থাকে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে দাস-বংশীয়েরা সকলেই তুর্কী ছিলেন ; খল্‌জী-বংশীয়েরা তুর্কী-জাতি-সম্ভূত ছিলেন ; কিন্তু ইহাঁরা আচার-ব্যবহারে ও ভাষায় আফগান বা পাঠান বনিয়া গিয়াছিলেন। তুগ্‌লক্ রাজারা তুর্কী ছিলেন ; সয়্যিদ রাজারা খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় মুসলমান ছিলেন ; সয়্যিদ-বংশের পরে লোদী ও সূর বংশীয়েরা আফগান (পাঠান) ছিলেন, কিন্তু ইহাঁরা অনেকটা হিন্দুস্থানী হইয়া পড়েন। মোগল-বংশের প্রথম রাজা বাবর তুর্কী বলিতেন, তুর্কীতে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ভারতের মোগল সম্রাট্‌গণ দুই তিন পুরুষেই হিন্দীভাষী হইয়া পড়েন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসকদের মধ্যে, বঙ্গ-বিজয়ের পর প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজত্ব করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তুর্কী ছিলেন ; কিন্তু স্বদেশের সহিত সংযোগ না থাকায় তুর্কী ও আফগান, আরব ও হাবশী, সকলেই অল্পে অল্পে ভারতীয় মুসলমান হইয়া দাঁড়ান, এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করেন।

পশ্‌তো, তুর্কী, ফারসী ও আরবী—এই চারি ভাষা মুসলমানদিগ-কর্তৃক এ দেশে আনীত হয়। তুর্কীরা ও পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরাই ভারতে খুব বেশী আসে, এবং মুসলমান-যুগের ইতিহাসের অনেকটা অংশ প্রধানতঃ ইহাদের লইয়া। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুর্কী

ও পশ্‌তোর প্রভাব ভারতের দেশী ভাষাগুলির উপর প্রায় কিছুই পড়ে নাই। তুর্কীর গোটাকতক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় আসিয়াছে; যেমন—তুর্ক, তোপ, তকমা, খাঁ, বেগ, বেগম, উজবক, বাবুর্চী, উর্দু, চকমকী, কাবু, কোঁৎকা, মুচলকা। কিন্তু খুঁজিলেও পশ্‌তোর শব্দ দু চারটার বেশী বোধ হয় মিলিবে না। ইহার কারণ এই যে, এ দেশে তুর্কী ও পশ্‌তো যখন চলিত, তখন এই দুই ভাষা ঘরোয়া ভাষা হিসাবেই বিজেতা তুর্কী ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল;—ভারতের মুসলমান বিজেতাদের পোষাকী বা দরবারী ভাষা গোড়া হইতেই ফারসী ছিল। ফারসী-ভাষী মুসলমান অধিক পরিমাণে ভারতে না আসিলেও, ফারসীর ছাপ সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দী, বিহারী, বাঙ্গালা ও মরাঠীতে যতটা পড়িয়াছে, ততটা আর কোনও বিদেশী ভাষার নয়।

আধুনিক মুসলমান জগতে মুসলমান সভ্যতার বাহনরূপে চারটি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; সে চারিটি ভাষা হইতেছে আরবী, ফারসী, পশ্চিমী তুর্কী ও উর্দু। পশ্‌তো, বলোচ প্রভৃতি, মুসলমান জাতির ভাষা হইলেও মুসলমান-জগতে কখনও উচ্চ স্থান পায় নাই, এবং বহু কাল ধরিয়া পাইবেও না। পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরা দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত জাতি বটে, কিন্তু সভ্যতায় ইহারা কখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আফগানেরা তুর্কী সহযোগী ও প্রভুদের নেতৃত্বে ভারত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সভ্যতায় বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহাদের সাহিত্য বড় হইয়া গড়িয়া উঠে নাই; অভিজাত শ্রেণীর আফগানেরা ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও রীতি-নীতিই গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে আফগান ও তুর্ক একমত ছিল। পারস্যে, আফগানস্থানে, ইরাকে তুর্কীদের ক্ষমতার পত্তন হইতেই তুর্কীরা সুসভ্য পারসীক জাতির অনুকরণ আরম্ভ করে। ফারসী ভাষা তখন আরবী ভাষার শব্দ-সম্পদের এবং ইস্‌লামী চিন্তা ও ভাবরাজ্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বগ্‌দাদের নবীন আরবী সাহিত্য ও চিন্তা অনেকটা পারসীক জাতিরই কৃতিত্বের ফল। তখন তুর্কীরা পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই; এবং তখন পারস্যে, খোরাসানে ও তুর্কীস্থানে, কোথাও তুর্কী ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হয় নাই। তুর্কীতে এমন কোনও বই ছিল না, যাহা শিক্ষিত মুসলমান তুর্কী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। এ দিকে প্রাচ্য মুসলমান-জগতে তুর্কী ক্ষমতার অভ্যুদয়ের যুগেই ফারসীতে একটা বড় দরের নূতন সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে। রুদাগী, দকীকী, ফির্‌দৌসী প্রমুখ মহাকবি ফারসী ভাষায় নূতন শক্তি দান করিয়াছেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য এই যুগে আরবী ভাষার বিশেষ প্রচলন থাকিলেও ধীরে ধীরে প্রাচ্যখণ্ডে, পারস্য খোরাসান, আফগানস্থান ও তুর্কীস্থানে, ফারসী আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ফারসী ভাষা দশম শতাব্দীর শেষের দিকেই তুর্কী ও আফগানদের পোষাকী ভাষা বা সাধু ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে যখন উত্তর হইতে বর্ব্বর মোঙ্গোল ও তাতারগণ নামিয়া আসিয়া খোরাসান, পারস্য ও ইরাকে পারসীক-আরব বা মুসলমানী সভ্যতার প্রায়

এক প্রকার বিলোপ সাধন করিল, বগ্‌দাদ নগর ধ্বংস করিয়া দিল, তখন হইতে এই নবীন মুসলমানী সভ্যতার বাহন আরবী ভাষার চর্চ্চা পারস্যে ও অন্যত্র অনেকটা কমিয়া গেল। মোঙ্গোল আক্রমণের পূর্ব্বে পারস্য দেশেও আরবীতে বই লেখা হইত; এখন হইতে দেশ ভাষা ফারসীর প্রসার বাড়িয়া গেল। কেবল স্বদেশে নহে, আফগানস্থানে ও তুর্কীদের মধ্যেও ফারসী প্রসৃত হইয়া পড়িল। শাসকবর্গ ও অভিজাত শ্রেণী এবং জনসাধারণ, ঘরে তুর্কীই ব্যবহার করুন বা পশ্‌তোই ব্যবহার করুন, সাহিত্যালোচনায় ও রাজকার্য্যে ফারসী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতে যখন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রথম হইতেই যে সকল হিন্দু, রাজার জাতির সহিত মিশিত বা রাজার চাকরী লইত, তাহাদিগকে এই পোষাকী ভাষাই শিখিতে হইত।

খাঁটী আরব মুসলমান ভারতে অল্পই আসে। বাঙ্গালায় হাব্‌শী রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ আরবী বলিতেন, কিন্তু ভারতে মুসলমান-যুগে আরবী-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম ছিল আরবী-ভাষী লোক বেশী না আসিলেও আরবীর অনেক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি সরাসরি আরবী হইতে আসে নাই, এগুলি আসিয়াছে ফারসীর মধ্য দিয়া। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে যখন পারস্যদেশ মুসলমান আরবদের অধীন হইল, এবং পারস্যের লোকেরা যখন মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, তখন হইতেই আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সংস্কৃতের স্বস্কুলজাত পারসীক বা ফারসী ভাষা, শেমীয় ভাষা আরবীর আওতায় পড়িল; ৭৫০ সালে যখন বগ্‌দাদে এক নবীন মুসলমান সভ্যতার উত্থান হইল, তখন পারস্যের মনীষা এই নবীন সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়া আরবী ভাষার সেবা ও উন্নতিতে নিয়োজিত হইল। পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পারসীক ভাষার জীবনী শক্তি অবলুপ্ত হইল; ফারসী নিজের পায়ে যেন দাঁড়াইতে না পারিয়া আরবীকে আশ্রয় করিল,—দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্ত শব্দ নবপুষ্ট উন্নতিশীল আরবীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চ ভাবের কথা ভিন্ন সাধারণ বহু শব্দও ফারসী অনাবশ্যকরূপে আরবী হইতে গ্রহণ করিয়া অঙ্গীভূত করিতে লাগিল। আরবী সাহিত্যের আদর্শে এক নূতন মুসলমানী ফারসী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ফারসী, আরবীর শব্দ ও ভাব সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল; এখন যেমন যে কোনও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় অবাধে চালাইতে পারা যায়, ফারসীতে তেমনি যে কোন আরবী কথা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এমন কি, ফারসী আরবীর এতটা অনুকারী হইয়া পড়িয়াছে যে, আরবীর অনেক বাক্য-রচনা-রীতি, প্রত্যয় বিভক্তি ফারসী হইয়া বসিয়াছে। আধুনিক ফারসীতে শতকরা ৬০-এর উপর শব্দ আরবী; অতি সাধারণ ঘরোয়া কথা বলিতে গেলেও আরবীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন ফারসীর চলে না। ফলতঃ ইংরেজীর পক্ষে যেমন লাটিন, বাঙ্গালার পক্ষে যেমন সংস্কৃত, ফারসীর পক্ষে আরবী সেইরূপ হইয়াছে। এই জন্য ফারসী ভাষা যখন ভারতে আসিল,

তখন আরবীর অনেক শব্দই আসিয়া গেল। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আরবীর চর্চ্চা থাকিলেও, এই শব্দগুলি একেবারে আরবী হইতে ধার করা হয় নাই। স্পেনের লোকেরা আরবী-ভাষী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়, বিজেতা আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া স্পেনীয়েরা অনেক আরবী কথা গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় বিশেষ্য বিশেষণের সঙ্গে ال 'অল্' উপসর্গ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; স্পেনীয় ভাষায় যে সকল আরবী শব্দ পাওয়া যায়, আরবী-ভাষীর মুখ হইতে শুনিয়া গৃহীত বলিয়া সেগুলিতে এই উপসর্গ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফারসীতে যখন আরবী শব্দ আসে, তখন এই উপসর্গ ধরা হয় না। ফারসীর ভিতর দিয়া পাওয়া বলিয়া আমাদের হিন্দী ও বাঙ্গালায় যে আরবী শব্দ মিলে, তাহাতেও 'অল্' উপসর্গ নাই। যেমন স্পেনীয় alcayde, alcoran, alcorban, alcacer, Alhambra, atabal, Alcala, Alborge ইত্যাদি; এই আরবী পদগুলির ভারতীয় রূপ যথাক্রমে—কাজী (বাঙ্গালা) বা ক়াজ়ী (হিন্দুস্থানী), কোরান, কোর্বান্, ক়সর্ (উর্দূ), হমব্ (উর্দূ), তবলা (বাঙ্গালা), কিল্লা বা ক়লহ্ (উর্দূ), বুরুজ (বাঙ্গালা)।

বাঙ্গালায় ফারসী ও আরবী কথার বেশী করিয়া আমদানী আরম্ভ হয় মোগল আমল হইতে। মোগল আমলের পূর্ব্বে তুর্কী ও পাঠান শাসকদের সঙ্গে বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ হিন্দু প্রজার তেমন যোগ ছিল না। কারণ, মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অংশবিশেষ মাত্র মুসলমান-শাসনে ছিল। "খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। পাশ্চমোত্তর বঙ্গের রাজছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলিজার সময়ের শতাধিক বর্ষমধ্যেই বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজবংশধর বিরাজ করিতে-ছিলেন। (তারিখ বারণী। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় স্বাধীন রাজা দনুজরায় বলবন্ বাদশাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তোগলকশাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। মুসলমান ইতিহাসে সপ্তগ্রামের এই প্রথম উল্লেখ।) পরবর্ত্তী সময়েও কিছু কাল মুসলমানরাজের অধিকার ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গের একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইস্‌লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু সামন্তগণও অনেক সময়ে মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন।" [কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল।] পাঠানেরা সমগ্র বঙ্গদেশ কোন কালে জয় করিতে পারে নাই। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তেয়ার-উদ্-দীন মুহম্মদ বখ্‌তেয়ার খলজী নদীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন,

কিন্তু প্রথম প্রথম কেবল গৌড়-লখনাবতীতেই মুসলমান-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান গিয়াস্-উদ্-দীন (১২১১-১২২৬) সম্ভবতঃ উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, এবং গৌড়ে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; কথিত আছে, তিনি তীরহুত, কামরূপ ও বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) রাজাদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। ইখ্‌তয়ারু-দ্-দীন য়ুজ্‌বক্ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ (আনুমানিক) নবদ্বীপ জয় করেন; রুক্‌নু-দ্-দীন কৈকাউস শাহের সেনানী উলুঘ্-ই-অজ়ম্ জফর খান্ বহ্‌রাম য়িৎগীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম জয় করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে শম্‌সু-দ্-দীন য়ুসুফ্ শাহের রাজ্যকালে পাণ্ডুয়া জয় করা হয়। [এই সমস্ত তথ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।] দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালা (মেদিনীপুর, যাজনগর বা উড়িষ্যা) বহুকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল; পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে (বীরভূম, বাঁকুড়া ও কোচবিহার প্রভৃতিতে) মুসলমান-ক্ষমতা কখনও সুদৃঢ়রূপে প্রসৃত হইতে পারে নাই। পাঠানদের শাসনকালে বাঙ্গালার 'ভুঁইয়া' রাজারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসক ছিলেন; ইহাদের 'জমিদার' নাম মোগল যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মোগল আমল হইতেই সুবেদারের শাসন সুদৃঢ় হইল, রাজধানী দিল্লী-আগরার সহিত সুবে বাঙ্গালার সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইল। রাজার জাতি, রাজার ভাষা ও রাজার আইন-কানুনের সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ করিয়া পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল।

রাজার জাতি এখন আর এক দল বিদেশী তুর্কী, পাঠান বা মোগলকে লইয়া নহে; তুর্কী, মোগল, পাঠান সকলেই ১৭শ শতকের মধ্যে হিন্দুস্থানী বনিয়া গিয়াছে। যে সকল নবাগত তুর্কী, মোগল, ঈরানী ও পাঠান এবং আরব এখন ভারতে আসিতেছে, তাহারাও ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। বিজেতৃবংশসম্ভূত বলিয়া তুর্কী, মোগল, পাঠান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মাতৃ-ভাষা এখন আর বিদেশী তুর্কী বা পশ্‌তো নহে; উত্তরভারতের ভাষা হিন্দুস্থানী ইহাদের মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে। মোগল আমল হইতে বহু মুসলমান ও রাজপুত এবং অন্য শ্রেণীর পশ্চিমা হিন্দু বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে চাকরী লইয়া বাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। এইরূপে দুইটি ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িবার অবকাশ ঘটিল; একটি মুসলমানে শিক্ষিতবর্গের সাহিত্য-চর্চার এবং রাজার দপ্তরের ভাষা—ফারসী; আর একটি বাঙ্গালার পশ্চিম হইতে আগত হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মাতৃভাষা—হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। মুসলমানদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও স্মৃতি-বিধি-নিয়মের ভাষা আরবী, উচ্চশিক্ষিত মুসলমান মোল্লা মৌলবীদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

১২০৬ সালে দিল্লীতে মুসলমান-শাসনের প্রতিষ্ঠা। মুহম্মদ ঘোরী ও কুতুবু-দ্-দীনের ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বরকল্প আফগান ও তুর্কী দল এই সময় হইতে ভারতে বসবাস আরম্ভ করে। ১৬০৫ সালে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়। এই ৪০০ বৎসরের মধ্যে "ভারতীয় মুসলমান" জাতি

ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর-ভারতে (মধ্যদেশে) উপনিবিষ্ট তুর্ক ও আফগান (ও পরে মোগল) এবং দেশী লোকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীর আশে-পাশে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল ও আছে, এবং যেগুলিকে নবাগত মুসলমানগণ 'হিন্দী' বা হিন্দ্-দেশের ভাষা বলিত,—যেমন পূর্ব্বী-পঞ্জাবী, ব্রজভাখা, মেবাতী,—সেই উপভাষাগুলি মিলাইয়া এবং তাহাতে ফারসী (আরবী এবং তুর্কী) শব্দ প্রয়োজন-মত আনিয়া শাসক ও শাসিতবর্গের মধ্যে কথা-বার্ত্তার ভাষা হিসাবে একটি ভাষা দাঁড়াইয়া যাইতে থাকে। ইহার উদ্ভবকাল হইতে এই ভাষা হিন্দী বা হিন্দোস্তানী (অর্থাৎ ভারতের বা হিন্দুর দেশের) ভাষা বলিয়াই খ্যাত হয়; এবং দিল্লীর বাদশাহদের 'উর্দূ' বা ছাউনীর বাজারের ভাষা বলিয়া মোগল-যুগের শেষভাগে ইহাকে 'উর্দূ-এ-মুঅল্লহ্' বা 'উর্দূ' নাম দেওয়া হইতে থাকে। পরে 'হিন্দোস্তানী' বা 'হিন্দী' আধুনিক কালে মুসলমান বা ফারসী-জানা হিন্দু লোকের হাতে পড়িয়া যখন খুব বেশী করিয়া আরবী ও ফারসী শব্দে পূরিত হয় ও ফারসী লিপিতে লিখিত হয়, তখন 'উর্দূ' নামেই পরিচিত হয়। 'হিন্দোস্তানী', 'হিন্দী' বা 'উর্দূ'র উদ্ভব ত্রয়োদশ শতকে; তুর্কী, পশ্‌তো ও ফার্সী-ভাষী মুসলমানগণ যখন স্বদেশের সহিত সংযোগ হারাইল, তখন এই 'হিন্দোস্তানী' ক্রমে তাহাদের মাতৃভাষা হইল। এখন হইতে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে 'হিন্দোস্তানী'র পত্তন; কিন্তু এই সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রথম ৫০০ বৎসর ইহাতে কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। ইহা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে Lingua Franca স্বরূপ ছিল, এবং সহজবোধ্য বলিয়া ক্রমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী হিন্দুদের মধ্যেও রাষ্ট্রভাষা ("খড়ী-বোলী") হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। তিন চার পুরুষেই ইহা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমানদের ঘরোয়া ভাষা হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু লিখিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে ফারসী ব্যবহৃত হইত; এবং যদি কোনও মুসলমান, দেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে চাহিতেন, তখনই পাঁচটা উপভাষার মিশালে সৃষ্ট এই চলতি হিন্দোস্তানী বা হিন্দীতে না লিখিয়া উত্তর-ভারতের ব্রজভাখা বা অবধীর মত হিন্দুর সাহিত্যিক ভাষাগুলিই অবলম্বন করিতেন। আকবরের নামে ব্রজভাখার পদ পাওয়া যায়; মালিক মুহম্মদ জায়সী 'পদ্মাবত' কাব্য অবধী ভাষায় লেখেন। এই হিন্দোস্তানী ভাষা এক দিকে তুর্কী বা ঈরানী জাত্যভিমানী মুসলমানদের লজ্জা ও অবজ্ঞার বিষয় ছিল; অন্য দিকে নবীন মিশ্রভাষা বলিয়া হিন্দুর কাছে সাহিত্য-রচনার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ভাব ও চিন্তাপ্রণালী এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃতি লাভ করিল। যখন এই মিশ্রভাষা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমান-সমাজের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, যখন ফারসী আয়াস করিয়া শিখিতে হইত এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাখা বা অবধীতে মুসলমান-চিত্তের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব ছিল না, তখন ইহাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। হৈদর-আবাদের দক্ষিণী মুসলমানদের মধ্যে এই নূতন হিন্দোস্তানী বা উর্দূ সাহিত্যের উদ্ভব।

প্রথম প্রথম হিন্দোস্তানী কবিতার ভাষাকে 'রেখ্‌তহ্‌' বা ফার্সী-'ছড়ান' হিন্দী বলা হইত। উর্দু ভাষার আদি-কবি বলী ('বাবা-ই-রেখ্‌তহ্‌' নামে প্রসিদ্ধ) সপ্তদশ শতকের লোক। হিন্দোস্তানী ভাষা মুসলমান-শাসনের ফল। ইহা সর্ব্বজনবোধ্য বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের কথা-বার্ত্তার ভাষা হইয়াছে; ইহাকে হিন্দুরাও উত্তর-ভারতের সাধুভাষা standard language বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহা 'খড়ী বোলী'; ব্রজভাখা, অবধী, ভোজপুরিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির আর প্রভাব নাই—সেগুলি এখন 'পড়ী বলী'। ইহার প্রচার মুসলমান-ক্ষমতাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু মুসলমান প্রভাবে পড়িয়া এমন সুন্দর একটি বস্তু অনাবশ্যকরূপে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফারসী-মিশ্র হইয়া ভারতীয় হিন্দুর কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট্ সাহেবের প্রযত্নে এই ভাষা যাহাতে হিন্দুরও আদরের ভাষা হয়, সেই চেষ্টা হইতে থাকে; ইহাতে হিন্দুর উপযোগী প্রথম পুস্তক লল্লুজী-লালের 'প্রেমসাগর' রচিত হয়, এবং তখন হইতে সংস্কৃত শব্দ বিশেষ পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। গত শতাব্দে হিন্দোস্তানী দুই মূর্ত্তি ধরিয়া বসে—(১) ফারসী অক্ষরে লেখা আরবী-ফারসী-শব্দ-বহুল 'উর্দু'; (২ নাগরী অক্ষরে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল 'হিন্দী'। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; কিন্তু এই মূর্ত্তিতে ইহা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র বাদে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উর্দুর প্রতিযোগী এক বিরাট সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে। হিন্দোস্তানী বা খড়ী-বোলীর প্রাচীন রূপ এখন উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মৌখিক আলাপের ভাষা Lingua Franca হইয়া প্রচলিত আছে; এই ভাষা না বেশী আরবী-ফারসী-মিশাল, না বেশী সংস্কৃত মিশাল; ইহার ব্যাকরণ উর্দু ও হিন্দী অপেক্ষা সরল; বরং ইহা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না; ইহাতে দেশীয় তদ্ভব কথার পরিমাণই অধিক, এবং পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দের চেয়ে আরবী-ফারসী শব্দেরই প্রাচুর্য্য। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা এই "বাজার-হিন্দী"কে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইবে; মৌলবীর আরবী-পূরা উর্দু বা পণ্ডিতের সংস্কৃত-ভরা হিন্দীকে অবলম্বন করিয়া নহে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশ মোগলদের অধীন হয়। এই সময় হইতে হিন্দোস্তানী-ভাষী লোক পশ্চিম হইতে বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইহাদের সহিত মিশিয়া এবং সুবেদারের ও পরে নবাবের দপ্তরে কাজ করিবার জন্য ফারসী পড়িয়া, শহরে দরবারে আদালতে গতায়াত করিয়া, মোল্লা, আলেম ও ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রভাবে আসিয়া বাঙ্গালী অনেক নূতন ফারসী ও আরবী কথা শিখিল। নূতন নূতন ভাব ও বস্তুর আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরবী ফারসী নাম বাঙ্গালায় আসিয়া গেল। এই সকল কথার অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় স্থায়িরূপে রহিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর জীবনে মুসলমানী প্রভাব যতটা আসিয়াছিল, এতটা আর কোনও কালে

নহে। এই যুগে লেখা বাঙ্গালা বই বা চিঠি-পত্র দেখিলেই এই কথা বুঝা যায়। মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল বই লেখা হইয়াছিল, সেগুলি পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলেও একটি ফারসী কথা মিলিবে না; সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দুই তিনটির বেশী ফারসী শব্দ নাই; 'শূন্যপুরাণে'র সহিত সংযুক্ত নিরঞ্জনের রুষ্মায় মাত্র কতকগুলি মুসলমানী নাম পাওয়া যায়। মোগল-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট ফারসী শব্দ খুব বেশী হইবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের বাঙ্গালায় অনেক ফারসী শব্দ আসিয়া গিয়াছে। আবার মুসলমান ধর্ম্মের চরিত-উপাখ্যান লইয়া বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য সপ্তদশ শতক হইতে যে সকল বই আরবী-ফারসী-জানা আলেমদের দ্বারা লিখিত হইতে থাকে—যেমন জঙ্গনামা আমীর-হামজা প্রভৃতি বই—সেগুলির ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ এত বেশী যে, তাহাকে বাঙ্গালার উর্দূ বলা চলে। কিন্তু এই সকল বইয়ের আরবী ফারসী শব্দ এবং চলিত বাঙ্গালায় প্রাপ্ত আরবী ফারসী শব্দ একেবারে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছে—আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর লইয়া; কিন্তু এই প্রকারে যে সকল আরবী ও ফারসী শব্দ ভোল ফিরাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে লইয়া এখন আলোচনা করিব না। 'আরব, মোগল, আদালত, জমিদার, শেরেস্তা, খদ্দের (খ'দ্দার), মফস্বল, মজুর, ক্রোক, হেফাজৎ, জাহাজ, আক্কেল, হুঁকা, ফোয়ারা, আকছার, আতর' প্রভৃতি যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে, যেগুলির উচ্চারণ ও রূপ বদলাইয়া এমন একটি আকার আসিয়া গিয়াছে, যাহার 'সংস্কার' অসম্ভব, সেগুলির বানান সম্বন্ধে কোনও কথা তোলা ঠিক হইবে না। এই রকমের শব্দগুলিকে মূল ফারসী ও আরবী রূপ ধরিয়া ‘অরব্ عرب, মুঘল্ مغل, ‘অদালৎ عدالت, জমীন্ দার زمین‌دار, সর্‌রিশ্‌তহ্ سررشته, খ্‌রীদার, খ্‌রীদ্দার خریدار, মুফস্‌সল্ مفصّل, মজ্‌দুর مزدور, কুর্‌ক্ قرق, হিফাজৎ حفاظت, জহাজ্ جهاز, ‘অক্ল্ عقل, হুক্কহ্ حقّه, ফর্‌রারাহ্ فوّاره, অক্‌সর্ اکثر, ‘ইত্‌র্ عطر, লেখা চলিবে না। তবে এই শব্দগুলির মূল রূপ অনুসন্ধিৎসুর জন্য অভিধানে ও ভাষাতত্ত্বের বইয়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমার বক্তব্য হইতেছে, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে আরবী ও ফারসী নামের বানান লইয়া, এবং বাঙ্গালা অভিধান ইত্যাদিতে আরবী ফারসী শব্দের যথাযথ রূপটি বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা লইয়া। যথাযথ লিপ্যন্তর করার উপযোগিতা সম্বন্ধে বাহুল্য করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। অনেক আরবী ফারসী নাম অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল নাম বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মুখে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির (phonetics এর) অনুযায়ী রূপ

লইয়া থাকে। যতই 'বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি'তে সেই সকল নাম বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তরিত হউক না কেন, তাহাতে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণের জিভের আড় ভাঙ্গিবে না। মোল্লা এবং মৌলবীরা 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন' লইয়া যতই বাদানুবাদ করুন না কেন, বিশুদ্ধ আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালী জনসাধারণের মুখে অসম্ভব।* কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও, শিক্ষিত লোক যে সকল বই লেখেন, তাহাতে যথাযথ মূলানুসারী বানান যাহাতে লেখা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আরবী লিপি পাঠে অক্ষম বা অনভ্যস্ত মুসলমানদের জন্য কোরানের সূরা বা বচন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হয়। এইরূপ লিপ্যন্তরে প্রায়ই বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইবার জন্য কোনও চেষ্টা থাকে না। আরবী ও ফারসীতে এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে, যেগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন নয়, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের জানাইতে পারা যায় না। ফুট্‌কি বা অন্য কোন চিহ্ন লাগাইয়া না লইলে বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে তাহাদিগকে যথাযথ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পশ্চিমের দেবনাগরী হরফের সেটের মত বাঙ্গালা হরফের সেটে বিন্দুযুক্ত হরফ পাওয়া যায় না; কিন্তু বিন্দুযুক্ত হরফ কতকগুলি না হইলে চলে না। যেখানে বিন্দুযুক্ত হরফ—যেমন খ় ফ় জ়—মিলে না, সেখানে হরফের পাশে ইংরেজী ফুল-স্টপ বসাইলে কাজ চলিবে; যেমন খ. ফ., জ.; কিম্বা 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে উপায় অবলম্বন করা হয়,—হ্রস্ব উকার (ু) যুক্ত অক্ষরে উ-কারের লেজটুক বাদ দেওয়া—সেই উপায়েও অতি সহজে যে কোনও ছাপাখানায় আবশ্যকমত হরফ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যাইবে; যেমন খু কু ধু—খ় ক় ধ়। ইহাতে ছাপাখানাওয়ালাকেও বিব্রত করা হইবে না, অথচ অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

---

* হিন্দু পাঠকবর্গের খুব সম্ভব জানা নাই যে, কিছু কাল হইল, এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে নমাজ পড়িবার সময় আরবী শ্লোকগুলির উচ্চারণ কিরূপ করা উচিত, সেই বিষয়ে মতান্তর ও বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিশেষ মতভেদ হয় আরবীর ض অক্ষর লইয়া; (এই অক্ষরের মূল উচ্চারণ আমাদের জিভে হওয়া অসম্ভব; ইহা একপ্রকার উষ্ম 'দ' [ð] কানে 'দ' বা 'দ্‌ব়া' (dw, দোয়া)র মত শুনায়—এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)। কোরানের প্রথম অধ্যায় ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর মত মুসলমানদের নিকট নিত্যপাঠ্য অংশগুলির মধ্যে অন্যতম; এই অংশে ضالين শব্দটি আছে। এ দেশী উচ্চারণ অনুসারে ইহাকে 'জ়াল্লীন্' পড়া হয়; ض-এর উচ্চারণ ভারতে ও পারস্যে z (জ়)। কতকগুলি মৌলবী ফতোয়া দেন, যাহারা আরবী উচ্চারণের অনুরূপ 'দোয়াল্লীন্' না পড়িয়া হিন্দোস্তানী বা ঈরানী কায়দায় 'জ়াল্লীন' পড়ে, তাহাদের নমাজ বাতিল হইবে। এই 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন'-এর মীমাংসা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইয়া উঠে নাই। এই সম্বন্ধে ২৪ পরগণা টাকী নারায়ণপুরনিবাসী খাদেমল-ইসলাম মোহাম্মদ রুহল কুদ্দুস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একেবারে নিখুঁত লিপ্যন্তর-প্রণালী আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে ; এবং এই নিখুঁত প্রণালী সহজ-বোধ্যও হইবে না। বাঙ্গালা এবং আরবী ফারসী—এই দুই শ্রেণীর বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালা লিপ্যন্তরের বর্ণ ঠিক করা উচিত। এমন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, যাহার সাহায্যে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবা মাত্র মূল রূপটি ধরিতে পারেন, এবং অনভিজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই মূলের উচ্চারণ অনেকটা বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

আরবী ও ফারসী কথার রোমান লিপ্যন্তর লইয়া ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নাই। সংস্কৃত বর্ণমালার রোমান লিপ্যন্তর বিষয়ে ১৮৯৪ সালে জেনেভার সভায় ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত একমত হন। আরবীর সম্বন্ধেও এই সভায় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সর্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই ; যদিও ইংলাণ্ডের রয়াল-এশিয়াটিক্-সোসাইটী ও অন্য দুই একটি বিদ্বন্মণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপের যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, তাঁহারা এক প্রকারের লিপ্যন্তর চালাইতে চাহেন, আবার যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা এমন একটি পদ্ধতির পক্ষপাতী, যাহাতে সংস্কৃত-রোমান বর্ণমালার সহিত আরবী-রোমান বর্ণমালার গোল না বাধে। যেমন আরবীর ص ض ط বর্ণ ; প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে লিখিবেন ṣ ḍ ṭ ; কিন্তু সংস্কৃতের ষ ড টকে ṣ ḍ ṭ রূপে লেখা হয়। দুই ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনিকে একই হরফে লিখিলে লোকের মনে ধারণা হইতে পারে, বুঝি ص ض ط এবং ষ ড ট একই ধ্বনিবাচক। এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ص ض طকে s̲ z̲ বা d̲, এবং t̲ বা t রূপে,—ṣ ḍ ṭ হইতে একটু স্বতন্ত্র উপায়ে, লিখিবেন। আবার স্থানভেদে আরবী বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে ; মোরোক্কো, আল্‌জিরিয়া ও তুনিস্, ত্রিপোলী, মিসর, সিরিয়া, ইরাক্, মধ্য-আরব ও দক্ষিণ-আরবের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় ; এবং তুর্কী, ঈরানী ও হিন্দুস্থানীদের (ভারতবাসীদের) মুখেও আরবী ধ্বনিগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে যেখানে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে বানান ধরিয়া লিপ্যন্তর করা উচিত, কি উচ্চারণ ধরিয়া, তাহা অবস্থা দেখিয়া বিচার করিতে হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালার পক্ষে মোটামুটি কাজ-চালান গোছের একটা প্রণালী সকলে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও ফারসী নাম লেখার ব্যাপারে, আরবী ফারসী বর্ণগুলির এবং যে যে ধ্বনি তাহারা নির্দ্দেশ করে, আগে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। ফারসী ও তুর্কী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালা হইতে পৃথক্ নয় ; কেবল তুর্কী ও ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে না থাকার দরুন তাহাদের জন্য নূতন কতকগুলি হরফ তৈয়ারী করা হইয়াছে। আরবীই যখন মূল, তখন আগে আরবীর হরফ ও ধ্বনি লইয়া আলোচনা করা যাক্।

আরবী (ও ফারসীর) উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) আলোচনা করিবার জন্য আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা আরবী ব্যাকরণবিষয়ক যতগুলি বই পাইয়াছি, দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন দুই জন আরবী-ভাষীর সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্রত্যেক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়াছি। এই দুই জনেরই মাতৃভাষা আরবী; ইঁহারা কেহই হিন্দী বা ইংরেজী ভাল জানেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা-প্রবাসী বণিক্, ইঁহার বাড়ী মধ্য-আরবে নজ্‌দ্ প্রদেশে (নজ্‌দ্ আরবজাতির কেন্দ্র ও আদি-বাসভূমি)। তদ্ভিন্ন ইনি ইরাকের (মেসোপোটামিয়ার, সহিত সংশ্লিষ্ট, স্থানীয় আরবীর উচ্চারণও জানেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মিসরের অধিবাসী, কেরো নগরে ইঁহার বাড়ী; ইনি এখন কলিকাতা চিৎপুর রোডের নাখোদা মসজিদের ইমাম। ফারসী উচ্চারণ আলোচনা করিবার জন্য ঈরানী কাহারও সহিত আলাপ করিবার আবশ্যকতা ছিল না; তবে ঈরানী লোকের মুখে ফারসী আবৃত্তি ও ফারসীতে কথোপকথন শুনিয়াছি।

আরবী

আরবী ভাষা হিব্রু, সিরীয়, প্রাচীন-বাবিলনীয় ও হাব্‌শী ভাষার সহিত সম্পৃক্ত। এই ভাষাগুলিকে Semitic 'শেমীয়' ভাষা বলে। বাঙ্গালা, ওড়িয়া, ভোজপুরিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মরাঠীর সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, শেমীয় ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। শেমীয়-ভাষীদের এক শাখা ফিনিশীয়েরা খ্রীঃ পূঃ ৯০০র পূর্ব্বে মিসর দেশের চিত্রলিপির কতকগুলি চিত্র অবলম্বন করিয়া ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালার উদ্ভব করে। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৪ সালে পালেস্তীনের অন্তর্গত মোআব জনপদের রাজা মেশা কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লিপি এই শেমীয় বা ফিনিশীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। এক দিকে আরবী, অন্য দিকে গ্রীক, রোমান, রুশ প্রভৃতি, এবং অপর দিকে ভারতীয় ও ভারত-সম্পৃক্ত তাবৎ বর্ণমালা এই ফিনিশীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শেমীয় ভাষাগুলির বিশেষত্বের উপর লক্ষ রাখিয়া এই বর্ণমালা গঠিত হয়। ইহাতে স্বরবর্ণের স্থান নাই, ইহার সমস্ত অক্ষরগুলিই ব্যঞ্জন-ধ্বনি-দ্যোতক। প্রাচীন শেমীয় ভাষায় তিনটি হ্রস্ব স্বর ছিল— a, i, u—অ্যা, ই, উ; ইহাদের দীর্ঘ (ā ī ū আ ঈ ঊ) লইয়া মোট ছয়টি স্বরধ্বনি ছিল। শেমীয় বর্ণমালায় হ্রস্ব স্বর জানাইবার উপায় ছিল না, অর্থ অনুসারে এই হ্রস্ব ধ্বনি পড়িতে হইত। দীর্ঘ স্বরের মধ্যে y ও w দ্বারা 'ঈ' ও 'ঊ' জানান হইত, এবং দীর্ঘ আ, অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক আলেফ বা 'অলিফ' বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হইত (a'=ā)। এই অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনি, পরে স্বরবর্ণে আ ই উ'র সামিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব, দ, ক, ত, গ, দ'এর মত প্রাচীন শেমীয় ভাষায় অলিফ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনরূপে স্বীকৃত; আরবীতে এই অব্যক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির নাম হম্‌জহ্। (ইহার সম্বন্ধে আরবীর অলিফ বর্ণ বিচারের কালে আলোচনা করা হইয়াছে)। সাধারণতঃ শেমীয় ভাষায় তিন ব্যঞ্জন (বা তিন

অক্ষর) জুড়িয়া এক একটি ধাতু; এই তিন ব্যঞ্জনের সহিত নানা স্বরযোগে ইহাদের অর্থের বিভেদ প্রকাশিত হয়, এবং কতকগুলি উপসর্গ ও প্রত্যয় এই তিন অক্ষরে যুক্ত হয়। যেমন 'ক্‌ত্‌ব্‌' (KTB كتب) এই তিন অক্ষরের ধাতু, ইহার অর্থ 'লেখা'; 'কতব' (KaTaBa كَتَبَ)=সে লিখিয়াছিল, 'কিতাবু' (KiTa'Bu كِتَابٌ)=যাহা লেখা হইয়াছে, বই; 'কুতিব' (KuTiBa كُتِبَ)=লিখিত হইয়াছে; 'মক্‌তুবু' (maKTuWBu مَكْتُوبٌ)=যাহা লিখিত হইয়াছে; 'কাতিবু' (Ka'TiBu كَاتِبٌ) = যে লেখে, লেখক। ক্‌'ন্‌ * (K'N كان) ধাতু অস্তিত্ব জ্ঞাপক; তাহা হইতে কান (Ka'aNa كَانَ) =সে ছিল; কাইনু=(Ka'-'i-Nu كَائِنٌ) = যে থাকে ইত্যাদি। হ্রস্ব বর্ণদ্যোতক চিহ্ন (যেমন আরবীর ٓ, ٍ, ٌ এবং হিব্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও রেখা) আগে শেমীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না; আরবীর যে সকল প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহাদের রেওয়াজ নাই। স্বরবর্ণের রেওয়াজ না থাকিলে বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবী বা অন্য কোনও ভাষা যথাযথ পড়িতে শেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে. কিন্তু যাহারা ভাষা জানে, তাহাদের অভ্যাস থাকিলে ততটা গোল হয় না। যেমন বাঙ্গালীর কাছে 'হর দন তব গয়ল সন্ধাঅ হল পঅর কর অমঅরয়' বা 'নহ মঅতঅ নহ কন্যঅ নহ বধর সন্দরয় ররপসয় হয় নন্দনবঅসনয় অরবশ' লিখিয়া দিলে, একটু জানা থাকিলে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে' বা 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি' পড়া মুস্কিল নহে। কিন্তু স্বরবর্ণ না দিলে নানা পাঠ ফের ঘটিবার পথ খোলা থাকে; কৈথী অক্ষরের 'ববুঅজমরগয়বড়বহভজদ' (বাবু অজমীর গিয়া, বড়া বহী ভেজ্‌ দো)'-কে 'বাবু আজ্‌ মর্‌ গিয়া, বড়ী বহু ভেজ্‌ দো' পড়ার মত নানা বিভ্রাট সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা পদে পদে। সেই জন্য, যখন হিব্রু ও আরবীতে বেশ বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তখন স্বরধ্বনিগুলিকে সঠিক জানাইবার জন্য হিব্রুর vowel point ও আরবীর ফত্‌হহ্‌, কস্‌রহ্‌, দ্বম্মহ্‌, তনবীন, সুকূন প্রভৃতি চিহ্নের উদ্ভব হইল। এইগুলি ভারতীয় বর্ণমালার মাত্রার মত ব্যবহারে আসিল। অর্থাৎ 'হর দন তব গয়ল' ইত্যাদিকে—

অ ই ই ্ অ ্ অ ্ অ অ অ অ অ অ অ অ উ ্
হ র দ ন ত ব গ য় ল স ন্ধা অ হ ল' বা 'ন হ ব ধ র

উ অ ই উ অ ই ্ অ ্ উ ্ অ ই
স ন্দ র য় র র প স য়্‌, হ য়্‌ অ র ব শ' রূপে লেখার প্রণালী প্রচলিত হইল।

---

* অব্যক্ত ধ্বনি (ء হম্‌জহ্‌) মাথায়-বসা কমা ' চিহ্ন দ্বারা জানান হইতেছে।

এক্ষণে আরবীর হ্রস্ব স্বর ধ্বনিগুলিকে লইয়া আরম্ভ করা যাক্। পরে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির একে একে বিচার করা যাইবে।

আরবীর হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটী; হ্রস্ব অাঁ (َ), হ্রস্ব ই (ِ) এবং হ্রস্ব উ (ُ)।

َ এই চিহ্নের আরবী নাম 'ফৎহ্হ্', এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে 'জবর্' বলে। প্রাচীন আরবীতে ইহা হ্রস্ব অাঁএর ধ্বনি জানাইত। এই হ্রস্ব অা, এবং প্রাচীন যুগের সংস্কৃতের হ্রস্ব আ অর্থাৎ বিবৃত অ-কারের উচ্চারণ একই। অর্থাৎ ইংরেজী artistic, ফরাসীর patte এর a, সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে (প্রথম অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত) 'সীতা' শব্দের 'আ'কারের মত। আধুনিক আরবীতে সংস্কৃত 'অ'কারের মত আরবী ফৎহ্হের সংবৃত ধ্বনি (ইংরেজী but, hut, herএ u ও e র মত) আসিয়া গিয়াছে; এবং বহু স্থলে َ কে হ্রস্ব 'এ'কারবৎ উচ্চারণ করা হয়। রোমান লিপিতে এই ধ্বনি a বা e দিয়া লেখা হয়। বাঙ্গালায় 'অ'কার লিপিলে চলিবে; তাহাতে এই ধ্বনির ইতিহাসের সহিত সংস্কৃত অ-কারের ইতিহাসের সাদৃশ্য কতকটা রক্ষিত হইবে।

ِ ইহা হ্রস্ব ইকারের ধ্বনি দ্যোতক চিহ্ন, ইহার আরবী নাম 'কস্রহ্'; এ দেশে 'জের' নামই বেশী প্রচলিত। রোমান লিপিতে ইহা i দ্বারা লিখিত হয়। বাঙ্গালায়ও 'ই' বা 'ি' লিখিতে হইবে। আধুনিক আরবীতে স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ হ্রস্ব একারবৎ হইয়াছে। বাঙ্গালা কথায় অনেক সময়ে এই একার উচ্চারণ অনুসারে 'জের্'কে এ-কার লেখা হয়। কিন্তু প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ধরিয়া 'ই' লেখাই ভাল।

ُ দ্বম্মহ্ বা জম্মহ্ (ضَمَّة) চিহ্ন, ফারসী ও ভারতীয় নাম 'পেশ্'। ইহা হ্রস্ব 'উ' কার দ্যোতক = রোমানের u; ইহাকে 'উ, ু' লেখাই ঠিক, আধুনিক হ্রস্ব 'ও'র উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া 'ও' লেখা ঠিক নহে।

َ ِ ও ُ র পর যথাক্রমে ا , ى ও و অক্ষর থাকিলে 'আ' 'ঈ' 'ঊ' লেখা উচিত।

ً ٍ ٌ তন্‌ভীন্ চিহ্নত্রয়ের জন্য 'অন্' 'ইন্' 'উন্' লেখা চলে।

ا = অলিফ্। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে বা থামিয়া আবার বলিতে লাগিলে, যদি প্রথমেই ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ না আসে, এবং স্বরধ্বনি উচ্চারণের প্রযত্ন করা হয়, তাহা হইলে এই আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের সাড়া পড়িয়া যায়, বাগ্‌যন্ত্র ঈষৎ মৃদুভাবে প্রশ্বাস দ্বারা আহত হয়, তাহাতে এক অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি উদ্ভূত হয়। 'অলিফ্' অক্ষর' আরবী ও অন্যান্য শেমীয় ভাষাতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রকাশ করে। বাহ্য প্রযত্ন ঘটিলে এই ধ্বনি 'হ' বা অন্যান্য কণ্ঠধ্বনিতে সহজেই প্রকটিত হইয়া উঠে। আধুনিক আরবী লিপিতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ্যধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য ء হম্‌জহ্ চিহ্নের প্রচলন আছে; যেমন ءَ ءِ ءُ , أَ إِ أُ ; ء হম্‌জহ্ চিহ্ন আরবীর বিশেষ রূপে নিজস্ব কণ্ঠ্যধ্বনি ع ‘অয়ন্’ অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপ; ‘অয়ন্’ ع হইতে জাত

ʼ চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা হম্‌জ়হ্ বা ব্যঞ্জন বর্ণ অলিফের কণ্ঠ্য প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানান হয়। গ্রীকেরাও এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন ; গ্রীক বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনে লাটিন ব্যাকরণকারেরা এই অব্যক্ত ব্যঞ্জনকে spiritus lenis অর্থাৎ 'মৃদু বা অঘোষ প্রশ্বাস' বলিতেন,—এই 'মৃদু প্রশ্বাস' এতই মৃদু, এতই সংবৃত, এতই আভ্যন্তর প্রযত্নের ফল যে, কানে ইহাকে প্রায় ধরাই যায় না। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে উচ্চারিত হইলে ইহা বিবৃত ঘোষ ধ্বনি 'হ' এ পরিণত হইয়া যায়। গ্রীক মতানুসারী লাটিন ব্যাকরণকারগণ 'হ' ধ্বনিকে spiritus asper অর্থাৎ 'ঘোষ প্রশ্বাস' বা 'মহাপ্রাণ' বলিতেন। এই অঘোষ কণ্ঠ্য উচ্চারণ বা ধ্বনি যে কেবল আরবীতে আছে, তাহা নহে ; মালয় শ্রেণীর ও পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের বহু ভাষায় ইহা মিলে, এবং ফরাসীর তথাকথিত 'মহাপ্রাণ হ' (h aspirate 'আশ্‌ আস্পিরাৎ')ও এই ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মৃদু হইতে মৃদুতর হ-ধ্বনি (ইহাকে এক প্রকার 'হ-শ্রুতি' বলা চলে) প্রাচীন আরবীতে ا অলিফ্ অক্ষরের ও ء যুক্ত أ إ অলিফের ধ্বনি। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আরবীতে ا কে স্বরবর্ণের বাহন স্থানীয় অক্ষর ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। اَ اِ اُ কে সাধারণতঃ অ, ই উ উচ্চারণ করে, ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনির দিকে লক্ষ রাখা হয় না। বাঙ্গালায় যদি অ আ'র পরে ই ঈ ইত্যাদি না লিখিয়া, অ 'অা অি অী (অির্) অু অূ (অৃ র্) অে অৈ অো অৌ' লেখা হইত, তাহা হইলে 'অ' এই অক্ষরকে স্বরবাহী ব্যঞ্জন বলা চলিত। অলিফ্ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালায়, এবং কতকটা আধুনিক বাঙ্গালায়ও—'য়' অক্ষর এইরূপ স্বরবর্ণের বাহন মাত্র ; 'য়মৃত রামি, য়িহার, য়ুত্তম, রাখিয়া, হওয়া, য়েক' প্রভৃতি বানানে স্পষ্ট দেখা যায়।

এখন অলিফের বা হম্‌জ়হ্-যুক্ত অলিফের বা হম্‌জ়হের ব্যঞ্জন ধ্বনি বাঙ্গালায় কেমন করিয়া লেখা যায় ? গ্রীকে কথার আদিতে spiritus lenisএর (=অলিফ্ বা হম্‌জ়হের) ধ্বনি থাকিলে, অর্থাৎ সাদা কথায়, গ্রীকে স্বরাদি শব্দে, আজকাল স্বরের মাথায় বা পাশে ['] চিহ্ন দিয়া, লেখা হয় ; ঘোষ 'হ' ধ্বনি কথার আদিতে থাকিলে ['] লেখা হয় ; সুপ্রাচীন গ্রীকের হ-ধ্বনি দ্যোতক H বর্ণকে দুই খণ্ডে কাটিয়া ⊣ ও ⊢ রূপ হইতে যথাক্রমে আধুনিক গ্রীক লেখার ['] ও ['] চিহ্নদ্বয়ের উদ্ভব। যেমন—গ্রীক 'Apollon আপোল্লো,' Arrianos=আর্রিয়ান্, এবং 'Omeros=হোমর, 'Ellas=হেল্লাস, 'Erodotos=হেরোদোতস।

গ্রীকের ['] চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আধুনিক আরবী ও শেমীয় ভাষা-তত্ত্বের বইয়ে অলিফের (হম্‌জ়হের) এই অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি রোমান লিপ্যন্তরে ['] দিয়াই লেখা হয় ; যেমন تَأَمُّل ta'ammul ত'অম্মুল্ ; تَوْءَم তব'অম্, مَلْأَكُن mal'akun মল্'অকুন্। বাঙ্গালায়ও ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে চলিবে। কিন্তু সাধারণ আরবী যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তদনুসারে অলিফের অব্যক্ত ধ্বনি গ্রাহ্য না করিলেও

চলে ; কারণ, প্রাচীন আরবী ধরিয়া লিখিতে গেলে اکبر انور কে 'অক্‌বরুন্, 'অন্‌বরুন্ লিখিতে হয়। অলিফ্ বা হম্‌জহের ধ্বনি প্রাচীন আরবীতেও সব জায়গায় অটুট থাকিত না, ইহা সাধারণতঃ পূর্ব্ব হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করিয়া দিত। যেমন رَأْسٌ ra-'-sun র'সুন্=رَاسٌ রাসুন্ ; قُرْآنٌ qur-'a'-nun কুর্-'অ'-নুন = قُرَانٌ কুর্-'আনুন্ (কোরান) ; ذِئْب ঝ্‌ি'ব্ = ذِیب , ذئب ঝীব্ ; سَأَلَ সু-'-ল্ سُئِلَ , سُول = সূল ; হম্‌জহ্ দীর্ঘ ধ্বনি আ এবং ঈ (ى) ও ঊ (و) তে পরিণত হয়। এই হেতু অলিফের স্বরমূর্ত্তি ধরিলেই চলিবে ; অর্থাৎ أَ إِ أُ কে 'অ 'ই 'উ না লিখিয়া খালি অ ই উ লিখিলেই হইবে। কিন্তু যেখানে বিশেষ করিয়া হম্‌জহের ধ্বনি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, সেখানে ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে ভাল হয় ; যেমন دَاوُد দা'উদ, مَاء মা' فائدة ফা'ইদহ্ (অর্থাৎ ফাই-দহ্ নহে), علاء 'অলা', اِمْرَأُالْقَيْس 'ইম্‌রু'উ-ল্-কয়্‌স্ ইত্যাদি।

কতকগুলি কথায় দীর্ঘতা জ্ঞাপক অলিফ্ লেখা হয় না, দীর্ঘ আ-কারের ধ্বনি খাড়া জবরের দ্বারা (ٰ) জানান হয়। বাঙ্গালায় সে সকল কথায় আ লেখা উচিত ; যেমন اللّٰه অল্লাহ্ ('অল্লাহ) الرحمٰن অর্-রহ্‌মান্ ('অর্-রহ্‌মানু), ابرٰهيم ইব্‌রাহিম্, اسمٰعيل ইস্‌মা'ঈল্ اسحٰق ইস্‌হাক্, عثمٰن 'উঙ্‌মান্ (ওস্‌মান্)

অলিফ্ মদ্দহ্, آ = বাঙ্গালা দীর্ঘ আ। আরবীতে ا বা ٰ র্ উচ্চারণ স্থানে স্থানে এ-কারবৎ হয় ; তখন ইহাকে অলিফ্ ইমালহ্ বলে ; এবং ইহাকে এ-রূপে লেখা যায়— آمين এমিন, تَا তা' কিম্বা তে।

ى অলিফ মক্‌সুরহ্ = আ ; شمس الهدى শম্‌সু-ল্-হুদা, يحيى য়হ্‌য়া مولى মব্‌লা, মওলা বা মৌলা।

وصله বস্‌লহ চিহ্ন (ٱ)—পূর্ব্ব পদ স্বরান্ত হইলে সাধারণতঃ অলিফের উচ্চারণ হয় না। বাঙ্গালা অক্ষরে এই লুপ্ত অলিফকে [-] হাইফেন্ দিয়া জানান যাইতে পারে। شَمْسُ الدِّين শম্‌সু-দ-দীন্, বা শম্‌সু-দ্দীন্ ; শমস-উদ্-দীন নহে।

পুরাণ আরবীতে কর্ত্তৃকারকে উ (বা উন্), কর্ম্মকারকে অ (বা অন্), এবং সম্বন্ধ কারকে ই (বা ইন্) প্রত্যয় হইত ; যেমন—শম্‌সু, বা শম্‌সুন্—সূর্য্যঃ ; শম্‌স, বা শম্‌সন্=সূর্য্যম্ ; শম্‌সি বা শম্‌সিন্=সূর্য্যস্য। আরবীর বাক্য-পদ— যথা شَمْسُ الدِّينِ শম্‌সু + অদ্-দীনি = সূর্য্যঃ তদ্ধর্ম্মস্য ; عَبْدُ اللّٰهِ 'অব্‌দু + অল্-লাহি (= দাসঃ তদ্দেবস্য) ; نُورُ الدِّين অন্‌রু + অদ্-দীনি (= জ্যোতিঃ তদ্ধর্ম্মস্য) ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ 'উ'-কারান্ত পদের পরে থাকার দরুন 'অল্' ও 'অদ্' এর অলিফ লুপ্ত হয়, (এই লোপ বস্লহ্ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়); ‘অব্দু+অল্-লাহি=‘অব্দু-ল্লাহি, অন্‌রুরু+অদ্ দীনি=অন্‌নুরু-দ্দীনি; পরে পদান্ত ই-কারের লোপে—‘অব্দুল্লাহ্, অন্‌নুরুদ্দীন্।

আধুনিক আরবীতে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-সম্বন্ধ এই তিন বিভক্তিরই উপসর্গ (উ অ ই) লোপ পাইয়াছে। এক 'শম্স্' পদ দিয়া 'শম্সু, শম্স, শম্সি' তিনের কাজ চালাইতে হয়। প্রাচীন আরবীর কর্ত্তৃপদ 'শম্সু-(অ)দ্-দীনি', আধুনিক আরবীতে কেবল 'শম্স্ অদ্-দীন্'; 'অল্' উপসর্গের পূর্ব্ব পদ এখন ব্যঞ্জনান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই সন্ধি দ্বারা 'অল্' বা 'অদ্' এর অ-কার লোপের আবশ্যক নাই। প্রাচীন আরবীর عبدالله ‘অব্দু-(অ)ল্-লাহি, আধুনিক আরবীতে عبدالله ‘অব্দ্-অল্লাহ্, তদ্রূপ ‘অব্দ্-অর্-রহ্মান্ ইত্যাদি। এইপ্রকার মুসলমানী নাম ভারতবর্ষে সাধারণত পুরাণ আরবীর 'উ'-কারান্তরূপ অবলম্বন করিয়াই লেখা হয়। তবে আধুনিক আরবী ধরিয়া লেখাও চলে। কিন্তু 'অল্' (ও অলের রূপভেদ 'অদ্', 'অর্' 'অৎ' 'অন্' প্রভৃতিতে), পূর্ব্বপদের কর্ত্তৃজ্ঞাপক উ-বিভক্তি যোগ করিয়া 'উল্, উদ্, উর্' প্রভৃতি লেখা ভুল। নীচে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা বিশুদ্ধ বানান		অশুদ্ধ বানান
প্রাচীন আরবী অনুসারে	আধুনিক আরবী অনুসারে	
تاج الدين তাজু-দ্-দীনি, তাজু-দ্দীন্ [Tāju-d-Din(i)];	তাজ্ অদ্দীন্ [Taj al-Din];	তাজ উদ্দীন [Taj Uddin]
نورالحق নূরু-ল্-হক্কু [Nūru-l-Haqq(i)];	নূর্ অল্-হক্ক্ [Nūr al-Haqq];	নুর উলহাক্ [Nūr Ulhuque]
سراج الاسلام সিরাজু-ল্-ইস্লাম্ [Sirāju-l-Islām (i)]	সিরাজ্ অল্-ইস্লাম [Siraj al-Islam]	সিরাজ উলিস্লাম্ [Siraj ul-Islam]
مظهرالحق মজ্হরু-ল্-হক্কু [Mazharu-l-Haqq]	মজ্হর অল্-হক্ক্ [Mazhar al-Haqq]	মজহরোল্ হাক্ [Mazharul Haqne]

অলিফের ও ফৎহের উচ্চারণ আজকাল আরবী ও তুর্কী-ভাষীদের মুখে হ্রস্ব এ-কারের মত শুনায়; সেই জন্য এই উচ্চারণ শুনিয়া লেখা রোমান বানানে অলিফের ও ফৎহের স্থলে e পাই; যেমন انور অন্‌বর Anwar=Enver, شوكت শব্‌কৎ Shawkat=Chefket বা Shevket, جوهر জব্‌হর্ Jawhar=Djevher, فضل ফদ্‌ল্ বা ফজ্‌ল্ Fadl, Fazl=Fedhl ইত্যাদি।

আধুনিক আরবীতে خ ر ص ض ط ظ غ ق আগে বা পরে থাকিলে ফৎহ,

ফৎহ্হ্-অলিফ্ ا- যথাক্রমে বাঙ্গালার হ্রস্ব ও দীর্ঘ অ-কারের (=ইংরেজীর aw র) মত উচ্চারিত হয়। এই হেতু بغداد رمضان প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় 'বোগ্দাদ' 'রোমজান'-রূপে অনেক সময়ে লেখা হয়। আরবীর ص সাদ্, ض দ্বাদ্, ط তা, ظ থ্বা বা জ্বা অক্ষরের নাম এই জন্য সোদ্ বা সোআদ, জোআদ, তোয়্, জোয়্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিতে এই উচ্চারণ-বিশেষত্ব না ধরিলেও চলিবে।

ب = বা' (বে)। = বাঙ্গালা ব ; ابن বা بن ইব্ন্, বিন্ ; بدر বদ্র্, عبد ‘অব্দ্, جبار জব্বার, محبوب মহ্বুব্। রোমান b.

ت = তা' (তে)। আমাদের বাঙ্গালা দন্ত্য ত। রোমানের t. ইহা কোথাও কোথাও দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। 'ত' লিখিলেই চলিবে। تاریخ তারিখ্, تهور তহব্বুর, فتاح ফত্তাহ্, کرامت করামৎ।

ث = থ্সা' (থ্সে)। আরবীর এই ধ্বনিটি ভারতীয় কোনও ভাষায় নাই। ইহা ইংরেজী think, thought, loveth কথার দন্ত্যমূল-ঘেঁষা উষ্ম th—আমাদের মহাপ্রাণ থ (ত+হ, ত্হ) নহে। খাঁটী বদুইন্ আরবদের মধ্যে, মধ্য ও দক্ষিণ আরবে এই বিশুদ্ধ থ্স উচ্চারণ বজায় আছে ; মিসরের লোকেরা কিন্তু ইহাকে 'ত' রূপে উচ্চারণ করে, তুনিসের আরবী-ভাষীদের মুখে ইহা ts বা পূর্ববঙ্গের চ (ৎস্) এর ধ্বনি লইয়াছে, এবং সিরিয়ার স্থানে স্থানে ইহা দন্ত্য-স (s) বৎ ধ্বনিত হয়। তুর্কী, ঈরানী ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ধ্বনি দন্ত্য-স-য়ে পরিণত হয়। এই ধ্বনি আধুনিক গ্রীকে ও স্পেনীশে মিলে। রোমান বানানে ইহাকে নানা রূপে লেখা হয়। th, th, t, t, θ (এটী গ্রীক অক্ষর), þ (এটী অ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্শন অক্ষর) ; এই সবগুলি ইহার থ্স ধ্বনির পরিচায়ক। তুর্কী, ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারে আবার ث কে s, s, s s লেখে। ث এর বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইতে বাঙ্গালায় থ্স (থ.) লেখা চলিতে পারে ; ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলে, খালি 'স' লিখিলেই চলিবে ; তবে যাঁহারা খুঁটিনাটীর পক্ষপাতী, এবং এই 'স'কে س ও ص এর 'স' হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইতে চাহেন, তাঁহারা স' সঁ স. স বা স.. লিখিতে পারেন। কিন্তু ́ . দেওয়া হরফ তৈয়ারী করিয়া না লইলে পাওয়া যাইবে না, এবং লেখায় বা ছাপার স..বড়ই বিশ্রী দেখাইবে। সঁ লিখিলে মন্দ হয় না। ثاني থ্সানী (সাঁনী বা সানী), ثنا থ্সনা' (সঁনা', সনা), حديث হদীথ্স (হদীস্, হদীস্), ثالث থ্সালিথ্স্ (সাঁলিস্, সালিস্), نثار নিথ্সার্ (নিসাঁর, নিসার্), غياث ঘিয়াথ্স্ (ঘিয়াসঁ, ঘিয়াস্)।

ج = গীম্, জীম্। এই অক্ষরের প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ছিল 'গ' ; جلجل سراج جمع جعفر প্রভৃতির প্রাচীন উচ্চারণ গংফর্, গম্‘অ, সিরাগ, গুল্গুল্। আরব পণ্ডিতেরা যখন

প্রাচীন কালে বিদেশী কথা আরবী অক্ষরে লিখিতেন, দেখা যায় যে, বিদেশী 'গ' ধ্বনি জানাইবার জন্য বহু স্থলে তাঁহারা ج অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন : যেমন গ্রীকের Galenos (গালেনোস্), আরবীতে جالينوس ; (eu)angellos (এয়াঙ্গেল্লোস্), انجيل ; Georgios (গেওর্গিওস্) جرجس ; theologia (থেওলোগিআ) ثولوجيا ; geographia (গেওগ্রাফিআ) جغرفيا ; eisagogia (এইসাগোগিআ) ايساغوجي ইত্যাদি ; ফারসীর گرگان—আরবীতে جرجان ; گوزگان—আরবী جوزجان ; আবার সংস্কৃত 'নারিকেল'—আরবীতে نارجيل (তামাক খাইবার নল, হুঁকা)। হিব্রুতে যেখানে 'গিমেল' (=গ) অক্ষরের প্রয়োগ, আরবীতে সেখানে ج পাই—Gabriel ও جبرائيل ; Goliath ও جالوت ; Gog Magog ও ياجوج ماجوج ইত্যাদি। আরবীর ج গ্রীকে 'গাম্মা' (= গ) অক্ষর দিয়া লেখা হইত— আরবী বংশ বা গোষ্ঠী جُرْهُم— গ্রীক ঐতিহাসিকের গ্রন্থে Gorama ; আরবীর ج কে পুরাণ স্পেনীশে ch, j এবং g রূপে পাওয়া যায়, এই ch, j ও gর উচ্চারণ কণ্ঠ্য খ় ছিল ; جبل Gebel (উচ্চারণ 'জেবেল' নহে, খ়েবেল্) الخنجر alfange, الجوهر aljofar, الج elche (= এল্‌খ়ে), جلاب julepe. আরবীর جوهر শব্দ উচ্চারণ ধরিয়া লেখায় ফারসীতে گوهر রূপ ধরিয়াছে।

তা ছাড়া, শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ج বর্ণের প্রাচীন ধ্বনি 'গ' ছিল। 'ক্বারী' বা কোরান পাঠকগণ আরবীর প্রাচীন উচ্চারণ বজায় রাখিতে যত্নশীল থাকেন ; ইঁহারা কিন্তু ج কে 'জ' উচ্চারণ করেন। কিন্তু বস্‌রহ্ নগরের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও অভিধানকার খলীল্-ইব্‌ন্-অহ্‌মদ্-অল্-<উমানী (যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন, ও 'কিতাবু-ল্-<অয়্‌ন্' অভিধান লিখেন) ج কে ک (জিহ্বামূলীয় ক) এর শ্রেণীর বর্ণ বলিয়াছেন।

গ-উচ্চারণ এখনও উত্তর মিসর এবং মধ্য ও দক্ষিণ-আরবের বহু স্থানে অটুট আছে। কিন্তু 'জ'-ই ইহার সাধারণ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পারস্যের লোকেরা যখন খ্রীষ্টীয় সাত আট শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে, তখন <ইরাক্ প্রদেশে (উত্তর আরবে) স্থানে স্থানে ج অক্ষর বা ধ্বনি 'জ'য়ে পরিণত হইয়াছিল ; কারণ, ফারসীতে সর্ব্বত্রই ج এর উচ্চারণ 'জ'। সিরিয়ার লোকেরা ج কে জ, এবং বহু স্থলে ঝ় (zh) উচ্চারণ করে ; মক্কা প্রদেশেও 'জ', মোরোক্কোতে 'জ', এবং আরব দেশের বহু স্থলে জ-কার-ঘেঁষা 'গ্য' বা 'দ্য' এর মত ধ্বনিই শুনা যায় ; আবার ইরাকে (বস্‌রহ্ অঞ্চলে) এখন 'য়' এর মত ধ্বনিও শুনা যায়। দেখা যাইতেছে, কণ্ঠ্য বর্ণ 'গ', তালব্য স্থানে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করিলে পর আধুনিক আরবীতে ইহার 'গ্য' 'দ্য' 'জ', 'জ়', 'ঝ়' (zh), 'য়', এমন কি, কুত্রাপি 'শ' ইত্যাদি নানা উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে। হজরৎ মুহম্মদের সময়ে, ক়ুরয়্‌শ্-গোত্রীয়

আরবদের মধ্যে সম্ভবতঃ ج এর ধ্বনি 'গ্য' বা 'জ্য' (এক প্রকার 'জ'-ঘেঁষা ধ্বনি) রূপে প্রচলিত ছিল; আধুনিক কালের ক্বারী-গণের মুখে এই উচ্চারণ রক্ষার প্রচেষ্টা বিশুদ্ধ 'জ' ধ্বনি আনিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, আরবীর বহু ভাষায়, এবং তুর্কী ফারসী পশ্‌তো ও উর্দুতে ج অক্ষর জ-ধ্বনি প্রকাশক; অতএব বাঙ্গালায় ج র জন্য 'জ' লেখাই উচিত। তবে যাঁহারা প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে চান, তাঁহারা 'গ' লিখিতে পারেন। ইউরোপে ج কে সাধারণতঃ j, dj, dsj, dj রূপে লেখা হয়; কেহ কেহ বা g, কিম্বা ġ, অথবা ğ লেখেন; এই শিখাযুক্ত ġ, ğ লেখায় ইহার প্রাচীন কণ্ঠ্য উচ্চারণ কতকটা জানান হয়। জর্ম্মান লেখকেরা অনেকে জর্ম্মান বানান অনুসারে ج কে dsch (=জ) রূপে লেখেন, আবার কেহ বা স্লাভ ভাষার রীতি ধরিয়া dž (=dzh, জ) লেখেন। ج এর উদাহরণ— جلال জলাল (গলালুন, প্রাচীন আরবীতে), جدّہ জদ্দহ্, جہاد জিহাদ (গিহাদুন), جمال জমাল, مسجد মস্‌জিদ্, نجد নজ্‌দ্ (নগ্‌দুন), نجم নজ্‌ম্, مجید মজীদ্, ہجری হিজ্‌রী حجّاج হজ্জাজ ইত্যাদি।

ح = হ্‌' (হে)। ইহা আমাদের হকারের চেয়ে 'ভারী' ধ্বনি—পূর্ব্ব-বঙ্গে স্থানে স্থানে 'টাকা' 'মোকর্দ্দমা' 'হাকিম' 'দেখ' 'ভথম' 'রাখাল' প্রভৃতি শব্দের 'ক' বা 'খ' এর যে গুরু হ-বৎ উচ্চারণ শুনা যায়, ইহার ধ্বনি কতকটা সেইরূপ। ইহার আওয়াজ এতই গুরু যে, যেন বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বোধ হয়। আরবীর ه অক্ষর সাধারণ 'হ'-দ্যোতক, ইহাকে 'হ' লেখা উচিত; কিন্তু ح র বিশেষত্ব বাঙ্গালায় বিন্দুযুক্ত (হ়) লিখিলে এক রকম জানাইতে পারা যায়। ح র উচ্চারণ এতই গুরু যে, স্পেনের ও পোর্টুগালের লোকেরা ইহার উচ্চারণের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহাকে f-তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে; আরবী حتّٰی, حُرّ পোর্টুগীসে fata, forro; البحیرة = albufeira, محمد mafomet, المحلّة = almofalla. পারস্যে ও ভারতবর্ষে ح এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণ 'হ'-এর মতই করা হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে h বা ḥ রূপে লেখা হয়।

উদাহরণ—حمید হ়মীদ, احمد অহ়্‌মদ্, محمود মহ়্‌মূদ্, فتح ফৎহ়্, حکیم হ়কীম, حسرت হ়স্‌রৎ, صبح সুব্‌হ়্, ریحان রয়্‌হ়ান্ ইত্যাদি।

ح কে আলাদা করিয়া লেখা উচিত; সুব্‌হ়ান্ (শোভান, সুভান) নহে।

خ = খ়্' (খে)। গলার ভিতর হইতে এই ধ্বনি বাহির হয়, ইহা আমাদের মহাপ্রাণ ক্‌হ (ক্+হ) = খ নহে, জর্ম্মানের ও স্কচের ch এর মত এই خ খ় উষ্ম ধ্বনি। পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ধ্বনি বাঙ্গালা কথায় ক এবং খ এর বিকারে পাওয়া যায়—সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চাটিগাঁয় ক ও খ'র এই খ় উচ্চারণ খুবই সাধারণ। কিছু কাল পূর্ব্বে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকায় দু ছত্র ফারসী কবিতায় এই ধ্বনি 'খ্‌হ' রূপে লিখিত

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খ় লেখাই ভাল। خ বর্ণের রোমান রূপ kh, kh, h, বা h; কখনও x বা গ্রীক χ অক্ষর দিয়া লেখা হয়; এবং জর্মান পণ্ডিতেরা বহু স্থলে ch লেখেন। خلیل খ়লীল, اخلاق অখ়্লাক়্, اختیار ইখ়্ৎয়ার, سیرالمتأخرین, সয়্রু-ল্-মুত'অখ়্খ়রীন্, زمخشری জ়মখ়্শরী, خوارزم খ়্বারিজ়ম্, خیام খ়য়্য়াম ইত্যাদি।

د = দাল। বাঙ্গালা দ—জিভের আগা দিয়া উপরের পাটীর দাঁতের উপর আঘাত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা—دانیال দানিয়াল, داؤد দা'উদ্, دین দীন, دبیر দবীর, صادق স়াদিক়, احد অহদ্, هدایت হিদায়ৎ ইত্যাদি।

ذ = ধ়াল। অর্থাৎ ইংরেজী this, that, them এর th; ইহা আমাদের দ বা মহাপ্রাণ ধ নহে; ইহা কতকটা ধ ও জ় (z) মিলাইয়া সৃষ্ট ধ্বনি—উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিভ চাপিয়া ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয়; ইহা অঘোষ ث থ় এর ঘোষ রূপ। ذ এর ধ্বনি প্রাচীন ফারসীতে ছিল; আধুনিক গ্রীক ও স্পেনীশেও এই ধ্বনি মিলে। খাঁটী আরবী উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে গেলে ذ কে ধ় (বা ধ.) লেখা উচিত। সিরিয়া দেশের আরবীতে কিন্তু ذ কে জ় উচ্চারণ করে; এবং মিসরে د ذ দুইয়েরই উচ্চারণ দ। তুর্কী ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে ذ = জ়। ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ জানাইতে হইলে জ় (জ়) লেখা চলে; কিন্তু ذ ز ض ظ, আরবীর ভিন্ন ধ্বনি দ্যোতক এই চারি অক্ষরের পারস্যে ও এ দেশে এক উচ্চারণ (z) দাঁড়ানর দরুন, খালি জ় দ্বারা এই চারি বর্ণকে লিখিলে মূল অক্ষরের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইবে না। ফারসীর ধ্বনি আলোচনা কালে এঁ বিষয়ে বিচার করা যাইবে। রোমান-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিগুলিতে ذ র অনুরূপ বর্ণ dh, dh, d, ḏ (অ্যাংলো-ইণ্ডিকদের), বা গ্রীকের দেল্‌টা অক্ষর; জ় ধ্বনি অনুসারে z, z বা ẓ এর প্রয়োগ মিলে। ذوالفقار ধ়ু-ল্-ফিক়ার জ়ু-ল্-ফিক়ার, জ়ু-ল-ফিক়ার); بذل الرحیم বধ়্লু-র-রহীম্ (বজ়্লু-র-রহীম), ذکر ধ়িক্‌র্, ذوالقعده ধ়ু-ল-ক়্দহ্।

ر = রা' (রে)। আমাদের দন্ত্য 'র'; رحم রহ্‌ম, عرب 'অরব, بشیر বশীর্, عبدالرب 'অব্‌দু-র্-রব্ব্। রোমান r.

ز = জ়া' (জ়ে)। সাধারণ দন্ত্য z = জ়; زین الدین জ়য়্নু-দ্-দীন, عزیز 'অজ়ীজ়, رزاق রজ়্জ়াক়্। রোমান z.

س = সীন। সংস্কৃতের দন্ত্য-স, বাঙ্গালা 'শ্রী, স্নেহ, স্থান' প্রভৃতি কথার 'স' ধ্বনি, ইংরেজী hissing s বা ss: বাঙ্গালায় 'স' দিয়া লেখাই উচিত: سراج সিরাজ্। سبحان সুব্‌হান্, یوسف য়ুসুফ, حسن হসন, سید সয়্য়দ, راس রাস্ ইত্যাদি। রোমান্ s.

ش = শীন। ইংরেজীর sh, ফ্রেঞ্চের ch, জর্ম্মানের sch : সংস্কৃতের ও বাঙ্গালার শ ; তবে আরবী (ও ফারসীর) ش বাঙ্গালার 'শ' এর মত মৃদুভাবে উচ্চারিত হয় না, বেশ জোর দিয়া, কতকটা সংস্কৃতে মূর্দ্ধণ্য-ষ এর মত (যেন শ্ ষ্) উচ্চারিত হয়। রোমান বানানে sh (ইংরেজীর), sch (জর্ম্মানের), ch (ফরাসীর) এবং š—এই কয় উপায়ে এই ধ্বনি জানান হয়। شیخ শয়্খ্, শেখ্, شرق শর্‌ক্, اشرف অশ্‌রফ্, شمشیر শম্‌শীর্, شہامت শহামৎ, شہید শহীদ্ ইত্যাদি।

ص = স়াদ (সোআদ)। এই ধ্বনি আমাদের দন্ত্য-স নহে, ওষ্ঠদ্বয় প্রলম্বিত করিয়া এই ধ্বনি বাহির করিতে হয়। অধরোষ্ঠ বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারণ করা হেতু ইহাতে একটু ঈষদ্ব্যক্ত ওষ্ঠ্য উ বা ও ধ্বনির দ্যোতনা আসিয়া পড়ে। এই জন্য ইহার আরবী নাম স়াদ সাধারণত সুআদ বা সোআদ রূপে পঠিত হয়। কেহ কেহ এই ধ্বনিতে আবার ত (t)-এর অস্তিত্ব দেখেন ; তাঁহাদের মতে ইহার বিশুদ্ধ ধ্বনি ts (আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গের চ়)-এর মত ; এই অক্ষরের অনুরূপ হিব্রুর অক্ষরের নাম tsade বা tzade = ts, tz. প্রাচীন ভারতীয় ও ঈরানীয় নামের চ-ধ্বনি, আরবীতে এই অক্ষর দিয়া লেখা হইয়াছে দেখা যায় ; চীন صین = صین, চরক = صنق স়ন্‌ক়, চন্দ্রগুপ্ত = صندر قبت স়ন্দর্ ক়ুব্‌ৎ। সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় ইহাকে (স়) লিখিলে বেশ চলিতে পারে। উত্তর আফ্‌রিকায় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে ইহার ধ্বনি দন্ত্য স (s) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রোমান লিপিতে ইহার জন্য ṣ, ç বা s লেখে। صبر স়বীর, صدیق সিদ্দীক়্, صفدر স়ফ়দর্, اصغر অস়্‌ঘর্, صمد স়মদ্, ناصر নাসির্ ; ناصر নাসির।

ض = দ়াদ (দ়োআদ)। ইহার উচ্চারণ আরবীভাষী ছাড়া অপর লোকের মুখ দিয়া বাহির হওয়া কঠিন। এমন কি, আরব দেশেও ইহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিরল ; লোকে ظ অক্ষরের সহিত ইহাকে গোলমাল করিয়া ফেলে। খলীফ়হ্ ঔমর নাকি বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না। ذ ধ্‌ল, অর্থাৎ ধ্‌-উচ্চারণ করিবার সময় উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিহ্বা চাপিতে হয়, কিন্তু ض এর বেলায় জিহ্বাকে বিস্তৃত করিয়া তদ্দ্বারা উপরের দন্তমূলে আঘাত করিয়া দ-মিশ্র উষ্ম ঃ এর উচ্চারণের চেষ্টা করিতে হয়। ইংরেজী breadth কথার dth কে যদি একই অবিচ্ছিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনিরূপে উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে নাকি ض এর বিশুদ্ধ আরবী ধ্বনি বাহির হইবে। এই ধ্বনি ذ ধ্‌ এর নিকট সম্পৃক্ত ধ্বনি ; ইহা সহজেই দ, ধ্‌, দ্‌জ় (dz) বা জ় (z) এ পরিণত হয়। মিসরে প্রাচীন দ় বজায় আছে, কিন্তু অন্যত্র এই অক্ষর কোথাও দ, কোথাও বা ধ্‌, এবং বহু স্থলে জ় রূপেই উচ্চারিত হয়। দক্ষিণ-আরবে আবার ইহার এক প্রকার কণ্ঠ্য বা মূর্দ্ধণ্য ল-কারবৎ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মালয় উপদ্বীপের লোকেরা ইহাকে dl বা d বা l এ পরিণত করে ; فضل, حاضر, رضا মালয় উচ্চারণে যথাক্রমে pedul, hadlir, redla বা

rela ; স্পেনীয়েরা ض অক্ষরের ধ্বনি আরবী-ভাষীদের কাছে শুনিয়া d (=দ বা দ্ব) দিয়া লিখিয়া গিয়াছে—القاضي=alcayde, الرض=alarde. আমি নিজের কানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে ইহা এক-বর্ণ-হিসাবে উচ্চারিত 'দ্ব্র' (dhw)-বৎ লাগে। এই ধ্বনি ذ ধ্ব এর নিকট সম্পৃক্ত ঘোষ উষ্ম ধ্বনি ; ذ এর উচ্চারণে জিভ দাঁতে ঠেকাইতে হয়, ض এর উচ্চারণে জিভ দন্ত্য-মূলে ঠেকাইতে হয়। ذ এর সহিত এই সম্পর্ক বা সাদৃশ্য থাকার দরুন ইউরোপে ইহাকে কেহ কেহ d̄, বা ḏ, বা δ (গ্রীক দেল্‌তা অক্ষরের নীচে বিন্দু দিয়া) লেখেন। কিন্তু সাধারণতঃ ḍ লেখাই রীতি। যদিও ইহার মূল উচ্চারণ z এর মত নয়, তথাপিও এই উষ্ম বর্ণ পারস্যে ও ভারতে z এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ض এর z ধ্বনি ধরিয়া রোমান লিপ্যন্তরে ẓ, z̤ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ আরবীর ধ্বনি অনুসারে লিখিতে হইলে আমি ض কে দ্ব রূপে লিখিতে চাই। ইহাতে ذ ধ্ব এর সহিত ইহার নৈকট্য বুঝান যাইবে। তবে যদি কেহ রোমান ḍ এর অনুকরণে দ (দ.) লেখেন, তাহাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ض এর ফারসী ও ভারতীয় z উচ্চারণ জানাইবার জন্য আমি জ় লিখিতে চাই। উদাহরণ—رضا রদ্বা (বা রজ়া), ضياء الحق দ্বিয়া'উ-ল্‌-হক্ক্‌ (জ়িয়া'উ-ল্‌-হক্ক্‌), ضمير الدين দ্বমীরু-দ্‌-দীন (জ়মীরু-দ্‌-দীন), فضل ফদ্ব্‌ল (ফজ়্‌ল) ইত্যাদি।

ط = ত়া' (বা ত়োয়, ত়োয়্‌)। ইহাকে মূর্দ্ধণ্য-ট-কার-ঘেঁষা একপ্রকার তালব্য-ত বলা চলে ; জিভ চওড়া করিয়া দন্তমূল বা তালু ও দন্তের সংযোগস্থলের একটু উপরে আঘাত করিলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়, উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় বিবৃত থাকে। ইহাতে w এর একটু আমেজ আসিয়া যায়। এই অক্ষর অসমীয়ার ট ও ত উচ্চারণের মত। ইহা আবার কোথাও বা দ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে ṭ বা t̤ রূপে লেখে। বাঙ্গালায় ত় (অভাবে ত) লিখিলে চলিতে পারে। পারস্যে ও ভারতে ط ও ت এর কোনও পার্থক্য রক্ষিত হয় না। طاهر ত়াহির, لطيف লত়ীফ, عطا 'অত়া', سلطان সুলত়ান, عطار 'অত়্‌ত়ার ইত্যাদি।

ظ = দ্বা', জ়া' (জ়োঁ, জ়োয়্‌)। ইহার উচ্চারণ-স্থান ط এর মত। উষ্ম z বা s এর মত করিয়া ط উচ্চারণের চেষ্টায় ظ ধ্বনির উদ্ভব। দন্ত্য ت 'ত' এর সহিত সম্পৃক্ত অঘোষ উষ্ম থ যেমন ث (থ্ব), তদ্রূপ তালব্য ط ত়এর উষ্ম থ হইতেছে ظ। ظ বর্ণের ث এর সহিত সম্পৃক্ত, এই জন্য ইহাকে ইউরোপে কখন ṯh বা θ̱ লেখে। আমি এই ধ্বনি যেমন শুনিয়াছি, তাহাতে ইহাকে একযোগে উক্ত thw বা dhw এর মত বোধ হয় ; এই ধ্বনিতে w অংশটী বিশেষ প্রবল মনে হয়। মালয় উপদ্বীপে ইহার ধ্বনি tl বা dlতে দাঁড়াইয়াছে। ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণে এই উষ্মবর্ণ zএর ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আরবী-ভাষীরা ইহাকে zএর মত উচ্চারণ করে না। ইউরোপে ইহার সাধারণ রূপ d̠h বা ẓ। বাঙ্গালায় আমি ইহার

মূল-উচ্চারণ দ্যোতক য্‌ অক্ষর ব্যবহার করিতে চাই : এবং ظ ধ্বনি অনুসারে জ্ব লিখিতে চাই ; দুই বিন্দুযুক্ত জ্ব লিখিলে ; জ্‌এর এবং ذ ض ও -এর সঙ্গে গোল হইবে না।

উদাহরণ—ظاهر য্‌াহির (জ্বাহির), ظلم য্‌ুলম্ (জ্বুলম্), ظفر য্‌ফর (জ্বফর) معظم মু‹অয্‌যিম্ (মু‹অজ্জিম) منظور মন্য্‌ূর মঞ্জুর, حافظ হাফিয্‌ (হাফিজ্ব) ইত্যাদি।

ع = ‹অয়্‌ন্। এই অক্ষরের ধ্বনি বিশেষ ভাবে শেমীয় ভাষার ধ্বনি। আরবী যাহার মাতৃভাষা নহে, তাহার পক্ষে ইহার উচ্চারণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। পারস্য ও ভারতে এই ধ্বনির অনুকরণ চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ঠিক ধ্বনিটী বাহির হয় না; ‹অয়্‌ন্ থাকিলে হয় পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ করা হয়, না হয় হঠাৎ গলা চাপিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হয়। ع অক্ষর কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্যোতক; ইহা হম্‌জহ্, হা, ঘ়য়্‌ন্ ও ক়াফের সহিত সম্বন্ধ। ইহাকে গলার নালী চাপিয়া উচ্চারণ করিতে হয়; অনেকটা গলার ভিতরে উচ্চারিত 'য়'র মত শুনায়। এই ধ্বনি কথায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না; উটের ডাকের ধ্বনির সহিত এই ধ্বনি তুলিত হয়। রোমান লিপ্যন্তর পদ্ধতিতে ইহাকে [ʻ], [ʿ], বা [ʽ] রূপে লেখে; রোমান বর্ণমালায় ইহার অনুরূপ কোনও ধ্বনি নাই, এবং ইউরোপের কোনও ভাষার ধ্বনির সহিত ইহার সাদৃশ্য না থাকায় এই ব্যবস্থা। কখনও কখনও যে স্বর ধ্বনির সহিত ‹অয়ন্ অক্ষর যুক্ত থাকে, তাহার নীচে একটী ফুট্‌কী দিয়া জানান হয়; যেমন ạ, ị, ụ; তদনুকরণে হিন্দীতে অ় আ় ই় ঈ় উ় ঊ় প্রভৃতি লিখিত হয়। কিন্তু এই রকম করিয়া কেবল বিন্দুর সাহায্যে জানাইবার চেষ্টা করিলে, ব্যঞ্জন ع ধ্বনির অস্তিত্ব ভাল করিয়া দেখান হইল না। বাঙ্গালায় ইহার জন্য [ʻ] লেখা যায়; কিন্তু ʻ] লিখিলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এবং হম্‌জহের চিহ্ন [ʼ] র সহিত গোল বাধিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাকে ‹ চিহ্ন দ্বারা জানাইতে চাহি। বাঙ্গালা ব-ফলা (্ব) দ্বারা, বা ব-অক্ষরের মাত্রা ও দুই দিক্ বাদ দিয়া সৃষ্ট ‹ হরফ দিয়া, কিম্বা গণিতশাস্ত্রের আপেক্ষিক লঘুত্বজ্ঞাপক ‹ চিহ্ন দিয়া, বা ইংরেজীর v অক্ষরের সাহায্যে, সহজেই সর্ব্বত্র এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যেমন علي ʻAli বা ʻAly = ‹অলী; عبد ʻAbd = ‹অব্‌দ্, عرب ʻArab = ‹অরব্, عشق ʻishq (ʻishq) = ‹ইশ্‌ক্, عزت = ‹ইজ্জৎ

عنايت = ‹ইনায়ৎ, عثمن = ‹উস্‌মান (‹ওস্‌মান্), شاعر = শা‹ইর, يعقوب = য়‹কূব্, سعيد = স‹ঈদ্, معراج = মি‹রাজ, معز = মু‹ইজ্জ্, لعل = ল‹ল, رفيع الدين = রফী‹উ-দ্-দীন্ (রফী‹-অদ্-দীন্), جامع = জামি‹, جمع = জম্‹অ বা জম‹।

غ = ঘ়য়্‌ন্। উষ্ম ঘ। এই ধ্বনি খ় (خ) র ঘোষ রূপ, অতএব ইহাকে গ় না লিখিয়া ঘ় লেখাই উচিত। [উষ্ম ঘ ভিন্ন কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট গ় ধ্বনি আছে আমাদের বাঙ্গালা গ জিহ্বামূলীয়); এই কণ্ঠ্য গ় হইতেছে ক় ق ধ্বনির ঘোষ রূপ, এবং ইহা غ হইতে পৃথক্]। বাঙ্গালায় যে

সকল আরবী ও ফারসী কথা আসিয়াছে, সে গুলিতে غ থাকিলে সাধারণতঃ গ'য়ে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আরবে ইহা ج রূপে উচ্চারিত হয়; আল্‌জিরিয়ায় ইহার উচ্চারণ ق ক্ব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় গ় অপেক্ষা ঘ় লেখা ভাল মনে করি; তদ্দ্বারা ইহার উষ্ম প্রকৃতি তথা ঘ-এর সহিত সম্বন্ধ দ্যোতিত হইবে। غريب ঘ়রী্ব্‌, غلام ঘ়ুলাম, غياث ঘ়িয়াথ় (ঘ়িয়াস্), غازي ঘ়াজ়ী, مغني মুঘ়ন্নী, غني ঘ়নী, داغ দাঘ়। রোমান বানানে ইহা gh, gh, ġ, ḡ, g় রূপে, এবং গ্রীক অক্ষর γ দিয়াও কখন কখন ইহাকে লেখা হয়।

ف = ফা' (ফে)। উষ্ম ফ, f. সংস্কৃতের ও হিন্দীর প্‌হ ph = ফ নহে। আজকাল বাঙ্গালায় ফ-এর উষ্ম f উচ্চারণ খুবই শুনা যায়। আরবীতে প-এর ধ্বনি নাই, তাই 'প' এর জন্য ف ফ বা ب ব লিখিত হয়। فضل ফদ়্‌ল, غفار ঘ়ফ্‌ফার, فريد ফরীদ্, ظفر জ়়ফর, شريف শরীফ্, يوسف য়ূসুফ্ ইত্যাদি।

ق = ক্বাফ্। কণ্ঠ্য ক্ব (ক়)। গলার ভিতর হইতে নির্গত ধ্বনি। মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইহার ধ্বনি 'গ' য়ে পরিণত হইয়াছে; মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ার স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ 'জ' 'চ' বা 'জ়' হইয়া গিয়াছে, যেমন قائد চা'ইদ, سروق সিরূচে, قريب জ়রীব্, قبلة জ়িব্‌লে ইত্যাদি; আবার দক্ষিণ-আরবে ইহাকে ج য় এর মত উচ্চারণ করে। ইহার রোমান মূর্ত্তি k, ḳ, q, বাঙ্গালায় ক্ব লেখা উচিত; قطب ক্বুত়্‌ব্, قمر ক্বমর, قاسم ক্বাসিম্, خالق খালিক্ব, فقير ফক্বীর, باقي বাক্বী, اقبال ইক্ব্‌বাল।

ک = কাফ্। আমাদের বাঙ্গালা ক-এর ধ্বনি। ভাষা আরবীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে; মোরোক্কোর স্থানে স্থানে ইহা হম্‌জ়হের সামিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; আবার সিরিয়ায়, মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ায় ইহা 'চ' 'চ়' বা 'ৎস' (পূর্ব্ববঙ্গের চ) বা 'ক্ষ' রূপ ধরিয়াছে: كتاب চিতাব্, كاتب চাতিব্, كلام চলাম, سلام عليكم সালাম্ 'অলেচু, حكيم হ়কীম, كامل জামিল ইত্যাদি। তালব্য-চ-রূপে উচ্চারিত 'ক'কে আরবেরা 'কশ্‌কশহ্' উচ্চারণ বলে। রোমান বানানে k রূপই সাধারণ; কেহ কেহ c লিখেন। বাঙ্গালায় 'ক' লেখাই উচিত। اكبر অক্‌বর, كبير কবীর, كامل কামিল্, مالك মলিক্, مكان মকান ইত্যাদি।

ل = লাম্। আমাদের দন্ত্য ল। আধুনিক আরবীতে কুত্রাপি মূর্দ্ধণ্য ঢ় হইয়া গিয়াছে। ت, ث, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ن এই কয়টী শম্‌সী বা 'সৌর' অক্ষর যদি বিশেষ্য ও বিশেষক ال উপসর্গের পরে আসে, তাহা হইলে ال এর ل সেই সেই অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ب, ج, ح, خ, ع, غ, ف, ق, ک, م, و, ه, ي, এই ক্বমরী বা 'চান্দ্র' বর্ণগুলির পূর্ব্বে থাকিলে لএর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। الطاف অল্‌ত়াফ্, لطف লুত়্‌ফ্, كامل কামিল, الله অল্লাহ, اسرائيل ইস্‌রা'ঈল্ ইত্যাদি। রোমান l.

م=মীম্। ম ; রোমান m ; ملك মলিক, محمد মুহম্মদ, نجم নজ্ম্, قاسم ক্বাসিম।

ن=নূন্। দন্ত্য ন। نظام নিজ়াম (নিজাম), نور নূর, قرآن ক্বুর্'আন্, حسين হুসয়ন্, النبي অন্-নবী। ن যদি ب ব অক্ষরের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে ম রূপে উচ্চারিত হয়, এবং তখন বাঙ্গালায় ম-কার লেখা উচিত ; ফার্সী شنبه শম্বহ্, استنبول ইস্তম্বোল ইত্যাদি।

و=ৱাৱ। ৱ (ব.) w, অন্তঃস্থ ৱ-কারের ধ্বনি। এই অক্ষরের দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিই নির্দ্দিষ্ট হয়। অসমীয়ার 'ৱ' (অন্তস্থ ব) অক্ষর দিয়া ব্যঞ্জন ; জানানই ভাল ; ওয়া (oya) ওআ, ওা (oa), ও, উ (o, u) দিয়া লিখিলে ইহা ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা হয় না। ব্যঞ্জন ধ্বনি—وكيل ৱকীল্, واحد ৱাহিদ্, وزير ৱজ়ীর, ولايت ৱিলায়ৎ ولي ৱলী, انور অন্ৱর, اول অৱ্ৱল, تهور তহৱ্ৱুর।

যবর্ফহ্ ফৎহহে-র পরে থাকিলে, وَ=অৱ্ ; ইহাকে সাধারণতঃ au রূপে রোমান লিপিতে লেখা হয়, আবার aw রূপেও লেখা দেখা যায়। কেহ কেহ ō (দীর্ঘ ও) করিয়াও লেখেন। বাঙ্গালায় অৱ্, অও বা ঔ—তিনের এক লেখা চলে ; مولى মৱ্লা, মওলা, বা মৌলা (mawla, maula) ; جوهر জৱ্হর্, জৌহর ; شوكت শৱ্কৎ, শৌকৎ ; قوم ক্বৱ্ম, ক্বওম্, ক্বৌম্ ; اول অৱ্ৱল, অওৱল্, ঔৱল।

স্বরবর্ণ و—পেশ চিহ্নের (ُ) পরে থাকিলে, ـُو=ঊ ; অর্থাৎ uw=ū (ঊ) : محبوب মহ্বূব, درود দরূদ, منصور মন্সূর।

ه=হা' (হে)। আমাদের 'হ', রোমান লিপিতে h ; هدايت হিদায়ৎ, مظهر মজ়্হর্, خواجه খ্ৱাজহ্, هند হিন্দ্, الله অল্লাহ্। হা-ই-মুখ্তফী—পদান্তস্থ অনুচ্চারিত হা—আরবী কথার প্রাতিপাদিক রূপ এবং ফারসী রূপে, ও ফারসী কথায় পাওয়া যায়। ইহাকে হ্ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেই ঠিক হয়। এই অন্ত্য 'হ' দ্বারা পূর্ব্ব ব্যঞ্জন বর্ণের পর হ্রস্ব 'আ'কা-রের উচ্চারণ আসে। বিকল্পে ইহাকে 'আ' লেখাও চলে। তবে আমি 'হ্' লেখার পক্ষপাতী। যেমন ملكه মলিকহ্ (বা মলিকা) سلطانه সুল্তানহ্ (বা সুল্তানা), فاطمه ফাত়িমহ্ (বা ফাত়িমা) ; [ফারসী دانه দানহ্ বা দানা, بنده বন্দহ্ বা বন্দা ইত্যাদি]। যেখানে অন্ত্য ه উচ্চারিত হয়, সেখানে হ লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য ; الله অল্লাহ্। ة হা-তা—আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ্ বা ত্ (ৎ)। جنة জিন্নহ্, জিন্নৎ ; دولة দৱ্লহ্, দৌলৎ।

ى=য়া' (ইয়া) (বা য়ে) ; সংস্কৃতের য, বাঙ্গালায় ইয়্ বা ইয় ; রোমানে y, জর্ম্মান উচ্চারণ অনুসারে j. এই বর্ণ و-এর অনুরূপ। ব্যঞ্জন প্রয়োগ ي=য়—يحيى য়হ্য়া, يوسف য়ূসুফ্, هدايت হিদায়ৎ, خيام খয়্য়াম, سيد সয়্য়দ্, ضياء জ়িয়া' (জ়িয়া), كفايت কিফায়ৎ।

ـَیْ = অয়্ (ay, aj, ey), বা ঐ ai (বা দীর্ঘ এ) : خیر খয়্‌র্ (খৈর), زین জয়্‌ন্ (জৈন্), حسین হুসয়্‌ন্ (হুসৈন, হুসেন), حیدر হয়্‌দর (হৈদর)।

ـِی = ঈ; علی অলী, مجید মজীদ, کریم করীম, باقی বাকী।

ফারসী (পারসী)

ভারতবর্ষে ফারসী কেতাবী ভাষা, মৌলবী ও আলেমগণের উপজীব্য মাত্র, কিন্তু ইহা পারস্য-দেশের জীবন্ত ভাষা। আধুনিক পারস্যের ফারসীতে নানা পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে. হাফিজ্, স'দী (সাদী) ও ফিরদৌসীর ভাষা হইতে নবীন ফারসী উচ্চারণে এবং ব্যাকরণে অন্য রকমের হইয়া পড়িয়াছে। তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীর যে উচ্চারণ ছিল, ভারতে মৌলবীরা সেই উচ্চারণ ধরিয়া ফারসী পড়েন। উর্দূতে অধুনা যে সকল ফারসী কথা গৃহীত হয়, সেগুলি পুরান ফারসীর ঢঙেই উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে যে সকল ফারসী নাম পাওয়া যায়, তাহা এই পুরান উচ্চারণ ধরিয়া লেখাই ভাল।

ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে নাই, তজ্জন্য নূতন অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ফারসীতে সেইগুলি প্রকাশিত হয়। এই অক্ষরগুলি হইতেছে پ چ ژ گ.

ـَ ـِ ـُ = অ, ই, উ। ফারসী লিপিতে সাধারণতঃ এই তিন হ্রস্ব স্বর-চিহ্ন লেখা হয় না। ফারসীতে হম্‌জ়হের উচ্চারণ নাই। অলিফ্ ফারসীতে স্বরবর্ণ মাত্র। কথার আদিতে ا = অ (হিন্দীর অ, ইংরেজীর hut but এর u); অন্যত্র ا = আ। আদ্য ও মধ্য آ = দীর্ঘ 'আ'; اسپ অস্প্, هزار হজ়ার, چراغ চিরাগ়্, انگور অঙ্গূর; آب আব্, آتش আতিশ্ বা আতশ্, آرام আরাম, بهمان বহ্‌মান্। اِ, اُ = ই, উ: انگریز ইঙ্গ্‌রেজ়্, اُمید উম্মেদ্।

ب, ت = বে, তে : 'ব' 'ত'; রোমান বানানে b, t : بابر বাবর, آب আব্, بهادر বহাদুর, تخت তখ্‌ৎ, زرتشت জ়র্‌তোশ্‌ৎ।

پ = পে : 'প'—p : پیر পীর, پیغمبر পয়্‌গ়ম্বর, پارسی পারসী, اسپندیار ইস্পন্দ্‌য়ার, اسپهان ইস্পহান, گشتاسپ গুশ্‌তাস্প্, پهلوان পহ্‌লবান্।

چ = চীম্ বা চে। 'চ'; রোমান বানানে ch, c̱h, tch, tsch, tsj, tj, c, č বা ĉ; چراغ চিরাগ়্, چین চীন, بلوچ বলোচ্, چشتی চিশ্‌তী, منوچهر মিনূচিহ্‌র্।

ژ = ঝ়ে। 'ঝ়' রোমান বানানে zh বা ž, ফরাসীর j; منیژه মনীঝ়হ্।

گ = গাফ্। 'গ' = g: گیو গীউ, گیر গীর; گرگان গুর্গান্, گوهر গওহর্, بزرگ বুজ়ুর্গ্।

نگ = ঙ্গ : هوشنگ হোশঙ্গ, اورنگزیب অওরঙ্গ্‌জ়েব্, فرنگی ফিরঙ্গী।

আরবীর অক্ষরগুলির মধ্যে, ث থ় ও ذ ধ় এর ধ্বনি সুপ্রাচীন ফারসীতে ছিল, এখনকার ফারসী এই দুই ধ্বনি হারাইয়াছে। ص ق আরবী বানানে লেখা গুটি কয়েক ফারসী

কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু ث ذ ح ص ض ط ظ ع ق এই অক্ষর গুলিকে আধুনিক ফারসীর বহির্ভূত বলা চলে, কেবল আরবী কথাতেই ইহাদের পাওয়া যায়।

ث = থ়। চার পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল; ফারসীর মাতামহী-স্থানীয় অবেস্তার ভাষায় ও প্রাচীন পারসীকের বাণমুখ লিপিতেও এই ধ্বনি মিলে। কিন্তু এখন এই ধ্বনি আর নাই, ইহার স্থানে 'স' বা 'হ' উচ্চারণ করা হয় : کیومرث = کیومرس গয়োমর্থ়্ —গয়ূমর্স্। ফারসীতে গৃহীত আরবী কথায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য স; এই স-কে রোমান ṡ এর অনুকরণে সং লেখা চলে। স়, স়, স়, স়, স, স'—এই রূপ নানা চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। আমি কেবল দন্ত্য স লেখার পক্ষপাতী।

ج = জ। جنگ জঙ্গ, آذربیجان আজরবৈজান্, یزدجرد য়জ্দিজিদ্। ج এর 'গ্' উচ্চারণ ফারসীতে অজ্ঞাত।

ح—ফারসীতে আরবীর শুদ্ধ উচ্চারণ করা হয় না।

خ = খ়। ফারসীতে خو এই সংযুক্ত বর্ণ দ্বারা একটী ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হয়—খ্ব় দ্বারা তাহা লেখা চলে (এখানে ব ফলা = অন্তস্থ ব; এই অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ হয় না); خواب খ্বাব্ (= খ়াব্), خوارزم খ্বারিজ়্ম (= খ়ারিজ়্ম্), خواجه খ্বাজহ্ (= খ়াজা) ইত্যাদি।

د = দ। ذ = ধ্র়। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল, অবেস্তার ভাষায়ও ইহা মিলে। এখন আরবীর ذ কে 'জ়' উচ্চারণ করা হয়; তদ্রূপ আরবীর ض ظ (ধ্র়ং) র জ়-বৎ ধ্বনি আসিয়াছে। ফারসীতে এবং তদনুকরণে তুর্কী ও উর্দুতে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের একই ধ্বনি, 'জ়' = z; মূল আরবীর উচ্চারণ অনুসারে ইহাদিগকে যথাক্রমে 'ধ্র়, জ়, ধ্র়ং, ধ্র়ং' লেখা চলে, তাহাতে গোল থাকে না। কিন্তু ফারসী ও উর্দুর 'জ়' উচ্চারণ অনুসারে লিখিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্য বাঙ্গালা বানানে বজায় রাখিব, ইহা বড়ই মুস্কিলের কথা। রোমান লিপিতে z = জ় অক্ষর থাকায়, এই z কে অবলম্বন করিয়া ż, z, z., z̤, z̧, প্রভৃতি নানা নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া ذ ز ض ظ এর পার্থক্য জানান সহজ। বাঙ্গালায় ত প্রথমতঃ জ-এ ফুট্‌কি দিয়া জ় (= z) সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহার উপরে আরও চিহ্ন দিতে গেলে বড়ই বিকট দেখাইবে—যেমন জ়, জ়, জ়..। এ ক্ষেত্রে কেবল জ় লেখাই ভাল; তবে যাঁহারা মূল অক্ষর বাঙ্গালায় দেখাইতে চাহিবেন, তাঁহারা এইরূপে লিখিতে পারেন; ز = জ় (যেমন আরবীতে আছে); ذ = জ়ং, (জ় এর মাথায় বিন্দু দিন,—ث = সং এর অনুকরণে); ض = জ়ং, এবং ظ = জ়।

ز ذ ض ظ—ইহাদের জন্য কখন যে জ, য, য় বা য্ লেখা হয়, তাহা মোটেই সমর্থন করা চলে না।

ر س ش—র, স, শ—আরবীর মত। 'ছ' (= chh) দিয়া س এর ধ্বনি লেখা উচিত নয়।

ص—স়, স,; তুর্কী ফারসী উর্দুতে س ص এর কোন পার্থক্য নাই; ص র জন্য বাঙ্গালায় ইচ্ছামত স বা স় লেখা চলে।

ض এর বিষয় ذ এর কথায় বলা হইয়াছে।

ط=ত্; ফারসীতে ط ও ت র তফাৎ নাই; বাঙ্গালায় ইচ্ছামত ত্ বা ত লেখা চলে।
ظ এর বিষয় পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ع—ফারসী, তুর্কী ও উর্দুতে ع এর আরবী উচ্চারণ প্রচলিত নাই। কেবল পূর্ব্বের স্বর-ধ্বনিকে দীর্ঘ ও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের মৌলবী ও আলেম-গণ এ বিষয়ে যত্নপর হইলেও সাধারণতঃ ع এর ধ্বনি অপরিচিত; লোকে ইহাকে অ, আ, ই প্রভৃতি স্বরবর্ণের মত উচ্চারণ করে, ইহার কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা ভারতবাসীর কণ্ঠে অসম্ভব। কিন্তু আরবী শব্দ ফারসী ও উর্দু উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলেও [ʿ] চিহ্ন ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

غ, ف—আরবীর মত=ঘ়, ফ়।

ق—আলেমগণ ইহার ক় উচ্চারণ বিষয়ে মনোযোগী হইলেও, পারস্যে ও ভারতে সাধারণতঃ ইহা ک ক এর মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় ক় লেখাই ভাল।

ک, ل, م=ক, ল, ম—আরবীর মত। ک এর চ-ধ্বনি ফারসীতে অজ্ঞাত।

ن=ন; আরবীর মত। পুরান ফারসীতে দীর্ঘ স্বরের পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ن চন্দ্রবিন্দুর মত উচ্চারিত হইত। এই 'অনুনাসিক উচ্চারণ' (নূন্-ই-ঘুন্নহ্) ভারতেও প্রচলিত। ফারসীর পুরান উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায়ও চন্দ্রবিন্দু লেখা যায়; যেমন جهان জহাঁ, شیرین শীরীঁ, نوشیروان নুশীরবান্ বা নোশেরবাঁ, چون চূঁ। نب=ম্ব।

و—ফারসীতে সাধারণতঃ কোমল দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ, v, শুনা যায়; আরবীতে ওষ্ঠ্য w উচ্চারণই সাধারণ। তুর্কীতেও v উচ্চারণের প্রাধান্য। ভারতে v, w দুইই আছে। ব্যঞ্জন و-কে ব় লেখাই ভাল।

স্বরবর্ণ و এর উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে 'উ': فیروز ফীরূজ়্, هندوستان হিন্দুস্তান্ نوروز নৌ-রূজ়্, گوشت গূশ্ৎ ইত্যাদি; এই উচ্চারণকে معروف মৰুরূফ-উচ্চারণ বলে। و এর দীর্ঘ 'ও' উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে অজ্ঞাত, কিন্তু এই 'ও' উচ্চারণ (আজ কাল পারস্যে যাহাকে مجهول মজ্হুল্ বা 'অজ্ঞাত উচ্চারণ' বলে) পুরান ফারসীতে খুব সাধারণ ছিল। ভারতবর্ষে মজ্হুল্ বা 'ও'-উচ্চারণই বেশী প্রচলিত; ভারতের মুসলমান ইতিহাসের নামগুলি তদনুসারে লেখাই ভাল; فیروز=ফেরোজ়্, خسرو খুস্রো, هندوستان হিন্দোস্তান্, হিন্দোস্তাঁ।

او, َو=আরবী অব়্; ফারসীতে অও, অউ বা ঔ; আধুনিক ফারসীতে 'ওউ', তুর্কীতে এভ় (ev)। فردوسی আরবী ধরণে=ফির্দৱ্সী (Firdawsi); আধুনিক ফারসীতে—ফির্দোউসী Firdousi (পুরান ফারসীতে ফির্দৌসী Firdausi, বা ফিরদোসী, ফের্দুসী নহে), তুর্কীতে Firdevsi. বাঙ্গালায় ফারসী কথায় ঔ লেখাই ভাল।

ه=হ। হা-ই-মুখ্তফীর সম্বন্ধে আগে বলা হইয়াছে। একাক্ষর ফারসী পদে ه স্থলে হ্ না লিখিলেও চলে; যেমন که=কি, چه=চি, نه=ন, به=বি।

ی = য় ; ব্যঞ্জন ধ্বনি জানাইলে—য় ;

স্বরধ্বনি জানাইলে আধুনিক (মারূফ) উচ্চারণ অনুসারে 'ঈ', পুরাতন (মজ্‌হুল) 'এ' দুইই লেখা চলে ; دلیر দিলের বা দিলীর ; جمشید জমশেদ্‌ বা জম্‌শীদ্‌ ; ایران এরান্‌ বা ঈরান্‌ ; شیر শের ; بیرونی বেরূনী, বেরোনী, বীরূনী ; بخشی বখ্‌শী।

ـَی—অয়্‌ বা ঐ (ay, ai) ; (আধুনিক ফারসীতে ei এই) ; رَی রয়্‌, রৈ ; نَیشاپور নৈশাপোর, کَیخسرو কৈ খুস্‌রো, بَیرم বৈরাম ইত্যাদি।

ফারসীর কস্‌রহ্‌-ই-ইজ্‌াফৎকে -ই- বা ভারতে প্রচলিত পুরাতন ফারসীর উচ্চারণ অবলম্বনে -এ- লেখা উচিত। কিন্তু -ই- লেখাই ভাল। ইজ্‌াফৎকে পূর্ব্ব-পদের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া ঠিক নহে।

যেমন بختیار خلجی বখ্‌তেয়ার-ই-খলজী, محمود سبکتگین মহ্‌মুদ-ই-সবুক্‌তগীন, بادشاه هندوستان বাদ্‌শাহ্‌-এ-হিন্দোস্তান্‌ ইত্যাদি।

তুর্কী

আরবী শেমীয় ভাষা ; ফারসী ও পশ্‌তো এবং বলোচ্‌ তথা উর্দু, আর্য্যভাষা। তুর্কী ভাষা সংযোগমূলক উরাল-আল্টাই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ;—হঙ্গেরীয় ও ফিন্‌, মাঞ্চু ও তুঙ্গুস্‌, মোঙ্গোল ও বুরিয়াৎ ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। খ্বিবুরীজ্‌, উজ্‌বগ্‌, সার্ত, য়াকুৎ, কাল্‌পাক্‌, কিপ্‌চাক্‌ প্রভৃতি তাতার ভাষাগুলি তুর্কীর সমশ্রেণিক ও স্বস্থানীয়। আজকাল তুর্কী ভাষার দুই রূপ দেখা যায়—পশ্চিমা বা ওস্‌মান্‌লী তুর্কী, এবং পূর্ব্বী বা চাগ্‌তাঈ বা উইগুর্‌ তুর্কী। ওস্‌মান্‌লী তুর্কী ইউরোপের ও পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কীদের ভাষা, বহু আরবী ও ফারসী শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে, আরবীর ও ফারসীর প্রভাবে ইহাতে একটা উচু দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। চাগ্‌তাঈ তুর্কী মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত ; ইহাতে তেমন সাহিত্য রচনা হয় নাই, কিন্তু এই তুর্কীই অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ তুর্কী, এবং তুর্কীর প্রাচীন রূপ ইহাতেই বর্ত্তমান আছে। ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের ভাষা এই পূর্ব্বী তুর্কীই ছিল। তৈমুরলঙ্গের মাতৃভাষা ছিল চাগ্‌তাঈ তুর্কী ; তৈমুরের ছয় পুরুষ অধস্তন বাদশাহ বাবর এই ভাষা বলিতেন, এবং ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুর্কী ভাষার ছাপ ভারতে পড়ে নাই ; উত্তর-ভারতের ভাষাগুলিতে কেবল কতকগুলি তুর্কী কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। ফারসী ভাষা তুর্কীরাই প্রথম এ দেশে আনে, সেই জন্য কতকটা তুর্কী ঢঙের ফারসী উচ্চারণ ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছে। তুর্কীর ধ্বনিগুলি ফারসী হইতে বিশেষ পৃথক্‌ নয়। তুর্কীতে স্পৃষ্ট ও উষ্ম, অঘোষ ও ঘোষবর্ণের পার্থক্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না ; ت د ط ত দ ত, ف ب پ ফ প ব, چ ج চ জ, ک گ ক গ, ق غ ক ঘ এর অদল বদল দেখা যায়। স্বর ধ্বনির মধ্যে দীর্ঘ 'আ' বহু স্থলে বাঙ্গালা দীর্ঘ ঔ-কারের

মত (ইংরেজী awর মত) উচ্চারিত হয় ; چاق ‘চাঁ'ক্, বাঙ্গালায় চক্‌মকা। তুর্কীতে বাঁকা ‘উ ও, আ'(= জর্ম্মানের ü ö ä) ধ্বনি আছে, সেগুলি কিন্তু আরবী হরফে জানান হয় না ; আমাদেরও ও বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই। و ও ي র ‘ও’ এবং ‘এ’ উচ্চারণ আছে। তুর্কীতে আরবীর ث ذ ص ض ط ظ ع ধ্বনি নাই ; কিন্তু ق খুবই মিলে ; এবং অনেক স্থলে আদ্য ت এর জায়গায় ط লিখে। ফারসীর ژ নাই, এবং نگ র উচ্চারণ ‘ঙ’, ফারসীর মত ‘ঙ’ (ঙ্‌গ) নহে। ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে তুর্কী নাম পাওয়া যায়, ফারসীর পুরাতন উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় বর্ণান্তর করিলেই কাজ চলিবে ; যেমন ایبک অয়্‌বক্, الپ ارسلان অল্প্ অর্স্‌লান্, هولاكو হুলাগূ, سبكتگين সবুক্‌তগীন্, يلدز য়িল্‌দিজ্, تغلق তঘ্‌লক্, تغرل তুঘ্‌রিল্, التمش অল্‌তমিশ্, ينگين য়িৎগীন্, الوغ উলুঘ্, خلجي খল্‌জী, قليچ چين চীন্ ক্লিলীচ, بغره বুঘ্‌রহ্ ইত্যাদি।

পশ্‌তো (পষ্‌তূ, পখ্‌তূ)

পশ্‌তো ঈরানীয় ভাষা, ফারসীর সহিত সম্পৃক্ত। ইহাতে কিন্তু বিস্তর ভারতীয় (সিন্ধী ও পশ্চিম-পঞ্জাবী) শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মত ট, ড, ণ, ড় এর মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ইহাতে মিলে ; এবং ইহাতে এমন কতকগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, যাহা আরবী ফারসী তুর্কী উর্দূতে মিলে না। কিন্তু পশ্‌তো কথা বা নাম ভারতের ইতিহাসে বেশী পাওয়া যায় না ; সেই জন্য পশ্‌তোর ধ্বনি ও অক্ষর আলোচনার আবশ্যক নাই। যে দুই চারিটী পশ্‌তো নাম পাওয়া যায়, যেমন سور সূর, لودی লোদী, دراني দুর্‌রানী প্রভৃতি, সেগুলি প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিখিলেই চলিবে।

উর্দূ (হিন্দোস্তানী)

উর্দূ বাক্য লিখিতে গেলে, ফারসী ও আরবী শব্দের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ পুরাতন ফার্সীর মত) উচ্চারণ অবলম্বন করা উচিত। ذ ز ض ظ কে খালি জ লিখিলেই ভাল ; তবে خ ق غ ع প্রভৃতি যে সকল বর্ণ শিক্ষিত উর্দূভাষিগণ উচ্চারণের প্রয়াস করেন, সেগুলির বিশেষত্ব বাঙ্গালা হরফে দেখান উচিত। ص ,ط কে খালি ত, স, লিখিলে ক্ষতি হয় না। উর্দূর প্রাকৃত শব্দগুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে হিন্দীর দেবনাগরী বানান অনুসরণ করা উচিত, যেমন ہی হৈ, বাঙ্গালায় ‘হায়’ বা ‘হ্যায়’ না লিখিয়া ‘হৈ’ লেখাই ভাল ; তদ্রূপ كيسے কৈসে = কৈসে, ‘ক্যায়ছে’ নহে ; ٹھٹّھا ঠট্‌ঠা = ঠট্‌ঠা (ঠাট্টা নহে), پہچانتا পহ্‌চানতা = পহ্‌চান্‌তা (পছান্তা নহে), پھول ফুল = ফূল (ফুল নহে), تين তীন = তীন্ (তিন নহে), نہيں নহীঁ = নহীঁ, پڑھ পঢ় = পঢ়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতাবলম্বনে আরবী ভাষার ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে নিম্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে সাজাইতে পারা যায়।

ব্যঞ্জন বর্ণ

(* চিহ্নিত বর্ণগুলি আরবীর নহে)

উচ্চারণ-স্থান	অব্যক্ত ঈষৎ-স্পৃষ্ট, সংবৃত, আভ্যন্তর-প্রযত্ন	অঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	অঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট সংবৃত	অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম সংবৃত	ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বিবৃত	উষ্ম sibilants [স-শাষিক] বিবৃত: অঘোষ	উষ্ম sibilants [স-শাষিক] বিবৃত: ঘোষ	ঘোষ অন্তস্থ (অর্দ্ধ-স্বর) সংবৃত	ঘোষ আনুনাসিক সংবৃত
কণ্ঠ	ء, ا = '	ق = ক়		خ = খ়	غ = ঘ়	ع = [illegible]	ح = হ়	ه = হ				
জিহ্বামূল [ও তালু]		ک = ক	ج = গ (প্রাচীন আরবী) *گ = গ									ڨ ڠ ک-এর পূর্ব্বে ن
তালু		*چ = চ	ج = জ						ش = শ	*ژ = ঝ়	ي = য়	
দন্তমূল		ط = ত়		ظ = ধ়(জ়)	ض = দ় (দ়)				ص = স়			
দন্ত		ت = ত	د = দ	ث = থ়	ذ = ধ়				س = স	ز = জ়	ر = র ل = ল	ن = ন
ওষ্ঠ		*پ = প	ب = ব	ف = ফ় [দন্তৌষ্ঠ্য]	و = ব়, w [v দন্তৌষ্ঠ্য]						و = ব়, w	م = ম ب র পূর্ব্বে ن

স্বরবর্ণ

	কণ্ঠ	তালু	ওষ্ঠ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ
হ্রস্ব	ـَ, اَ = অ	ـِ, اِ = ই	ـُ, اُ = উ	ـِ, ـَ, = [আধুনিক আরবীতে] এ ـٰ	ـُ [আধুনিক] = ও ـُ
দীর্ঘ	آ, ا = আ	ـِى, يٖ, اِى = ঈ	اُو, ـُو = ঊ	ـَى, يْ, اَى = অয়্, ঐ বা দীর্ঘ এ]	ـَو = اَو অব্, অও, ঔ [বা দীর্ঘ ও]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ব্যাকরণকার ও আভিধানিক পণ্ডিত খলীল-ইব্‌ন্‌-অহ্‌মদ্‌ আরবী বর্ণগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে এইরূপে সাজাইয়াছেন :—[১] কণ্ঠ—ء, ح, ه, خ, ع, ق [২] তালব্য বা জিহ্বামূলীয়—ک, ج [৩] স-গোষ্ঠিক—ش, ص, ض, س, ز [৪] দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—ط, د, ت, ظ, ذ, ث, ر, ل, ن [৫] ওষ্ঠ্য—ف, ب, م; এবং [৬] অর্ধস্বর—و, ا, ى

প্রস্তাবিত লিপান্তর-রীতিতে আরবী ফারসী বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ এই দাঁড়াইতেছে—

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
أ ء	’ (হম্‌যহ্)	—
ب	ব	ব
پ	—	প
ت	ত	ত
ث	থ়	সঁ [স]
ج	জ [গ]	জ
چ	—	চ
ح	হ়	হ় [হ]
خ	খ়	খ়
د	দ	দ
ذ	দ়	জঁ [জ়]
ر	র	র
ز	জ়	জ়
ژ	—	ঝ়
س	স	স
ش	শ	শ
ص	স়	স় [স]
ض	দ় [দ়]	জঁ [জ়]

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ط	ত়	ত় [ত]
ظ	য্ব় [জ়]	জ় [জ়]
ع	<	<
غ	ঘ়	ঘ়
ف	ফ়	ফ়
ق	ক়	ক় [ক]
ک	ক	ক
گ	—	গ
ل, م, ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন
ر	র [ও]	র [ও]
ه	হ	হ
ي	য়	য়
اَ اِ اُ	অ, ই, উ	অ, ই, উ
آ	আ	আ
وْ يْ	ঊ, ঈ	ঊ, ঈ
وَ يَ	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]
و ی	——	ও, এ ; ঊ, ঈ
ً ٍ ٌ	অন্, ইন্, উন্	——

প্রস্তাবিত বর্ণান্তর-রীতির প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ কয়েক ছত্র আরবী, ফারসী ও উর্দূ, এবং দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণের নাম বাঙ্গালা বানানে মূলের সহিত দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আরবী

সূরতু-ল্-ফাতিহহ্‌ (ক়ারী বা কোরান-পাঠকগণের পদ্ধতি অনুসারে বাক্যান্তস্থ হ্রস্ব স্বর অনুচ্চারিত রাখা গেল)।

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ * ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *

اِهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ * آمِينَ *

বি-স্মি-ল্-লাহি-র্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্ * 'অল্-হ়ম্‌দু লি-ল্লাহি রব্বি-ল্-ʿআলমীন্: * 'অর্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্ * মালিকি য়ৌমি-দ্-দীন্ * 'ইয়্যাক নʿবুদু, ৱ'ইয়্যাক নস্তʿঈন্ * 'ইহ্‌দিনা-স্-সিরাত়-ল্-মুস্তকীম্ * সিরাত়-ল্-লধীন 'অন্ʿঅম্‌ত ʿঅলয়্‌হিম্ * গ়য়্‌রি-ল্-মগ়্‌দ়ূবি ʿঅলয়্‌হিম্ ৱ লা-দ়্-দ়াল্লীন্ * আমীন।

অল্-মুʿঅল্লক়তু 'ইমরু'ই-ল্-ক়য়্‌সি—

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ * بِسِقْطِ ٱللِّوَى بَيْنَ ٱلدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

فَتُوضِحَ فَٱلْمِقْرَاةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا * لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ

ক়িফানব্‌কি মিন ধিক্‌রা হ়বীবিন্ ৱ মন্‌জ়িলি,
বিসক়্‌তি' লিল্‌ৱা বয়্‌ন-দ্-দখূলি ফ-হ়ৌমলি।
ফ-তূদ়িহ় ফ-ল্-মক়্‌রাতি লম য়ʿফু রসমুহা,
লিমান সজত্‌হা মিন জনূবিন্ ৱ শম্'অলি॥

ফারসী

গ়জ়ল্-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী (জলালু-দ্-দীন্ রূমী)

چه تدبیر ای مسلمانان که من خودرا نه میدانم
نه ترسا و یهودیئم نه گبرم نی مسلمانم *
نه شرقیئم نه غربیئم نه بحریئم نه بریئم
نه از ملک عراقیئم نه از خاکِ خراسانم *

هو الاوّل هو الآخر هو الظاهر هو الباطن
بجز موجود یا من هو دگر چیزي نمیدانم *
مکانم لامکان باشد نشانم بینشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من خود جانِ جانانم *

نه از عرشم نه از فرشم نه از جنّت نه از دزخ
نه از آدم نه از حوّا نه از فردوسِ رضوانم *
الایا شمسِ تبریزی چرا مستی در این عالم
بجز مستي و مدهوشی دگر چیزی نمیدانم *

চি তদ্বীর্. অয়্ মুস্লমানান্? কি মন্ খ়ুদ্-রা ন-মীদানম্।
ন অজ়্ তর্সা ব য়হুদীয়ম্, ন গব্রম্ ন-ঈ মুস্লমানম্॥
ন শর্কীয়ম্ ন গ়রবীয়ম্, ন বহ্রীয়ম্ ন বর্রীয়ম্,
ন অজ়্ মুল্ক্-ই-‘ইরাক়ীয়ম্, ন অজ়্ খ়াক্-ই-খ়ুরাসানম্।
“হুব-ল্-অব্বল্, হুব-ল্-আখ়ির্, হুব-জ়্-জ়াহির্ হুব-ল-বাতিন্”;
বিজুজ়্ “মওজুদ্ য়া মন্ হু”—দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্॥
মকানম্ লা-মকান্ বাশদ্; নিশানম্ বী-নিশান্ বাশদ্;
ন তন্ বাশদ্, ন জান্ বাশদ্, কি মন্ খ়ুদ্ জান্-ই জানানম্॥
ন অজ়্ ‘অর্শম্, ন অজ়্ ফ়র্শম্, ন অজ়্ জন্নৎ, ন অজ়্ দুজ়খ়্;
ন অজ়্ আদম্ ন অজ়্ হব্বা, ন অজ়্ ফ়িরদওস্-ই-রিজ়্বানম্॥
ইলায়া-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী, চিরা মস্তী দর্ ঈন্ ‘আলম্?
বিজুজ়্ মস্তী ব মদ্হুশী দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্॥

উর্দু

রুব্‌ৱায়াৎ-ই-হালী।

کانٹا ہی ہر یک جگر میں اٹکا تیرا
حلقہ ہی ہر یک گوش میں لٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھہ کو جانا ہی ضرور
بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہی کھٹکا تیرا

কাঁটা হৈ হর্-ইক্ জিগর্-মেঁ অট্কা তেরা ;
হল্কহ্ হৈ হর্-ইক্ গোশ্-মেঁ লট্কা তেরা।
মানা নহীঁ জিস্ নে তুঝ্ কো জানা হৈ জুরূর্ ;
ভট্কে হুএ দিল্-মেঁ ভী হৈ খট্কা তেরা।

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا
آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

হিন্দুনে সনম্-মেঁ জল্ৱহ্ পায়া তেরা ;
আতিশ্-প মুগান্-নে রাগ্ গায়া তেরা।
দহ্রী-নে কিয়া দহ্র্-সে তা'বীর্ তুঝে ;
ইন্কার্ কিসী-সে বন্ ন আয়া তেরা।

ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں
شر سے بچیں اور شر کی عوض خیر کریں

جو کہتے ہیں یہ کہ ہی جہنم دنیا
وہ آئیں اور اِس بہشت کی سیر کریں

হিন্দু-সে লড়েঁ ন গব্র্-সে বৈর্ করেঁ—
শর্-সে বচেঁ, ঔর্ শর্-কে ‘ইৱজ্ খৈর্ করেঁ—
জো কহ্তে হৈঁ য়িহ্, কি ‘হৈ জহন্নম্ দুনিয়া’—
ৱহ্ আএঁ, ঔর ইস্ বিহিশ্ত-কী সৈর্ করেঁ।

ہی عشق طبیب دل کے بیماروں کا
یا گھر ہی وہ خود ہزار آزاروں کا

[illegible] نہان [illegible] [illegible]
یک [illegible] مشغلہ دلچسپ ہی [illegible]

হৈ ৎঈশক্ [illegible] দিল্-কে বীমারোঁ-কা ?
যা বস্ হৈ রূহ্ খুর্ হজার্ আজারোঁ-কা ?
হম্ কুহ্ নহীঁ জানতে ; পহ্ ইৎনী হৈ খবর্—
ইক্ মশ্গলহ্ দিল্-চস্প্ হৈ বেকারোঁ-কা।

দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্গণ

১। দাস বংশ—
قطب الدین ایبک কুত্বু-দ্-দীন অয়্বক্
آرام আরাম্
التمش অল্তমিশ্
فیروز ফীরোজ্, ফেরোজ্
رضیہ রজিয়হ্, রজিয়হ্
بہرام বহ্রাম্
مسعود মসা‘উদ্
محمود মহ্মূদ্
بلبن বল্বন্
کیقباد কৈ কুবাদ্
২। খল্জী বংশ—
جلال الدین فیروز জলালু-দ্-দীন ফীরোজ্
ابراهیم (ابرهیم) ইব্রাহীম্
علاء الدین محمد ‘অলা‘উ-দ্-দীন্ মুহম্মদ্
شهاب الدین عمر শিহাবু-দ্-দীন্ ‘উমর
مبارک মুবারক্
ناصرالدین خسرو নাসিরু-দ্-দীন্ খুস্রো
৩। তুগ্লক্ বংশ—
تغلق তুগ্লক্
[illegible]
[illegible]
ابوبکر অবূ-বক্র্
نصرت নস্রৎ
تیمور তীমূর, তৈমূর
৪। সয়্যিদ্ বংশ—
خضر খিজ্র, খিজর্
عالم ‘আলম্
৫। লোদী বংশ—
بہلول বহ্লোল্
سکندر সিকন্দর
৬। আফগান (অফ্গান্) বংশ—
شیر شاہ শের শাহ্
محمد عادل মুহম্মদ্ ‘আদিল্
৭। মোগল (মুগল্) বংশ—
بابر বাবর্
همایون হুমায়ূন্
اکبر অক্বর্
جهان گیر জহান্-গীর্
شاہ جهان শাহ্-জহান্
اورنگزیب عالم گیر অওরঙ্গ্জেব্ ‘আলম-গীর্
بهادر বহাদুর্
جهاندار জহান্-দার্
فرخ سیر ফর্রুখ্-সিয়র্
احمد অহ্মদ্

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই প্রবন্ধ রচনা-কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও ফারসীর প্রধান অধ্যাপক মৌলবী শ্রীযুক্ত মুহম্মদ হিদায়ৎ হুসয়্ন্ সাহেব আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন; আরবী ও ফারসী নামগুলির বানান তিনি দেখিয়া দিয়াছেন, এবং নানা প্রকারে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

'অল্-হমদু লি-ল্লাহি-
-ল্-লধী রহব লি-বলদিনা-ল্-করীম
শরফ তমদ্দুনি দীনি ল্-ইস্লামি-ল্-করীম ;
ব কতহ্ ওলা-ল্সিনতিনা-ল্-হিন্দিয়্যহ্
অধ্-ধখীরত-ল্-রসীওত-ল্-অলফাধি-ল্-ওঅরবিয়্যহ্,
ব-ল্-ফকীহত-ল্-বহীজত মিন-ল্ কলিমাতি-ল্-ফারিসিয়্যহ্॥

ঈন রিসালহ্-ই-মুহক্ক রব-রা
ব-নাম্-ই-নামী-ই-খুদাম্-ই-হকীকী-
ই-মাদরী-রতন-ই-মহবুব,
ব ওউলমা-ই-ফী শান,
কি মন্ত্র ফুবান-ই-কশক্ ও-শীরীন-ই-দঙ্গ নহ,
মুহব্বৎ ও উল্ফৎ দারন্দ,
হদিয়ৎ বখ্শীদম॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে

৭ই আশ্বিন ১৩২৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্	শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সিংহ বি এ
	" ত্রিদিবেশচন্দ্র সিংহ
" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	" অশ্বিনীকুমার ঘোষ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ	" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
	" কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ম্মা
" বিজয়লাল দত্ত	" পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	" গণপতি সরকার
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	" শ্যামলধন মিত্র
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী	" শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত	" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" সুরেশচন্দ্র সরকার	" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" তারিণীচরণ পাল	" আশুতোষ দত্ত
" প্রমথনাথ খান	" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" সূর্য্যকান্ত মিত্র বি এ	" রাধিকাভূষণ রায়
" মহম্মদ ইউসুফ আলী খাঁ	" রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	" গোকুলচন্দ্র বড়াল
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্	" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
„ রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্
„ বিপিনচন্দ্র পাল
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
„ রজনীরঞ্জন দেব বি এ
„ দামোদরদাস বর্ম্মণ্
„ রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি
„ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ যতীন্দ্রচন্দ্র রায় এম্ এ
„ সত্যচরণ বসু এম্ এ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ হরিপদ দত্ত
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
„ রামকমল সিংহ
„ ললিতমোহন পাল

শ্রীযুক্ত হবিবর রহমন
„ বাণীনাথ নন্দী
„ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ রায় বিনোদবিহারী বসু
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ শরচ্চন্দ্র মিত্র
„ শশিকুমার মিত্র
„ যোগেশচন্দ্র রায়
„ আশুতোষ শাস্ত্রী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
„ বিপিনচন্দ্র পাল
„ রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত
„ রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু
„ প্রভাসচন্দ্র বসু
„ গুরুপ্রসাদ বসু
„ মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
} সহঃ সম্পাদকগণ।"

সভারম্ভে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি সংস্কৃত শ্লোকগাথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক স্ব স্ব রচিত শ্লোক-গাথাগুলি পঠিত হয়। (শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র বাবুর কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন।)

অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ সভায়

কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।—মহারাজ গিরিজানাথ রায়, কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, তারাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে, সি, আই, ই কাশিমবাজার, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন বিদ্যানিধি, করুণাচন্দ্র মজুমদার, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৎপরে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি এই,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও স্তম্ভস্বরূপ, বঙ্গ-মাতার কৃতী সুসন্তান এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, নানা বিদ্যার আধার, সর্ব্বসদ্‌গুণান্বিত সারদা-চরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগে আমরা শোক-প্রকাশ করিয়া থাকি। কতক লোকের জন্য কেবল তাঁহাদের পরিবারবর্গ, কতক লোকের জন্য প্রতিবেশীরা, আর কতক লোকের জন্য সমস্ত দেশবাসী সকলেই শোক করিয়া থাকেন। সারদাচরণ এই শেষ শ্রেণীর লোক ছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালী—ভারতবাসী তাঁহার জন্য শোক করিতেছে। আমি কথায় কি জানাইব; আপনাদের কাজের দ্বারায় তাহা প্রমাণ হই-তেছে। যাঁহাদের জন্য আমরা বেশী শোক-প্রকাশ করি, তাঁহারা গৌরব চান না—আর যাঁহারা গৌরব চান, তাঁহাদের জন্য অধিক লোকে শোক-প্রকাশ করেন না। তিনি যে যে সৎকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, দেশবাসীকে সেই সেই কার্য্যে উদ্‌যোগী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলে-জের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। কোনও কার্য্যোপলক্ষ্যে আমি কলেজ-লাইব্রেরী-গৃহে আসি, তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু পাঠ-নিরত সারদা বাবুকে দেখাইয়া বলেন,—ঐ ছেলেটিকে দেখ; এ দেশের একটা মানুষ হবে। সহাস্য বদন, প্রকৃত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বাধীনচেতার ন্যায় চক্ষু উজ্জ্বল;—সেই ভাব তাঁহার চিরদিন ছিল। তাঁহার সহিত মতান্তর হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মনান্তর কখনও হয় নাই।

তাঁহার অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম-জীবনকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ১। সাহিত্য-ক্ষেত্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি মিলিত হইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করেন। বিদ্যাপতিরও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। নানা সন্দর্ভ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া বহু সাময়িক পত্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী গভীর গবেষণাপূর্ণ। তিনি স্বার্থপর ছিলেন না—পরার্থপর ছিলেন। এই জন্য একলিপি-বিস্তারের বহু চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন;—উদ্দেশ্য, একতা-বিস্তার। তিনি যেমন ভারত-প্রেমিক, তেমনই আবার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন।

২। ব্যবহার-জীব।—এই কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার টেগর ল-লেক্‌চার (Tagore Law Lecture) নামক বক্তৃতা-পুস্তক আইন-বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং করিবে। বিচারপতি হিসাবে এমন স্বাধীন, নির্ভীক মতাবলম্বী দেখা যায় না। একমাত্র ন্যায়ের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এক সময়ে এমন ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে হাইকোর্টের প্রতিও জন-সাধারণের শ্রদ্ধার কিছু অভাব হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন সারদা বাবু নির্ভীক ভাবে বিচার-কার্য্যে স্বাধীনতা এবং ন্যায়-পরায়ণতা দেখাইয়া হাইকোর্টের মুখোজ্জ্বল করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে এবং আমাদের পক্ষেও কম শ্লাঘার কথা নহে।

৩। সমাজ-সংস্কার।—তিনি কর্ম্মী ছিলেন। বেশী কথা কহিতেন না, বাগ্‌বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার কথা সকলকে শুনিতেই হইবে। দ্বিতীয় বার বলিতে হইলে, অতি দৃঢ়তার সহিত কঠোর ভাবে বলিতেন। তিনি কথার লোক ছিলেন না, কাজের লোক ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী। নিজের বাড়ীতে সংস্কার-কার্য্যের সাধন করিয়া তবে পরকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীর মিলন ও কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তি সহ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিচারালয়ের নিকট এক সময়ে যে প্রতিবন্ধকতা হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দোষে নহে। বিচারক উভয়েই ব্রাহ্মণ বটে; এক জন এই দেশীয়, তাঁহার নাম করিবার আবশ্যক নাই, আর এক জন পাঞ্জাবদেশবাসী—৺প্রাণনাথ সরস্বতী। স্যার রমেশ-চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের আপত্তিতে ঐ বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এই সংস্কার-কার্য্যটি একটু কঠিন বলিয়া তাঁহাকে ধীরতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

৪। কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধি-সাধন-ক্ষেত্র।—তিনি এই বিষয়ে তাঁহার স্বগ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়া লোকসান দিলেও তিনি যে অভিজ্ঞতা দেশকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের কার্য্যে লাগিবে এবং দেশবাসী এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বলিলেন যে, সারদা বাবু আমার বাল্য-সখা; পঞ্চাশ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুইটি কথা বলিব। একটি মেদিনীপুর হাঙ্গামার মোকদ্দমার কথা। রাজা মহারাজা সব জেলে, তাঁহাদের সেখানে ভারি কষ্ট। যেখানে আহার, সেখানে মলত্যাগ, সেইখানেই শয়ন। ইহারা হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। দুই জন বিচারকের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হয়; হঠাৎ এক জনের অসুখ হওয়ায় অন্য জন একেলা বিচার করিতে অনিচ্ছুক। সারদা বাবুকে চিঠি লিখিয়া জানাইবার পর তবে তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন। কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেখেন,

নানা গোলমাল, বহু অত্যাচার। মোকদ্দমায় দুই জন জজের দুই রায় হইল। সারদা বাবু বলিলেন,—আমি 'সিনিয়ার' জজ, আমার মতই গ্রাহ্য হইবে। তিনি সকলকে জামিনে খালাস দিলেন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে মেদিনীপুরে ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হয়। বহু সম্মানিত লোকের প্রাণরক্ষা পাইল। কেহ কেহ বলেন,—এই জন্ত তাঁহার পেন্সনাদি কিম্বা সর্ব্বপ্রকার পুরস্কার বন্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার অসাধারণ সহগুণ এবং কর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। একটা কথা উদাহরণস্বরূপ বলি। যে দিন এখানে রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর আসেন, তিনি অরগ্যানে আমাকে বাড়ী হইতে আনেন এবং এখানে আসিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রম করেন। এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখা যায় না।

এই প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে থেকে তাঁর উপকার যতটা করিতে পারি আর না পারি, আমি নিজে উপকৃত। এরূপ সৎসঙ্গ, সজ্জন-সঙ্গ-লাভে কার না উপকার হয়? মাননীয় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদা বাবুর সঙ্গ-লাভে আমারও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথমে সারদা বাবুর নাম প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাবলীর মলাটের উপর পাই। আমি ঐ গ্রন্থাবলীর গ্রাহক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তাঁর খুব নাম শুনলুম। কলেজ ছেড়ে এক সময়ে অর্থাৎ Age of Consent Act আন্দোলনের সময় একটা সভা হয়। ঐ সভায় আমি একজন উদ্যোক্তা ছিলাম। সভায় আহ্বানকারী ছিলেন—৺গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী ও ৺প্রাণনাথ সরস্বতী। সারদাবাবুর বাড়ীতে এই সভার আয়োজন হয়। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্নেহ-শ্রদ্ধা পেয়ে জীবনে একটা বলস্বরূপ মনে করলুম। তিনি পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহার সভাপতি-পদ-গ্রহণকালে পরিষদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পরিষৎ গৃহহীন, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র কুটীরে স্থান সঙ্কীর্ণ। মহারাজের নিকট হইতে জমী পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী প্রস্তুত হইবার উপায় ছিল না। ১৩১১ সালে আমি সম্পাদক হই। সারদা বাবু ১৩১২ সালে সভাপতি হন। ঐ সেপ্টেম্বর মাসে Partition of Bengal আন্দোলনে দেশ চঞ্চল। এই বিষয়ে পরিষদের কোন কর্ত্তব্য আছে কি না, পরিষৎ কোন প্রতিবাদ করিবে কি না, ঘোর সমস্যা চলিতেছিল। কেহ কেহ স্বপক্ষে, কেহ কেহ বিপক্ষে ব্যস্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। সারদা বাবু বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষাকে অখণ্ড রাখিতে হইলে সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যক। তিনি এরূপ না বলিলে প্রতিবাদ-সভা আহূত করা দুষ্কর হইত। পরিষদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কালেই এইরূপে বহু বারেই তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী; কোন দ্বিধা বোধ না করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। পরিষদের মত শিশু-অনুষ্ঠান জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার স্থায় ব্যক্তির আবশ্যক। তাঁহার জীবনই কর্ম্মময় ছিল, কাজের প্রেরণা তাঁহার

মধ্যে অসাধারণ ভাবে ছিল। কাজের অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ভেতর থেকে তাঁহাকে কর্ম্ম করাইত। তিনি আট বৎসরকাল সভাপতি ছিলেন। এত দীর্ঘ কাল কেহই সভাপতিত্ব করেন নাই। তিনি প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, পরিষৎ তাঁহার মত নেতা না পাইলে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত না। স্বাধীনচেতা, অল্পভাষী, জবরদস্ত হাকিমের মত যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য ঠিক অথচ অবিশ্রান্ত ভাবে পরিচালনা করিতেন। সহকারী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে তাঁহার মত বহুবার সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য অন্য কেহ পরিচালনা করেন নাই। আট বৎসর কাল তাঁহার অধীনে থাকিয়া পরিষৎ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার নাম সম্মানের সহিত চিরগ্রথিত হইয়া থাকিবে। সারদা বাবুর তিরোভাবে দেশের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু পরিষদের ক্ষতিও যথেষ্ট। সহকারী সভাপতি-রূপেও তিনি আমরণ বহু কার্য্যে পরিষদের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

পরে যশোহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল মহাশয় এই উপলক্ষ্যে বলিলেন,—সারদা বাবুর জন্য শোক নহে—শোক আমাদের জন্য। তাঁহার উৎসাহ অনন্ত এবং নির্ভীকতা অনন্যসাধারণ ছিল—কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি অন্যত্র। আমার ধারণা, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল; সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইত। তাঁহার একলিপি-বিস্তারের চেষ্টার আমি সমর্থন করি তাঁহার প্রতিভা যথার্থ ই সর্ব্বতোমুখী। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপণে কার্য্য করিতেন।

পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; তাঁহার দুএকটি বিশেষত্বের উল্লেখ মাত্র আমি করিব। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় Age of Consent Billএর আন্দোলনের সময়। যাক্ সে সকল কথা। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, তিনি বিদ্বান্—কিন্তু মরতে প্রস্তুত, মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান, মরণকে উপেক্ষা তিনি ক'রেছেন। তিনি পিতামহের শ্রেণীর লোক। তাঁহার বিশিষ্টতা, খাঁটী বাঙ্গালীত্ব—ফল্গু-প্রবাহের মত তাঁহার জীবনে ছিল। পানিশেহোলায়—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—বাড়ী ঘর, ঠাকুরঘর, হিন্দুর ঘরের মত, মার্ব্বেল পাথর দেওয়া দুর্গাদালান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সব চেয়ে ভাল। তিনি পল্লীবাসী ছিলেন। পল্লীজীবনই বাঙ্গালীর স্থায়ী জীবন বলিয়া বুঝিতেন। বাঙ্গালাকে বাঙ্গালার মতন রাখাই চাই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশবাসী লোকদের সহিত আদান-প্রদান করিবার জন্য, একটা ভাবের জমাটের জন্য তাঁহার একলিপি-বিস্তারের প্রয়াস। কিন্তু তাঁহার আসল বিশিষ্টতা, যাহা পূর্ব্বেই বলিলাম, সেই অদ্ভুত পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক শিক্ষা, সেই মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা—এক কথায় তিনি পুরাতনের শেষ ছিলেন। হিন্দুত্বই তাঁহার বিশিষ্টতা। বৈজ্ঞানিক এমন বিদ্বান্ পাইলেও, এমন খাঁটি বাঙ্গালী, এমন জীবন, এমন আদর্শ, এমন ভক্ত, এমন মরণ বোধ হয়, আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তাই মহাত্মার নিকট বলি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ রকম ভাবে জীবন রেখে, হিন্দুত্ব রেখে, ঐ রকমে মরতে পারি।

তোমার জীবন পারিজাত তুল্য, একটি স্যমন্তক মণি, তাঁহার দীপ্তির স্বরূপ। আর একটা কথা, তিনি পরিষদের বাহক, ধারক ও নায়ক ছিলেন—স্তম্ভ ছিলেন না,—ও কথাটায় কেমন বিদেশীয় বোট্‌কা গন্ধ।

পরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—ইংরাজী-শিক্ষিতেরা বায়রন, শেলী, সেক্‌সপীয়ার পড়ে ও শেখে। কিন্তু সারদা বাবু ও অক্ষয় বাবু এ দেশের ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইহাতে তাঁহাদের দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি সম্মান ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি।

তারপর রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—সারদা বাবু সাহিত্য-পরিষৎ গ'ড়েছেন। সুধু এখানে নয়—মফস্বলেও। তিনি একমাত্র সভাপতি—যিনি শাখা-সভাগুলির প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শাখাপরিষৎগুলির পক্ষ হইতে যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর মত খাঁটি মানুষ, যথার্থ মানুষ সংসারে বিরল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঘনিষ্ঠতায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সঙ্গে কার্য্য ক'রে তাঁহার ভিতরের মানুষটাকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেটা খুব বড়, খুব মহৎ।

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, সারদা বাবু সুধু স্বজাতীয় নহে, হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে বলিলেন যে, সারদা বাবু দৃঢ়চিত্ত ও যথার্থ কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

এই সময় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আয়োজন করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হউক।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—দেশের লোক অনেকেই তাঁহার গুণাবলীর বিষয়ে পরিচিত আছেন। কিন্তু আমি একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার Strong Common Sense ছিল এবং সেই বলেই তিনি সকল বিষয়েই শীঘ্র একটা বিষয়ে উপনীত হইতে পারিতেন এবং সেই বলেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই চলিবে না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ঠিক ঠিক করিতে হইলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। ইহা যে কেবল পরিষদের

সমস্ত মায়েরই কর্ত্তব্য, তাহা নহে; সারদা বাবুর গুণমুগ্ধ দেশবাসী পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে এই বিষয়ে সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক স্মৃতিসভা হইয়াছে; কিন্তু অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। এ বার সেরূপ না হয়। অন্ততঃ সকলে মিলিয়া একটা কিছু করুন।

শেষে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বলেন যে, এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং একটা কথা বলি যে, Depressed class নিম্ন জাতির উন্নতি সাধনেও সারদা বাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সসম্মানে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। অধিক রাত্রি হওয়ায় সভাপতি মহাশয় কিছুই বলিলেন না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

২৪শ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৪ই আশ্বিন ১৩২৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি —

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ্ সি এস, আই এস্ ও (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
" রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ
" রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্
" কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি
" প্রমথনাথ দত্ত, ব্যারিষ্টার
" সুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার
" স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ
" শ্রীজীব কাব্যতীর্থ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" গৌরহরি সেন
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গুরুদাস সরকার এম্ এ

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
" যোগিনদ্র সেন এম্ এ, বি এল্
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ, কবিরত্ন
" হেমেন্দ্রনাথ রায়
" অমূল্যচরণ সেন
" সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" আনন্দনাথ রায়
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" অমরনাথ খাঁ
" উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ
" বিষ্ণুপদ রায় বি এ
" দ্বিজরঞ্জন ঘোষ বি এ
" ফণিভূষণ সিংহ বি এ
" রমাপতি ত্রিবেদী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
" বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" প্রভাসচন্দ্র বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" রথীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এস্ সি
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" কৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার
" শরৎলাল বিশ্বাস এম্ এস্ সি
" সূর্য্যকান্ত মিত্র
" শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
" সত্যচরণ বসু এম্ এ
" যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
" মন্মথনাথ রায়
" শরচ্চন্দ্র দেব বি এ
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" নিত্যানন্দ রায়
" শ্রীনিবাস দাস
" সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, বি এ
" হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
" ননীগোপাল মজুমদার
" হেমেন্দ্রনাথ বড়াল
" প্রমথনাথ সেন কবিরত্ন
" সুধীরচন্দ্র মজুমদার
" শরৎকুমার মিত্র বি এ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" সুরেশচন্দ্র নন্দী
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
" বিধুভূষণ সেন
" ললিতমোহন মল্লিক
" প্রতিভাকুমার সেন
" বিজয়কুমার রক্ষিত
" সতীশচন্দ্র পাণ্ডা
" সুধাংশুবদন পাণ্ডা
" শ্রীশচন্দ্র বসু
" প্রসন্নকুমার সিংহ
" সুধীরকৃষ্ণ সিংহ
" রামকমল সিংহ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" নিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
" রামনাথ সেন
" ললিতমোহন পোদ্দার
" নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
" গিরিজাভূষণ ঘোষাল
" ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
" যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
" কালীপদ ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী
" দেবেন্দ্রনাথ সিংহ
" বঙ্কিমবিহারী ধমাই
" যতীনচন্দ্র রায় এম্ এ
" দেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত
" নীরদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্—(সম্পাদক)

" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী
" কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক", (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (গ) ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। বিগত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে কতিপয় ভদ্র মহোদয় সদস্যরূপে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় আপত্তি করায় তাঁহাদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে। সেই সকল প্রস্তাবিত সদস্যের নাম উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণমধ্যে না থাকায়, উক্ত কার্য্যবিবরণ অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণতা অপনোদন করিবার জন্য উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের নাম সংযোজন পূর্ব্বক এই কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ব্রজনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

গত ১৪ই আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ৯৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং সহকারী সভাপতি মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। তৎপরে পরিষদে যে সকল পুস্তক ও পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহারদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দত্ত	১। ইন্দুমতী
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২। ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান
	৩। সুনীতি-বিকাশ, ১ম ভাগ
	৪। ঐ ঐ, ২য় ভাগ
„ রজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন	৫। মানসী
„ মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল	৬। আর্য্য-পৌণ্ড্রক
	৭। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অশৌচ-নির্ণয়
জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী	৮। বিবাহ
	৯। সুসন্তান লাভের উপায়

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
অনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী	১০। ডাক্তারী শিক্ষা, ১ম খণ্ড
	১১। মঙ্গল ধাত্রীশিক্ষা, ১ম-২য় ভাগ
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১২। উপাসনা
„ যশোদালাল তালুকদার	১৩। প্রেমবিলাস
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪। লক্ষ্যহীন
	১৫। বাল্য বিবাহ
	১৬। আচার্য্যের উপদেশ
	১৭। শ্রীকৃষ্ণের সংসার
ডাঃ „ সুকুমার পাকড়াশী	১৮। মা
	১৯। চণ্ডী
„ অক্ষয়কুমার বসু	২০। নিরুপমা
„ দেবেন্দ্রবিজয় বসু	২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৫ম ভাগ)
Officer in Charge Bengal Seott. Book Depot	1. Tenth Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1914-15, 1915-16 and 1916-17.
Do	2. Report of the Sanitation in Bengal for the year 1916.
Do	3. Report of the Conference of Directors of Public Instruction, Delhi, Jan 1917.
Director, Geological Survey of India	4. Memoires of the Geological Survey of India, Vol XLV, Pt. I. 1917.
Registrar, Calcutta University	5. Calcutta University Minutes Vol. LX, Pt. V, 1916.
	6. Do Do Do Vol. LX, Pt. VI. 1916.
	7. Calendar Pt. III. 1917.
Secretary, Smithsonian Institution	8. Ethnobotany of the Tewa Indians.
	9. Cambrian Geology and Paleontology. III.
	10. Phonetic Transcription of Indian Languages.
	11. The Tenth of a monkey found in Cuba.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Secy. Smithsonian Institution	12.	The Remarkable new species of Birds from Santo Domings.
	13.	Three new Murine Rodents from Africa.
	14.	Maxonia, a new genus of Tropical American Ferns.
	15.	Bones of Mammals from Indian sites in Cuba and Santo Domingo.
	16.	On the use of the Pyranometer.
Secy. Indian Science Association	17.	Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol II. 1917.
Secy. Vivekananda Society	18.	Report of the Vivekananda Society, Calcutta, from Oct 1915 to Dec, 1916.
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	19.	Lilamani.
	20.	The Murder of Captain Tryatt.
	21.	The Temple in the Tope.
	22.	War and the Weird.
	23.	The War Wedding.
	24.	Studies of Indian Life and Sentiment.
	25.	The Position of Women in Indian Life.
	26.	The War in Light.
শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দ	27.	Relief-work of the Ramkrishna Mission during the flood and Famine in Bengal, Assam and in the United Provinces, 1915-16.
Officer in Charge, Bengal Secretariate, Book Depot	28.	Fifty Fifth Annual Report of the Govt, Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1916-17.
Supdt. Govt. Printing, India	29.	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June, 1917.
	30.	Statistics of British India. Vol V. Education, 1915-16.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	31	Catalogue of Prehistoric Antiquities in the Indian Museum of Calcutta, 1917.
রায় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি	32.	Textile Industry in Ancient India.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot	33.	Report on the Administration of the Salt Dept. in Bengal during the year 1916-17.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	34.	Manuals of Elementary Science —Electricity.
	35.	Highroads of History.
Supdt. Archæological Survey of India (Frontier Circle)	36.	Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1916-17.
Supdt. Govt. Press, Madras	37.	The Progress Report of the Asst. Archæological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle. 1916-17.
Curator, Govt. Book Depot Burmah,	38.	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, for the year ending 31st March, 1917.

৩। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ১১২ জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এতদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা অদ্যকার সভায় ভোট দিতে পারিবেন কি না? তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিয়মানুসারে নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির পর সদস্য-পদ স্বীকার করিয়া প্রবেশিকাদি জমা না দিলে, তাঁহারা সদস্যের কোনও অধিকার পাইবেন না। নিম্নে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস বি এল্ ১২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।
শ্রীরাধাকমল সিংহ		শ্রীরাধাকিশোর ঘোষ এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ ১২।২ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		মিঃ রাসবিহারী সেন ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর, মেসার্স এইচ, সি, সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র নাগ এম্ এ, বি এল্, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার জমীদার, ঐ ঐ।
„	„	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, নাজির ঐ ঐ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, কবিরাজ আলোয়ারা পোঃ, চট্টগ্রাম।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, পেশকার ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ডিরেক্টর, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ „ চম্পা নগর, ভাগলপুর।
শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র	„	শ্রীহরিপদ ঘটক নোয়াদা, আউটসাহী পোঃ, ঢাকা।
সার জগদীশচন্দ্র বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী ৩২ এলগিন রোড।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযতীনচন্দ্র রায় এম্ এ ১১১ হার্ডিং হোষ্টেল।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	„	শ্রীযতীন্দ্রনাথ গণ মাটসিয়া, যশোহর।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এ ২৮ শিবপুর রোড, হাওড়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এ, সি, ভট্টাচার্য্য পি এইচ্ ডি ২৪ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোরঞ্জন সেন ১২ জয়মিত্রের গলি।
„	„	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন ঐ ঐ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল, ৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
„	„	শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭১ লোয়ার সারকুলার রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূধরচন্দ্র মিত্র ৫ নীলমণি সরকার লেন।
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ ৭ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
„	„	শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত ৭ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিং।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরামকমল সিংহ	মুন্সী হবিবর রহমন ৫ কলিন লেন।
শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী	„	ডাঃ শ্রীশ্যামাচরণ পাল শেওড়াফুলী, হুগলী।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায় ৯২ সাউথ রোড, ইটালী।
„	„	শ্রীহরিরাম মজুমদার বি এল্ ১৪৪ আপার সার্কুলার রোড।
„	„	শ্রীজ্ঞানপ্রিয় মিত্র বি এ ৩১ বীডন ষ্ট্রীট।
„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালিকানন্দ ঠাকুর ৫৮ ম্যাকলিওড ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীসন্তোষচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। রায় শ্রীনিশিকান্ত সেন বাহাদুর, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়, সাবডিভিশনাল অফিসার, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। শ্রীদাশরথি দত্ত এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীরোহিণীকান্ত মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনী-পুর। শ্রীমধুসূদন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, ঐ ঐ। শ্রীষষ্ঠিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীঅধরচন্দ্র রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্ এ, বি এল, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্, কাঁথি, মেদিনীপুর। মিঃ নৃসিংহরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি এ, তমোলুক, মেদিনীপুর। শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব ডেপুটী কলেক্টর, পাচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ঐ ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর ও এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর। শ্রীকমলীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ঐ ঐ। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী কলেক্টর, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ঐ, মেদিনীপুর। শ্রীসত্যচন্দ্র জানা এম্ এ, বি এল্, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযামিনীজীবন ঘোষ বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ইঞ্জিনিয়ার, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি ই, নহরাপুর, মেদিনীপুর। শ্রীরমণীমোহন সিংহ বি ই, ইটামগরা, মেদিনীপুর। শ্রীতমসারঞ্জন দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। চৌধুরী শ্রীযাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, জমীদার, পাচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীদেবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, ঐ ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র মোক্তার, মেদিনীপুর। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, ঐ ঐ। শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র বেরা, ঐ ঐ। শ্রীপশুপতি সামন্ত, ঐ ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী কালেক্টর, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীপৃথিবীনাথ ষড়ঙ্গী, নায়েব, রোহিণী, মেদিনীপুর। শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ম্যানেজার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত মবাবস্থান, মেদিনীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীঅনাথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, লাল-গোলা, মুর্শিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীজনগর, আলমপুর, বর্দ্ধমান। শ্রীকানাইলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, জীবনপুর, হরিপুর, দিনাজপুর। শ্রীহৃদকমল রায়, ম্যানেজার বি আদার্ এণ্ড

কোং, ১৮ ব্রজনাথ মিত্রের লেন। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন, সম্পাদক, হবিগঞ্জ লোন কোং, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। শ্রীসতীশচন্দ্র পাণ্ডা, হেড ক্লার্ক, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস, প্রতাপগড় ষ্ট্রীট, হুগলী, চুঁচুড়া। প্রস্তাবক—শ্রীরমাপতি ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, ঐ ঐ। শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ঐ ঐ। শ্রীঅমূল্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীপ্রিয়নাথ রায় এল্ এম্ বি, বনগ্রাম, যশোর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীসতীনাথ মিশ্র, গামটা, যশোর। শ্রীহরিনাথ চৌধুরী, ১২ বেলগেছিয়া রোড। প্রস্তাবক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক এম্ এ, কন্‌ট্রোলার ইণ্ডিয়ান ট্রেজারার, দিল্লী। পণ্ডিত শ্রীদুর্গানাথ শাস্ত্রী এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ। শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীআদিনাথ সেন, ঐ ঐ। রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ, দীনবন্ধু লেন। শ্রীসতীনাথ রায় বি এল্। ডাঃ ডি এন্. রায় এম্ ডি, বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী, জমীদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর শ্রীসতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ডিমনষ্ট্রেটর অফ্ বোটানি, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীপরেশলাল সোম বি এল্, ১৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীপ্রগবিন্দু রায়, ৩৯ শীতলাতলা লেন, নর্থ, নারিকেলডাঙ্গা। শ্রীআশুতোষ পাল এম্ এস্ সি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীনিরাপদ সমাজদার এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণপদ শর্ম্মা বিদ্যারত্ন, ঐ ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বি এস্ সি, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি, ঐ ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস সি, ঐ ঐ। শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি, ১৬।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীরাজেন্দ্রভূষণ বক্সী এম্ এ, ১৭ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীশুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৬৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, ৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বসু, ১০।১ এ অভয়চরণ সরকার লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—ঐ। সদস্য—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ বি, উকীল, বিনাস-

পুর, সি, পি। শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, উন্নাবী, ইউ, পি। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅমরনাথ বসু, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, এসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র গুপ্ত, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এল্ এম এস্, ৬ রামহরি ঘোষের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীপয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায়, এটর্ণী, ৪৪ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়কুমার সেন বি এ, ইন্‌কাম ট্যাক্স আফিসের এসেসার। শ্রীসুধীন্দ্র-কুমার সেন বি এ, ২৩।২৪ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত, এল্ এম্ এস্, জলপাইগুড়ি। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এটর্ণী, ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট্। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈদ্যবাটী, বৈদ্যপাড়া, হুগলী। শ্রীঅম্বিকানাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৩৩ গোবিন্দপ্রসাদ বসুর লেন, ভবানীপুর। শ্রীকৃষ্ণলাল দাস এম্ এ, চন্দননগর। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চন্দ্র। শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পোষ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ২৩ স্কটস্ লেন। শ্রীকিরণকুমার সরকার, ৫ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, ৩৩ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ১১ বদুনাথ সরকার লেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল্, ৯ বীডন রো। শ্রীবরদাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিনিয়ার ক্লার্ক, ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, ট্রেজারি বিল্ডিং। শ্রীহৃষীকেশ সরকার, ইন্‌কাম্ টেক্স আফিসের ক্লার্ক, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১২ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট্। সমর্থক—শ্রীসত্যচরণ বসু, সদস্য—শ্রীকুমুদকান্ত সেন বি এল, ৩৬।১ শুলুওস্তাগর লেন। সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল। কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্ত কবিরত্ন, ৪।১ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীঅভয়কুমার মজুমদার এম এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীদেবীপ্রসাদ দত্ত বি এল, কান্দী, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, ১৮ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১১০।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। শ্রীপ্রফুল্লধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, মহাদেবপুর, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরনাথ পালিত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীদ্বারকানাথ মুখো-পাধ্যায় এম্ এস্ সি, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ২ দর্জ্জিপাড়া বাই লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহেমনাথ দাশ গুপ্ত, ৬।১ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমনোজ

কুমার বসু, ১১ মার্হাট্টা ডিচ্ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ। প্রস্তাবক—শ্রীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, রাজসাহী, ৮ মধুসূদন গুপ্ত লেন। শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর। শ্রীঅনিলবরণ রায়, বেল্ডমপুর কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীহরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সিমলাগড়, হুগলী। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীআশুতোষ মিত্র,আতাবাগান লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত বি এল্, স্যায়রত্ন লেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে কার্য্য-তালিকার ৫ম দফা অর্থাৎ গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সংশোধন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবটি আলোচিত হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া হেম বাবুকে তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বলেন। হেমবাবু প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের আপত্তিতে যাঁহাদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, তাঁহাদিগের নামের তালিকা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট না থাকায় উক্ত কার্য্যবিবরণী অসম্পূর্ণ। যাহাতে কার্য্যবিবরণী সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ উক্ত সদস্যগণের নাম এবং যাঁহারা উক্ত সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করেন ও সমর্থন করেন, তাঁহাদের নামের তালিকা পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রোক্ত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নামগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নামের তালিকা পাঠ না করিলেও তাঁহার প্রস্তাব যখন বুঝিবার পক্ষে কাহারও বাধা হইতেছে না, তখন উক্ত তালিকা পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তালিকা মুদ্রিত হইবার কোনও বাধা থাকিবে না। হেমবাবু বলিলেন, উক্ত তালিকা এই প্রস্তাবের অংশীভূত; সুতরাং তিনি এই তালিকাপাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে প্রস্তুত নহেন। তখন সভাপতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে, তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য, তিনি সভাকে জানাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানাইয়া (under protest) তাঁহার আদেশ স্বীকার করিলেন। তৎপরে হেমবাবু ঐরূপ ভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় অধ্যাপক রমেশ বাবু বলেন যে, এই তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলার সভাপতির অধিকার নাই। সভাপতি মহাশয় রমেশবাবুকে বসিতে বলায় হেমবাবু বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাব অদ্যকার সভায় উপস্থিত করিবেন না, অদ্য উহা স্থগিত রাখা হউক। হেমবাবু

আসন গ্রহণ করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব যখন অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, তখন প্রস্তাবকের ইচ্ছানুসারেই ইহার আলোচনা স্থগিত থাকিতে পারে না। তবে প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় হেমবাবুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত করার সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিলেন এবং প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সভাপতি মহাশয় তালিকা-পাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে আদেশ দেন। হেমবাবু তখন সভাপতি মহাশয়ের আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরিষদের ৩৯(খ) নিয়মানুসারে তিনি এই প্রস্তাব মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতেছেন। হেমবাবু বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। ভ্রম দুই রূপে হইয়া থাকে, যথা—Error of Omission ও Error of Commission। এই কার্য্যবিবরণীতে দুইরূপ ভ্রমই হইয়াছে। প্রথমতঃ যে সমস্ত সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নামের তালিকা এই কার্য্যবিবরণীতে নাই, এইটি Error of Omission। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা বলিয়া কতকগুলি সদস্যের নাম লেখা হইয়াছে। ইঁহারাই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবল মাত্র প্রস্তাবিত নহেন। যাঁহাদের নির্ব্বাচনে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহারাও যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই তালিকার নাম "প্রস্তাবিত তালিকা" না হইয়া "নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা" হওয়া উচিত ছিল। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বলিবার বিশেষ কিছুই থাকিত না এবং ইহাই Error of Commission, কিন্তু যে ভাবে তালিকা ছাপা হইয়াছে, ইহা যে কেবল মাত্র ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা নহে, ইহা misleading। প্রথমতঃ তালিকা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, যে সমস্ত সদস্যের নামে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের নামও এই তালিকাতে আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিজের এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি নিজে পরিষদে আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পরিষদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, সদস্যদিগকে সমস্ত ঘটনার বিষয় অবগত করান। কোন সভাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ঘটনা থাকে, সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ কার্য্যবিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যের নির্ব্বাচনে আপত্তি পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথম। সুতরাং এই ঘটনা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং কার্য্যবিবরণীতে ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে উক্ত সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সেই মুষ্টিমেয় সদস্য ব্যতীত পরি-ষদের অধিকাংশ সদস্য সেই অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহার যথার্থ বিবরণ পাইলেন না। হেমবাবু আরও বলিলেন, তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি হইতে পারে; প্রথম আপত্তি এই, পরিষদের ৯৪ সংখ্যক নিয়ম এবং দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কার্য্য-

বিবরণ একবার গৃহীত হইবার পর তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত নহে। ৯৪ সংখ্যক নিয়ম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই নিয়ম কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ, ইহা "নিয়ম" সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়ার পর তাহার পরিবর্ত্তন পরিষদে হইয়া থাকে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে এক নজীর আছে। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে,—"সুকবি বরদাচরণ মিত্রের পত্র পঠিত হইল।" কিন্তু এই পত্রখানা মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে বা মাসিক অধিবেশনের আদেশে হইয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু যে পত্রখানি গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে ছিল না, তাহা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ কার্য্যবিবরণী একবার গৃহীত হইবার পরও তাহাতে অপর জিনিষ যোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি টিকিতে পারে না। পরিষদের অনেক মফস্বলবাসী সদস্য আছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের বিশেষ ঘটনাগুলির বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানান উচিত। তাহা যদি না করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি হয়। এই সমস্ত নানা কারণে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত। এই সময় কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল সদস্যগণের নির্ব্বাচন মন্মথবাবুর আপত্তিতে স্থগিত ছিল, তাঁহারা পরে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কি না? শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে মন্মথবাবুর প্রস্তাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে তাঁহাদের নামের তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত নামের সম্পূর্ণ তালিকা সহ উক্ত কার্য্যবিবরণী ২৪শ ভাগ, ২য় সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। হেমবাবুর প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি হেমবাবুর প্রস্তাব বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়াছেন এবং সদস্যগণের নিকট সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রেরিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হেম বাবুর প্রস্তাব অনুসারে এখন কার্য্য করিলে কি লাভ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে মতামত দেওয়া কর্ত্তব্য। যে অধিবেশনে সদস্যদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, সেই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এক্ষণে সংশোধন করিলেও স্থগিত থাকায় যদি কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার এক্ষণে অন্যথা হইবে না। মন্মথবাবু যখন দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে নিজেই সেই সকল সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন পূর্ব্ব কার্য্যের সংশোধন তাঁহার দ্বারা যত দূর সম্ভব, তাহা তিনি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার আর করণীয় কিছুই নাই। গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহা মন্মথ বাবুর দুঃখপ্রকাশে এবং অদ্যকার হেমবাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধীয় বিবরণ মুদ্রিত হইলেই কোনও সদস্যের

পরিষ্কাররূপে বুঝিবার আর বাধা থাকিবে না। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব অনুসারে সেই সকল সদস্যের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সদস্যগণের নিকট প্রেরণে কোনও লাভ নাই। এই সকল কারণে তিনি হেমবাবুকে ও তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনকারিগণকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, ইহার পরে সদস্যনির্ব্বাচনে আর কেহ কখনও এরূপ আপত্তি করিবেন না। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মন্মথবাবু যে সকল নামের প্রস্তাবে আপত্তি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে মন্মথবাবু দুঃখপ্রকাশ করিয়া যাহা বলেন, সেই মন্তব্য এবং পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক মহাশয়ও নিজে দুঃখপ্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন এবং মন্মথবাবুর প্রস্তাব ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় কার্য্য-বিবরণী অংশের ১৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তার মুদ্রিত হইয়াছে। এই স্থলে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণের ঐ অংশ সভাপতি মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন,—এ সম্বন্ধে করণীয় আর কিছুই নাই। মন্মথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ কোনও লাভ হইবে না; কেবল মাত্র একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে অনাবশ্যক ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে মাত্র। সকল সমিতিতেই সময়ে সময়ে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু আমি জানি, তাহা কার্য্যবিবরণীভুক্ত করা হয় না। এ কথা বোধ হয়, হেমবাবুরও অবিদিত নাই। অতএব হেমবাবুকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য তিনি করযোড়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। হেমবাবু জানাইলেন যে, তিনি প্রমথ বাবু ও সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ মত এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অসমর্থ বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। তৎপরে রমেশ বাবু একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমেশ বাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পয়েণ্ট অব অর্ডার সম্বন্ধে বলিলেন, যে সভায় গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সেই সভায় হেমবাবু উপস্থিত থাকিয়াও কোনও আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উক্ত কার্য্যবিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এই অবস্থায় অদ্যকার এই সভায় সেই ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী সংশোধন করিবার প্রস্তাব আনিতে হেম বাবুর অধিকার আছে কি না, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা (Ruling) করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৫ই চৈত্র তারিখে ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কার্য্যবিবরণ লিখিত হইয়া গত ১৬ই বৈশাখ তারিখের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এমন কি, হেম বাবুও সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়াও সে সময়ে কেহ কোন আপত্তি বা সংশোধন-প্রস্তাব করেন নাই। তাহার পর ৫ মাস পরে, ১৩ই আশ্বিন তারিখে সেই কার্য্যবিবরণীর

সংশোধন-প্রস্তাব হেম বাবু উপস্থিত করিতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অভিমত কি, জানিতে ইচ্ছা করি এবং ঐ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্ম তাঁহার নিকট আবেদন করি। সভাপতি মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে, আমি সভাসমিতির সাধারণ নিয়মানুসারে এই সভায় সভাপতিরূপে স্থির করিতেছি যে, হেম বাবুর অদ্যকার প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবু অন্ত যে অবস্থার কথা সভার গোচরে এখন আনিলেন, ইহা যদি তাঁহার পূর্ব্বে জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই প্রস্তাব লইয়া আদৌ তর্ক তুলিতে দিতেন না; সর্ব্বপ্রথমেই তিনি ইহার মীমাংসা করিতেন যে, হেম বাবুর প্রস্তাব এই সভায় বিচার্য্য বিষয়মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। রমেশবাবু সভাপতির এই Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া সভাকে উহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ বিনীত অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের (Ruling এর) বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহাদের এই আপত্তি সম্পাদক মহাশয়কে পত্রদ্বারা জানাইয়া অন্য কোনও অধিবেশনে তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে পারেন। এ অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা হইতে পারে না। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত ১ম প্রবন্ধ-পাঠের জন্ম প্রবন্ধ-পাঠককে আহ্বান করেন। তখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা সভাপতির এই আদেশ মান্য করিয়া এই সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ। সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে শান্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রীরমেশ বাবু, শ্রীহেমবাবু শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীবোধিসত্ব সেন, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ২৪।২৫ জন সদস্য সভাপতি মহাশয়ের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া চঞ্চলভাবে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে সভাপতি মহাশয়ের এই মীমাংসা (Ruling) মানেন না, ইহাও বলিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহার পরে সভার অবশিষ্ট কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্ম সভাপতি মহাশয় আদেশ দিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয় "উত্তর-চরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকায় সময় অবশিষ্ট কার্য্যগুলি স্থগিত করার জন্ম সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও সভাপতির আদেশক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধ ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে স্বামী জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, হয় এই সভাতে আজ যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, কার্য্যবিবরণীতে তাহা প্রকাশ করা না হউক, আর যদি যথাযথ কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করা

দরকার মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব বিধিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিয়মানুযায়ী যে Ruling দেন, তাহা অমান্য করিয়া যে সব সভ্যেরা সভাস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যথাসম্ভব তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিয়া কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত করা হউক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার সভায় কেহ যদি কিছু অসংযত ভাব দেখাইয়া থাকেন বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল প্রকৃত ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল। তৎপরে লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেল ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোক-প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৪, ৫ই জানুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়? শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত স্বামী ভূমানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এম্ এল সি এস্, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ

নন্দী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিত্র বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল-চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আর এন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত তারাপদ বসাক, শ্রীযুক্ত রামানুজ শেঠ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রসেবক নন্দী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, (সম্পাদক)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (সহকারী সম্পাদক)।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভেই বলিলেন,—আমরা আজকে যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছি, তিনি এক জন মহাপুরুষ ছিলেন। যে সময়ে সংস্কৃত-ভাঙা ভিন্ন অন্যরূপ বাঙ্গালা কেহই পছন্দ করিত না, তিনি সেই সময়ে চলিত বাঙ্গালাই ভাষা, সংস্কৃত-ভাঙা বাংলা বাংলাই নয়, এই কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর সেই ভাষায়ই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও তিনি, দুই জনেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও কীর্ত্তনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; অক্ষয় বাবুর বাংলায় সেই কীর্ত্তনের সুর যেন বাঁধা ছিল। অক্ষয়বাবু যে সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, সেই সময়ে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রসিদ্ধ নেতা বহরমপুরে থাকিতেন। সেইখানেই বঙ্গদর্শনের গোড়া পত্তন হয়। অক্ষয়বাবু প্রথম প্রথম বঙ্গদর্শনে খুব লিখিতেন। তাঁহার "প্রাবৃ" একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাহার পর তিনি "সাধারণী" বাহির করেন। বঙ্কিম-বাবু সাধারণীকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণীর লেখা পড়িবার জন্য সে কালের লোকে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইত। কি সরস লেখা—সহজ কথায় গভীর ভাবের প্রকাশ।

অক্ষয়বাবু ওকালতিতে কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি ওকালতী ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় বাস করেন এবং সাহিত্য-সেবায়ই দিন কাটান। জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন; কতকগুলি শিশু পুত্র-কন্যা রাখিয়া গৃহিণী স্বর্গে গমন করেন। সেই শিশু-গুলির প্রতিপালনের ভার তাঁহারই উপর পড়ে। তিনি একাধারে ছেলেগুলির বাপ ও মা দুইই,

ছিলেন। সুতরাং তিনি বিশেষ খাটিয়া বই লেখা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কার্য্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার বাড়ী বাংলা লেখকদিগের একটা জুড়াইবার জায়গা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ শত-ধারায় বহিত। তিনি অতি মৃদুভাবে তাঁহাদের দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ত একজন আত্মীয়-স্বজনেরই মৃত্যু হইয়াছে। আর সমস্ত বাংলা দেশই শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আমার বাল্যকালে "প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ" আমাদের বাড়ীতে আসিত—তাহাতেই সারদাবাবু ও অক্ষয়বাবুর নামের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। দু জনকেই আজ আমরা হারাইলাম। তিনি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের দ্বারা জাতীয় সাহিত্যে এক নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করেন; এ জন্যও বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে। তিনি এই সময় "সাধারণী" নামে একখানি কাগজ বাহির করেন; সাধারণীর ভাবা গরম, দেশবাসীর মনে সে নিত্য নূতন ভাব জাগাইয়া দিত; এখনও আমি সাধারণীর সে ভাব ভুলিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণীই তখন বাঙ্গালীর প্রধান মুখপত্র ছিল।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সময় যখন শুনিলাম, সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়বাবু "নবজীবন" নামে কাগজ বাহির করিবেন, তখন আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি তখন মুমূর্ষু বা মৃত; এইরূপ সময়ে অক্ষয়বাবু কাগজ বাহির করিবেন, শুনিয়া আমি খুব আশান্বিত হইলাম। তখনই আমি গ্রাহক হইবার জন্য ৫১ নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে নবজীবন আফিসে উপস্থিত হইলাম। এই সময়েই অক্ষয়বাবুকে আমি প্রথম দেখি। প্রতি মাসের আরম্ভে নবজীবনের জন্য চঞ্চল হইয়া থাকিতাম। কিছু দিন পরে বাঙ্গালা কাগজের চিরন্তন রীতি অনুসারে "নবজীবন" প্রকাশে অনিয়ম হইতে লাগিল।—চারি বৎসরে উহার পরমায়ু শেষ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার প্রথম হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ লিখিলাম।—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু যেরূপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, তাহাতে ভাষার উচ্ছ্বাস—খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছ্বাসের বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়াছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি নবজীবনে আরও অনেক প্রবন্ধ দি—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয় বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়বাবু আমাকে সাহিত্য-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করেন; তাহার মূল কথা এই।

অক্ষয়বাবু বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গদর্শনের পুরাতন ফাইল পড়া আমার রোগ ছিল। তাহাতে দেখিতাম, অক্ষয়বাবুর নামহীন অনেক প্রবন্ধ তাহাতে আছে। এইরূপ একটি প্রবন্ধের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি—তাহার নাম দশ মহাবিদ্যা। প্রবন্ধটি আপনারা পড়িবেন। সেই প্রবন্ধে আমরা অক্ষয়বাবুর বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সমস্ত ভারতভূমি যে আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আমাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দ্দেশ আমরা অক্ষয়বাবুর দশমহাবিদ্যা হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। দশমহাবিদ্যা ভারতের দশটি অবস্থা। অন্যান্য কয়েকটি অবস্থা গত হইয়াছে; সংপ্রতি ভারত-মাতা ধূমাবতীরূপে অবস্থান করিতেছেন। ভারত-মাতা বৃদ্ধা, বিধবা, তৈলাভাবে রুক্ষকেশা, মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; অন্নাভাবে শীর্ণ, ভগ্ন রথের ভগ্ন ধ্বজে কাক উপবেশন করিয়াছে; অক্ষয়বাবু আশা করিয়াছেন, ভারত-মাতার এ অবস্থা থাকিবে না—অচিরেই তাঁহাকে কমলারূপে—রাজরাজেশ্বরীরূপে আমরা দেখিতে পাইব। "বন্দে মাতরম্" গানে বঙ্কিমবাবু এই কথাই বলিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর আর একটি প্রবন্ধ "স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব"। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই দেবী ভগবতীর প্রাকৃতিক প্রতিমা।

অক্ষয়বাবু অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাতে আর যাহা হউক আর না হউক, বাঙ্গালায় তিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। বঙ্কিম, হেম, বঙ্গ-সাহিত্যে মাতৃপূজার প্রচার করিয়াছেন; অক্ষয়চন্দ্রও তাঁহাদের সমান আসন পাইবার উপযুক্ত।—এই জন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করি। আমি তাঁহাকে সাহিত্য গুরু বলিয়া সম্মান করি।

অক্ষয়বাবুর মৃত্যুতে দেশের এবং জাতির যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য এবং সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদে আসিতেন এবং উপদেশ দিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি কি কর্ত্তব্য সাধন করিবেন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, মহাপ্রতিভাবান্, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই—সংক্ষেপে একটি কথা বলিব

মাত্র। অক্ষয়বাবু আমার পিতার মত ছিলেন, আমি তাঁহাকে পিতার মত মান্য করিতাম। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত আমারও তিনি সাহিত্য-গুরু ছিলেন। অক্ষয় বাবু কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এক দিন তিনি আমাকে একটি বালগোপাল-মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। আমি বলিলাম, বালগোপাল-মূর্ত্তি দিয়া আপনি কি করিবেন? তিনি আমাকে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন,—দেখ, অজয়, অচ্যুত প্রভৃতিকে আমি বালগোপালরূপে বালগোপাল-মূর্ত্তিতে সেবা করি। তুমি আমাকে একটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দাও। কিন্তু তাঁহার এ বাসনা সিদ্ধ হয় নাই—আমি তাঁহাকে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি নাই। আমি আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অজয়চন্দ্র সরকার বালগোপাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার বাসনা পূর্ণ করিবেন। আমি আর অধিক বলিতে চাই না—উপস্থিত অন্যান্য সকলে বলুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, যাঁহারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্ত্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। এই জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। বাঙ্গালা-সাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সেবার পরিচয় আপনারা নলিনী বাবুর প্রবন্ধে শুনিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। যে সকল মনীষী বঙ্গদর্শনে জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী। অক্ষয়চন্দ্র সেই পুণ্যব্রতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন এবং যাবজ্জীবন আহিতাগ্নিকের মত সেই ভাবের অগ্নি দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। জাতীয়তার উদ্বোধন, প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র অবকাশ যাপনের জন্য সাহিত্য-সেবা বা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সেবী হইয়া পড়েন নাই; তাঁহার সাহিত্য-সেবা স্বদেশ-ভক্তি ও জাতিপ্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল। দেশভক্তি এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য তিনি সাহিত্যকেই সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিরজীবন সেই সাধনের সাহায্যে সাধনা করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে তিনি যে সফল হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের জাগ্রত বঙ্গদেশই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। অক্ষয়চন্দ্রের নিকট আমরা শুধু সাহিত্য-সেবার জন্যই কৃতজ্ঞ নই, তিনি যে জাতির নবজীবন সঞ্চারে এবং জাতীয় উদ্বোধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আজ যে বঙ্গদেশে—আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে—জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছে, তাহার মূলেও আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে দেখিতে পাই। অক্ষয়চন্দ্র জীবিতকালে সাহিত্য-ব্রতে সফল হইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতেন—পথভ্রষ্ট সাহিত্য-সেবীদিগকে কর্ত্তব্য-পথে প্রবর্ত্তিত করিতেন। দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক, তিনি তাহার নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি এ দেশে অনেক সাহিত্য-সেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এ জন্য দেশ

তাঁহার নিকট ঋণী। এরূপ মহাপুরুষের বিয়োগে সাহিত্য-পরিষৎ যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করিতেছি।

তৎপরে নায়ক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আসল কথাই বলা হয় নাই। আমরা ভুলিয়া যাই, অক্ষয়চন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটা শাখা দুই দিক্ দিয়া কেমন বিস্তৃত হইতেছিল। এ সব বিবরণ লিখিবার আর লোক নাই—শিবরাত্রির সলিতার মত এক শাস্ত্রী মহাশয় আছেন;—তিনিই লিখিতে পারেন। এক দিকে কেশব সেন, অপর দিকে বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি। এই উভয় শাখার তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। অনেকে অভিযোগ করেন, অক্ষয়চন্দ্র তেমন কোন বই লেখেন নাই। কিন্তু ইহাঁরা ভুলিয়া যান যে, তিনি বই লিখিবার জন্ত আসেন নাই—তিনি আসিয়াছিলেন—ভাবের বিস্তারের জন্ত। সে বিষয়ে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহার দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে দেশ মাতাইয়া দিয়াছিল—রঙ্গলালের কবিতায়ও দেশে ভাবের বন্যা বহিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা এই ভাবধারা দেখাইয়া নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে ঢেউ বহাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ—তাহার ইতিহাস লেখার সময় হইয়াছে। এ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহা জানি না। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে আলোচনা হইলে ভাল হয়। কিন্তু আলোচনা করিবে কে? আর ত লোক নাই। আজকার সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আছেন। তিনিই একমাত্র শিবরাত্রির সলিতা—তিনিই ইহা লিখিতে পারেন।

অক্ষয়চন্দ্রই আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড় করান। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি যখন যে কাগজে সম্পাদক হইয়া গিয়াছি, আমার স্নেহের খাতিরে সেই কাগজেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম; প্রবন্ধটির নাম "কি খাই"; অমনি তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"তস্ম খাও"। এই প্রবন্ধটির নাম দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু পড়িলে চোখের জল রাখা যায় না। আর একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম—"দাঁড়াই কোথা"। তিনি অমনি লিখিলেন—"ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চৌদিকে মালঞ্চ বেড়া"। এইরূপে তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তিনি আমার অভিভাবক ছিলেন।

তিনি যখন চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির সংস্করণ বাহির করেন, তখন কেহ কেহ তাহাতে ভুল দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—বাপু হে, এখন ত তোমরা ছাপা বই দেখিয়া গালাগালি করিতেছ। কিন্তু বটতলা হইতে, সেই পুরাণ রাবিশের ভিতর হইতে ইহা তুলিল কে? মার্জ্জিত করিল কে? তখন ত তোমাদিগকে পাওয়া যায় নাই। আজকাল আমরা এইরূপই করিয়া থাকি; প্রাচীনদের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম আমরা বুঝি না—বুঝিবার চেষ্টা করি না।

এক দিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে আমরা বসিয়া—দাশুরায়ের আলোচনা হইতেছে। অক্ষয় বাবু বলিলেন—দেখ, দাশুরায় এবং তাঁহার সমসময়ে সৃষ্ট সাহিত্য দেশের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বঙ্গদর্শন তাহা করিতে পারে নাই। কেন না, সে সাহিত্য খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য, তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব ; তাহাতে বিদেশীয় বোট্‌কা গন্ধ নাই। তোমরাও খাঁটি বাঙ্গালা লেখ ; বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা লেখ ; ইংরাজী লিখিও না। রামপ্রসাদ দেশের মত বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, বিদেশীয় বাঙ্গালা লেখেন নাই ; তাই তাঁহার এত আদর। আমিও অক্ষয়বাবুর কাছে তিন বৎসর কাল মক্‌স করিয়া তবে সায়েস্তা হইয়াছি।

এক দিন বঙ্কেশ্বরের "দাশুরায়" গান হইতেছে—অক্ষয়বাবু ও আমি বসিয়া আছি। চারি দিকে বি এ, এম্ এ, ব্যারিষ্টারের দল সব আছেন। গানের পরই থিয়েটার হবে। তাঁরা সব ভারি চঞ্চল—গানে মন উঠিতেছে না—কেবলই বলিতেছেন, পাঁচালী কি হবে, বন্ধ কর, বন্ধ কর। অক্ষয়বাবু বলিলেন—দেখ, এই পাঁচালী এক দিন হাজার হাজার লোকে শুনেছে, হাজার হাজার লোকে মেতেছে ; এই পাঁচালী সমস্ত দেশ মাতাইয়াছে। আর তোমরা ইহা শোন না—তোমাদের সে অভিনিবেশ-শক্তি নাই। তোমরা বাবু-ক্ষেত্রের দল আজকাল সাহেব-সুবোর মত জাতি হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছ। যেটা আছে, আগে সেটাকে চেনো—তার পর পরিষ্কার করো—কিন্তু ভেঙ্গ না।

এই যে সহানুভূতি—এই যে প্রীতি—ইহা অক্ষয়চন্দ্র হইতে আসিয়াছে। রঙ্গলাল বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধের জাহ্নবী বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কে ইহা লেখে ? একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয়ই ইহা লিখিতে পারেন এবং তাহাই অক্ষয়চন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, মহাশয় জানাইলেন যে, এইমাত্র একটি কবিতা ডাকযোগে পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের একজন গুণমুগ্ধ ভক্তের লেখা—লেখক নাম দেন নাই। তৎপরে তিনি কবিতাটি পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—এই প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া ইহা গ্রহণ করুন।

উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ২য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"মৃত মহাত্মা সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপযুক্ত ভাবে স্মৃতি রক্ষার বিধান করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি এই সভা সমুচিত ভার অর্পণ করিতেছেন।"

এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন,—এই ২য় প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবেরই অন্তর্ভুক্ত। ২য়

প্রস্তাবে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু শোক প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইল না—তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাও করা আবশ্যক। সেই জন্য তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং একবার সাহিত্য-সম্মিলনেরও সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের অনেক হিতচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর বিষয় যখন ভাবি, তখন মহাকবি গেটের একটি কথা মনে উদয় হয়। গেটে বলিতেন, সহযোগী (কণ্টেম্পরারি) সাহিত্য পাঠ করিও না। কিন্তু অক্ষয়বাবুর জীবনে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। সহযোগী সাহিত্য, সাময়িক পত্রিকা, ভাল-মন্দ প্রবন্ধ, তিনি সমস্তই পড়িতেন; এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। গত ২০ বৎসরের সংবাদ আমি জানি, এ বিষয়ে তাঁহার খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমার বোধ হয়, এই জন্যই—সহযোগী সাহিত্যের অনুশীলন জন্যই আমরা তাঁহার নিকট মৌলিক সাহিত্য পাই নাই। গেটের বাক্য এই হিসাবে সফল হইয়াছে। তিনি এক জন সহযোগী সাহিত্যের রক্ষক, সতর্ক প্রহরী এবং নিপুণ দ্রষ্টা ছিলেন। এ জন্য বাঙ্গালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। এ জন্যও তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। সহযোগী সাহিত্য-সেবীরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, সাহিত্য-পরিষৎ কৃতজ্ঞ এবং আমরা সকলে কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন,—আজ যে বাঙ্গালায় জাতীয়তার ভাব উন্মিত হইয়াছে, ইহার অন্যতম প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। "বন্দে মাতরম্" আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সর্ব্বত্র ভারতে ইহা স্বীকৃত। এমন কি, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধিতোরণেও এই "বন্দে মাতরম্" উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই যে সারা ভারতের একতা—একজাতীয়তা, ইহারও অন্যতম প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। তিনি খাঁটী দেশী লোক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মহারাষ্ট্রে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—আমরা যে স্বরাজ স্বরাজ বলি, সেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠাই স্বদেশীর উপর। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এই স্বদেশীকেই আমরা ঘৃণা করি। জাতীয় সাহিত্যে ঘৃণা আমাদের বহু কাল ছিল,—বাঙ্গালা ভাষাকে বহু কাল আমরা শ্রদ্ধা করি নাই। অক্ষয়চন্দ্র এই বাঙ্গালার পুরাতন সম্পদের উদ্ধার করেন। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব, তাহা অনেকটা তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি পল্লীগতপ্রাণ ছিলেন। আপনারা দেখিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্য সকলেই পল্লী ছাড়িয়াছেন, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র কখন পল্লী ছাড়েন নাই—তিনি বরাবর সেই কদমতলায়। আমি আশা করি, তাঁহার পল্লীতে চিরদিন প্রদীপ জ্বলিবে। পল্লী জাগিলে দেশ জাগিবে, পল্লীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি, ইহা তিনি চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা লেখা অতি চমৎকার ছিল। অক্ষয়বাবু যে গদ্য লিখিতেন, ইহা

আমি জানিতাম না। সে দিন তাঁহার লেখা একখানি গল্পের বই আমার হাতে পড়িল। দেখিলাম, লেখা অতি চমৎকার। আমার বোধ হয়, তিনি যদি আর কিছু নাও লিখিতেন, তবে এই একটি গল্পের দ্বারাই তিনি অমর হইয়া থাকিতেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন—খাঁটি বাঙ্গালী হইবার জন্ম তিনি লোককে শিক্ষা দিতেন। আমার বোধ হয়, আমরা যদি তাঁহারই মত খাঁটি বাঙ্গালী হইতে শিক্ষা করি, তবেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়বাবু যে রকমে মরিয়াছেন, এ রকমে মানুষে মরে না। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি মরেন নাই, তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া যদি ব্রাহ্মণকে তোলা না হয়, তবে দেশের উন্নতি হইবে না। তিনি জ্যোতিষ খুব ভাল জানিতেন এবং সেই জন্যই নিজ মরণকাল যে আসন্ন, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, সেই জন্ম আমি সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দিতে ইচ্ছা করি, আপনারা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় ৩য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি অক্ষয়বাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।" এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চুনীবাবু বলিলেন,—আমরা চাই, মৃতের পরিবারবর্গের নিকট আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে। সুতরাং আমি আশা করি, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়দ্বয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—অতঃপর সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে চালান হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্ম এক বৈঠক বসিয়াছে। সভাতে সপরিকর বঙ্কিমবাবু ছিলেন। তন্মধ্যে আমিই সকলের ছোট, এক পাশে বসিয়া আছি। বৈঠকে আলোচনা হইতেছে—অতঃপর নাটক ও কাব্য কি ভাবে লিখিতে হইবে—বহু আলোচনার পর স্থির হইল, শুধু কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেই হইবে না, উহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার চাই—দেশহিতৈষিতা চাই। ইহার পর হইতেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতি বইএর সৃষ্টি এবং ইহার আরও পরে নবজীবনের আবির্ভাব। নবজীবন অর্থে হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন—বাঙ্গালীর নবজীবন। নবজীবন প্রচারের সময়েই শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ। এক দিন বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, রাজকৃষ্ণবাবু সকলে

মিলিয়া তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিতে যান। সেই সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে তিনি বলেন—বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আমার শিষ্য হইয়াছেন। এ কথায় তাঁহারা সকলেই একটু বিরক্ত হন এবং বলেন যে, তোমার হিন্দুধর্ম্ম এবং আমাদের হিন্দুধর্ম্ম একটু তফাৎ। তোমাদের যত খাওয়া-দাওয়ার বাঁধাবাঁধি, আমাদের তত নাই। অথচ আমরা হিন্দু এবং খাঁটি হিন্দু। এই সময়কার বঙ্গবাসী, নবজীবন ও প্রচারে এই বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহা সকলেরই মন দিয়া পাঠ করা উচিত।

অক্ষয়বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবুর "নবজীবনে" বঙ্কিম খুব উৎসাহ দিতেন। অক্ষয়বাবু শেষ জীবনে ঘরে বসিয়া সাহিত্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২২শে পৌষ ১৩২৪, ৬ই জানুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৩টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি, আই এস ও, এফ সি এস (সভাপতি), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্, মৌলবী সাক্কার আহম্মদ চৌধুরী, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, স্বামী শ্রীশুক্লানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীবোধিনন্দ সেন এম্ এ, বি এল্, শ্রীদেবেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ শ্রীশশীকমোহন রায়, শ্রীঅধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহরি-শ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীনলিনচন্দ্র সরকার, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসেখ ফজিলার রহমান মণ্ডল, শ্রীমোহাম্মদ লাটিফার রহমান, শ্রীজ্ঞানদাস সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীযোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীমুরলীধর মিত্র, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীনিরঞ্জন সিংহ, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুকৃতিকুমার পাল এম্ এ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দেব, শ্রীমণীন্দ্রমোহন পণ্ডিত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, শ্রীরাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসিদ্ধেশ্বর সরকার, শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ অধিকারী

পাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীতারকচন্দ্র রায়, শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহৃদ্যকুমার পাল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোধিনন্দ সেন মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়-প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৬। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, (খ) রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, (গ) দীনেশচন্দ্র রায়, (ঘ) বেণীমাধব সরকার, (ঙ) কালীপ্রসন্ন মৌলিক, (চ) করুণাচন্দ্র মজুমদার ও (ছ) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

প্রথম আলোচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৩য় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত স্বামী ভূমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করায় সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্যগণের মতামত গ্রহণ করিলেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে, ৩য় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ অদ্য স্থগিত রাখা হউক।

১। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন ও উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই অধিবেশনে প্রায় ৩০০ নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইঁহাদের নাম পাঠ করিতে হইলে অন্যান্য কার্য্য শেষ হইবে না—এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহাদের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। নব-নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (সদস্যগণের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণের নাম ও গ্রন্থাদির নাম পাঠ করিলে উপহারদাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক, পুথি ও উপহারদাতাদের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঐ পদে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় অদ্য সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে অক্ষমতা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। অদ্য প্রবন্ধ-পাঠকের অভাবে তাঁহার "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

(খ) সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধটি আয়তনে কিছু বড় হইয়াছে—প্রায় ৩২ পাতা। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িতে হইলে সদস্যবৃন্দের উপর উৎপীড়ন হইবে—বিশেষ ইহার মধ্যে "আরবী" উচ্চারণ-তত্ত্বের কচকচির ব্যাপার অনেক আছে। এই জন্য তিনি মুখে ইহার সার বলিয়া যাইবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক "আরবী", "ফারসী", "তুর্কী" ও "পুস্ত" এই চারি নূতন ভাষা আনয়নের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের মধ্যে "ফারসী"র ছাপ ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিশেষ করিয়াই পড়িয়াছিল। "তুর্কী" হইতে গোটাকয়েক কথা আসিয়াছিল মাত্র। "পুস্ত"র কোন প্রভাবই নাই। "আরবী"র প্রভাব যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ফারসীর ভিতর দিয়া। ফারসী ভাষা একবারে আরবীর আওতায় পড়িয়া আছে। তুর্কী, পুস্ত ও ফারসীভাষী মুসলমানেরা ও তাঁহাদিগের সহিত রাজকার্য্যাদি বিষয়ে সংসৃষ্ট এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্রভাষা দাঁড়াইয়া যায়। ইহার নাম "উর্দ্দু" বা হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালায় যে সকল "আরবী" ও "ফারসী" কথা পাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দ্দু হইতে লওয়া। প্রবন্ধকার বলিলেন যে, যে সকল "আরবী" "ফারসী" কথা একবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা করা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, মুখ্যতঃ ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২৮টি অক্ষর

যোগ করিয়া ফারসী, উর্দ্দু, তুর্কী ও পুস্তু লিপি। আরবীর অনেক অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা উচ্চারণ সহজ বা সম্ভব হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনি-বাহুল্য ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্য তিনি যে যে বাঙ্গালা অক্ষর যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"ফারসী ও আরবী লিপ্যন্তর সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের একটা বিধি প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ কথা অনেক দিন পূর্ব্বে একবার সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাব-মত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি লিপ্যন্তর সম্বন্ধে পরিষদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য একটি শাখা-সভা গঠন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মৌলবি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আমি ও আরও ২।৪ জন এই সমিতির সভ্য ছিলাম। নানা কারণে এই সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ২য় ভাগ লিখিবার সময় এই লিপ্যন্তর লইয়া আমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, এক "জ" দিয়া পারসী আরবী ৬টি অক্ষর লিখিতে হয়। বাঙ্গালা দেশের কোন সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র Diacritical markযুক্ত অক্ষর রাখে না এবং সহজে নূতন চালাইতেও চাহে না। আরবী ও ফারসী বানান সম্বন্ধে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয় আমাকে একবার একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আওরঙ্গজেব নামটি কি ভাবে লেখা উচিত। বাঙ্গালা দেশে ইহা ১০ রকমে লিখিত হইয়া থাকে, যথা—ঔরঙ্গীব, ঔরঙ্গজীব, ঔরঙ্গজেব, আরঙ্গীব, আরঙ্গজেব, আরঙ্গজীব, আরংযেব, আওরঙ্গজীব, আওরঙ্গজেব ও আরাঙ্গীব। আমি তখন তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, নামটি আওরঙ্গজেব বা আওরঙ্গজীব লেখা উচিত। তখন তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, লিপ্যন্তর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটি শাখা-সভা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। সাহিত্য-পরিষদে আমি ২।৩ বার আরবী ও ফারসী শিলালিপির মূল প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ-কালে অন্য প্রেস হইতে আরবী বা ফারসী মূল কম্পোজ করিয়া আনিয়া পরিষৎ-পত্রিকা ছাপাইতে হইয়াছে। পরিষৎ লিপ্যন্তর সম্বন্ধে একটা বিধিব্যবস্থা করিলে—বিশ্বকোষ প্রেসে যদি কিছু বাঙ্গালা Diacritical markযুক্ত টাইপ চালাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেরও উপকার হয় ও পরিষৎ-পত্রিকারও উন্নতি হয়। বাঙ্গালা দেশে যে কয়জন লোক ফারসী ও আরবী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের লইয়া একটি শাখা-সভা গঠিত হওয়া উচিত। যে সমস্ত হিন্দু, ফারসী আরবীর চর্চ্চা করেন ও যে সমস্ত মুসলমান মৌলবী বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই শাখা-সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এই সমিতির সম্পাদক হউন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বহু পরিশ্রম করিয়া

এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি যে আরবীতে একরূপ ও ফারসীতে আর একরূপ উচ্চারিত হয়, সেই বিষয়টি সুনীতি বাবু স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মতই গৃহীত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমিতি এখান হইতে গঠিত হইতে পারে না। উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যাওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু বলিলেন যে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব সত্বরই পাঠাইবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার মতের সহিত প্রবন্ধের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিপ্যন্তর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে। সমিতি গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর এই প্রবন্ধ, লিপ্যন্তর (transliteration) সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থ ও জেনিভার ওরিয়েণ্টেল কংগ্রেসে আলোচিত Transliteration System—এই সমস্ত একত্রে আলোচিত হওয়া উচিত এবং শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাবিত উক্ত শাখা-সমিতিতে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় বলিলেন যে, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য, সুনীতিবাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি, তাঁহার আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি সুনীতিবাবুকে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া জানিতেন—আরবী ও ফারসী ভাষাতে যে তাঁহার এরূপ বিস্তৃত অধিকার আছে, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। সুনীতিবাবু বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ফারসী ও আরবী শব্দগুলির বানান সম্বন্ধে যে নূতন বিধি প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন জাতিগণের সম্মিলন ঘটিলে একের ভাষায় অন্যের ভাষার শব্দ গ্রহণ অনিবার্য্য। পৃথিবীর সকল স্থলেই সকল জাতির ভাষার মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা দ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। যখনই কোন ভাষায় এইরূপ কোন নূতন শব্দ গৃহীত হয়, তখন সেই শব্দের মৌলিক উচ্চারণ রক্ষা করিয়া তাহার বানান লিখিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে অনেক স্থলে অর্থ-বিভ্রম এবং অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং রাখালবাবু যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন। এই সমিতিতে অন্যূন দুই জন আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিতের থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের সাহায্যে এই কার্য্য

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে আজিকার সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রাখালবাবু সম্পাদক মহাশয়কে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিলেই তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার যথাবিধি ব্যবস্থা করিবেন। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সুনীতিবাবুকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস ও রবি দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে অনেকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহাদের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পত্র লেখা হউক—ইহা স্থির হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীরামহরি ভড়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ পাল এম্ এ, বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ২০ রামমোহন সাহার লেন। প্রস্তাবক—ললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার T. G. 46017, C/o officer Commanding I. W. T. R. E। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ শ্রীবামাচরণ বসু, ৪ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রস্তাবক—যতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৩।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশি, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ১৫৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় লেন, শ্রীহরিপদ রায়, ৭ অক্রূর দত্ত লেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র হালদার, ২৭ রোলেণ্ড রোড, কালীঘাট। শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র হালদার, ৩৫৪ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রী[illegible] নন্দী, সদস্য—এস, কে, ব্যানার্জ্জি, রিপোর্টার ষ্টেটসম্যান, ৩৪৫ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র [illegible], পোষ্ট

আপিস ইন্‌স্পেক্টার, ১৩ রমাপ্রসাদ রায় লেন। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—ইরচ জহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরবালা বি এ, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবিজয়কুমার রায়, সদস্য—রায় অমৃতলাল সাহা বাহাদুর বি এল, খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান। রায় বিপিনবিহারী সেন বাহাদুর বি এল, গবর্ণমেণ্ট উকীল, খুলনা। শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল, খুলনা মিউনিসিপালিটির চেয়ার-ম্যান। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি এল, খুলনা। শ্রীরাসবিহারী সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীশরৎ-চন্দ্র দাস বি এল, খুলনা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ বসু বি এল, উকীল, খুলনা। শ্রীযতিপ্রসাদ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, নতুড়া পোঃ, নদীয়া। শ্রীসুধীরকান্ত সেনগুপ্ত বি এ, এম্ বি, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, সাধরা হাঁসপাতাল, গয়া। ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ এস্, সিভিল সার্জ্জন, হাজারীবাগ। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী এল্ এম্ এস্, ১০ রামরতন বসুর লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্, ১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়েন্দ্র প্রসাদ বাগচী বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ৪৬ রাজা রাজ-বল্লভ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার, ২৪।১।১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিত্র, সমর্থক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, বড় তরফ, ২৪ পরগণা। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা, সেজো তরফ। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, মেজো তরফ, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ১৩২।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা বি এ, ৯ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৩ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট। শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু জমীদার, ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ শাঁকারীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, ১২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষিতীশমোহন সরকার বি এ, ৪৮।৩ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীমদনভূষণ চক্রবর্ত্তী, পানিহাটী, ২৪ পরগণা। শ্রীতারকেশ্বর রায়, ১৮ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ২৬ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮ বাজার লেন। শ্রীশশধর ঘোষ, ৫৯ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন। শ্রীধনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ কলুপাড়া লেন, বরাহনগর। পি, সি, ঘোষাল, ৩ গৌরী-

শঙ্কর ঘোষালের লেন, নারিকেলডাঙ্গা। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীআমীরুদ্দিন খাঁ বি এল, ১৪ চেংলা হাট রোড। শ্রীমহম্মদ আলী এম্ এস সি, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীতারাপদ ঘোষ মজিদার, ১৪ পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। প্রস্তাবক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীভূদেব হালদার, ১৪৪ অপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীহেমন্তকুমার সেন এ এম্ আই এন ই, শিবপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীরমারঞ্জন ঘোষ বি ই, অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক উত্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন, উত্তরপাড়া, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, ১১ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, ১০৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি এ, ৪ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী, উকীল, জজ কোর্ট, নবাববাজার রোড, ঢাকা। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী, বার-এ-টল, ডিব্রুগড়। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীতারিণীপ্রসাদ গুপ্ত, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসত্যেন্দ্রসেবক নন্দী, সদস্য—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটার, ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সেটেলমেণ্ট কানুনগো, বিষ্ণুপুর কোয়াটার্স, কুমিল্লা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, কাশীপুর পোঃ, রাজনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীবঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩০।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, বরাহনগর। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম এ, আন্দুল রাজবাটী, পোঃ আন্দুলমৌরী, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, সমর্থক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—শ্রীহরিদাস ঘোষ, এম্ এ, বি এল্, বারলাইব্রেরী, দেওঘর। শ্রীহরিচরণ মুখার্জ্জি বি এল্, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীনন্দন রায়, ঐ। শ্রীভোলানাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীতারাশঙ্কর চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীউমাচরণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীহরিদাস চাটার্জ্জি, দেওঘর কোর্টের হেড ক্লার্ক। শ্রীরাখালদাস মুখার্জ্জি, দেওঘর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, দেওঘর হাসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। রায় সাহেব শ্রীঅশ্বিনীচন্দ্র বানার্জ্জি, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিস, দেওঘর।

শ্রীনিতাইলাল মিত্র, হেল্‌থ অফিসার, দেওঘর। শ্রীআনন্দনাথ মুখার্জ্জি, ইন্সপেক্টর, সি আই ডি অফিস, থাকুভিলা, দেওঘর। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান, উইলিয়ম টাউন, দেওঘর। শ্রীভোলানাথ বানার্জ্জি এম্ এ, বি এল্, পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, দেওঘর। শ্রীঅকুলকৃষ্ণ ভাদুড়ী, বরদাবাড়ী, ঐ। সমর্থক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সদস্য—শ্রীবিজয়কুমার মিত্র, বি এল্, জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, যশোর। রায় বাহাদুর শ্রীরাধিকানাথ দত্ত বি এল্, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে বি এ, জমিদার, বড়শুল, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ সিংহ, লকমপাহাড়ী, পাথরগামা, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীরমণীভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীকিশোর সিংহ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ দাবরা, ঐ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখার্জ্জি, পাঁচথুপী। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীতারাধর মল্লিক, ৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ২ বলরাম বসু ১ম লেন। শ্রীবিরজাচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ, ৩৫ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলবিহারী ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ। শ্রীসত্যচরণ মজুমদার, দেওঘর, পুরাণদহ। শ্রীপতিতচরণ চৌধুরী, ৩৪।৩৫ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার, ১৫৩ হরিশ মুখার্জ্জি রোড। শ্রীবামাপদ চৌধুরী বি এল, ৫ মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন। শ্রীহরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমেদপুর, ই আই রূপ। শ্রীবসন্তকুমার সর্ব্বাধিকারী, হেড ক্লার্ক, পি ডব্লু ডি, জলপাইগুড়ি। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ, কে এন্ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীনলিনীকান্ত নাগ বি এ, ঐ, কাসিমবাজার। শ্রীভূপৎ সিং দুগড়, ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোড। শ্রীরণজিৎ সিং দুধোরিয়া ঐ ঐ। শ্রীজানকীনাথ পাঁড়ে, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমোহিনীমোহন রায়, মুরশিদাবাদ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু এম্ এ, মুন্সেফ, মালদহ। শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম্ এ, অধ্যাপক রিপণ কলেজ। শ্রীপ্রশনচাঁদ বাহাওয়াম, আজিমগঞ্জ। ডাঃ শ্রীবিনয়লাল মজুমদার, ২০ নীলমণি দত্তের লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, ৩১ ডিকসন লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এম্ এস সি, ১১ হাজার লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর, শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ী। শ্রীবিপিনবিহারী বানার্জ্জি বি এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যালঙ্কার, বি এ, কে এন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। শ্রীবিনোদবিহারী মুখুর্জি। শ্রীযদুনাথ পাল চৌধুরী, ত্রিপুরা। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত চৌধুরী। শ্রীহীরালাল [illegible], ৩ [illegible] লেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, বেলঘোরিয়া, মেডিকেল কলেজ।

শ্রীভূপৎ সিংহ দুধাড় ও শ্রীরণজিৎ সিংহ দুধোরিয়া, ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রধান শিক্ষক, বালীগঞ্জ এইচ, ই, স্কুল। শ্রীলালগোপাল পাল, জমিদার, রাণাঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীতারিণীচরণ পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশিভূষণ দাস, চম্পাপুকুর এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বসিরহাট। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমৌলবী মোহম্মদ আব্বাচ আলী, ৩১ বেনিয়াপুকুর রোড, ইটালী। প্রস্তাবক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু আই সি এস, বি এ (কেম্ব্রিজ), এফ আর ই এস, মানারীপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস সি, এক্ট্রা এসিষ্টান্ট কনজারভেটার অব ফরেষ্ট, দার্জ্জিলিং। প্রস্তাবক—শ্রীশান্তনচরণ বিশ্বাস, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ বি এল, ১০ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসত্যরঞ্জন সেন বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—ঐ। সদস্য—গোস্বামী মহারাজ দামোদরলাল কবিচূড়ামণি, ১৬৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীহরিদাস রায় চৌধুরী, জমিদার, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী, জমিদার, ২৪ পরগণা, শ্রীবসন্তকুমার বসু, ৭ বিশ্বকোষ লেন। পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, ৮ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীহরিচরণ মিত্র, ৬ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, টালা, বারাকপুর, ট্রাঙ্ক রোড। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবরদাকান্ত সরকার, উকীল ভাগলপুর। শ্রীসারদানাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ভাগলপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ, জমিদার, ঐ ঐ। শ্রীকেদারনাথ গুহ বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ ঐ। শ্রীদেবতাচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী এল এম্ এস, ভাগলপুর। শ্রীযদুনাথ বিশ্বাস, মোক্তার ঐ। চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল, ঐ ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ঐ ঐ। শ্রীনীরদবরণ রায়, ঐ ঐ। শ্রীললিতমোহন রায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বক্সী, ঐ ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ হাজরা, কণ্ট্রাকটার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণকমল সিংহ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ঐ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। মহাশয় শ্রীঅমরনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ঐ। শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী, উকীল, বাঁকা, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, জেনারেল ফিনিসার, দেওঘর। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দত্ত, স্কুল ইনস্পেকটার, ভাগলপুর। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ

রায় চৌধুরী এল এম এস, ১২৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীঅজিতকুমার রায়, ৫০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীসুরেশ্বর চৌধুরী, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, মণ্ডগা, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীগৌরসুন্দর রায়, ১৫ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীহরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মজুমদার এম্ এ, ৫৮ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ সেন সাহিত্যবিশারদ, সম্পাদক ২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ, (কাঁসারীপাড়া রোড)। শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, ২ রিচী রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ নিয়োগী এম এস সি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। শ্রীযদুনাথ সেন কবিরাজ, ১৪০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীরামলাল সেন এম্ এ, ৮৮ বলরাম দের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীশিশিরকুমার রায় এম এ, ২৩।১এ বানার্জ্জি লেন। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৭ সাগর ধর লেন। শ্রীপঞ্চানন মজুমদার, ১২।১ চোরবাগান লেন। শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ৩৮ ক্রীক রো। শ্রীকুশাবোধকুমার রায় এম এ, বি এল। শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী, এম্পায়ার অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅন্নদাচরণ কারকুন এম এ, বি এল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, বি এল। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা জমিদার, চাপাই, নবাবগঞ্জ, রাজসাহী। শ্রীগোকুলচন্দ্র সাহা, জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীনটবর সরকার, পেস্কার, মুন্সেফ্ কোর্ট, জঙ্গিপুর, মুরশিদাবাদ। শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৮।৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ৯ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ৯৩।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, ১৫।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীবাণীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১ আনন্দ চাটার্জ্জি লেন। শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, ৬৫ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুকুন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়নাথ গাঙ্গুলী, ১২ গাঙ্গুলী লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ১৯ কুণ্ডু লেন। শ্রীশচন্দ্র রায়, ১ বকুলবাগান কার্ট লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীললিতমোহন বক্সী। শ্রীসত্যপ্রকাশ সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীঅবনীকুমার দে, ৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীমহিমানাথ গুপ্ত, ৪৩ মনসাতলা লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপ্রমথেশ-চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুধীরকুমার বড়াল, ঐ। শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ঐ। শ্রীরামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনীলমণি পরামাণিক, ৩২ মনসাতলা লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ টি, এম, জি, আফিস, খিদিরপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০ মুন্সীগঞ্জ রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫ তরকদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, ১১ গড়পার রোড। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে, ২৩ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল রায়, টি এম টি আপিস, বি এন্ আর, খিদিরপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৮৩ হরীশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮।১১ হাজরা রোড। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩ কুটবি রোড। শ্রীঅমৃতলাল রায়, ৮ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ তরকদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫ রামকমল মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীরাম-কৃষ্ণ গোস্বামী, ৪৬।১ মনসাতলা লেন। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ঐ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, ৭ লালমাধব মুখার্জ্জি লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন। কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, রঘু-নাথপুর। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মল্লিক, ঐ। শ্রীসোহাগচন্দ্র রায় এম এ, ১৬ পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন। শ্রীকৃষ্ণধন চন্দ, ২৩ পার্ব্বতী-চন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, ৮ প্রতাপ ঘোষের লেন। শ্রীকামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ, ৩১ পার্ব্বতীচন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীমদনরঞ্জন গুপ্ত, ৬৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৫৪ সিমলা ষ্ট্রীট। কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন সেন, ৩৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথনাথ রায়, ২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস, ৪ উইলিয়ম্‌স্ লেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়। শ্রীকেশবচন্দ্র দাস, ৬৯ জয়মিত্র লেন। শ্রীসবুজানাথ সেন বিএল, ১০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১ তেলীপাড়া লেন, শ্যামবাজার। শ্রীনীলধন মুখোপাধ্যায়, ২১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার। শ্রীভবানী-চরণ চট্টোপাধ্যায়, ২।৩এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়, ৬২ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, ৩৯ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীউমাচরণ ধর, ৩৬ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ বড়াল, ২৭ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট। শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি বি এস সি, ৩৮ পার্ব্বতী-চরণ ঘোষের লেন। শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি এল, ৩১ ঐ। শ্রীহৃষীকেশ দে, ২৯ ঐ।

প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সভ্য—শ্রীদুর্গাচরণ বসু, ৫ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, ৩০ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, ২৬ কালীসিংহ লেন, মির্জ্জাপুর। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, ১৩ বক্সীরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শীল, ৩ রামধনী ঘোষের ২য় লেন শ্রীভগবানচন্দ্র বসু, ৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রথকুমার শেঠ, আপার চিৎপুর রোড। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বি এল্, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সভ্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীহারাণচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীকুমুদবন্ধু বসু, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার নিয়োগী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন বি এ, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন বি এস সি, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীযামিনীমোহন রায়, ঐ। শ্রীসারদাকুমার সেন বি এ, ৩৮ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅম্বিকেশ্বর রায় বি এল, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ৫০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩২ বেণিয়াটোলা লেন। শ্রীনিত্যরঞ্জন সেন, এম এস সি, বি এল, ১৬ কপালিটোলা লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় লেন, জোড়াসাঁকো। শ্রীপ্রিয়নাথ রায়, ১৩।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, C/o Gramophone Co Ltd, বেলিয়াঘাটা। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ২ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৭।২ আরপুলি লেন। শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, Delivery Correspondence Department. জেনারেল পোষ্ট অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅমূল্যরতন দত্ত, ৭ ক্লাইভ রো। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীঘাবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, ৯৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাসগুপ্ত, কটোগ্রাফার, কালীঘাট রোড। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় C/o মাতৃভাণ্ডার, ২০৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, ঐ। শ্রীকিশোরীমোহন মৌলিক। কবিরাজ শ্রীহেমরঞ্জন গুপ্ত, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীশশিমোহন রায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৩০ বাদুড়বাগান ২য় লেন। শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত, বোরাই চণ্ডীতলা, চন্দননগর। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, ২৯৭ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত, C/o কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার। শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন, বহুবাজার। শ্রীপ্রমোদরঞ্জন বসু, ১২ শ্যামপুকুর লেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীড্‌ষ্ট্রীট। শ্রীনীরোদকৃষ্ণ রায়, ১২ টৈমার্স লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীনরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সুকীয়া ষ্ট্রীট। ডাক্তার শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দাস এম এ, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, ৩৮ রামমোহন দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র তালুকদার এম এ, বি এল, কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার, ২৯।৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীজিতেন্দ্রবিৎ সেন গুপ্ত, ৩ শশিভিলা

রোড, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ১৬ সাগর দত্ত লেন। শ্রীআশুতোষ দে, ২০ সাগর দত্ত লেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭৫ হ্যারিসন রোড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এল, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীকুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১০ ডকটর্স লেন। শ্রীরেবতী-কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৩।৩।৩ পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ গুপ্ত, ১৬ হিদাম মুদির গলি। শ্রীরামনাথ মিত্র, ৩০ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কুচবিহার। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ, ঐ। শ্রীঅক্ষয়ধন দাস গুপ্ত এম এ, ঐ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাস গুপ্ত, হেড মাষ্টার, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীচিন্তাহরণ সেন গুপ্ত, পশুচিকিৎসক, ঐ। শ্রীভুবনমোহন দাস গুপ্ত, শিক্ষক, মেকলিগঞ্জ হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ, শিক্ষক, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত এম এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, ঐ। শ্রীজ্যোতিন্দ্র-নাথ সেন গুপ্ত বি এল, নায়েব, আহেলকার, তুফানগঞ্জ, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, C/o ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, উকীল, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন বি এল, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীকরুণাকুমার সোম, ঐ। শ্রীমদনমোহন বসাক, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীজানকীনাথ রায়, ৫২ কামারনগর, ঢাকা। শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি এল, উকীল, তাঁতিবাজার, ঢাকা। শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবাবুকি লেন, ঢাকা। শ্রীইন্দ্রমোহন বসু, ২১৬ গোয়ালনগর, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রশেখর রায়, ১২৭ বালীতলা, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ তরপদার বি এল, মরিস্বা, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীপ্রিয়নাথ দাস, গোয়ালনগর, ঢাকা। শ্রীঅক্ষয়কুমার বসাক বি এল, ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস বি এল, উকীল, পুরাতন মোগলটুলী, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ১২৭ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহ, ৪ আসেক লেন, ঢাকা। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু বি এল, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক ঢাকা কলেজ, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, C/o সেন এণ্ড কোং, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, চকবাট, ঐ। শ্রীতারণচন্দ্র মজুমদার বি এল, লালচাঁদ লেন, নবাবপুর, ঢাকা। ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, ঐ। শ্রীভাগবতপ্রসন্ন শর্ম্মনিধি, ঐ। শ্রীঅবনীমোহন সেন, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এল, বালীটোলা, ঐ। শ্রীবিপিনবিহারী সেন বি এল, ঐ। ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীভবানীপ্রসাদ রায় অজিমাত, বাদামতলী, ঐ। ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, হৃষিকেশ রোড, ঐ। শ্রীঅক্ষয়কুমারচন্দ্র সেন, কামারনগর, ঐ। শ্রীশশাঙ্ক-মোহন দাস গুপ্ত, নবাব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ঐ। শ্রীহেমকুমার গুহ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীঅমূল্যরতন গুহ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীহরিকিশোর বসু বি এ, গর্ভমেণ্ট স্কুলের সহকারী-প্রধান শিক্ষক, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, [illegible], ঐ। শ্রীকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী বি এ, সম্পাদক ঢাকাপ্রকাশ, ঐ।

শ্রীঅনুকূল বসু, উকীল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন বি এ, শিক্ষক, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম এ, ঢাকা ট্রেনিং কলেজ। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দময়লাক লেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, উকীল, মালীতলা, ঐ। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ, কিউরেটর, ঢাকা মিউজিয়ম। শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার বি এ, ইম্পিরিয়াল সেমিনারীর হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন এম এ, উকিল ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীললিতমোহন দাশগুপ্ত বি এ, নবকুমার ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন বি এ, হেডমাষ্টার, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক বি এ, উকীল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যভূষণ দত্ত বি এ, সম্পাদক ঢাকা গেজেট, ঐ। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ফরিদপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। কবিরাজ শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘটক, ঐ। শ্রীমনোমোহন বরারি, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বরারি, ঐ। শ্রীগিরীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, ঐ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র খাসনবিশ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন এম এ, হেড মাষ্টার, ঐ। শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন বি এল, হেড মাষ্টার, উপাসী। শ্রীসীতানাথ কর্ম্মকার বি এ, ফরিদপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীরণজিৎ সেন, ঐ। শ্রীরাজকুমার রায় জমীদার, ঐ। ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন রায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি এ, হেড মাষ্টার, পালং হাই স্কুল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি এ, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, বিকারিয়া, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, জজকোর্টের উকীল, বরিশাল। শ্রীপরেশনাথ সেন বি এ, জিলাস্কুলের হেড মাষ্টার। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি এ, ডিমনষ্ট্রেটর, বি এম্ কলেজ, ঐ। শ্রীভুবনমোহন সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীরাধাচরণ মুখো-পাধ্যায়, বি এল, উকীল, ভোলা। ডাঃ শ্রীগুরুপ্রসন্ন গুপ্ত, ঐ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, রংপুর। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গুহ, ঐ। শ্রীকুমুদিনীকান্ত সেন জমিদার, বরিশাল। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীআশুতোষ সেন, হেডক্লার্ক, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নেত্রকোণা, ঐ। সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে বি এল, উকীল, জজকোর্ট, কুমিল্লা। শ্রীবসন্তকুমার সেন, সাব ওভারসিয়ার, কোহিমা (নাগা হিল)। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে, মিঃ ডি, এন দাস, বি এস সি, মানভূম। শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস্, হুগলী। শ্রীবিনোদবিহারী সেন, সেটেলমেণ্ট অফিস, ময়মনসিংহ। শ্রীরেবতীমোহন সেন, বরিশাল। শ্রীভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, গোয়ালন্দ,

ঢাকা। শ্রীরাধারমণ পাল, বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, বি এল, শ্রীগণেন্দ্রকান্ত নাগ, ঐ। শ্রীঅম্বিকাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীমন্মথনাথ দাশগুপ্ত, এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, খাগরা, বহরমপুর। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকান্ত সেন, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন কাব্যতীর্থ, নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, কামারনগর, ঐ। শ্রীগৌরাঙ্গহরি ধর উকীল, শাখারিবাজার, ঐ। শ্রীনীরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণিয়া। শ্রীক্ষীরোদাকান্ত সেন গুপ্ত, উকীল, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকান্ত সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এলাহাবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ দাশগুপ্ত, বি এ, হেডমাষ্টার, লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুল, কলমা, ঢাকা। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, জলপাইগুড়ি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, এল এম এস, মেডিকেল অফিসার, দার্জ্জিলিং। শ্রীতারাকুমার সেনগুপ্ত, বি এল, মেকলিগঞ্জ, কোচবিহার। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম এ, কোচবিহার। শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত, বি এল, হেড ক্লার্ক, এবং সেরেস্তাদার, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ষ্টেট কাউন্সিল, সাধারণ বিভাগ, কোচবিহার। শ্রীকেদারনাথ মোজুমদার বি এ, ঢাকা। শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি এল, হেডমাষ্টার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার। শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, উকীল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ বসু, উকীল, ময়মনসিংহ। শ্রীকুলদাচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা। শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত বি এল, উকীল, নোয়াখালী। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমীদার, "রায়হাউস", আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। শ্রীভামাশঙ্কর দাশগুপ্ত, বি এল, উকীল, বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বাজার দেউড়ী, ঐ। শ্রীঅনন্তহরি বসাক জমিদার, কাটাবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, সূত্রপুর, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার সেন, বি এল, উকীল, বাংলাবাজার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখুটী বি এল, মুন্সেফ, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীশ্যামাচরণ সেন, এল এম এস, ময়মনসিংহ। শ্রীমনোমোহন দে বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক, দক্ষিণপাড়া, পণ্ডিতসর পোঃ, ফরিদপুর। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১০ ব্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, শিক্ষক, মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রকুমার চন্দ বি এ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। ডাঃ শ্রীঅবনীমোহন দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সাবডিভিসনাল অফিসার, বগুড়া। শ্রীঅমূল্যকুমার সেন, ভরাকৈর, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, পুরুলিয়া। শ্রীউমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীউমাচরণ সেন, বি এল, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন বি এল, উকীল, ভোলা। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু, সাবডিভিশনাল অফিসার, বালুরঘাট। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বরিশাল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ, বি এল, উকীল, হাজারী। শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত, কণ্ট্রাক্টার, হাজারীবাগ। ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র

গুপ্ত এক বি, সূত্রপুর, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, পাবনা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্ট অফিস, ফরিদপুর। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বি এ, ডেপুটি জেনেরল পোষ্ট মাষ্টার, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ এম এ, বি এল, ১৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। শ্রীহেমচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, ২০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীকুঞ্জভূষণ মিত্র, ১৮ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীবিশ্বরঞ্জন গুহ বি এল, উকীল, গণ্ডারিয়া, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু বি এল, উকীল, নয়াবাজার, ঢাকা। মিঃ জে, এন ব্যানার্জ্জি, জয়দেবপুর, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, সাবডেপুটি কলেক্টর, কাঁদি, মুরশিদাবাদ। রায় বাহাদুর শ্রীনৃত্যচরণ রায়, উকীল, বহরমপুর। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, কটক। রায় সাহেব শ্রীললিতমোহন সেন, ওয়ারী, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দিগুবাজার, ঢাকা। রায় সাহেব শ্রীরাইমোহন সেন, রাজপুর। শ্রীপঙ্কিনীভূষণ বসু এম এ, অধ্যাপক, ঢাকা। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পাল লেন। শ্রীরাধাশ্যাম মিত্র, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীসুধীরঞ্জন সেন, ২০।৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীবিমলকুমার রায় এম বি, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীরাখালদাস রায়, ১১ পদ্মনাথ লেন।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তক

Superintendent, Goverment Press, Madras—১। Annual Report of the Archaeological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1916-17.

Director General of Observations.—২। Report of the Administration of the Meteorological Department of the Goverment of India in 1916-17.

Superintendent, Government Printing, India.—৩। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1917. ৪। Do, August 1917. ৫। Do, September 1917. ৬। Patent Office Journal, July to September, 1917. ৭। Report of the Chief Inspector of Mines in India, for the year ending 31st December 1916.

Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—৮। Triennial Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the years 1914, 1915 & 1916. ৯। Annual Report of the Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1916-17. ১০। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1916. ১১। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June 1917. ১২। Report on Wards Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1916-17. ১৩। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the

year 1916-17. ১৪। Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for the year, 1916-17. ১৫। Indian Education in 1915-16.

Supdt of Archaeologly, Hyderabad.—১৬। The Journal of the Hyderabad Achaeological Society, 1917. ১৭। Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions, 1815৮-1915-16 A. D. ১৮। The Daulatabad Plates of Jagadekamala, A. D. 1017.

Director of Statistics in India.—১৯। Review of the Trade of India in 1916-17. ২০। Statistics of British India, Vol. III, Public Health 1915-16. ২১। Annual Report of Statistics Relating to Forest Administration in British India 1915-16.

Director, Geological Survey of India.—২২। Records of the Geological Survey of India Vol. XLVIII. Part. 1, 1917. ২৩। Do. Part 2, 1917. ২৪। Memoirs of Geological Survey of India Vol. XLII. Part 2.

Agricultural Adviser to the Govt. of India.—২৫। Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1916-17.

Secretary, Smithsonian Institution.—২৬। 31st Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1909-10 ২৭। A Contribution to the Comparative Histology of the Femur. ২৮। Preliminary Survey of Remains of the Chippewa Settlement on La Pointe Island, Wisconsin.

Secretary, Indian Science Association.—২৯। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III, Part II, 1917. ৩০। Do " " III " ৩১। Do " " IV " ৩২। Do " " V

Mr. A. J. Pugh এবং শ্রীযুক্ত এম, আর, দাস। ৩৩। A Joint Address from Europeans and Indians to His Excellency the Viceroy and Governor General and the Right Honourable the Secretary of State for India.

Mr. H. G. Wyatt.—৩৪। Methods of School Inspection in England.

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী—৩৫। Elie-Metchuikolf and his studies of Human Nature. ৩৬। Fresh Water in Bengal. ৩৭। Fish and Mosquito-Larvæ.

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার দেব—৩৮। Preservation of Cows.

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী—৩৯। Origin of the Durga Puja. ৪০। Hindu Philosophy.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৪১। Speeches and Minutes of the Hon'ble Kristodas Pal Ray Bahadur 1867-81.

শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত—৪২। An Account of the Principal Works of the Atreya School of Medicne—1917.

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়—১। সাধন-কণিকা, ২। সাধন-[illegible] (২য় ভাগ), ৩। গীতা-[illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার—৪। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। শ্রীযুক্ত [illegible]—৫। [illegible] ও ভারত-সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত [illegible]—৬। [illegible],

৭। ভালবাসা। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়চৌধুরী—৮। নিয়তি। শ্রীযুক্ত ডি এন্ চৌধুরী—৯। অপূর্ব্ব বিচার, ১০। নরনারী-জন্মতত্ব। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১। ঔ পিতা নোহংসি, ১২। শ্রীভগবৎকথা, ১৩। প্রাণের কথা, ১৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ১৫। আলাপ, ১৬। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষি-শিক্ষা, ১৭। আঁখিজল। শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। পুণ্যপ্রতিমা। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ—১৯। স্তবক ও কোরক। শ্রীযুক্ত বনওয়ারি-লাল চৌধুরী—২০। স্বপ্ন, না পূর্ব্বজন্মস্মৃতি? ২১। ধর্ম্ম ও জ্ঞান। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—২২। ভত্রসার। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু—২৩। খাদ্য।

পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী—১। চৈতন্যচরিতামৃত (আদি), ২। ঐ (মধ্য), ৩। ঐ (অন্ত্য), ৪। ঐ (আদি), ৫। ঐ (মধ্য), ৬। ঐ (মধ্য), ৭। গীতগোবিন্দ (সটীক), ৮। পদাঙ্কদূত (সটীক), ৯। ভগবদ্গীতা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—১০। চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শরৎচরণ বিশ্বাস—১১। পদকল্পতরু। ক্রীত পুথি—১২। ভগবদ্ভক্তিকা, ১৩। রাসময়ী কথা, ১৪। রসামৃতসিন্ধু, ১৫। গোলোক-বর্ণন, ১৬। আত্মবোধ, ১৭। ঐ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। নামহীন সংস্কৃত পুথি (ব্রতমালা), ১৯। ঐ (দশকর্ম্ম-পদ্ধতি), ২০। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, ২১। শ্যামাস্তোত্র ও শ্যামাকবচ, ২২। বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক ও সূর্য্যস্তবরাজ।

৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৪, ১২ই জানুয়ারি, শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

উপস্থিতি—

মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ সি এস্, আই এস ও, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, শ্রীমন্মথ সাহা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু,

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীকৃষ্ণদাস মল্লিক, শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীসেখ হবিবর রহমান্, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুকুল, শ্রীগোলোকেন্দ্রনাথ দে, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, স্বামী শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবাণী-নাথ নন্দী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (ঢাকুরিয়া), শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীতারকেশ্বর গুপ্ত, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীদেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীশিবপ্রসাদ দেব, শ্রীরাধারমণ পাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরজনীকান্ত দে, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবেশ চৌধুরী, শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়, শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, (সম্পাদক), শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল মহাশয় প্রথমে এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য এবং সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন,—এই সাহিত্য-পরিষৎ যখন অতি শিশু, তখন ইহা যাঁহার আশ্রয়ে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করায় বঙ্গ-সাহিত্যের এবং সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হই-য়াছে, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে অদ্য এই সভা আহূত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষাকল্পে চেষ্টা করার কথা আলোচনা হইলে আমার একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি এই, কোন সময়ে একজন কাশীবাসী ব্যক্তি তদীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে কাশীধামে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দেখাইয়া, তাঁহার বন্ধুকে বলেন যে—"মাতৃস্তন্য পান করিয়া এই শরীরটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমার মাতৃদেবীর নামে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্তন্য দুগ্ধের এক ধারের ঋণ বোধ হয় আমি পরিশোধ করিতে পারিয়াছি।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবমন্দিরটি ভূমিসাৎ হইল এবং আকাশ-বাণী হইল যে—"ওরে মূর্খ, মাতৃস্তন্য দুগ্ধের ঋণ কেহ কখনই পরিশোধ করিতে পারে না,

পরিশোধ করার চেষ্টা বৃথা।" পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করার প্রয়াস প্রায় ঐ প্রকার। কিন্তু তথাপি আজ পরিষৎ যথাশক্তি, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্ত এই ব্যবস্থা করিয়া বড় ভালই করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—আজ যে মহাত্মার স্মৃতি-সভায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তিনি পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবই অপর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে প্রথমে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার নামক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভাই পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে পরিবর্ত্তিত হয়। সাহিত্য-পরিষদের যে এত উন্নতি হইবে, ইহা তখন কেহই আশা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাঙ্গালার স্থান হয় নাই—ইহা তখন অনাদৃত—উপেক্ষিত, এই সময়ে যিনি বাঙ্গালার জন্ত এত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন উপমা দেওয়া যায় না। তিনি নিজ ভবনে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি ২য় বর্ষ হইতে ইহার সদস্ত হইয়াছি এবং তখন হইতে সভায় উপস্থিত হইয়া তাহার কার্য্যাবলীতে খুব তৃপ্ত হইতাম। কয়েক বৎসর পরে স্থির হয় যে, পরিষদের জন্ত একটি স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্তক। পরিষৎ যখন নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহার যখন নাম-খ্যাতি হইয়াছে, তখন তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা তিনি পরিষদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্ত স্থাপন করেন নাই—পরিষদের ও ইহার উদ্দেশ্ত একই ছিল। তিনি এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিতেন—অন্তকে দিয়া প্রবন্ধ লেখাইয়া পাঠ করাইতেন, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর নির্ম্মল পাণ্ডিত্য সাধারণের হিতার্থে ব্যবহৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জিলা হইতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উপাদেয় প্রবন্ধ লেখাইতেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আদর রাজা বাহাদুর যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অপর কেহ তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এমন কি, অনেক ইংরাজকেও তিনি ম্যাপ্টার্ণ সাহায্যে এই সভায় বক্তৃতা দেওয়াইতেন। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল—সে রকম লোক আজকাল দেশে বিরল। অমন বিনয়ী, রাজা-মহারাজাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ তিনি নিজে সভায় পাঠ করিতেন—অন্তে পড়িলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি কলিকাতার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজী অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। যিনি এমন বিনয়ী, এমন সাহিত্যের পোষক, এমন সদ্গুণের আধার, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সাহিত্য-পরিষদে থাকে, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়; তাহা সামান্ত হইলেও আমাদের আদরের সামগ্রী।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আজি বক্তৃতা করিব, এরূপ সংকল্প করিয়া আসি নাই; সুতরাং বেশী কিছু বলিব না। যে মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের

অল্প দুই এক কথা বলিয়া যাই। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পরে পরিষদে তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইতেছে। ইহা আরও অনেক পূর্ব্বে হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, পরিষৎ যে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, এ জন্য ধন্যবাদ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না; কেন না, তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ উদার ছিল, তাহা এখানে উপস্থিত সকলেই জানেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত, তিনি তাহার কর্ণধার ছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের নেতৃবর্গ জাতীয় জীবনের উপযুক্ত সাহিত্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃদের মনেও তাহা জাগরূক ছিল। তাহার সফলতার জন্য যে গৌরব, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদেরও তাহা প্রাপ্য। এইরূপ পুরুষদ্বয়ের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। এ জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার নিকটে আমাকে পাঠান। আমি দুই দিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি; দুই দিনই তিনি আমার নিকট পরিষদের সকল বিষয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিলাম যে সম্বন্ধ বিবাদ সত্ত্বেও পরিষদের উপরে তাঁহার স্নেহ কমে নাই।

তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সহিত অনেক দিন ধরিয়া একত্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকায় তাঁহার চরিত্র এবং কার্য্যাবলী দর্শন করিবার আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ও চরিত্রে যাহা কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আজ আপনাদিগের নিকট বলিব। তাঁহার প্রথম বিশেষত্ব—বিদ্যাচর্চ্চার ও শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। আমি যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, হয় তিনি কিছু লিখিতেছেন অথবা পাঠ করিতেছেন। বিশেষতঃ ইতিহাস-সম্বন্ধীয় বই তিনি খুব পড়িতেন এবং পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবকে একত্রিত করিয়া ইতিহাস পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাঁহারই জন্য। এই জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে সভাবাজার ডিবেটিং সোসাইটি তিনিই স্থাপন করেন। তখন কলিকাতার এত সভা-সমিতি ছিল না—কাজেই সেই সভায় অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। সেই যে জ্ঞানচর্চ্চা, সেই যে উন্নতি, তাহারই পরিণতিতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হয়। এ জন্য তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিছু কিছু বলিয়াছেন। সাহিত্য-সভার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে যে জ্ঞানরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষায় প্রচার;

করা। তাহা ছাড়া ইহার আর একটি উদ্দেশ্যের কথা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন নাই। সে উদ্দেশ্য এই যে, এই সভায় তিনি ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ করে, সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন, আমরা যতই সংস্কারের চেষ্টা করি না কেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দ্বারা তাহা যত দিন অনুমোদিত না হইবে, তত দিন সে সংস্কার-চেষ্টা সফল হবে না, সে সংস্কার হিন্দুসমাজে গৃহীত হইবে না। সেই জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, তাহার চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিতেন। এই যে বিলাতযাত্রা লইয়া এত গোলমাল—প্রথমে ত কেহ বিলাতে যাইতেই চাহিতেন না এবং যিনি বিলাত হইতে আসিতেন, তাঁহাকেও কেহ সমাজে গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন না। তিনিই প্রথমে এ সম্বন্ধে সভা করেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত লইয়া বিলাতযাত্রা যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, তাহা সপ্রমাণ করেন। কায়স্থ-সমাজে আজকাল যে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি এক রকম চলিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারই চেষ্টায়—তাঁহারই উদ্যোগে। তিনি দেশের যাহা মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। তিনি বাঙ্গালায় বিজ্ঞান-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা তাঁহারই উদ্যোগে এবং যত্নে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার কোন পুস্তকই সম্পূর্ণ হইত না। এই সকল এবং আরও অনেক কারণে আমি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী। তাঁহার চরিত্রে দ্বিতীয় বিশেষত্ব পরদুঃখকাতরতা। পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলেই তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত—তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন। বাল্য বয়সেই তিনি "সভাবাজার দাতব্য-সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরের অন্নসংস্থান এবং আরও অনেক রকমে সাহায্য করা হইত। তিনি এই সভা হইতে ছাত্রদেরও অনেক সাহায্য করিতেন। তিনি যাঁহাদের লেখা-পড়ার জন্য সাহায্য করিয়াছেন, এখন সেই সব লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণের নাম কখন লুপ্ত হইবে না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি পরহিত-ব্রত যতটুকু সাধন করিতে পারিয়াছি, তাহা তাঁহারই সাহচর্য্যে এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া। শুধু মাসিক অর্থ-সাহায্য নয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে ভারতের যে কোন প্রদেশের অধিবাসীরা যখন বিপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে সভাবাজার দাতব্য সভার মধ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই সভায় ২০ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত আমি একযোগে কাজ করিয়াছি। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার [illegible]-ভাণ্ডারের অবশ্য পূর্ব্বের শ্রী আর নাই; তবে আমরা তাঁহার স্মৃতি লইয়া কোন রকমে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—মনের বল এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা; যাহা সচরাচর আমাদের দেশের লোকের মধ্যে দেখা যায় না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। আমি একবার ব্রহ্মদেশে যাই, সে বার ব্রহ্মে বড় গোলমাল, ইংরাজরাজ সবে মাত্র ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াছেন। আমি তখন মধ্যে মধ্যে সামরিক বিভাগের

কার্য্যও করিতাম। একজন ব্রহ্মবাসীর গুলিতে একটি উত্তরপশ্চিমপ্রান্তনিবাসী সৈন্যের আঙ্গুলে ক্ষত হয়; এমন ক্ষত যে, আঙ্গুল বাদ না দিলে চলিবে না। তাহাকে ক্লোরোফরম করিতে গেলে সে বলিল—একটা আঙ্গুল কেন, পাঁচটা আঙ্গুল কাটিয়া ফেলুন, তাহাতে আমার কিছুই হইবে না। কিন্তু আমি কখনই ক্লোরোফরম্ লইয়া বেহুঁস হইব না। তাহাই হইল, করাত দিয়া কর্ কর্ করিয়া বহু ক্ষণের পর আঙ্গুল কাটা হইল—সে ব্যক্তি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্ত করিল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঠিক এই রকম অদ্ভুত মনের বল দেখিয়াছি। একবার তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হয়—পিঠ জুড়িয়া একটা মালসার মত ব্রণ হইয়াছে, জীবন সঙ্কটাপন্ন। অনেক চিকিৎসার পর কাটাই ঠিক হইল—কিন্তু তিনি ক্লোরোফরম্ লইতে স্বীকার করিলেন না; বলিলেন—আপনারা আমার মনের বল দেখুন, যতক্ষণ ইচ্ছা, আপনারা অস্ত্র চালান, আমি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্তও করিব না। ঠিক তাই; এক ঘণ্টা ধরিয়া ব্রণ কাটা হইল, ব্রণের অধিকাংশ ভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল, তিনি স্থির রহিলেন। আমরা তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মনের বল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার আর এক সৎসাহসের পরিচয় পাই, কলিকাতায় প্লেগের সময়। তখন সকলেই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, তোমরা পলাইও না; প্লেগের টীকা লও, তাহা হইলে আর প্লেগের ভয় থাকিবে না। এ কথা কেহই শুনিতেছে না। সকলেই কলিকাতা ছাড়িতে উৎসুক। রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতে কখন প্লেগ হয় না এবং বিনয়কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই বাহিরে যে কোন জায়গায় সপরিবারে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না এবং সকলে যাহাতে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্লেগের টীকা লয়, সেই জন্য তিনি নিজে সহধর্ম্মিণী ও পুত্র-কন্যাদিগের সহিত প্লেগের টীকা লইলেন। আমরা বলিলাম, আপনার টীকা লইবার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু আমি টীকা লইলে সকলে বুঝিবে যে, ইহাতে কোন ভয় নাই; তখন অনেকেই এই টীকা লইবে। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত যে কত মহৎ, তাহা আপনারা সকলে বুঝিতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত কথা মনে হইলে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার সব কথা বলিতে পারিলাম না—আরও অনেক বক্তা আছেন; তাঁহারা বলিবেন। আর একটা কথা বলি। তাঁহার বন্ধু-বৎসলতা অসাধারণ ছিল—বন্ধুর জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার কপট বন্ধু অনেক জুটিয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত যে তিনি কত অশান্তি, অর্থব্যয় এবং অসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সহায়তা করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার ২০ বৎসর যাবৎ পরিচয়। তাঁহার গুণের কথা বলিতে গেলে আমাকে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিমহাশয় সভাপতিমহাশয়ের আহ্বানে বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণ বহু দিন লোকান্তরিত হইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মরণকল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠার

আয়োজন হইয়াছে। এ সভায় তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় অল্প সময়ে ঘটনার রেখায়, শ্রদ্ধার তুলিকায় এবং ভাবের বর্ণে স্বর্গীয় রাজার যে বর্ণচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমি অনধিকার-চর্চ্চা করিব না। অনেকে বলিয়াছেন—রাজা বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা' বলিলে সত্য অসম্পূর্ণ থাকে। তিনিই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার মানস-দুহিতা না হইলেও তাঁহারই পালিত কন্যা। কথাটা এই, রাজা বিনয়কৃষ্ণ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য একবার দেওঘর গিয়াছিলেন। সেইখানে বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। সাহিত্য-পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবুর মনে বরাবরই সংকল্প ছিল। তিনি তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ভবনে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ রাজনারায়ণের মানসপুত্রী—রাজা বিনয়কৃষ্ণের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ ইহার ধাত্রী হইয়াছিলেন। পরিষৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি ইহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন-পালন ও 'অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন' করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন—একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী এবং লিওটার্ড নামক একজন ইংরেজ তাঁহার সহযোগী ছিলেন—তখন ইহার নাম ছিল "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার।" এই সভা হইতে প্রথমে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির হইত; বোধ হয়, লিওটার্ডই তাহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিবার জন্য সভা, কিন্তু সেই সভা এবং তাহার মুখপত্র পরিচালিত হয় ইংরাজী ভাষায়, এই বিষয় লইয়া তখন নব-প্রতিষ্ঠিত একখানি মাসিকে এই উদ্ভট ব্যবস্থার প্রতিবাদ—বিদ্রূপগর্ভ কঠিন প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ তখন ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই পর এই সভার সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ হয়। এই সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন এবং তিব্বত-পরিব্রাজক শরচ্চন্দ্র দাস আমাকে সাহিত্য-পরিষদে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন। তখন আমি ইহার সভ্য হই নাই। পরে আমি সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ পরিষৎকে লালন ও পালন করিতেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাঁহার বিশেষত্ব চিরকাল দেখিয়াছি। রাজা বাহাদুর একজন চমৎকার অর্গানাইজার (organiser) ছিলেন—'অর্গানাইজ' অর্থাৎ সঙ্ঘ-বদ্ধ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন; ইহা আর কেহই পারিতেন না। আজ তাঁহার স্মরণ-সভায় একটা শোচনীয় ঘটনার কথাও বলি। স্নেহবশতঃ পরিষৎকে যেমন তিনি সযত্নে লালন-পালন করিতেন, আবার তেমনই সময়ে সময়ে তাড়নাও করিতেন। স্নেহঃ পাপশঙ্কতে এবং হয় ত কল্যাণ কামনা করিয়াই, পরিষৎকে সুপথে রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই তিনি চাণক্যের উপদেশের অপর

অংশেরও অনুবর্ত্তী হইতেন। কিন্তু অনেকে তাহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন, আজ তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই ; সত্য গোপন করিবার কোনও কারণও নাই। এই জন্যই তখন পরিষৎ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। যে অবস্থায় আমরা পরিষৎকে উঠাইয়া আনি, আজ বুঝিতেছি, তিনি যদি তাহার মূলে সংহতিশক্তি না দিতেন, তবে তাহা এইরূপ একটি বাস্তব অনুষ্ঠানে পরিণত হইত না। পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান করিয়া তিনি সহৃদয়তা ও সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সে আদর্শ কখনও ভুলিতে পারিব না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কাজের জন্য তিনি তাঁহার অপ্রিয় ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করিয়াছেন, কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিয়োগ এবং তাঁহার সাহচর্য্য করিয়াছেন। আমরা যদি পরিষদে তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারি, তবেই তাহার উপযুক্ত স্মৃতি রাখিতে পারিব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—অনেকেই রাজা বিনয়কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; তাহার অতিরিক্ত আমি আর কিছু বলিতে পারিব না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেওঘরে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে উপদেশ দেন। তিনি অনেককেই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় নাই। বিনয়কৃষ্ণকে যে উপদেশ দেন, তাহাতেই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বহু দিবসের পর পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের দিন তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। যদি না আসিতেন, তবে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা থাকিত না। তিনি যে আসিয়াছিলেন, এ জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টা স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত। সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সেবী, সকলেই রাজাবাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই স্মৃতি-প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা মতভেদের কথা ভাবিব না। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিব। আমি সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমানে সাহিত্য-পরিষদের যাঁহারা যুবক, তাঁহারাই ইহার সব নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের মত তাঁহাদের চরিত্রও এক দিন আমরা এইখানে দাঁড়াইয়া কোনও এক সভায় সমালোচনা করিব। আমাদের মতভেদ চিরকাল থাকিবে না—কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ চিরকাল থাকিবে। যখন সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তার লাভ করিবে—যখন দেশের সাহিত্য ও চিন্তার স্তম্ভস্বরূপ পরিষৎকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তখন সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-দাতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনয়কৃষ্ণের কৃতিত্ব ও গৌরব সেই সঙ্গে লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউটের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাঁহার দান এবং ছাত্রদের জন্য মঙ্গল কামনা জানিতে পারি। তিনি কলিকাতার উত্তর-বিভাগের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে ১৩০০০৲ টাকা দান করেন ; সেই দানই মার্কাস স্কোয়ার নির্ম্মাণের বীজ-স্বরূপ। সকলেই জানেন, মার্কাস স্কোয়ার হইতে ছাত্রদের কি পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আমি এমন কাহাকেও জানি না, যিনি রাজা বাহাদুরের সংস্রবে আসিয়া তৃপ্ত হন নাই। তাঁহার যে সব গুণ ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিকট পরিষদের যে ঋণ, তাহা অশোধ্য। তাঁহার বাড়ী হইতে যাঁহারা পরিষৎকে তুলিয়া আনেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তথাপি আমি বলি, পরিষদের কাহাকেও মনে করিতে হইবে, তাঁহাকেই অগ্রে মনে করা উচিত। তিনি পরিষদের জননী না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ইহার মা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ক্রোড়ে পালিত হইয়া আজ পরিষৎ দাঁড়াইতে চলিতে শিখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজাই হউন, আর দ্বারকায় বংশবৃদ্ধিই করুন, নন্দঘোষ যে তাঁহার পালক পিতা, তাহা কখন ভুলিবার নয়। পরিষদের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে আজকাল সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অনেকটা তাঁহারই উৎসাহে। বস্তুতঃ পরিষৎ তাঁহার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠায় দেরি হইয়াছে বটে, তথাপি এত দিন পরে যে পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া তাঁহার অশোধ্য ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আনন্দিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন,—রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। আমি সে সব কিছুই বলিব না। আমি বলি, ছেলের নাম রাখিবার সময় পিতা প্রায়ই কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম রাখিয়া থাকেন। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের পিতা কি করিয়া তাঁর ঠিক নামটি রাখিয়াছিলেন? তিনি নামেও যা, কাজেও তাই। আমরা যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তিনি আমাদিগকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। দুঃস্থ দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদিগকে তাঁহার মত অমন আর কেহ যত্ন করেন নাই।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্য কারণে এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি-সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গে ১৮৮৮ সালে আমার প্রথম পরিচয়। আমি জীবনে যে সব বন্ধু লাভ করিয়াছি, তাহার অনেকেই তাঁহার জন্য। সে কালের বড় লোকদের বৈঠকখানায় পণ্ডিত, লেখক, বক্তা, গায়ক প্রভৃতি সব থাকিত, তাহারা বড় লোকের সঙ্গে যেন জড়াইয়া থাকিত, বড়লোকেরা তাদের সাহায্য করিতেন। সমাজ-জীবনের এই যে একটা কেন্দ্র, ইহা রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য—বিবেচনা সমস্তই ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া যখন ঝগড়া, তখন আমি রাজা বাহাদুরের পক্ষে ছিলাম; আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম যে, পরিষৎকে তোলা উচিত নয়। যাহা হউক, তিনি পরিষদের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে এখানে

আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ত যে আয়োজন হইয়াছে, ইহা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বিনয়কৃষ্ণ কি ছিলেন, সাহিত্যে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, ইহা আজকালকার যুবকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা না হইলে—ছাই-চাপা দিলে চলিবে না। এই যে সব ছবি দেখিতেছি, ইহা কেন? ইঁহারা এক একজন জাতীয় ভাবের পুরোহিত—জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণশৃঙ্খল। তাই ইতিহাস খুলিবার জন্ত—জাতীয় ভাবের উন্মেষের জন্ত এই সব চিত্র আমরা রাখিয়াছি। আজ যদি রাজা বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-সভায় এই ঘর লোকে পূর্ণ দেখিতাম, তবে বড়ই আনন্দ হইত। সাহিত্য-পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আরও হইবে; কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে যে ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইত, তাহা এখানে হয় না। প্লেগের সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ টীকা নিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিতে পারি নাই। আর একটি কথা বলি। প্লেগের সময় সকলেই পলাইতে ব্যস্ত, কিন্তু ট্রেন পায় কই? ষ্টেশনে ভারি ভিড়, শিশু ও রোগীরা খেতে পায় না, জল পায় না, পথ্য পায় না, ঔষধ ত পায়ই না। রাজা বাহাদুর যাত্রীদের এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঔষধ, পথ্য, খাবার, জল প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন গ্রে ষ্ট্রীট দিয়া একটি প্লেগের মড়া লইয়া যাইতেছে। বাহকেরা অনেক দূর হইতে বহিয়া আনিতেছে, আর পারে না—একেবারে অচল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও আমি সেই পথ দিয়া গাড়ী করিয়া আসিতেছিলাম। ঐ দৃশ্য দেখিয়াই তাহাদের কষ্ট বুঝিলেন এবং সমস্ত বিষয়েই বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ প্রকৃতির লোকের জন্ত যে সমাজ-সংহতি ছিল, তাঁহারা একে একে সব চলিয়া গিয়াছেন। সে রকম লোক আর হইতেছে না। যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আমাদের জন্ত এত করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কেবল চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে হইবে না। তাঁহার মহত্ব—তাঁহার চরিত্র দেশবাসীকে না বুঝাইয়া দিলে লোকে তাঁহাকে বুঝিবে না। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্ত এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে আধুনিক লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ অশেষ প্রকারে ঋণী। তাই পরিষদের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ছবি আটকাইয়া রাখিয়াই তাঁহার ঋণ পরিশোধ না করেন। সে পক্ষে যাহা ভাল কর্ত্তব্য, তাহা পরিষৎ করুন—যাহাতে তাঁহার স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনে উদয় হয়।

সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—এই সভায় উপস্থিত হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই অনেক কাজ ফেলিয়া বহু পূর্ব্বেই আমি উপস্থিত হইয়াছি। কেন না, ভাবিয়াছিলাম, একটু বিলম্ব করিয়া গেলেই গিয়া এমন জনতা দেখিব, যাহাতে পরিষদের সহকারী সভাপতির পক্ষেও অতি কষ্টে একটু স্থান লাভ করা অসম্ভব হইবে। আমার এ অনুমান মিথ্যা হইয়াছে; ইহা আমার দুর্ভাগ্য, দেশের দুর্ভাগ্য। আমার আরও দুর্ভাগ্য, বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-চিত্র উন্মোচন-সভায় আমায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইল। সাধারণ-বিজ্ঞাত কারণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সম্ভব ও

উচিত নয়। সুতরাং আমি বেশি কিছু বলিব না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, কয়েক জন ছাড়া প্রায় সকল আত্মীয়ই তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিতেন। ইহা সত্ত্বেও কোন সৎকার্য্যেই তিনি কখন পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। পরিষৎ হইতে তাঁহার স্মৃতি-সভার যে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রুফ যদি আমি দেখিতাম, তবে তাহাতে আমি তাঁহার বর্ণনায় "সাহিত্য-সেবী" লিখিতাম না—"সাহিত্যিক-সেবী" লিখিতাম। সাময়িক সাহিত্যের তিনি যে কত উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখিবার বিষয়। বিগত স্বদেশী অন্দোলনের ভিত্তি যে অদৃঢ়, ইহা তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন; তাই তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দেন নাই এবং তাঁহার দূরদর্শিত্বের প্রমাণ পরে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমি তাহাতে যোগ দেই নাই। ইহাতে তিনি কখন অসন্তুষ্ট হন নাই; বরং সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্বন্ধ রাখাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিছু বিলম্ব হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আর এক কথা, বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে—রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যে সাহিত্যসাধনা-প্রবৃত্তি এখন বাড়িয়াছে, ইহা পরম সন্তোষের কথা; ইহা তিনিই আনয়ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। পরিষদে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া আবরণ উন্মোচন-কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ভ্রম-সংশোধন

২৩শ বার্ষিক, ৮।৯ মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম ঐ অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমবশত মুদ্রিত হয় নাই। নিম্নে সেই নামগুলি ও প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীগুরুদাস সরকার, সদস্য—শ্রীমহীতোষ-কুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, সিটীকলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। ডাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ এম্ ডি, ৪৯ চাউলপটি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। শ্রীকিশোরীপ্রসাদ জয়সওয়াল এম্ এ (অক্সন), ব্যারিষ্টার, বাঁকীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশিবরাম সৈন, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীফণিভূষণ সিংহ বি এ, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, বালিয়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি এ, ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সাধুখাঁ, ১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

চতুর্ব্বিংশ ভাগের সূচীপত্র

Printed by—R. C. Mitra at the Visvakosha Press.
9 Visvakosha Lane, Baghbazar, Calcutta.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

—•—

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

—•—

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্**, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

IMPALPABLE
PEARL POWDER
FLORAL HAIR OIL
TOOTH POWDER

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ১।৹।

*৪। ছুটিখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ।৹।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄১০, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৶৹, সাধারণ পক্ষে ৷৹।

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রাধারণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄৹, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

*১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ⁄৹, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ৷৶৹।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২৷৹।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৷৹।

*২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২৷৹।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৲ টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ৷৹।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৶৹, সাধারণ পক্ষে ৷৶৹।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ৷৹।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ৷৵০।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৵০।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা০, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩৷৵০, সাধারণ পক্ষে ৫৷০।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ৷০, সাধারণ পক্ষে ৷৵০।

৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ৷৵০, সাধারণ পক্ষে ১৷০।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷০।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৴০, সাধারণ পক্ষে ১৵০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৵০, সাধারণের পক্ষে ৷৵০।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ৷৴০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৴০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৷৵, সাধারণ পক্ষে ১৷০।

৫১। [illegible]-বোভাকরীণ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ১৲, সাধারণপক্ষে ১।০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৫। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২।০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৵০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদিত মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ।৵০।

৬৩। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)।—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, বিবৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১।০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২।০।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৩।৷০ টাকায় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এত দিন বহু ব্যয়ে ও অশেষ যত্ন সহকারে বঙ্গ-সাহিত্যের যে সকল অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এই সকল গ্রন্থ যাহাতে সাধারণ্যে বিশেষতঃ পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে প্রচার লাভ করে, পরিষদের প্রত্যেক সদস্যই যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের এই অমূল্য গ্রন্থরাজির পরিচয় অবগত হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ১০ খানি গ্রন্থ (যাহার মূল্য সাধারণের পক্ষে ১১৸০) মাত্র ৩।৷০ সাড়ে তিন টাকা মূল্যে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পরিষৎ তাঁহার সদস্যগণকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের আত্মীয়গণের জন্যও ৩।৷০ মূল্যে এই গ্রন্থাবলী লইতে পারেন। এই ১০ খানি গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

গ্রন্থাবলীর তালিকা — সাধারণপক্ষে মূল্য

১। **বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়**—(সচিত্র) পুরাণোক্ত নারায়ণের বিবিধ মূর্ত্তি ও ধ্যানানুসারে নির্ম্মিত ও নানা স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন পাষাণ-প্রতিমার বিবরণ। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-লিখিত। পত্রাঙ্ক ৪৮— ।৶০

২। **দুর্গামঙ্গল**—অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ বিরচিত চণ্ডীকাব্য। ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। পত্রাঙ্ক ৩২০— ১৲

৩। **প্রাচীন পুঁথির বিবরণ**—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত। ১ম ও ২য় খণ্ড, পত্রাঙ্ক ৩৮৪— ১৶০

৪। **জ্যোতির্দর্পণ**—(সচিত্র) জ্যোতিষশিক্ষার্থিগণের অবশ্য পাঠ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ সম্পাদিত। পত্রাঙ্ক ২২২— ১।০

৫। **কল্কিপুরাণ**—কল্কিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাদি ছন্দে ৺রামলোচন দাশগুপ্ত-বিরচিত প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। পত্রাঙ্ক ১১৪— ১।০

৬। **কবি হেমচন্দ্র**—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ও কাব্যের সমালোচনা। পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৩, সচিত্র— ॥৶০

৭। **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (১ম খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে ৬১৩টি পদ আছে। ডবল ক্রাউন এন্টিক কাগজে ছাপা। ৪০৮ পৃঃ— ১॥০

৮। **তীর্থ-মঙ্গল**—৺বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের নানা তীর্থ-পর্য্যটনের বিবরণ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। পত্রাঙ্ক ২৪২— ॥৵০

৯। **তীর্থ-ভ্রমণ**—সিপাহী মিউটিনির সময়ে ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত। ইহাতে বাঙ্গালীর স্বচক্ষুদৃষ্ট সিপাহী বিদ্রোহের বর্ণনা আছে। পত্রাঙ্ক বৃহৎ ভূমিকা সমেত ৭৪২— ১॥০

১০। **ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)**—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিবৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পত্রাঙ্ক ৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮—৭৫ ২।০

১১৸০

[illegible]—এই সকল গ্রন্থ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন টাকায় কেবল [illegible] দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

৯ই চৈত্র, ১৩২৪।

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় তাঁহার পরিবারবর্গকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় রাখিয়া অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি জীবিতকালে সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন এবং পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ-পাঠ এবং প্রাচীন মুদ্রা, পুথি প্রভৃতি উপহার দিয়া পরিষদের অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি পরিষৎকে একটি প্রাচীন মুদ্রা দিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার পরিষদের প্রতি একনিষ্ঠ সেবার উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নিঃস্ব সাহিত্যসেবীর অনাথ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য গত ৬ষ্ঠ মাসিক সভার নির্দ্দেশ মত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি একটি সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য সকল সদস্যের নিকট বিনীত অনুরোধ করিতেছেন। আশা করি, আপনি এই অনাথ পরিবারের সাহায্যার্থ এই তহবিলে এককালীন কিছু অর্থ-সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। ইতি—

বশংবদ

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্বিংশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

[illegible] বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।
[illegible] ৩৷৵৹ তিন টাকা [illegible] আনা।

[illegible] পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা [illegible]

সভাপতির অভিভাষণ

বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা নিবেদন করিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্টতা এই দেখা যায় যে, উহা সকল সময়ে ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহত্তের সন্ধান করিয়াছে। অন্য দেশে জ্ঞানরাজ্য এত বহুধাভাগে বিভক্ত হইয়াছে যে, তথায় সমগ্রকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ; তাই তাহার কাব্য, তাহার সাহিত্য, জ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই মহান্ সত্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি সূর্য্যের মধ্যে সেই একতার সন্ধান করিয়াছে। তাই বোধ হয়, আপনারা জ্ঞান ও সাহিত্যকে একে অন্যের অঙ্গ মনে করিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে এক জন বিজ্ঞান-সেবীকে তাহার অজ্ঞাতে এই সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, আমার অভিভাষণে আগামী বৃহস্পতিবার দিন তাহা বলিব। তৎপূর্ব্বে পরিষদের ভবিষ্য উন্নতিকল্পে কয়েকটি কথা আজ উত্থাপন করিব।

যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন, তখন এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলাম। এক দিকে সময়াভাব ও ভগ্ন স্বাস্থ্য, অন্য দিকে পরিষদে কোন কার্য্য করা সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল; শুনিয়াছিলাম, এখানে দলাদলি এত প্রবল এবং আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। এ জন্য অস্বীকার করিয়া লিখি। তাহা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে রেহাই দেন নাই। তখন স্থির করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু, সে-ই মৃত অস্থি লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে

পাইয়াছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে।

সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, যাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে। মনে হইল, কেবল পুরাতন সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাইয়া বর্ত্তমান জীবন্ত সাহিত্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদিগের নিকট অনেক টাকা অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী; দেখি, পুস্তকাগারের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি অবিক্রীত পুস্তক পরিষদ্‌ভবনে এরূপ স্তূপীকৃত হইতেছে যে, তথায় মনুষ্যের চলাচল দুর্গম হইবে। অমূল্য শিলালিপি, তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাত্র দর্শকের মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করে। আর সময়ে সময়ে যাঁহারা পরিষদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষের প্রতিকূলতায় সেই চেষ্টা নাকি বিফল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, কাজ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।—

(১) বাহিরে পরিষদের বিশৃঙ্খলতার সম্বন্ধে যে নানান্ কথা উঠে, তাহার ভিত্তি কোথায়?

(২) ভবিষ্যতে এই সব বিশৃঙ্খলতার প্রতিবিধান কিরূপে হইতে পারে?

(৩) পরিষদ্‌ভবনের আবর্জ্জনা দূর করিয়া এখানে চিন্তাশীল শিক্ষার্থী-দিগের মৌলিক গবেষণার সাহায্য কিরূপে করা যাইতে পারে?

(৪) যে দলাদলি হইতে পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে পরিষৎকে কিরূপে রক্ষা করা যায় ? এবং এই সব বাধা দূরীভূত করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য—সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?

স্থায়ী ভাণ্ডার

এ বিষয়ে অনেক কথা উঠিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সব কথা সাধারণের জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে কখন কখন অন্যায় প্রশ্রয় পাইবে, কখন কখন বা অমূলক নিন্দা রটনার সুযোগ ঘটিয়া উঠিবে। স্থায়ী ভাণ্ডারের অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থার একটা মোটামোটি হিসাব দিতেছি। অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, এই ভাণ্ডারের জন্য মোট চাঁদা ৪৩ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে লালগোলার রাজার প্রতিশ্রুতি ১৩ হাজার। রাজা বাহাদুর যখন এই শেষোক্ত টাকার জন্য দানপত্র করেন, তখন এই টাকার দ্বারা যাহাতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়,—এইরূপ সর্ত্ত করেন এবং সেই কারণে উহা স্বতন্ত্র স্থায়ী ভাণ্ডার ভাবে মজুত আছে।

প্রতিশ্রুত বাকী ৩০ হাজারের মধ্যে নানান্ সময়ে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ১৩ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। এই ১৩ তের হাজার পরিষদের সাধারণ স্থায়ী ভাণ্ডার। ইহা ব্যতীত পরিষদ্‌ভবনও স্থায়ী বিত্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরিষদ্‌ভবন নির্ম্মাণের জন্য স্বতন্ত্র চাঁদা প্রতিশ্রুত হয় এবং সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে ইহার জন্য প্রতিশ্রুত টাকার মধ্যে ২০০০৲ টাকা বহু চেষ্টাতেও আদায় হয় নাই। এ দিকে কন্ট্রাক্টার নালিশ করিবার ভয় দেখাইলেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা অনন্যোপায় হইয়া স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে দুই হাজার টাকা ধার লইলেন। ইহা যে অন্যায় হইয়াছে, সন্দেহ নাই; জানি না, এ জন্য কাহার দোষ অধিক—কর্ত্তৃপক্ষের অথবা যাঁহারা প্রতিশ্রুত টাকা দিতে অস্বীকার করেন।

তাহার পর পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ জন্য ১৩০৯ সাল হইতে ১৩২২ সাল অবধি এই ১৪ বৎসরে একুনে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে ঋণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০০০৲ টাকা ১৩০৯ হইতে ১৩১৬ সালের

মধ্যে লওয়া হয়। বাকী ৪০০০ টাকা ১৩২০।২১ ও ১৩২২ এই তিন সালে লওয়া হইয়াছে।

এই কয় বৎসরে হঠাৎ এত বেশী ঋণ হওয়ার কারণ কি? ১৩১৯ সালের শেষে গবর্ণমেণ্ট পুস্তক প্রকাশের জন্য গ্রাণ্ট মঞ্জুর করেন। সর্ত্ত এই, যদি পুস্তক প্রকাশের জন্য পরিষৎ বৎসরে ৩৬০০ টাকা খরচ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১২০০ টাকা দিবেন অর্থাৎ পরিষৎকে প্রতি বৎসর পুস্তকপ্রকাশের জন্য ২৪০০ টাকা খরচ করিতে হইবে। এই ২৪০০ টাকার মধ্যে লালগোলার রাজার পৃথক্ সাহায্য ৮০০ ও কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ ১৫০, টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। বাকী ১৪৫০ টাকা, চাঁদা ও অন্যান্য উপায়ে দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সদস্যের বাৎসরিক চাঁদার মধ্যে এই কয় বৎসরে একুনে ২১ হাজার টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। এই বাকী চাঁদা তুলিবার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে। এমন কি, চাঁদার ½ বাদ দিয়া ½ লইয়া শোধ করিবার উপায় করা হইয়াছিল; ইহার সিকি আদায় হইলে পরিষৎ ঋণজালে জড়িত হইত না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে বিবিধ স্থায়ী তহবিলের অবস্থা এইরূপ ছিল,—গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী-ভাণ্ডারে লালগোলার রাজার প্রদত্ত—১৩০০০। এই টাকা মজুত আছে।

সাধারণ স্থায়ী-ভাণ্ডারের ১২০০০ মধ্যে গৃহনির্ম্মাণ বাবতে ২০০০ এবং পুস্তকপ্রকাশের জন্য ৫০০০ একুনে ৭০০০ ঋণভাবে লওয়া হইয়াছে। বাকী মজুত ৬০০০ টাকা আছে। এতদ্ব্যতীত গত বৎসরের অতিরিক্ত যে ৫০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও মজুত আছে।

আমি সভাপতি-পদ গ্রহণ করিবার পর পুস্তকপ্রকাশের অর্থের জন্য আরও বিব্রত হইতে হইয়াছে। কুমার অরুণচন্দ্রের বার্ষিক ১৫০ দান গত বৎসরেই শেষ হইয়াছে। লালগোলার রাজাবাহাদুরের বার্ষিক ৮০০ গত বৎসর হইতে পাওয়া যাইতেছে না। ইহা সত্ত্বেও স্থির করিয়াছি, যেন স্থায়ী-ভাণ্ডার আর ভাঙ্গা না পড়ে। পরন্তু যাহাতে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বঋণ ৭০০০ টাকা সম্পূর্ণ রকমে শোধ হয়, তাহার কোন প্রকার উপায় করিতেই হইবে। শুনিয়া সুখী হইবেন যে, এত অনাটন সত্ত্বেও গত দুই বৎসর পুস্তকাদি

প্রকাশ বা গৃহ-সংস্কারাদি কোন কারণেই স্থায়ী-ভাণ্ডারের ঋণ বৃদ্ধি হয় নাই। বরং এই দুই বৎসরে আমরা দেড় হাজার টাকা ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে ভবিষ্যতের বজেট এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা ধরিয়া চলিলে আর ৪ বৎসরের মধ্যে সমস্ত ধার সম্পূর্ণ শোধ হইবে।

গৃহ-সংস্কার

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অবিক্রীত পুস্তক-স্তূপ জঞ্জালপ্রায় হইয়া পরিষৎ-ভবনে চলাফেরার পথ বন্ধ করিয়াছিল। আরও বহু বিশৃঙ্খলা ছিল, সে সব দূর না করিলে পরিষদের বিকাশ অসম্ভব হইত। নূতন আলমারী, বক্তৃতাগৃহে বসিবার আসন, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আরম্ভ করিতেই অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এতদর্থে আমাদের অবিক্রীত পুস্তকরাশি গ্রন্থাবলীর সেট করিয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্থানাভাব দূর হইয়াছে এবং আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের অধিক প্রচার হইয়াছে। ১৩০৭ হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১০০৲ টাকার পুস্তক বিক্রী হইত। তাহার পর গত ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ৮০০৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা ৫৫০০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের চতুর্গুণ মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৭০০৲ টাকা রাখিয়া মন্দিরের সৌষ্ঠবের জন্য ১৮০০৲ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। বাকী ব্যয়ের জন্য এখানকার কোন কোন বিশিষ্ট সদস্য ১৫০০৲ টাকা তুলিয়া দিবেন, এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ৫০০৲ টাকা মাত্র। আশা করি, তাঁহাদের যত্নে বাকী টাকা উঠিবে। সাধারণ সদস্যেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ২৲ টাকা করিয়া প্রায় ৮৫০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বের গৃহ-সংস্কারের জন্য দেনা এখনও তিন হাজার টাকা বাকী আছে। কয়েকটি অতি আবশ্যক ব্যয়ের জন্য আরও দুই হাজার টাকা অর্থাৎ একুনে ৫০০০৲ হাজার টাকার আবশ্যক। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক অথবা ২৫০০৲ টাকা তুলিবার জন্য আমরা ভার লইলাম। সদস্যেরা অনুগ্রহ করিয়া বাকী ২৫০০৲ টাকা তুলিয়া দিলে সত্বরেই পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে পারিবে।

আমি যে সব উন্নতির কথা বলিলাম, তাহা সাধন করিবার জন্ত দুই জন সদস্ত প্রাণপণে খাটিয়াছেন,তাঁহাদেরই জন্ত এতগুলি কাজ এত সত্বরে সাধিত হইয়াছে। এরূপ কর্ম্মঠ আর ২।৪টি যদি যোগদান করিতেন, তাহা হইলে পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহাকেও চিন্তিত হইতে হইবে না।

এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িতেছে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন। তৈলচিত্র, প্রাচীন শিলা ও মুদ্রা যথাযথ প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং মৌলিক গবেষণার জন্ত দুইটি ক্ষুদ্র কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দলাদলি

জীবনে বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানান্ দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্ত্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম্ম শুধু কর্ত্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্ত যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দাম ভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয়, তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই জন্ত সাহিত্য পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্তের পরিবর্ত্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয়, সে জন্ত বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব্ব করিয়া নিজেরা বড় হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্ত চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সদস্তদিগের উদ্যমের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুলরূপে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে

লিখিয়াছিলাম—"পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য নির্ব্বাহক সভা সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্যমাত্র।" আরও লিখিয়াছিলাম যে, "সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্ত্তব্যশীল সভ্য নির্ব্বাচিত করেন, তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্যই ভবিষ্যৎ দুর্গতির কারণ হইবে।" এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি শ্রেয় হইবে? তথায় প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্যানভাস হইয়া থাকে, পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠী উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকসিত হয়, তাহা কি এইরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?

নবীন ও প্রবীণ

নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসংবাদের প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ, ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও একস্ব নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্দ্ধক্য তাঁহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন তো তাহার অনেক উপরে—সে তো চিরনবীন। মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন অভিজ্ঞতা অভাবে হয় ত অতিদ্রুত চলিতে চাহে এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখে না। যাঁহারা বহু কাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয় ত কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অর্জ্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়: প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এত দিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। এ দেশে যেখানে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীনের ও প্রবীণের কার্য্য-কলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি এ কথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

পরিষদের কার্য্য সাধারণ সদস্যগণের নির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহারাই সাধারণের প্রতিভূ হইয়া আসেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতের দ্বারাই প্রতি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কার্য্য সম্পাদনের অন্য উপায় নাই। যদি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত গৃহীত না হয়, তবে তজ্জন্য যদি কেহ পরিষদের সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন, তবে সেটা ছেলেদের আব্দার ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? আর একটা কথা—অতীতের ত্রুটি সম্পূর্ণ মুছিয়া না ফেলিলে কোন নূতন চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।

এ সব যে ত্রুটির কথা বলিলাম, তাহা একান্ত সাময়িক। বাদানুবাদের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহার অনেকটা তিলকে তাল করিবার অভ্যাস হইতে। আমি উভয় পক্ষকেই তাঁহাদের মধ্যে কি কি বিষয় লইয়া বিসংবাদ, তাহা আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; পরে তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দেখা গেল, বিবাদের প্রকৃত কারণ কিছুই নাই বলিলেই হয়। সে যাহা হউক, উভয় পক্ষ মিলিয়া দু-একটি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা আপনারা গ্রহণ করিলে সমস্ত বিসংবাদের মূল চলিয়া যাইবে।

পরিষদ্‌গৃহে বক্তৃতা

যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষীদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার মহাশয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আগামী বৃহস্পতি বার বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চুনীলাল বসু, গণনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যোগেশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বনওয়ারিলাল চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবীদিগকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পরিষদের এই উদ্যোগে তাঁহারা সহায়তা করিবেন, সন্দেহ নাই।

গত দুই বৎসরের সাহিত্য

বিগত দুই বর্ষের মধ্যে অথবা ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

কলাবিদ্যায়————	৩২	সাহিত্যে———	১৩৪
জীবনবৃত্তান্তে————	৩৪	দর্শনে————	২২
নাটকাদিতে————	৯৮	বিজ্ঞানে————	২৯
উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যে—	২৮৪	কাব্য ও কবিতায়—	১২৭
ইতিহাস-পুরাতত্ত্বে———	৯০	আইনে————	২৪
ধর্ম্মবিষয়ে————	১৪০	চিকিৎসায়———	৩৫
ভ্রমণবৃত্তান্তে————	১৩	বিবিধবিষয়ে———	৩১১

মোট ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) কলাবিদ্যা—এসম্বন্ধে ভাল বই লিখিবার চেষ্টা কমই হইয়াছে। তবে সাময়িক পত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, গবেষণাপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ যথেষ্টই বাহির হইয়াছে।

(২) জীবনবৃত্তান্ত—গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকজন ধর্ম্মবীর, সাধু-সন্ন্যাসী, দুই চারিজন কর্ম্মবীর, শিল্পী, ঐতিহাসিক ও কবির জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অমর কবি মধুসূদন রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতির জীবনের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। উইলিয়ম আরভিন শেষ মুগলবংশের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল; এবার তাঁহার জীবনের অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, আজকাল অধিকাংশ লেখক জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া উপকরণ সংগ্রহে যে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

(৩) নাটক, উপন্যাস, কথাসাহিত্য—কয়েকজন শক্তিশালী লেখক

কথাসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। মানব-মনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইঁহাদের কেহ কেহ সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিবার সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া কথাসাহিত্য বিশেষকে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। মনস্তত্ত্বের এরূপ অনুশীলনে বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই লাভবান্ হইবে। গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একখানি সুন্দর সামাজিক উপন্যাসও দেখা দিয়াছে। সাময়িক পত্র-গুলির মধ্যে ছোট গল্পও বাহির হইয়াছে।

(৪) ধর্ম্ম—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যা তাদৃশ সন্তোষজনক নয়। কিন্তু মাসিক পত্রাদিতে কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবিষয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

(৫) ভ্রমণ—পুস্তকের সংখ্যা কম হইলেও এবার মাসিক পত্রে ভ্রমণের অনেকগুলি কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। নারীর একদিকে শিলং ও কাশ্মীর ভ্রমণের কথা, অপরদিকে পারস্য ও নরওয়ে যাত্রার বিবরণ বাহির হইয়াছে। পুরুষের সুদূর অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ, য়ুরোপ-ভ্রমণ, সীমান্ত-ভ্রমণ, ইন্দোর ও উজ্জয়িনী-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব—বিগত দুই বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অভিনব প্রণালীর অনুসন্ধানের ফলে মহারাষ্ট্রীয়গণের কয়েকটী জটিল রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়াছে; বৌদ্ধ, পাল ও সেনরাজগণ, গুপ্ত, অন্ধ্র ও মুগল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। পাটনা, মিথিলা, চুনার, বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক তথ্য সমালোচিত হইয়াছে। ত একটী ঐতিহাসিক সমস্যাপূরণের চেষ্টাও দেখা গিয়াছে। কয়েকখানি তাম্রশাসন ও শিলালেখের আবিষ্কার-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। অন দিন লেখক ও পাঠক যে পুরাতত্ত্ব-ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে আশার কথা। আলোচ্য দুই বর্ষে মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে।

১। সাধারণ—ইতিহাস, ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী, ইতিহাসের উপদেশ, ইতিহাসের ধারা।

২। পুরাতত্ত্ব-কুমার গুপ্তের তাম্রশাসনসম্বন্ধে আলোচনা, মহারাজ শ্যামদাসের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার, নবাবিষ্কৃত অশোক অনুশাসনের পরিচয়, সাঁচি স্তূপের বিবরণ এবং বীরভূম ও নদীয়ার প্রত্নতত্ত্ব।

৩। প্রাচীন ইতিহাস—প্রাচীন ভারতে ব্যবহার, প্রাচীন ভারতের কর্ম্ম কাণ্ড, বৌদ্ধধর্ম্ম, গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ যুগ, পাটলিপুত্র প্রভৃতি।

৪। মুসলমান যুগের ইতিহাস—মুসলমান রাজত্বে শিক্ষা বিস্তার, হামিদাবানু, জেব উন্নিসা, আকবর ও বেগম সমরু প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, আকবর বাদশাহ নিরক্ষর ছিলেন কিনা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বাদানুবাদ।

৫। অনুবাদ—কল্কি অবতারের ঐতিহাসিকত্ব, আর্য্যজাতির মধ্যে জাতের অঙ্কুর, পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে ও অধ্যাপক যদুনাথ সরকার শিবাজীসম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্প্রতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বৈদিক যজ্ঞসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)' ও 'সমসাময়িক ভারতে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৭) কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বঙ্গসাহিত্যে দার্শনিক চিন্তার নূতন ধারা সমানয়ন করিয়াছেন। "সৌন্দর্য্যতত্ত্বের" সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ-সূচক গ্রন্থ, 'প্রাণময় জগৎ' ও 'মনোবিজ্ঞান' সম্বন্ধে প্রবন্ধ দর্শন-বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

(৮) বিজ্ঞান—বিজ্ঞানসম্বন্ধে মাত্র কয়েকটী আলোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য কোন গ্রন্থ নাই।

(৯) সাহিত্য ও আলোচনা—এ বিভাগে মাত্র দুই একখানি ভাল বই বাহির হইয়াছে। তবে মাসিক পত্রে সাহিত্যে নানা বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গালা বানান, উচ্চারণ, ভাষা কিরূপ হওয়া

উচিত এসম্বন্ধে অনেক অনুশীলন হইয়াছে। অধিকাংশ মাসিক পত্রেই সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক ভাল প্রবন্ধ অল্প-বিস্তর বাহির হইয়াছে। 'সাময়িকী', 'আলোচনা', 'আলোচনী', বিবিধপ্রসঙ্গ', 'পঞ্চশস্য', 'কল্প-তরু' প্রভৃতি নাম দিয়া কোন কোন সম্পাদক দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন।

(১০) প্রাচীন সাহিত্য—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। 'যুক্তিকল্পতরু' নামে একখানি প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন পুস্তক এবং কবি চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনসম্বন্ধে দুই খানি এবং অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে ৪খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(১১) অনুবাদ-সাহিত্য—'ভাস', 'বাৎস্যায়ন', "বেদান্তের ভাষ্য" প্রভৃতি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া বঙ্গভাষার কলেবর ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ১০খানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাময়িক পত্র ৩০০ হইতেও অধিক।

(১২) মুসলমান-সাহিত্য—বিগত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ কয়েকখানি সুন্দর পুস্তক ও কয়েকটী মনোরম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন মুসলমান লেখক আর উর্দ্দু ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা সাহিত্য-রচনায় সাহিত্যের বাঙ্গালা যথাসম্ভব ব্যবহার করিতেছেন। 'আল-ইস্লাম' প্রভৃতি পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ এরূপ সুন্দর বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে যে, লেখকের নাম তুলিয়া দিলে হিন্দু কি মুসলমানের লেখা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অনেকের ভাষা বিশেষ সংযত ও সুলিখিত। গত দুই বৎসরের মধ্যে ইতিহাস, ধর্ম্ম, জীবনবৃত্তান্ত, কবিতা ও সাধারণ সাহিত্য বিষয়েই মুসলমানগণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। কাজি ইমদাদুল-হক্ 'নবীকাহিনী' লিখিয়াছেন, মোজাম্মেলহক্ 'হজরৎ মহম্মদ' নামে মহম্মদের জীবনকাহিনী ও মাহাত্ম্যের কথা কবিতায় রচনা করিয়াছেন। মহম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী 'ধর্ম্মের কাহিনী' লিখিয়াছেন। সাময়িক পত্রেও কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শোক-প্রকাশ।

এই দুই বৎসরের মধ্যে কতকগুলি প্রথিত-নামা সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-বন্ধুর পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধাররূপে পরিষদের উন্নতিবিধানে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এবিষয়ে আমার বেশী বলিবার কিছু নাই। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বিজড়িত থাকিবে। পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের অভাব হইয়াছে। ইঁহাদের স্থান পূরণ করিবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিক —যাঁহারা দেশের ও সাহিত্যের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন—তাঁহাদের পরলোকগমনে আমরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি :—

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিহারীলাল গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, হেমেন্দ্রমোহন বসু, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, লালমোহন বিদ্যানিধি, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, রবি দত্ত, সার প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, গৌরীশঙ্কর রায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়। ইঁহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন।

উপসংহার।

সাহিত্য-পরিষদের এই দুই বৎসরের কার্য্য আশাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বাধার কারণ দূর হইয়াছে, এখন আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতাই ইহার গতিকে দ্রুততর করিবে। সদস্য-সংখ্যা গত বৎসরে এক সহস্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রত্যেক সদস্য যদি অন্ততঃ আর একটি নূতন সদস্যের নাম প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বহুলকার্য্য সাধিত হইতে পারে।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন; সেই কমিশনের বিদেশীয় সভ্যগণ ইহার কার্য্য লক্ষ করিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন পরিস্ফুটনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, আমাদের এই সাহিত্য-পরিষৎকে আদর্শ করিয়া তথায় অন্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা হইতেছে। এ সবই তো আশার কথা— আশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে? সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন আসিতেছে, তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। দুর্দ্দিনের মধ্যে কি আশা লইয়া ভবে থাকিব? দুই একটি আশার কথা আছে; তাহার মধ্যে আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ অন্যতম। আমাদের অযত্নে এই ক্ষীণ প্রদীপটি কি নিবিয়া যাইবে?

পরিশিষ্ট

বার্ষিক আয় ব্যয় হিসাবের প্রণালী

আয়।

১।	চাঁদা	১০,৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	২৫০৲
৩।	পুস্তক বিক্রয়	১০০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭০০৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩০০৲
৬।	সুদ আদায়	৮০০৲
৭।	এককালীন দান	২২২৫৲
		১৫৭৭৫৲

ব্যয়।

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ	২৪০০৲
৩।	পুস্তকালয়	৫২৫৲
৪।	পুথিশালা	১৫০৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	৪০০৲
৬।	চিত্রশালা	১৫০৲
৭।	ডাকমাশুল	১১০০৲
৮।	বাড়ী মেরামত	৩০০৲
৯।	অন্যান্য আসবাব ও আলো মেরামত	১০০৲
১০।	কমিশন	৭৫৲
১১।	ট্যাক্স	২৬২৲
১২।	ইলেক্‌ট্রিক্ আলোক ও পাখার বিল	৩০০৲
১৩।	ঘর ভাড়া	১২০৲
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	২০০৲
১৫।	নূতন আসবাব	১০০৲
১৬।	বেতন	৪০০০৲
১৭।	গাড়ী ভাড়া	১৫০৲
১৮।	পোষাক	৫০৲
১৯।	ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৮০৲
২০।	সম্মিলনের ব্যয়	৭৫৲
২১।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২৫০৲
২২।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়	২৫৲
২৩।	বিবিধ ব্যয়	২০০৲
২৪।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	১০০০৲
		১৫৬১২৲

ভ্রম-সংশোধন

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে বড় নগরের কয়েকখানি শিলালিপির ছাপ ও পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪ সংখ্যক লিপি (১৯৯ পৃষ্ঠা, ৩ ও ৪ পংক্তি) অর্থাৎ গণেশ-মন্দির-সংলগ্ন লিপিতে "রসবর্জ্জিতে" স্থলে "রসবর্জিতে" হইবে এবং "দয়ারাম(ঃ)" স্থলে "দয়ারামো" হইবে। যে অনবধান হইতে ভুল দুইটি হইয়াছে, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। মনীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই ভুল দুইটি ধরিয়া দিয়াছে এবং তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই ভুলের কথা আমাকে জানাইয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রতি এ জন্য যারপর নাই কৃতজ্ঞ। পত্রিকার পাঠকেরা ছাপের সহিত পাঠ মিলাইলেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালা-দেশে মুসলমান অধিকারের পত্তন। তখন হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী ও আরবী নাম এবং শব্দের প্রবেশের সূত্রপাত।

মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আরব জাতির জাতীয়তার উন্মেষের যুগে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আদিতে উময়্য়-বংশীয় খলীফহ্ সুলয়মান যখন দমস্ক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ইরাক্ ও অল্-জজীরহ্ (মেসোপোটামিয়া) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হজ্জাজ ভারতে ইস্লাম প্রচারের জন্য মহম্মদ্ ইব্ন্-কাসিমের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে আরব মুসলমানেরা ৭১২ সালে সিন্ধু প্রদেশ জয় করে; এবং ওই প্রদেশ কিছু কাল আরবদের হাতেই থাকে। কিন্তু আরবদের অধিকার এ দেশে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয় নাই; এমন কি, ইহাদের আগমনবার্ত্তা ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেই পারে নাই। ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্য লইয়া দেখা দেয়, তুর্কী ও আফগান জাতীয় মুসলমানেরা। বগ্দাদের অব্বাস-বংশীয় খলীফহ্-দের ক্ষমতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সল্জূক্ ও অন্যান্য জাতীয় তুর্কীরা পারস্য, ইরাক্ ও পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডে আসিতে থাকে, এবং ক্রমে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে ঐ সকল দেশে এই তুর্কীরা বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, আরব ও পারসীকেরা ইহাদের কাছে অবনতি স্বীকার করে। বিভিন্ন তুর্কী-গোষ্ঠী খোরাসান ও আফগানস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং অর্দ্ধসভ্য আফগানদিগকে আপনাদের বশে আনয়ন করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, ৯৬২ সালে অল্-তগীন্ নামে এক তুর্কী সেনানী আফগানস্থানের গজ্নহ্ বা গজ্নী নামক স্থানের গড় দখল করেন, এবং আফগানস্থানে এক তুর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্-তগীনের পর সবুক্-তগীন্ এবং তৎপুত্র বিখ্যাত মহ্মূদ রাজা হন। সবুক্-তগীন্ই প্রথম ভারত-বিজয়ের বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালকে কয়েকবার পরাজয় করেন। মহ্মূদ্ (মহ্মূদ্ গজ্নবী নামে বিখ্যাত) ষোল বার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ লুণ্ঠনের অভিযান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মহ্মূদের শৌর্য্য ও তাঁহার তুর্কী এবং আফগান সৈন্যের অপ্রতিহত পরাক্রমের কাছে উত্তর-ভারতের সমবেত শক্তি দাঁড়াইতে পারে নাই। মহ্মূদ্ দক্ষিণে সোমনাথ ও পূর্ব্বে কালঞ্জর পর্য্যন্ত সেনা আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখেন। গজনীর তুর্কী সুলতানদের সময় হইতে 'তুর্কী' শব্দ ভারতে মুসলমান-বাচক হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, বিশিষ্টরূপে মুসলমান ধর্ম্মের ও মুসলমান ভাবের সহিত ভারতের ধর্ম্মের ও ভাবের প্রথম সজ্বাত, তুর্কীরাই ভারতে আনাতে ঘটে। বহু কাল ধরিয়া পঞ্জাবে, রাজপুতানায় মধ্যদেশে, বাঙ্গালায়, বহু দিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পশ্চিমা মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই, তত দিন মুসলমান অর্থে 'তুর্ক্' বা 'তুরুক' শব্দই ব্যবহৃত হইত; এখনও এই অর্থে তামিলে 'তুলুক্ক' শব্দ প্রচলিত; কারণ, দক্ষিণের লোকেদের মুসলমানদের সহিত ততটা সম্পর্কে আসিতে হয় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোর-প্রদেশের সূর-বংশীয় আফগানেরা 'অলাউ-দ্-দীন জহান্-সোজ়ের নেতৃত্বে গ়জ়নী ধ্বংস করে। আফগানস্থানে আফগান ঘোরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা মু'ইজ়্জ়্-দ্-দীন মুহম্মদ ঘোরী তিরৌরীর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রায়-পিথৌরা বা পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করেন। মুহম্মদ ঘোরী নিজে আফগান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনায় বহু তুর্কী সেনানী ও সৈনিক ছিল। এই সকল তুর্কী সেনানীদের মধ্যে অন্যতম কুত্ব্-দ্-দীন অয়্বক্ দিল্লীতে প্রথম মুসলমান রাজবংশের স্থাপন করেন। আর এক সেনাপতি ইখ্ত্যার-দ্-দীন মুহম্মদ্ বখ্ত্যার খ়ল্জী বিহার (মগধ) জয় করেন ও নবদ্বীপ (উত্তররাঢ়) আক্রমণ করেন, এবং লক্ষ্মণাবতী নগর ও প্রদেশ (বরেন্দ্র মুসলমান-শাসনের অধীনে আনেন। খ়ল্জী-গোষ্ঠীয়েরা সম্ভবতঃ তুর্কীজাতীয় ছিল, দীর্ঘকাল আফগান দেশে বাস করা হেতু পরে ইহারা ভাষায় ও আচারে আফগান হইয়া পড়ে। বখ্ত্যার সম্ভবতঃ তুর্কী-ভাষীই ছিলেন। প্রথম ভারতজয়ী মুসলমানেরা মুখ্যতঃ তুর্কী, ও পশ্তো-ভাষী আফগান, এই দুই জাতীয় ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেক ঈরানী ও কিছু আরবও ছিল। উত্তর-ভারতবিজয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে এশিয়া-মাইনরে, ইরাকে, পারস্যে, খোরাসানে ও আফগানস্থানে, সল্জুক্ ও অন্য জাতীয় তুর্কীদেরই বেশী প্রাধান্য ছিল; ভারতেও বহু কাল ধরিয়া তুর্কীরাই প্রবল থাকে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে দাস-বংশীয়েরা সকলেই তুর্কী ছিলেন; খ়ল্জী-বংশীয়েরা তুর্কী-জাতি-সম্ভূত ছিলেন; কিন্তু ইহারা আচার-ব্যবহারে ও ভাষায় আফগান বা পাঠান বনিয়া গিয়াছিলেন। তুগ়লক্ রাজারা তুর্কী ছিলেন; সয়্যিদ রাজারা খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় মুসলমান ছিলেন। সয়্যিদ-বংশের পরে লোদী ও সূর বংশীয়েরা আফগান (পাঠান) ছিলেন, কিন্তু ইহারা অনেকটা হিন্দুস্থানী হইয়া পড়েন। মোগল-বংশের প্রথম রাজা বাবর তুর্কী বলিতেন, তুর্কীতে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ভারতের মোগল সম্রাট্গণ দুই তিন পুরুষেই হিন্দীভাষী হইয়া পড়েন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসকদের মধ্যে, বঙ্গ-বিজয়ের পর প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজত্ব করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তুর্কী ছিলেন; কিন্তু স্বদেশের সহিত সংযোগ না থাকায় তুর্কী ও আফগান, আরব ও হাবশী, সকলেই অল্পে অল্পে ভারতীয় মুসলমান হইয়া দাঁড়ান, এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করেন।

পশ্তো, তুর্কী, ফারসী ও আরবী—এই চারি ভাষা মুসলমানদিগ-কর্তৃক এ দেশে আনীত হয়। তুর্কীরা ও পশ্তো-ভাষী আফগানেরাই ভারতে খুব বেশী আসে, এবং মুসলমান-যুগের ইতিহাসের অনেকটা অংশ প্রধানতঃ ইহাদের লইয়া। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুর্কী

ও পশ্‌তোর প্রভাব ভারতের দেশী ভাষাগুলির উপর প্রায় কিছুই পড়ে নাই। তুর্কীর গোটাকতক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় আসিয়াছে; যেমন—তুর্ক, তোপ, তকমা, খাঁ, বেগ, বেগম, উজবক, বাবুর্চী, উর্দু, চকমকী, কাবু, কোঁৎকা, মুচলকা। কিন্তু খুঁজিলেও পশ্‌তোর শব্দ দু চারটার বেশী বোধ হয় মিলিবে না। ইহার কারণ এই যে, এ দেশে তুর্কী ও পশ্‌তো যখন চলিত, তখন এই দুই ভাষা ঘরোয়া ভাষা হিসাবেই বিজেতা তুর্কী ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল;—ভারতের মুসলমান বিজেতাদের পোষাকী বা দরবারী ভাষা গোড়া হইতেই ফারসী ছিল। ফারসী-ভাষী মুসলমান অধিক পরিমাণে ভারতে না আসিলেও, ফারসীর ছাপ সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দী, বিহারী, বাঙ্গালা ও মরাঠীতে যতটা পড়িয়াছে, ততটা আর কোনও বিদেশী ভাষার নয়।

আধুনিক মুসলমান জগতে মুসলমান-সভ্যতার বাহনরূপে চারটি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; সে চারিটি ভাষা হইতেছে আরবী, ফারসী, পশ্চিমা তুর্কী ও উর্দু। পশ্‌তো, বলোচ প্রভৃতি, মুসলমান জাতির ভাষা হইলেও মুসলমান-জগতে কখনও উচ্চ স্থান পায় নাই, এবং বহু কাল ধরিয়া পাইবেও না। পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরা দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত জাতি বটে, কিন্তু সভ্যতায় ইহারা কখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আফগানেরা তুর্কী সহযোগী ও প্রভুদের নেতৃত্বে ভারত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সভ্যতায় বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহাদের সাহিত্য বড় হইয়া গড়িয়া উঠে নাই; অভিজাত শ্রেণীর আফগানেরা ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও রীতি-নীতিই গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে আফগান ও তুর্ক একমত ছিল। পারস্যে, আফগানস্থানে, ইরাকে তুর্কীদের ক্ষমতার পত্তন হইতেই তুর্কীরা সুসভ্য পারসীক জাতির অনুকরণ আরম্ভ করে। ফারসী ভাষা তখন আরবী ভাষার শব্দ-সম্পদের এবং ইস্‌লামী চিন্তা ও ভাবরাজ্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বগ্‌দাদের নবীন আরবী সাহিত্য ও চিন্তা অনেকটা পারসীক জাতিরই কৃতিত্বের ফল। তখন তুর্কীরা পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই; এবং তখন পারস্যে, খোরাসানে ও তুর্কীস্থানে, কোথাও তুর্কী ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হয় নাই। তুর্কীতে এমন কোনও বই ছিল না, যাহা শিক্ষিত মুসলমান তুর্কী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। এ দিকে প্রাচ্য মুসলমান-জগতে তুর্কী ক্ষমতার অভ্যুদয়ের যুগেই ফারসীতে একটা বড় দরের নূতন সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে। রূদাগী, দকীকী, ফির্‌দৌসী প্রমুখ মহাকবি ফারসী ভাষায় নূতন শক্তি দান করিয়াছেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য এই যুগে আরবী ভাষার বিশেষ প্রচলন থাকিলেও ধীরে ধীরে প্রাচ্যখণ্ডে, পারস্য খোরাসান, আফগানস্থান ও তুর্কীস্থানে, ফারসী আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ফারসী ভাষা দশম শতাব্দীর শেষের দিকেই তুর্কী ও আফগানদের পোষাকী ভাষা বা সাধু ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে যখন উত্তর হইতে বর্ব্বর মোঙ্গোল ও তাতারগণ নামিয়া আসিয়া খোরাসান, পারস্য ও ইরাকে পারসীক-আরব বা মুসলমানী সভ্যতার প্রায়

এক প্রকার বিলোপ সাধন করিল, বগ্দাদ নগর ধ্বংস করিয়া দিল, তখন হইতে এই নবীন মুসলমানী সভ্যতার বাহন আরবী ভাষার চর্চ্চা পারস্যে ও অন্যত্র অনেকটা কমিয়া গেল। মোঙ্গোল আক্রমণের পূর্ব্বে পারস্য দেশেও আরবীতে বই লেখা হইত; এখন হইতে দেশ ভাষা ফারসীর প্রসার বাড়িয়া গেল। কেবল স্বদেশে নহে, আফগানস্থানে ও তুর্কীদের মধ্যেও ফারসী প্রসৃত হইয়া পড়িল। শাসকবর্গ ও অভিজাত শ্রেণী এবং জনসাধারণ, ঘরে তুর্কীই ব্যবহার করুন বা পশ্‌তোই ব্যবহার করুন, সাহিত্যালোচনায় ও রাজকার্য্যে ফারসী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতে যখন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রথম হইতেই যে সকল হিন্দু, রাজার জাতির সহিত মিশিত বা রাজার চাকরী লইত, তাহাদিগকে এই পোষাকী ভাষাই শিখিতে হইত।

খাঁটী আরব মুসলমান ভারতে অল্পই আসে। বাঙ্গালায় হাব্‌শী রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ আরবী বলিতেন, কিন্তু ভারতে মুসলমান-যুগে আরবী-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আরবী-ভাষী লোক বেশী না আসিলেও আরবীর অনেক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি সরাসরি আরবী হইতে আসে নাই, এগুলি আসিয়াছে ফারসীর মধ্য দিয়া। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে যখন পারস্যদেশ মুসলমান আরবদের অধীন হইল, এবং পারস্যের লোকেরা যখন মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, তখন হইতেই আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সংস্কৃতের স্বস্কুলজাত পারসীক বা ফারসী ভাষা, শেমীয় ভাষা আরবীর আওতায় পড়িল; ৭৫০ সালে যখন বগ্দাদে এক নবীন মুসলমান সভ্যতার উত্থান হইল, তখন পারস্যের মনীষা এই নবীন সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়া আরবী ভাষার সেবা ও উন্নতিতে নিয়োজিত হইল। পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পারসীক ভাষার জীবনী শক্তি অবলুপ্ত হইল; ফারসী নিজের পায়ে যেন দাঁড়াইতে না পারিয়া আরবীকে আশ্রয় করিল,—দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্ত শব্দ নবপুষ্ট উন্নতিশীল আরবীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চ ভাবের কথা ভিন্ন সাধারণ বহু শব্দও ফারসী অনাবশ্যকরূপে আরবী হইতে গ্রহণ করিয়া অঙ্গীভূত করিতে লাগিল। আরবী সাহিত্যের আদর্শে এক নূতন মুসলমানী ফারসী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ফারসী, আরবীর শব্দ ও ভাব সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল; এখন যেমন যে কোনও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় অবাধে চালাইতে পারা যায়, ফারসীতে তেমনি যে কোন আরবী কথা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এমন কি, ফারসী আরবীর এতটা অনুকারী হইয়া পড়িয়াছে যে, আরবীর অনেক বাক্য-রচনা-রীতি, প্রত্যয় বিভক্তি ফারসী লইয়া বসিয়াছে। আধুনিক ফারসীতে শতকরা ৭০-এর উপর শব্দ আরবী; অতি সাধারণ ঘরোয়া কথা বলিতে গেলেও আরবীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন ফারসীর চলে না। ফলতঃ ইংরেজীর পক্ষে যেমন লাটিন, বাঙ্গালার পক্ষে যেমন সংস্কৃত, ফারসীর পক্ষে আরবী সেইরূপ হইয়াছে। এই জন্য ফারসী ভাষা যখন ভারতে আসিল,

তখন আরবীর অনেক শব্দই আসিয়া গেল। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আরবীর চর্চ্চা থাকিলেও, এই শব্দগুলি একেবারে আরবী হইতে ধার করা হয় নাই। স্পেনের লোকেরা আরবী-ভাষী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়, বিজেতা আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া স্পেনীয়েরা অনেক আরবী কথা গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় বিশেষ্য বিশেষণের সঙ্গে ال 'অল্' উপসর্গ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; স্পেনীয় ভাষায় যে সকল আরবী শব্দ পাওয়া যায়, আরবী-ভাষীর মুখ হইতে শুনিয়া গৃহীত বলিয়া সেগুলিতে এই উপসর্গ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফারসীতে যখন আরবী শব্দ আসে, তখন এই উপসর্গ ধরা হয় না। ফারসীর ভিতর দিয়া পাওয়া বলিয়া আমাদের হিন্দী ও বাঙ্গালায় যে আরবী শব্দ মিলে, তাহাতেও 'অল্' উপসর্গ নাই। যেমন স্পেনীয় alcayde, alcoran, alcorban, alcacer, Alhambra, atabal, Alcala, Alborge ইত্যাদি; এই আরবী পদগুলির ভারতীয় রূপ যথাক্রমে—কাজী (বাঙ্গালা) বা ক়াজ়ী (হিন্দুস্থানী), কোরান, কোর্বান্, ক়স্র্ (উর্দু), হমর্ (উর্দু), তবলা (বাঙ্গালা), কিল্লা বা ক়লহ্ (উর্দু), বুরুজ (বাঙ্গালা)।

বাঙ্গালায় ফারসী (ও আরবী) কথার বেশী করিয়া আমদানী আরম্ভ হয় মোগল আমল হইতে। মোগল আমলের পূর্ব্বে তুর্কী ও পাঠান শাসকদের সঙ্গে বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ হিন্দু প্রজার তেমন যোগ ছিল না। কারণ, মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অংশবিশেষ মাত্র মুসলমান-শাসনে ছিল। "খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজ-চ্ছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিকল-মনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলিজীর সময়ের শতাধিক বর্ষমধ্যেই বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজবংশধর বিরাজ করিতে-ছিলেন। (তারিখ বারণী। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় স্বাধীন রাজা দনুজরায় বলবন্ বাদশাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তোগলক্‌শাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। মুসলমান ইতিহাসে সপ্তগ্রামের এই প্রথম উল্লেখ।) পরবর্ত্তী সময়েও কিছু কাল মুসলমানরাজের অধিকার ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গের একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইস্‌লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু সামন্তগণও অনেক সময়ে মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন।" [কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল।] পাঠানেরা সমগ্র বঙ্গদেশ কোন কালে জয় করিতে পারে নাই। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তেয়ার-উদ্-দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তেয়ার খলজী নদীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন,

কিন্তু প্রথম প্রথম কেবল গৌড়-লখনাবতীতেই মুসলমান-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান গিয়াস্-উদ্-দীন (১২১১-১২২৬) সম্ভবতঃ উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, এবং গৌড়ে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; কথিত আছে, তিনি তীরহুত, কামরূপ ও বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) রাজাদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। ইখ্‌তয়ারু-দ্-দীন যুজ্‌বক্ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ (আনুমানিক) নবদ্বীপ জয় করেন; রুক্‌নু-দ্-দীন কৈকাউস শাহের সেনানী উলুগ্-ই-৫অজম্ জফর খান বহ্‌রাম য়িৎগীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম জয় করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে শমসু-দ্-দীন য়ুসুফ শাহের রাজ্যকালে পাণ্ডুয়া জয় করা হয়। [এই সমস্ত তথ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।] দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালা (মেদিনীপুর, যাজনগর বা উড়িষ্যা) বহুকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল; পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে (বীরভূম, বাঁকুড়া ও কোচবিহার প্রভৃতিতে) মুসলমান-ক্ষমতা কখনও সুদৃঢ়রূপে প্রসৃত হইতে পারে নাই। পাঠানদের শাসনকালে বাঙ্গালার 'ভুঁইয়া' রাজারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসক ছিলেন; ইঁহাদের 'জমিদার' নাম মোগল যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মোগল আমল হইতেই সুবেদারের শাসন সুদৃঢ় হইল, রাজধানী দিল্লী-আগরার সহিত সুবে বাঙ্গালার সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইল। রাজার জাতি, রাজার ভাষা ও রাজার আইন-কানুনের সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ করিয়া পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল।

রাজার জাতি এখন আর এক দল বিদেশী তুর্কী, পাঠান বা মোগলকে লইয়া নহে; তুর্কী, মোগল, পাঠান সকলেই ১৭শ শতকের মধ্যে হিন্দুস্থানী বনিয়া গিয়াছে। যে সকল নবাগত তুর্কী, মোগল, ঈরানী ও পাঠান এবং আরব এখন ভারতে আসিতেছে, তাহারাও ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। বিজেতৃবংশসম্ভূত বলিয়া তুর্কী, মোগল, পাঠান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মাতৃ-ভাষা এখন আর বিদেশী তুর্কী বা পশ্‌তো নহে; উত্তরভারতের ভাষা হিন্দুস্থানী ইহাদের মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে। মোগল আমল হইতে বহু মুসলমান ও রাজপুত এবং অন্য শ্রেণীর পশ্চিমা হিন্দু বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে চাকরী লইয়া বাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। এইরূপে দুইটি ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িবার অবকাশ ঘটিল; একটি মুসলমান শিক্ষিতবর্গের সাহিত্য-চর্চ্চার এবং রাজার দপ্তরের ভাষা—ফারসী; আর একটি বাঙ্গালার পশ্চিম হইতে আগত হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মাতৃভাষা—হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। মুসলমানদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও স্মৃতি-বিধি-নিয়মের ভাষা আরবী, উচ্চশিক্ষিত মুসলমান মোল্লা মৌলবীদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

১২০৬ সালে দিল্লীতে মুসলমান-শাসনের প্রতিষ্ঠা। মুহম্মদ ঘোরী ও কুতুবু-দ্-দীনের ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বরকল্প আফগান ও তুর্কী দল এই সময় হইতে ভারতে বসবাস আরম্ভ করে। ১৬০৫ সালে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়। এই ৪০০ বৎসরের মধ্যে "ভারতীয় মুসলমান" জাতি

ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর-ভারতে (মধ্যদেশে) উপনিবিষ্ট তুর্ক ও আফগান (ও পরে মোগল) এবং দেশী লোকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীর আশে-পাশে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল ও আছে, এবং যেগুলিকে নবাগত মুসলমানগণ 'হিন্দী' বা হিন্দ্-দেশের ভাষা বলিত,—যেমন পূর্ব্বী-পঞ্জাবী, ব্রজভাখা, মেবাতী,—সেই উপভাষাগুলি মিলাইয়া এবং তাহাতে ফারসী (আরবী এবং তুর্কী) শব্দ প্রয়োজন-মত আনিয়া শাসক ও শাসিতবর্গের মধ্যে কথা-বার্ত্তার ভাষা হিসাবে একটি ভাষা দাঁড়াইয়া যাইতে থাকে। ইহার উদ্ভবকাল হইতে এই ভাষা হিন্দী বা হিন্দোস্তানী (অর্থাৎ ভারতের বা হিন্দুর দেশের) ভাষা বলিয়াই খ্যাত হয় ; এবং দিল্লীর বাদশাহদের 'উর্দূ' বা ছাউনীর বাজারের ভাষা বলিয়া মোগল-যুগের শেষভাগে ইহাকে 'উর্দূ-এ-মুঅল্লহ্' বা 'উর্দূ' নাম দেওয়া হইতে থাকে। পরে 'হিন্দোস্তানী' বা 'হিন্দী' আধুনিক কালে মুসলমান বা ফারসী-জানা হিন্দু লোকের হাতে পড়িয়া যখন খুব বেশী করিয়া আরবী ও ফারসী শব্দে পূরিত হয় ও ফারসী লিপিতে লিখিত হয়, তখন 'উর্দূ' নামেই পরিচিত হয়। 'হিন্দোস্তানী', 'হিন্দী' বা 'উর্দূ'র উদ্ভব ত্রয়োদশ শতকে ; তুর্কী, পশ্‌তো ও ফার্সী-ভাষী মুসলমানগণ যখন স্বদেশের সহিত সংযোগ হারাইল, তখন এই 'হিন্দোস্তানী' ক্রমে তাহাদের মাতৃভাষা হইল। এখন হইতে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে 'হিন্দোস্তানী'র পত্তন ; কিন্তু এই সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রথম ৫০০ বৎসর ইহাতে কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। ইহা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে Lingua Franca স্বরূপ ছিল, এবং সহজবোধ্য বলিয়া ক্রমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী হিন্দুদের মধ্যেও রাষ্ট্রভাষা ("খড়ী-বোলী") হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। তিন চার পুরুষেই ইহা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমানদের ঘরোয়া ভাষা হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু লিখিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে ফারসী ব্যবহৃত হইত ; এবং যদি কোনও মুসলমান, দেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে চাহিতেন, তখনই পাঁচটা উপভাষার মিশালে সৃষ্ট এই চলতি হিন্দোস্তানী বা হিন্দীতে না লিখিয়া উত্তর-ভারতের ব্রজভাখা বা অবধীর মত হিন্দুর সাহিত্যিক ভাষাগুলিই অবলম্বন করিতেন। আকবরের নামে ব্রজভাখার পদ পাওয়া যায় ; মালিক মুহম্মদ জায়সী 'পদুমাবত' কাব্য অবধী ভাষায় লেখেন। এই হিন্দোস্তানী ভাষা এক দিকে তুর্কী বা ঈরানী জাত্যভিমানী মুসলমানদের লজ্জা ও অবজ্ঞার বিষয় ছিল ; অন্য দিকে নবীন মিশ্রভাষা বলিয়া হিন্দুর কাছে সাহিত্য-রচনার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ভাব ও চিন্তাপ্রণালী এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃতি লাভ করিল। যখন এই মিশ্রভাষা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমান-সমাজের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, যখন ফারসী আয়াস করিয়া শিখিতে হইত এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাখা বা অবধীতে মুসলমান-চিত্তের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব ছিল না, তখন ইহাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। হয়দর-আবাদের দক্ষিণী মুসলমানদের মধ্যে এই নূতন হিন্দোস্তানী বা উর্দূ সাহিত্যের উদ্ভব।

প্রথম প্রথম হিন্দোস্তানী কবিতার ভাষাকে 'রেখ্‌তহ্‌' বা ফার্সী-'ছড়ান' হিন্দী বলা হইত। উর্দু ভাষার আদি-কবি বলী ('বাবা-ই-রেখ্‌তহ্‌' নামে প্রসিদ্ধ) সপ্তদশ শতকের লোক। হিন্দোস্তানী ভাষা মুসলমান-শাসনের ফল। ইহা সর্ব্বজনবোধ্য বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের কথা-বার্ত্তার ভাষা হইয়াছে; ইহাকে হিন্দুরাও উত্তর-ভারতের সাধুভাষা standard language বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহা 'খড়ী বোলী'; ব্রজভাখা, অবধী, ভোজপুরিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির আর প্রভাব নাই—সেগুলি এখন 'পড়ী বলী'। ইহার প্রচার মুসলমান-ক্ষমতাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু মুসলমান প্রভাবে পড়িয়া এমন সুন্দর একটি বস্তু অনাবশ্যকরূপে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফারসী-মিশ্র হইয়া ভারতীয় হিন্দুর কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট্‌ সাহেবের প্রযত্নে এই ভাষা যাহাতে হিন্দুরও আদরের ভাষা হয়, সেই চেষ্টা হইতে থাকে। ইহাতে হিন্দুর উপযোগী প্রথম পুস্তক লল্লুজী-লালের 'প্রেমসাগর' রচিত হয়, এবং তখন হইতে সংস্কৃত শব্দ বিশেষ পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। গত শতাব্দে হিন্দোস্তানী দুই মূর্ত্তি ধরিয়া বসে—(১) ফারসী অক্ষরে লেখা আরবী-ফারসী-শব্দ-বহুল 'উর্দু'; (২ নাগরী অক্ষরে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল 'হিন্দী'। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; কিন্তু এই মূর্ত্তিতে ইহা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উর্দুর প্রতিযোগী এক বিরাট সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে। হিন্দোস্তানী বা খড়ী-বোলীর প্রাচীন রূপ এখন উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মৌখিক আলাপের ভাষা Lingua Franca হইয়া প্রচলিত আছে; এই ভাষা না বেশী আরবী-ফারসী-মিশাল, না বেশী সংস্কৃত মিশাল; ইহার ব্যাকরণ উর্দু ও হিন্দী অপেক্ষা সরল; বরং ইহা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না; ইহাতে দেশীয় তদ্ভব কথার পরিমাণই অধিক, এবং পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দের চেয়ে আরবী-ফারসী শব্দেরই প্রাচুর্য্য। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা এই "বাজার-হিন্দী"কে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইবে; মৌলবীর আরবী-পূরা উর্দু বা পণ্ডিতের সংস্কৃত-ভরা হিন্দীকে অবলম্বন করিয়া নহে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশ মোগলদের অধীন হয়। এই সময় হইতে হিন্দোস্তানী-ভাষী লোক পশ্চিম হইতে বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত মিশিয়া এবং সুবেদারের ও পরে নবাবের দপ্তরে কাজ করিবার জন্য ফারসী পড়িয়া, শহরে দরবারে আদালতে গতায়াত করিয়া, মোল্লা, আলেম ও ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রভাবে আসিয়া বাঙ্গালী অনেক নূতন ফারসী ও আরবী কথা শিখিল। নূতন নূতন ভাব ও বস্তুর আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরবী ফারসী নাম বাঙ্গালায় আসিয়া গেল। এই সকল কথার অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় স্থায়িরূপে রহিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর জীবনে মুসলমানী প্রভাব যতটা আসিয়াছিল, এতটা আর কোনও কালে

নহে। এই যুগে লেখা বাঙ্গালা বই বা চিঠি-পত্র দেখিলেই এই কথা বুঝা যায়। মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল বই লেখা হইয়াছিল, সেগুলি পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলেও একটি ফারসী কথা মিলিবে না; সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দুই তিনটির বেশী ফারসী শব্দ নাই; 'শূন্যপুরাণে'র সহিত সংযুক্ত নিরঞ্জনের রুষ্মায় মাত্র কতকগুলি মুসলমানী নাম পাওয়া যায়। মোগল-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট ফারসী শব্দ খুব বেশী হইবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের বাঙ্গালায় অনেক ফারসী শব্দ আসিয়া গিয়াছে। আবার মুসলমান ধর্ম্মের চরিত-উপাখ্যান লইয়া বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য সপ্তদশ শতক হইতে যে সকল বই আরবী-ফারসী-জানা আলেমদের দ্বারা লিখিত হইতে থাকে—যেমন জঙ্গনামা আমীর-হামজা প্রভৃতি বই—সেগুলির ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ এত বেশী যে, তাহাকে বাঙ্গালার উর্দু বলা চলে। কিন্তু এই সকল বইয়ের আরবী ফারসী শব্দ এবং চলিত বাঙ্গালায় প্রাপ্ত আরবী ফারসী শব্দ একেবারে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছে—আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর লইয়া; কিন্তু এই প্রকারে যে সকল আরবী ও ফারসী শব্দ ভোল ফিরাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে লইয়া এখন আলোচনা করিব না। 'আরব, মোগল, আদালত, জমিদার, শেরেস্তা, খদ্দের (খরিদ্দার), মফস্বল, মজুর, ক্রোক, হেফাজৎ, জাহাজ, আক্কেল, হুঁকা, ফোয়ারা, আকছার, আতর' প্রভৃতি যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে, সেগুলির উচ্চারণ ও রূপ বদলাইয়া এমন একটি আকার আসিয়া গিয়াছে, যাহার 'সংস্কার' অসম্ভব, সেগুলির বানান সম্বন্ধে কোনও কথা তোলা ঠিক হইবে না। এই রকমের শব্দগুলিকে মূল ফারসী ও আরবী রূপ ধরিয়া 'অরব্ عرب, মুগ্‌ল্ مغل, 'অদালৎ عدالت, জমীন্‌দার زمين‌دار, সর্‌রিশ্‌তহ্ سررشته, খরীদার, খরীদ্দার خريدار, মুফস্‌সল্ مفصّل, মজ্‌দুর مزدور, কুর্ক্ قرق, হিফাজৎ حفاظت, জহাজ جهاز, 'অক্‌ল্ عقل, হুক্কৎ حقّة, ফর্‌রারাহ্ فوّاره, অক্‌সর্ اكثر, 'ইত্‌র্ عطر, লেখা চলিবে না। তবে এই শব্দগুলির মূল রূপ অনুসন্ধিৎসুর জন্য অভিধানে ও ভাষাতত্ত্বের বইয়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমার বক্তব্য হইতেছে, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে আরবী ও ফারসী নামের বানান লইয়া, এবং বাঙ্গালা অভিধান ইত্যাদিতে আরবী ফারসী শব্দের যথাযথ রূপটি বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা লইয়া। যথাযথ লিপ্যন্তর করার উপযোগিতা সম্বন্ধে বাহুল্য করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। অনেক আরবী ফারসী নাম অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল নাম বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মুখে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির (phonetics এর) অনুযায়ী রূপ

লইয়া থাকে। যতই 'বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি'তে সেই সকল নাম বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তরিত হউক না কেন, তাহাতে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণের জিভের আড় ভাঙ্গিবে না। মোল্লা এবং মৌলবীরা 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন' লইয়া যতই বাদানুবাদ করুন না কেন, বিশুদ্ধ আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালী জনসাধারণের মুখে অসম্ভব।* কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও, শিক্ষিত লোক যে সকল বই লেখেন, তাহাতে যথাযথ মূলানুসারী বানান যাহাতে লেখা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আরবী লিপি পাঠে অক্ষম বা অনভ্যস্ত মুসলমানদের জন্য কোরানের সুরা বা বচন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হয়। এইরূপ লিপ্যন্তরে প্রায়ই বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইবার জন্য কোনও চেষ্টা থাকে না। আরবী ও ফারসীতে এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে, যেগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন নয়, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের জানাইতে পারা যায় না। ফুট্‌কি বা অন্য কোন চিহ্ন লাগাইয়া না লইলে বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে তাহাদিগকে যথাযথ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পশ্চিমের দেবনাগরী হরফের সেটের মত বাঙ্গালা হরফের সেটে বিন্দুযুক্ত হরফ পাওয়া যায় না; কিন্তু বিন্দুযুক্ত হরফ কতকগুলি না হইলে চলে না। যেখানে বিন্দুযুক্ত হরফ—যেমন খ় ফ় জ়—মিলে না, সেখানে হরফের পাশে ইংরেজী ফুল-স্টপ বসাইলে কাজ চলিবে; যেমন খ. ফ., জ.; কিম্বা 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে উপায় অবলম্বন করা হয়,—হ্রস্ব উকার (ু) যুক্ত অক্ষরে উ-কারের লেজটুক বাদ দেওয়া—সেই উপায়েও অতি সহজে যে কোনও ছাপাখানায় আবশ্যকমত হরফ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যাইবে; যেমন খু কু ধু—খ় ক় ধ়। ইহাতে ছাপাখানাওয়ালাকেও বিব্রত করা হইবে না, অথচ অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

---

* হিন্দু পাঠকবর্গের খুব সম্ভব জানা নাই যে, কিছু কাল হইল, এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে নমাজ পড়িবার সময় আরবী শ্লোকগুলির উচ্চারণ কিরূপ করা উচিত, সেই বিষয়ে মতান্তর ও বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিশেষ মতভেদ হয় আরবীর ض অক্ষর লইয়া; (এই অক্ষরের মূল উচ্চারণ আমাদের জিভে হওয়া অসম্ভব; ইহা একপ্রকার উগ্র 'দ' [দ্ব] কানে 'দ' বা 'দ্বা' (dw, দোয়া)র মত শুনায়—এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)। কোরানের প্রথম অধ্যায় ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর মত মুসলমানদের নিকট নিত্যপাঠ্য অংশগুলির মধ্যে অন্যতম; এই অংশে ضالين শব্দটি আছে। এ দেশী উচ্চারণ অনুসারে ইহাকে 'জ়াল্লীন্' পড়া হয়; ض-এর উচ্চারণ ভারতে ও পারস্যে z (জ়)। কতকগুলি মৌলবী ফতোয়া দেন, যাহারা আরবী উচ্চারণের অনুরূপ 'দোয়াল্লীন্' না পড়িয়া হিন্দোস্তানী বা ঈরানী কায়দায় 'জ়াল্লীন' পড়ে, তাহাদের নমাজ বাতিল হইবে। এই 'দোয়াল্লীন' ও 'জ়াল্লীন'এর মীমাংসা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইয়া উঠে নাই। এই সম্বন্ধে ২৪ পরগণা টাকী নারায়ণপুরনিবাসী খাদেমল-ইসলাম মোহাম্মদ রুহল কুদ্দুস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একেবারে নিখুঁত লিপ্যন্তর-প্রণালী আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে ; এবং এই নিখুঁত প্রণালী সহজ-বোধ্যও হইবে না। বাঙ্গালা এবং আরবী ফারসী—এই দুই শ্রেণীর বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালা লিপ্যন্তরের বর্ণ ঠিক করা উচিত। এমন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, যাহার সাহায্যে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবা মাত্র মূল রূপটি ধরিতে পারেন, এবং অনভিজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই মূলের উচ্চারণ অনেকটা বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

আরবী ও ফারসী কথার রোমান লিপ্যন্তর লইয়া ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নাই। সংস্কৃত বর্ণমালার রোমান লিপ্যন্তর বিষয়ে ১৮৯৪ সালে জেনেভার সভায় ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত একমত হন। আরবীর সম্বন্ধেও এই সভায় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সর্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই ; যদিও ইংলণ্ডের রয়াল-এশিয়াটিক্-সোসাইটী ও অন্য দুই একটি বিদ্বন্মণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপের যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, তাঁহারা এক প্রকারের লিপ্যন্তর চালাইতে চাহেন, আবার যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা এমন একটি পদ্ধতির পক্ষপাতী, যাহাতে সংস্কৃত-রোমান বর্ণমালার সহিত আরবী-রোমান বর্ণমালার গোল না বাধে। যেমন আরবীর ص ض ط বর্ণ ; প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে লিখিবেন ṣ ḍ ṭ ; কিন্তু সংস্কৃতের ষ ড টকে ṣ ḍ ṭ রূপে লেখা হয়। দুই ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনিকে একই হরফে লিখিলে লোকের মনে ধারণা হইতে পারে, বুঝি ص ض ط এবং ষ ড ট একই ধ্বনিবাচক। এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ص ض طকে s̲ z̲ বা d̲ এবং t̲ বা t̤ রূপে,—ṣ ḍ ṭ হইতে একটু স্বতন্ত্র উপায়ে লিখিবেন। আবার স্থানভেদে আরবী বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে ; মোরোক্কো, আল্‌জিরিয়া ও তুনিস্, ত্রিপোলী, মিসর, সিরিয়া, ইরাক্, মধ্য-আরব ও দক্ষিণ-আরবের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় ; এবং তুর্কী, ঈরানী ও হিন্দুস্থানীদের (ভারতবাসীদের) মুখেও আরবী ধ্বনিগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে যেখানে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে বানান ধরিয়া লিপ্যন্তর করা উচিত, কি উচ্চারণ ধরিয়া, তাহা অবস্থা দেখিয়া বিচার করিতে হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালার পক্ষে মোটামুটি কাজ-চালান গোছের একটা প্রণালী সকলে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও ফারসী নাম লেখার ব্যাপারে, আরবী ফারসী বর্ণগুলির এবং যে যে ধ্বনি তাহারা নির্দ্দেশ করে, আগে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। ফারসী ও তুর্কী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালা হইতে পৃথক্ নয় ; কেবল তুর্কী ও ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে না থাকার দরুন তাহাদের জন্য নূতন কতকগুলি হরফ তৈয়ারী করা হইয়াছে। আরবীই যখন মূল, তখন আগে আরবীর হরফ ও ধ্বনি লইয়া আলোচনা করা যাক্।

আরবী (ও ফারসীর) উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) আলোচনা করিবার জন্য আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা আরবী ব্যাকরণবিষয়ক যতগুলি বই পাইয়াছি, দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন দুই জন আরবী ভাষীর সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্রত্যেক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়াছি। এই দুই জনেরই মাতৃভাষা আরবী; ইঁহারা কেহই হিন্দী বা ইংরেজী ভাল জানেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা-প্রবাসী বণিক্, ইঁহার বাড়ী মধ্য-আরবে নজ্দ্ প্রদেশে (নজদ্ আরবজাতির কেন্দ্র ও আদি-বাসভূমি)। তদ্ভিন্ন ইনি ইরাকের (মেসোপোটামিয়ার, সহিত সংশ্লিষ্ট, স্থানীয় আরবীর উচ্চারণও জানেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মিসরের অধিবাসী, কেরো নগরে ইঁহার বাড়ী; ইনি এখন কলিকাতা চিৎপুর রোডের নাখোদা মসজিদের ইমাম। ফারসী উচ্চারণ আলোচনা করিবার জন্য ঈরানী কাহারও সহিত আলাপ করিবার আবশ্যকতা ছিল না; তবে ঈরানী লোকের মুখে ফারসী আবৃত্তি ও ফারসীতে কথোপকথন শুনিয়াছি।

আরবী

আরবী ভাষা হিব্রু, সিরীয়, প্রাচীন-বাবিলনীয় ও হাবশী ভাষার সহিত সম্পৃক্ত। এই ভাষাগুলিকে Semitic 'শেমীয়' ভাষা বলে। বাঙ্গালা, ওড়িয়া, ভোজপুরিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মরাঠীর সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, শেমীয় ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। শেমীয়-ভাষীদের এক শাখা ফিনিশীয়েরা খ্রীঃ পূঃ ৯০০র পূর্ব্বে মিসর দেশের চিত্রলিপির কতকগুলি চিত্র অবলম্বন করিয়া ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালার উদ্ভব করে। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৪ সালে পালেস্টাইনের অন্তর্গত মোআব জনপদের রাজা মেশা কর্তৃক উৎকীর্ণ লিপি এই শেমীয় বা ফিনিশীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। এক দিকে আরবী, অন্য দিকে গ্রীক, রোমান, রুষ প্রভৃতি, এবং অপর দিকে ভারতীয় ও ভারত-সম্পৃক্ত তাবৎ বর্ণমালা এই ফিনিশীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শেমীয় ভাষাগুলির বিশেষত্বের উপর লক্ষ রাখিয়া এই বর্ণমালা গঠিত হয়। ইহাতে স্বরবর্ণের স্থান নাই, ইহার সমস্ত অক্ষরগুলিই ব্যঞ্জন-ধ্বনি-দ্যোতক। প্রাচীন শেমীয় ভাষায় তিনটি হ্রস্ব স্বর ছিল— a, i, u—আ, ই, উ; ইহাদের দীর্ঘ (ā ī ū আঁ ঈ ঊ) লইয়া মোট ছয়টি স্বরধ্বনি ছিল। শেমীয় বর্ণমালায় হ্রস্ব স্বর জানাইবার উপায় ছিল না, অর্থ অনুসারে এই হ্রস্ব ধ্বনি পড়িতে হইত। দীর্ঘ স্বরের মধ্যে y ও w দ্বারা 'ঈ' ও 'ঊ' জানান হইত, এবং দীর্ঘ আঁ, অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক আলেফ বা 'অলিফ' বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হইত (a'=ā)। এই অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনি, পরে স্বরবর্ণে আঁ ই উ'র সামিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব, দ, ক, ত, প্র, দ'এর মত প্রাচীন শেমীয় ভাষায় অলিফ্ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনরূপে স্বীকৃত; আরবীতে এই অব্যক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির নাম হম্‌জ়হ্। (ইহার সম্বন্ধে আরবীর অলিফ বর্ণ বিচারের কালে আলোচনা করা হইয়াছে)। সাধারণতঃ শেমীয় ভাষায় তিন ব্যঞ্জন (বা তিন

অক্ষর) জুড়িয়া এক একটি ধাতু ; এই তিন ব্যঞ্জনের সহিত নানা স্বরযোগে ইহাদের অর্থের বিভেদ প্রকাশিত হয়, এবং কতকগুলি উপসর্গ ও প্রত্যয় এই তিন অক্ষরে যুক্ত হয়। যেমন 'কৃত্‌ব্‌' (KTB كتب) এই তিন অক্ষরের ধাতু, ইহার অর্থ 'লেখা' ; 'কতব' (KaTaBa كَتَبَ) = সে লিখিয়াছিল, 'কিতাবু' (KiTa'Bu كِتَابٌ) = যাহা লেখা হইয়াছে, বই ; 'কুতিব' (KuTiBa كُتِبَ) = লিখিত হইয়াছে ; 'মক্‌তুবু' (maKTuWBu مَكْتُوبٌ) = যাহা লিখিত হইয়াছে ; 'কাতিবু' (Ka'TiBu كَاتِبٌ) = যে লেখে, লেখক। ক্‌'ন্‌ * (K'N كان) ধাতু অস্তিত্ব জ্ঞাপক ; তাহা হইতে কান (Ka'aNa كَانَ) = সে ছিল ; কাইনু = (Ka'-'i-Nu كَائِنٌ) = যে থাকে ইত্যাদি। হ্রস্ব বর্ণদ্যোতক চিহ্ন (যেমন আরবীর ◌َ ◌ِ ◌ُ এবং হিব্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও রেখা) আগে শেমীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না ; আরবীর যে সকল প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহাদের রেওয়াজ নাই। স্বরবর্ণের রেওয়াজ না থাকিলে বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবী বা অন্য কোনও ভাষা যথাযথ পড়িতে শেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু যাহারা ভাষা জানে, তাহাদের অভ্যাস থাকিলে ততটা গোল হয় না। যেমন বাঙ্গালীর কাছে 'হর দন তর গয়ল সন্ধাঅ হল পঅর কর অমঅরয়' বা 'নহ মঅতঅ নহ কন্যঅ নহ বধর সন্দরয় ররপসয় হয় নন্দনবঅসনয় অরবশ' লিখিয়া দিলে, একটু জানা থাকিলে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে' বা 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি' পড়া মুস্কিল নহে। কিন্তু স্বরবর্ণ না দিলে নানা পাঠ ফের ঘটিবার পথ খোলা থাকে ; কৈথী অক্ষরের 'ববুঅজমরগয়বড়বহভজদ' (বাবু অজমীর্‌ গিয়া, বড়া বহী ভেজ্‌ দো)'-কে 'বাব্‌ আজ্‌ মর্‌ গিয়া, বড়ী বহু ভেজ্‌ দো' পড়ার মত নানা বিভ্রাট সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা পদে পদে। সেই জন্য, যখন হিব্রু ও আরবীতে বেশ বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তখন স্বরধ্বনিগুলিকে সঠিক জানাইবার জন্য হিব্রুর vowel point ও আরবীর ফত্‌হহ্‌, কস্‌রহ্‌, ধম্মহ্‌, তন্‌বীন, সুকূন প্রভৃতি চিহ্নের উদ্ভব হইল। এইগুলি ভারতীয় বর্ণমালার মাত্রার মত ব্যবহারে আসিল। অর্থাৎ 'হর দন তর গয়ল' ইত্যাদিকে—

অ ই　ই ৲　অ ৲　অ ৲ অ　অ　অ　অ অ,　　অ অ　অ উ ৲
হ র　দ ন　ত র　গ য় ল　স ন্ধ্যা অ　হ ল'　বা 'ন হ　ব ধ র

উ অ ই　উ　অ ই ৲　অ ৲　উ ৲ অ ই
স ন্দ র য়　র র প স য়,　হ য়　অ র ব শ'　রূপে লেখার প্রণালী প্রচলিত হইল।

---

* অব্যক্ত ধ্বনি (ء হম্‌জহ্‌) মাথায়-বসা কমা ' চিহ্ন দ্বারা জানান হইতেছে।

এক্ষণে আরবীর হ্রস্ব স্বর ধ্বনিগুলিকে লইয়া আরম্ভ করা যাক্। পরে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির একে একে বিচার করা যাইবে।

আরবীর হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটী; হ্রস্ব আঁ (َ), হ্রস্ব ই (ِ) এবং হ্রস্ব উ (ُ)।

ـَ এই চিহ্নের আরবী নাম 'ফৎহহ্', এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে 'জবর্' বলে। প্রাচীন আরবীতে ইহা হ্রস্ব আঁএর ধ্বনি জানাইত। এই হ্রস্ব আ, এবং প্রাচীন যুগের সংস্কৃতের হ্রস্ব আ অর্থাৎ বিবৃত অ-কারের উচ্চারণ একই। অর্থাৎ ইংরেজী artistic, ফরাসীর patte এর a, সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে (প্রথম অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত) 'সীতা' শব্দের 'আ'কারের মত। আধুনিক আরবীতে সংস্কৃত 'অ'কারের মত আরবী ফৎহহের সংবৃত ধ্বনি (ইংরেজী but, hut, herএ u ও e র মত) আসিয়া গিয়াছে; এবং বহু স্থলে ـَ কে হ্রস্ব 'এ'কারবৎ উচ্চারণ করা হয়। রোমান লিপিতে এই ধ্বনি a বা e দিয়া লেখা হয়। বাঙ্গালায় 'অ'কার লিখিলে চলিবে; তাহাতে এই ধ্বনির ইতিহাসের সহিত সংস্কৃত অ-কারের ইতিহাসের সাদৃশ্য কতকটা রক্ষিত হইবে।

ـِ ইহা হ্রস্ব ইকারের ধ্বনি দ্যোতক চিহ্ন, ইহার আরবী নাম 'কস্রহ্'; এ দেশে 'জের' নামই বেশী প্রচলিত। রোমান লিপিতে ইহা i দ্বারা লিখিত হয়। বাঙ্গালায়ও 'ই' বা 'ি' লিখিতে হইবে। আধুনিক আরবীতে স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ হ্রস্ব একারবৎ হইয়াছে। বাঙ্গালা কথায় অনেক সময়ে এই একার উচ্চারণ অনুসারে 'জের্'কে এ-কার লেখা হয়। কিন্তু প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ধরিয়া 'ই' লেখাই ভাল।

ـُ ধম্মহ্ বা রুম্মহ্ (ضَمَّة) চিহ্ন, ফারসী ও ভারতীয় নাম 'পেশ্'। ইহা হ্রস্ব 'উ' কার দ্যোতক = রোমানের u; ইহাকে 'উ, ু' লেখাই ঠিক, আধুনিক হ্রস্ব 'ও'র উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া 'ও' লেখা ঠিক নহে।

ـَ ـِ ও ـُ র পর যথাক্রমে ا ى و অক্ষর থাকিলে 'আ' 'ঈ' 'ঊ' লেখা উচিত।

ـً ـٍ ـٌ তন্বীন্ চিহ্নত্রয়ের জন্য 'অন্' 'ইন্' 'উন্' লেখা চলে।

ا = অলিফ্। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে বা থামিয়া আবার বলিতে লাগিলে, যদি প্রথমেই ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ না আসে, এবং স্বরধ্বনি উচ্চারণের প্রযত্ন করা হয়, তাহা হইলে এই আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের সাড়া পড়িয়া যায়, বাগ্‌যন্ত্র ঈষৎ মৃদুভাবে প্রশ্বাস দ্বারা আহত হয়, তাহাতে এক অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি উদ্ভূত হয়। 'অলিফ্ অক্ষর' আরবী ও অন্যান্য শেমীয় ভাষাতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রকাশ করে। বাহ্য প্রযত্ন ঘটিলে এই ধ্বনি 'হ' বা অন্যান্য কণ্ঠধ্বনিতে সহজেই প্রকটিত হইয়া উঠে। আধুনিক আরবী লিপিতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ্যধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য ء হম্জহ চিহ্নের প্রচলন আছে; যেমন ءَ ءِ ءُ, أ إ أُ; ء হম্জহ্ চিহ্ন আরবীর বিশেষ রূপে নিজস্ব কণ্ঠ্যধ্বনি ع ‘অয়ন্ অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপ; ‘অয়ন্ ع হইতে জাত

ﺀ চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা হম্‌জ্‌হ্‌ বা ব্যঞ্জন বর্ণ অলিফের কণ্ঠ্য প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানান' হয়। গ্রীকেরাও এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; গ্রীক বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনে লাটিন ব্যাকরণকারেরা এই অব্যক্ত ব্যঞ্জনকে spiritus lenis অর্থাৎ 'মৃদু বা অঘোষ প্রশ্বাস' বলিতেন,—এই 'মৃদু প্রশ্বাস' এতই মৃদু, এতই সংবৃত, এতই আভ্যন্তর প্রযত্নের ফল যে, কানে ইহাকে প্রায় ধরাই যায় না। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে উচ্চারিত হইলে ইহা বিবৃত ঘোষ ধ্বনি 'হ' এ পরিণত হইয়া যায়। গ্রীক মতানুসারী লাটিন ব্যাকরণকারগণ 'হ' ধ্বনিকে spiritus asper অর্থাৎ 'ঘোষ প্রশ্বাস' বা 'মহাপ্রাণ' বলিতেন। এই অঘোষ কণ্ঠ্য উচ্চারণ বা ধ্বনি যে কেবল আরবীতে আছে, তাহা নহে; মালয় শ্রেণীর ও পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের বহু ভাষায় ইহা মিলে, এবং ফরাসীর তথাকথিত 'মহাপ্রাণ হ' (h aspirate 'আশ্‌ আস্পিরাৎ')ও এই ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মৃদু হইতে মৃদুতর হ-ধ্বনি (ইহাকে এক প্রকার 'হ-শ্রুতি' বলা চলে) প্রাচীন আরবীতে । অলিফ্‌ অক্ষরের ও ﺀ যুক্ত أ إ অলিফের ধ্বনি। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আরবীতে ا কে স্বরবর্ণের বাহন স্থানীয় অক্ষর ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। اَ اِ اُ কে সাধারণতঃ অ, ই উ উচ্চারণ করে, ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনির দিকে লক্ষ রাখা হয় না। বাঙ্গালায় যদি অ আ'র পরে ই ঈ ইত্যাদি না লিখিয়া, অ 'অা অি অী (অিয়্‌) অু অূ (অুর্‌) অে অৈ অো অৌ' লেখা হইত, তাহা হইলে 'অ' এই অক্ষরকে স্বরবাহী ব্যঞ্জন বলা চলিত। অলিফ্‌ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালায়, এবং কতকটা আধুনিক বাঙ্গালায়ও—'য়' অক্ষর এইরূপ স্বরবর্ণের বাহন মাত্র; "য়মৃত য়ামি, য়িহার, য়ুত্তম, রাখিয়া, হওয়া, য়েক' প্রভৃতি বানানে স্পষ্ট দেখা যায়।

এখন অলিফের বা হম্‌জ্‌হ্‌-যুক্ত অলিফের বা হম্‌জ্‌হের ব্যঞ্জন ধ্বনি বাঙ্গালায় কেমন করিয়া লেখা যায়? গ্রীকে কথার আদিতে spiritus lenisএর (=অলিফ্‌ বা হম্‌জ্‌হের) ধ্বনি থাকিলে, অর্থাৎ সাদা কথায়, গ্রীকে স্বরাদ্য শব্দে, আজকাল স্বরের মাথায় বা পাশে ['] চিহ্ন দিয়া, লেখা হয়; ঘোষ 'হ' ধ্বনি কথার আদিতে থাকিলে ['] লেখা হয়; সুপ্রাচীন গ্রীকের হ-ধ্বনি দ্যোতক H বর্ণকে দুই খণ্ডে কাটিয়া ꟷ ও ⊢ রূপ হইতে যথাক্রমে আধুনিক গ্রীক লেখার ['] ও ['] চিহ্নদ্বয়ের উদ্ভব। যেমন—গ্রীক 'Apollon আপোলো,' Arrianos=আরিয়ান্‌, এবং 'Omeros=হোমর, 'Ellas=হেল্লাস, 'Erodotos=হেরোদোতস।

গ্রীকের ['] চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আধুনিক আরবী ও শেমীয় ভাষা-তত্ত্বের বইয়ে অলিফের (হম্‌জ্‌হের) এই অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি রোমান লিপ্যন্তরে ['] দিয়াই লেখা হয়; যেমন تَأَمُّل ta'ammul ত'অম্মুল্‌; تَوْأَم তব্‌'অম্‌, مَلْأَك mal'akun মল্‌'অকুন্‌। বাঙ্গালায়ও ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে চলিবে। কিন্তু সাধারণ আরবী যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তদনুসারে অলিফের অব্যক্ত ধ্বনি গ্রাহ্য না করিলেও

চলে ; কারণ, প্রাচীন আরবী ধরিয়া লিখিতে গেলে اكبر انور কে 'অকবরুন্, 'অনুয়রুন্ লিখিতে হয়। অলিফ্ বা হম্‌জ়হের ধ্বনি প্রাচীন আরবীতেও সব জায়গায় অটুট থাকিত না, ইহা সাধারণতঃ পূর্ব্ব হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করিয়া দিত। যেমন رَأْسٌ ra-'-sun র'সুন্=رَاسٌ রাসুন্ ; قُرْآنٌ qur-'a'-nun কুর্-'অ'-নুন= قُرَانٌ কুর্-'আনুন্ (কোরান) ; ذَاب ধি'ব্=ذِئْب , ذِيب ধীব্ ; سَأَل সু-'-ল্ سُئِلَ , سُول =সূল ; হম্‌জ়হ্ দীর্ঘ ধ্বনি আ এবং ঈ (ي) ও ঊ (و) তে পরিণত হয়। এই হেতু অলিফের স্বরমূর্ত্তি ধরিলেই চলিবে ; অর্থাৎ أَ إِ أُ কে 'অ'ই 'উ না লিখিয়া খালি অ ই উ লিখিলেই হইবে। কিন্তু যেখানে বিশেষ করিয়া হম্‌জ়হের ধ্বনি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, সেখানে ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে ভাল হয় ; যেমন دَاؤُد দা'উদ, مَاء মা' فائده ফা'ইদহ্ (অর্থাৎ ফাই-দহ্ নহে), علاء ‘অলা', امرأ القيس 'ইম্‌রু'উ-ল্-কয়স্ ইত্যাদি।

কতকগুলি কথায় দীর্ঘতা জ্ঞাপক অলিফ্ লেখা হয় না, দীর্ঘ আ-কারের ধ্বনি খাড়া জ়বরের দ্বারা (।) জানান হয়। বাঙ্গালায় সে সকল কথায় আ লেখা উচিত ; যেমন الله অল্লাহ্ ('অল্লাহ) الرحمن অর্-রহ্‌মান্ ('অর্-রহ্‌মানু), ابرهم ইব্‌রাহিম্, اسمعيل ইস্‌মা‘ঈল্, اسحق ইস্‌হাক়্, عثمن ‘উথ্‌মান্ (ওস্‌মান্)

অলিফ্ মদ্দহ্, آ =বাঙ্গালা দীর্ঘ আ। আরবীতে آ বা ا- র্ উচ্চারণ স্থানে স্থানে এ-কারবৎ হয় ; তখন ইহাকে অলিফ্ ইমালহ্ বলে ; এবং ইহাকে এ-রূপে লেখা যায়— آمين এমিন, تَاْ তা কিম্বা তে।

ى অলিফ মক্‌সূরহ্=আ ; شمس الهدى শম্‌সু-ল্-হুদা, يحيى য়হ্‌য়া مولى মব্‌লা, মওলা বা মৌলা।

وصله রস্‌লহ চিহ্ন (ٱ)—পূর্ব্ব পদ স্বরান্ত হইলে সাধারণতঃ অলিফের উচ্চারণ হয় না। বাঙ্গালা অক্ষরে এই লুপ্ত অলিফকে [-] হাইফেন্ দিয়া জানান যাইতে পারে। شمس الدين শম্‌সু-দ-দীন্, বা শম্‌সু-দ্দীন্ ; শম্‌স-উদ্-দীন নহে।

পুরাণ আরবীতে কর্ত্তৃকারকে উ (বা উন্), কর্ম্মকারকে অ (বা অন্), এবং সম্বন্ধ কারকে ই (বা ইন্) প্রত্যয় হইত ; যেমন—শম্‌সু, বা শম্‌সুন্=সূর্য্যঃ ; শম্‌স, বা শম্‌সন্=সূর্য্যম্ ; শম্‌সি বা শম্‌সিন্=সূর্য্যস্য। আরবীর বাক্য-পদ— যথা شَمْسُ الدِّين শম্‌সু + অদ্-দীনি = সূর্য্যঃ তদ্ধর্ম্মস্য ; عَبْدُ الله ‘অব্‌দু+অল্-লাহি (=দাসঃ তদ্দেবস্য) ; انور الدين অনুয়রু+অদ্-দীনি (=জ্যোতিঃ তদ্ধর্ম্মস্য) ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ-‘উ’-কারান্ত পদের পরে থাকার দরুন ‘অল্’ ও ‘অদ্’ এর অলিফ্ লুপ্ত হয়, (এই লোপ্ বস্‌লহ্ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়); ʿঅব্দু + অল্-লাহি = ʿঅব্দুল্লাহি, অনৱরু + অদ্-দীনি = অনৱরু-দ্দীনি; পরে পদান্তস্থ ই-কারের লোপে—ʿঅব্দুল্লাহ্, অনৱরুদ্দীন্।

আধুনিক আরবীতে কর্তৃ-কর্ম্ম-সম্বন্ধ এই তিন বিভক্তিরই উপসর্গ (উ অ ই) লোপ পাইয়াছে। এক ‘শম্‌স্’ পদ দিয়া ‘শম্‌সু, শম্‌স, শম্‌সি’ তিনের কাজ চালাইতে হয়। প্রাচীন আরবীর কর্তৃপদ ‘শম্‌সু-(অ)দ্-দীনি’, আধুনিক আরবীতে কেবল ‘শম্‌স্ অদ্-দীন্’; ‘অল্’ উপসর্গের পূর্ব্ব পদ এখন ব্যঞ্জনান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই সন্ধি দ্বারা ‘অল্’ বা ‘অদ্’ এর অ-কার লোপের আবশ্যক নাই। প্রাচীন আরবীর عبد الله ʿঅব্দু-(অ)ল্-লাহি, আধুনিক আরবীতে عبد الله ʿঅব্দ্-অল্লাহ্, তদ্রূপ ʿঅব্দ্-অর্-রহ্‌মান্ ইত্যাদি। এইপ্রকার মুসলমানী নাম ভারতবর্ষে সাধারণত পুরাণ আরবীর ‘উ’-কারান্তরূপ অবলম্বন করিয়াই লেখা হয়। তবে আধুনিক আরবী ধরিয়া লেখাও চলে। কিন্তু ‘অল্’ (ও অলের রূপভেদ ‘অদ্’, ‘অর্’ ‘অৎ’ ‘অন্’ প্রভৃতিতে), পূর্ব্বপদের কর্তৃজ্ঞাপক উ-বিভক্তি যোগ করিয়া ‘উল্, উদ্, উর্’ প্রভৃতি লেখা ভুল। নীচে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা বিশুদ্ধ বানান		অশুদ্ধ বানান
প্রাচীন আরবী অনুসারে	আধুনিক আরবী অনুসারে	
تاج الدين তাজু-দ্-দীনি, তাজু-দ্দীন্ [Tāju-d-Dīn(i)];	তাজ্ অদ্দীন্ [Taj ad-Din];	তাজ উদ্দীন [Taj Ud-din]
نور الحق নূরু-ল্-হক্কু [Nūru-l-Haqq(i)];	নূর অল্-হক্কু [Nūr al-Haqq];	নূর উলহাক্ [Nūr Ulhuque]
سراج الاسلام সিরাজু-ল্-ইস্‌লাম্ [Sirāju-l-Islām (i)]	সিরাজ্ অল্-ইস্‌লাম [Siraj al-Islam]	সিরাজ উলিস্‌লাম্ [Siraj ul-Islam]
مظهر الحق মজ্‌হরু-ল্-হক্কু [Mazharu-l-Haqq]	মজ্‌হর অল্-হক্কু [Mazhar al-Haqq]	মজহরোল্ হাক্ [Mazharul Haque]

অলিফের ও ফৎহের উচ্চারণ আজকাল আরবী ও তুর্কী-ভাষীদের মুখে হ্রস্ব এ-কারের মত শুনায়; সেই জন্য এই উচ্চারণ শুনিয়া লেখা রোমান বানানে অলিফের ও ফৎহের স্থলে e পাই; যেমন انور অন্‌ৱর Anwar = Enver, شوکت শৱ্‌কৎ Shawkat = Chefket বা Shevket, جوهر জৱ্‌হর্ Jawhar = Djevher, فضل ফদ্‌ল্ বা ফজ্‌ল্ Fadl. Fazl = Fedhl ইত্যাদি।

আধুনিক আরবীতে خ ر ص ض ط ظ غ ق আগে বা পরে থাকিলে ফৎহ্,

ফৎহহ্-অলিফ ا- যথাক্রমে বাঙ্গালার হ্রস্ব ও দীর্ঘ অ-কারের (=ইংরেজীর a ওয়ার) মত উচ্চারিত হয়। এই হেতু بغداد رمضان প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় 'বোগ্দাদ' 'রোমজান'-রূপে অনেক সময়ে লেখা হয়। আরবীর ص স়াদ্ ض দ়াদ্, ط ত়া, ظ যা়া বা জ়া অক্ষরের নাম এই জন্য সোদ্ বা সোআদ, জ়োআদ, তোয়্, জ়োয়্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিতে এই উচ্চারণ-বিশেষত্ব না ধরিলেও চলিবে।

ب=বা' (বে)।—বাঙ্গালা ব ; ابن বা بن ইব্‌ন্, বিন্ ; بدر বদ্‌র্, عبد অব্‌দ, جبار জব্বার, محبوب মহ্‌বূব্। রোমান b.

ت=তা' (তে)। আমাদের বাঙ্গালা দন্ত্য ত। রোমানের t. ইহা কোথাও কোথাও দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। 'ত' লিখিলেই চলিবে। تاریخ তারিখ্, تهور তহৱ্‌র, فتاح ফত্তাহ্, کرامت করামৎ।

ث=থ়া' (থ়ে)। আরবীর এই ধ্বনিটি ভারতীয় কোনও ভাষায় নাই। ইহা ইংরেজী think, thought, loveth কথার দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম th—আমাদের মহাপ্রাণ থ (ত+হ, ত্‌হ) নহে। খাঁটী বদুইন্ আরবদের মধ্যে, মধ্য ও দক্ষিণ আরবে এই বিশুদ্ধ থ় উচ্চারণ বজায় আছে; মিসরের লোকেরা কিন্তু ইহাকে 'ত' রূপে উচ্চারণ করে, তুনিসের আরবী-ভাষীদের মুখে ইহা ts বা পূর্ব্ববঙ্গের চ় (ৎস্)এর ধ্বনি লইয়াছে, এবং সিরিয়ার স্থানে স্থানে ইহা দন্ত্য-স (s)-বৎ ধ্বনিত হয়। তুর্কী, ঈরানী ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ধ্বনি দন্ত্য-স-য়ে পরিণত হয়। এই ধ্বনি আধুনিক গ্রীকে ও স্পেনীশে মিলে। রোমান বানানে ইহাকে নানা রূপে লেখা হয়। th, th, t, t, θ (এটী গ্রীক অক্ষর), þ (এটী অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌শন অক্ষর); এই সবগুলি ইহার থ় ধ্বনির পরিচায়ক। তুর্কী, ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারে আবার ث কে s, s, s ś লেখে। ثএর বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইতে বাঙ্গালায় থ় (থ.) লেখা চলিতে পারে; ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলে, খালি 'স' লিখিলেই চলিবে; তবে যাঁহারা খুঁটীনাটীর পক্ষপাতী, এবং এই 'স'কে ص ও س এর 'স' হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইতে চাহেন, তাঁহারা স' সঁ স. স় বা স.. লিখিতে পারেন। কিন্তু ʹ . দেওয়া হরফ তৈয়ারী করিয়া না লইলে পাওয়া যাইবে না, এবং লেখায় বা ছাপায় স..বড়ই বিশ্রী দেখাইবে। সঁ লিখিলে মন্দ হয় না। ثاني থ়ানী (সাঁনী বা সানী), ثنا থ়না' (সঁনা', সনা), حديث হ়দীথ় (হ়দীসঁ, হদীস্), ثالث থ়ালিথ় (সাঁলিসঁ, সালিস্), نثار নিথ়ার্ (নিসাঁর, নিসার্), غياث গ়িয়াথ় (গ়িয়াসঁ, গ়িয়াস্)।

ج=গীম্, জীম্। এই অক্ষরের প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ছিল 'গ'; جعفر جمع سراج جلجل প্রভৃতির প্রাচীন উচ্চারণ গৎফর্, গম্ৎঅ, সিরাগ, গুল্‌গুল্। আরব পণ্ডিতেরা যখন

প্রাচীন কালে বিদেশী কথা আরবী অক্ষরে লিখিতেন, দেখা যায় যে, বিদেশী 'গ' ধ্বনি আনাইবার জন্য বহু স্থলে তাঁহারা ج অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন : যেমন গ্রীকের Galenos (গালেনোস্), আরবীতে جالينوس ; (eu)angellos (এবাঙ্গেল্লোস্), انجل ; Georgios (গেওর্গিওস্) جرجس ; theologia (থেওলোগিআ) ثولوجيا ; geographia (গেওগ্রাফিআ) جغرفيا ; eisagogia (এইসাগোগিআ) ايساغوجي ইত্যাদি ; ফারসীর گرگان—আরবীতে جرجان ; گوزگان—আরবী جوزجان ; আবার সংস্কৃত 'নারিকেল'—আরবীতে نارجيل (তামাক খাইবার নল, হুঁকা)। হিব্রুতে যেখানে 'গিমেল' (=গ) অক্ষরের প্রয়োগ, আরবীতে সেখানে ج পাই—Gabriel ও جبرائيل ; Goliath ও جالوت ; Gog Magog ও ياجوج مجوج ইত্যাদি। আরবীর ج গ্রীকে 'গাম্মা' (= গ) অক্ষর দিয়া লেখা হইত— আরবী বংশ বা গোষ্ঠী جُرْهُم— গ্রীক ঐতিহাসিকের গ্রন্থে Gorama ; আরবীর ج কে পুরাণ স্পেনীশে ch, j এবং g রূপে পাওয়া যায়, এই ch, j ও g র উচ্চারণ কণ্ঠ্য খ় ছিল ; جبل Gebel (উচ্চারণ 'জেবেল' নহে, খেবেল্) الخنجر alfange, الجوهر aljofar, الج elche (= এলখে), جلاب julepe. আরবীর جوهر শব্দ উচ্চারণ ধরিয়া লেখায় ফারসীতে گوهر রূপ ধরিয়াছে।

তা ছাড়া, শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ج বর্ণের প্রাচীন ধ্বনি 'গ' ছিল। 'ক্বারী' বা কোরান পাঠকগণ আরবীর প্রাচীন উচ্চারণ বজায় রাখিতে যত্নশীল থাকেন ; ইহাঁরা কিন্তু ج কে 'জ' উচ্চারণ করেন। কিন্তু বস্রহ্ নগরের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও অভিধানকার খলীল্-ইব্ন্-অহ্মদ্-অল্-ফরাহীদী (যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন, ও 'কিতাবু-ল্-ঐন্' অভিধান লিখেন) ج কে ك (জিহ্বামূলীয় ক) এর শ্রেণীর বর্ণ বলিয়াছেন।

গ-উচ্চারণ এখনও উত্তর মিসর এবং মধ্য ও দক্ষিণ-আরবের বহু স্থানে অটুট আছে। কিন্তু 'জ'-ই ইহার সাধারণ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পারস্যের লোকেরা যখন খ্রীষ্টীয় সাত আট শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে, তখন ঐরাক্ প্রদেশে (উত্তর আরবে) স্থানে স্থানে ج অক্ষর বা ধ্বনি 'জ'য়ে পরিণত হইয়াছিল ; কারণ, ফারসীতে সর্ব্বত্রই ج এর উচ্চারণ 'জ'। সিরিয়ার লোকেরা ج কে জ, এবং বহু স্থলে ঝ় (zh) উচ্চারণ করে ; মক্কা প্রদেশেও 'জ', মোরোক্কোতে 'জ', এবং আরব দেশের বহু স্থলে জ-কার-ঘেঁষা 'গ্য' বা 'দ্য' এর মত ধ্বনিই শুনা যায় ; আবার ইরাক্বে (বস্রহ্ অঞ্চলে) এখন 'য়' এর মত ধ্বনিও শুনা যায়। দেখা যাইতেছে, কণ্ঠ্য বর্ণ 'গ', তালব্য স্থানে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করিলে পর আধুনিক আরবীতে ইহার 'গ্য' 'দ্য' 'জ', 'জ্', 'ঝ়' (zh), 'য়', এমন কি, কুত্রাপি 'শ' ইত্যাদি নানা উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে। হজরৎ মুহম্মদের সময়ে, ক্বুরয়্শ্-গোত্রীয়

আরবদের মধ্যে সম্ভবতঃ ج এর ধ্বনি 'গ্য' বা 'গ্‌য' (এক প্রকার 'জ'-ঘেঁষা ধ্বনি) রূপে প্রচলিত ছিল ; আধুনিক কালের ক্বারী-গণের মুখে এই উচ্চারণ রক্ষার প্রচেষ্টা বিশুদ্ধ 'জ' ধ্বনি আনিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, আরবীর বহু ভাষায়, এবং তুর্কী ফারসী পশ্‌তো ও উর্দুতে ج অক্ষর জ-ধ্বনি প্রকাশক ; অতএব বাঙ্গালায় ج র জন্য 'জ' লেখাই উচিত। তবে যাঁহারা প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে চান, তাঁহারা 'গ' লিখিতে পারেন। ইউরোপে ج কে সাধারণতঃ j, dj, dsj, dj রূপে লেখা হয় ; কেহ কেহ বা g, কিম্বা ǵ, অথবা ǵ লেখেন ; এই শিখাযুক্ত ǵ, ǵ লেখায় ইহার প্রাচীন কণ্ঠ্য উচ্চারণ কতকটা জানান হয়। জর্ম্মান লেখকেরা অনেকে জর্ম্মান বানান অনুসারে ج কে dsch (= জ) রূপে লেখেন, আবার কেহ বা স্লাভ ভাষার রীতি ধরিয়া dž (= dzh, জ) লেখেন। ج এর উদাহরণ— جلال জলাল (গলালুন্, প্রাচীন আরবীতে), جدّ জদ্দ্, جهاد জিহাদ (গিহাদুন্), جمال জমাল, مسجد মস্‌জিদ্, نجد নজ্‌দ্ (নগ্‌দুন্), نجم নজ্‌ম্, مجيد মজীদ্, هجري হিজ্‌রী حجّاج হুজ্জাজ ইত্যাদি।

ح = হ্‌' (হে)। ইহা আমাদের হকারের চেয়ে 'ভারী' ধ্বনি—পূর্ব্ব-বঙ্গে স্থানে স্থানে 'টাকা' 'মোকর্দ্দমা' 'হাকিম' 'দেখ' 'জখম' 'রাখাল' প্রভৃতি শব্দের 'ক' বা 'খ' এর যে গুরু হ-বৎ উচ্চারণ শুনা যায়, ইহার ধ্বনি কতকটা সেইরূপ। ইহার আওয়াজ এতই গুরু যে, যেন বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বোধ হয়। আরবীর ه অক্ষর সাধারণ 'হ'-দ্যোতক, ইহাকে 'হ' লেখা উচিত। কিন্তু ح র বিশেষত্ব বাঙ্গালায় বিন্দুযুক্ত (হ়) লিখিলে এক রকম জানাইতে পারা যায়। ح র উচ্চারণ এতই গুরু যে, স্পেনের ও পোর্টুগালের লোকেরা ইহার উচ্চারণের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহাকে f-তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে ; আরবী حتّى, حُرّ পোর্টুগীসে fata, forro ; البحيرة = albufeira, محمد mafomet, المحلّة = almofalla. পারস্যে ও ভারতবর্ষে ح এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণ 'হ'-এর মতই করা হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে ḥ বা ḥ রূপে লেখা হয়।

উদাহরণ— حميد হ়মীদ, احمد অহ়্‌মদ্, محمود মহ়্‌মূদ্, فتح ফৎহ়্, حكيم হ়কীম, رحمت রহ়্‌মৎ, صبح সুব্‌হ়্, ريحان রয়্‌হ়ান্ ইত্যাদি।

ح কে আলাদা করিয়া লেখা উচিত ; সুব্‌হ়ান্ (শোভান, সুভান) নহে।

خ = খ্‌' (খে)। গলার ভিতর হইতে এই ধ্বনি বাহির হয়, ইহা আমাদের মহাপ্রাণ ক্‌হ (ক্ + হ) = খ নহে, জর্ম্মানের ও স্কচের ch এর মত এই خ খ় উষ্ম ধ্বনি। পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ধ্বনি বাঙ্গালা কথায় ক এবং খ এর বিকারে পাওয়া যায়—সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চাটিগাঁয় ক ও খ'র এই খ় উচ্চারণ খুবই সাধারণ। কিছু কাল পূর্ব্বে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকায় দু ছত্র ফারসী কবিতায় এই ধ্বনি 'খ্‌হ' রূপে লিখিত

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খ়্ লেখাই ভাল। خ বর্ণের রোমান রূপ kh, kh, h, বা h; কখনও x বা গ্রীক χ অক্ষর দিয়া লেখা হয়; এবং জর্ম্মান পণ্ডিতেরা বহু স্থলে ch লেখেন। خلیل খ়লীল, اخلاق অখ়্লাক়্, اختیار ইখ়্‌তয়ার, سیرالمتأخرین, সয়রু-ল্-মুত'অখ়্খ়রীন্, زمخشري জ়মখ়্শরী, خوارزم খ়্বারিজ়্ম্, خیام খ়য়্য়াম ইত্যাদি।

د = দাল। বাঙ্গালা দ — জিভের আগা দিয়া উপরের পাটীর দাঁতের উপর আঘাত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা—دانیال দান্‌য়াল, داؤد দা'উদ্, دین দীন, دبیر দবীর, صادق স়াদিক়, احد অহ়দ্, هدایت হিদায়ৎ ইত্যাদি।

ذ = ধ়াল। অর্থাৎ ইংরেজী this, that, them এর th; ইহা আমাদের দ বা মহাপ্রাণ ধ নহে; ইহা কতকটা ধ ও জ় (z) মিলাইয়া সৃষ্ট ধ্বনি—উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিভ চাপিয়া ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয়; ইহা অঘোষ ث থ় এর ঘোষ রূপ। ذ এর ধ্বনি প্রাচীন ফারসীতে ছিল; আধুনিক গ্রীক ও স্পেনীশেও এই ধ্বনি মিলে। খাঁটী আরবী উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে গেলে ذ কে ধ় (বা ধ.) লেখা উচিত। সিরিয়া দেশের আরবীতে কিন্তু ذ কে জ় উচ্চারণ করে; এবং মিসরে د ذ দুইয়েরই উচ্চারণ দ। তুর্কী ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে ذ = জ় ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ জানাইতে হইলে জ় (জ়়) লেখা চলে; কিন্তু ذ ز ض ظ আরবীর ভিন্ন ধ্বনি দ্যোতক এই চারি অক্ষরের পারস্যে ও এ দেশে এক উচ্চারণ (z) দাঁড়ানর দরুন, খালি জ় দ্বারা এই চারি বর্ণকে লিখিলে মূল অক্ষরের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইবে না। ফারসীর ধ্বনি আলোচনা কালে এ বিষয়ে বিচার করা যাইবে। রোমান-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিগুলিতে ذ র অনুরূপ বর্ণ dh, dh, d, ḏ (অ্যাংলো-স্যাকশনের), বা গ্রীকের দেল্‌তা অক্ষর; জ় ধ্বনি অনুসারে z, z বা ż এর প্রয়োগ মিলে। ذوالفقار ধ়ু-ল্-ফিক়ার (জ়ু-ল্-ফিক়ার, জ়ু-ল-ফিক়ার); بذل الرحيم বধ়্লু-র-রহ়ীম্ (বজ়্লু-র-রহীম্), ذکر ধ়িক্‌র্, ذوالقعده ধ়ু-ল-ক়অ্দহ্।

ر = রা' (রে)। আমাদের দন্ত্য 'র'; رحم রহ়্‌ম্, عرب 'অরব, بشير বশীর্, عبدالرب 'অব্‌দু-র্-রব্ব্। রোমান r.

ز = জ়া' (জ়ে)। সাধারণ দন্ত্য z = জ়; زین الدین জ়য়নু-দ্-দীন, عزيز 'অজ়ীজ়, رزاق রজ়্‌জ়াক়্। রোমান z.

س = সীন। সংস্কৃতের দন্ত্য-স, বাঙ্গালা 'শ্রী, স্নেহ, স্থান' প্রভৃতি কথার 'স' ধ্বনি, ইংরেজী hissing s বা ss: বাঙ্গালায় 'স' দিয়া লেখাই উচিত: سراج সিরাজ্। سبحان সুব্‌হ়ান্, يوسف য়ূসুফ, حسن হ়সন, سيد সয়্যিদ, رأس রা'স ইত্যাদি। রোমান্ s.

ش = শীন। ইংরেজীর sh, ফ্রেঞ্চের ch, জর্ম্মানের sch : সংস্কৃতের ও বাঙ্গালার শ ; তবে আরবী (ও ফারসীর) ش বাঙ্গালার 'শ' এর মত মৃদুভাবে উচ্চারিত হয় না, বেশ জোর দিয়া, কতকটা সংস্কৃতে মূর্দ্ধণ্য-ষ এর মত (যেন শ্‌শ্‌) উচ্চারিত হয়। রোমান বানানে sh (ইংরেজীর), sch (জর্ম্মানের), ch (ফরাসীর) এবং š—এই কয় উপায়ে এই ধ্বনি জানান হয়। شیخ শয়্‌খ্‌, শেখ্‌. شرق শর্‌ক্‌, اشرف অশ্‌রফ্‌, شمشیر শম্‌শীর্‌, شہامت শহামৎ, شہید শহীদ্‌ ইত্যাদি।

ص = সাদ (সোআদ)। এই ধ্বনি আমাদের দন্ত্য-স নহে, ওষ্ঠদ্বয় প্রলম্বিত করিয়া এই ধ্বনি বাহির করিতে হয়। অধরৌষ্ঠ বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারণ করা হেতু ইহাতে একটু ঈষদ্ব্যক্ত ওষ্ঠ্য উ বা ও ধ্বনির দোতনা আসিয়া পড়ে। এই জন্য ইহার আরবী নাম সাদ সাধারণত সুআদ বা সোআদ রূপে পঠিত হয়। কেহ কেহ এই ধ্বনিতে আবার ত (t)-এর অস্তিত্ব দেখেন ; তাঁহাদের মতে ইহার বিশুদ্ধ ধ্বনি ts (আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গের চ়)-এর মত ; এই অক্ষরের অনুরূপ হিব্রুর অক্ষরের নাম tsade বা tzade = ts, tz. প্রাচীন ভারতীয় ও ঈরানীয় নামের চ-ধ্বনি, আরবীতে এই অক্ষর দিয়া লেখা হইয়াছে দেখা যায় ; চীন چین = صین, চরক = صرق সরক, চন্দ্রগুপ্ত = صندر قپت সন্দর্‌ কুবুৎ। সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় ইহাকে (স়) লিখিলে বেশ চলিতে পারে। উত্তর আফ্‌রিকায় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে ইহার ধ্বনি দন্ত্য স (s) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রোমান লিপিতে ইহার জন্য ṣ, s বা ş লেখে। صبیر সবীর, صدیق সিদ্দীক্‌, صفدر সফ্‌দর্‌, اصغر অস্‌গর্‌ صمد সমদ্‌, مخلص মুখ্‌লিস্‌, ناصر নাসির।

ض = দ্বাদ্‌ (দ্বোআদ)। ইহার উচ্চারণ আরবীভাষী ছাড়া অপর লোকের মুখ দিয়া বাহির হওয়া কঠিন এমন কি, আরব দেশেও ইহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিরল ; লোকে ظ অক্ষরের সহিত ইহাকে গোলমাল করিয়া ফেলে। খলীফহ্‌ ওমর নাকি বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না। ذ জাল অর্থাৎ জ়-উচ্চারণ করিবার সময় উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিভ চাপিতে হয়, কিন্তু ض এর বেলায় জিভকে বিস্তৃত করিয়া তদ্দ্বারা উপরের দন্তমূলে আঘাত করিয়া দ-মিশ্র উষ্ম জ়-এর উচ্চারণের চেষ্টা করিতে হয়। ইংরেজী breadth কথার dth কে যদি একই অবিভক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিরূপে উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে নাকি ض এর বিশুদ্ধ আরবী ধ্বনি বাহির হইবে। এই ধ্বনি ذ জ় এর নিকট সম্পৃক্ত ধ্বনি ; ইহা সহজেই দ, জ়, দ্‌জ়্‌ (dz) বা জ় (z) এ পরিণত হয়। মিসরে প্রাচীন দ্বঁ বজায় আছে, কিন্তু অন্যত্র এই অক্ষর কোথাও দ, কোথাও বা জ়, এবং বহু স্থলে জ় রূপেই উচ্চারিত হয়। দক্ষিণ-আরবে আবার ইহার এক প্রকার কণ্ঠ্য বা মূর্দ্ধণ্য ল-কারবৎ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মালয় উপদ্বীপের লোকেরা ইহাকে dl বা d বা l এ পরিণত করে ; فضل, حاضر رضا মালয় উচ্চারণে যথাক্রমে pedul, hadlir, redla বা

rela ; স্পেনীয়েরা ض অক্ষরের ধ্বনি আরবী-ভাষীদের কাছে শুনিয়া d (=দ বা ধ্ব) দিয়া লিখিয়া গিয়াছে—القاضي=alcayde, الارض=alarde. আমি নিজের কানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে ইহা এক-বর্ণ-হিসাবে উচ্চারিত 'ধ্ব্র' (dhw)-বৎ লাগে। এই ধ্বনি ذ ধ্ব এর নিকট সম্পৃক্ত ঘোষ উষ্ম ধ্বনি; ذ এর উচ্চারণে জিভ দাঁতে ঠেকাইতে হয়, ض এর উচ্চারণে জিভ দন্তা-মূলে ঠেকাইতে হয়। ذ এর সহিত এই সম্পর্ক বা সাদৃশ্য থাকার দরুন ইউরোপে ইহাকে কেহ কেহ ḍ, বা d̲, বা δ (গ্রীক দেল্‌তা অক্ষরের নীচে বিন্দু দিয়া) লেখেন। কিন্তু সাধারণতঃ ḍ লেখাই রীতি। যদিও ইহার মূল উচ্চারণ z এর মত নয়, তথাপিও এই উষ্ম বর্ণ পারস্যে ও ভারতে z এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ض এর z ধ্বনি ধরিয়া রোমান লিপ্যন্তরে ẓ, z̤ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ আরবীর ধ্বনি অনুসারে লিখিতে হইলে আমি ض কে ধ্ব় রূপে লিখিতে চাই। ইহাতে ذ ধ্ব এর সহিত ইহার নৈকট্য বুঝান যাইবে। তবে যদি কেহ রোমান ḍ'এর অনুকরণে দ় (দ.) লেখেন, তাহাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ض এর ফারসী ও ভারতীয় z উচ্চারণ জানাইবার জন্য আমি জ় লিখিতে চাই। উদাহরণ—رضا রধ্বা (বা রজ়া), رضي الله عنه ধ্বিয়াউ-ল্‌-হুক্‌ক্‌ (জ়িয়াউ-ল্‌-হক্‌ক্‌), ضمير الدين ধ্বমীরু-দ্‌-দীন (জ়মীরু-দ্‌-দীন), فضل ফধ্ব্‌ল (ফজ়্‌ল) ইত্যাদি।

ط = ত়' (বা ত়ো, ত়োয়)। ইহাকে মূর্দ্ধণ্য-ট-কার-ঘেঁষা একপ্রকার তালব্য-ত বলা চলে ; জিভ চওড়া করিয়া দন্তমূল বা তালু ও দন্তের সংযোগস্থলের একটু উপরে আঘাত করিলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়, উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় বিবৃত থাকে। ইহাতে w এর একটু আমেজ আসিয়া যায়। এই অক্ষর অসমীয়ার ট ও ত উচ্চারণের মত। ইহা আবার কোথাও বা দ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে ṭ বা t̤ রূপে লেখে। বাঙ্গালায় ত় (অভাবে ত) লিখিলে চলিতে পারে। পারস্যে ও ভারতে ط ও ت এর কোনও পার্থক্য রক্ষিত হয় না। طاهر ত়াহির, لطيف লত়ীফ, عطا 'অত়া', سلطان সুলত়ান, عطار 'অত়্ত়ার ইত্যাদি।

ظ = থ়া', জ়া' (জ়ো জ়োয়)। ইহার উচ্চারণ-স্থান ط এর মত। উষ্ম z বা s এর মত করিয়া ط উচ্চারণের চেষ্টায় ظ ধ্বনির উদ্ভব। দন্ত্য ت ত' এর সহিত সম্পৃক্ত অঘোষ উষ্ম থ যেমন ث (থ়), তদ্রূপ তালব্য ط ত়এর উষ্ম থ হইতেছে ظ। ظ বর্ণের ث এর সহিত সম্পৃক্ত, এই জন্য ইহাকে ইউরোপে কখন ṭh. বা ḥ লেখে। আমি এই ধ্বনি যেমন শুনিয়াছি, তাহাতে ইহাকে একযোগে উচ্চারিত thw বা dhw এর মত বোধ হয় ; এই ধ্বনিতে w অংশটা বিশেষ প্রবল মনে হয়। মালয় উপদ্বীপে ইহার ধ্বনি tl বা dlতে দাঁড়াইয়াছে। ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণে এই উষ্মবর্ণ zএর ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আরবী-ভাষীরা ইহাকে zএর মত উচ্চারণ করে না। ইউরোপে ইহার সাধারণ রূপ d̲h̲ বা ẓ। বাঙ্গালায় আমি ইহার

মূল-উচ্চারণ দ্যোতক ধ্ব অক্ষর ব্যবহার করিতে চাই ; এবং ظ ধ্বনি অনুসারে জ্ব লিখিতে চাই ; দুই বিন্দুযুক্ত জ্ব লিখিলে ذ জ্ব-এর এবং ض ও ز-এর সঙ্গে গোল হইবে না।

উদাহরণ—ظاهر ধ্বাহির (জ্বাহির), ظلم ধ্বুল্‌ম্ (জ্বুল্‌ম্), ظفر ধ্বফর্‌ (জ্বফর্‌) معظم মু‌ৎঅধ্ব্‌ধিম্ (মুৎঅজ্ব্‌জিম) مظهر মধ্ব্‌হর (মজ্ব্‌হর্‌), حافظ হাফিধ্ব্‌ (হাফিজ্ব্‌) ইত্যাদি।

ع = ৎঅয়্‌ন্‌। এই অক্ষরের ধ্বনি বিশেষ ভাবে শেমীয় ভাষার ধ্বনি। আরবী যাহার মাতৃভাষা নহে, তাহার পক্ষে ইহার উচ্চারণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। পারস্য ও ভারতে এই ধ্বনির অনুকরণ চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ঠিক ধ্বনিটী বাহির হয় না; ৎঅয়্‌ন্‌ থাকিলে হয় পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ করা হয়, না হয় হঠাৎ গলা চাপিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হয়। ع অক্ষর কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্যোতক; ইহা হম্‌জহ্‌, হা, ঘ্বয়্‌ন্‌ ও ক্বাফের সহিত সম্বদ্ধ। ইহাকে গলার নালী চাপিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, অনেকটা গলার ভিতরে উচ্চারিত 'য়'র মত শুনায়। এই ধ্বনি কথায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না; উটের ডাকের ধ্বনির সহিত এই ধ্বনি তুলিত হয়। রোমান লিপ্যন্তর পদ্ধতিতে ইহাকে [ʻ], [ʽ], বা [ʿ] রূপে লেখে; রোমান বর্ণমালায় ইহার অনুরূপ কোনও ধ্বনি নাই, এবং ইউরোপের কোনও ভাষার ধ্বনির সহিত ইহার সাদৃশ্য না থাকায় এই ব্যবস্থা। কখনও কখনও যে স্বর ধ্বনির সহিত ৎঅয়ন্‌ অক্ষর যুক্ত থাকে, তাহার নীচে একটী ফুট্‌কী দিয়া জানান হয়; যেমন ạ, ị, ụ; তদনুকরণে হিন্দীতে অ় আ় ই় ঈ় উ় ঊ় প্রভৃতি লিখিত হয়। কিন্তু এই রকম করিয়া কেবল বিন্দুর সাহায্যে জানাইবার চেষ্টা করিলে, ব্যঞ্জন ع ধ্বনির অস্তিত্ব ভাল করিয়া দেখান হইল না। বাঙ্গালায় ইহার জন্য [ʻ] লেখা যায়; কিন্তু ʻ] লিখিলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এবং হম্‌জহের চিহ্ন [ʼ] র সহিত গোল বাধিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাকে ৎ চিহ্ন দ্বারা জানাইতে চাহি। বাঙ্গালা ঋ-ফলা (ৃ) দ্বারা, বা ব-অক্ষরের মাত্রা ও দুই দিক বাদ দিয়া, স্পষ্ট ৎ হরফ দিয়া, কিম্বা গণিতশাস্ত্রের আপেক্ষিক লঘুত্বজ্ঞাপক < চিহ্ন দিয়া, বা ইংরেজীর v অক্ষরের সাহায্যে, সহজেই সর্ব্বত্র এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যেমন علی 'Ali বা 'Aly = ৎঅলী; عبد 'Abd = ৎঅব্‌দ্‌, عرب 'Arab = ৎঅরব্‌, عشق 'ishq ('ishq) = ৎইশক্‌, عزت = ৎইজ্জৎ

عبادت = ৎইবাদৎ, عثمان = ৎউস্‌মান (ৎওস্‌মান্‌), شاعر = শাৎইর, يعقوب = য়ৎকুব্‌, سعيد = সৎঈদ, معراج = মিৎরাজ, معز = মুৎইজ্জ্‌, لعل = লৎল, رفيع الدين = রফী-ৎউ-দ্‌-দীন্‌ (রফীৎ-অদ্‌-দীন্‌), جامع = জামিৎ, جمع = জম্‌ৎঅ বা জমৎ।

غ = ঘ্বয়্‌ন্‌। উষ্ম ঘ্ব। এই ধ্বনি খ্ব (خ) র ঘোষ রূপ, অতএব ইহাকে গ না লিখিয়া ঘ্ব লেখাই উচিত। [উষ্ম ঘ্ব ভিন্ন কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট গ ধ্বনি আছে (আমাদের বাঙ্গালা গ জিহ্বামূলীয়); এই কণ্ঠ্য গ হইতেছে ক্ব ق ধ্বনির ঘোষ রূপ, এবং ইহা غ হইতে পৃথক]। বাঙ্গালায় যে

সকল আরবী ও ফারসী কথা আসিয়াছে; সে গুলিতে غ থাকিলে সাধারণতঃ গ'য়ে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আরবে ইহা ع রূপে উচ্চারিত হয়; আল্‌জিরিয়ায় ইহার উচ্চারণ ق ক্ব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় গ, অপেক্ষা ঘ় লেখা ভাল মনে করি; তদ্দারা ইহার উষ্ম প্রকৃতি তথা খ-এর সহিত সম্বন্ধ দ্যোতিত হইবে। غيب ঘ়য়্‌ব্‌, غلام ঘ়ুলাম, غياث ঘ়িয়াস় (ঘ়িয়াস়্), غازي ঘ়াজ়ী, مُغَنّي মুঘ়ন্নী, غني ঘ়নী, داغ দাঘ়। রোমান বানানে ইহা gh, gh, g, ġ, ǵ রূপে, এবং গ্রীক অক্ষর γ দিয়াও কখন কখন ইহাকে লেখা হয়।

ف = ফা' (ফে)। উষ্ম ফ, f, সংস্কৃতের ও হিন্দীর প্‌হ ph = ফ নহে। আজকাল বাঙ্গালায় ফ-এর উষ্ম f উচ্চারণ খুবই শুনা যায়। আরবীতে প-এর ধ্বনি নাই, তাই 'প' এর জন্য ف ফ্‌ বা ب ব লিখিত হয়। فضل ফয়্‌ল, غفار ঘ়ফ্‌ফার, فريد ফরীদ, كافر কুফ্‌র, شريف শরীফ্‌, يوسف য়ুসুফ্‌ ইত্যাদি।

ق = ক্বাফ্‌। কণ্ঠ্য ক্ব (ক্ব)। গলার ভিতর হইতে নির্গত ধ্বনি। মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইহার ধ্বনি 'গ' য়ে পরিণত হইয়াছে; মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ার স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ 'জ' 'চ' বা 'ক্স' হইয়া গিয়াছে, যেমন قائد চা'ইদ, سرق সির্‌চে, قريب ক্বরীব্‌, قبله জিব্‌লে ইত্যাদি; আবার দক্ষিণ-আরবে ইহাকে ع য় এর মত উচ্চারণ করে। ইহার রোমান মূর্তি k, ḳ, q, বাঙ্গালায় ক্ব লেখা উচিত; قطب ক্বুত্‌ব্‌, قمر ক্বমর, قاسم ক্বাসিম্‌, خالق খ়ালিক্ব, فقير ফক্বীর, باقي বাক্বী, اقبال ইক্ব্‌বাল।

ک = কাফ। আমাদের বাঙ্গালা ক-এর ধ্বনি। ভাষা আরবীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে; মোরোক্কোর স্থানে স্থানে ইহা হম্‌জ়হের সামিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; আবার সিরিয়ায়, মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ায় ইহা 'চ' 'জ' বা 'ৎস' (পূর্ব্ববঙ্গের চ়) বা 'ৎষ' রূপ ধরিয়াছে: كتاب চিতাব্‌, كذب চাতিব্‌, كلام চলাম, سلام عليكم সালাম্‌ ৎঅলেচু, حكيم হ়জীম, كامل জামিল ইত্যাদি। তালব্য-চ-রূপে উচ্চারিত 'ক'কে আরবেরা 'কশ্‌কশহ্‌' উচ্চারণ বলে। রোমান বানানে k রূপই সাধারণ; কেহ কেহ c লিখেন। বাঙ্গালায় 'ক' লেখাই উচিত। اكبر অক্‌বর, كبير কবীর, كامل কামিল্‌, مالك মলিক্‌, مكان মকান ইত্যাদি।

ل = লাম্‌। আমাদের দন্ত্য ল। আধুনিক আরবীতে কুত্রাপি মূর্দ্ধণ্য ল্ঠ হইয়া গিয়াছে। ت, ث, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ن এই কয়টী শম্‌সী বা 'সৌর' অক্ষর যদি বিশেষ্য ও বিশেষক ال উপসর্গের পরে আসে, তাহা হইলে ال এর ل সেই সেই অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ب, ج, ح, خ, ع, غ, ف, ق, ک, م, و, ه, ي, এই ক্বমরী বা 'চান্দ্র' বর্ণগুলির পূর্ব্বে থাকিলে ل এর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। الطاف অল্‌ত়াফ, لطف লুত়্‌ফ্‌, كامل কামিল, الله অল্লাহ, اسرائيل ইস্‌রা'ঈল্‌ ইত্যাদি। রোমান l.

م=মীম্। ম ; রোমান m ; مالك মলিক, محمد মুহম্মদ, نجم নজ্‌ম্, قاسم ক্বাসিম।

ن=নূন্। দন্ত্য ন। نظام নিঢ়াম (নিজ্বাম), نور নূর, قرآن ক্বুর্'আন্ حسين হুসয়্‌ন্, النبي অন্-নবী। ن যদি ب ব অক্ষরের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে ম রূপে উচ্চারিত হয়, এবং তখন বাঙ্গালায় ম-কার লেখা উচিত ; ফার্সী شنبه শুম্বহ্, استنبول ইস্তম্বোল ইত্যাদি।

و=ৱাৱ। ৱ (ব.) w, অন্তঃস্থ ব-কারের ধ্বনি। এই অক্ষরের দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিই নির্দ্দিষ্ট হয়। অসমীয়ার 'ৱ' (অন্তস্থ ব) অক্ষর দিয়া ব্যঞ্জন و জানানই ভাল ; ওয়া (oya), ওআ, ওা (oa), ও, উ (o, u) দিয়া লিখিলে ইহা ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা হয় না। ব্যঞ্জন ধ্বনি—وكيل ৱকীল্, واحد ৱাহিদ্, وزير ৱজীর, ولايت ৱিলায়ৎ ولي ৱলী, انور অন্ৱর, اوّل অৱ্ৱল, تحرير তহ্ৱ্‌র।

হম্‌জহ্ ফৎহহে-র পরে থাকিলে, وَ=অৱ্ ; ইহাকে সাধারণতঃ au রূপে রোমান লিপিতে লেখা হয়, আবার aw রূপেও লেখা দেখা যায়। কেহ কেহ ō (দীর্ঘ ও) করিয়াও লেখেন। বাঙ্গালায় অৱ্, অও বা ঔ—তিনের এক লেখা চলে ; مولى মৱ্‌লা, মওলা, বা মৌলা (mawla, maula) ; جوهر জৱ্‌হর্, জৌহর ; شوكت শৱ্‌কৎ, শৌকৎ ; قوم ক্বৱ্‌ম, ক্বওম্, ক্বৌম্ ; اوّل অৱ্‌ৱল, অওৱল্, ঔৱল।

স্বরবর্ণ و—পেশ চিহ্নের (ُ) পরে থাকিলে, وُ=উ ; অর্থাৎ uw=ū (ঊ) ; محبوب মহ্‌বূব, رؤف রঊফ্, منصور মন্‌সূর।

ه=হা' (হে)। আমাদের 'হ', রোমান লিপিতে h ; هدايت হিদায়ৎ, مظهر মজ্‌হর্, خواجه খ্বাজহ্, هند হিন্দ্, الله অল্লাহ্। হা-ই-মুখ্‌তফী—পদান্তস্থ অনুচ্চারিত হা—আরবী কথার প্রাতিপাদিক রূপ এবং ফারসী রূপে, ও ফারসী কথায় পাওয়া যায়। ইহাকে হ্ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেই ঠিক হয়। এই অন্ত্য 'হ' দ্বারা পূর্ব্ব ব্যঞ্জন বর্ণের পর হ্রস্ব 'আঁ'কা-রের উচ্চারণ আসে। বিকল্পে ইহাকে 'আ' লেখাও চলে। তবে আমি 'হ্' লেখার পক্ষপাতী। যেমন ملكه মলিকহ্ (বা মলিকা) سلطانه সুল্‌তানহ্ (বা সুল্‌তানা), فاطمه ফাতিমহ্ (বা ফাতিমা) ; [ফারসী دانه দানহ্ বা দানা, بنده বন্দহ্ বা বন্দা ইত্যাদি]। যেখানে অন্ত্য ه উচ্চারিত হয়, সেখানে হ লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য ; الله অল্লাহ্। ة হা-তা—আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ্ বা ত্ (ৎ)। جنّة জিন্নহ্, জিন্নৎ ; دولة দৱ্‌লহ্ দৌলৎ।

ى=য়া' (ইয়া) (বা য়ে) ; সংস্কৃতের য, বাঙ্গালায় ইঅ বা ইয় ; রোমানে y, জর্ম্মান উচ্চারণ অনুসারে j. এই বর্ণ وএর অনুরূপ। ব্যঞ্জন প্রয়োগ ي=য়—يحيى য়হ্‌য়া, يوسف য়ূসুফ্, هدايت হিদায়ৎ, خيّام খয়্‌য়াম, سيد সয়্‌য়দ্, ضياء ড়িয়া' (জ্বিয়া), كفايت কিফায়ৎ।

ـَیْ = অয়্ (ay, aj, ey), বা ঐ ai (বা দীর্ঘ এ) : خیر খয়্‌র্ (খৈর), زین য়য়্‌ন্ (যৈন্), حسین হুসয়্‌ন্ (হুসৈন, হুসেন), حیدر হয়্‌দর (হৈদর)।

ـِی = ঈ ; علی অলী, مجید মজীদ, کریم করীম, باقی বাকী।

ফারসী (পারসী)

ভারতবর্ষে ফারসী কেতাবী ভাষা, মৌলবী ও আলেমগণের উপজীব্য মাত্র, কিন্তু ইহা পারস্য-দেশের জীবন্ত ভাষা। আধুনিক পারস্যের ফারসীতে নানা পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে. হাফিজ, স'দী (সাদী) ও ফিরদৌসীর ভাষা হইতে নবীন ফারসী উচ্চারণে এবং ব্যাকরণে অন্য রকমের হইয়া পড়িয়াছে। তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীর যে উচ্চারণ ছিল, ভারতে মৌলবীরা সেই উচ্চারণ ধরিয়া ফারসী পড়েন। উর্দূতে অধুনা যে সকল ফারসী কথা গৃহীত হয়, সেগুলি পুরান ফারসীর ঢঙেই উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে যে সকল ফারসী নাম পাওয়া যায়, তাহা এই পুরান উচ্চারণ ধরিয়া লেখাই ভাল।

ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে নাই, তজ্জন্য নূতন অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ফারসীতে সেইগুলি প্রকাশিত হয়। এই অক্ষরগুলি হইতেছে پ چ ژ گ.

ـَ ـِ ـُ = অ, ই, উ। ফারসী লিপিতে সাধারণতঃ এই তিন হ্রস্ব স্বর-চিহ্ন লেখা হয় না। ফারসীতে হম্‌জহের উচ্চারণ নাই। অলিফ ফারসীতে স্বরবর্ণ মাত্র। কথার আদিতে ا = অ (হিন্দীর অ, ইংরেজীর hut but এর u); অন্যত্র ا = আ। আদ্য ও মধ্য آ = দীর্ঘ 'আ' ; اسپ অস্প্, هزار হজার, چراغ চিরাঘ্, انگور অঙ্গূর ; آب আব্, آتش আতিশ্ বা আতশ্, آرام আরাম, بهمان বহমান্। اِ اُ = ই, উ : انگریز ইঙ্গ্রেজ্, اُمید উম্মেদ্।

ب, ت = বে, তে : 'ব' 'ত' ; রোমান বানানে b, t : بابر বাবর্, آب আব্, بهادر বহাদুর, تخت তখ্‌ৎ, زرتشت জরতোশ্‌ৎ।

پ = পে : 'প'—p : پیر পীর, پیغمبر পয়্‌ঘম্বর, پارسی পারসী, اسپندیار ইস্পন্দয়্যার, اسپهان ইস্পহান, گشتاسپ গুশ্‌তাস্প্, پهلوان পহ্‌লবান্।

چ = চীম্ বা চে। 'চ' ; রোমান বানানে ch, ch, tch, tsch, tsj, tj, c, ć বা č ; چراغ চিরাঘ্, چین চীন, بلوچ বলোচ্, چشتی চিশ্‌তী, منوچهر মিনুচিহ্‌র্।

ژ = ঝে। 'ঝ' রোমান বানানে zh বা ž, ফরাসীর j ; منیژه মনীঝহ্।

گ = গাফ। 'গ' = g: گیو গীউ, গীব ; گرگان গুর্গান্, گوهر গওহর্, بزرگ বুজুর্গ্।

نگ = ঙ্গ : هوشنگ হোশঙ্গ, اورنگزیب অওরঙ্গ্‌জেব্, فرنگی ফিরঙ্গী।

আরবীর অক্ষরগুলির মধ্যে, ث থ় ও ذ দ় এর ধ্বনি সুপ্রাচীন ফারসীতে ছিল, এখনকার ফারসী এই দুই ধ্বনি হারাইয়াছে। ص ق আরবী বানানে লেখা গুটি কয়েক ফারসী

কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু ث ذ ح ص ض ط ظ ع ق এই অক্ষর গুলিকে আধুনিক ফারসীর বহির্ভূত বলা চলে, কেবল আরবী কথাতেই ইহাদের পাওয়া যায়।

ث = থ্। চার পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল; ফারসীর মাতামহী-স্থানীয় অবেস্তার ভাষায় ও প্রাচীন পারসীকের বাণমুখ লিপিতেও এই ধ্বনি মিলে। কিন্তু এখন এই ধ্বনি আর নাই, ইহার স্থানে 'স' বা 'হ' উচ্চারণ করা হয়: کیومرث = کیومرس গয়োমর্থ্—গয়ুমর্স্। ফারসীতে গৃহীত আরবী কথায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য স; এই স-কে রোমান s̱ এর অনুকরণে স লেখা চলে। স়, স়, স, স, স, স—এই রূপ নানা চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। আমি কেবল দন্ত্য স লেখার পক্ষপাতী।

ج = জ। جنگ জঙ্গ্, آذربایجان অজরবৈজান্, یزدجرد য়জ্‌দিজির্দ্। ج এর 'গ' উচ্চারণ ফারসীতে অজ্ঞাত।

ح—ফারসীতে আরবীর মত উচ্চারণ করা হয় না।

خ = খ়। ফারসীতে خو এই সংযুক্ত বর্ণ দ্বারা একটা ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হয়—খ্ব় দ্বারা তাহা লেখা চলে (এখানে ব ফলা = অন্তস্থ ব; এই অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ হয় না); خواب খ্বাব্ (= খাব্), خوارزم খ্বারিজ়্ম্ (= খারিজ়্ম্), خواجه খ্বাজহ্ (= খাজা) ইত্যাদি।

د = দ। ذ = ধ্জ়। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল, অবেস্তার ভাষায়ও ইহা মিলে। এখন আরবীর ذ কে 'জ়' উচ্চারণ করা হয়; তদ্রূপ আরবীর ض ظ (ধ্ব় দ্ব়) র জ়-বৎ ধ্বনি আসিয়াছে। ফারসীতে এবং তদনুকরণে তুর্কী ও উর্দ্দুতে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের একই ধ্বনি, 'জ়' = z; মূল আরবীর উচ্চারণ অনুসারে ইহাদিগকে যথাক্রমে 'ধ্ব়, জ়, ধ্ব়, দ্ব়' লেখা চলে, তাহাতে গোল থাকে না। কিন্তু ফারসী ও উর্দ্দুর 'জ়' উচ্চারণ অনুসারে লিখিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্য বাঙ্গালা বানানে বজায় রাখিব, ইহা বড় মুস্কিলের কথা। রোমান লিপিতে z = জ় অক্ষর থাকায়, এই z কে অবলম্বন করিয়া ẕ, z, ẓ, ż প্রভৃতি নানা নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া ذ ز ض ظ এর পার্থক্য জানান সহজ। বাঙ্গালায় ত প্রথমতঃ জ-এ ফুটকি দিয়া জ় (= z) সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহার উপরে আরও চিহ্ন দিতে গেলে বড়ই বিকট দেখাইবে—যেমন জ়, জ়, জ়..। এ ক্ষেত্রে কেবল জ় লেখাই ভাল; তবে যাঁহারা মূল অক্ষর বাঙ্গালায় দেখাইতে চাহিবেন, তাঁহারা এইরূপে লিখিতে পারেন; ز = জ় (যেমন আরবীতে আছে); ذ = জ়, (জ় এর মাথায় বিন্দু দিয়া—ث = স এর অনুকরণে); ض = জ়, এবং ظ = জ়।

ز ذ ض ظ—ইহাদের জন্য কখন যে জ, য, য় বা য্ লেখা হয়, তাহা মোটেই সমর্থন করা চলে না।

ر س ش—র, স, শ—আরবীর মত। 'ছ' (= chh) দিয়া ش এর ধ্বনি লেখা উচিত নয়।

ص—স়, স; তুর্কী ফারসী উর্দ্দুতে س ص এর কোন পার্থক্য নাই; ص র জন্য বাঙ্গালায় ইচ্ছামত স বা স় লেখা চলে।

ض এর বিষয় ذ এর কথায় বলা হইয়াছে।

ط=ত্; ফারসীতে ط ও ت র তফাৎ নাই; বাঙ্গালায় ইচ্ছামত ত্ বা ত লেখা চলে। ظ এর বিষয় পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ع—ফারসী, তুর্কী ও উর্দূতে ع এর আরবী উচ্চারণ প্রচলিত নাই। কেবল পূর্ব্বের স্বর-ধ্বনিকে দীর্ঘ ও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের মৌলবী ও আলেম-গণ ع বিষয়ে যত্নপর হইলেও সাধারণতঃ ع এর ধ্বনি অপরিচিত; লোকে ইহাকে অ, আ, ই প্রভৃতি স্বরবর্ণের মত উচ্চারণ করে, ইহার কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা ভারতবাসীর কণ্ঠে অসম্ভব। কিন্তু আরবী শব্দ ফারসী ও উর্দূ উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলেও [‘] চিহ্ন ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

غ, ف—আরবীর মত=ঘ়, ফ্।

ق—আলেমগণ ইহার ক় উচ্চারণ বিষয়ে মনোযোগী হইলেও, পারস্যে ও ভারতে সাধারণতঃ ইহা ک ক এর মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় ক় লেখাই ভাল।

ک, ل, م=ক, ল, ম—আরবীর মত। ک এর চ-ধ্বনি ফারসীতে অজ্ঞাত।

ن=ন; আরবীর মত। পুরান ফারসীতে দীর্ঘ স্বরের পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ن চন্দ্রবিন্দুর মত উচ্চারিত হইত। এই ‘অনুনাসিক উচ্চারণ’ (নূন্-ই-ঘ়ুন্নহ্) ভারতেও প্রচলিত। ফারসীর পুরান উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায়ও চন্দ্রবিন্দু লেখা যায়; যেমন جهان জহাঁ, شیرین শীরীঁ, نوشیروان নূশীর্ৱাঁ বা নোশের্ৱাঁ, چون চূঁ। نب=ম্ব।

و—ফারসীতে সাধারণতঃ কোমল দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ, v, শুনা যায়; আরবীতে ওষ্ঠ্য w উচ্চারণই সাধারণ। তুর্কীতেও v উচ্চারণের প্রাধান্য। ভারতে v, w দুইই আছে। ব্যঞ্জন و-কে ৱ লেখাই ভাল।

স্বরবর্ণ و এর উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে ‘উ’: فیروز ফীরূজ়্, هندوستان হিন্দূস্তান্ نوروز নৌ-রূজ়্, گوشت গূশ্ৎ ইত্যাদি; এই উচ্চারণকে معروف মঅ্রূফ্-উচ্চারণ বলে। و এর দীর্ঘ ‘ও’ উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে অজ্ঞাত, কিন্তু এই ‘ও’ উচ্চারণ (আজ কাল পারস্যে যাহাকে مجهول মজ্হূল্ বা ‘অজ্ঞাত উচ্চারণ’ বলে) পুরান ফারসীতে খুব সাধারণ ছিল। ভারতবর্ষে মজ্হূল্ বা ‘ও’-উচ্চারণই বেশী প্রচলিত; ভারতের মুসলমান ইতিহাসের নামগুলি তদনুসারে লেখাই ভাল; فیروز=ফেরোজ়্, خسرو খুস্রো, هندوستان হিন্দোস্তান্, হিন্দোস্তাঁ।

او, َو=আরবী অৱ্; ফারসীতে অও, অউ বা ঔ; আধুনিক ফারসীতে ‘ওউ’, তুর্কীতে এভ্ (ev)। فردوسی আরবী ধরণে=ফির্দৱ্সী (Firdawsi); আধুনিক ফারসীতে—ফির্দোউসী Firdousi (পুরান ফারসীতে ফির্দৌসী Firdausi, বা ফিরদোসী, ফের্দূসী নহে), তুর্কীতে Firdevsi. বাঙ্গালায় ফারসী কথায় ঔ লেখাই ভাল।

ه=হ। হা-ই-মুখ্তফীর সম্বন্ধে আগে বলা হইয়াছে। একাক্ষর ফারসী পদে ه স্থলে হ না লিখিলেও চলে; যেমন که=কি, چه=চি, نه=ন, به=বি।

ى = য়; ব্যঞ্জন ধ্বনি জানাইলে—য়;

স্বরধ্বনি জানাইলে আধুনিক (মৎরূফ) উচ্চারণ অনুসারে 'ঈ', পুরাতন (মজ্‌হুল) 'এ' দুইই লেখা চলে; دلیر দিলের বা দিলীর; جمشید জমশেদ্ বা জম্‌শীদ্; ایران এরান্ বা ঈরান্; شیر শের; بیرونی বেরুনী, বেরোনী, বীরূনী; بخشی বখ্‌শী।

ـَی—অয়্ বা ঐ (ay, ai); (আধুনিক ফারসীতে ei এই); رَی রয়্, রৈ; نَیشابور নৈশাপোর, کَیخسرو কৈ খুস্‌রো, بَہرام বৈরাম ইত্যাদি।

ফারসীর কস্‌রহ্-ই-ইজ়াফৎকে -ই-, বা ভারতে প্রচলিত পুরাতন ফারসীর উচ্চারণ অবলম্বনে -এ- লেখা উচিত। কিন্তু -ই- লেখাই ভাল। ইজ়াফৎকে পূর্ব্ব পদের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া ঠিক নহে।

যেমন بختیار خالجی বখ্‌ত্‌য়ার-ই-খলজী, محمود سبکتگین মহ্‌মূদ ই-সবুক্তগীন, بادشاہ ھندوستان বাদ্‌শাহ্-এ-হিন্দোস্তান্ ইত্যাদি।

তুর্কী

আরবী শেমীয় ভাষা; ফারসী ও পশ্‌তো এবং বলোচ্, তথা উর্দূ, আর্য্যভাষা। তুর্কী ভাষা সংযোগমূলক উরাল-আল্টাই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত;—হঙ্গেরীয় ও ফিন্, মাঞ্চু ও তুঙ্গুস্, মোঙ্গোল ও বুরিয়াৎ ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। খিরঘীজ, উজ়্বগ্, সার্ত, য়াকুৎ, কাল্‌পাক্, কিপ্‌চাক্ প্রভৃতি তাতার ভাষাগুলি তুর্কীর সমশ্রেণিক ও স্বস্থানীয়। আজকাল তুর্কী ভাষার দুই রূপ দেখা যায়—পশ্চিমা বা ওস্‌মান্‌লী তুর্কী, এবং পূর্ব্বী বা চাঘ্‌তাঈ বা উইগুর তুর্কী। ওস্‌মান্‌লী তুর্কী ইউরোপের ও পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কীদের ভাষা, বহু আরবী ও ফারসী শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে, আরবীর ও ফারসীর প্রভাবে ইহাতে একটা উঁচু দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। চাঘ্‌তাঈ তুর্কী মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত; ইহাতে তেমন সাহিত্য রচনা হয় নাই, কিন্তু এই তুর্কীই অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ তুর্কী, এবং তুর্কীর প্রাচীন রূপ ইহাতেই বর্ত্তমান আছে। ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের ভাষা এই পূর্ব্বী তুর্কীই ছিল। তৈমুরলঙ্গের মাতৃভাষা ছিল চাঘ্‌তাঈ তুর্কী; তৈমুরের ছয় পুরুষ অধস্তন বাদশাহ বাবর এই ভাষা বলিতেন, এবং ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুর্কী ভাষার ছাপ ভারতে পড়ে নাই; উত্তর-ভারতের ভাষাগুলিতে কেবল কতকগুলি তুর্কী কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। ফারসী ভাষা তুর্কীরাই প্রথম এ দেশে আনে, সেই জন্য কতকটা তুর্কী ঢঙের ফারসী উচ্চারণ ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছে। তুর্কীর ধ্বনিগুলি ফারসী হইতে বিশেষ পৃথক্ নয়। তুর্কীতে স্পৃষ্ট ও উষ্ম, অঘোষ ও ঘোষবর্ণের পার্থক্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না; ت د ط ত দ ত্, ف پ ب ফ প ব, چ ج চ জ, ک گ ক গ, ق غ ক্ব ঘ এর অদল বদল দেখা যায়। স্বর ধ্বনির মধ্যে দীর্ঘ 'আ' বহু স্থলে বাঙ্গালা দীর্ঘ 'অ'-কারের

মত (ইংরেজী awর মত) উচ্চারিত হয়; چقماق, বাঙ্গালায় চকমকী। তুর্কীতে বাঁকা 'উ ও, আ' (= জর্মানের ü ö ä) ধ্বনি আছে, সেগুলি কিন্তু আরবী হরফে জানান হয় না; আমাদেরও ও বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই। و ও ي র 'ও' এবং 'এ' উচ্চারণ আছে। তুর্কীতে আরবীর ث ذ ص ض ط ظ ع ধ্বনি নাই; কিন্তু ق খুবই মিলে; এবং অনেক স্থলে আদ্য ت এর জায়গায় ط লিখে। ফারসীর ژ নাই, এবং نگ র উচ্চারণ 'ঙ', ফারসীর মত 'ঙ্গ' (ঙ্‌গ) নহে। ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে তুর্কী নাম পাওয়া যায়, ফারসীর পুরাতন উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় বর্ণান্তর করিলেই কাজ চলিবে; যেমন ایبک অয়্‌বক্‌, الپ ارسلان অল্প্‌ অর্‌স্‌লান্‌, هولاگو হুলাগু, سبکتگین সবুক্তগীন্‌, يلدز য়িল্‌দিজ্‌ تغلق তঘ্‌লক্‌, تغرل তুঘ্‌রিল্‌, التمش অল্‌তমিশ্‌, يگين য়িৎগীন্‌, الوغ উলুঘ্‌, خلجي খল্‌জী, چين قليچ চীন্‌ ক্লিলীচ, بغره বুঘ্‌রহ্‌ ইত্যাদি।

পশ্‌তো (পষ্‌তূ, পখ্‌তূ)

পশ্‌তো ঈরানীয় ভাষা, ফারসীর সহিত সম্পৃক্ত। ইহাতে কিন্তু বিস্তর ভারতীয় (সিন্ধী ও পশ্চিম-পঞ্জাবী) শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মত ট, ড, ণ, ড় এর মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ইহাতে মিলে; এবং ইহাতে এমন কতকগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, যাহা আরবী ফারসী তুর্কী উর্দূতে মিলে না। কিন্তু পশ্‌তো কথা বা নাম ভারতের ইতিহাসে বেশী পাওয়া যায় না; সেই জন্য পশ্‌তোর ধ্বনি ও অক্ষর আলোচনার আবশ্যক নাই। যে দুই চারিটী পশ্‌তো নাম পাওয়া যায়, যেমন سور সূর, لودی লোদী, درانی দুর্‌রানী প্রভৃতি, সেগুলি প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিখিলেই চলিবে।

উর্দূ (হিন্দোস্তানী)

উর্দূ বাক্য লিখিতে গেলে, ফারসী ও আরবী শব্দের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ পুরাতন ফার্সীর মত) উচ্চারণ অবলম্বন করা উচিত। ذ ز ض ظ কে খালি জ লিখিলেই ভাল; তবে ع غ ق خ প্রভৃতি যে সকল বর্ণ শিক্ষিত উর্দূভাষিগণ উচ্চারণের প্রয়াস করেন, সেগুলির বিশেষত্ব বাঙ্গালা হরফে দেখান উচিত। ص ,ط কে খালি ত, স, লিখিলে ক্ষতি হয় না। উর্দূর প্রাকৃত শব্দগুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে হিন্দীর দেবনাগরী বানান অনুসরণ করা উচিত, যেমন ہی है, বাঙ্গালায় 'হায়' বা 'হ্যায়' না লিখিয়া 'হৈ' লেখাই ভাল; তদ্রূপ کیسے কৈসে= কৈসে, 'ক্যায়ছে' নহে; ٹھٹا ঠট্‌ঠা = ঠট্‌ঠা (ঠাট্টা নহে), پہچانتا পহ্‌চানতা = পহ্‌চান্‌তা (পছান্তা নহে), پھول ফুল = ফূল (ফুল নহে), تین তীন = তীন্‌ (তিন নহে), نہیں নহীঁ = নহীঁ, پڑ পড় = পড়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতাবলম্বনে আরবী ভাষার ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ স্থান অনুসারে নিম্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে সাজাইতে পারা যায়।

ব্যঞ্জন বর্ণ

(* চিহ্নিত বর্ণগুলি আরবীর নহে)

উচ্চারণ-স্থান	অব্যক্ত ঈষৎ-স্পৃষ্ট, সংবৃত, আভ্যন্তর-প্রযত্ন	অঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	অঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট সংবৃত	অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম সংবৃত	ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বিবৃত	উষ্ম sibilants [স-ধ্বনিক] বিবৃত — অঘোষ	উষ্ম sibilants [স-ধ্বনিক] বিবৃত — ঘোষ	ঘোষ অন্তস্থ (অর্দ্ধ-স্বর) সংবৃত	ঘোষ আনুনাসিক সংবৃত
কণ্ঠ	ء, ا = ʼ	ق = ক্ব		خ = খ়	غ = ঘ়	ع = ‘	ح = হ়	ه = হ				
জিহ্বামূল [ও তালু]		ك = ক	ج = গ (প্রাচীন আরবী) *گ = গ									ق غ ك এর পূর্ব্বস্থ ن
তালু		*چ = চ	ج = জ						ش = শ	*ژ = ঝ়	ي = য়	
দন্তমূল		ط = ত়		ظ = ঝ়(জ়)	ض = ধ় (দ়				ص = স়			
দন্ত		ت = ত	د = দ	ث = থ়	ذ = ধ়				س = স	ز = জ়	ر = র ل = ল	ن = ন
ওষ্ঠ		*پ = প	ب = ব	ف = ফ় [দন্তোষ্ঠ্য]	و = ব়, w [দন্তোষ্ঠ্য]						و = ব়, w	م = ম ب র পূর্ব্বস্থ ن

স্বরবর্ণ

	কণ্ঠ	তালু	ওষ্ঠ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ
হ্রস্ব	ـَ, اَ = অ	ـِ, اِ = ই	ـُ, اُ = উ	ـِ, ـَ = [আধুনিক আরবীতে] এ ĕ	ـُ [আধুনিক] = ও ŏ
দীর্ঘ	ـَا, آ = আ	ـِي, يـ, اِي = ঈ	ـُو, اُو = ঊ	اَيْ ـَيْ = অয়্, ঐ বা দীর্ঘ এ]	ـَوْ اَو = অও, আও, ঔ [বা দীর্ঘ ও]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ব্যাকরণকার ও আভিধানিক পণ্ডিত খলীল-ইব্ন্-অহ্মদ্ আরবী বর্ণগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে এইরূপে সাজাইয়াছেন :—[১] কণ্ঠ—ع, ح, ه, خ, غ, ق [২] তালব্য বা জিহ্বামূলীয়—ك, ج [৩] স-গোষ্ঠিক—ش, س, ض, ص, ز [৪] দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—ط, د, ت, ظ, ذ, ث, ر, ل, ن [৫] ওষ্ঠ্য—ف, ب, م; এবং [৬] অর্ধস্বর—و, ا, ي

প্রস্তাবিত লিপ্যন্তর-রীতিতে আরবী ফারসী বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ এই দাঁড়াইতেছে-

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ا ، ء	' (হম্‌জ়হ্‌)	—
ب	ব	ব
پ	—	প
ت	ত	ত
ث	স়	সঁ [স]
ج	জ [গ]	জ
چ	—	চ
ح	হ়	হ় [হ]
خ	খ়	খ়
د	দ	দ
ذ	ধ়	জ় [জ়]
ر	র	র
ز	জ়	জ়
ژ	—	ঝ়
س	স	স
ش	শ	শ
ص	স়	স় [স]
ض	ধ় [দ়]	জ় [জ়]

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ط	ত়	ত় [ত]
ظ	ধ় [য়]	য় [জ়]
ع	‹	‹
غ	ঘ়	ঘ়
ف	ফ়	ফ়
ق	ক়	ক় [ক]
ک	ক	ক
گ	—	গ
ل, م, ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন
و	ৱ [ও]	ৱ [ও]
ه	হ	হ
ی	য়	য়
اَ اِ اُ	অ, ই, উ	অ, ই, উ
آ	আ	আ
ىِ وُ	ঊ, ঈ	ঊ, ঈ
ىَ وَ	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]
ی و	—	ও, এ ; ঊ, ঈ
ً ٍ ٌ	অন্, ইন্, উন্	—

প্রস্তাবিত বর্ণান্তর-রীতির প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ কয়েক ছত্র আরবী, ফারসী ও উর্দু, এবং দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণের নাম বাঙ্গালা বানানে মূলের সহিত দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আরবী

সুরতু-ল্-ফাতিহহ্ (ক্বারী বা কোরান-পাঠকগণের পদ্ধতি অনুসারে বাক্যান্তস্থ হ্রস্ব স্বর অনুচ্চারিত রাখা গেল)।

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ * اَلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ

مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ *

اِهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ ٱلَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ ٱلْمَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّيْنَ * آمِيْنَ *

বি-স্মি-ল্-লাহি-র্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্ * 'অল্-হম্‌দু লি-ল্লাহি রব্বি-ল্-'আলমীন্ * 'অর্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্ * মালিকি য়ৌমি-দ্-দীন্ * 'ইয়্যাক নʻবুদু, ব'ইয়্যাক নস্তʻঈন্ * 'ইহ্‌দিনা-স্-সিরাত-ল্-মুস্তক্বীম্ * সিরাত-ল্-লজীন 'অন্ʻঅম্‌ত ʻঅলয়্‌হিম্ * ঘয়্‌রি-ল্-মগ্‌দূবি ʻঅলয়্‌হিম্ ব লা-দ্-দাল্লীন্ * আমীন।

অল্-মুʻঅল্লক্বতু 'ইমরু'ই-ল্-ক্বয়্‌সি —

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَ مَنْزِلِ * بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ ٱلدَّخُوْلِ فَحَوْمَلِ

فَتُوْضِحَ فَٱلْمِقْرَاةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا * لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوْبٍ وَ شَمْأَلِ

ক্বিফানব্‌কি মিন জিক্‌রা হবীবিন্ ব মন্‌জিলি,
বিসক্বতি' লিলয়া বয়্‌ন-দ্-দখূলি ফ-হৌমলি।
ফ-তূদ্বিহ ফ-ল্-মক্বরাতি লম্ য়ʻফু রসমুহা,
লিমান সগত্‌হা মিন গনূবিন ব শম'অলি॥

ফারসী

গ়জ়ল্-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী (জলালু-দ্-দীন্ রূমী)

چه تدبیر ای مسلمانان که من خودرا نه میدانم
نه ترسا و یهودیئم نه گبرم نی مسلمانم *
نه شرقیئم نه غربیئم نه بحریئم نه بریئم
نه از ملک عراقیئم نه از خاکِ خراسانم *

هو الاوّل هو الآخر هو الظاهر هو الباطن
بجز موجود یا من هو دگر چیزی نمیدانم *
مکانم لامکان باشد نشانم بینشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من خود جانِ جانانم *

نه از عرشم نه از فرشم نه از جنّت نه از دوزخ
نه از آدم نه از حوّا نه از فردوسِ رضوانم *
الایا شمسِ تبریزی چرا مستی در این عالم
بجز مستي و مدهوشی دگر چیزی نمیدانم *

চি তদ্বীর্, অয় মুস্লমানান্ ? কি মন্ খ়ুদ্-রা ন-মীদানম্ ।
ন অজ়্ তর্সা ৱ য়হূদীয়ম্, ন গব্রম্ ন-ঈ মুস্লমানম্ ॥
ন শর্ক়ীয়ম্ ন গ়র্বীয়ম্, ন বহ্রীয়ম্ ন বর্রীয়ম্,
ন অজ়্ মুল্ক-ই-ৎইরাক়ীয়ম্, ন অজ়্ খ়াক্-ই-খ়ুরাসানম্ ।
“হুৱ-ল্-অৱ্ৱল্, হুৱ-ল্-আখ়িব়্, হুৱ-জ়্-জ়াহির্ হুৱ-ল-বাত়িন্” ;
বিজুজ়্ “মওজূদ্ য়া মন্ হু”—দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্ ॥
মকানম্ লা-মকান্ বাশদ্ ; নিশানম্ বী-নিশান্ বাশদ্ ;
ন তন্ বাশদ্, ন জান্ বাশদ্, কি মন্ খ়ুদ্ জান্-ই-জানানম্ ॥
ন অজ়্ ৎঅর্শম্, ন অজ়্ ফর্শম্, ন অজ়্ জন্নৎ, ন অজ়্ দূজ়খ়্ ;
ন অজ়্ আদম্ ন অজ়্ হৱ্ৱা, ন অজ়্ ফির্দওস্-ই-রিজ়্ৱানম্ ॥
অলায়া-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী, চিরা মস্তী দর্ ঈন্ ৎআলম্ ?
বিজুজ়্ মস্তী ৱ মদ্হূশী দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্ ॥

উর্দূ

রুব্ৎআয়াৎ-ই-হ়ালী।

کانٹا ہی ہریک جگر میں اٹکا تیرا
حلقہ ہی ہریک گوش میں لٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہی ضرور
بھٹکے ہوے دل میں بھی ہی کھٹکا تیرا

কাঁটা হৈ হর্-ইক্ জিগর্-মেঁ অট্কা তেরা ;
হল্কহ্ হৈ হর-ইক্ গোশ্-মেঁ লট্কা তেরা।
মানা নহীঁ জিস্ নে তুঝ্কো জানা হৈ জ়রূর্ ;
ভট্কে হুএ দিল্-মেঁ ভী হৈ খট্কা তেরা।

ہندونے صنم میں جلوہ پایا تیرا
آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

হিন্দূনে সনম্-মেঁ জল্বহ্ পায়া তেরা ;
আতিশ্-প মুগ়ান্-নে রাগ্ গায়া তেরা।
দহ্রী-নে কিয়া দহ্র্-সে তৎবীর্ তুঝে ;
ইন্কার্ কিসী-সে বন্ ন আয়া তেরা।

ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں
شر سے بچیں اور شر کی عوض خیر کریں

جو کہتے ہیں یہ کہ ہی جہنم دنیا
وہ آئیں اور اس بہشت کي سير کریں

হিন্দূ-সে লড়েঁ ন গব্র্-সে বৈর্ করেঁ—
শর্-সে বচেঁ, ঔর্ শর্-কে ৎইবজ় খৈর্ করেঁ—
জো কহ্তে হৈঁ য়িহ্, কি 'হৈ জহন্নম্ দুনিয়া'—
ৱুহ্ আএঁ, ঔর্ ইস্ বিহিশ্ৎ-কী সৈর্ করেঁ।

ہي عشق طبیب دل کے بیماروں کا
یا گھر ہی وہ خود ہزار آزاروں کا

ہم کچھہ نہیں جانتے - یہ اِتنی ہی خبر
یک مشغلہ دلچسپ ہی بیکاروں کا

হৈ বহ্‌লক্ ত়বীব্ দিল্-কে বীমারোঁ-কা ?
য়া যহ্ হৈ রুহ্ ঘূ্ব হজার আরারোঁ-কা ?
হম্ কুছ্ নহীঁ জান্‌তে ; পহ্ ইৎনী হৈ খবর—
ইক্ মশ্‌গলহ্ দিল্-চস্প্ হৈ বেকারোঁ-কা।

দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণ

১। দাস বংশ—

قطب الدين ايبك কুত্বু-দ্-দীন অয়্‌বক্

آرام আরাম্

التمش অল্‌তমিশ্

فيروز ফীরোজ্, ফেরোজ্

رضيه রজিয়হ্, রজিয়হ্

بهرام বহ্‌রাম্

مسعود মসা'উদ্

محمود মহ্‌মূদ্

بلبن বল্‌বন্

كيقباد কৈ কুবাদ্

২। খল্‌জী বংশ—

جلال الدين فيروز জলালু-দ্-দীন ফীরোজ্

ابراهيم (ابرٰهيم) ইব্রাহীম্

علاء الدين محمد 'অলাউ-দ্-দীন্ মুহম্মদ্

شهاب الدين عمر শিহাবু-দ্-দীন্ 'উমর

مبارك মুবারক্

ناصر الدين خسرو নাসিরু-দ্-দীন্ খুস্‌রো

৩। তুগ্‌লক্ বংশ—

تغلق তুগ্‌লক্

محمد মুহম্মদ্

[illegible]

ابوبكر অবূ-বক্‌র্

نصرت নস্‌রৎ

تيمور তীমূর, তৈমূর

৪। সয়্যিদ্ বংশ—

خضر খিজ্‌র, খিজ্‌র্

عالم 'আলম্

৫। লোদী বংশ—

بهلول বহ্‌লোল্

سكندر সিকন্দর

৬। আফগান (অফ্‌গান্) বংশ—

شير شاه শের শাহ্

محمد عادل মুহম্মদ্ 'আদিল্

৭। মোগল (মুগল্) বংশ—

بابر বাবর্

همايون হুমায়ূন্

اكبر অক্‌বর্

جهان گير জহান্-গীর্

شاه جهان শাহ্-জহান্

اورنگزيب عالم گير অওরঙ্গ্‌জেব্ 'আলম…

بهادر বহাদুর্

جهاندار জহান্-দার্

فرخ سير ফর্‌রুখ্-সিয়র্

احمد [illegible]

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনা কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও ফারসীর প্রধান অধ্যাপক মৌলবী শ্রীযুক্ত মুহম্মদ হিদায়ৎ হুসয়ন্ সাহেব আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন; আরবী ও ফারসী নামগুলির বানান তিনি দেখিয়া দিয়াছেন, এবং নানা প্রকারে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

'অল্-হম্দু লি-ল্লাহি-
-ল্-লধী রহব লি-বলাদিনা-ল্-করীম্
শরফ তমদ্দুনি দীনি ল্-ইসলামি-ল্-করীম্ ;
ও ফজ্জল্ এঅহ্লা-ল্-সিনতিনা-ল্-হিন্দিয়াহ্
অধ্-ধখাইরত-ল-রসীৎঅত-ল্-অল্ফাথি-ল্-ৎঅরবিয়াহ্,
ও-ল্-গুনীমত-ল-বদীৎঅত মিনা-ল্ কালিমাতি-ল্-ফারসিয়াহ্ ॥

শুক্র রিসালহ্-ই-মহ্‌রুফ্-রা
ব-নাম্-ই-নামী-ই-মুকাম্-ই-তকীকী-
ই-মাদরী-রহ্মন্-ই-মহ্‌বুব্,
ও ৎউলমা-ই-কীশান,
কি অজ্ ফনান-ই-কলম্-ও-শীরীন-ই-বঙ্গালহ্
মহব্বৎ ও উলফৎ দারন্দ,
ক্বীমৎ বখ্শীদম ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে

৭ই আশ্বিন ১৩২৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

" " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্
" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ
" বিজয়লাল দত্ত
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" তারিণীচরণ পাল
" প্রমথনাথ খান
" সূর্য্যকান্ত মিত্র বি এ
" মহম্মদ ইউসুফ আলী খাঁ
" ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
" প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সিংহ বি এ
" ত্রিদিবেশচন্দ্র সিংহ
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ
" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ম্মা
" পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
" গণপতি সরকার
" শ্যামলধন মিত্র
" শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" আশুতোষ দত্ত
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" রাধিকাভূষণ রায়
" রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ
" গোকুলচন্দ্র বড়াল
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
" রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" বিপিনচন্দ্র পাল
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
" রজনীরঞ্জন দেব বি এ
" দামোদরদাস বর্ম্মণ্
" রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি
" দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ
" যতীন্দ্রচন্দ্র রায় এম্ এ
" সত্যচরণ বসু এম্ এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" হরিপদ দত্ত
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
" রামকমল সিংহ
" ললিতমোহন পাল

শ্রীযুক্ত হবিবর রহমন
" বাণীনাথ নন্দী
" উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" রায় বিনোদবিহারী বসু
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" শরচ্চন্দ্র মিত্র
" শশিকুমার মিত্র
" যোগেশচন্দ্র রায়
" আশুতোষ শাস্ত্রী
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী
" বিপিনচন্দ্র পাল
" রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত
" রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু
" প্রভাসচন্দ্র বসু
" গুরুপ্রসাদ বসু
" মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
} সহঃ সম্পাদকগণ।

সভারম্ভে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি সংস্কৃত শোকগাথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক স্ব স্ব রচিত শোক-গাথাগুলি পঠিত হয়। (শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র বাবুর কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন।)

অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ সভার

কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।—মহারাজ গিরিজানাথ রায়, কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে, সি, আই, ই কাশিমবাজার, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন বিদ্যানিধি, করুণাচন্দ্র মজুমদার, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৎপরে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি এই,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও স্তম্ভস্বরূপ, বঙ্গ-মাতার কৃতী সুসন্তান এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, নানা বিদ্যার আধার, সর্ব্বসদ্‌গুণান্বিত সারদা-চরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগে আমরা শোক-প্রকাশ করিয়া থাকি। কতক লোকের জন্য কেবল তাঁহাদের পরিবারবর্গ, কতক লোকের জন্য প্রাতিবেশীরা, আর কতক লোকের জন্য সমস্ত দেশবাসী সকলেই শোক করিয়া থাকেন। সারদাচরণ এই শেষ শ্রেণীর লোক ছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালী—ভারতবাসী তাঁহার জন্য শোক করিতেছে। আমি কথায় কি জানাইব; আপনাদের কাজের দ্বারায় তাহা প্রমাণ হই-তেছে। যাঁহাদের জন্য আমরা বেশী শোক-প্রকাশ করি, তাঁহারা গৌরব চান না—আর যাঁহারা গৌরব চান, তাঁহাদের জন্য অধিক লোকে শোক-প্রকাশ করেন না। তিনি যে যে সৎকর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, দেশবাসীকে সেই সেই কার্য্যে উদ্‌যোগী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলে-জের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। কোনও কার্য্যোপলক্ষ্যে আমি কলেজ-লাইব্রেরী-গৃহে আসি, তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু পাঠ-নিরত সারদা বাবুকে দেখাইয়া বলেন,—ঐ ছেলেটিকে দেখ; এ দেশের একটা মানুষ হবে। সহাস্য বদন, প্রকৃত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বাধীনচেতার ন্যায় চক্ষু উজ্জ্বল;—সেই ভাব তাঁহার চিরদিন ছিল। তাঁহার সহিত মতান্তর হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মনান্তর কখনও হয় নাই।

তাঁহার অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম-জীবনকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ১। সাহিত্য-ক্ষেত্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি মিলিত হইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করেন। বিদ্যাপতিরও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। নানা সন্দর্ভ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া বহু সাময়িক পত্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী গভীর গবেষণাপূর্ণ। তিনি স্বার্থপর ছিলেন না—পরার্থপর ছিলেন। এই জন্য একলিপি-বিস্তারের বহু চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন;—উদ্দেশ্য, একতা-বিস্তার। তিনি যেমন ভারত-প্রেমিক, তেমনই আবার স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন।

২। ব্যবহার-জীব।—এই কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার টেগর ল-লেক্‌চার (Tagore Law Lecture) নামক বক্তৃতা-পুস্তক আইন-বিভায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং করিবে। বিচারপতি হিসাবে এমন স্বাধীন, নির্ভীক মতাবলম্বী দেখা যায় না। একমাত্র ন্যায়ের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এক সময়ে এমন ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে হাইকোর্টের প্রতিও জন-সাধারণের শ্রদ্ধার কিছু অভাব হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন সারদা বাবু নির্ভীক ভাবে বিচার-কার্য্যে স্বাধীনতা এবং ন্যায়-পরায়ণতা দেখাইয়া হাইকোর্টের মুখোজ্জ্বল করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে এবং আমাদের পক্ষেও কম শ্লাঘার কথা নহে।

৩। সমাজ-সংস্কার।—তিনি কর্ম্মী ছিলেন। বেশী কথা কহিতেন না, বাগ্‌বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার কথা সকলকে শুনিতেই হইবে। দ্বিতীয় বার বলিতে হইলে, অতি দৃঢ়তার সহিত কঠোর ভাবে বলিতেন। তিনি কথার লোক ছিলেন না, কাজের লোক ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী। নিজের বাড়ীতে সংস্কার-কার্য্যের সাধন করিয়া তবে পরকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ-শ্রেণীর মিলন ও কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তি সহ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিচারালয়ের নিকট এক সময়ে যে প্রতিবন্ধকতা হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দোষে নহে। বিচারক উভয়েই ব্রাহ্মণ বটে; এক জন এই দেশীয়, তাঁহার নাম করিবার আবশ্যক নাই, আর এক জন পাঞ্জাবদেশবাসী—৺প্রাণনাথ সরস্বতী। স্যার রমেশ-চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের আপত্তিতে ঐ বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এই সংস্কার-কার্য্যটি একটু কঠিন বলিয়া তাঁহাকে ধীরতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

৪। কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধি-সাধন-ক্ষেত্র।—তিনি এই বিষয়ে তাঁহার স্বগ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থলে অকৃতকার্য্য হইয়া লোকসান দিলেও তিনি যে অভিজ্ঞতা দেশকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের কার্য্যে লাগিবে এবং দেশবাসী এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বলিলেন যে, সারদা বাবু আমার বাল্য-সখা; পঞ্চাশ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুইটি কথা বলিব। একটি মেদিনীপুর হাঙ্গামার মোকদ্দমার কথা। রাজা মহারাজা সব জেলে, তাঁহাদের সেখানে ভারি কষ্ট। যেখানে আহার, সেখানে মলত্যাগ, সেইখানেই শয়ন। ইহারা হাই-কোর্টে দরখাস্ত করেন। দুই জন বিচারকের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হয়; হঠাৎ এক জনের অসুখ হওয়ায় অন্য জন একেলা বিচার করিতে অনিচ্ছুক। সারদা বাবুকে চিঠি লিখিয়া জানাইবার পর তবে তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন। কার্য্য গ্রহণ করিয়া দেখেন,

নানা গোলমাল, বহু অত্যাচার। মোকদ্দমায় দুই জন জজের দুই রায় হইল। সারদা বাবু বলিলেন,—আমি 'সিনিয়র' জজ, আমার মতই গ্রাহ্য হইবে। তিনি সকলকে জামিনে খালাস দিলেন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে মেদিনীপুরের ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হয়। বহু সম্মানিত লোকের প্রাণরক্ষা পাইল। কেহ কেহ বলেন,—এই জন্য তাঁহার পেন্সনাদি কিম্বা সর্ব্বপ্রকার পুরস্কার বন্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার অসাধারণ সহগুণ এবং কর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। একটা কথা উদাহরণস্বরূপ বলি। যে দিন এখানে রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর আসেন, তিনি অরপায়ে আমাকে বাড়ী হইতে আনেন এবং এখানে আসিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রম করেন। এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখা যায় না।

এই প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে থেকে তাঁর উপকার যতটা করিতে পারি আর না পারি, আমি নিজে উপকৃত। এরূপ সৎসঙ্গ, সজ্জন-সঙ্গ-লাভে কার না উপকার হয়? মাননীয় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদা বাবুর সঙ্গ-লাভে আমারও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথমে সারদা বাবুর নাম প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাবলীর মলাটের উপর পাই। আমি ঐ গ্রন্থাবলীর গ্রাহক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তাঁর খুব নাম শুনলুম। কলেজ ছেড়ে এক সময়ে অর্থাৎ Age of Consent Act আন্দোলনের সময় একটা সভা হয়। ঐ সভার আমি একজন উদ্‌যোক্তা ছিলাম। সভার আহ্বানকারী ছিলেন—৺গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী ও ৺প্রাণনাথ সরস্বতী। সারদাবাবুর বাড়ীতে এই সভার আয়োজন হয়। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্নেহ-শ্রদ্ধা পেয়ে জীবনে একটা বলস্বরূপ মনে করলুম। তিনি পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহার সভাপতি-পদ-গ্রহণকালে পরিষদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পরিষৎ গৃহহীন, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র কুটীরে স্থান সঙ্কীর্ণ। মহারাজের নিকট হইতে জমী পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী প্রস্তুত হইবার উপায় ছিল না। ১৩১১ সালে আমি সম্পাদক হই। সারদা বাবু ১৩১২ সালে সভাপতি হন। ঐ সেপ্টেম্বর মাসে Partition of Bengal আন্দোলনে দেশ চঞ্চল। এই বিষয়ে পরিষদের কোন কর্ত্তব্য আছে কি না, পরিষৎ কোন প্রতিবাদ করিবে কি না, ঘোর সমস্যা চলিতেছিল। কেহ কেহ স্বপক্ষে, কেহ কেহ বিপক্ষে মত দিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। সারদা বাবু বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষাকে অখণ্ড রাখিতে হইলে সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যক। তিনি এরূপ না বলিলে প্রতিবাদ-সভা আহূত করা দুষ্কর হইত। পরিষদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কালেই এইরূপে বহু বারেই তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী; কোন দ্বিধা বোধ না করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। পরিষদের মত শিশু-অনুষ্ঠান জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির আবশ্যক। তাঁহার জীবনই কর্ম্মময় ছিল, কাজের প্রেরণা তাঁহার

মধ্যে অসাধারণ ভাবে ছিল। কাজের অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ভেতর থেকে তাঁহাকে কর্ম্ম করাইত। তিনি আট বৎসরকাল সভাপতি ছিলেন। এত দীর্ঘ কাল কেহই সভাপতিত্ব করেন নাই। তিনি প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, পরিষৎ তাঁহার মত নেতা না পাইলে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত না। স্বাধীনচেতা, অল্পভাষী, জবরদস্ত হাকিমের মত যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য ঠিক অথচ অবিশ্রান্ত ভাবে পরিচালনা করিতেন। সহকারী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে তাঁহার মত বহুবার সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য অন্য কেহ পরিচালনা করেন নাই। আট বৎসর কাল তাঁহার অধীনে থাকিয়া পরিষৎ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার নাম সম্মানের সহিত চিরগ্রথিত হইয়া থাকিবে। সারদা বাবুর তিরোভাবে দেশের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু পরিষদের ক্ষতিও যথেষ্ট। সহকারী সভাপতি-রূপেও তিনি আমরণ বহু কার্য্যে পরিষদের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

পরে যশোহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল মহাশয় এই উপলক্ষ্যে বলিলেন,—সারদা বাবুর জন্য শোক নহে—শোক আমাদের জন্য। তাঁহার উৎসাহ অনন্ত এবং নির্ভীকতা অনন্যসাধারণ ছিল—কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি অন্যত্র। আমার ধারণা, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল; সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বুঝা যাইত। তাঁহার একলিপি-বিস্তারের চেষ্টার আমি সমর্থন করি। তাঁহার প্রতিভা যথার্থই সর্ব্বতোমুখী। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপণে কার্য্য করিতেন।

পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; তাঁহার দুএকটি বিশেষত্বের উল্লেখ মাত্র আমি করিব। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় Age of Consent Billএর আন্দোলনের সময়। যাক্ সে সকল কথা। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, তিনি বিদ্বান্—কিন্তু মরতে প্রস্তুত, মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান, মরণকে উপেক্ষা তিনি ক'রেছেন। তিনি পিতামহের শ্রেণীর লোক। তাঁহার বিশিষ্টতা, খাঁটী বাঙ্গালীত্ব—ফল্গু-প্রবাহের মত তাঁহার জীবনে ছিল। পানিশেহোলায়—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—বাড়ী ঘর, ঠাকুরঘর, হিন্দুর ঘরের মত, মার্ব্বেল পাথর দেওয়া দুর্গাদালান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সব চেয়ে ভাল। তিনি পল্লীবাসী ছিলেন। পল্লীজীবনই বাঙ্গালীর স্থায়ী জীবন বলিয়া বুঝিতেন। বাঙ্গালাকে বাঙ্গালার মতন রাখাই চাই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশবাসী লোকদের সহিত আদান-প্রদান করিবার জন্য, একটা ভাবের জমাটের জন্য তাঁহার একলিপি-বিস্তারের প্রয়াস। কিন্তু তাঁহার আসল বিশিষ্টতা, যাহা পূর্ব্বেই বলিলাম, সেই অদ্ভুত পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক শিক্ষা, সেই মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা—এক কথায় তিনি পুরাতনের শেষ চিহ্ন। হিন্দুত্বই তাঁহার বিশিষ্টতা। বৈভবশালী এমন বিদ্বান্ পাইলেও, এমন খাঁটি বাঙ্গালী, এমন জীবন, এমন আদর্শ, এমন ভক্ত, এমন মরণ বোধ হয়, আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তাই মহাত্মার নিকট বলি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ রকম ভাবে জীবন রেখে, হিন্দুত্ব রেখে, ঐ রকমে মরতে পারি।

তোমার জীবন পারিজাত তুল্য, একটি স্যমন্তক মণি, ভানুর দীপ্তির স্বরূপ। আর একটা কথা, তিনি পরিষদের বাহক, ধারক ও নায়ক ছিলেন—স্তম্ভ ছিলেন না,—ও কথাটায় কেমন বিদেশীয় বোট্‌কা গন্ধ।

পরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—ইংরাজী-শিক্ষিতেরা বায়রন, শেলী, সেক্‌সপীয়ার পড়ে ও শেখে। কিন্তু সারদা বাবু ও অক্ষয় বাবু এ দেশের ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইহাতে তাঁহাদের দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি সম্মান ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি।

তারপর রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—সারদা বাবু সাহিত্য-পরিষৎ গ'ড়েছেন। সুধু এখানে নয়—মফস্বলেও। তিনি একমাত্র সভাপতি—যিনি শাখা-সভাগুলির প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শাখাপরিষৎগুলির পক্ষ হইতে যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর মত খাঁটি মানুষ, যথার্থ মানুষ সংসারে বিরল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঘনিষ্ঠতায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সঙ্গে কার্য্য ক'রে তাঁহার ভিতরের মানুষটাকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেটা খুব বড়, খুব মহৎ।

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, সারদা বাবু সুধু স্বজাতীয় নহে, হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে বলিলেন যে, সারদা বাবু দৃঢ়চিত্ত ও যথার্থ কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

এই সময় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আয়োজন করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হউক।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—দেশের লোক অনেকেই তাঁহার গুণাবলীর বিষয়ে পরিচিত আছেন। কিন্তু আমি একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার Strong Common Sense ছিল এবং সেই বলেই তিনি সকল বিষয়েই শীঘ্র একটা বিষয়ে উপনীত হইতে পারিতেন এবং সেই বলেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই চলিবে না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ঠিক ঠিক করিতে হইলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। ইহা যে কেবল পরিষদের

সদস্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহা নহে; সারদা বাবুর গুণমুগ্ধ দেশবাসী পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে এই বিষয়ে সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক স্মৃতিসভা হইয়াছে; কিন্তু অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। এ বার সেরূপ না হয়। অন্ততঃ সকলে মিলিয়া একটা কিছু করুন।

শেষে শ্রীযুক্ত সরসচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বলেন যে, এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং একটা কথা বলি যে, Depressed class নিম্ন জাতির উন্নতি সাধনেও সারদা বাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সসম্মানে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। অধিক রাত্রি হওয়ায় সভাপতি মহাশয় কিছুই বলিলেন না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

২৪শ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৪ই আশ্বিন ১৩২৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি —

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ্ সি এস, আই এস্ ও (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
" রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ
" রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্
" কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি
" প্রমথনাথ দত্ত, ব্যারিষ্টার
" সুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার
" স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী
" শশিভূষণ সিংহ বি এ
" পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ
" শ্রীজীব কাব্যতীর্থ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" গৌরহরি সেন
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গুরুদাস সরকার এম্ এ

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ, কবিরত্ন
" হেমেন্দ্রনাথ রায়
" অমূল্যচরণ সেন
" সুনীতিকুমার পাল এম্ এ
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
" আনন্দনাথ রায়
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী
" অমরনাথ খাঁ
" উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ
" বিষ্ণুপদ রায় বি এ
" বিজয়রঞ্জন ঘোষ বি এ
" ফণিভূষণ সিংহ বি এ
" রমাপতি ত্রিবেদী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
" বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" প্রভাসচন্দ্র বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এস্ সি
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ কৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার
„ শরৎলাল বিশ্বাস এম্ এস্ সি
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র
„ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
„ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
„ সত্যচরণ বসু এম্ এ
„ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
„ নীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
„ মন্মথনাথ রায়
„ শরচ্চন্দ্র দেব বি এ
„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ অমৃতগোপাল বসু
„ নিত্যানন্দ রায়
„ শ্রীনিবাস দাস
„ সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, বি এ
„ হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
„ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
„ ননীগোপাল মজুমদার
„ হেমেন্দ্রনাথ বড়াল
„ প্রমথনাথ সেন কবিরত্ন
„ সুধীরচন্দ্র মজুমদার
„ শরৎকুমার মিত্র বি এ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ সুরেশচন্দ্র নন্দী
„ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
„ বিধুভূষণ সেন
„ ললিতমোহন মল্লিক
„ প্রতিভাকুমার সেন
„ বিজয়কুমার রক্ষিত
„ সতীশচন্দ্র পাণ্ডা
„ সুধাংশুবদন পাণ্ডা
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ প্রসন্নকুমার সিংহ
„ সুধীরকৃষ্ণ সিংহ
„ রামকমল সিংহ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ নিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রামনাথ সেন
„ ললিতমোহন পোদ্দার
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ গিরিজাভূষণ ঘোষাল
„ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
„ যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
„ কালীপদ ভট্টাচার্য্য
„ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী
„ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ
„ বঙ্কিমবিহারী বরাট
„ যতীনচন্দ্র রায় এম্ এ
„ দেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত
„ নীরদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্—(সম্পাদক)

„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী
„ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক", (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (গ) ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। বিগত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে কতিপয় ভদ্র মহোদয় সদস্যরূপে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় আপত্তি করায় তাঁহাদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে। সেই সকল প্রস্তাবিত সদস্যের নাম উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণমধ্যে না থাকায়, উক্ত কার্য্যবিবরণ অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণতা অপনোদন করিবার জন্য উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের নাম সংযোজন পূর্ব্বক এই কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ব্রজনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

গত ১৪ই আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ৯১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং সহকারী সভাপতি মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। তৎপরে পরিষদে যে সকল পুস্তক ও পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহারদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দত্ত	১। ইন্দুমতী
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২। ধ্রুবের সাধনোপাখ্যান
	৩। সুনীতি-বিকাশ, ১ম ভাগ
	৪। ঐ ঐ, ২য় ভাগ
„ রজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন	৫। মানসী
„ মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল	৬। আর্য্য-পৌণ্ড্রক
	৭। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অশৌচ-নির্ণয়
জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী	৮। বিবাহ
	৯। সুসন্তান লাভের উপায়

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী	১০। ডাক্তারী শিক্ষা, ১ম খণ্ড
	১১। সরল ধাত্রীশিক্ষা, ১ম-২য় ভাগ
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১২। উপাসনা
„ যশোদালাল তালুকদার	১৩। প্রেমবিলাস
„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪। লক্ষ্যহীন
	১৫। বাল্য বিবাহ
	১৬। আচার্য্যের উপদেশ
	১৭। শ্রীকৃষ্ণের সংসার
ডাঃ „ সুকুমার পাকড়াশী	১৮। মা
	১৯। চণ্ডী
„ অক্ষয়কুমার বসু	২০। নিরুপমা
„ দেবেন্দ্রবিজয় বসু	২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৫ম ভাগ)
Officer in Charge Bengal Seott. Book Depot	1. Tenth Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1914-15, 1915-16 and 1916-17.
Do	2. Report of the Sanitation in Bengal for the year 1916.
Do	3. Report of the Conference of Directors of Public Instruction, Delhi, Jan 1917.
Director, Geological Survey of India	4. Memoires of the Geological Survey of India, Vol XLV, Pt. I. 1917.
Registrar, Calcutta University	5. Calcutta University Minutes Vol. LX, Pt. V, 1916.
	6. Do Do Do Vol. LX, Pt. VI. 1916.
	7. Calendar Pt. III. 1917.
Secretary, Smithsonian Institution	8. Ethnobotany of the Tewa Indians.
	9. Cambrian Geology and Paleontology. III.
	10. Phonetic Transcription of Indian Languages.
	11. The Teeth of a monkey found in Cuba.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Secy. Smithsonian Institution	12.	The Remarkable new species of Birds from Santo Domings.
	13.	Three new Murine Rodents from Africa.
	14.	Maxonia, a new genus of Tropical American Ferns.
	15.	Bones of Mammals from Indian sites in Cuba and Santo Domingo.
	16.	On the use of the Pyranometer.
Secy. Indian Science Association	17.	Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol II. 1917.
Secy. Vivekananda Society	18.	Report of the Vivekananda Society, Calcutta, from Oct 1915 to Dec, 1916.
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	19.	Lilamani.
	20.	The Murder of Captain Tryatt.
	21.	The Temple in the Tope.
	22.	War and the Weird.
	23.	The War Wedding.
	24.	Studies of Indian. Life and Sentiment.
	25.	The Position of Women in Indian Life.
	26.	The War in Light.
শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দ	27.	Relief-work of the Ramkrishna Mission during the flood and Famine in Bengal, Assam and in the United Provinces, 1915-16.
Officer in Charge, Bengal Secretariate, Book Depot	28.	Fifty Fifth Annual Report of the Govt, Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1916-17.
Supdt. Govt. Printing, India	29.	Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June, 1917.
	30.	Statistics of British India. Vol V. Education, 1915-16.

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	31	Catalogue of Prehistoric Antiquities in the Indian Museum of Calcutta, 1917.
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি	32.	Textile Industry in Ancient India.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot	33.	Report on the Administration of the Salt Dept. in Bengal during the year 1916-17.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	34.	Manuals of Elementary Science —Electricity.
	35.	Highroads of History.
Supdt. Archæological Survey of India (Frontier Circle)	36.	Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1916-17.
Supdt. Govt. Press, Madras	37.	The Progress Report of the Asst. Archæological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle. 1916-17.
Curator, Govt. Book Depot Burmah,	38.	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, for the year ending 31st March, 1917.

৩। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ১১২ জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এতদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা অদ্যকার সভায় ভোট দিতে পারিবেন কি না? তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিয়মানুসারে নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির পর সদস্য-পদ স্বীকার করিয়া প্রবেশিকাদি জমা না দিলে, তাঁহারা সদস্যের কোনও অধিকার পাইবেন না। নিম্নে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস বি এল্ ১২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।
শ্রীরাজকমল সিংহ	"	শ্রীরাধাকিশোর ঘোষ এম্ এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ ১২।২ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		মিঃ রাসবিহারী সেন ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর, মেসার্স এইচ, সি, সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযোগেশচন্দ্র নাগ এম্ এ, বি এল্, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার জমীদার, ঐ ঐ।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, নাজির ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, কবিরাজ আলোয়ারা পোঃ, চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, পেশকার ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ডিমনষ্ট্রেটর, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ চম্পা নগর, ভাগলপুর।
শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র	"	শ্রীহরিপদ ঘটক নোয়াদা, আউটসাহী পোঃ, ঢাকা
সার জগদীশচন্দ্র বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী ৩২ এলগিন রোড।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযতীনচন্দ্র রায় এম্ এ ১১১ হার্ডিং হোষ্টেল।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ গণ মাটসিয়া, যশোহর।
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এ ২৮ শিবপুর রোড, হাওড়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এ, সি, ভট্টাচার্য্য পি এইচ্ ডি ২৪ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোরঞ্জন সেন ৭২ জয়মিত্রের গলি।
”	”	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন ঐ ঐ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল, ৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্।
”	”	শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১১১ লোয়ার সারকুলার রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূধরচন্দ্র মিত্র ৫ নীলমণি সরকার লেন।
”	”	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ ৭ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
”	”	শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত ৭ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট্।
”	”	শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিং।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরামকমল সিংহ	মুন্সী হবিবর রহমন ৫ কলিন লেন।
শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী	”	ডাঃ শ্রীশ্যামাচরণ পাল শেওড়াফুলী, হুগলী।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায় ৯।২ সাউথ রোড, ইটালী।
”	”	শ্রীহরিদাস মজুমদার বি এল্ ১৪৪ আপার সার্কুলার রোড।
”	”	শ্রীজ্ঞানপ্রিয় মিত্র বি এ ৩৯ বীডন ষ্ট্রীট।
”	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালিকানন্দ ঠাকুর ৫৮ ম্যাকলিওড ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। রায় শ্রীনিশিকান্ত সেন বাহাদুর, সাবডিভিশনাল অফিসার, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়, সাবডিভিশনাল অফিসার, ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। শ্রীদাশরথি দত্ত এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীরোহিণীকান্ত মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। শ্রীমধুসূদন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, ঐ ঐ। শ্রীযতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীশশধরচন্দ্র রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্ এ, বি এল, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্, কাঁথি, মেদিনীপুর। মিঃ নৃসিংহরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি এ, তমোলুক, মেদিনীপুর। শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব ডেপুটী কলেক্টর, পাচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ঐ ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর ও এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর। শ্রীকরালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ঐ ঐ। শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী কলেক্টর, কাঁথি, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ঐ, মেদিনীপুর। শ্রীসত্যচন্দ্র জানা এম্ এ, বি এল্, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযামিনীজীবন ঘোষ বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ইঞ্জিনিয়ার, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি ই, লহমাপুর, মেদিনীপুর। শ্রীরমণীমোহন সিংহ বি ই, ইটামগরা, মেদিনীপুর। শ্রীতমসারঞ্জন দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেদিনীপুর। চৌধুরী শ্রীযাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, জমীদার, পাচেটগড়, মেদিনীপুর। শ্রীদেবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, ঐ ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র মোক্তার, মেদিনীপুর। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, ঐ ঐ। শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র বেরা, ঐ ঐ। শ্রীপশুপতি সামন্ত, ঐ ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী কালেক্টর ঘাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীপৃথিবীনাথ ষড়ঙ্গী, নায়েব, রোহিণী, মেদিনীপুর। শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ম্যানেজার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত নবাবস্থান, মেদিনীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীঅনাথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, বীজনগর, আলমপুর, বর্দ্ধমান। শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনপুর, হরিপুর, দিনাজপুর। শ্রীহৃদকমল রায়, ম্যানেজার বি ব্রাদার্স এণ্ড

কোং, ১৮ ব্রজনাথ মিত্রের লেন। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন, সম্পাদক, হবিগঞ্জ লোন কোং, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। শ্রীসতীশচন্দ্র পাণ্ডা, হেড ক্লার্ক, এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস, প্রতাপগড় ষ্ট্রীট, হুগলী, চুঁচুড়া। প্রস্তাবক—শ্রীরমাপতি ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, ঐ ঐ। শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ঐ ঐ। শ্রীঅমূল্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বি এস্, ঐ ঐ। শ্রীপ্রিয়নাথ রায় এল্ এম্ বি, বনগ্রাম, যশোর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল, উকীল, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীসতীনাথ মিত্র, সামটা, যশোর। শ্রীহরিনাথ চৌধুরী, ১২ বেলগেছিয়া রোড। প্রস্তাবক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক এম্ এ, কন্‌ট্রোলার ইণ্ডিয়ান ট্রেজারার, দিল্লী। পণ্ডিত শ্রীদুর্গানাথ শাস্ত্রী এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ। শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীআদিনাথ সেন, ঐ ঐ। রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ, দীনবন্ধু লেন। শ্রীসতীনাথ রায় বি এল্। ডাঃ ডি এন্ রায় এম্ ডি, বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী, জমীদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীসতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীল হাইকোর্ট, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ডেপুটী কলেক্টর, মেদিনীপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ডিমনষ্ট্রেটর অফ্ বোটানি, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীপরেশলাল সোম বি এল, ১৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীজগদিন্দু রায়, ৩৯ শীতলাতলা লেন, নর্থ, নারিকেলডাঙ্গা। শ্রীআশুতোষ পাল এম্ এস্ সি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীনিরাপদ সমাদ্দার এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণপদ শর্ম্মা বিদ্যারত্ন, ঐ ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বি এস্ সি, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি, ঐ ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি, ঐ ঐ। শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি, ৯৬।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীরাজেন্দ্রভূষণ বক্সী এম্ এ, ১৭ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীসুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৭৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, ৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বসু, ১০।১ এ অভয়চরণ সরকার লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—ঐ। সদস্য—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু এল্ এল্ বি, উকীল, বিলাস-

পুর, সি, পি। শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, উন্নাবী, ইউ, পি। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅমরনাথ বসু, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, এসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র গুপ্ত, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এল্ এম এস্, ৬ রামহরি ঘোষের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীপয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায়, এটর্ণী, ৪৪ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়কুমার সেন বি এ, ইন্‌কাম ট্যাক্স আফিসের এসেসার। শ্রীসুধীর-কুমার সেন বি এ, ২৩।২৪ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত, এল্ এম্ এস্, জলপাইগুড়ি। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এটর্ণী, ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট্। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈদ্যবাটী, বৈদ্যপাড়া, হুগলী। শ্রীঅম্বিকানাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৩৩ গোবিন্দপ্রসাদ বসুর লেন, ভবানীপুর। শ্রীকৃষ্ণলাল দাস এম্ এ, চন্দননগর। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চন্দ্র। শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইণ্ডিয়া কণ্ট্রোলার আফিস। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পোষ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ২১ স্কটস্ লেন। শ্রীকিরণকুমার সরকার, ৫ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, ৩৩ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ১১ যদুনাথ সরকার লেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল্, ৯ বীডন রো। শ্রীবরদাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিনিয়ার ক্লার্ক, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, ট্রেজারি বিল্ডিং। শ্রীহৃষীকেশ সরকার, ইন্‌কাম্ টেক্স আফিসের ক্লার্ক, ঐ ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১১ বর্দ্ধাহাটা ষ্ট্রীট্। সমর্থক—শ্রীসত্যচরণ বসু, সদস্য—শ্রীকুমুদকান্ত সেন বি এল, ৩৪।১ শুঁড়ওয়াগর লেন। সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল। কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্ত কবিরত্ন, ৪।১ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীঅভয়কুমার মজুমদার এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীদেবীপ্রসাদ দত্ত বি এল্, কান্দী, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, ১৮ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১১০।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। শ্রীপ্রফুল্লধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, মহাদেবপুর, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরনাথ পালিত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীদ্বারকানাথ মুখো-পাধ্যায় এম্ এস্ সি, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ২ দর্জ্জিপাড়া বাই লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহেমনাথ দাশ গুপ্ত, ৬।১ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমনোজ-

কুমার বসু, ১১০ মাইহাট্টা ডিচ্‌লেন। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ। প্রস্তাবক—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, রাজসাহী, ৮ মধুসূদন গুপ্ত লেন। শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর। শ্রীঅনিলবরণ রায়, হেতমপুর কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীহরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সিমলাগড়, হুগলী। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীআশুতোষ মিত্র, আভাবাগান লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত বি এল্, স্কায়রত্ন লেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে কার্য্য-তালিকার ৫ম দফা অর্থাৎ গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সংশোধন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবটি আলোচিত হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া হেম বাবুকে তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বলেন। হেমবাবু প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের আপত্তিতে যাঁহাদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, তাঁহাদিগের নামের তালিকা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট না থাকায় উক্ত কার্য্যবিবরণী অসম্পূর্ণ। যাহাতে কার্য্যবিবরণী সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ উক্ত সদস্যগণের নাম এবং যাঁহারা উক্ত সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করেন ও সমর্থন করেন, তাঁহাদের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রোক্ত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নামগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নামের তালিকা পাঠ না করিলেও তাঁহার প্রস্তাব বুঝিবার পক্ষে কাহারও বাধা হইতেছে না, তখন উক্ত তালিকা পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তালিকা মুদ্রিত হইবার কোনও বাধা থাকিবে না। হেমবাবু বলিলেন, উক্ত তালিকা এই প্রস্তাবের অংশীভূত; সুতরাং তিনি এই তালিকাপাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে প্রস্তুত নহেন। তখন সভাপতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে, তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য, তিনি সভাকে জানাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানাইয়া (under protest) তাঁহার আদেশ স্বীকার করিলেন। তৎপরে হেমবাবু ঐরূপ ভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিতে-ইচ্ছুক হওয়ায় অধ্যাপক রমেশ বাবু বলেন যে, এই তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বলায় সভাপতির অধিকার নাই। সভাপতি মহাশয় রমেশবাবুকে বসিতে বলায় হেমবাবু বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাব অদ্যকার সভায় উপস্থিত করিবেন না, অদ্য উহা স্থগিত রাখা হউক। হেমবাবু

আসন গ্রহণ করিলে স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব যখন অদ্যকার আলোচ্য বিষয়, তখন প্রস্তাবকের ইচ্ছানুসারেই ইহার আলোচনা স্থগিত থাকিতে পারে না। তবে প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় হেমবাবুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত করার সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিলেন এবং প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সভাপতি মহাশয় তালিকা-পাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে আদেশ দেন। হেমবাবু তখন সভাপতি মহাশয়ের আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরিষদের ২৯ খ) নিয়মানুসারে তিনি এই প্রস্তাব মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিয়েছেন। হেমবাবু বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। ভ্রম দুই রূপে হইয়া থাকে, যথা—Error of Omission ও Error of Commission। এই কার্য্যবিবরণীতে দুইরূপ ভ্রমই হইয়াছে। প্রথমতঃ যে সমস্ত সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নামের তালিকা এই কার্য্যবিবরণীতে নাই, এইটি Error of Omission। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা বলিয়া কতকগুলি সদস্যের নাম লেখা হইয়াছে। ইঁহারাই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবল মাত্র প্রস্তাবিত নহেন। যাঁহাদের নির্ব্বাচনে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহারাও যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই তালিকার নাম "প্রস্তাবিত তালিকা" না হইয়া "নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা" হওয়া উচিত ছিল। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বলিবার বিশেষ কিছুই থাকিত না এবং ইহাই Error of Commission, কিন্তু যে ভাবে তালিকা ছাপা হইয়াছে, ইহা যে কেবল মাত্র ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা নহে, ইহা misleading। প্রথমতঃ তালিকা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, যে সমস্ত সদস্যের নামে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের নামও এই তালিকাতে আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিজের এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি নিজে পরিষদে আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পরিষদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, সদস্যদিগকে সমস্ত ঘটনার বিষয় অবগত করান। কোন সভাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ঘটনা থাকে, সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ কার্য্যবিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যের নির্ব্বাচনে আপত্তি পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথম। সুতরাং এই ঘটনা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য এবং কার্য্যবিবরণীতে ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা না হইলে উক্ত সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সেই মুষ্টিমেয় সদস্য ব্যতীত পরি-ষদের অধিকাংশ সদস্য সেই অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহার যথার্থ বিবরণ পাইলেন না। হেমবাবু আরও বলিলেন, তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি হইতে পারে; প্রথম আপত্তি এই, পরিষদের ৯৪ সংখ্যক নিয়ম এবং দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কার্য্য-

বিবরণ একবার গৃহীত হইবার পর তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত নহে। ৯৪ সংখ্যক নিয়ম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই নিয়ম কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ, ইহা "নিয়ম" সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়ার পর তাহার পরিবর্ত্তন পরিষদে হইয়া থাকে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে এক নজীর আছে। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে,—'সুকবি বরদাচরণ মিত্রের পত্র পঠিত হইল।" কিন্তু এই পত্রখানি মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে বা মাসিক অধিবেশনের আদেশে হইয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু যে পত্রখানি গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে ছিল না, তাহা মুদ্রিত কার্য্যবিবরণীতে থাকাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ কার্য্যবিবরণী একবার গৃহীত হইবার পরও তাহাতে অপর জিনিষ যোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি টিকিতে পারে না। পরিষদের অনেক মফস্বলবাসী সদস্য আছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের বিশেষ ঘটনাগুলির বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানান উচিত। তাহা যদি না করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি হয়। এই সমস্ত নানা কারণে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত। এই সময় কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় প্রশ্ন করেন যে, যে সকল সদস্যগণের নির্ব্বাচন মন্মথবাবুর আপত্তিতে স্থগিত ছিল, তাঁহারা পরে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কি না? শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে মন্মথবাবুর প্রস্তাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে তাঁহাদের নামের তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত নামের সম্পূর্ণ তালিকা সহ উক্ত কার্য্যবিবরণী ১৪শ ভাগ, ২য় সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। হেমবাবুর প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি হেমবাবুর প্রস্তাব বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়াছেন এবং সদস্যগণের নিকট সমস্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রেরিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হেম বাবুর প্রস্তাব অনুসারে এখন কার্য্য করিলে কি লাভ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে মতামত দেওয়া কর্ত্তব্য। যে অধিবেশনে সদস্যদিগের নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, সেই অধিবেশ-নের কার্য্যবিবরণ এক্ষণে সংশোধন করিলেও স্থগিত থাকায় যদি কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার এক্ষণে অন্যথা হইবে না। মন্মথবাবু যখন দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে নিজেই সেই সকল সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন পূর্ব্ব কার্য্যের সংশোধন তাঁহার দ্বারা যত দূর সম্ভব, তাহা তিনি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার আর করণীয় কিছুই নাই। গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনে কি ঘটিয়াছিল, তাহা মন্মথ বাবুর দুঃখপ্রকাশে এবং অন্যকার হেমবাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধীয় বিবরণ মুদ্রিত হইলেই কোনও সদস্যের

পরিষ্কাররূপে বুঝিবার আর বাধা থাকিবে না। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব অনুসারে সেই সকল সদস্যের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সদস্যগণের নিকট প্রেরণে কোনও লাভ নাই। এই সকল কারণে তিনি হেমবাবুকে ও তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনকারিগণকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, ইহার পরে সদস্যনির্ব্বাচনে আর কেহ কখনও এরূপ আপত্তি করিবেন না। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মন্মথবাবু যে সকল নামের প্রস্তাবে আপত্তি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে মন্মথবাবু দুঃখপ্রকাশ করিয়া যাহা বলেন, সেই মন্তব্য এবং পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক মহাশয়ও নিজে দুঃখপ্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন এবং মন্মথবাবুর প্রস্তাব ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকার কার্য্য-বিবরণী অংশের ১৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তার মুদ্রিত হইয়াছে। এই স্থলে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণের ঐ অংশ সভাপতি মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন,—এ সম্বন্ধে করণীয় আর কিছুই নাই। মন্মথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ কোনও লাভ হইবে না; কেবল মাত্র একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে অনাবশ্যক ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে মাত্র। সকল সমিতিতেই সময়ে সময়ে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু আমি জানি, তাহা কার্য্যবিবরণীভুক্ত করা হয় না। এ কথা বোধ হয়, হেমবাবুরও অবিদিত নাই। অতএব হেমবাবুকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য তিনি করযোড়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। হেমবাবু জানাইলেন যে, তিনি প্রমথ বাবু ও সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ মত এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অসমর্থ বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। তৎপরে রমেশ বাবু একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমেশ বাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পয়েণ্ট অব অর্ডার সম্বন্ধে বলিলেন, যে সভায় গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সেই সভায় হেমবাবু উপস্থিত থাকিয়াও কোনও আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উক্ত কার্য্যবিবরণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এই অবস্থায় অদ্যকার এই সভায় সেই ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী সংশোধন করিবার প্রস্তাব আনিতে হেম বাবুর অধিকার আছে কি না, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা (Ruling) করিবার জন্য সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৫ই চৈত্র তারিখে ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কার্য্যবিবরণ লিখিত হইয়া গত ১৩ই বৈশাখ তারিখের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এমন কি, হেম বাবুর সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়াও সে সময়ে কেহ কোন আপত্তি বা সংশোধন-প্রস্তাব করেন নাই। তাহার পর ৫ মাস পরে, ১৪ই আশ্বিন তারিখে সেই কার্য্যবিবরণীর

সংশোধন-প্রস্তাব হেম বাবু উপস্থিত করিতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অভিমত কি, জানিতে ইচ্ছা করি এবং ঐ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করি। সভাপতি মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে, আমি সভাসমিতির সাধারণ নিয়মানুসারে এই সভার সভাপতিরূপে স্থির করিতেছি যে, হেম বাবুর অদ্যকার প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবু অদ্য যে অবস্থার কথা সভার গোচরে এখন আনিলেন, ইহা যদি তাঁহার পূর্ব্বে জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই প্রস্তাব লইয়া আদৌ তর্ক তুলিতে দিতেন না; সর্ব্বপ্রথমেই তিনি ইহার মীমাংসা করিতেন যে, হেম বাবুর প্রস্তাব এই সভার বিচার্য্য বিষয়মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। রমেশবাবু সভাপতির এই Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া সভাকে উহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ বিনীত অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের (Ruling এর) বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহাদের এই আপত্তি সম্পাদক মহাশয়কে পত্রদ্বারা জানাইয়া অন্য কোনও অধিবেশনে তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে পারেন। এ অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা হইতে পারে না। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত ১ম প্রবন্ধ-পাঠের জন্য প্রবন্ধ-পাঠককে আহ্বান করেন। তখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা সভাপতির এই আদেশ মান্য করিয়া এই সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ। সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে শান্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা সত্ত্বেও শ্রীরমেশ বাবু, শ্রীহেমবাবু শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ২৪।২৫ জন সদস্য সভাপতি মহাশয়ের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া চঞ্চলভাবে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে সভাপতি মহাশয়ের এই মীমাংসা (Ruling) মানেন না, ইহাও বলিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহার পরে সভার অবশিষ্ট কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় আদেশ দিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয় "উত্তর-চরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকায় সময় অবশিষ্ট কার্য্যগুলি স্থগিত করায় জন্য সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও সভাপতির আদেশক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধ ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, হয় এই সভাতে আজ যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, কার্য্যবিবরণীতে তাহা প্রকাশ করা না হউক, আর যদি যথাযথ কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করা

সরকার মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব বিধিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিয়মানুযায়ী যে Ruling দেন, তাহা অমান্য করিয়া যে সব সভ্যেরা সভাস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যথাসম্ভব তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিয়া কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত করা হউক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার সভায় কেহ যদি কিছু অসংযত ভাব দেখাইয়া থাকেন বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল প্রকৃত ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল। তৎপরে লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেল ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোক-প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৪, ৫ই জানুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুভানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ বসু এম্ এল্ সি এস্, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ

নন্দী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আর এন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত তারাপদ বসাক, শ্রীযুক্ত রামানুজ শেঠ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রসেবক নন্দী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, (সম্পাদক)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (সহকারী সম্পাদক)।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভেই বলিলেন,—আমরা আজকে যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছি, তিনি এক জন মহাপুরুষ ছিলেন। যে সময়ে সংস্কৃত-ভাঙা ভিন্ন অন্যরূপ বাঙ্গালা কেহই পছন্দ করিত না, তিনি সেই সময়ে চলিত বাঙ্গালাই ভাষা, সংস্কৃত-ভাঙা বাংলা বাংলাই নয়, এই কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর সেই ভাষায়ই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও তিনি, দুই জনেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও কীর্ত্তনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; অক্ষয় বাবুর বাংলায় সেই কীর্ত্তনের সুর যেন বাঁধা ছিল। অক্ষয়বাবু যে সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, সেই সময়ে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রসিদ্ধ নেতা বহরমপুরে থাকিতেন। সেইখানেই বঙ্গদর্শনের গোড়া পত্তন হয়। অক্ষয়বাবু প্রথম প্রথম বঙ্গদর্শনে খুব লিখিতেন। তাঁহার "প্রাবৃ" একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাহার পর তিনি "সাধারণী" বাহির করেন। বঙ্কিমবাবু সাধারণীকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণীর লেখা পড়িবার জন্য সে কালের লোকে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইত। কি সরল লেখা—সহজ কথায় গভীর ভাবের প্রকাশ।

অক্ষয়বাবু ওকালতিতে কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি ওকালতী ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় বাস করেন এবং সাহিত্য-সেবায়ই দিন কাটান। জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন; কতকগুলি শিশু পুত্র-কন্যা রাখিয়া গৃহিণী স্বর্গে গমন করেন। সেই শিশুগুলির প্রতিপালনের-ভার তাঁহারই উপর পড়ে। তিনি একাধারে ছেলেগুলির বাপ ও মা দুইই

ছিলেন। সুতরাং তিনি বিশেষ খাটিয়া বই লেখা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কার্য্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার বাড়ী বাংলা লেখকদিগের একটা জুড়াইবার জায়গা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ শত-ধারায় বহিত। তিনি অতি মৃদুভাবে তাঁহাদের দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ত একজন আত্মীয়-স্বজনেরই মৃত্যু হইয়াছে। আর সমস্ত বাংলা দেশই শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—আমার বাল্যকালে "প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ" আমাদের বাড়ীতে আসিত—তাহাতেই সারদাবাবু ও অক্ষয়বাবুর নামের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। দু জনকেই আজ আমরা হারাইলাম। তিনি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের দ্বারা জাতীয় সাহিত্যে এক নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করেন; এ জন্যও বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে। তিনি এই সময় "সাধারণী" নামে একখানি কাগজ বাহির করেন; সাধারণীর ভাষা গরম, দেশবাসীর মনে সে নিত্য নূতন ভাব জাগাইয়া দিত; এখনও আমি সাধারণীর সে ভাব ভুলিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণীই তখন বাঙ্গালীর প্রধান মুখপত্র ছিল।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সময় যখন শুনিলাম, সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়বাবু "নবজীবন" নামে কাগজ বাহির করিবেন, তখন আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি তখন মুমূর্ষু বা মৃত; এইরূপ সময়ে অক্ষয়বাবু কাগজ বাহির করিবেন, শুনিয়া আমি খুব আশান্বিত হইলাম। তখনই আমি গ্রাহক হইবার জন্য ৫১ নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে নবজীবন আফিসে উপস্থিত হইলাম। এই সময়েই অক্ষয়বাবুকে আমি প্রথম দেখি। প্রতি মাসের আরম্ভে নবজীবনের জন্য চঞ্চল হইয়া থাকিতাম। কিছু দিন পরে বাঙ্গালা কাগজের চিরন্তন রীতি অনুসারে "নবজীবন" প্রকাশে অনিয়ম হইতে লাগিল।—চারি বৎসরে উহার পরমায়ু শেষ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার প্রথম হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ লিখিলাম।—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু যেরূপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, তাহাতে ভাবার উচ্ছ্বাস—খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছ্বাসের বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়াছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি নবজীবনে আরও অনেক প্রবন্ধ দি—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয় বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষয়বাবু আমাকে সাহিত্য-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করেন; তাহার মূল কথা এই।

অক্ষয়বাবু বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গদর্শনের পুরাতন ফাইল পড়া আমার যোগ ছিল। তাহাতে দেখিতাম, অক্ষয়বাবুর নামহীন অনেক প্রবন্ধ তাহাতে আছে। এইরূপ একটি প্রবন্ধের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি—তাহার নাম দশ মহাবিদ্যা। প্রবন্ধটি আপনারা পড়িবেন। সেই প্রবন্ধে আমরা অক্ষয়বাবুর বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সমস্ত ভারতভূমি যে আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আমাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দ্দেশ আমরা অক্ষয়বাবুর দশমহাবিদ্যা হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। দশমহাবিদ্যা ভারতের দশটি অবস্থা। অন্যান্য কয়েকটি অবস্থা গত হইয়াছে; সংপ্রতি ভারত-মাতা ধূমাবতীরূপে অবস্থান করিতেছেন। ভারতমাতা বৃদ্ধা, বিধবা, তৈলাভাবে রুক্ষকেশা, মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; অন্নাভাবে শীর্ণ, ভগ্ন রথের ভগ্ন ধ্বজে কাক উপবেশন করিয়াছে; অক্ষয়বাবু আশা করিয়াছেন, ভারত-মাতার এ অবস্থা থাকিবে না—অচিরেই তাঁহাকে কমলারূপে—রাজরাজেশ্বরীরূপে আমরা দেখিতে পাইব। "বন্দে মাতরম্" গানে বঙ্কিমবাবু এই কথাই বলিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর আর একটি প্রবন্ধ "স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব"। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই দেবী ভগবতীর প্রাকৃতিক প্রতিমা।

অক্ষয়বাবু অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাতে আর যাহা হউক আর না হউক, বাঙ্গালায় তিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। বঙ্কিম, হেম, বঙ্গ-সাহিত্যে মাতৃপূজার প্রচার করিয়াছেন; অক্ষয়চন্দ্রও তাঁহাদের সমান আসন পাইবার উপযুক্ত।—এই জন্য আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করি। আমি তাঁহাকে সাহিত্য গুরু বলিয়া সম্মান করি।

অক্ষয়বাবুর মৃত্যুতে দেশের এবং জাতির যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য এবং সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদে আসিতেন এবং উপদেশ দিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি কি কর্ত্তব্য সাধন করিবেন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, মহাপ্রতিভাবান্, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই—সংক্ষেপে একটি কথা বলিব

মাত্র। অক্ষয়বাবু আমার পিতার মত ছিলেন, আমি তাঁহাকে পিতার মত মান্য করিতাম। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত আমারও তিনি সাহিত্য-গুরু ছিলেন। অক্ষয় বাবু কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এক দিন তিনি আমাকে একটি বালগোপাল-মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। আমি বলিলাম, বালগোপাল-মূর্ত্তি দিয়া আপনি কি করিবেন? তিনি আমাকে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন,—দেখ, অজয়, অচ্যুত প্রভৃতিকে আমি বালগোপালরূপে বালগোপাল-মূর্ত্তিতে সেবা করি। তুমি আমাকে একটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দাও। কিন্তু তাঁহার এ বাসনা সিদ্ধ হয় নাই—আমি তাঁহাকে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি নাই। আমি আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অজয়চন্দ্র সরকার বালগোপাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার বাসনা পূর্ণ করিবেন। আমি আর অধিক বলিতে চাই না—উপস্থিত অন্যান্য সকলে বলুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, যাঁহারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্ত্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। এই জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। বাঙ্গালা-সাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সেবার পরিচয় আপনারা নলিনী বাবুর প্রবন্ধে শুনিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। যে সকল মনীষী বঙ্গদর্শনে জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী। অক্ষয়চন্দ্র সেই পুণ্যব্রতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন এবং যাবজ্জীবন আহিতাগ্নিকের মত সেই ভাবের অগ্নি দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। জাতীয়তার উদ্বোধন, প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র অবকাশ যাপনের জন্য সাহিত্য-সেবা বা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সেবী হইয়া পড়েন নাই; তাঁহার সাহিত্য-সেবা স্বদেশ-ভক্তি ও জাতিপ্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল। দেশভক্তি এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য তিনি সাহিত্যকেই সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিরজীবন সেই সাধনের সাহায্যে সাধনা করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে তিনি যে সফল হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের জাগ্রত বঙ্গদেশই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। অক্ষয়চন্দ্রের নিকট আমরা শুধু সাহিত্য-সেবার জন্যই কৃতজ্ঞ নই, তিনি যে জাতির নবজীবন সঞ্চারে এবং জাতীয় উদ্বোধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আজ যে বঙ্গদেশে—আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে—জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূলেও আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে দেখিতে পাই। অক্ষয়চন্দ্র জীবিতকালে সাহিত্য-ব্রতে সফল হইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতেন—পথভ্রষ্ট সাহিত্য-সেবীদিগকে কর্ত্তব্য-পথে প্রবর্ত্তিত করিতেন। দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক, তিনি তাহার নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি এ দেশে অনেক সাহিত্য-সেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এ জন্য দেশ

তাঁহার নিকট ঋণী। এরূপ মহাপুরুষের বিয়োগে সাহিত্য-পরিষৎ যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, আমি সর্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করিতেছি।

তৎপরে নায়ক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আসল কথাই বলা হয় নাই। আমরা ভুলিয়া যাই, অক্ষয়চন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটা শাখা দুই দিক্ দিয়া কেমন বিস্তৃত হইতেছিল। এ সব বিবরণ লিখিবার আর লোক নাই—শিবরাত্রির সলিতার মত এক শাস্ত্রী মহাশয় আছেন ;—তিনিই লিখিতে পারেন। এক দিকে কেশব সেন, অপর দিকে বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি। এই উভয় শাখার তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। অনেকে অভিযোগ করেন, অক্ষয়চন্দ্র তেমন কোন বই লেখেন নাই। কিন্তু ইহাঁরা ভুলিয়া যান যে, তিনি বই লিখিবার জন্য আসেন নাই—তিনি আসিয়াছিলেন—ভাবের বিস্তারের জন্য। সে বিষয়ে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহার দশমহাবিদ্যা প্রবন্ধে দেশ মাতাইয়া দিয়াছিল—রঙ্গলালের কবিতায়ও দেশে ভাবের বন্যা বহিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা এই ভাবধারা দেখাইয়া নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে ঢেউ বহাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ—তাহার ইতিহাস লেখার সময় হইয়াছে। এ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই ; কেন হয় নাই, তাহা জানি না। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে আলোচনা হইলে ভাল হয়। কিন্তু আলোচনা করিবে কে ? আর ত লোক নাই। আজকার সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আছেন। তিনিই একমাত্র শিবরাত্রির সলিতা—তিনিই ইহা লিখিতে পারেন।

অক্ষয়চন্দ্রই আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড় করান। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি যখন যে কাগজে সম্পাদক হইয়া গিয়াছি, আমার স্নেহের খাতিরে সেই কাগজেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম ; প্রবন্ধটির নাম "কি খাই" ; অমনি তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"তপ্ত খাও"। এই প্রবন্ধটির নাম দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু পড়িলে চোখের জল রাখা যায় না। আর একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম—"দাঁড়াই কোথা"। তিনি অমনি লিখিলেন—"ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চৌদিকে মালঞ্চ বেড়া"। এইরূপে তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তিনি আমার অভিভাবক ছিলেন।

তিনি যখন চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির সংস্করণ বাহির করেন, তখন কেহ কেহ তাহাতে ভুল দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—বাপু হে, এখন ত তোমরা ছাপা বই দেখিয়া গালাগালি করিতেছ। কিন্তু বটতলা হইতে, সেই পুরাণ রাবিশের ভিতর হইতে ইহা তুলিল কে ? মার্জ্জিত করিল কে ? তখন ত তোমাদিগকে পাওয়া যায় নাই। আজকাল আমরা এইরূপই করিয়া থাকি ; প্রাচীনদের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম আমরা বুঝি না—বুঝিবার চেষ্টা করি না।

এক দিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে আমরা বসিয়া—দাশুরায়ের আলোচনা হইতেছে। অক্ষয় বাবু বলিলেন—দেখ, দাশুরায় এবং তাঁহার সমসময়ে সৃষ্ট সাহিত্য দেশের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বঙ্গদর্শন তাহা করিতে পারে নাই। কেন না, সে সাহিত্য খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য, তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব; তাহাতে বিদেশীর বোট্‌কা গন্ধ নাই। তোমরাও খাঁটি বাঙ্গালা লেখ; বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা লেখ; ইংরাজী লিখিও না। রামপ্রসাদ দেশের মত বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, বিদেশীর বাঙ্গালা লেখেন নাই; তাই তাঁহার এত আদর। আমিও অক্ষয়বাবুর কাছে তিন বৎসর কাল মক্‌স করিয়া তবে সায়েস্তা হইয়াছি।

এক দিন বঙ্কেশ্বরের "দাশুরায়" গান হইতেছে—অক্ষয়বাবু ও আমি বসিয়া আছি। চারি দিকে বি এ, এম্ এ, ব্যারিষ্টারের দল সব আছেন। গানের পরই থিয়েটার হবে। তাঁরা সব ভারি চঞ্চল—গানে মন উঠিতেছে না—কেবলই বলিতেছেন, পাঁচালী কি হবে, বন্ধ কর, বন্ধ কর। অক্ষয়বাবু বলিলেন—দেখ, এই পাঁচালী এক দিন হাজার হাজার লোকে শুনেছে, হাজার হাজার লোকে মেতেছে; এই পাঁচালী সমস্ত দেশ মাতাইয়াছে। আজ তোমরা ইহা শোন না—তোমাদের সে অভিনিবেশ-শক্তি নাই। তোমরা বাবু-ভেয়ের দল আজকাল সাহেব-সুবোর মত জাতি হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছ। যেটা আছে, আগে সেটাকে চেনো—তার পর পরিষ্কার করো—কিন্তু ভেঙ্গ না।

এই যে সহানুভূতি—এই যে প্রীতি—ইহা অক্ষয়চন্দ্র হইতে আসিয়াছে। রঙ্গলাল বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধের জাহ্নবী বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কে ইহা লেখে? একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয়ই ইহা লিখিতে পারেন এবং তাহাই অক্ষয়চন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, মহাশয় জানাইলেন যে, এইমাত্র একটি কবিতা ডাকযোগে পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের একজন গুণমুগ্ধ ভক্তের লেখা—লেখক নাম দেন নাই। তৎপরে তিনি কবিতাটি পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—এই প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া ইহা গ্রহণ করুন।

উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ২য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—"মৃত মহাত্মা সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপযুক্ত ভাবে স্মৃতি রক্ষার বিধান করিবার জন্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি এই সভা সমুদয় ভার অর্পণ করিতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—এই ২য় প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবেরই অন্তর্ভুক্ত। ২য়

প্রস্তাবে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু শোক প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইল না—তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাও করা আবশ্যক। সেই জন্য তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং একবার সাহিত্য-সম্মিলনেরও সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের অনেক হিতচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর বিষয় যখন ভাবি, তখন মহাকবি গেটের একটি কথা মনে উদয় হয়। গেটে বলিতেন, সহযোগী (কণ্টেম্পরারি) সাহিত্য পাঠ করিও না। কিন্তু অক্ষয়বাবুর জীবনে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। সহযোগী সাহিত্য, সাময়িক পত্রিকা, ভাল-মন্দ প্রবন্ধ, তিনি সমস্তই পড়িতেন; এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। গত ২০ বৎসরের সংবাদ আমি জানি, এ বিষয়ে তাঁহার খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমার বোধ হয়, এই জন্যই—সহযোগী সাহিত্যের অনুশীলন জন্যই আমরা তাঁহার নিকট মৌলিক সাহিত্য পাই নাই। গেটের বাক্য এই হিসাবে সফল হইয়াছে। তিনি এক জন সহযোগী সাহিত্যের রক্ষক, সতর্ক প্রহরী এবং নিপুণ দ্রষ্টা ছিলেন। এ জন্য বাঙ্গালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। এ জন্যও তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। সহযোগী সাহিত্য-সেবীরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, সাহিত্য-পরিষৎ কৃতজ্ঞ এবং আমরা সকলে কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন,—আজ যে বাঙ্গালায় জাতীয়তার ভাব উত্থিত হইয়াছে, ইহার অন্যতম প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। "বন্দে মাতরম্" আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সমগ্র ভারতে ইহা স্বীকৃত। এমন কি, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধিতোরণেও এই "বন্দে মাতরম্" উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই যে সারা ভারতের একতা—একজাতীয়তা, ইহারও অন্যতম প্রবর্ত্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। তিনি খাঁটী দেশী লোক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মহারাষ্ট্রে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—আমরা যে স্বরাজ স্বরাজ বলি, সেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠাই স্বদেশীর উপর। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এই স্বদেশীকেই আমরা ঘৃণা করি। জাতীয় সাহিত্যে ঘৃণা আমাদের বহু কাল ছিল,—বাঙ্গালা ভাষাকে বহু কাল আমরা শ্রদ্ধা করি নাই। অক্ষয়চন্দ্র এই বাঙ্গালার পুরাতন সম্পদের উদ্ধার করেন। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব, তাহা অনেকটা তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি পল্লীগতপ্রাণ ছিলেন। আপনারা দেখিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্য সকলেই পল্লী ছাড়িয়াছেন, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র কখন পল্লী ছাড়েন নাই—তিনি বরাবর সেই কদমতলায়। আমি আশা করি, তাঁহার পল্লীতে চিরদিন প্রদীপ জ্বলিবে। পল্লী জাগিলে দেশ জাগিবে, পল্লীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি, ইহা তিনি চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা লেখা অতি চমৎকার ছিল। অক্ষয়বাবু যে পদ্য লিখিতেন, ইহা

আমি জানিতাম না। সে দিন তাঁহার লেখা একখানি গল্পের বই আমার হাতে পড়িল। দেখিলাম, লেখা অতি চমৎকার। আমার বোধ হয়, তিনি যদি আর কিছু নাও লিখিতেন, তবে এই একটি গল্পের দ্বারাই তিনি অমর হইয়া থাকিতেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন—খাঁটি বাঙ্গালী হইবার জন্য তিনি লোককে শিক্ষা দিতেন। আমার বোধ হয়, আমরা যদি তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী হইতে শিক্ষা করি, তবেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ভড় মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়বাবু যে রকমে মরিয়াছেন, এ রকমে মানুষে মরে না। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি মরেন নাই, তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া যদি ব্রাহ্মণকে তোলা না হয়, তবে দেশের উন্নতি হইবে না। তিনি জ্যোতিষ খুব ভাল জানিতেন এবং সেই জন্যই নিজ মরণকাল যে আসন্ন, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, সেই জন্য আমি সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দিতে ইচ্ছা করি, আপনারা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় ৩য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—"অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি অক্ষয়বাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।" এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চুনীবাবু বলিলেন,—আমরা চাই, মৃতের পরিবারবর্গের নিকট আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে। সুতরাং আমি আশা করি, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়দ্বয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—অতঃপর সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে চালান হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য এক বৈঠক বসিয়াছে। সভাতে সপরিকর বঙ্কিমবাবু ছিলেন। তন্মধ্যে আমিই সকলের ছোট, এক পাশে বসিয়া আছি। বৈঠকে আলোচনা হইতেছে—অতঃপর নাটক ও কাব্য কি ভাবে লিখিতে হইবে—বহু আলোচনার পর স্থির হইল, শুধু কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেই হইবে না, উহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার চাই—দেশহিতৈষিতা চাই। ইহার পর হইতেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতি বইএর সৃষ্টি এবং ইহার আরও পরে নবজীবনের আবির্ভাব। নবজীবন অর্থে হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন—বাঙ্গালীর নবজীবন। নবজীবন প্রচারের সময়েই শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ। এক দিন বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, রাজকৃষ্ণবাবু সকলে

মিলিয়া তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিতে যান। সেই সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে তিনি বলেন—বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি আমার শিষ্য হইয়াছেন। এ কথায় তাঁহারা সকলেই একটু বিরক্ত হন এবং বলেন যে, তোমার হিন্দুধর্ম্ম এবং আমাদের হিন্দুধর্ম্ম একটু তফাৎ। তোমাদের যত খাওয়া-দাওয়ার বাঁধাবাঁধি, আমাদের তত নাই। অথচ আমরা হিন্দু এবং খাঁটি হিন্দু। এই সময়কার বঙ্গবাসী, নবজীবন ও প্রচারে এই বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহা সকলেরই মন দিয়া পাঠ করা উচিত।

অক্ষয়বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবুর "নবজীবনে" বঙ্কিম খুব উৎসাহ দিতেন। অক্ষয়বাবু শেষ জীবনে ঘরে বসিয়া সাহিত্যের প্রহরিস্বরূপ ছিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২২শে পৌষ ১৩২৪, ৬ই জানুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি আই এস ও এফ সি এস (সভাপতি), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্, মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, স্বামী শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযোগিচন্দ্র সেন এম এ, বি এল্, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীনলিনচন্দ্র সরকার, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসেখ হবিবার রহমান মণ্ডল, শ্রীমোহাম্মদ দাউদার রহমান, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুনীতিকুমার পাল এম্ এ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমনোজমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীদ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসিদ্ধকুমার সরকার, শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীস্নরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীতারকচন্দ্র বসু, শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহৃদ্যকুমার পাল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় একজন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়-প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৬। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত স্নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, (খ) রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, (গ) দীনেশচন্দ্র রায়, (ঘ) বেণীমাধব সরকার, (ঙ) কালীপ্রসন্ন মৌলিক, (চ) করুণাচন্দ্র মজুমদার ও (ছ) স্নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

প্রথম আলোচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৫র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করায় সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্যগণের মতামত গ্রহণ করিলেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে, ৫র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ অদ্য স্থগিত রাখা হউক।

১। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশার্থ আহুত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন ও উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই অধিবেশনে প্রায় ৬০০ নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইঁহাদের নাম পাঠ করিতে হইলে অন্যান্য কার্য্য শেষ হইবে না—এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহাদের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক। সর্ব্বসম্মতি-

ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। নব-নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (সদস্যগণের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণের নাম ও গ্রন্থাদির নাম পাঠ করিলে উপহারদাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক, পুথি ও উপহারদাতাদের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পর-লোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঐ পদে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্য-তীর্থ মহাশয়ের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় অদ্য সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে অক্ষমতা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। অন্য প্রবন্ধ-পাঠকের অভাবে তাঁহার "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

(খ) সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" নামক প্রবন্ধটি আয়তনে কিছু বড় হইয়াছে—প্রায় ৩২ পাতা। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িতে হইলে সভ্যবৃন্দের উপর উৎপীড়ন হইবে—বিশেষ ইহার মধ্যে "আরবী" উচ্চারণ-তত্ত্বের কচকচির ব্যাপার অনেক আছে। এই জন্য তিনি মুখে ইহার সার বলিয়া যাইবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক "আরবী", "ফারসী", "তুর্কী" ও "পুস্ত" এই চারি নূতন ভাষা আনয়নের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের মধ্যে "ফারসী"র ছাপ ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিশেষ করিয়াই পড়িয়াছিল। "তুর্কী" হইতে গোটাকয়েক কথা আসিয়াছিল মাত্র। "পুস্ত"র কোন প্রভাবই নাই। "আরবী"র প্রভাব যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ফারসীর ভিতর দিয়া। ফারসী ভাষা একবারে আরবীর আওতায় পড়িয়া আছে। তুর্কী, পুস্ত ও ফারসীভাষী মুসলমানেরা ও তাঁহাদিগের সহিত রাজকার্য্যাদি বিষয়ে সংপৃক্ত এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্রভাষা দাঁড়াইয়া যায়। ইহার নাম "উর্দূ" বা হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালায় যে সকল "আরবী" ও "ফারসী" কথা পাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দূ হইতে লওয়া। প্রবন্ধকার বলিলেন যে, যে সকল "আরবী" "ফারসী" কথা একবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা করা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, মুখ্যতঃ ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২৯টি অক্ষর

যোগ করিয়া ফারসী, উর্দ্দু, তুর্কী ও পুস্তুর লিপি। আরবীর অনেক অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা উচ্চারণ সহজ বা সম্ভব হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনি-বাহুল্য ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্ত তিনি যে যে বাঙ্গালা অক্ষর যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"ফারসী ও আরবী লিপ্যন্তর সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের একটা বিধি প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ কথা অনেক দিন পূর্ব্বে একবার সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাব-মত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি লিপ্যন্তর সম্বন্ধে পরিষদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্ত একটি শাখা-সভা গঠন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, মৌলবি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, আমি ও আরও ২।৪ জন এই সমিতির সভ্য ছিলাম। নানা কারণে এই সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ২য় ভাগ লিখিবার সময় এই লিপ্যন্তর লইয়া আমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, এক "জ" দিয়া পারসী আরবী ৬টি অক্ষর লিখিতে হয়। বাঙ্গালা দেশের কোন সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র Diacritical markযুক্ত অক্ষর রাখে না এবং সহজে নূতন চালাইতেও চাহে না। আরবী ও ফারসী বানান সম্বন্ধে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয় আমাকে একবার একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আওরঙ্গজেব নামটি কি ভাবে লেখা উচিত। বাঙ্গালা দেশে ইহা ১০ রকমে লিখিত হইয়া থাকে, যথা—ঔরঙ্গীব, ঔরঙ্গজীব, ঔরঙ্গজেব, আরঙ্গীব, আরঙ্গজেব, আরঙ্গজীব, আরংজেব, আওরঙ্গজীব, আওরঙ্গজেব ও আরাঙ্গীব। আমি তখন তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, নামটি আওরঙ্গজেব বা আওরঙ্গজীব লেখা উচিত। তখন তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, লিপ্যন্তর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্ত একটি শাখা-সভা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। সাহিত্য-পরিষদে আমি ২।৩ বার আরবী ও ফারসী শিলালিপির মূল প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ-কালে অন্ত প্রেস হইতে আরবী বা ফারসী মূল কম্পোজ করিয়া আনিয়া পরিষৎ-পত্রিকা ছাপাইতে হইয়াছে। পরিষৎ লিপ্যন্তর সম্বন্ধে একটা বিধিব্যবস্থা করিলে—বিশ্বকোষ প্রেসে যদি কিছু সামান্ত Diacritical markযুক্ত টাইপ চালাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেরও উপকার হয় ও পরিষৎ-পত্রিকারও উন্নতি হয়। বাঙ্গালা দেশে যে কয়জন লোক ফারসী ও আরবী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের লইয়া একটি শাখা-সভা গঠিত হওয়া উচিত। যে সমস্ত হিন্দু, ফারসী আরবীর চর্চ্চা করেন ও যে সমস্ত মুসলমান মৌলবী বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই শাখা-সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এই সমিতির সম্পাদক হউন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বহু পরিশ্রম করিয়া

এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি যে আরবীতে একরূপ ও ফারসীতে আর একরূপ উচ্চারিত হয়, সেই বিষয়টি সুনীতি বাবু স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মতই গৃহীত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমিতি এখান হইতে গঠিত হইতে পারে না। উহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যাওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু বলিলেন যে, তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব সত্বরই পাঠাইবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার মতের সহিত প্রবন্ধের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিপ্যন্তর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে। সমিতি গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর এই প্রবন্ধ, লিপ্যন্তর (transliteration) সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থ ও জেনিভার ওরিয়েন্টেল কংগ্রেসে আলোচিত Transliteration System—এই সমস্ত একত্রে আলোচিত হওয়া উচিত এবং শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাবিত উক্ত শাখা-সমিতিতে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় বলিলেন যে, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য, সুনীতিবাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি, তাঁহার আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি সুনীতিবাবুকে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া জানিতেন—আরবী ও ফারসী ভাষাতে যে তাঁহার এরূপ বিস্তৃত অধিকার আছে, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। সুনীতিবাবু বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ফারসী ও আরবী শব্দগুলির বানান সম্বন্ধে যে নূতন বিধি প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন জাতিগণের সম্মিলন ঘটিলে একের ভাষায় অন্যের ভাষার শব্দ গ্রহণ অনিবার্য্য। পৃথিবীর সকল স্থলেই সকল জাতির ভাষার মধ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা দ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। যখনই কোন ভাষায় এইরূপ কোন নূতন শব্দ গৃহীত হয়, তখন সেই শব্দের মৌখিক উচ্চারণ রক্ষা করিয়া তাহার বানান লিখিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে অনেক স্থলে অর্থ-বিভ্রম এবং অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং রাখালবাবু যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন। এই সমিতিতে কয়েক জন আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিতের থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের সাহায্যে এই কার্য্য

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে আজিকার সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রাখালবাবু সম্পাদক মহাশয়কে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিলেই তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার যথাবিধি ব্যবস্থা করিবেন। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সুনীতিবাবুকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস ও রবি দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে অনেকেই বিশেষরূপ অবগত আছেন। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহাদের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পত্র লেখা হউক—ইহা স্থির হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম।

প্রস্তাবক—শ্রীরামহরি ভড়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ পাল এম্ এ, বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ২০ রামমোহন সাহার লেন। প্রস্তাবক—ললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার T. C. 46017, C/o officer Commanding I. W. T. R. E। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ শ্রীবামাপদ বসু, ২ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রস্তাবক—যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেশনাথ বিশি, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ১৫৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় লেন, শ্রীহরিপদ রায়, ৭ অক্রুর দত্ত লেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র হালদার, ২৭ রোলেণ্ড রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীভূদেবচন্দ্র হালদার, ১৪০ আপার সারকুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসতীন্দ্র-সেবক নন্দী, সদস্য—এস, কে, বানার্জ্জি, রিপোর্টার ষ্টেটসমেন, ১৯৫ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য - শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে, পোষ্ট

আপিস ইন্‌স্পেক্টার, ১৬ রমাপ্রসাদ রায় লেন। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—ইরচ জহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরবালা বি এ, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবিজয়কুমার রায়, সদস্য—রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর বি এল, খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান। রায় বিপিনবিহারী সেন বাহাদুর বি এল, গবর্ণমেন্ট উকীল, খুলনা। শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল, খুলনা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি এল, খুলনা। শ্রীরাসবিহারী সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস বি এল, খুলনা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ বসু বি এল, উকীল, খুলনা। শ্রীযতিপ্রসাদ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, নতুদা পোঃ, নদীয়া। শ্রীসুধীরকান্ত সেনগুপ্ত বি এ, এম্ বি, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, সাদরা হাঁসপাতাল, গয়া। ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ এস্, সিভিল সার্জ্জন, হাজারীবাগ। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী এল্ এম্ এস্, ১০ রামরতন বসুর লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্, ১৩৭।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচী বি এল্, উকীল হাইকোর্ট, ৪৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার, ২৪।১।১ কায়বালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহর্ষাকান্ত মিশ্র, সমর্থক—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, বড় তরফ, ২৪ পরগণা। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা, সেজো তরফ। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, মেজো তরফ, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ১৩২।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা বি এ, ৯ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৬ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট। শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু জমীদার, ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ শাঁকারীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, ১২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষিতীশমোহন সরকার বি এ, ৪৮।৬ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, পানিহাটী, ২৪ পরগণা। শ্রীতারকেশ্বর রায়, ১৮ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ২৬ হিন্দু হোষ্টেল। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮ রাজার লেন। শ্রীশশধর ঘোষ, ২৯ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ কলুপাড়া লেন, বরাহনগর। পি, সি, ঘোষাল, ৫ গৌরী-

শঙ্কর ঘোষালের লেন, নারিকেলডাঙ্গা। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীআমীনুদ্দিন খাঁ বি এল, ১৪ চেংলা হাট রোড। শ্রীমহম্মদ আলী এম্ এস সি, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীতারাপদ ঘোষ জমিদার, ১৪ পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। প্রস্তাবক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীভূদেব হালদার, ১৪৪ অপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীহেমন্তকুমার সেন এ এম্ আই এম ই, শিবপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীরমাপ্রসন্ন ঘোষ বি ই, অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক উত্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন, উত্তরপাড়া, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, ৭৭ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, ১০৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি এ, ৩ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী প্লীডার, জজ কোর্ট, নবাববাজার রোড, ঢাকা। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী, বার-এ-টল, ডিব্রুগড়। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীতারিণীপ্রসাদ গুপ্ত, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, সদস্য—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটার, ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সেটেলমেণ্ট কানুনগো, বিষ্ণুপুর কোয়াটার্স, কুমিল্লা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, কাশীপুর পোঃ, রাজনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীবঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, বরাহনগর। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম এ, আন্দুল রাজবাটী, পোঃ আন্দুলমৌরী, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি-এ, সমর্থক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—শ্রীহরিদাস ঘোষ, এম্ এ, বি এল্, বারলাইব্রেরী, দেওঘর। শ্রীহরিচরণ মুখার্জ্জি বি এল্, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীনন্দন রায়, ঐ। শ্রীভোলানাথ চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীতারাশঙ্কর চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীউমাচরণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীকুমুদদাস চাটার্জ্জি, দেওঘর কোর্টের হেড ক্লার্ক। শ্রীরাখালদাস মুখার্জ্জি, দেওঘর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, দেওঘর হাসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। রায় সাহেব শ্রীরণজিৎচন্দ্র বানার্জ্জি, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিস, দেওঘর।

শ্রীনিতাইলাল মিত্র, হেল্‌থ অফিসার, দেওঘর। শ্রীআনন্দনাথ মুখার্জ্জি, ইন্‌স্‌পেক্টর, সি আই ডি অফিস, থাকুতিলা, দেওঘর। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান, উইলিয়ম টাউন, দেওঘর। শ্রীভোলানাথ বানার্জ্জি এম্ এ, বি এল্, পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দেওঘর। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভাহড়ী, বরদাবাড়ী, ঐ। সমর্থক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সদস্য—শ্রীবিজয়কুমার মিত্র, বি এল্, জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, যশোর। রায় বাহাদুর শ্রীরাধিকানাথ দত্ত বি এল্, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে বি এ, জমিদার, বড়শূল, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীইন্দু-ভূষণ সিংহ, লকমপাহাড়ী, পাথরগামা, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীরমণীভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ। শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীকিশোর সিংহ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ লোহরা, ঐ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখার্জ্জি, পাঁচথুপী। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীভাগাধর মল্লিক, ৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, হাই-কোর্টের উকীল, ২ বলরাম বসু ১ম লেন। শ্রীবিরজাচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ, ৪৫ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলবিহারী ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ। শ্রীসত্যচরণ মজুমদার, দেওঘর, পুরাণদহ। শ্রীপতিচরণ চৌধুরী, ১৪।৩৫ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার, ১৫৪ হরিশ মুখার্জ্জি রোড। শ্রীবামাপদ চৌধুরী বি এল, ৫ মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন। শ্রীহরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমেদপুর, ই আই লুপ। শ্রীবসন্তকুমার সর্ব্বাধিকারী, হেড ক্লার্ক, পি ডব্লু ডি, জলপাইগুড়ি। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ, কে এন্ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীনলিনীকান্ত নাগ বি এ, ঐ, কাসিম-বাজার। শ্রীকৃপাল সিং দুগড়, ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোড। শ্রীরণজিৎ সিং দুধোরিয়া ঐ ঐ। শ্রীজানকীনাথ পাণ্ডে, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমোহিনীমোহন রায়, মুরশিদাবাদ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু এম্ এ, মুন্সেফ, মালদহ। শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম্ এ, অধ্যাপক রিপণ কলেজ। শ্রীপ্রশনচাঁদ বাকাওয়াথ, আজিমগঞ্জ। ডাঃ শ্রীবিনয়লাল মজুমদার, ২০ নীলমণি দত্তের লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, ৩১ ডিকসন লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এম্ এস সি, ১১ [illegible] লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ, শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ী। শ্রীবিপিনবিহারী বানার্জ্জি বি এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, বি এ, কে এন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। শ্রীবিনোদ-বিহারী মুখুতী। শ্রীযদুনাথ পাল চৌধুরী, ত্রিপুরা। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত চৌধুরী। শ্রীহীরালাল শ্রীমল, ১ হেমচন্দ্র দাসের লেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, বেলগেছিয়া, মেডিকেল কলেজ।

শ্রীভূপৎ সিংহ দুধাড় ও শ্রীরণজিৎ সিংহ দুধোরিয়া, ১৬৭ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রধান শিক্ষক, বালীগঞ্জ এইচ, ই, স্কুল। শ্রীলালগোপাল পাল জমিদার, রাণাঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীতারিণীচরণ পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশিভূষণ দাস, চম্পাপুকুর এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বসিরহাট। প্রস্তাবক—শ্রীসুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমৌলবী মোহম্মদ আব্বাচ আলী, ৩১ বেলিয়াপুকুর রোড, ইটালী। প্রস্তাবক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু আই সি এস, বি এ (কেম্ব্রিজ) এফ আর ই এস, মাদারীপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস সি, এক্‌ট্রা এসিষ্টাণ্ট কনজারভেটার অব ফরেষ্ট, দার্জ্জিলিং। প্রস্তাবক—শ্রীশান্তনচরণ বিশ্বাস, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ বি এল, ১০ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসত্যরঞ্জন সেন বি এল, শ্রীরামপুর। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—ঐ। সদস্য—গোস্বামী মহারাজ দামোদরলাল কবিচূড়ামণি, ১৬৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীহরিদাস রায় চৌধুরী, জমিদার, বাকইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী, জমিদার, ২৪ পরগণা, শ্রীবসন্তকুমার বসু, ৭ বিশ্বকোষ লেন। পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, ৮ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীহরিচরণ মিত্র, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, টালা, বারাকপুর, ট্রাঙ্ক রোড। প্রস্তাবক—শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবরদাকান্ত সরকার, উকীল ভাগলপুর। শ্রীসারদানাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ভাগলপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার, এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ, জমিদার, ঐ ঐ। শ্রীকেদারনাথ গুহ বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ ঐ। শ্রীদেবতাচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী এল এম্ এস, ভাগলপুর। শ্রীযদুনাথ বিশ্বাস, মোক্তার ঐ। চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল, ঐ ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ঐ ঐ। শ্রীনীরদবরণ রায়, ঐ ঐ। শ্রীললিতমোহন রায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী, ঐ ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ হাজরা, কণ্ট্রাকটার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণকমল সিংহ, সুপারভাইজার, ঐ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। মহাশয় শ্রীঅমরনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ঐ। শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী, উকীল, বাঁকা, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, জেনারেল রিসিভার, দেওঘর। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দত্ত, স্কুল ইনস্পেকটার, ভাগলপুর। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ

রায় চৌধুরী এল এম এস, ১২৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্র-মোহন রায়, সমর্থক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীঅজিতকুমার রায়, ৫০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীসুরেশ্বর চৌধুরী, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, নওঁগা, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীগৌরসুন্দর রায়, ১২ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীহরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মজুমদার এম্ এ, ৫৮ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ সেন সাহিত্যবিশারদ, সম্পাদক ২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ, (কাঁসারীপাড়া রোড)। শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, ২ রিচী রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ নিয়োগী এম এস সি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। শ্রীযদু-নাথ সেন কবিরাজ, ১৪০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীরামলাল সেন এম্ এ, ৮৮ বলরাম দের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীশিশিরকুমার রায় এম এ, ২৩।১এ বানার্জ্জি লেন। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৭ সাগর ধর লেন। শ্রীপঞ্চানন মজুমদার, ১২।১ চোরবাগান লেন। শ্রীপূর্ণশচন্দ্র রায়, ৩৮ ক্লাক রো। শ্রীকৃষ্ণামোদকুমার রায় এম এ, বি এল। শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী, এম্পায়ার অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅন্নদা-চরণ কারকুন এম এ, বি এল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম এ, বি এল। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীশিবাজেন্দ্রনাথ সাহা জমিদার, চাপাই, নবাবগঞ্জ, রাজসাহী। শ্রীগোকুলচন্দ্র সাহা, জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীনটবর সরকার, পেস্কার, মুন্সেফ্ কোর্ট, জঙ্গিপুর, মুরশিদাবাদ। শ্রীসুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৮। বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ৯ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, শ্রীকেদারনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ৯৩।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, ১৫।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীবাণীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১ আনন্দ চাটার্জ্জি লেন। শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৩০।৬ মদন মিত্রের লেন। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, ৬৫ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুকুন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়, শ্রীঅমিয়নাথ গাঙ্গুলী, ১২ গাঙ্গুলী লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ১৯ কুণ্ডু লেন। শ্রীশচন্দ্র রায়, ১ বকুলবাগান ফার্ষ্ট লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীললিতমোহন বক্সী। শ্রীসত্যপ্রকাশ সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীঅবনীকুমার দে, ৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীমতিমানাথ গুপ্ত, ৪৩ মনসাতলা লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপ্রমথেশ-চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুধীরকুমার বড়াল, ঐ। শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ঐ। শ্রীরামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনীলমণি পরামাণিক, ৩২ মনসাতলা লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ টি, এম, জি, আফিস, খিদিরপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০ মুন্সীগঞ্জ রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫ তরকদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, ১১ গড়পার রোড। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে, ২৩ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল রায়, টি এম টি আপিস, বি এন্ আর, খিদিরপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৮৩ হরীশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১।১ হাজরা রোড। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩ কুটরি রোড। শ্রীঅমৃতলাল রায়, ৮ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ তরকদার ট্যাঙ্ক ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫ রামকমল মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। শ্রীরাম-কৃষ্ণ গোস্বামী, ৪৬।১ মনসাতলা লেন। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ঐ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, ৭ লালমাধব মুখার্জ্জি লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউশন। কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, রঘু-নাথপুর। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মল্লিক, ঐ। শ্রীসোহাগচন্দ্র রায় এম এ, ১৬ পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন। শ্রীকৃষ্ণধন চন্দ্র, ২৩ পার্ব্বতী-চন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, ৮ প্রতাপ ঘোষের লেন। শ্রীকামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী, বেঙ্গলী আফিস, বহুবাজার। শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, ৩৭ পার্ব্বতীচন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীনয়নরঞ্জন গুপ্ত, ৬৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৫৪ সিমলা ষ্ট্রীট। কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন সেন, ৩৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথনাথ রায়, ২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস, ৪ উইলিয়ম্‌স্ লেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়। শ্রীকেশবচন্দ্র দাস, ৬৯ জয়মিত্র লেন। শ্রীসবুজানাথ সেন বিএল, ৭০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১ তেলীপাড়া লেন, শ্যামবাজার। শ্রীনীলধন মুখোপাধ্যায়, ২১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার। শ্রীভবানী-চরণ চট্টোপাধ্যায়, ২।৩এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীঅশ্বিনীকুমার নাগ, ৬২ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, ৩৯ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীউমাচরণ ধর, ৩৬ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ বড়াল, ২৭ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট। শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি বি এস সি, ৩৮ পার্ব্বতী-চরণ ঘোষের লেন। শ্রীচৈতন্যানন্দচরণ বড়াল বি এল, ৩৭ ঐ। শ্রীহৃষীকেশ দে, ২৯ ঐ।

প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীচূর্ণচন্দ্র দত্ত, ৪ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, ৩০ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, ২৬ কালীসিংহ লেন, মির্জ্জাপুর। শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস, ১৩ ষষ্ঠীরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শীল, ৩ বারাণসী ঘোষের ২য় লেন শ্রীভগবানচন্দ্র বসু, ৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। শ্রীধ্রুবকুমার শেঠ, আপার চিৎপুর রোড। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বি এল্, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীহারাণচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীকুমুদবন্ধু বসু, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার নিয়োগী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন বি এ, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন বি এস সি, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীযামিনীমোহন রায়, ঐ। শ্রীসারদাকুমার সেন বি এ, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীকাশীশ্বর রায় বি এল, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ৫৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩২ বেণীয়াটোলা লেন। শ্রীনিত্যরঞ্জন সেন, এম এস সি, বি এল, ১৬ কপালিটোলা লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় লেন, জোড়াসাঁকো। শ্রীপ্রিয়নাথ রায়, ১৬।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, C/o Gramophone Co Ltd, বেলিয়াঘাটা। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ২ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৭।২ আরপুলি লেন। শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, Delivery Correspondence Department. জেনারেল পোষ্ট অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅমূল্যরতন দত্ত, ৭ ক্লাইভ রো। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, ৩৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, ৯৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাসগুপ্ত, ফটোগ্রাফার, কালীঘাট রোড। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় C/o মাতৃভাণ্ডার, ২০৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, ঐ। শ্রীকিশোরীমোহন মৌলিক। কবিরাজ শ্রীহেমরঞ্জন গুপ্ত, ১৬ সাগর দত্ত লেন। শ্রীশশিমোহন রায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ৩০ বাদুড়বাগান ২য় লেন। শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস, ১১।১ বৈঠকখানা ২য় লেন। শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত, বোরাই চণ্ডীতলা, চন্দননগর। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, ২৯৭ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত, C/o কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস, শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার। শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন, বহুবাজার। শ্রীপ্রমোদরঞ্জন বসু, ১২ শ্যামপুকুর লেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীনীরোদকৃষ্ণ রায়, ১২ টেমার্স লেন। শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীনরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সুকীয়া ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নাগ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম এ, ঐ। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, ৩৬ রামমোহন দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র তালুকদার এম এ, বি এল, কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার, ৫৯।৩ হ্যারিসন রোড। শ্রীজিতেন্দ্রজিৎ সেন গুপ্ত, ৩ পণ্ডিতিয়া

রোড, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীআশুতোষ দে, ২ সাগর ধর লেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৮৫ হ্যারিসন রোড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এল, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট। শ্রীকুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১০ ডকটর্স লেন। শ্রীরেবতী-কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫।৮।৩ পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ গুপ্ত, ১৬ ছিদাম মুদির গলি। শ্রীরামনাথ মিত্র, ৩০ কটন ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কুচবিহার। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ, ঐ। শ্রীঅক্রমন দাশ গুপ্ত এম এ, ঐ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাশ গুপ্ত, হেড মাষ্টার, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীচিন্তাহরণ সেন গুপ্ত, পশুচিকিৎসক, ঐ। শ্রীভুবনমোহন দাশ গুপ্ত, শিক্ষক, মেকলিগঞ্জ হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি এ, শিক্ষক, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত এম এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, ঐ। শ্রীজ্যোতিন্দ্র-নাথ সেন গুপ্ত বি এল, নায়েব, আহেলকার, তুফানগঞ্জ, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, C/o ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, উকীল, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন বি এল, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীকরুণাকুমার সোম, ঐ। শ্রীমদনমোহন বসাক, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীজানকীনাথ রায়, ৫২ কামারনগর, ঢাকা। শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি এল, উকীল, তাঁতিবাজার, ঢাকা। শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবাসুকি লেন, ঢাকা। শ্রীইন্দ্রমোহন বসু, ২।৬ গোয়ালনগর, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রশেখর রায়, ১২৭ মালীতলা, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ তরপদার বি এল, নরিন্দা, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীপ্রিয়নাথ দাস, গোয়ালনগর, ঢাকা। শ্রীঅক্ষয়কুমার বসাক বি এল, ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস বি এল, উকীল, পুরাতন মোগলটুলী, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ১২৭ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহ, ৪ আসক লেন, ঢাকা। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু বি এল, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক ঢাকা কলেজ, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, C/o সেন এণ্ড কোং, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, চম্পাঘাট, ঐ। শ্রীতারণচন্দ্র মজুমদার বি এল, লালচাঁদ লেন, নবাবপুর, ঢাকা। ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, ঐ। শ্রীভাগবতপ্রসন্ন শঙ্খনিধি, ঐ। শ্রীঅবনীমোহন সেন, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এল, মালীটোলা, ঐ। শ্রীবিপিনবিহারী সেন বি এল, ঐ। ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীপ্রসাদ রায় জমিদার, কাশীমপুর, ঐ। ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ফুলবেড়িয়া রোড, ঐ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন, কামারনগর, ঐ। শ্রীশশাঙ্ক-মোহন দাস গুপ্ত, নবাব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ঐ। শ্রীসুকুমার গুহ বি এল, উয়ারী, ঐ। শ্রীঅমূল্যরতন গুহ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীহরিরাম ধর বি এ, পগোজ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, সম্পাদক, বিশ্ববার্তা, ঐ। শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী বি এ, সম্পাদক ঢাকাপ্রকাশ, ঐ।

শ্রীঅনুকূল বসু, উকীল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন বি এ, শিক্ষক, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম এ, ঢাকা টেনিং কলেজ। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবসাক লেন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, উকীল, মালীতলা, ঐ। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ, কিউরেটর, ঢাকা মিউজিয়ম। শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার বি এ, ইম্পিরিয়াল সেমিনারীর হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন এম এ, উকিল ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার, ঢাকা। শ্রীললিতমোহন দাশগুপ্ত বি এ, নবকুমার ইন্‌ষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টার। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন বি এ, হেডমাষ্টার, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক বি এ, উকীল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যভূষণ দত্ত বি এ, সম্পাদক ঢাকা গেজেট, ঐ। কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ফরিদপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। কবিরাজ শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘটক, ঐ। শ্রীমনোমোহন বরাবি, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বরাবি, ঐ। শ্রীগিরীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, ঐ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র খাসনবিশ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন এম এ, হেড মাষ্টার, ঐ। শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন বি এল, হেড মাষ্টার, উপাসী। শ্রীসীতানাথ কর্ম্মকার বি এ, ফরিদপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীরণজিৎ সেন, ঐ। শ্রীরাজকুমার রায় জমীদার, ঐ। ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন রায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি এ, হেড মাষ্টার, পালং হাই স্কুল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি এ, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, বিঝারিয়া, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, জজকোর্টের উকীল, বরিশাল। শ্রীপরেশনাথ সেন বি এ, জিলাস্কুলের হেড মাষ্টার। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি এ, ডিমনষ্ট্রেটর, বি এম্ কলেজ, ঐ। শ্রীভুবনমোহন সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীবামাচরণ মুখো-পাধ্যায়, বি এল, উকীল, ভোলা। ডাঃ শ্রীগুরুপ্রসন্ন গুপ্ত, ঐ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, রংপুর। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গুহ, ঐ। শ্রীকুমুদিনীকান্ত সেন জমিদার, বরিশাল। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীআশুতোষ সেন, হেডক্লার্ক, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নেত্রকোণা, ঐ। সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে বি এল, উকীল, জজকোর্ট, কুমিল্লা। শ্রীবসন্তকুমার সেন, সাব ওভারসিয়ার, কোহিমা (নাগা হিল)। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে, মিঃ ডি, এন দাস, বি এস সি, মানভূম। শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস্, হুগলী। শ্রীবিনোদবিহারী সেন, সেটেলমেণ্ট অফিস, ময়মনসিংহ। শ্রীরেবতীমোহন সেন, বরিশাল। শ্রীভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, গোয়ালন্দ,

ঢাকা। শ্রীরাধারমণ পাল, বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, বি এল, শ্রীগণেন্দ্রকান্ত নাগ, ঐ। শ্রীঅম্বিকাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীমন্মথনাথ দাশগুপ্ত, এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি এল, উকীল, খাগরা, বহরমপুর। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকান্ত সেন, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন কাব্যতীর্থ, নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, কায়ারনগর, ঐ। শ্রীগৌরাঙ্গহরি ধর উকীল, শাখারিবাজার, ঐ। শ্রীনীরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণিয়া। শ্রীক্ষীরোদাকান্ত সেন গুপ্ত, উকীল, ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকান্ত সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এলাহাবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ দাশগুপ্ত, বি এ, হেডমাষ্টার, লক্ষ্মীকান্ত হাইস্কুল, কলমা, ঢাকা। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, জলপাইগুড়ি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, এল এম এস, মেডিকেল অফিসার, দার্জ্জিলিং। শ্রীতারাকুমার সেনগুপ্ত, বি এল, মেকলিগঞ্জ, কোচবিহার। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম এ, কোচবিহার। শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত, বি এল, হেড ক্লার্ক, এবং সেরেস্তাদার, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ষ্টেট কাউন্সিল, সাধারণ বিভাগ, কোচবিহার। শ্রীকেদারনাথ জোয়ারদার বি এ, ঢাকা। শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি এল, হেডমাষ্টার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার। শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, উকীল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীঅম্বিকাচরণ বসু, উকীল, ময়মনসিংহ। শ্রীকুলদাচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা। শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত বি এল, উকীল, নোয়াখালী। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমীদার, "রায়হাউস", আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। শ্রীশ্যামাশঙ্কর দাশগুপ্ত, বি এল, উকীল, বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাজার দেউড়ী, ঐ। শ্রীঅনন্তহরি বসাক জমিদার, কাটাবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, সূত্রপুর, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার সেন, বি এল, উকীল, বাংলাবাজার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখুটী বি এল, মুন্সেফ, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীশ্যামাচরণ সেন, এল এম এস, ময়মনসিংহ। শ্রীমনোমোহন দে বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক, দক্ষিণপাড়া, পণ্ডিতসর পোঃ, ফরিদপুর। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৩ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, শিক্ষক, মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রকুমার চন্দ বি এ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। ডাঃ শ্রীঅবনীমোহন দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সাবডিভিসনাল অফিসার, মগরা। শ্রীঅমূল্যকুমার সেন, ওয়ারী, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, পুরুলিয়া। শ্রীউমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীউমাচরণ সেন, বি এল, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন বি এল, উকীল, ভোলা। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু, সাবডিভিশন্যাল অফিসার, রাণাঘাট। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বরিশাল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ, বি এল, উকীল, হাজারী। শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত, কণ্ট্রাকটার, হাজারীবাগ। ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র

গুপ্ত এম বি, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, পাবনা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পোষ্ট অফিস, ফরিদপুর। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বি এ, ডেপুটি জেনেরল পোষ্ট মাষ্টার, G. P. O. কলিকাতা। শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ এম এ, বি এল, ১৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। শ্রীহেরম্বচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, ২০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীফণীন্দ্রভূষণ মিত্র, ১৮ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীবিশ্বরঞ্জন গুহ বি এল, উকীল, গণ্ডারিয়া, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু বি এল, উকীল, নয়াবাজার, ঢাকা। মিঃ জে, এন বানার্জ্জি, জয়দেবপুর, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, সাবডেপুটি কলেক্টর, কাঁদি, মুরশিদাবাদ। রায় বাহাদুর শ্রীনৃত্যহরিণ রায়, উকীল, বহরমপুর। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত বি এল, উকীল, কটক। রায় সাহেব শ্রীললিতমোহন সেন, ওয়ারী, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দিগ্‌বাজার, ঢাকা। রায় সাহেব শ্রীরাইমোহন সেন, রাজপুর। শ্রীপল্লিনীভূষণ রুদ্র এম এ, অধ্যাপক, ঢাকা। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পাল লেন। শ্রীরাধাশ্যাম মিত্র, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীসুধীরঞ্জন সেন, ২০।৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীবিমলকুমার রায় এম বি, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীরাখালদাস রায়, ১১ পদ্মনাথ লেন।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তক

Superintendent, Goverment Press, Madras—১। Annual Report of the Archaeological Department, Southerr Circle, Madras, for the year 1916-17.

Director General of Observations.—২। Report of the Administration of the Meteorological Department of the Goverment of India in 1916-17.

Superintendent, Government Printing, India.—৩। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1917. ৪। Do, August 1917. ৫। Do, September 1917. ৬। Patent Office Journal, July to September, 1917. ৭। Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December 1916.

Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—৮। Triennial Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the years 1914, 1915 & 1916. ৯। Annual Report of the Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1916-17. ১০। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1916. ১১। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June 1917. ১২। Report on Wards Attched and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1916-17. ১৩। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the

year 1916-17. ১৪। Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for the year. 1916-17. ১৫। Indian Education in 1915-16.

Supdt of Archaeologly, Hyderabad.—১৬। The Journal of the Hyderabad Achaeological Society, 1917. ১৭। Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions, 1815F-1915-16 A. D. ১৮। The Daulatabad Plates of Jagadekamala, A. D. 1017.

Director of Statistics in India.—১৯। Review of the Trade of India in 1916-17. ২০। Statistics of British India, Vol. III, Public Health 1915-16. ২১। Annual Report of Statistics Relating to Forest Administration in British India 1915-16.

Director, Geological Survey of India.—২২। Records of the Geological Survey of India Vol. XLVIII. Part. 1, 1917. ২৩। Do. Part 2, 1917. ২৪। Memoirs of Geological Survey of India Vol. XLII. Part 2.

Agricultural Adviser to the Govt. of India.—২৫। Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1916-17.

Secretary, Smithsonian Institution.—২৬। 31st Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1909-10 ২৭। A Contribution to the Comparative Histology of the Femur. ২৮। Preliminary Survey of Remains of the Chippewa Settlement on La Pointe Island, Wisconsin.

Secretary, Indian Science Association.—২৯। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III, Part II, 1917. ৩০। Do " " III " ৩১। Do " " IV " ৩২। Do " " V

Mr. A. J. Pugh এবং শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস। ৩৩। A Joint Address from Europeans and Indians to His Excellency the Viceroy and Governor General and the Right Honourable the Secretary of State for India.

Mr. H. G. Wyatt.—৩৪। Methods of School Inspection in England.

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী—৩৫। Elic-Metchuikolf and his studies of Human Nature. ৩৬। Fresh Water in Bengal. ৩৭। Fish and Mosquito-Larvæ.

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার দেব—৩৮। Preservation of Cows.

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী—৩৯। Origin of the Durga Puja. ৪০। Hindu Philosophy.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৪১। Speeches and Minutes of the Hon'ble Kristodas Pal Ray Bahadur 1867-81.

শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত—৪২। An Account of the Principal Works of the Atreya School of Medicne—1917.

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়—১। সাধন-কণিকা, ২। সাধন-সংগ্রহ (২য় ভাগ), ৩। নীলাচলে ব্রজমাধুরী। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার—৪। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মল্লিক—৫। পাণ্ডবগীতা ও ভারত-সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম গুপ্ত—৬। তত্ত্বমুক্তি,

৭। ভালবাসা। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়চৌধুরী—৮। নিয়তি। শ্রীযুক্ত ডি এন্ চৌধুরী—৯। অপূর্ব্ব বিচার, ১০। নরনারী-জন্মতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১। ওঁ পিতা নোঽসি, ১২। শ্রীভগবৎকথা, ১৩। প্রাণের কথা, ১৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ১৫। আলাপ, ১৬। শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষি-শিক্ষা, ১৭। আঁখিজল। শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। পুণ্যপ্রতিমা। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ—১৯। স্তবক ও কোরক। শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—২০। স্বপ্ন, না পূর্ব্বজন্মস্মৃতি? ২১। ধর্ম্ম ও জ্ঞান। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—২২। তত্ত্বসার। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু—২৩। খাদ্য।

পুথি

১। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী—১। চৈতন্যচরিতামৃত (আদি), ২। ঐ (মধ্য), ৩। ঐ (অন্ত্য), ৪। ঐ (আদি), ৫। ঐ (মধ্য), ৬। ঐ (মধ্য), ৭। গীতগোবিন্দ (সটীক), ৮। পদাঙ্কদূত (সটীক), ৯। ভগবদ্গীতা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—১০। চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শারদচরণ দেবাস—১১। পদকল্পতরু। ক্রীত পুথি—১২। গুণাত্মিকা, ১৩। রাগময়ী কণা, ১৪। রসামৃতসিন্ধু, ১৫। গোলোক-বর্ণন, ১৬। আত্মবোধ, ১৭। ঐ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। নামহীন সংস্কৃত পুঁথি (ব্রতমালা), ১৯। ঐ (দশকর্ম্ম-পদ্ধতি), ২০। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, ২১। শ্যামাস্তোত্র ও শ্যামাকবচ, ২২। বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক ও সূর্য্যাস্তবরাজ।

৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৪, ১২ই জানুয়ারি, শনিবার অপরাহ্ণ ৫।০ টা

উপস্থিতি—

মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভাপতি, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ সি এস্, আই এস ও, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, শ্রীরসময় লাহা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু,

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীকৃষ্ণদাস মল্লিক, শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীসেখ হবিবর রহমান্, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুকুল, শ্রীগোলোকেন্দ্রনাথ দে, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন, শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, স্বামী শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীকাশী-নাথ নন্দী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় (ঢাকুরিয়া), শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীতারকেশ্বর গুহ, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীদেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীশিবপ্রসাদ দেব, শ্রীরাধারমণ পাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরজনীকান্ত দে, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবেশ চৌধুরী, শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়, শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, (সম্পাদক), শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রথমে এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য এবং সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন,—এই সাহিত্য-পরিষৎ যখন অতি শিশু, তখন ইহা যাঁহার আশ্রয়ে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করায় বঙ্গ-সাহিত্যের এবং সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে অদ্য এই সভা আহূত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষাকল্পে চেষ্টা করার কথা আলোচনা হইলে আমার একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি এই, কোন সময়ে একজন কাশীবাসী ব্যক্তি তদীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে কাশীধামে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দেখাইয়া, তাঁহার বন্ধুকে বলেন যে—"মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া এই শরীরটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমার মাতৃদেবীর নামে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্তন্য দুগ্ধের এক ধারের ঋণ বোধ হয় আমি পরিশোধ করিতে পারিয়াছি।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবমন্দিরটি ভূতলসাৎ হইল এবং আকাশ-বাণী হইল যে—"ওরে মূর্খ, মাতৃস্তন্য দুগ্ধের ঋণ কেহ কখনই পরিশোধ করিতে পারে না,

পরিশোধ করার চেষ্টা বৃথা।" পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করার প্রয়াস প্রায় ঐ প্রকার। কিন্তু তথাপি আজ পরিষৎ যথাশক্তি, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া বড় ভালই করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—আজ যে মহাত্মার স্মৃতি-সভায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি, তিনি পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবই অপর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে প্রথমে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার নামক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভাই পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে পরিবর্তিত হয়। সাহিত্য-পরিষদের যে এত উন্নতি হইবে, ইহা তখন কেহই আশা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাঙ্গালার স্থান হয় নাই—ইহা তখন অনাদৃত—উপেক্ষিত, এই সময়ে যিনি বাঙ্গালার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন উপমা দেওয়া যায় না। তিনি নিজ ভবনে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি ২য় বর্ষ হইতে ইহার সদস্য হইয়াছি এবং তখন হইতে সভায় উপস্থিত হইয়া তাহার কার্য্যাবলীতে খুব তৃপ্ত হইতাম। কয়েক বৎসর পরে স্থির হয় যে, পরিষদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্যক। পরিষৎ যখন নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহার যখন নাম-খ্যাতি হইয়াছে, তখন তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা তিনি পরিষদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য স্থাপন করেন নাই—পরিষদের ও ইহার উদ্দেশ্য একই ছিল। তিনি এই সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিতেন—অন্যকে দিয়া প্রবন্ধ লেখাইয়া পাঠ করাইতেন, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর নির্ম্মল পাণ্ডিত্য সাধারণের হিতার্থে ব্যবহৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জিলা হইতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উপাদেয় প্রবন্ধ লেখাইতেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আদর রাজা বাহাদুর যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অপর কেহ তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এমন কি, অনেক ইংরাজকেও তিনি সাহায্যে এই সভায় বক্তৃতা দেওয়াইতেন। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল—সে রকম লোক আজকাল দেশে বিরল। অমন বিনয়ী, রাজা-মহারাজাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ তিনি নিজে সভায় পাঠ করিতেন—অন্যে পড়িলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি কলিকাতার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজী অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। যিনি এমন বিনয়ী, এমন সাহিত্যের পোষক, এমন সদ্গুণের আধার, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সাহিত্য-পরিষদে থাকে, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়; তাহা সামান্য হইলেও আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আমি বক্তৃতা করিব, এরূপ সংকল্প করিয়া আসি নাই; সুতরাং বেশী কিছু বলিব না। যে মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে অদ্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের

জন্ত দুই এক কথা বলিব মাত্র। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পরে পরিষদে তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইতেছে। ইহা আরও অনেক পূর্ব্বে হইলে ভাল হইত। যাহা হউক, পরিষৎ যে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, এ জন্ত ধন্তবাদ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না; কেন না, তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ উদার ছিল, তাহা এখানে উপস্থিত সকলেই জানেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আ[illegible]ল যে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত, তিনি তাহার কর্ণধার ছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের নেতৃবর্গ জাতীয় জীবনের উপযুক্ত সাহিত্য প্রস্তুত করিবার জন্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃদের মনেও তাহা জাগরূক ছিল। তাহার সফলতার জন্ত যে গৌরব, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদেরও তাহা প্রাপ্য। এইরূপ পুরুষরত্নের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। এ জন্ত পরিষৎকে ধন্তবাদ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার নিকটে আমাকে পাঠান। আমি দুই দিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি; দুই দিনই তিনি আমার নিকট পরিষদের সকল বিষয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিলাম যে সংস্রব বিবাদ সত্ত্বেও পরিষদের উপরে তাঁহার স্নেহ কমে নাই।

তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সহিত অনেক দিন ধরিয়া একত্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকায় তাঁহার চরিত্র এবং কার্য্যাবলী দর্শন করিবার আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ও চরিত্রে যাহা কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আজ আপনাদিগের নিকট বলিব। তাঁহার প্রথম বিশেষত্ব—বিদ্যাচর্চ্চার ও শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। আমি যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, হয় তিনি কিছু লিখিতেছেন অথবা পাঠ করিতেছেন। বিশেষতঃ ইতিহাস সম্বন্ধীয় বই তিনি খুব পড়িতেন এবং পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবকে একত্রিত করিয়া ইতিহাস পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইউরোপীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাঁহারই জন্ত। এই জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে সভাবাজার ডিবেটিং সোসাইটি তিনিই স্থাপন করেন। তখন কলিকাতায় এত সভা-সমিতি ছিল না—কাজেই সেই সভায় অনেক গণ্যমান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। সেই যে জ্ঞানচর্চ্চা, সেই যে উন্নতি, তাহারই পরিণতিতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হয়। এ জন্ত তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিছু কিছু বলিয়াছেন। সাহিত্য-সভার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে যে জ্ঞানরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বাহির করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ

করা। তাহা ছাড়া ইহার আর একটি উদ্দেশ্যের কথা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন নাই। সে উদ্দেশ্য এই যে, এই সভায় তিনি ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ করে, সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন, আমরা যতই সংস্কারের চেষ্টা করি না কেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দ্বারা তাহা যত দিন অনুমোদিত না হইবে, তত দিন সে সংস্কার-চেষ্টা সফল হবে না, সে সংস্কার হিন্দুসমাজে গৃহীত হইবে না। সেই জন্ম ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, তাহার চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিতেন। এই যে বিলাতযাত্রা লইয়া এত গোলযোগ—প্রথমে ত কেহ বিলাতে যাইতেই চাহিতেন না এবং যিনি বিলাত হইতে আসিতেন, তাঁহাকেও কেহ সমাজে গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন না। তিনিই প্রথমে এ সম্বন্ধে সভা করেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত লইয়া বিলাতযাত্রা যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, তাহা সপ্রমাণ করেন। কায়স্থ-সমাজে আজকাল যে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি এক রকম চলিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারই চেষ্টায়—তাঁহারই উদ্যোগে। তিনি দেশের যাহা মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। তিনি বাঙ্গালায় বিজ্ঞান-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা তাঁহারই উদ্যোগে এবং যত্নে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার কোন পুস্তকই সম্পূর্ণ হইত না। এই সকল এবং আরও অনেক কারণে আমি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী। তাঁহার চরিত্রে দ্বিতীয় বিশেষত্ব পরদুঃখকাতরতা। পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলেই তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত—তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন। বাল্য বয়সেই তিনি "সভাবাজার দাতব্য-সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরের অন্নসংস্থান এবং আরও অনেক রকমে সাহায্য করা হইত। তিনি এই সভা হইতে ছাত্রদেরও অনেক সাহায্য করিতেন। তিনি যাঁহাদের লেখা-পড়ার জন্ম সাহায্য করিয়াছেন, এখন সেই সব লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্ম রাজা বিনয়কৃষ্ণের নাম কখন লুপ্ত হইবে না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি পরহিত-ব্রত যতটুকু সাধন করিতে পারিয়াছি, তাহা তাঁহারই সাহচর্য্যে এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া। শুধু মাসিক অর্থ-সাহায্য নয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে ভারতের যে কোন প্রদেশের অধিবাসীরা যখন বিপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে সভাবাজার দাতব্য সভার মধ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই সভায় ২০ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত আমি একযোগে কাজ করিয়াছি। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য-ভাণ্ডারের অবশ্য পূর্ব্বের শ্রী আর নাই; তবে আমরা তাঁহার স্মৃতি লইয়া কোন রকমে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—মনের বল এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা; যাহা সচরাচর আমাদের দেশের লোকের মধ্যে মেলে না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। আমি একবার ব্রহ্মদেশে যাই, সে বার ব্রহ্মে বড় গোলমাল, ইংরাজরাজ সবে মাত্র ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াছেন। আমি তখন মধ্যে মধ্যে সামরিক বিভাগের

কার্য্যও করিতাম। একজন ব্রহ্মবাসীর গুলিতে একটি উত্তরপশ্চিমপ্রান্তনিবাসী সৈন্যের আঙ্গুলে ক্ষত হয়; এমন ক্ষত যে, আঙ্গুল বাদ না দিলে চলিবে না। তাহাকে ক্লোরোফরম করিতে গেলে সে বলিল—একটা আঙ্গুল কেন, পাঁচটা আঙ্গুল কাটিয়া ফেলুন, তাহাতে আমার কিছুই হইবে না। কিন্তু আমি কখনই ক্লোরোফরম্ লইয়া বেহুঁস হইব না। তাহাই হইল, করাত দিয়া কর্ কর্ করিয়া বহু ক্ষণের পর আঙ্গুল কাটা হইল—সে ব্যক্তি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্ত করিল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঠিক এই রকম অদ্ভুত মনের বল দেখিয়াছি। একবার তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হয়—পিঠ যুড়িয়া একটা মালসার মত ব্রণ হইয়াছে, জীবন সঙ্কটাপন্ন। অনেক চিকিৎসার পর কাটাই ঠিক হইল—কিন্তু তিনি ক্লোরোফরম্ লইতে স্বীকার করিলেন না; বলিলেন—আপনারা আমার মনের বল দেখুন, যতক্ষণ ইচ্ছা, আপনারা অস্ত্র চালান, আমি একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্তও করিব না। ঠিক তাই; এক ঘণ্টা ধরিয়া ব্রণ কাটা হইল, ব্রণের অধিকাংশ ভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল, তিনি স্থির রহিলেন। আমরা তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মনের বল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার আর এক সৎসাহসের পরিচয় পাই, কলিকাতায় প্লেগের সময়। তখন সকলেই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছে। গবর্মেণ্ট বলিতেছেন, তোমরা পলাইও না; প্লেগের টীকা লও, তাহা হইলে আর প্লেগের ভয় থাকিবে না। এ কথা কেহই শুনিতেছে না। সকলেই কলিকাতা ছাড়িতে উৎসুক। রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতে কখন প্লেগ হয় না এবং বিনয়কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই বাহিরে যে কোন জায়গায় সপরিবারে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না এবং সকলে যাহাতে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্লেগের টীকা লয়, সেই জন্য তিনি নিজে সহধর্ম্মিণী ও পুত্র-কন্যাদিগের সহিত প্লেগের টীকা লইলেন। আমরা বলিলাম, আপনার টীকা ল'বার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু আমি টীকা লইলে সকলে বুঝিবে যে, ইহাতে কোন ভয় নাই; তখন অনেকেই এই টীকা লইবে। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত যে কত মহৎ, তাহা আপনারা সকলে বুঝিতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত কথা মনে হইলে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার সব কথা বলিতে পারিলাম না—আরও অনেক বক্তা আছেন; তাঁহারা বলিবেন। আর একটা কথা বলি। তাঁহার বন্ধু-বৎসলতা অসাধারণ ছিল—বন্ধুর জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার কপট বন্ধু অনেক জুটিয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত যে তিনি কত অশান্তি, অর্থব্যয় এবং অসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সহায়তা করিতে কখনই পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার ২০ বৎসর যাবৎ পরিচয়। তাঁহার গুণের কথা বলিতে গেলে আমাকে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিমহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলিলেন, —রাজা বিনয়কৃষ্ণ বহু দিন লোকান্তরিত হইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মরণকল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠার

আয়োজন হইয়াছে। এ সভায় তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় অল্প সময়ে ঘটনার রেখায়, শ্রদ্ধার তুলিকায় এবং ভাবের বর্ণে স্বর্গীয় রাজার যে বর্ণচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমি অনধিকার-চর্চ্চা করিব না। অনেকে বলিয়াছেন—রাজা বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা' বলিলে সত্য অসম্পূর্ণ থাকে। তিনিই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার মানস-দুহিতা না হইলেও তাঁহারই পালিত কন্যা। কথাটা এই, রাজা বিনয়কৃষ্ণ বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য একবার দেওঘর গিয়াছিলেন। সেইখানে বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। সাহিত্য-পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবুর মনে বরাবরই সংকল্প ছিল। তিনি তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার ভবনে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ রাজনারায়ণের মানসপুত্রী—রাজা বিনয়কৃষ্ণের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ ইহার ধাত্রী হইয়াছিলেন। পরিষৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি ইহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন-পালন ও 'অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন' করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন—একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী এবং লিওটার্ড নামক একজন ইংরেজ তাঁহার সহযোগী ছিলেন—তখন ইহার নাম ছিল "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার।" এই সভা হইতে প্রথমে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির হইত; বোধ হয়, লিওটার্ডই তাহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিবার জন্য সভা, কিন্তু সেই সভা এবং তাহার মুখপত্র পরিচালিত হয় ইংরাজী ভাষায়. এই বিষয় লইয়া তখন নব প্রতিষ্ঠিত একখানি মাসিকে এই উদ্ভট ব্যবস্থার প্রতিবাদ—বিদ্রূপগর্ভ কঠিন প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ তখন ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই পর এই সভার সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ হয়। এই সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন এবং তিব্বত-পরিব্রাজক শরচ্চন্দ্র দাস আমাকে সাহিত্য-পরিষদে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন। তখন আমি ইহার সভ্য হই নাই। পরে আমি সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ পরিষৎকে লালন ও পালন করিতেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাঁহার বিশেষত্ব চিরকাল দেখিয়াছি। রাজা বাহাদুর একজন চমৎকার অর্গানাইজার (organiser) ছিলেন—'অর্গানাইজ' অর্থাৎ সঙ্ঘ-বদ্ধ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, ইহা আর কেহই পারিতেন না। আজ তাঁহার স্মরণ-সভায় একটা শোচনীয় ঘটনার কথাও বলি। স্নেহবশতঃ পরিষৎকে যেমন তিনি সস্নেহে লালন-পালন করিতেন, আবার তেমনই সময়ে সময়ে তাড়নাও করিতেন। স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে এবং হয় ত কল্যাণ কামনা করিয়াই, পরিষৎকে সুপথে রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই তিনি চাণক্যের উপদেশের অপর

অংশেরও অনুবর্ত্তী হইতেন। কিন্তু অনেকে তাহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন, আজ তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; সত্য গোপন করিবার কোনও কারণও নাই। এই জন্যই তখন পরিষৎ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। যে অবস্থায় আমরা পরিষৎকে উঠাইয়া আনি, আজ বুঝিতেছি, তিনি যদি তাহার মূলে সংহতিশক্তি না দিতেন, তবে তাহা এইরূপ একটি বাস্তব অনুষ্ঠানে পরিণত হইত না। পরিষদের গৃহপ্রবেশ-উৎসবে যোগদান করিয়া তিনি সহৃদয়তা ও সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সে আদর্শ কখনও ভুলিতে পারিব না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কাজের জন্য তিনি তাঁহার অপ্রিয় ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করিয়াছেন, কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিয়োগ এবং তাঁহার সাহচর্য্য করিয়াছেন। আমরা যদি পরিষদে তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারি, তবে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রাখিতে পারিব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—অনেকেই রাজা বিনয়কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তাহার অতিরিক্ত আমি আর কিছু বলিতে পারিব না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেওঘরে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে উপদেশ দেন। তিনি অনেককেই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় নাই। বিনয়কৃষ্ণকে যে উপদেশ দেন, তাহাতেই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বহু দিবসের পর পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের দিন তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। যদি না আসিতেন, তবে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা থাকিত না। তিনি যে আসিয়াছিলেন, এ জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টা স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত। সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সেবী, সকলেই রাজাবাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই স্মৃতি-প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা মতভেদের কথা ভাবিব না। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিব। আমি সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমানে সাহিত্য-পরিষদের যাঁহারা ধুরন্ধর, তাঁহারাই ইহার সব নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের মত তাঁহাদের চরিত্রও এক দিন আমরা এইখানে দাঁড়াইয়া কোনও এক সভায় সমালোচনা করিব। আমাদের মতভেদ চিরকাল থাকিবে না—কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ চিরকাল থাকিবে। যখন সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তার লাভ করিবে—যখন দেশের সাহিত্য ও চিন্তার স্তম্ভস্বরূপ পরিষৎকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তখন সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়দাতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিনয়কৃষ্ণের কৃতিত্ব ও গৌরব সেই সঙ্গে লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাঁহার দান এবং ছাত্রদের জন্য মঙ্গল কামনা জানিতে পারি। তিনি কলিকাতার উত্তর-বিভাগের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে ১৩০০০৲ টাকা দান করেন; সেই দানেই মার্কাস স্কোয়ার নির্ম্মাণের বীজস্বরূপ। সকলেই জানেন, মার্কাস স্কোয়ার হইতে ছাত্রদের কি পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাজা বিনয়-কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আমি এমন কাহাকেও জানি না, যিনি রাজা বাহাদুরের সংস্রবে আসিয়া তৃপ্ত হন নাই। তাঁহার যে সব গুণ ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিকট পরিষদের যে ঋণ, তাহা অশোধ্য। তাঁহার বাড়ী হইতে যাঁহারা পরিষৎকে তুলিয়া আনেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তথাপি আমি বলি, পরিষদের কাহাকেও মনে করিতে হইলে, তাঁহাকেই অগ্রে মনে করা উচিত। তিনি পরিষদের জননী না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ইহার মা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ক্রোড়ে পালিত হইয়া আজ পরিষৎ দাঁড়াইতে চলিতে শিখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজাই হউন, আর দ্বারকায় বংশবৃদ্ধিই করুন, নন্দঘোষ যে তাঁহার পালক পিতা, তাহা কখন ভুলিবার নয়। পরিষদের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে আজকাল সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অনেকটা তাঁহারই উৎসাহে। বস্তুতঃ পরিষৎ তাঁহার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠায় দেরি হইয়াছে বটে, তথাপি এত দিন পরে যে পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া তাঁহার অশোধ্য ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ জন্য আমি আনন্দিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন,—রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। আমি সে সব কিছুই বলিব না। আমি বলি, ছেলের নাম রাখিবার সময় পিতা প্রায়ই কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম রাখিয়া থাকেন। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের পিতা কি করিয়া তাঁর ঠিক নামটি রাখিয়াছিলেন? তিনি নামেও যা, কাজেও তাই। আমরা যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তিনি আমাদিগকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। দুঃস্থ দরিদ্র সাহিত্য-সেবীদিগকে তাঁহার মত অমন আর কেহ যত্ন করেন নাই।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্য কারণে এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি-সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গে ১৮৮৮ সালে আমার প্রথম পরিচয়। আমি জীবনে যে সব বন্ধু লাভ করিয়াছি, তাহার অনেকই তাঁহার জন্য। সে কালের বড় লোকদের বৈঠকখানায় পণ্ডিত, লেখক, বক্তা, গায়ক প্রভৃতি সব থাকিত, তাহারা বড় লোকের সঙ্গে যেন জড়াইয়া থাকিত, বড়লোকেরা তাদের সাহায্য করিতেন। সমাজ-জীবনের এই যে একটা কেন্দ্র, ইহা রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য—বিবেচনা সমস্তই ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া যখন ঝগড়া, তখন আমি রাজা বাহাদুরের পক্ষে ছিলাম; আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম যে, পরিষৎকে তোলা উচিত নয়। যাহা হউক, তিনি পরিষদের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে এখানে

আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্ম যে আয়োজন হইয়াছে, ইহা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বিনয়কৃষ্ণ কি ছিলেন, সাহিত্যে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, ইহা আজকাল-কার যুবকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা না হইলে—ছাই-চাপা দিলে চলিবে না। এই যে সব ছবি দেখিতেছি, ইহা কেন? ইঁহারা এক একজন জাতীয় ভাবের পুরোহিত—জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণশৃঙ্খল। তাই ইতিহাস খুলিবার জন্ম—জাতীয় ভাবের উন্মেষের জন্ম এই সব চিত্র আমরা রাখিয়াছি। আজ যদি রাজা বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-সভায় এই ঘর লোকে পূর্ণ দেখিতাম, তবে বড়ই আনন্দ হইত। সাহিত্য-পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আরও হইবে; কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে যে ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইত, তাহা এখানে হয় না। প্লেগের সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ টীকা নিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিতে পারি নাই। আর একটি কথা বলি। প্লেগের সময় সকলেই পলাইতে ব্যস্ত, কিন্তু ট্রেন পায় কই? ষ্টেশনে ভারি ভিড়, শিশু ও রোগীরা খেতে পায় না, জল পায় না, পথ্য পায় না, ঔষধ ত পায়ই না। রাজা বাহাদুর যাত্রীদের এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঔষধ, পথ্য, খাবার, জল প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন গ্রে ষ্ট্রীট দিয়া একটি প্লেগের মড়া লইয়া যাইতেছে। বাহকেরা অনেক দূর হইতে বহিয়া আনিতেছে, আর পারে না—একেবারে অচল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও আমি সেই পথ দিয়া গাড়ী করিয়া আসিতেছিলাম। ঐ দৃশ্য দেখিয়াই তাহাদের কষ্ট বুঝিলেন এবং সমস্ত বিষয়েই বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ প্রকৃতির লোকের জন্ম যে সমাজ-সংহতি ছিল, তাঁহারা একে একে সব চলিয়া গিয়াছেন। সে রকম লোক আর হইতেছে না। যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আমাদের জন্ম এত করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কেবল চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে হইবে না। তাঁহার মহত্ত্ব—তাঁহার চরিত্র দেশবাসীকে না বুঝাইয়া দিলে লোকে তাঁহাকে বুঝিবে না। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্ম এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে আধুনিক লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ অশেষ প্রকারে ঋণী। তাই পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ছবি আটকাইয়া রাখিয়াই তাঁহার ঋণ পরিশোধ না করেন। সে পক্ষে যাহা ভাল কর্ত্তব্য, তাহা পরিষৎ করুন—যাহাতে তাঁহার স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনে উদয় হয়।

সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—এই সভায় উপস্থিত হওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই অনেক কাজ ফেলিয়া বহু পূর্ব্বেই আমি উপস্থিত হইয়াছি। কেন না, ভাবিয়াছিলাম, একটু বিলম্ব করিয়া গেলেই গিয়া এমন জনতা দেখিব, যাহাতে পরিষদের সহকারী সভাপতির পক্ষেও অতি কষ্টে একটু স্থান লাভ করা অসম্ভব হইবে। আমার এ অনুমান মিথ্যা হইয়াছে; ইহা আমার দুর্ভাগ্য, দেশের দুর্ভাগ্য। আমার আরও দুর্ভাগ্য, বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-চিত্র উন্মোচন-সভায় আমায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইল। সাধারণ-বিজ্ঞাত কারণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সম্ভব ও

উচিত নয়। সুতরাং আমি বেশি কিছু বলিব না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, কয়েক জন ছাড়া প্রায় সকল আত্মীয়ই তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিতেন। ইহা সত্ত্বেও কোন সংকার্য্যেই তিনি কখন পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। পরিষৎ হইতে তাঁহার স্মৃতি-সভার যে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রুফ যদি আমি দেখিতাম, তবে তাহাতে আমি তাঁহার বর্ণনায় "সাহিত্য-সেবী" লিখিতাম না—"সাহিত্যিক-সেবী" লিখিতাম। সাময়িক সাহিত্যের তিনি যে কত উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখিবার বিষয়। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি যে অদৃঢ়, ইহা তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন; তাই তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দেন নাই এবং তাঁহার দূরদর্শিতার প্রমাণ পরে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমি তাহাতে যোগ দেই নাই। ইহাতে তিনি কখন অসন্তুষ্ট হন নাই; বরং সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্বন্ধ রাখাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিছু বিলম্ব হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আর এক কথা, বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে—রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যে সাহিত্যসাধনা-প্রবৃত্তি এখন বাড়িয়াছে, ইহা পরম সন্তোষের কথা; ইহা তিনিই আনয়ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। পরিষদে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া আবরণ উন্মোচন-কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ভ্রম-সংশোধন

২৩শ বার্ষিক, ৮।৯ মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম ঐ অধিবেশনের যে কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত হয় নাই। নিম্নে সেই নামগুলি ও প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীগুরুদাস সরকার, সদস্য—শ্রীমহীতোষ-কুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, সিটিকলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। ডাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ এম্ ডি, ৪১ চাউলপটি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। শ্রীকিশোরীপ্রসাদ জয়সওয়াল এম্ এ (অক্সন), ব্যারিষ্টার, বাঁকীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসিদ্ধকুমার বসু, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশিবরাম মৈত্র, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীফণিভূষণ সিংহ বি এ, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, বালিয়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি এ, ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সাধুখাঁ, ১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

চতুর্ব্বিংশ ভাগের সূচীপত্র

Printed by—R. C. Mitra at the Visvakosha Press.
9 Visvakosha Lane, Baghbazar, Calcutta.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Antiseptic
TOOTH POWDER
IMPALPABLE
PEARL POWDER
Puspol
FLORAL HAIR OIL
TOOTH POWDER
Rose

The English Works Of

Mr. Pramathanath Bose

1. **"The Illusions of New India"**—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

The Amrita Bazar Patrika.

2. **Epochs of Civilization—Price Rs 4.**

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose ennunciates in this book a theory of Civilization......which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

The Modern Review.

3. A History of Hindu Civilization under British Rule—Vols. I and II (Vol. III. out of print)—Price Rs 5.

"A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit"—*The Times.*

4. "The Root Cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

The Indian Review.

5. "Essays and Lectures on the Industrial Development of India and other Indian subjects, (*Second edition, revised*)"—Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume...display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

The Hindusthan Review.

6. **Give the People back their own.** (*An open letter to His Excellency the Viceroy and Governor General of India*)—Price 12 annas.

7. "An Eastern View of Western Progress". (Reprinted from the *Westminister Review* and *East and West*)—Price 12 annas.

Apply to Messrs. W. Newman & Co

4, Dalhousie Square, Calcutta.

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড। মূল্য সদস্য পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ১৲।

*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸০, সাধারণ পক্ষে ১।০।

*৪। ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶০, সাধারণ পক্ষে ।০।

৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে /১০, সাধারণ পক্ষে ৶০।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৶০, সাধারণ পক্ষে ৸০।

*৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

*১১। কাশীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুন্‌শী আবদুল করিম সম্পাদিত।

*১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵৹, সাধারণ পক্ষে ৵৹।

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵৹, সাধারণ পক্ষে ৵৹।

*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ৷৵৹।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২৷৹।

*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্‌হো—(মিলিন্দ প্রশ্ন) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৷৹।

*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৲, সাধারণ পক্ষে ৫৲।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২৷৹।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৲ টাকা।

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৷৹।

*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৵৹, সাধারণ পক্ষে ৷৵৹।

৩২। মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৵৹, সাধারণ পক্ষে ৷৹।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে

৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ॥৶৹।

৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২।৶৹, সাধারণ পক্ষে ৪৶৹।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা*, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩॥৶৹, সাধারণ পক্ষে ৫।৹।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্য পক্ষে ।৹, সাধারণ পক্ষে ।৶৹।

৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্কিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ॥৶৹, সাধারণ পক্ষে ১।৹।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।৹।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥৴৹, সাধারণ পক্ষে ১৶৹।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ॥৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫৲, সাধারণ পক্ষে ৩০৲।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ।৶৹, সাধারণের পক্ষে ৷৶৹।

৪৮। মৃগলুব্ধ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ।৴৹।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ পক্ষে ৶৹।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।৹।

৫১। সমরুল-মোতাক্ষরীণ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৶৹, সাধারণ

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ১৲, সাধারণপক্ষে ১৷৹।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ৸৹।

৫৫। বৌদ্ধগান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ৸৹।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৸৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷৹।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৴৹, সাধারণ পক্ষে ৷৹।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৹, সাধারণ পক্ষে ৸৹।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদিত মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১।৹।

৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ।৹, সাধারণ পক্ষে ।৴৹।

৬৩। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)।—বাৎস্যায়ন ভাষ্য, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৷৹, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷৹।

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।